

168291



কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতা।

(চতুর্থ খণ্ড ।)

(১) Rare

শ্রীমদ্রবীন্দ্র-হর্গীকান-লাহিড়ী-সংস্করণ

সংস্কৃত।

RMIC LIBRARY	
Acc. No.	168291
Class No.	294.1141 V60
Date	11.3.93
St. Card	✓
Class	✓
Cat.	✓
Bk. Card	✓
Checked	✓

সংস্কৃত।

শ্রীমদ্রবীন্দ্র-হর্গীকান-লাহিড়ী-সংস্করণ

শ্রীমদ্রবীন্দ্র-হর্গীকান-লাহিড়ী-সংস্করণ

সংস্কৃত।

যজুর্বেদ-সংহিতা ।

ক্ৰমঃ যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ।

দ্বিতীয়ঃ কাণ্ডঃ ।

যন্ত নিঃশ্চিসিতং বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং জগৎ ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিভ্রাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥
দ্বিতীয়ানিচতুর্থান্তৈস্তিভিরেতৈঃ প্রপাঠকৈঃ ।
উক্তাঃ কামোষ্টয়ঃ কাণ্ডে দ্বিতীয়ে পরতন্ত যৎ ॥ ২ ॥
আন্তে দশপূর্ণ্যাসমস্তব্যাখ্যানমীরিতম্ ।
বিধয়ো মন্ত্রসম্বন্ধা বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছেষবিধয়ো বাচ্যা ব্যাখ্যেয়া হৌত্রমন্ত্রকাঃ ।
অতোহুহুত্ৰাক্ষণং তত্র বর্ণ্যতে পাঠকশ্চয়ে ॥ ৪ ॥
প্রপাঠকে পঞ্চমেহুবাং দ্বাদশ সংস্থিতাঃ ।
আধ্বৰ্য্যবঃ পূৰ্ব্ববট্টকে যাজ্ঞ্য উত্তম ঈরিতাঃ ॥ ৫ ॥
হৌত্রমন্ত্রবিধিব্যাখ্যাদিপ্রায়মন্তরে ।
অগ্নীষোমৌহবিষো বিধিস্তত্রাহুয়োষ্যোঃ ॥ ৬ ॥

• • •

প্রথমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । প্রথমোহুবাংকঃ ।)

বিষরূপো বৈ স্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাদীৎ স্বত্ৰীয়োহুহুত্ৰাণাং তন্ত

জীপি শীর্ধাপ্যাসনংসোমপানং, হুত্ৰাপানমম্মাদনং, স প্রত্যক্ষং

দেবেভ্যো ভাগমবদৎ পরোক্ক্ষমহুরেভ্যঃ সৰ্বস্মৈ বৈ প্রত্যক্ষং

ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোক্ক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্ত-

স্মাদিশ্রোহবিভেদীদৃষ্টবৈ রাষ্ট্রং বি পর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি তস্য বজ্র-

মাদায় শীর্ষাণ্যচ্ছিনত্বং সোমপানম্ আসীৎ স কপিঞ্জলোহভবত্বং

হরপানং স কলবিঙ্‌কো যদম্মাদনং স তিভিরিঙ্‌স্তাঞ্জলিনা

ব্রহ্মহত্যাশ্রুপাগৃহ্নাতাং সশ্বংসরমবিভক্তং ভূতান্‌ভ্যক্রোশন্‌ ব্রহ্ম-

হম্‌তি স পৃথিবীমুপাসাদদত্বে ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি

গৃহাণেতি সাহব্রবীদ্বরং বৃণে খাতাং পরাভবিষ্মন্তী মন্যে ততো

মা পরা ভুবমিতি পুরা তে সশ্বংসরাদপি রোহাদিত্যব্রবীক্ত-

স্মাং পুরা সশ্বংসরাং পৃথিব্যে খাতমপি রোহতি বাণেবৃত্বং

হুত্বৈ তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্নাত্বং নকৃতমিরিণমভবত্তস্মা-

দাহিত্যিঃ অন্ধাদেবঃ স্বকৃত ইরিণে নাব শ্বেদব্রহ্মহত্যায়ৈ হেষ্ণুঃ

বর্ণঃ স বনস্পাতীনুপাসীদদৈশ্চ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহী-

তেতি তেহব্রহ্মবধরং বৃণামহৈ বৃক্ষাং পরাভবিষ্যন্তো মহ্যামহে

ততো মা পরা ভূমেত্যব্রশ্চনাদো ভূয়াৎস উত্তিষ্ঠানিত্যববীত-

স্মাদাব্রশ্চনাদ বৃক্ষাণাং ভূয়াৎস উত্তিষ্ঠন্তি বারেরবৃত্তং হেমাং

তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্স নির্যাসোহভবত্তস্মান্নিৰ্যাসস্তা

নাহশ্চ ব্রহ্মহত্যায়ৈ হেষ্ণু বর্ণোহথো খলু য এব লোহিতো যো

বাহব্রশ্চনান্নিৰ্য্যেবতি তস্ম নাহশ্চাম্ কামমশ্চ স স্ত্রীষাংসাদমুপা-

সীদদৈশ্চ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহীতেতি তা অব্রহ্মবধরং

বৃণামহা ঋত্বিযাং প্রজাং বিন্দামহৈ কামমা বিজনিতোঃ সং

ভবামেতি তস্মাদৃত্বিযাং স্ত্রিয়ঃ প্রজাং বিন্দন্তে কামমা বিজনিতোঃ

সং ভবন্তি বাৱেবু তৎ, হাসাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণন্সাম্।

মলবদ্বাদসাম্ অভবন্তস্মান্ মলবদ্বাদসাম্ ন সং বদেত ন সহানীতঃ।

নাস্মা অন্নমগ্ধাব্রহ্মহত্যায়ৈ হেষ্ণা বর্ণং প্রতিমুচ্যাহন্তেহথো খল্লা-

জরভ্যঞ্জনং বাব স্খিয়া অন্নমভ্যঞ্জনমেব ন প্রতিগৃহ্যং কামমন্ডদিতঃ।

যাং মলবদ্বাদসৎ সম্ভবন্তি যন্ততো জায়তে সোহতিশন্তো যামঃ।

রূণ্যে তস্মৈ স্তেনো যাং পরাচীং তস্মৈ হ্রীতমুখ্যপগল্ভো যা স্নাত্তিঃ।

তস্মা অপ্সু মারুকো যা অভ্যঙ্ক্তে তস্মৈ দুর্শ্রমা যা প্রলিখতে।

তস্মৈ খলতিরপমারী যাহঙ্ক্তে তস্মৈ কাণো যা দতো।

ধাবতে তস্মৈ শ্যাবদন্তা নখানি নিকৃন্ততে তস্মৈ।

কুনখী যা কুণত্তি তস্মৈ ক্লীবো যা রজ্জুৎ সৃজতি তস্মাঃ।

উদ্বজ্জুকো যা পর্ণেন পিবতি তস্মা উদ্ভাজুকো যা খর্ব্বেষ পিবতিঃ।

৬ প্রাণাঠক, ১ অম্ববাক ।] কৃষ্ণ-বাসুদেব-মন্ত্র ॥

ত্বৈশ্চ খর্বন্তিস্রো রাত্রীর্ব তং চরেদঞ্জলিনা বা পিবেদখর্বেন।

বা পাত্রেণ প্রজায়ৈ গোপীথায় ॥ ১ ॥

পর-পাঠঃ ।

মিথুজপ ইতি বিশ্ব—রূপঃ । বৈ । ত্বাহুঃ । পুরোহিত ইতি পুরঃ—হিতঃ ।

কেবানাম্ । আসীৎ । স্বশ্রীয়ঃ । অম্বরাণাম্ । তন্ত্র । জৌনি । শীর্ষাণি ।

আসম্ । সোমপানমিতি সোম—পানম্ । অম্বাপানমিতি অম্বা—পানম্ ॥

অম্বাদনমিত্যন্ন—অন্নম্ । সঃ । প্রত্যক্ষমিতি প্রতি—অক্ষম্ । দেবেভ্যঃ ॥

ভাগম্ । অবদৎ । পুরোক্ষমিতি পরঃ—অক্ষম্ । অম্বরেভ্যঃ । সর্বৈ ॥

বৈ । প্রত্যক্ষমিতি প্রতি—অক্ষম্ । ভাগম্ । বদন্তি । যস্মৈ । এব ।

পুরোক্ষমিতি পরঃ—অক্ষম্ । বদন্তি । তন্ত্র । ভাগঃ । উদিতঃ । তস্মৈ ।

ইন্দ্রঃ । অবিষেৎ । ঈদৃৎ । বৈ । রাষ্ট্রম্ । বাতি । পর্যাবর্তয়তি ।

শমি—আবর্তয়তি । ইতি । তন্ত্র । বজ্রম্ । আদিয়েত্যা—দায় । শীর্ষাণি ।

অচ্চনৎ । যৎ । সোমপানমিতি সোম—পানম্ । অসৌং । সং । কপিঞ্জলঃ ।

অভবৎ । যৎ । সুরাপানমিতি সুরা—পানম্ । সং । কলবিড়কঃ । যৎ ।

অয়দনমিতান্ন—অদনম্ । সং । হিত্তিরিঃ । তস্ত । অঞ্জলিনা । ব্রহ্মহত্যামিতি

ব্রহ্ম—হত্যাম্ । উপেতি । অগ্নিহাং । তাম্ । সধ্বংসরমিতি সং—বৎসরম্ ।

অবিভঃ । তন্ । ভূতানি । অভ্যতি । অক্রোশন্ । ব্রহ্মহরতি ব্রহ্ম—হন্ । ইতি ।

সং । পৃথিবীম্ । উপেতি । অসৌদৎ । অষ্টৈ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—

হত্যায়ৈ । তৃতীয়ম্ । প্রতীতি । গৃহাণ । ইতি । সা । অত্রবীৎ । বরম্ ।

বুণৈ । বাতাং । পরাভবিষ্যন্তীতি পরা—ভবিষ্যন্তী । মচ্ছৈ । ভতঃ । মা ।

পরেতি । বৃকম্ । ইতি । পুরা । তে । সধ্বংসরানিতি সং—বৎসরাং ।

অপীর্মত । ব্রোহাৎ । ইতি । অত্রবীৎ । তস্মাৎ । পুরা । সধ্বংসরানিতি

সং—বৎসরাং । পৃথিব্যৈ । ঋতম্ । অপীতি । রোচতি । বারৈবৃত্তমিতি

ঋণৈ বৃতম্ । হি । অষ্টৈ । তৃতীয়ম্ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ ।

৬ অঙ্কঃ । ১ অঙ্কঃ । কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-মন্ত্র ।

প্রীতি । অগ্ন্যং । তৎ । স্বকৃতমিতি স্ব—কৃতম্ । ইরিণ্যং । অত্বং ।

তন্মাং । আহিতায়িরিত্যাং—অগ্নিঃ । প্রজাদেব ইতি প্রজা—দেবঃ । স্বকৃত

ইতি স্ব—কৃতে । ইরিণ্যে । ন । অথোত । ত্রেৎ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম

—হত্যায়ৈ । হি । এষঃ । বর্ষঃ । সঃ । বনস্পতীন্ । উপোত । অগ্ন্যং ।

অগ্নে । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । তৃতীয়ম্ । প্রীতি । দ্বিতীয়ম্ ।

ইতি । তে । অত্রান্ । বসম্ । বৃণামহে । বৃক্ষণ্যং । পরাতবিদ্যন্ত ইতি

পরা—ভবিষ্যন্তঃ । মতামহে । তন্তঃ । মা । পরেতি । ভূম । ইতি ।

আব্রশ্চনাদিত্যা—ব্রশ্চনাং । যঃ । ভূয়ঃসঃ । উদিতি । তিষ্ঠান্ । ইতি ।

অত্রবীৎ । তন্মাং । আব্রশ্চনাদিত্যা—ব্রশ্চনাং । বৃক্ষণ্যম্ । ভূয়ঃসঃ ।

উদিত । তিষ্ঠন্তি । যারেন্তমিতি যারে—বৃতম্ । হি । এষাম্ । তৃতীয়ম্ ।

ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । প্রীতি । অগ্ন্যম্ । সঃ । নির্ঘ্যাস

ইতি নিঃ—যাসঃ । অত্বং । তন্মাং । নির্ঘ্যাসতোতি নিঃ—যাসন্ত । ন ।

আশ্রম্ । ব্রহ্মহত্যায় ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । হি । এবঃ । বর্ণঃ । অথো

ইতি । খলু । যঃ । এব । লোহিতঃ । যঃ । বা । আত্রশচনাদিত্যা—

জ্ঞশ্চনাৎ । নির্ধেষতীতি নিঃ—যেষতি । তন্ত । ন । আশ্রম্ । কামম্ ।

অগ্নত্ব । সঃ । জ্যৈষ্ঠস্যাদমিতি জ্যৈ—সস্যাদম্ । উপেতি । অদৌদৎ । অত্রে ।

ব্রহ্মহত্যায়া ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । তৃণীয়ম্ । প্রতীতি । গৃহীত । ইতি ।

ভাঃ । অক্রবন্ । বরম্ । বৃণামহৈ । ঋত্বিয়াৎ । প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

বিন্ধ্যমহৈ । কামম্ । এত । বিজনিতোরিতি বি—জনিতোঃ । সমিতি ।

ভবাম্ । ইতি । তন্মাৎ । ঋত্বিয়াৎ । দ্বিষঃ । প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

বিন্ধ্যস্তে । কামম্ । এতি । বিজনিতোরিতি বি—জনিতোঃ । সমিতি ।

ভবন্তি । বায়েবৃতমিতি বায়ে—বৃতম্ । হি । আসাম্ । তৃতীয়ম্ । ব্রহ্মহত্যায়া

ইতি ব্রহ্ম—হত্যায়ৈ । প্রতীতি । অগ্ৰহ্ন । না । মলবৎস ইতি মলবৎ—বাসাঃ ।

অন্তবৎ । তন্মাৎ । মলবৎসসেতি মলবৎ—বাসসা । ন । সমিতি । বহেত ।

ন। সহ। অসীত। ন। অত্যাঃ। অন্নম্। অত্যাঃ। ব্রহ্মহত্যায় ইতি
 ঙ্গ—ইত্যারৈঃ। হি। এষা। বর্ণম্। প্রতিক্ষেপেতি প্রতি—মুচ্য। আত্মে।
 অধো ইতি। ঋষু। আহঃ। অভ্যঞ্জনমিত্যভি—অঞ্জমম্। বাব। জিহ্বাঃ।
 অন্নম্। অভ্যঞ্জনমিত্যভি—অঞ্জমম্। এব। ন। প্রতিক্ষেপেতি প্রতি—
 গৃহম্। কামম্। অত্যাঃ। ইতি। ষাম্। মলবাসনমিত্যভি মলবৎ—বাসনম্। সত্ত্ববস্ত্যভি
 সং—ভবন্তি। ষঃ। ততঃ। জায়তে। লঃ। অভিশত ইত্যভি—শতঃ।
 ষাম্। অরণ্যে। তত্বে। ঙ্গনঃ। ষাম্। পরাচীম্। তত্বে। হীতমুখীতি
 হীত—মুখী। অপগল্ভ ইত্যপ—গল্ভঃ। বা। স্নাতি। তত্ভাঃ।
 অপস্নিত্যপ—স্ন। মারুতঃ। বা। অভ্যঙ্ক্ত ইত্যভি—অঙ্ক্তে। তত্বে।
 হৃশ্চক্ষেতি হৃঃ—চক্ষা। বা। প্রলিখত ইতি প্র—লিখতে। তত্বে। ধলতিঃ।
 অপমারীত্যপ—মারী। বা। আঙ্ক্ত ইত্যা—অঙ্ক্তে। তত্বে। কাণঃ। বা।
 দত্তঃ। ধাবতে। তত্বে। শ্রাবদদ্রিতি শ্রাব—দদ্রু। বা। নথানি। নিরুত্তত ইতি

নি—রুন্ততে । তৈশ্চ । কুনখী । যা । রুণতি । তৈশ্চ । ক্রীষঃ । যা ।
 রজ্জ্বম্ । স্বজতি । তস্তাঃ । উদ্বন্ধক ইত্যাং—বন্ধকঃ । যা । পর্ণেন ।
 পিবতি । তস্তাঃ । উদ্বাহক ইত্যাং—বাহকঃ । যা । ধর্কেন । পিবতি ।
 তৈশ্চ । ধর্কঃ । তিস্রঃ । রাত্রীঃ । ব্রতম্ । চরৎ । অঞ্জলিনা । বা ।
 পিবৎ । অথর্কেন । বা । পাত্রেণ । প্রজায়ী ইতি প্র—জায়ৈ । গোপীধায় ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যঃ (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

তন্ দ্বিতীয়ায়ন্যাকে পৌৰ্ণমাসীগতময়ীষোমীয়পুরোভাষণং বিধিঃসুত্ৰপোদ্ধাত্তেন প্রথমায়ন-
 যাকে কান্দিদাখ্যায়িকামাহ—“বিশ্বরূপো বৈ ত্রিষ্টুঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ স্বস্রীয়েহসুৱাণাং
 তস্ত ত্রীণি শীর্ষাণ্যাসনংসোমপান৬ স স্রাপানমদান৬ স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমদৎ পরোক-
 মসুৱেভ্যঃ সৰ্কঠৈ বৈ প্রত্যক্ষ্যং ভাগং বদন্তি যস্মা এব পরোকং বদন্তি তস্ত ভাগ উদিতস্তদ্বাদিদ্রোহ
 বিদেদীদৃঙ্ বৈ ত্রিষ্টুঃ বি পর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি তস্ত বজ্রমাদায় শীর্ষাণ্যচ্চনন্তং সোমপানমাসীৎ স
 কপিজ্জলোহভবত্ত্বং স্রাপান৬ স কলবিঙ্ কো যদদান৬ স তিতিবিঃ” ইতি । বিশ্বানি
 বহুবিধানি রূপানি যত্রাসৌ বিশ্বরূপঃ । ত্রিভিঃ শিরোভিরূপেতদ্বাদ্বিরূপত্বম্ । যো বিশ্বরূপনাম-
 কস্বষ্টুঃ পুত্রঃ স দেবানাং পুরোহিতো ন তু শরীরদধন্ধী, অসুৱাণাং তু ভাগিমেয়ঃ । স চ
 সাত্ত্বিকেন শিরসা সোমং পিবতি । রাজসেনান্নমস্বি । তামসেন সুৱাং পিবতি । স চ
 যজ্ঞমণ্ডপেষু গভা সৰ্কঠেবাং শ্রোত্রপ্রত্যক্ষং যথা ভবতি তথা দেবেভ্যো হবির্ভাগো যুক্ত ইতি
 বসাত সৰ্কঠেবাং পরোকং যথা ভবতি তথা রহস্য ঋত্বিজিভিঃ সহায় হবির্ভাগোহসুৱেভ্যো
 যুক্তোহতন্তানেবোদ্ভিশ্চ প্রযচ্ছতেতি স এবং বদতি । তেষামৃতিজাং তস্মিন্ পরোকবাদে বিশ্বাস
 উৎপন্নঃ । তস্য পরোকবাদস্ত হৃদয়পূৰ্ব্বকত্বাৎ । লোকেহপি তবায়ং ভাগ ইতি সৰ্কঠে
 পুষ্কায় প্রীতিমুৎপাদয়িতুং তৎসমীপে সৰ্কঠে বদন্তি । হৃদয়পূৰ্ব্বকত্বাভাবাদ্ স উদিতো ভবতি ।
 পরোকং শব্দং তু ভাগ উচ্যতে তত্রৈব ভাগো হৃদয়পূৰ্ব্বকত্বাহুদিতো ভবতি । এবং বৃদ্ধান্তং শ্রদ্ধা
 তদ্বাদ্বিরূপাদ্রোহবিভেদঃ । কিমিতি, ঈদৃক্ বাদিদ্রোহং সৰ্কঠা কৃতা ত্রিষ্টুঃ বিপর্য্যাবৰ্ত্তয়তীতি ।
 অসুৱেভ্যোহপ্নানাসুৱেভ্যঃ সমৰ্পণং বিপর্য্যায়িত্বাৎ । ততস্তস্য দ্রোহিণঃ শিরঃসু ছিন্নেষু তানি
 শিরাণ্যস পক্ষিঃস্বরূপেণোৎপন্নানি ॥

তত্ত্বেন্দ্র্য প্রত্যাবয়ং জনাপবদং চ দর্শয়তি—“তস্তাঞ্জলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্ণাতা৩২
সম্বৎসরমবিতস্তং ভূতান্ত্যাক্রোশন্ ব্রহ্মহমিতি” ইতি । তস্যাস্ত্রস্যা বদেন নিম্পন্ন্য বা ব্রহ্মহত্যা
তামঞ্জলিনা স্তা চকার । পাপিনাং শিক্ষায়ামীষরেন নিযুক্তানাং সম্ভবিতব্ধত্বাদীনাং পুরতোহস্ত্র লং
কৃত্বা নির্ভয়ঃ সন্ ব্রহ্মহত্যা ময়া বুদ্ধিপূৰ্ণকমেব কৰ্ত্তেত্যেবমঙ্গী চকারেত্যর্থঃ । প্রারম্ভিতমকৃত্বা
সম্বৎসরং নিরন্তরং ব্রহ্মহত্যামঙ্গীকৃত্যেব তন্তো । আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন পাপশোধনাত্যাবান্তীত্যভাবস্তত্র
যুক্তঃ । অত এব কোবীতকিন্ ইষ্ট্রবাক্যমেতদামনস্তি—“বয়াং হি বিজানীয়াস্ত্রীণীষণং
ত্ৰাষ্টমহমকনমকৃশান্তীনংসাল্যবক্ভাঃ প্রাযচ্ছম্” ইত্যাদি । দুরিতাভাবেরূপি সৰ্বপ্রাণিনস্ত-
মিষ্ট্রং ব্রহ্মহমত্যেবং সম্বোধ্যভিতস্তস্যাক্রোশং কৃতবন্তঃ ॥

ততস্তস্য জনাপবদস্য পরিচার্য্যেস্ত্রোশ্যুষ্টিতমুপায়বিশেষঃ দর্শয়তি—“স পৃথিবীমুপাসী-
দনস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নেতি সাংব্রহ্মবৎ বৃণে খাতাং পরাভবিম্ভ্যস্তী মন্ত্রে ততো
মা পরা ভূমিতি পুরা তে সম্বৎসরাদপি যোহ্যনিত্যব্রবীত্বাত্মাং পুরা সম্বৎসরং পৃথিব্যে খাতমপি
যোহতি বারৈবৃত৩২ হ্যসং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎসকৃত্যামরিণমভবত্স্বদাহ্যত্রিঃ
শ্রদ্ধাদেবঃ স্বকৃত ঈরিণে নাব সোবৃক্কচ্যায়ৈ-হোষ-বণঃ” ইতি । উপাসীদতপেতা প্রার্থিবান্ ।
খাতাং পরাভবিম্ভ্যস্তী মন্ত্রে, জনাঃ স্বেচ্ছয়া তত্র তন ভূমং খনন্তি তদুপদবাং পরাভূতা পীড়িতা
ভবিম্ভ্যমীতি মনসা চিন্তয়ামি । খাতপ্রদেশঃ সম্পূর্ণমস্তুরেণ পাংসুপ্রক্ষেপাভূতাহুতংপ্তের্হোষ-
হোহ্যং পুরিতো ভূমাদতি বরঃ । তদ্বদমসি, বারৈবৃতমস্যাঃ পৃথিব্যাঃ খাতপূরণং বরেন লক্ষম্ ।
পৃথিব্যাঃ স্বীকৃতত্বত্বায়ৈ ব্রহ্মহত্যায়া ভাগঃ স্বকৃত্যামরিণমভবৎ । ইত্যন্ত আনীয় প্রাক্ষিপ্তং ন
ভবতীতি স্বতঃসিদ্ধমবশ্যেন্নমসীৎ । যস্যাদিরিণং ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বকৃপং তস্মাদাহিত্যত্রিঃ
শ্রদ্ধাদেশস্ত্রিঃস্রিণে কদাচিদপি ন তিষ্ঠেৎ । যস্মাৎ দেবযজ্ঞনশ্চেন নাধ্যবসোৎ । শ্রদ্ধৈব দেবো
যস্তাসৌ শ্রদ্ধাবানিত্যঃ ॥

একস্য ব্রহ্মহত্যাভাগসা পরিহারোপায়সূক্তং হপস্য তং দর্শয়তি—“স বনম্পতীমুপাসীদনস্যৈ
ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নেতি তেহত্রৈবদং বৃণামহৈ বৃক্ণাং পরাভবিম্ভ্যস্তো মন্ত্রামহে-
ততো মা পরা ভূমেত্যাত্রশচনাং ভূগা৩২ উচিষ্টানিত্যব্রবীত্বাদাত্রশচনাদবৃক্ণাং ভূগা৩২
উত্তিষ্ঠতি বারৈবৃত৩২ হোষাং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তৎস নিৰ্ঘাসোসোভনস্ত্র্যান্ধিগাস্ত-
নাহগ্রং ব্রহ্মহত্যায়ৈ হোষ বর্গাহরণে খলুঃ এব লোহিতো যো বহব্রশচনাগ্নিগোষতি তন্ত নাহগ্রং
কামমন্ত্ৰ” ইতি । বৃক্ণাচ্ছেদনাং, আত্রশচনাচ্ছিন্নপ্রদেশাভূতংসো বহব্রজ্বা উত্তিষ্ঠতি
বরঃ । বৃক্ণাঙ্গিত্য ঘনভূতা বসো নিৰ্ঘাসঃ । ব্রহ্মহত্যায়াঃ স্বকৃপান্ত্র্যান্ধিগাস্ত্ৰ স্বকৃপং ন
তোজ্যং ভবতি । আপ চ পক্ষাস্তুরগ্নিঃ, ন সর্বেহপি নিৰ্ঘাসো নিষিক্তঃ কিন্তু যো
লোহিতবর্ণো যশ্চ চ্ছিন্নব্রহ্মপ্রদেশাঙ্গিত্তদেবোভয়ং নিষিক্তম্ । অমন্ত তু নিৰ্ঘাসস্য স্বকৃপ-
মাশ্রমিচ্ছয়াং সত্যামশিত্বং যোগ্যম্ ॥

ত্রিন্ ব্রহ্মহত্যাভাগেষু দ্বয়োঃ পরিহাবমুক্তঃ ততীয়াংশিষ্টস্ত পরিচারং দর্শয়তি—“স জীঘ্র-
সাদমুপাসীদনস্যৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি গৃহ্নেতি তা অত্রৈবদং বৃণামহা স্ত্রিগাং প্রজাং
বিন্দামহৈ কামমা নিম্ননিভাঃ সম্ভবামেতি তস্মাদ্ভিগাং স্ত্রিগাং প্রজাং বিন্দন্তে কামমা
বিজনিতোঃ সঃ ভবন্তি বারৈবৃত৩২ হ্যসং তৃতীয়ং ব্রহ্মহত্যায়ৈ প্রত্যগৃহ্ণাত্তা মলবদাসাঃ

অভকল্পাম্ভসবরাসা। নঃ সং বনেত নঃ সহাসীত নাত্মা অন্নমভ্যাহুঃ কহত্যায়ৈ। হোবা বর্গঃ
প্রতিমুচ্যাহন্তেথো। স্বর্গাচরভজ্ঞনং বাব জিহ্বা অন্নমভ্যাজনমেব নঃ প্রতিগৃহ্যঃ কামমন্যাদিতি”
ইতি । জিহ্বাঃ সম্যক্ সাদন্তিঃ বিশ্রুভেণোপবিশন্তি যত্রাং সভারামিতি জীসভাবিশেষঃ স্রাব্যাদানঃ ।
অশ্বিনানুতুসন্নক্কাঃ স্বর্গ্যাং প্রথমলভ্যোগ্যদেব গর্ভে জাতেনপি কামমুদ্গাহবিজ্ঞানতোরা প্রপবাৎ
পুরুষেণ সঙ্গজ্ঞেহি । পুত্রোপদ্রবঃ প্রত্যরায়শ্চ নিমিক্কাদনক্কতোহম্মাকং মা ভূদিতি বয়ঃ । অভ
এব যাজ্ঞবল্ক্যমুচ্যতিঃ—“যথাক্রমৌ ভবেবাহাপ স্রাগাং বরমমুস্মরন” ইতি । যো ব্রহ্মহত্যার্যত্বীভো
ভাগঃ সা মলবদাসা রজস্বলা যোবিনভবৎ । যস্মাদিহঃ ব্রহ্মহত্যায়্য রূপং শরীরে কঙ্কবৎ
প্রতিমুচ্যাহন্তে তস্মাতয়া সহ সজ্জামগং ন কুর্ধ্যাৎ । তস্মৈ সঠেকামন্ গৃহে বালো ন কর্তব্যঃ ।
তৎসামিকং তৎস্পষ্টং বাহরং নান্মীয়ৎ । অপচাভিজ্ঞাঃ কেচিদেবমাছঃ—জিহ্বাঃ শূদারোপ-
যোগিহেনভ্যাজ্ঞনমেবাস্থানীয়াঃ, তদীয়ং তৈল্যাদিকমেব ন গৃহীয়াৎ । তস্মা বা স্বপরীরভ্যাজনং না
কারয়েৎ । অন্নদয়ঃ সত্য্যামিচ্ছয়াং ভোক্তব্যমিতি ॥

প্রসজ্জাদ্রব্যাভ্যাজ্ঞানি বরন্তে—“বাঃ মলবদাসন ৮ সজ্জবন্তি যন্তো জায়তে, গোহতিশন্তো
যামরণ্যে তন্তে ত্বেনো বাঃ পরাচাঃ তন্তে হাতমুখাপগল্ভো যা স্রাগি তন্ত্র্য অপস্ম-মারুকো
বাহভাঙক্কে তন্তে হুশ্চর্য্য যা প্রলিখতে তন্তে খলতিরপমারো বাহঙক্কে তন্তে কাণো যা দতো
ধাবতে তন্তে শ্রাবদস্তা নথানি নিরুন্ততে তন্তে কুনখী যা ক্লগতি তন্তে ক্রীবো যা রজ্জু-স্বজতি
তন্তা উষজ্জকো যা পর্গেন পিবতি তন্তা উম্মাহকো যা খর্কেণ পিবতি তন্তে ধর্কন্তিত্রো ব্যাত্রীতং
চরেনজ্জলিনা বা পিবেদখর্কেণ বা পাভেণ প্রজ্জাটৈ গোদীধায় ॥” ইতি ॥ অতিশন্তো মিত্যাপবাদ-
বৃত্তঃ । যামরণ্যে, মলবদাসন ৮ সজ্জবন্তীতানুবর্ত্তে । পরাচৌমুচ্যরণভীত্যা লজ্জয়া বা পরাঙ-
বুধীন্ । সভারামবাঙমুশো বক্তৃমশকো হ্রীতমুখাপগল্ভ ইত্যাচ্যতে । মারুকো মরণলীলঃ ।
হুশ্চর্য্য কুষ্ঠী । প্রলিখতে ভিত্তৌ চিত্রাদিকং করোতি । খলতিঃ কেশশূন্তঃ । অপমারী
দুর্গরণযুক্তঃ । কাণঃ কুণ্ঠিতাকঃ । শ্রাবদস্তা লনদন্তঃ । ক্লগতি তৃণাদি জিনন্তি । উষজ্জকো
রজ্জু বদন্ত মরণলীলঃ । খর্কেণ বহুপকেন শরাবাদিনা । ধর্কো বামনঃ । যম্মাহুকা দোষঃ
বর্ত্তন্তে তস্মাত্তংপরিভারায় রজস্বলাভ্যন্তং সমুবাাদবর্জ্জনরূপং নিয়মমাচরৎ । ভোজনেহজ্জলি-
কণ্ডশরাব্যাদিক্যাদানমন্তঃ । ত্রাচরণমুৎপত্তমানায়াঃ প্রজ্জায়া রূপার্থঃ ভবতি ॥

অত্র মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“নঃ সঘদেত মলবদাসস্যেপি পূর্ব্ববৎ । পূর্মর্থঃ
স্তাৎ ক্রতো জাপি সৎবাদস্তা প্রসক্তিতঃ ॥” দর্শপূর্ণম্যস প্রকরণে শ্রুতি—“মলবদাসা নঃ সঘদেত”
ইতি । অত্র নিষেধস্ত প্রকরণাৎ ক্রতুভ্যমিতি চেষ্ট । অপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গাৎ । “যত্র
ব্রতোহুহু পদ্যানালভুকো ভবতি । তামপুরুষা যজ্ঞেত” ইতি রজস্বলায়া নিঃসারণান ক্রতো
সৎবাদপ্রসক্তিঃ । তস্মাৎ কেবলপুরুষার্থস্ত প্রকরণাহুৎকর্ষঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে বৃক্ষযজুর্বেদীয়ে তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমোহুত্বাকঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ সপ্তঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাশঠকঃ । দ্বিতীয়োহম্বকঃ ।)

স্বক্টা হতপুত্রো বীজ্রু সোমমাহরতস্মিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত তং

নোপাস্বয়ত পুত্রং মেহবধীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃৎ প্রাসহা

সোমমপি বজ্রস্য বদত্যশিষ্যত তস্ম্যচীহহবনীয়মুপ প্রাবর্তয়ৎ

স্বাহেস্ত শত্রুর্ধ্বক্বেতি যদবর্তয়তদ্বজ্রস্য বজ্রভং বদত্রবাৎ স্বাহেস্ত-

শত্রুর্ধ্বক্বেতি তস্মাদস্য ইন্দ্রঃ শত্রুরভবৎ স সন্তবমগ্নীষোমাবভি

সমভবৎ স ইযুগাত্রমিযুগাত্রং বিষঙ্ণবর্জিত স ইমাল্লোকানবুগোস্ত-

দিমাল্লোকানবুগোতদ্বজ্রস্য বজ্রং তস্মাদিন্দ্রোহবিভেৎ সা

প্রজাপতিযুপাধাবচ্ছক্শেহজমীতি তস্মৈ বজ্রং সিন্ধু প্রামচ্ছ-

দেতেন জহীতি তেনাভ্যায়ত তাককৃতাগম্যামোমৌ মা প্রা

হারাবমন্তঃ স্ব ইতি ময় বৈ বুবুৎ স্ব ইত্যত্রাণীমায়ভ্যেতমিতি

তৌ ভাগধেয়মৈচ্ছতাং ভাভ্যানেতমগ্নীষোমায়মেকাদশকপালং

পূর্ণমাসে প্রায়স্ছত্রাবক্রতামভি সন্দর্ভৌ বৈ স্যো ন শরুব ঐতুমিতি

স ইক্ষু আত্মনঃ শীতরুরাবজনয়ন্তস্বীতরুবয়োজ্জন্ম য এর৩

শীতরুবয়োজ্জন্ম বেদ নৈন৩ শীতরুরৌ হতস্তাত্ম্যামেনমভ্যনয়ন্ত-

স্বাজ্জজ্জভ্যমানাদগ্নীষোমৌ নিরক্ষমতাং প্রাণাপানৌ বা এনং তদ-

জ্জহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোহপানঃ ক্রতুস্তস্বাজ্জজ্জভ্যমানো ক্রয়াময়ি-

দক্ষক্রতু ইতি প্রাণাপানাবেবাহ্নক্ৰতে সর্বমায়ুরেতি স দেবতা

বৃদ্ধামিহুয় বাত্রঈ৩ হবিঃ পূর্ণমাসে নিরবপদ্বন্তি বা এমং

পূর্ণমাস আ অমাবাস্তায়াং প্যায়য়ন্তি তস্মান্নাত্রগ্নী পূর্ণমাসেহ-

নূচ্যেতে বৃথগ্নতী অমাবাস্তায়াং তৎ স৩ স্বাপ্য বাত্রঈ৩ হবি-

র্বজ্জমাণায় পুনরভ্যায়ত তে অক্রতাং দ্বাবাপৃথিবী মা প্র হারা-

বয়োর্বে শ্রিত ইতি তে অক্রতাং বরং বৃণাবর্হৈ নক্ষত্রবিহিতাহ-

হমসানীত্যসাবব্রবীচ্চিত্রবিহিতাহমিতীয়ং তস্মান্নক্ষত্রবিহিতাহসৌ

চিৎ্রবিহিতেয়ং য এবং চাঁরাপৃথিব্যোঃ বরং বেদৈনং যরো

গচ্ছতি স আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো ব্রত্ৰমহন্তে দেবা ব্রত্ৰ

হত্বাহগ্নামোমাবক্রবন্ হব্যং নো বহতমিতি তাবক্রতামপতেজসো

বৈ ত্যো ব্রত্রে বৈ ত্যয়োক্তেজ ইতি তেহক্রবন্ ক ইদমচ্ছেতীতি

গৌরিত্যক্রবন্ গৌর্বাব সর্বশ্চ মিত্রমিতি সাহব্রবীৎ বরং ব্রূণ

অয্যেব সতোভয়েন ভুনজাধ্বা ইতি তদগৌরাহরতশ্মাদগবি সতো-

ভয়েন ভুঞ্জত এতদ্বা অগ্নেঃশ্বেজো যদ্বতমেতৎসোমশ্চ যৎ পয়ো

য এবমগ্নীষোময়োশ্বেজো বেদ তেজস্যেব ভবতি ব্রহ্মবাদিনো

বদন্তি কিং দেবত্যং পৌর্ণমাসমিতি প্রাজাপত্যমিতি ক্রয়ান্তে-

নেশ্রং জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিরবাসায়য়দिति তস্ম্যাজ্যেষ্ঠং পুত্রং

ধনেন নিরবাসায়য়ন্তি ॥ ২ ॥

পদ-পাঠ্যঃ ।

ঋষ্টা । হতপুত্র ইতি হত—পুত্রঃ । নীক্রমিতি বি—ইন্দ্রম্ । সোমম্ ।

ঋতি । অহরং । তস্মিন্ । ইন্দ্রঃ । উপহবমিত্যুপ—হবম্ । ঐচ্ছত । তম্ ।

ন । উপৈতি । অব্যবত । পুত্রম্ । সে । অববীঃ । ইতি । সঃ । বক্তবেশ-

সমিতি বজ্র—বেশসম্ । কৃষা । প্রাশহেতি প্র—সহা । সোমম্ । অপিবৎ ।

তত্ । যৎ । অত্যাশিষ্ট্যেত্যতি—অশিষ্ট্যত্ । তৎ । বৃষ্টা । আচবনীয়মিত্যা—

চবনীয়ম্ । উপ । প্রেতি । অবর্ন্তয়ৎ । স্বাহা । ইন্দ্রশক্ররিতীন্দ্র—শক্রঃ ।

বর্দ্ধয় । ইতি । যৎ । অবর্ন্তয়ৎ । তৎ । বৃষ্টত্ । বৃষ্টমিতি বৃষ্ট—বম্ ।

যৎ । অত্রবীৎ । স্বাহা । ইন্দ্রশক্ররিতীন্দ্র—শক্রঃ । বর্দ্ধয় । ইতি । তন্মাত্ ।

অত্ । ইন্দ্রঃ । শক্রঃ । অভবৎ । সঃ । সম্ভবমিতি সং—ভবম্ । অগ্নীষোমা-

বিত্যগ্নী—সোমো । অভি । সমিতি । অভবৎ । সঃ । ইষুমাভ্রমিষুমাভ্র-

মিত্যিষুমাভ্রম্—ইষুমাভ্রম্ । বিষত্ । অবর্দ্ধিত । সঃ । ইমান্ । লোকান্ ।

অবুগোৎ । যৎ । ইমান্ । লোকান্ । অবুগোৎ । তৎ । বৃষ্টত্ । বৃষ্ট-

মিতি রত্ন—অম্ । তন্মাত্ । ইন্দ্রঃ । অবিভেৎ । সঃ । প্রজাপতিমিতি প্রজা—

পতিম্ । উপেতি । অধাবৎ । শত্রুঃ । মে । অজনি । ইতি । তমৈ ।

বজ্রম্ । সিন্ধু । প্রেতি । অযচ্চৎ । এতেন । জহি । ইতি । তেনা ।

অভীতি । আরত । তো । অক্রতাম্ । অগ্নীষোমাবিত্যগ্নী—সোমো । মা ।

প্রেতি । হাঃ । আবম্ । অন্তঃ । স্বঃ । ইতি । যম । বৈ । যুবম্ ।

স্বঃ । ইতি । অত্রবীৎ । মাম্ । অতি । এতি । ইতম্ । ইতি । তো ।

ভাগধেয়মিতি ভাগ—ধেয়ম্ । ঐক্ষেতাম্ । তাভ্যাম্ । এতম্ । অগ্নীষোমীষ—

মিত্যগ্নী—সোমৌদ্রম্ । একাদশকপাগমিতোকাদশ—কপালম্ । পূর্বমাস ইতি পূর্ণ—

মাসে । প্রেতি । অযচ্চৎ । তো । অক্রতাম্ । অভীতি । সন্দষ্টাবিতি

সং—দষ্টৌ । বৈ । স্বঃ । ন । শরুবঃ । ঐতুমিত্যা—এতম্ । ইতি । সঃ ।

ইন্দ্রঃ । আয়নঃ । শীতরুরাবিতি শীত—রুরৌ । অগ্ননয়ৎ । তৎ । শীত—

রুরয়োরিতি শীত—রুরয়োঃ । জন্ম । যঃ । এবম্ । শীতরুরয়োরিতি শীত—

করয়েঃ । জম্ম । বেদ । ন । এনম্ । শীতরুসাবিতি শীত—করো । হতঃ ।

ভাত্যাম্ । এনম্ । অভীত । অনয়ৎ । তয়াৎ । জজ্জন্মানাৎ । অমীষোষা-

নিতাগ্নী—সোমো । নিরিত্তি । অক্রামন্তাম্ । প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানো । বৈ । এনম্ । তৎ । অজ্জহিতাম্ । প্রাণ ইতি প্র—অনঃ ।

বৈ । দক্ষঃ । অপান ইত্যপ—অনঃ । ক্রতুঃ । তয়াৎ । জজ্জন্মানাৎ ।

জ্জয়াৎ । ময়ি । দক্ষক্রতু ইতি দক্ষ—ক্রতু । ইতি । প্রাণাপানাবিতি প্রাণ—

অপানো । এব । আয়ন্ । ধন্তে । সর্বম্ । আয়ুঃ । এতি । সঃ ।

দেবতাঃ । ব্রত্নাৎ । নিহুংয়েতি নিঃ—হুয় । বাত্র ব্রমিতি বাত্র—ব্রম্ । হবিঃ ।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । নিরিত্তি । অবপৎ । ব্রন্তি । বৈ । এনম্ ।

পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । এতি । অমাবাস্ত্যামিত্যমা বাস্ত্যাম্ । প্যায়ন্তি ।

ভাস্মাৎ । বাত্র ব্রী ইতি বাত্র—ব্রী । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । অধ্বিত্তি ।

উচ্যোতে ইতি । বৃধন্তী ইতি বৃধন্—বন্তী । অমাবাস্ত্যামিত্যমা—বাস্ত্যাম্ । ওৎ ।

সত্বাপোতি সং—স্থাপ্য । বাত্র—মিতি বাত্র—ম্ম । হবিঃ । বজ্রম । আদায়েত্যা—

দায় । পুনঃ । অভীতি । আয়ত । তে ইতি । অক্রতাম । আবাপৃথিবী

ইতি আবা—পৃথিবী । মা । প্রেতি । চাঃ । আবয়োঃ । বৈ । শ্রিতঃ । ইতি ।

তে ইতি । অক্রতাম্ । বরম্ । বৃণাবষ্টে । নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—

বিহিতা । অহম্ । অসামি । ঠাতি । অসো । অত্রবীৎ । চিত্রবিহিতেতি

চিত্র—বিহিতা । অহম্ । ঠাতি । ঈষম্ । ওয়াৎ । নক্ষত্রবিহিতেতি নক্ষত্র—

বিহিতা । অসো । চিত্রবিহিতেতি চিত্র বিহিতা । ঈষম্ । যঃ । এবম্ ।

আবাপৃথিব্যোরিতি আবা—পৃথিব্যোঃ । বরম্ । বেদ । এতি । এনম্ ।

বরঃ । গচ্ছতি । সঃ । আভ্যাম্ । এব । প্রসূত ইতি প্র—সূতঃ । ইন্দ্রঃ ।

বুধম্ । অধন । তে । দেবাঃ । বজ্রম্ । হস্ম । অমীমোমাবিত্যমী—

মোমো । অক্রবন্ । হব্যম্ । নঃ । বহতম্ । ইতি তো । অক্রতাম্ ।

অপভ্রজসাবিতাপ—ভ্রজসো । রৈ । তৌ । বুধে । বৈ । ত্যয়োঃ ।

তেজঃ। ইতি। তে। অত্রবন্। কঃ। ইদম্। অচ্ছ। এতি।

ইতি। গোঃ। ইতি। অত্রবন্। গোঃ। বাক। সৰ্বস্ত। মিত্রম্। ইতি।

স। অত্রবোং। বরম্। বুণে। ময়ি। এব। সত্য। উভয়েন। ভূনজাধৈ।

ইতি। তৎ। গোঃ। এতি। অহরৎ। তস্মাৎ। পবি। সত্য। উভয়েন।

ভুঞ্জতে। এতৎ। বৈ। অগ্নেঃ। তেজঃ। বৎ। যুতম্। এতৎ। সোমস্ত।

যৎ। পয়ঃ। বঃ। এনম্। অগ্নীষোময়োবিতাম্নী—সোময়োঃ। তেজঃ।

বেদ। তেজস্বী। এব। ভবতি। ব্রহ্মণাদিনঃ। ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ। যদন্তি।

কিংদেবতামিতি কিং—দেবতাম্। পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্। ইতি।

প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্। ইতি। ক্রয়াৎ। তেন। ইন্দ্রম্। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। নিরবাসায়য়দিতি নিঃ—অবাসায়য়ৎ। ইতি। তস্মাৎ। জ্যেষ্ঠম্।

পুত্রম্। যেনেন। নিরবাসায়য়ন্তীতি নিঃ—অবাসায়য়ন্তি ॥ ২ ॥

মন্ত্ৰভাষ্য (বায়নাচার্য্য কৃতং) ।

উপোদেষাতে বিশ্বকণবঃ সম্যক্ সমাবিতঃ ॥

অথ দ্বিতীয়মুপোদেষঃ—“অষ্টা ইতপুত্রো বাক্র৷ সোমমাহুত্বস্তিস্মিন্ন উপহবমৈচ্ছত তং নোপাস্মরত পুত্রং মেহবদীরিতি স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবদন্ত যদবশিষ্টত তৎপ্রাহুত্ববনীয়মুপ প্রাবর্তয়ৎ স্বাহেজ্ঞশক্রর্কর্ক্বেতি যদবর্ত্তয়ত্বদ্বত্বস্ত বৃত্তং যদব্রবাৎ স্বাহেজ্ঞশক্রর্কর্ক্বেতি তস্যাদ-
জ্ঞেজ্ঞঃ শক্রবভবৎ স সন্তবরগ্রাযোমাবতি সমভবৎ স ইযুনাত্রমিযুগাৎ বিদ্বত্ত্বপদ্বিত স ইমাল্লো কানবণেণাশ্রমাল্লো কানবণেণাত্তদ্বত্বস্ত বৃত্তং তস্যাদিক্রোচবিভং” ইতি । যস্মাৎ কারণাদস্তোৎপত্তার্থমাহুত্ববর্ত্তয়ত্বস্য কারণাবর্ত্তয়তোতদগমিতি ব্যাপত্ত্য বৃত্তং সম্পন্নম্ । যস্মাৎ কাবণাৎ যজ্ঞনমস্পরং বিশ্বজা বহুব্রীহিসরমুচারিতবান, তস্মাৎ কারণাদিক্রঃ শাতব্রিত্তা যন্তেতি ব্যাপত্ত্যা বৃত্তান্ত্রোক্তো ব্যাক্যাহভং । শেষঃ পূর্ব প্রপাঠকে ব্যাপ্যাত্মক ॥

তত্র বধোপাঃ দর্শয়তি—“স প্রজাপতিমুপাধাবচ্চকর্ষেহজ্ঞনোতি কৈয় বজ্র৷ সিন্ধু প্রাযচ্ছদেতেন জহীতি তেনাভ্যাহত” ইতি । ইন্দ্রো মম কমিচ্ছত্বকর্কত ইতি বদন্ প্রজাপতি-
মংসবত । তস্মা ইন্দ্রায় স প্রতাপতির্বজ্রং সিন্ধু বহুমুদিশ্র কৃত্যভিমন্ত্রি বজ্রেন প্রোক্ষ্যাত্মকঃ জহীতি বদন্ প্রাযচ্ছৎ । জহি মারয়েতার্থঃ । তেন বজ্রেন সহিতঃ স ইন্দ্র এনং বৃত্তং হস্তমভি-
লক্ষ্যাহুত্যাংগতবান ॥

ইতমুপোদেষাতঃ তত্পন্যোগঃ চোক্ত্যহগ্নীষোমীয়পুত্রোডাশবিশ্বিগর্ভাদেনান্নয়তি—“ত ব-
ক্রতামগ্নীষোমৌ মা প্র হারাবনন্তঃ স্ব-ইতি মম বৈ যুব৷ স্ব ইত্যত্রবীন্মানভোতমিতি তৌ ভাগ-
ধেয়মৈচ্ছতাং ভাভামেতমগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং পূর্ণমাসে প্রাযচ্ছৎ” ইতি । হ ইন্দ্র মা
প্রহাঃ, বৃত্তং মা প্রহর । আনমন্তঃ স্বঃ, আবাসুভাবেতত্ত্ব মুণে তিষ্ঠাৎ । তজ্জস্তাঙ্গ স ইন্দোহ
ত্রবীৎ—যুবাং মম স্তো বৈ স্বীতি তস্মান্নামভোতঃ মমভিলক্ষ্যগচ্ছঃম্ ইতি । ততোহগ্নীষে মৌ
জ্ঞংসকশমগ্নিতরোরাবয়োঃ কিং ভাগধেয়মিতি পপ্রচ্ছতুঃ । স চেন্দ্রঃ পূর্ণমাসে যোহগ্নী-
ষোমীয়পুত্রোডাশঃ স যুবয়োভ্যাং ইতি দন্তবান্ । অগ্নীষোমীয়মেকাদশকপালং নির্বপেদিত্তি
বিশ্বিত্র উষ্টব্যঃ ॥

অগ্নীষোময়োনির্গমনপ্রকারং দর্শয়তি—“তাবক্রতামতি সন্দাহী বৈ স্তো ন শক্র৷ ঐতুমিতি
স ইন্দ্র আশ্বাঃ শীতকরাঙ্গনয়ন্তক্রাতকরাঙ্গোজ্ঞম য এব৷ শীতকবয়োজ্ঞম বেদ নৈন৷ শীতকবৌ
হতস্তাভ্যামেনমভ্যনয়ন্তত্বাজ্ঞজ্ঞভ্যানাদগ্নীষোমৌ নিবক্রামতাম্” ইতি । বৃত্তং মুখে দন্তপত্ত্বি-
ভ্যামভিতঃ সমাগদষ্টাবেব বর্ত্তাবহে । তয়ানাগন্তং ন শক্র৷ ইতি উক্ত ইন্দ্রস্তরোরাগমনায়
স্বাশ্বানঃ সকাশাচ্ছাতজ্ঞং তদনন্তরভাবিসস্তাপ্য চোভাবুৎপাদিতবান্ । তদানীং শীতকবশক্ৰতি-
থেয়গোজ্ঞরতাপয়োজ্ঞম সমুৎপন্নম্ । তজ্জয়াবৈদমং ন শীতকবৌ ক্রতো ন মারয়তঃ । ততঃ
স ইন্দ্রস্তাভ্যাং শীতকরাভ্যামাযুবসদৃশাভ্যামেনং বক্রমভিলক্ষ্য প্রযুক্তাভ্যামনয়দেনং বৃত্তং
সংযোজিতবান্ । তদা শীতকরসদৃশাভ্যাং জ্ঞজ্ঞভ্যানাশ্ববিদারণং কুর্কতস্তমাদ্বাদগ্নী-
ষোমৌ নির্গতো ॥

প্রাসহান্নয়মুপাশ্র বিনিযুক্তং—“প্রাণাপানৌ বঃ এনং তদজহিতাং প্রাণো বৈ দক্ষোহপাসঃ

168291

কৃত্ত্ব্যজ্ঞভ্যামানো কৃশ্যামি দক্ষকৃত্ব ইতি প্রাণাপানাবেবাহ্যকৃত্ত্ব সৰ্বমায়ুরেতি” ইতি । অগ্নীষোমৌ এদা নির্গতো তদানীং প্রাণপানাবেদৈনং বৃত্তং তাক্তবন্তৌ তয়োশ্চ প্রাণাপাময়োঃ ক্রমেণ দক্ষঃ কৃত্ত্বিরিত্যেব নামনৌ । যথাং কারণাদেত তয়োৰ্নামনৌ তথাং কারণাৎ কৃত্তুকালে জ্ঞভ্যামানো মুখবিদারণকপং গাত্রবিনামং কুৰ্বন্ বজ্রমানো ময়ি দক্ষকৃত্ব ইতি মন্ত্রং ক্রয়াৎ । হিষ্টেতামিতি মন্ত্রবাক্যশেষস্তাধ্যাক্ষরঃ । তেন মন্ত্রপাঠেন প্রাণাপানাবেব স্বাশ্বিনি স্থিরৌ ধারিত-
বান্ ৬৮তি ততোহপমৃত্যুপ রতারণে সৰ্বমায়ুঃ প্রাপ্নোতি ॥

অথানেন বৃত্তবদ্যাস-স্বনাং জ্ঞাভাগমন্ত্রমূলগলয়োঃ কালভেদেন ব্যবস্থায় বিধত্তে—“স দেবতা বৃত্তান্নিহুয় বাত্র ৩৮ হবিঃ পূৰ্ণমাসে নিরবপদব্রহ্মি বা এনং পূৰ্ণমাস আহমাবাস্তায়াং পায়ায়ন্তি তস্মাদাত্রৌ পূৰ্ণমাসেহনুচোতং ব্রহ্মণী অমাবাস্তায়াং” ইতি । স ইন্দ্রো হগ্নীষোমপ্রমুখা বৃত্তমুখে স্থিতাঃ সৰ্বা দেবতা বৃত্তান্নিহুয় নিঃসার্য বৃত্তহননহেতুভূতং হবিরাভাভাগদ্রব্যাকপং পূৰ্ণমাসে সম্পাদিতবান্ । লোকেহপোনে বৃত্তমাববর্ণাশ্বকং বৃত্তাক্ষকারকপেণাবস্থিতং শকং পূৰ্ণমাসিনে ভ্যোংময়্য বিনাশয়ন্তি । অমাবাস্তায়াং জ্যোত্স্নায়া অভাববৃত্তকপমক্ষকারণপায়-
য়ন্তি সৰ্ব্বতো বর্দ্ধয়ন্তি । যস্মাদেবং তস্মাদ্ভূতহননশকলাঙ্ঘিতে ঋচাবজ্ঞাভাগয়োঃ পূৰ্ণমাসে পুরোহিতব্যক্ত্যে কৰ্ত্তব্যে । বৃদিধাতুযুক্তে ঋচাবমাবাস্তায়াং পুরোহিতব্যক্ত্যে কৰ্ত্তব্যে । অগ্নীষোমপ্র-
মুখাভাগে ৩৮ বাজোত বৃত্তহতানয়োস্তৃত্তহননপ্রতীতরেতে ঋচৌ বাত্র ৩৮ । কবির্কিপ্রণ-
বাব্রহ্মে বর্দ্ধয়ামৌ বসোবিক-উত্যতে ঋচৌ বৃদিধাতুযুক্তভ্যাদ্ভূতবতো ॥

প্রাসঙ্গিকীযাজ্ঞাভাগব্যবস্থায় বিধায় প্রকৃতং বৃত্তবদপ্রকারঃ দর্শয়তি—“তং স স্তাপা-
বাত্র ৩৮ হবির্বজ্রমাদায় পুনবভ্যায়ত তে অকৃত্তাং জাপাপথিনী মা প্র হারাবয়োর্দৈ শিত ইতি
তে অকৃত্তাং বরং বৃণাইহৈ নক্ষত্রবিহিতাহমসানীত্যসাবব্রবৌচিত্রবিহিতাহমমীতীয়ং তস্মা-
নক্ষত্রবিহিতাহনৌ চিত্রবিহিতঃ য এবে জাপাপথিব্যোৰ্বেব গৌদনং ববো গচ্ছতি স
আভ্যামেব প্রসূত ইন্দ্রো বৃত্তহন” ইতি । স ইন্দ্রো বৃত্তহননহেতুভূতযাজ্ঞাভাগপং হবিঃ
সম্পূর্ণ কৃত্ত্য পূৰ্ণবজ্রমাদায় পুনরপি বৃত্তমভিলক্ষ্য চতুর্মাণতবান্ । তদানীং জাপাপথিব্যাবিলক্ষ্য-
কৃত্ত্যম্—অথং বৃত্তো ভূমিমাষভ্য জ্বালোকপর্ণাস্তং বাপ্যাহবয়োরাশিতো বর্ততে তস্মান্নদীয়মেনং
ন প্রহরেতি । তত ইন্দ্রজ্ঞানক্ষাকারমালোক্য প্রহরমভ্যাপ্তকৃত্তমুৎকোচতেন ববং বৃত্ত-
বতো । নক্ষত্রৈর্কিহিতাহলঙ্কতা শ্রামিতি দিবো বরঃ । মনুষ্যপশুব্রহ্মণসগনদাসমুদ্রাদিকপেণ
বিচিত্রেণ বিহিতাহলঙ্কতা শ্রামিতি পৃথিব্যা বরঃ । তেন বরেন তে তথৈব স্তাতাম্ ।
এতদ্বরাভিজ্যোত্শপি স্বাতীষ্টং বরং প্রাপ্নোতি । ততঃ স ইন্দ্রো জাপাপথিবীভ্যামনুজ্যাতো
বৃত্তং হতবান্ ॥

অশান্তিভিত্ত্যগ্নীষোমীষপুরোডাশস্ত দেবৌ প্রশংসতি—“তে দেবা বৃত্ত ৩৮ হত্বেগ্নীষোমাব-
ব্রবন্ হবাঃ নো বহতমিতি তাবক্রতামপতেজদৌ বৈ তৌ বৃত্তে বৈ তয়োস্তেজ ইতি তেহব্রবন্
ক ইন্দ্রোহেতীতি গোরিতাক্রবন্ গোৰ্ভাব সৰ্বশ্চ মিত্রমিতি সহব্রীদরং বৃণৈ মঘোব
সতোগয়েন ভূনজঃস্বা ইতি তঃসারাহরন্তয়াপবি সতোভয়েন ভূজ্ঞত এতৎ অয়েস্তেজোঃ
বদন্তুতমেতৎসোমশ্চ যৎ পয়ো য এবমগ্নীষোময়োস্তেজো বেদ তেজস্বোব ভবতি” ইতি ।
ইন্দ্রযুক্তাঃ পার্শ্ববর্তিনঃ সৰ্ব্বে দেবা বৃত্তং হবা তন্মুখাঃস্বত্বেগ্নীষোমৌ প্রতি হবা-

ମନ୍ତ୍ରଦର୍ଥେ ବହିର୍ଗମିତାହୁବନ୍ । ତତ୍ତ୍ୱାବଗ୍ରୀଷୋମୌ ଭାଲେବନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୋବମକ୍ରତୀମ - ଭ୍ୟା ତର୍ଧାକ୍ରିଣୌ
 ବୁଦ୍ଧେନ ଚିରଂ ଦଂଶନାଦମ୍ବଗତତେଜଃସ୍ତାବେନ ସମ୍ପନ୍ନାଃ, ତାବେନ୍ଦ୍ରାବିବ. ଯାତେଜଃ. କାମର୍ଥାଃ ବ୍ରହ୍ମ ଏବ
 ହିତମିତି । ତେ ଦେବା ଅହନ୍ ପରମ୍ପରଂ କୌ ନାମେଦଂ ତେଜ ଆଶୁଂ ଶଞ୍ଚତୀତି । ତସ୍ୟ
 ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତୋ ଗୋଃ ସର୍ବମିଦ୍ରାସ୍ତେନ ଧୈରାଭାଗାଦ୍ଗୋରବ ବ୍ରହ୍ମଶରୀରେ ଗନ୍ତା ତେଜଃ ସମାନ୍ୟତୀତ୍ୟାହ-
 ନନ୍ତଃ । ସାହିମ୍ପି ଗୌରୁଂକୋଚସ୍ତେନ ବରମେବମସାଚତ—ଅନୟୋଃ ସଂସ୍କୃତି ଗୁତପୟୋରୂପଂ ତେଜୋ
 ବ୍ରହ୍ମଶରୀରାନୁସ୍ୟାମି, ଆନୌତଂ ଚ ତନ୍ମୟୋବ ସର୍ବଦା ଶିଷ୍ଟତ୍ୱ, ମୟୋବ ହିତେନ ତେନୋଭୟେନ ତନା
 ତନା ସ୍ତୀକୃତେନ ଭୋଜନଂ ନିର୍ବର୍ତ୍ତୟନ୍ତି । ତମିମଂ ବରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱେତୋ ଗୌଧାନୟଂ ତନ୍ମୟାହ
 ବୁତବାଲ୍ଲୋକେଽପି ନିରନ୍ତରଂ ଗବି ଶିଷ୍ଟତ୍ୱେବ ତେଜନା ଗୁତପୟୋକ୍ତେନୋଭୟେନ ତନା ତନା ସ୍ତୀକୃତେନ
 ସର୍ବେ ଭୋଜନଂ ନିମ୍ପାଦୟନ୍ତି । ତତ୍ର ଯଦ୍ୱତ୍ତମେତଦ୍ଦେବାସ୍ତେଜୋ ଯଂ ପର ଏତଦ୍ଦେବ ସୋମତ୍ତ
 ତଞ୍ଜନ୍ତୁତ୍ର ଗୁରୁବେଦନେନ ତେଜସ୍ବୀ ଭବତୀତି ॥

ତଦିଦମଗ୍ରୀଷୋମୌପୁରୋଧାମ୍ବରଂ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସକର୍ମ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାପତିସଂସ୍କାରିତେନେନ୍ଦ୍ରସଂସ୍କାରିତେନ ଚ
 ପ୍ରାଣସନ୍ତି—“ବ୍ରହ୍ମାଦିନୋ ବଦନ୍ତି ହିଂ ଦେବତାଃ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସମିତି ପ୍ରାଜାପତାମିତି ବ୍ରାହ୍ମାତ୍ତେନେନ୍ଦ୍ରଂ
 ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ତନ୍ମାଞ୍ଛାଠଂ ପୁତ୍ରଂ ଧନେନ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ॥” ଇତି ॥ ନାତ୍ର
 ପ୍ରାଜାପତିର୍ହାବିର୍ଭୂତଃ ସେନ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସଦେବତାଃ କିଂ ତୁ ତଂକର୍ମ୍ମଂଶଠି ହେନ । ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବକାଂ
 ଉଦାହୃତଂ—“ପ୍ରଜାପତିର୍ବିଜ୍ଞାନସ୍ତଜ୍ଞତାସ୍ମିହୋତ୍ରଂ ଚାସ୍ମିଷ୍ଠେଽମଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସଂ ଚୋକ୍ତଂ ଚ” ଇତ୍ୟାଦି ।
 ସ ଚ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତେନ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସକର୍ମ୍ମଣା ସ୍ବକୌସଂ ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରମିନ୍ଦ୍ରଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତିଶେଷ-
 ବିଦ୍ବାନନ ହିରବିବାସମକର୍ତ୍ତାଃ । ଏତଦପି ପର୍ବକାଂ ଏବ ସ୍ପଷ୍ଟମୁଦାହୃତଂ—“ତେନେନ୍ଦ୍ରଂ ନିରବାସାୟ-
 ସ୍ତାତ୍ତେନେନ୍ଦ୍ରଃ ପରମଂ କର୍ତ୍ତାମଶଞ୍ଚ” ଇତି । ଯଥା ପ୍ରଜାପତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଜ୍ଜ ତଥେନ୍ଦ୍ରୋଽପ୍ୟଗ୍ରୀଷୋମୌ
 ବ୍ରହ୍ମାସିଂସାର୍ଥୀ ତାଭ୍ୟାମିମଂ ପୁରୋଧାମଂ ଦନ୍ତ୍ୱାନିତି ଅସ୍ତି ପ୍ରଜାପତେରିବେନ୍ଦ୍ରଂତାପି ନିଷ୍କଃ ।
 ଯନ୍ମାଂ ପ୍ରଜାପତିରିଜ୍ଞଂ ନିରବାସାୟୟନ୍ତନ୍ମାଲ୍ଲୋକେଽପି ଘୋଷ୍ଠଂ ପୁତ୍ରଂ ଧନେନ ନିରବାସାୟୟନ୍ତି ନିଃଶେଷମାୟୁ-
 ଷୋଽବସାନଂ ଧନେନ ଯୁକ୍ତୋ ଯଥା ପ୍ରାପ୍ନୋତି ତଥା କୁର୍ବନ୍ତୀତ୍ୟର୍ଥଃ ॥

ତଥ ମୌଂସା ।

ପଞ୍ଚମାଧ୍ୟାୟଃ ପ୍ରଥମପାଦେ ଚିନ୍ତିତଂ—“ଅଗ୍ରୀଷୋମୌ ଆଗ୍ନେୟଂ ପୂର୍ବେ ନୋ ବାହନ୍ତ ପୂର୍ବତା ।
 ବ୍ରାହ୍ମଣକ୍ରମତୋ ମୈବଂ ଯନ୍ତ୍ରକ୍ରମବଳତଃ ॥ ଯୁତିକ୍ରମାଦହୁତାନଂ ଯଜ୍ଞାପାଂ ଆରକତତଃ । ପ୍ରାବଳ୍ୟଂ
 ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ତାନ୍ତି ବିଧିନାହିମ୍ କୃତାର୍ଥତା ॥” ଅଗ୍ରୀଷୋମୌସାଗତେତିରୀପ୍ରାକ୍ଷେପେ ପଞ୍ଚମପ୍ରମାଣକେ
 ଦ୍ୱିତୀୟାୟୁବାକେ ସମାସ୍ନାତଃ—“ତାଭ୍ୟାମେତନଗ୍ରୀଷାମୌସାମେକାଦମ୍ବକପାଂସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସେ ପ୍ରାୟଞ୍ଚ” ଇତି ।
 ଆଗ୍ନେୟସାଗତ ଷଷ୍ଠପ୍ରମାଣକେ ତୃତୀୟାୟୁବାକେ ସମାସ୍ନାତଃ—“ସନାୟେୟୋଽଠାକପାଲୋଽୟାବାସ୍ତାୟଂ ଚ
 ପୌର୍ଣ୍ଣମାସାଂ ଚାତ୍ୟୁତୋ ଭବତି” ଇତି । ତତ୍ରାୟୁଚ୍ଚାନନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣୋକ୍ତବିଧ୍ୟାନନ୍ଦାଦଗ୍ରୀଷାମୌସାମୌସା
 ପ୍ରଥମମହୁତାନମିତି ପ୍ରାପ୍ତେ କ୍ରମଃ—ଯଜ୍ଞକାଂସେ ପୂର୍ବଂ ପଠିତା ଆଗ୍ନେୟମଜ୍ଞାଃ । ତଥା ହି - ହୋତ୍ରକାଂସେ
 ଆଜାଭଗୟଜ୍ଞାୟୁବାକାୟୁତ୍ରାୟୁବାକେ ପ୍ରଥମମୟିର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତେତ୍ୟାଦିକେ ଆଗ୍ନେୟାଂ ସାୟାୟୁବାକେ
 ସମାସ୍ନାତେ । ତତଃ “ପ୍ରଜାପତେ ନ ହିଦେତାନି” ଇତ୍ୟାଦିକେ ପ୍ରାପ୍ତାପତେ । ତତୋଽଗ୍ରୀଷୋମା
 ସବେଦସେତ୍ୟାଦିକେ ଅଗ୍ରାସୋବୀରେ । ଆଧର୍ବର୍ଯ୍ୟବାକେତ୍ରୟରେ ହୁତଂ ନିର୍ବିଧାମାଗ୍ରୀଷୋମାଭାସିତ୍ୟାଗ୍ନେୟଃ
 ପୂର୍ବମାସ୍ନାତଃ । ଯଜ୍ଞମାନକାଂସେତ୍ରୟାଗ୍ନେୟଂ ଦେବସାୟାହନାଦୋ ଭୂୟାସମିତ୍ୟାଗ୍ନାଂ ଗନ୍ତାଦଗ୍ରୀଷୋମାସାଗ୍ନେୟଃ

দেবজায়া বৃদ্ধহা ভূয়ামিত্যাহাযতে । নন্তক্রমশ্চ প্রবলঃ । মর্গৈঃ স্মৃতা পশ্চাদ্ভুজৈবত্বাৎ ।
জ্ঞানং অগাপ্তপদার্থবিনাহাপ চবিতার্থম্ । অতোহুষ্ঠানস্বরগায়ৈবোৎপন্নায়জ্ঞান্ বাধিত্ব
নালমিতি নন্তক্রমেণাহৈয়ন্তব প্রথমমুষ্ঠানম ॥

তৃতীয়াদ্যন্ত চতুর্থপাদে চিস্তি তম—“ভজ্যমানমস্তোক্তিঃ পুংসো ধর্ম্যঃ ক্রতোব্রত ।
বাক্যাদান্তঃ প্রক্রিয়বা দ্বিতীয়স্ত বক্রত্বম্ ॥” দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ক্রয়তে—“প্রাণে বৈ দক্ষোহপানঃ
ক্রেতুস্তস্মাজ্জ্ঞানামানো জয়ায়ামি দক্ষকৃত্ব ইতি প্রাণাপানানবোধস্বাক্রান্তে সর্বমায়ুরেতি
ইতি । গাঃদিনামেন নিদারিতমুখঃ পুরুষা জজ্ঞানানঃ, তন্ত বাক্যমস্তোক্তিঃ প্রাণীয়তে ।
বাক্যে চ প্রকরণধনীয়ঃ । তস্মাৎ কেবলং পুংসু ইতি চেদ্রৈষম্ । ক্রথাবপি ভজ্যমান-
পুরুষসম্বন্ধে বাক্যপ্রকরণয়োর্বিরোধাতবে সত্বাভাভাৎ ক্রতুযুক্তপুরুষসংস্কারস্বাবগম্যৎ ॥

তত্রৈব প্রথমপাদে চিস্তি তম—“বাত্র্যয়ী পৌর্ণমাসে স্তো বৃদ্ধব্রতী তু দর্শগে । ইতি
প্রাধানশেষত্মকং কিংবা ব্যবহৃতং । ক্রমণ প্রাপিতা মন্ত্রাচত্বাংগোহপ্যাজ্ঞাভাগয়োঃ ।
ক্রমাদ্বাক্যং বলীয়োহত এবাং দর্শাদিশেষতা ॥ ন মুখ্যো সোম একোহস্তি নান্ধারত্বাদিকলয়োঃ ।
দর্শাদেববাস্তব্যা প্রাপ্তৌ বাক্যাদ্যাস্তিতিঃ ॥” দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ক্রয়তে—“তস্মাদ্বাত্র্যয়ী
পূর্ণমাসেনুচোতে বৃদ্ধব্রতা অমাবান্ত্যায়াম্” ইতি । তত্রৈব বাত্র্যয়ীযুগলং বৃদ্ধব্রতীযুগলং চ
হোত্রকাণ্ডে আজ্যভাগয়োঃ ক্রমেহাগ্নিকৃত্বাণি জজ্ঞানাতাস্থবাকেনাহব্রাতম্ । উদাহতেন তু
ব্রাহ্মণবাক্যেন দর্শপূর্ণমাসবাগ্ন্যাস্ত্রান্ননিববগম্যতে । এত বাক্যস্ত প্রবলত্বাদেবাং মন্ত্রাণাং
দর্শপূর্ণমাসবাগ্ন্যস্তং ন ভাজ্যভাগ্যসম্মিত প্রাপ্তে ক্রমঃ—“অগ্নিকৃত্বাণি জজ্ঞানৎ”
ইত্যাগ্নৌ প্রথমা বাত্রয়ী । “সং সোমসি সংপতিঃ” ইতি সোমো দ্বিতীয়া বাত্রয়ী ।
“অগ্নিঃ প্রত্নেন মম্ননা” ইত্যগ্নী প্রথমো বৃদ্ধব্রতী । “সোমগীর্ভি বয়ম্” ইতি সোমো
দ্বিতীয়া বৃদ্ধব্রতী । তত্র মুখ্যায়োদর্শপূর্ণমাসয়োবায়ৈয়পুয়োডাশদ্বাবাদ্যয়োদ্বয়স্ত বিকল্পেন
পুরোহুবাক্যস্তং কথঞ্চিদ্বত্বম্ । সেমায়োস্ত তন্ন সত্বাৎ সোমদেবতায়্য অভাবাৎ ।
নহ্যগ্নৌষমৌয়েহপি কেবলঃ সোমো বদ্যতে । কিন্তু, পৌর্ণমাস্যমাবান্ত্যায়ামিতি সপ্তমৌ-
ভ্যায়াদারত্বং গম্যতে । তচ্চ যাগবাচিৎসে যাগস্ত মুখ্যত্বম্ সম্ভবতি । কালস্ত ত্বপসর্জন-
স্তাত্ত্বাচিৎসং যুক্তম্ । কিন্তু, প্রবাজমন্ত্রাণ্যাকস্থানস্তরমেবায়মহুবাকঃ পঠিতঃ । স চাহজ্য-
ভাগ্যোরঙ্গয়োঃ ক্রমো ন তু মুখ্যায়োদর্শপূর্ণমাসয়োঃ । তস্মিন্ন মন্ত্রচতুষ্টয়স্ত মুখ্যবাগ্ন্যস্তম্ ।
কিং তু আজ্যভাগ্যস্তম্ । নহেৎ ক্রমণৈব লক্ষ্যং তত্রাপ্যাগ্নেয়ে প্রথম আজ্যভাগ্যে
স্বস্ত্যাহপ্যাগ্নেয়ঃ, সোম্যে দ্বিতীয়ে সোম্য ইত্যেতা ব্যবস্থা লিপ্তেনৈব লভ্যতে । বাচম্ ।
তথাপি বাত্র্যয়ীযুগলং পূর্ণমাসে বৃদ্ধব্রতীযুগলমমাবান্ত্যায়ামিত্যেতা ব্যবস্থা পূর্ণমপ্রাপ্তা
ব্রাহ্মণবাক্যেন বিবীৰ্যত ইতি ন বৈথর্যম্ ॥

ইতি শ্রীহংসায়গাঢ়াণিবচিতে মাতবীয়ে বৈশাখপকাশে কৃষ্ণজুর্কৌটীয়েতৈত্তরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়োহুপাধিকঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাথমিকঃ । তৃতীয়োহম্বাকঃ ।)

ইন্দ্রং বৃত্রং জম্বিবাংসং যুধোহতি প্রাবেপন্ত স এ হং বৈমুধং পূর্ণ-
 মােসেহনুনির্বাণ্যমপশ্যন্তং নিরবপান্তেন বৈ স যুধোহপাছত যবৈ-
 মুধঃ পূর্ণমােসেহনুনির্বাণো ভবতি মুধ এব তেন যজমানোহপ
 হত ইন্দ্রে বৃত্রং হত্বা দেবতাভিচ্ছেদ্রিয়েণ চ ব্যাক্তিত স এত-
 মাগ্নেয়মষ্টাকপালমমাবাস্তায়ামপশ্যদৈন্দ্রং দধি তং নিরবপান্তেন বৈ
 স দেবতাচ্ছেদ্রিয়েণ চাবারুন্ধ যদাগ্নেয়োহষ্টাকপালোহমাবাস্তায়াং
 ভবতৈত্যন্ত্রং দধি দেবতাইচব তেনৈন্দ্রিয়েণ চ যজমানোহব রুন্ধ
 ইন্দ্রস্ত বৃত্রং জম্বুয ইন্দ্রিয়েণ বীৰ্য্যং পৃথিবীমনু ব্যার্জ্তদোষধয়ো
 বীৰুধোহভবনুংস প্রজাপতিমুপাধাবদুব্রত্রে মে জম্বুয ইন্দ্রিয়েণ
 বীৰ্য্যম পৃথিবীমনু ব্যারক্তদোষধয়ো বীৰুধোহভুবমিতি স প্রজা-
 পতিঃ পশুনব্রবীদে তদনৈম সং নয়তেতি তং পশব ওষধীভ্যোহধ্যাক্স-

নৃসমনয়ন্তং প্রত্যত্নহন্তং সমনয়ন্তং সাম্মাণ্যস্ত সাম্মাণ্যং যৎ
 প্রত্যত্নহন্তং প্রতিধ্বং প্রতিধ্বক্তৃ সমনৈষুঃ প্রত্যধ্বক্স তু
 ময়ি শ্রুত ইত্যববীদেওদগৈশ্চ শ্রুতং কুরুতেত্যাববীদেওদগৈশ্চ শ্রুতম-
 কুরুমিপ্রিয়ং বাবামিন্ বীৰ্য্যং তদশ্রয়ন্তচ্চ তস্য শ্রুতং সমনৈষুঃ
 প্রত্যধ্বক্স তমক্স তু মা ধিনোতীত্যববীদেওদগৈশ্চ দধি কুরুতেত্য-
 অববীদেওদগৈশ্চ দধ্যাকুরুমন্তদেনমধিনোতিক্ষে দধিভ্বং ত্রক্ষবাদিনো
 বদন্তি দধ্বঃ পূর্বস্তাবদেয়ন্ দধি হি পূর্বং ক্রিয়ত ইত্যনাদৃতা
 তচ্চ তৈশ্চ পূর্বস্তাব তেদিপ্রিয়মেবামিন্ বীৰ্য্যং ত্রিষ্টা দধ্বো-
 পরিকাক্ষিনোতি যথাপূর্বঃ তৈপতি যৎ পৃষ্ঠাকৈর্বা পৰ্ণবকৈর্বা-
 তক্ষ্যং সৌম্যং তত্ত্বং কলৈ রাক্ষসং তত্ত্বত্ত্বনৈকৈবধদেবং তত্ত্বদা-
 তত্ত্বনেন সাক্ষ্যং তত্ত্বদধ্বা তৎ সেক্সং দধ্বাতনক্তি সেক্সায়াগি-
 হোঃ সেক্সধদমভ্যাতনক্তি যজ্ঞস্ত সন্তত্যা ইন্দো রত্নং হুত্বা

পরাং পরাবতমগচ্ছদপারামিতি মন্যমানস্তং দেবতাঃ প্রৈষ-

মৈচ্ছন্তং সোহব্রবীৎ প্রজাপতির্যঃ প্রথমোহনুবিদতি তস্তা প্রথমং

ভাগধেয়মিতি তং পিতরোহনুবিদস্তস্মাৎ পিতৃত্যঃ পূর্বেচ্ছ্যঃ

ক্রিয়তে সোহমাবাস্তাং প্রত্যাহগচ্ছন্তং দেবা অতি সমগচ্ছন্তাসা

বৈ নঃ অন্ত বহু বসতী গীক্লে হি দেবানাং বহু তদমাবাস্তায়া

অমাবাস্তহং ব্রহ্মবাদিনো বর্নান্ত কিং দেবত্যাং সামায্যমিতি

কৈবদেবমিতি ক্রয়াদিহি হি তদেবা ভাগধেয়মভি সমগচ্ছন্তেতাথে

বহৈশ্চমিত্যেব ক্রয়াদিহি বাব তে তদ্বিষজ্যন্তোহভি

সমগচ্ছন্তেতি ॥ ৩৭ ॥

সম-পাঠঃ ।

ইত্ৰম্ । ত্বম্ । ক্রিয়াম্ । যম্ । অতি । প্রোতি । অবেশতা । সঃ ।

অতম্ । ইবম্ । পূর্বম্ । ইতি পূর্ব-মাসে । অত্মিক্যাপ্যবতাহ-নির্বাসম্ ।

অপগ্ৰহা-তম্ । নিরিত্তি । অবপৎ । তেন । বৈ । সঃ । যুধঃ ।

অপেতি । অহত্ত । বহা । বৈম্বনঃ । পূর্ণশাস-ইতি-পূর্ণ-মাসে । অহ্নি-নির্কাপ্য ।

ইত্যহ্ন-নির্কাপ্য । ভবতি । যুধঃ । এবা । তেন । যজমানঃ । অপেতি ।

ভক্তে । ইন্দ্রঃ । বৃত্তম্ । হত । ক্ষেত্ৰভিঃ । চা । ইন্দ্রিয়েণ । চা । বীতি ।

আদিত্যে । সঃ । এতম্ । আগ্নেয়ম্ । অষ্টা-কপাল-মিত্যষ্টা-কপালম্ ।

অমাবাত্য-মিত্যম্-বাত্যাম্ । অপগ্ৰহ । ঐন্দ্রম্ । দধি । তম্ । নিরিত্তি ।

অবপৎ । তেন । তৈ । সঃ । দেবতাঃ । চা । ইন্দ্রিয়ম্ । চা । অবতি ।

অরক্ষ । বহা । আগ্নেয়ঃ । অষ্টা-কপাল-ইত্যষ্টা-কপালঃ । অমাবাত্য-

মিত্যম্-বাত্যাম্ । ভবতি । ঐন্দ্রম্ । দধি । দেবতাঃ । চা । এবা ।

তেন । ইন্দ্রিয়ম্ । চা । যজমানঃ । অবতি । রক্ষে । ইন্দ্রজ । বৃত্তম্ ।

জয়ঃ । ইন্দ্রিয়ম্ । বীণ্যম্ । পৃথিবীম্ । অহ্ন-বীতি । অরক্ষঃ । তম্ ।

যজমানঃ । বীণ্যম্ । অভবন্ । সঃ । প্রজাপতি-মিত্তি-প্রজা-পতিম্ । উপেতি ।

অধাবৎ । ব্রহ্মন্ । মে । জয়ঃ । ইজিয়ন্ । বীৰ্য্যম্ । পৃথিবীম্ । অত্ ।

বীতি । আরব্ । তৎ । ওষধয়ঃ । বীক্ষয়ঃ । অভুবন্ । ইতি । সঃ । প্রজাপতি-

রিতি । প্রজা-পতিঃ । পশূন্ । জব্রবীৎ । এতৎ । অগ্নৈঃ । সমিতি । নয়ত ।

ইতি । তৎ । পশবঃ । ওষধীভ্য ইত্যোষধি-ভ্যঃ । অধীতি । আয়ন্ ।

সমিতি । অনয়ন্ । তৎ । প্রতীতি । অত্ । যৎ । সমনয়নতি সন্-

অনয়ন্ । তৎ । সান্নায়াস্তেতি সাং-নায়াসা । সান্নায়াস্তমিতি সান্নায়া-স্ ।

বৎ । প্রত্যাহ্নমিতি পতি-অত্ । তৎ । প্রতিধূম ইতি প্রতি-ধূমঃ ।

প্রতিধূমমিতি প্রতিধূম-স্ । সমিতি । অনৈবঃ । প্রতীতি । অধুকন্ ।

ন । তু । ময়ি । প্রতে । ইতি । অব্রবীৎ । এতৎ । অগ্নৈঃ । শৃতম্ ।

কুরত । ইতি । অব্রবীৎ । তৎ । অগ্নৈঃ । শৃতম্ । অকুরন্ । ইজিয়ন্ । বাব ।

অয়িন্ । বীৰ্য্যম্ । তৎ । অপ্রয়ন্ । তৎ । শৃতম্ । শৃতমিতি শৃত-স্ ।

সমিতি । অনৈবঃ । প্রতীতি । অধুকন্ । শৃতম্ । অকুরন্ । ন । তু । সা ।

• ধিনোতি । ইতি । অববীৎ । এতৎ । অস্মৈ । দধি । কুরুত । ইতি ।

অববীৎ । তৎ । অস্মৈ । দধি । অকুরুন্ । তৎ । এনম্ । অধিনোৎ ।

তৎ । নগ্নঃ । দধি-মিতি । দধি—স্বম্ । ব্রহ্মবাদিস ইতি ব্রহ্ম—বাদিসঃ ।

বদন্তি । নগ্নঃ । পূর্বত । অবদেয়মিত্যপ—দেয়ম্ । দধি । হি ।

পূর্বম্ । ক্রিয়তে । ইতি । অনাবৃত্তোত্তানা—দৃঢ়া । তৎ । শূন্তত ।

এব । পূর্বত । অবোতি । ত্বেৎ । ইঞ্জিয়ম্ । এব । জগ্মিন ।

বীৰ্যম্ । প্রিত্বা । নগ্না । উপরিষ্ঠাৎ । ধিনোতি । যথাপূর্বমিতি

বলা—পূর্বম্ । উপেতি । এতি । যৎ । পুতীকৈঃ । বা । পর্বতৈর্যতি

168291

পর্ব—বহৈঃ । বা । আতক্যালিত্যা—তক্যাৎ । দৌমাৎ । তৎ । যৎ ।

কলৈঃ । রাকসম্ । তৎ । যৎ । ততুলৈঃ । বৈবন্ধবাক্তি বৈবন্ধ—দেবম্ । তৎ ।

যৎ । আতকনেনেত্যা—তকনেন । দায়বম্ । তৎ । যৎ । নগ্না । তৎ ।

সেজমিতি স—ইন্দ্রম্ । নগ্না । এতি । তনক্তি । সেজখ্যেতি সেজ—স্বয়ং ।

অগ্নিগোত্রোক্তেষ্ণকিত্যগ্নিগোত্র উক্তেষ্ণম্ । অত্যাভনকৌত্যতি—অতনকি ।

যজ্ঞত্ৰ । গন্তব্য ইতি সং—তট্য । ইত্ৰঃ । বৃহম্ । হবঃ । পরম্ ।

পরাবতমিতি । পরা—বতম্ । অগচ্ছৎ । অপেতি । অরাধম্ । ইতি ।

অগ্ৰমানঃ । তম্ । দেবতাঃ । ঐশ্বমিতি । ঐ—এষম্ । ঐক্ৰন্ । সঃ ।

অত্রাণঃ । প্রজাপতিরিতি । প্রজা—পতিঃ । যঃ । প্রথমঃ । অনুবিন্দতীতাম্

—বিনতি । তত্ত্ব । প্রথমম্ । ভাগধেয়মিতি । ভাগ—ধেয়ম্ । ইতি । তম্ ।

পিতৃগঃ । অস্থিতি । অবিকন্ । তপ্তাঃ । পিতৃভ্য ইতি । পিতৃ—ভ্যঃ ।

পূর্বেভ্যঃ । ক্রিয়তে । সঃ । অমাবান্ত্যমিত্যম—বান্ত্যম্ । প্রতি । এতি ।

অগচ্ছৎ । তম্ । দেবাঃ । অতি । সমিতি । অগচ্ছত । অমা । বৈ ।

নঃ । অস্ত । বহু । বসতি । ইতি । ইত্ৰঃ । হি । দেবানাম্ । বহু ।

তৎ । অমাবান্ত্যম্ । ইত্যম—বান্ত্যম্ । অমাবান্ত্যমিত্যমাবান্ত—বম্ ।

ব্রহ্মবাদিন ইতি ব্রহ্ম—বাদিনঃ । বদন্তি । কিংদেবতামিতি । কিং—দেবতাম্ ।

সান্নাধ্যমিতি...স্যাং—মাক্ষ্য । ইতি । বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্ । ইতি ।

ত্রয়াং । বিশ্বে । হি । তৎ । দেবাঃ । ভাগধেন্নিতি ভাগ—ধেনম্ । অতীতি ।

সমগচ্ছন্তে । সম্—অগচ্ছন্ত । ইতি । তথো ইতি । খলু । ঐক্ৰম্ ।

ইতি । এব । ত্রয়াং । ইন্দম্ । বাব । তে । তৎ । ভিষজ্যন্তঃ ।

অভি । সমিতি । তগচ্ছন্ত । ইতি ॥ ১ ॥

• • •

মহুতাস্য (সাংখ্যাকাব্য কৃতং) ।

দ্বিতীয়েহগ্নৌমযাগোহভিহিতঃ পূর্ববানিনে ॥ অথ তৃতীয়েহমাণস্ত্রায়াং সান্নাধ্যম্যগো
যন্তব্যঃ ।

তত্র প্রথমঃ তানবপৌর্নমাত্ৰামমুনির্কাপ্যং বৈমুখং বিধিৎসুঃ প্রস্তোতি—“ইক্সো বৃত্রং
জ ব্রহ্মাৎ সং যুগোহতি প্রাপ্নেপন্ত স এতং বৈমুখং পূর্বমাসেহত্ৰানির্কাপামপশ্রুতং নিরবপন্তেন বৈ
স যুগোহপাহত” ইতি । অথ ব ইক্সো বৃত্রং হতবাংস্তমিস্ত্রং যুগো বৃত্রপক্ষপাতিনো বৈরিণোহ-
িতঃ সমাগত্য প্রকর্ষণে ত্রয়মুৎপাতাকম্পয়ন্ত । বিনাশিতা যুগো বৈরিণো যেন ধেবেনাসৌ
নিমুৎ । স দেবো যষ্টিকাদশকপালস্ত পুরোডাশস্ত সোহহং বৈমুখঃ । তং পুরোডাশং পূর্ণ-
মাসযোগেহুনির্কাপ্যং প্রদানকর্মণঃ পশ্চাৎনির্কাপযোগামপশ্রুতং ॥

অথ বিধন্তে—“যদৈমুখঃ পূর্বমাসেহুনির্কাপ্যো ভবতি যুধ এব তেন যজমানোহপ
হতে” ইতি ।

অথ সান্নাধ্যনামকর্মৈস্ত্রং দধি বিধাতুং প্রস্তোতি—“ইক্সো বৃত্রং হত্বা দেবতাভিষ্টেন্দ্রিয়েণ
চ ব্যাধ্যাত স এতমায়েরমষ্টাকপালমমাণস্ত্রায়াং পশ্চাদৈমুখং দধি তং নিরবপন্তেন বৈ স
দেবতাভিষ্টেন্দ্রং চাব্যধক্” ইতি । ইক্সো বৃত্রবধেন ভীতো দূরে পলায়মানঃ স্বকীয়ভি-
ষ্টেবতাভিষ্ট স্বক্যেন সামর্থ্যেন চ ব্যাধ্যো বিযুক্তোহভূৎ ।

অথ বিধন্তে—“যদায়েরোহষ্টাকপালোহমাণস্ত্রায়াং তদষ্টোক্তং দধি দেবতাভিষ্টেন তেনৈন্দ্রিয়ে
চ যজমানোহব রুদক্” ইতি । অত্রাহরেয়ো ন বিদীয়তে । যঠে প্রপাঠকে বর্ষায়েরোহষ্টাক-
পালোহম বাস্ত্রায়াং চ পৌর্নমাস্ত্রাং চাচ্যাতো ভবতীতি কালবয়ে বিধানাৎ । অত ঐক্সোবিশুদ্বায়-
নামায়নর্থবাদঃ—যদা কেবলোনাপ্যায়েরেন দেবতানামিন্দ্রিয় চাব্যরোধো ভবতি তদানী-

মৈত্রায়ণেন তদবরোধ ইতি কিম্ব বক্তব্যমিতি । অনয়োঃ স্তুত্যা তদ্বিধিরূপীয়তে । শাখান্তরে
সমানপ্রকরণে স্পষ্টং তদ্বিধানাং । ঐজ্ঞদ্বিধিবিধিসম্পদিত্ব এব ॥

তমেতং বিধিং স্তোতুং সান্নাধ্যানির্কচনং দর্শয়তি—“ইজ্ঞস্ত বৃত্রং জয়ু য ইজ্রিয়ং বীৰ্য্যং পৃথিবীমহু
ব্যার্চ্ছতদোষধরো বীৰুধোঃ ভবনং স প্রজাপতিমুপাধাবদ্ভূতং মে জয়ু য ইজ্রিয়ং বীৰ্য্যং পৃথিবীমহু
ব্যারতদোষধরো বীৰুধোঃ ভূবন্নতি স প্রজাপতিঃ পশুনব্রবীদেতদমৈ সঃ নম্নতেতি তৎ পশব
ওষধীভ্যোহিধ্যাশ্বনং সমনয়ন্তং প্রত্যাহতং সমনয়ন্তং সান্নাধ্যাত সান্নাধ্যাতং যৎ প্রত্যাহতং প্রতি-
ধুযঃ প্রতিধুক্ৰম্” ইতি । জয়ুযো হতবতঃ । ব্যার্চ্ছদ্বিধিবিধয়েন প্রাপ্তোৎ । ওষধিবীৰুধোভেদঃ
পূর্বাচাৰ্য্যৈর্দর্শিতঃ—“ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা লতা গুত্মাঃচ বীৰুধঃ” ইতি । তদেতদ্বিজ্রিয়সামর্থ্য-
স্তোষণাদিরূপত্বং প্রজাপতেরগ্রে কথিতবান্ । স চ প্রজাপতিরেতদ্বিজ্রিয়সামর্থ্যমিচ্ছার্থং সম্যক্
প্রাপ্নোততি পশুনব্রবাৎ । তৎসামর্থ্যং পশব ওষধীভ্যঃ সকাশাদানীয় স্বাত্ত্বদ্বি স্বশরীরে সম্যক্
স্থাপিতবন্তঃ । পুনঃ অনিষ্টং তদীৰ্য্যং ক্ষীরাদিরূপমিচ্ছং প্রতি দ্ধবন্তঃ । যস্মাৎ পশবঃ সমনয়-
ন্তস্মাৎ সান্নাধ্যাত গোরমন্ত সমাগানয়নেন সম্পন্নমিতি ব্যাপ্ত্যা সান্নাধ্যানাম ভবতি । যস্মাদিচ্ছং
প্রতি দ্ধবন্তস্তস্মাৎ প্রতিধুযঃ প্রতিদিনং চহমানস্ত ক্ষীরস্ত প্রতিধুগিতি নাম সম্পন্নম্ ॥

অথ শূতনামনির্কচনং দর্শয়তি—“সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰম তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদমৈ শূতং
কুরুতেত্যব্রবীদমৈ শূতমকুর্ক্ৰম জ্রয়ং বাবাগ্নিন্ বীৰ্য্যং তদশ্রয়ন্তকৃত্তস্ত শূতত্বম্” ইতি । ভোঃ
প্রজাপতে অব্রজয়া পশবঃ সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰমঃচ ক্ষীরকপং তদীৰ্য্যং ময়ি ন শ্রয়তে পাকান্তাভ্যাম্ব-
হদরে তন্ন জাযাতীত্যর্থমুক্তবান্ । ততঃ প্রজাপতিঃ পশুন্ প্রতি শূতং পকং কুরুতেত্যব্রবীৎ ।
তথা কুতে সতি তদ্বিজ্রিয়সামর্থ্যং পকং পয়োঃস্মিগ্নিস্ফোদবে সমাগাপ্রিতনঃ । যস্মাচ্ছা পাক
ইত্যস্মাচ্ছ্রুঞো বা শূতমিতি নাম নিষ্পন্নম্ ॥

অথ দধিনামনির্কচনং দর্শয়তি—“সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ৰম তু মা ধিনোতীত্যব্রবীদেতদমৈ
দধি কুরুতেত্যব্রবীদমৈ দধ্যকুর্ক্ৰমদেনমধিনোক্তদধ্যো দধিত্বম্” ইতি । সমনয়নপ্রতিদোহনশূত-
ত্বানি সম্প্রাপ্তোব, কিং তু তচ্ছূতং মাং তু ন ধিনোতি ন গ্রীণয়তীত্যুক্তে প্রজাপতিরাতঙ্কন-
কর্ত্বুন্ প্রতি দধি কুরুতেত্যব্রবীৎ । তচ্ছ দধিকৃতং সদেনমিচ্ছমধিনোদগ্রীণয়ৎ । তস্মাদধিনাম
সম্পন্নম্ । অত্রৈজ্ঞং দধীতি বিধিক্স্পষ্ট এব । শূতনামনির্কচনার্থবাদেনৈজ্ঞং পয় ইতি বিধি-
মুদ্রয়েৎ । অত্থথা বক্ষ্যমাণশূতাবদানবিচারাত্মদয়প্রদস্মাৎ ॥

তমেব বিচারমভিপ্রোক্ত্য পূর্বপক্ষমপত্ত্বতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দধঃ পূর্বজ্ঞাবদেয়ং
দধি হি পূর্বঃ ক্রিয়ত ইতি” ইতি । যস্মাৎ পূর্বদিনে রাত্রে দধি ক্রিয়তে তস্মাচ্ছ্রামবদানেহব-
দৌরমানে দধঃ স্বরূপমেব পূর্বমবদেয়ম্ ॥

তমেব পূর্বপক্ষং দর্শয়িত্বা দিক্শান্তং বিধন্তে—“অনাদৃত্য তচ্ছূতস্তেব পূর্বজ্ঞাব জেদ্বি-
জ্রিয়মেবাস্মিন্ বীৰ্য্যং শ্রিত্বা দদ্রোপরিষ্টাদিনোতি যথাপূর্বমুপেতি” ইতি । তৎপূর্বং দধ্য-
বদানমনাদৃত্য ক্ষীরস্তেব স্বরূপং পূর্বমবদেয়ম্ । তথা সত্যস্মিত্তজমান ইজ্রিয়রূপমেব ক্ষীরম-
বহ্যোপোপরিষ্টাদেদ্রা গ্রীণয়তি । ক্ষীরং পূর্বজ্ঞাব দধি পশ্চাত্তাবীত্যেবমুৎপত্তিক্রমমপি
প্রাপ্তবান্ ভবতি ॥

অথাৎতকনং বিধন্তে—“যৎপুতীকৈর্কা পণবৈকৈর্কাহতক্যাং সোম্যং ততঃ কলৈ রাক্ষণং

‘তত্ত্বত্বৈর্কৈবদেবং তত্ত্বদাতকেনেন মাক্ষং তত্ত্বদগ্না তৎ সেন্ধং দধাহ তনক্তি লেজ্জখ্যায়’ ইতি ।
‘সোমবল্লীসমান্যহা লতায়াঃ খণ্ডাঃ পুতীকাঃ । পলাশবৃক্ষাংশাঃ পৰ্বৎকাঃ । প্রৌঢ়বদরকল্যামি
কলাঃ । ঈষদম্লতক্রমাতকনম্ । পুতীকাদিভিরাতকনঃ সোমাদীনঃ প্রিয়ম্ । তথা সত্যত্রেজ-
স্রীত্যে দধাহ তক্যাৎ ॥

দধাহ তকনস্তোপায়াঃ সাত্ত্বার্থব্যাগুশেষণাতকনঃ সিদ্ধান্তে—“অগ্নিহোত্রোচ্চেষণমত্যাগতনক্তি
যজ্ঞস্ত সন্তুভ্য” ইতি । দর্শবাগস্ত্রাহিতোত্রোপ সর্বাভিচ্ছদনঃ সন্তুভ্যঃ ॥

অথ পিতৃপিতৃভ্যঃ বিশস্তে—“ইন্দ্রো বৃহত্ হ ত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদপারাবমিতি সন্তমানস্তং
দেবতাঃ । প্রথমৈচ্ছন্তংসোহববৌ প্রজাপতিগঃ প্রথমোহম্বিন্দতি তত্ত্ব প্রথমং ভাগধেয়মিতি তৎ
‘পিতরাহবিন্দন্তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ ক্রিয়তে’ ইতি । বৃহবধেনাসুৱাণামশরাধঃ কৃতবানস্রীতি
মন্ত্ৰ্যমান ইন্দ্রো নীতোহ ত্যস্তং দূরমগচ্ছৎ । তমিস্তং প্রতি দেবতা আহ্বানমৈচ্ছন্ । দেবতানাং
মধ্যে যোহমিহ প্রথমমিস্তং লভতে তত্ত্ব প্রথমং ভাগো দীয়ত ইতি প্রজাপতিনোক্তাঃ পিতরঃ
প্রথমমিস্তং যযাদলভন্ত তস্মাৎ পিতৃভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পিতৃপিতৃভ্যঃ কৃণ্যৎ । দর্শবাগদেবতানাম-
মাবাস্তারামারন্তঃ প্রতিপদ তত্ৰাণঃ । পিতৃভ্যঃ অমাবাস্তারামেব পিতৃদানম্ । নম্র ব্রাহ্মণগ্রাহে
প্রথমকান্তত্ব তৃতীয় প্রপাঠকেহস্ত্যাম্ব্যাকে মহতা প্রপঞ্চে ন পিতৃপিতৃভ্যো বিততিঃ । বাঢ়ম্ । এবং
তাই সান্নাধ্য গ্রন্থসংগমত তদম্ববানোহস্ত । তামেব স্তুতিং ছোতয়িতুমমাবাস্তানির্বচনং দর্শয়তি—

“সোহমাবাস্তাং প্রজাহংগচ্ছন্তং দেবা অতি সমগচ্ছন্তামা বৈ নৈঃ স্তবসু বসতীতীজো হি
দেবানাং বসু তমাবাস্তায়া অমাবাস্তদম্” ইতি । পিতৃভিরম্ব্য লকঃ স ইন্দ্রোহমাবাস্তায়াং
পলাশনদেশাৎ প্রতিনিবৃত্তা সমাগতঃ স্তে দেবাস্তমিস্তমভিমুখীকর্তুং সম্প্রাপ্তাঃ পক্ষপরিমল-
কপন—অত নোহম্ব্যকং বসু শ্রেষ্ঠং ধনমমা বসতি সহ তিষ্ঠতি, সর্কেষাং সাধারণেব বর্ন্তত
ইত্যর্থঃ । কিং তদ্বসতি তদুচ্যতে—ইন্দ্রঃ পশু সর্কেষাং দেবানাং বসু শ্রেষ্ঠং ধনং, তদ্বিস্তমানে
লতি স্বামিলাভাৎ । যযাদেবা এবমুক্তবস্তুত্বানমা বসত্যভ্যেতি ব্যংগভ্যাহমাবাস্তানাম সম্পন্নম্ ॥

ঐন্দ্রং দধাহ বিশিবাচো সান্নাধ্যাত্ব ষট্শব্দমুক্তং তদেব পূর্কোক্তরপক্ষাভ্যাং তেজয়তি—
“ব্রহ্মাদিনো বসন্তি কিং দেবত্যাৎ সান্নাধ্যমিতি বৈশ্বদেবমিতি ক্রয়াদিহে হি ভদ্রেবা ভাগধে-
মভি সমগচ্ছন্তে ভাগো খবৈব্রহ্মিণো ব ক্রয়াদিস্তঃ বাব তে তত্ত্বমজ্যাতোহিতি সমগচ্ছন্তেতি ।”
ইতি ॥ পিতৃভিরানীয়মানমিস্তমভিমুখীকর্তুং সর্কেহপি দেবা যদা সমাগচ্ছন্ততা তৎসান্নাধ্যালক্ষণং
ভাগমভিলক্ষ্যৈব সমাগচ্ছন্তি সান্নাধ্যং বৈশ্বদেবমিতি কেবলিকং পক্ষঃ । অথোপকঃ পক্ষান্তার্থঃ ।
ভীয়া দূরদেশং গতমিস্তং ভিষজাস্ত এব ভরুনিবারণেন সমাদিসংস্তু এব তে দেবাস্ত্রি-
সমাগতাঃ, ন তু সান্নাধ্যলিপ্সরা । তস্যাং সান্নাধ্যৈব্রহ্মিত্যেব বুদ্ধিমান্ ক্রয়াৎ ॥

অত্র মীমাংসা ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীং তামসু বৈমৃশ ঈরিতঃ ।
ধরোরক্ষমুতকস্ত ধরোঃ স্তাৎ প্রক্রিয়াবশাৎ ॥ উৎপত্তিবাক্যতঃ পূর্ণমাসসংযোগতালনাৎ ।
ভট্টোবাস্তং ন দর্শন্ত প্রক্রিয়া বাক্যবাধিতা ॥”

দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে ক্রয়তে—“সংস্থাপ্য পৌর্ণমাসীং বৈমৃশমভিরূপতি” ইতি । তদেব
বৈমৃশেষ্টিঃ প্রকরণবলাৎ প্রযাজাদিবহুতরোরপি দর্শপূর্ণমাসয়োঃসমিতি চেৎ । বাক্যস্ত প্রকরণাৎ ।

ন ৯ সংস্থাপোতি শৌর্গমাত্তাঃ সমাপ্তাভিধানাত্তদন্তব্রহ্মযুক্মিতি বাচ্যম্ । নর্শসাধারণাসমাপ্তাভি-
 ধ্যায়োগপপত্তেঃ । তন্মাত্তংপত্তিবাক্যানোবাক্ত্বকত্ববাচিত্তাপ্রত্যয়াক পূর্ণমাস্তবাসম্ ॥

বিতীৰ্ণাধায়ে ভূতীৰ্ণাদে- চিন্তিতম—“দৰ্শপুৰিময়ঃ প্রোক্ত আয়েরঃ কেবলোহপ্যসৌ।
 দৰ্শে বসিত্তি নাক্যাত্মং কৰ্ম্মান্তরাংমুবাঙ্গীঃ ॥ অন্যান্যন্তকৰ্ম্মং হং বিদ্বর্শেহসৌ প্রযুক্তাত্ম।
 একং প্রোক্তভিজ্ঞানদনেকোক্তাপ্রঃ স্ততিঃ ॥” “বদ্যগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাভায়াঃ চ-
 পৌৰ্ণমাস্তাং চাচুতো ভবতি” ইতি কালদয়ে বিহিতম্, “বদ্যগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাভায়াঃ-
 ভবতি” ইতি একম্নিন-কালে পুনর্বিহিতম্; তদ্বাবিশেষপুনঃশ্রুতিলক্ষণেনাভ্যাসেন প্রবাক্তানা-
 নিব ভেদঃ। তথা সত্যগ্বেষাগ্গত দৰ্শকালে- বিঃ প্রয়োগ ইতি চেৎ। প্রোক্তভিজ্ঞানাদাগ্নেয়-
 ত্তৈকত্বে সত্যককালবাক্তান্তবাদহাৎ। ন চাচুবাণৌ ব্যগঃ। বিবেকৈদ্ব্যগন্তত্বহাৎ।
 বদ্যপ্যাগ্নেয়োহষ্টকপালোহমাস্তায়াঃ ভবতি, তথাপি ন কেবলেমাগ্নিনা সাধুর্ভবতি। ইন্দ্র-
 সহিতোহগ্নিঃ সৰ্ব্বাটীন হরঃ। তদ্বাদৈদ্ব্যগঃ কৰ্ত্তব্য ইতি বিধেয়স্ততিঃ। প্রোক্তবৈষম্যঃ-
 ত্ত্বকমেবাক্তস্কন্ধেণ। তদ্বাদমুদারঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়নাচার্য্যাবিরচিত্তে মাননীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণবক্তৃর্জনোন্নতভিত্তিরীম-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়োহম্বকঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ ।

(। द्वितीयः अष्टकः । पञ्चमः प्रपाठकः । चतुर्थोऽध्यायः ।)

জ্ঞানবানিনো বদন্তি স ত্রৈ দশপূর্ণমাসো যজ্ঞেত য এনো মেমো

যজ্ঞেতি বৈমুখ্যঃ পূর্ণমাসেহুনির্বাণ্যো ভবতি তেন পূর্ণমাসঃ

সেই প্রকৃতি সম্যাবাস্তায় তেনাবাস্তা সেদ্বা য এবং বিদ্যা-

१' १' १' १' १'
 নন্দপূর্ণগার্সো যজ্ঞতে সেনাপ্রেমবনো যজ্ঞতে শংকোহস্মা ঈজ্ঞানায়

কসীয়ে ভবতি দেবা বৈ যথ্যজ্জেকুর্কত তদ্ব্যয়া অকুর্কত তে

দেবা এতাম্ ইষ্টিমপশ্যমাণাবৈষ্ণবমেবাদশকপাণ্ড্ সরস্বতৈ

চরুং সরস্বতে চরুং তাং পৌর্ণমাসং সঙ্স্থাপ্যানু নিরব-

পস্তুতো দেবা অভবন্ পরাহস্বরা যো ভ্রাতৃব্যাবান্শ্রাং স পৌর্ণ-

মাসং সঙ্স্থাপ্যৈতামিষ্টিমন্মু নির্বপেৎ পৌর্ণমাসেনৈব বজ্রং

ভ্রাতৃব্যায় প্রহৃত্যাহগাবৈষ্ণবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যাস্থ

বঙক্তে মিথুনান্ পশুন্শরস্বতাভ্যাং যাবদেবাস্থাস্তি তৎ সর্বং

বঙক্তে পৌর্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যাবামামাবাস্থাং হত্৷

ভ্রাতৃব্যং নাহপ্যায়য়তি সাকম্প্রাহ্মণীয়েন যজ্ঞেত পশুকামো যস্মৈ

বা অগ্নেনাহরন্তি নাহগ্ননা তৃপ্যতি নাগ্ন্যস্মৈ দদাতি যস্মৈ মহত্৷

তৃপ্যত্যগ্ননা দদাত্যগ্ন্যস্মৈ মহতা পূর্ণং হোতব্যং তৃপ্ত এবৈন-

মিঃ প্রজয়া পশুভিস্তপ্যতি দারুপাদ্রোণ জুহোতি ন হি যুগ্ময়-

মাচ্ছতিশীনিশ উচ্ছ্বরম্ ভবত্যায়া উচ্ছ্বর উর্ক পশব উর্জ্জ্বায়া

উর্জ্জ্বপশুনবং রুক্ষে নাগতশ্রীর্গাহেষ্মং যজেত ত্রয়ো বৈ গত-

শ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্যন্তেষাং মহেশ্রো দেবতা যো দৈ

শ্বাং দেবতামতিযজতে প্র স্বাষ্টে দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং

প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি সম্বৎসরমিস্রং যজেত সম্বৎসরং ই

ত্রতং নাতি স্বা এতৈবনং দেবভেজ্যগানা ভূত্যা ইক্ষে বসীয়ান্

ভবতি সম্বৎসরশ্চ পরস্তাদয়ৈ ত্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টাকপালং

নির্ব্বাপেৎ সম্বৎসরমেবৈনং বৃদ্ধেং জাম্বিবাৎ সমগ্রিবৃ তপতি-

বৃত্তমা লন্তয়তি ততোহধি কামং যজেত ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ

অঙ্কবাধিন ইতি অঙ্ক - বাধিনঃ । বদন্তি । সং । তু । বৈ । দর্শপূর্ব্বমাস্মিতি দর্শ-

পূর্ব্বমাসো । যজেত । যঃ । এনো । সেক্ষ্যমিতি স-ইক্ষো । যজেত ।

ইতি । দৈমুঃ । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসে । অমুনিক্ষিপ্য ইত্যমু—নির্ক্সিপ্যঃ ।

ভবতি । ভেন । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—মাসঃ । সেন্ন ইতি স—ইন্দ্রঃ । ঐন্দ্রম্ ।

হৃদি । অমাবান্ত্যায়ামিত্যম—বান্ত্যায়াম্ । ভেন । অমাবান্ত্যেত্যম—বান্ত্য ।

সেন্নেতি স—ইন্দ্রঃ । যঃ । এবম্ । রিধান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণ—

মাসৌ । যজ্ঞে । সেন্নাবিতি স—ইন্দ্রো । এব । এনৌ । যজ্ঞে । যঃ যঃ

ইতি যঃ—যঃ । অঐ । ঈজানায় । বসীরঃ । ভবতি । দেবাঃ । বৈ ।

যৎ । যজ্ঞে । অকূর্ষত । তৎ । অহুরাঃ । অকূর্ষত । তে । দেবাঃ ।

এতাম্ । ঠষ্টিম্ । অপশ্বন্ । আগ্নাঐক্ষবমিত্যাগ্না—ঐক্ষবম্ । একানশকপাল—

মিত্যেকানশ—কপালম্ । সরস্বত্যা । চরম্ । সরস্বত্যা । চরম্ । ভাম ।

পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্ । সঙ্স্থাপ্যেতি সং—স্থাপ্য । অহুঃ । নিরিতিঃ ।

অবগন্ । ততঃ । দেবাঃ । অতবন্ । পশ্যেতি । অহুরাঃ । যঃ । ভাক্-

কবানিতি ভাক্—বান্ । ভাৎ । সঃ । পৌর্ণমাসমিতি পৌর্ণ—মাসম্ ।

সংস্থাপ্যেতি সংস্থাপ্য । এতম্ । ইতিম্ । অম্ । নিরিত্তি । বসেৎ ।

পৌর্নবাসেনেতি পৌর্ন-বাসেন । এবা । বজ্জম্ । ভ্রাতৃক্যার । প্রজ্যতোতি প্র-

জ্যতা । আত্মাঐবক্যেনেত্যাত্মা-ঐবক্যেন । দেবতাঃ ৭ চ । বজ্জম্ । চ ।

ভ্রাতৃক্যত । বৃঙক্তে । মিথুনান্ । পশূন্ । সারস্বত্যাত্মম্ । বাবৎ । এবা ।

অন্ত । অতি । তৎ । সর্ষম্ । বৃঙক্তে । পৌর্নবাসীমিতি পৌর্ন-বাসীম্ ।

এব । যজ্ঞত । ভ্রাতৃক্যাবনিত্তি ভ্রাতৃক্য-বন্ । ন । অমানাত্তামিত্যমা-

বাত্মম্ । চত্বা । ভ্রাতৃক্যম্ । ন । এতি । প্যায়তি । সাকপ্রহারীয়ে-

হনতি সাক্য-প্রহারীয়েন । যজ্ঞত । পশুকাম ইতি পশু-কামঃ । যৈম্ ।

ঐব । অরেন । আহরজীত্যা-হরতি । ন । আত্মনা । তৃপ্যতি । ন । অভ্যৈ ।

দধতি । যৈম্ । মহতা । তৃপ্যতি । আত্মনা । দধতি । অভ্যৈ । মহতা । পূর্ণম্ ।

হোতব্যম্ । তৃপ্তঃ । এবা । এনম্ । ইম্ । প্রজয়েতি প্র-জয়া । পশু-

ভিরিতি পশু-ভিঃ । তর্পরতি । দাকপায়েণেতি দাক-পায়েণ । কুহোতি ।

ନ । ହି । ମୃଗ୍ୟାମିତ ମୃ—ମୟମ୍ । ଆହତିମିତ୍ୟା—ହତିମ୍ । ଆନଶେ ।

ଉତ୍ତୁଷ୍ଟମ୍ । ଭବତି । ଉକ୍ । ବୈ । ଉତ୍ତୁଷ୍ଟରଃ । ଉକ୍ । ପଶବଃ । ଉଜ୍ଜା ।

ଏବ । ଅଥେ । ଉଜ୍ଜମ୍ । ପଶୁନ୍ । ଅବେତି । ଋକ୍ଷେ । ନ । ଅଗତଶ୍ଚିରିତାଗତ

—ତ୍ରିଃ । ମହେନ୍ଦ୍ରମିତି ମହା—ତନ୍ଦ୍ରମ୍ । ସଜେତ । ତ୍ରୟଃ । ବୈ । ଗତଶ୍ଚିରିତା

ହିତି ଗତ—ଶ୍ଚିରିତା । ଶୁକ୍ଳମାନ୍ । ଗ୍ରାମ୍ୟାମିତି ଗ୍ରାମ—ନୀଃ । ରାଜନ୍ୟଃ ।

ତେଷାମ୍ । ମହେନ୍ଦ୍ର ଇତି ମହା—ଇନ୍ଦ୍ରଃ । ଦେବତା । ସଃ । ବୈ । ସ୍ଵାମ୍ । ଦେବତାମ୍ ।

ଅଧିସଜ୍ଜତ ଇତି—ସଜ୍ଜତେ । ପ୍ରେତି । ସ୍ଵାୟେ । ଦେବତାୟେ । ଧ୍ୟାତେ ।

ନ । ପବମ୍ । ପ୍ରେତି । ଆପୋତି । ପାପିୟାନ୍ । ଭବତି । ସଂସରମିତି

ସଂ—ବଂସରମ୍ । ଇନ୍ଦ୍ରମ୍ । ସଜେତ । ସଂସରମିତି ସଂ—ବଂସରମ୍ । ହି । ବ୍ରତମ୍ ।

ନ । ଅତୀତି । ସ୍ଵା । ଏବ । ଏନୟ । ଦେବତା । ଇନ୍ଦ୍ରମାନ୍ । ଭୂତେ ।

ହିନ୍ଦେ । ବସୀୟାନ୍ । ଭବତି । ସଂସରତେତି ସଂ—ବଂସରତ । ପରତାତ୍ ।

ଅନ୍ୟେ । ବ୍ରତପତୟ ଇତି ବ୍ରତ—ପତୟେ । ପୁରୋଢାଶମ୍ । ଅଞ୍ଚଳପାଳମିତ୍ୟାଞ୍ଚଳ—

কপালম্ । নিরিতি । বশেৎ । সৰ্বসরমিতি সং-বৎসরম্ । এব । এনম্ ।

স্বম্ । অগ্নিবাৎসম্ । অগ্নিঃ । ব্রতপতিরিতি ব্রত—পতিঃ । ব্রতম্ । এতি ।

লভ্যতি । ততঃ । অধীতি । কামম্ । বজ্রম্ ॥ ৪ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্য (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

উক্তে বৈমুখসান্নাযো দ্বিতীয়াস্থানককে ॥ অথ চতুর্থ আগ্নাবৈক্যবাদয়ো বক্তব্যঃ । তত্রাহৌ তাবৎপূৰ্ব্বোক্তাস্থানককোদিশপূৰ্ণমাংসোঃ প্রশংসামাহ—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স হৈ দর্শপূৰ্ণমাসৌ যজ্ঞেত য এনৌ সেকৌ যজ্ঞেতেতি বৈমুখঃ পূৰ্ণমাসেহমুনির্কীৰ্য্যো ভবতি তেন পূৰ্ণমাসঃ সেক্স ঐক্সং ন্যামাবাত্তায়াং তেনামাবাত্তা সেক্সা ব এবং বিদ্বান্দর্শপূৰ্ণমাসৌ যজ্ঞেতে সেক্সাবেবৈনৌ যজ্ঞেত যঃখোহিমা ঈজানায় বদৌয়ো ভবতি” ইতি । এতৌ দর্শপূৰ্ণমাসবাগাবিক্স-সহিতৌ বো যজ্ঞেত স এব দর্শপূৰ্ণমাসবাকৌ ন ভজঃ । তয়োশ্চ বাগয়োঃ সেক্সৎ বৈমুখসান্না-যাত্তাং সম্পত্তে । এবং বিহুবঃ সেক্সবাগেনোত্তরোত্তরদিনে ধনাধিকায় ভবতি ॥

অথ পৌৰ্ণমাস্তাং কামামমুনির্কীৰ্য্যামিষ্টান্তরং বিধাতুং প্রস্তোতি—“দেবা বৈ যজ্ঞেহকুর্তত তদমুনা অকুর্তত তে দেবা এতামিষ্টমপশুসান্নাযাবৈক্যবমেকাদশকপালম্ সৰস্বত্যৌ চক্ৰম্ সৰস্বতে চক্ৰং তাং পৌৰ্ণমাসম্ স ১৬ স্থাপ্যামু নিরবপস্ততো দেবা অভবন্ পরাহমুনাঃ” ইতি । দেবানাং যজ্ঞং দৃষ্ট্বা তথৈবামুচরতামমুনাং দেবসমানং বিজয়ং দৃষ্ট্বা দেবাস্তানমুনাংকয়িত্বাহমুণ্ডিতেনামু-নির্কীৰ্য্যোপ যয়ং বিজয়ং প্রাপ্তা অমুনাশ্চ পরাভূতাঃ ॥

অথ বিধতে—“যো ভ্রাতৃব্যবান্শ্রাৎ স পৌৰ্ণমাসম্ স ১৬ স্থাপ্যতামিষ্টমমু নিৰ্কপেৎ পৌৰ্ণ-মাসেনৈব যজ্ঞং ভ্রাতৃব্যায় প্রহৃত্যাহাগ্নাবৈক্যবেন দেবতাশ্চ যজ্ঞং চ ভ্রাতৃব্যাত বৃঙক্তে মিথুনান্ পশুন-সারস্বতাত্তাং যাবদেবাত্তান্তি তৎসৰ্কং বৃঙক্তে” ইতি । পৌৰ্ণমাসেন প্রধানবাগেন যজ্ঞপ্রহারঃ । অগ্নিঃ সৰ্কী দেবতা বিষ্ণুর্জজ ইত্যুক্তান্তদীয়হবিষা বৈরিণো দেবতা যজ্ঞং ক্রতুং চ বিনাশয়তি । সারস্বতয়োঃ স্ত্রীপুত্রদেবতাস্তদীয়হবিষ্যং মিথুনানাং পশুনাং বর্জনম্ । এতাবতা ভ্রাতৃব্যাত বাবাধন্তমন্তি তৎসৰ্কং নাশিতং ভবতি ॥

বহুতং সূত্রকারেণ—“পৌৰ্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যান্নামাবাত্তাং পিতৃযজ্ঞমেবামাবাত্তায়াং ক্রিয়তে” ইতি ভদেতদ্বিধতে—“পৌৰ্ণমাসীমেব যজ্ঞেত ভ্রাতৃব্যান্নামাবাত্তা ১৬ হত্বা ভ্রাতৃব্যং নাহপ্যায়তি” ইতি । দ্বিতীয়াস্থানককে বৃত্তপ্রসঙ্গ ইদমুক্তম্—“ব্রহ্ম বা এনং পূৰ্ণমাস আহমা-বাত্তায়াং প্যায়তি” ইতি । তন্মাদ্রাপি পূৰ্ণমাসামুষ্ঠানেন ভ্রাতৃব্যং হত্বা দর্শবাদপরিভাষ্যেণ ভ্রাতৃব্যত্ৰাহপ্যায়নং পরিভাষ্যবান্ ভবতি ॥

অথ দর্শপূর্ণমাসস্ত গুণবিক্তিরূপং ককিচ্ছাগং বিধত্তে—“সাক্ষশ্রীহায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকামৈঃ
যস্মৈ বা অজ্ঞানাহংরস্তি নান্ধ্যানা তৃপ্যতি নাশ্রুশ্চৈ দদাতী যস্মৈ মহতা তৃপ্যত্যাঅনা দদাত্যাত্মৈঃ
মহতা পূর্ণা হোতবাং তৃপ্ত এবৈনমিক্তঃ প্রজয়া পশুভিস্তপ্যতি” ইতি । দধিকীরপূর্ণাভিশ্চত-
স্তভিঃ কুষ্ঠীভির্ব্রাহ্মণাদ্যভিঃ সাকমক্ষর্যোঃ প্রস্থানং হোমস্থানং প্রতি প্রস্থানং বস্মজাগে
দোহয়ং সাক্ষশ্রীহায়ীয়েণ যগন্তেন পশুকামো যজ্ঞেত । তত্র মহতা কীরদ্রব্যেণ পূর্ণং হবির্হোতবাম্ ।
লোকে চ যস্মৈ রাজ্ঞে করপ্রায়শ্চিত্তঃ প্রোক্তা অজ্ঞেন প্রমাণেন ধনমাহংসস্তি স রাজা স্বয়ং তৃপ্যতি
নাপাত্যশ্চৈ দাতুং শকোতি । যস্মৈ তু মহতা প্রমাণেন ধনমাহংসস্তি স রাজা স্বয়ং তৃপ্যতি চাত্মশ্চ
দাতুমপি চ প্রভবতি । তজ্জাগন্মপি মহতা প্রমাণেন পূর্ণত্বং দ্রব্যত্বং হোমে সতি স্বয়ং তৃপ্ত ইজ্ঞঃ
প্রোক্তা পশুভিশ্চৈনং যজমানং তপ্যতি । তজাগপ্রকারঃ স্তত্রকারেণ স্পষ্টীকৃতঃ—“সাক্ষশ্রী-
হায়ী যেন যজ্ঞেত পশুকাম ইত্যামাবাত্তা বিক্রিয়তে দৌ সায়ংদোহ্যেবেদং প্রাতঃ সায়ং সায়ন্দোহ্যভ্যাং
প্রচরন্তি প্রাতঃ প্রাতঃদোহ্যভ্যাং সর্ষৈরী প্রাতঃ” ইতি ॥

কৌশলশূন্যপাতাশাঃ স্মরণস্বাক্ষোভে'পি তৎপ্রসক্তিং বাসয়িতুং বিধত্তে—“দাক্ষপাত্রেণ জুহোতি
ন হি স্মরণমভ্যতীতমানে” ইতি। যস্মান্ স্মরণপাত্রমাহতিং বাপুঃ নাইতি তদ্বাদাক্ষপাত্রেণ
হোমঃ। ন হনু জুহ্বামবদানমন্তি, পূর্ণাভ্যতীতমানে। অতো চপি, বর্ণকমেণ জুহুয়াৎ ॥

‘দাকবিশেষঃ বিধেঃ—“উত্থবং ভবত্যাগী উত্থব উক্’ পশব উজ্জবাস্মা উজ্জঃ পশুব রুকে’
‘ইতি । প্রথম পপাঠক উত্থবো যুপো ভবতী গোহিতত্যাখ্যাতম্ । অত্র সূত্রম—“পাত্রসংসাদন-
‘কাণে চত্বারীত্থবপাত্রাণি প্রয়নক্তি তেমাং জুহবং কল্পঃ” ইতি । “যাবত্যা: কুন্তাববজো
ব্রাহ্মণা দক্ষণে ন উপবাসিন” উপোখ্যাব কুন্তাত্যা: পাত্রাণি পূরয়িত্বা তৈরোবাক্ষর্যাং জুহবন্তম্
জুহবতি স্বিষ্টকৃদ্ভক্ষাচ ন বিজ্ঞে” ইতি চ ॥

“অধিকারভেদেন সান্নাধ্যস্ত দেবতাঃ। যন্তঃ বিধস্তে—“নাগতশ্রীর্থেহস্তং যজ্ঞেত ত্রয়ো বৈ
 গতশ্রিয়ঃ শুশ্রুবান্ গ্রামণী রাজন্তস্তেযাং নহেদ্রো দেবতা যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজ্ঞতে প্র স্বাঠৈ
 দেবতাবৈ চ্যাবতে। ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি” ইতি। শুশ্রুবাম্বেদত্ৰয়াভিজ্ঞঃ।
 বেদত্ৰয়স্ত চ শ্রী দশপং ত্ববভিজ্ঞঃ প্রাপ্তশ্রীর্ভবতি। শ্রী দশপং চৈবমাম্বায়তে—“অহে বুধ্রম্ যমং
 মে গোপায়। যমৃষাস্ত্রবিদা বিহঃ। ঋতঃ সামানি যজৃৎষি। সা হি শ্রীরমৃতা সত্যাম্”
 ইতি। গ্রামদাক্ষো গ্রামণীঃ। রাজঃ পুত্রো রাজন্তঃ। তয়োঃ প্রাপ্তশ্রীকত্বং প্রসিদ্ধম্।
 তেষামেব ত্ৰয়াণাং মহেদ্রো দেবতা। এবং সতি যঃ পুরুষঃ স্বকীয়ং দেবতামতিক্রম্য যজ্ঞতে।
 এতেশু কণ্ঠচিদস্তং বজ্রতি। অস্তো বা মহেদ্রং যজ্ঞতি। তাদৃশঃ স্বকীয়দেবতায়াঃ প্রচ্যুতঃ
 লন পরকীয়ং দেতাং ন প্রাপ্নোতি। তদেবতাশাপেন পাপীয়ান্নিৰ্ব্বৃত্ত ভবতি ॥

অগতশ্চিয়ঃ সৰ্বদেহস্থ প্রাপ্তৌ বিশেষঃ বিধন্তে “সম্বৎসরমিস্তং যজ্ঞেত সম্বৎসরং” ইত্যন্তং
 নাতি বৈবৈনঃ দেবতৈজ্যমানা ভূত্যা ইন্ধে বদীযান্ ভবতি” ইতি । সম্বৎসরমিত্যেকা যস্যাপ্যন্তং
 নান্যন্তেয় ভবতি তস্যাদগতশ্চীঃ সম্বৎসরমিস্তং যজ্ঞেত । এবং সতি স্বকীয়ৈব দেবতাংস্ত্যাম্
 সম্বৎসর ইজ্যমানা সতী ভূত্যাং যজমানং প্রাকালয়তি । ততোহয়ং ধন্যন্তরো ভবতি ॥

দগতঃশ্রিয়ঃ কাকিদিষ্টং বিধত্তে—“সম্বৎসরস্ত পরস্তাদগ্নয়ে ব্রতপতয়ে পুরোডাশমষ্টীকপালং
 নিকৃপেৎ দ্ব্যংসমরমৈনাং বৃদ্ধঃ জয়িবাৎ সমগ্নিৰ্তপতিস্ততম। লম্বয়তি” ইতি। ব্রতপালকো-

ইন্দ্রিহেজ্জাগাধিকারনিবারকপাপরূপং ব্রতং সৰ্বংসরেন্দ্রাছুষ্ঠানেন হতবস্তং বজ্রমানং মহেন্দ্র-
বাগাচুষ্ঠানরূপং ব্রতং প্রাপযতি ॥

ব্রতপতেষ্টেকর্কধগতশ্রিয় ইন্দ্রমহেন্দ্রয়োরৈচ্ছিকং বিধন্তে—“ততোহপি কামং যজ্ঞেত ॥”
ইতি ॥

অথ মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমপাদে চিস্তিতম—“সাক্রামন্ সহ কুষ্ঠীভিরন্থিক্বেষক্রিয়া ন বা ।”
জুহবান্নাদনাং প্রকৃত্যনিব শেষক্রিয়োচ্যতা ॥ কুষ্ঠীষু শেষাসংসিদ্ধেঃ সাক্ষপ্রস্থায়কর্মা ।
ন স্থিষ্টকৃদিত্যং কার্যগগীদে স্রক্ প্রদানতঃ ॥”

“সাক্ষপ্রস্থারীয়েন যজ্ঞেত পশুকামঃ” ইতি বিহিতে কৰ্ম্মনি শ্রুতম্—“সহকুষ্ঠীভিরন্থি-
ক্রামন্” ইতি । তত্র চক্ৰস্ফির্দধিপয়ঃকুষ্ঠীভিঃ সহাইহবনীয়নেশেহিতিক্রমমাদঃ শ্রুতম ।
ন তু তত্র কুষ্ঠীভিরহোমঃ স্রতঃ । তথা সত্যস্য কৰ্ম্মণঃ সারংযদিক্ৰিত্বাজুবা কুষ্ঠীভোহ-
বদায় জুহুয়াৎ । ততশেষেণ চ বিষ্টকনাদিকং সারাযাশেষেণেব কৰ্ত্তব্যমিতি পাণ্ডে, কঃ ।
নাত্র কুষ্ঠীষু ততশেষঃ সারংযা উপ জুহবান্নাদনাভাবাৎ । অগ্নীদে স্র ১) পবায় সহ কুষ্ঠী-
ভিরভিক্রামত্রিতাক্তরাজুহুপভাঃ পাত্ৰাদাদিক্রমণ্য হোমার্থত্বাচ্চ কুষ্ঠীভিব বন দধিপয়সোহৌমে
সতি কুষ্ঠীমাত্রমবশিষ্ট্যন্তে, ন হতবসিঃশেষঃ । তত্র কুতঃ শেষকৰ্ম্ম কার্যম ॥

ইতি ত্রীমংসায়ণাচার্য্যাসিচিতে মাদনীয়ে বেনার্ণপ্রকাশে কৃষ্ণযজুঃসংহিতাবীথ-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থোহনুবাংকঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চমঃ মনুঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । পঞ্চমোহনুবাংকঃ) ।

নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্ম পয়ো যোহসোমযাজী নদ-

সোমযাজী সং নয়েৎ পরিগোম এব সোহনৃতং করোত্যগো পঠৈব

সিচ্চক্রে সোমযাজ্যেক সং নয়েৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সামাযাং

শয়সৈব পয় আশ্রক্রে বি বা এতং প্রজয়া পশুভিরর্কয়তি

বর্ধয়ত্যশ্ব ভাতৃব্যং যশ্ব হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চক্ষমাঃ অভ্যুদেতি
 ত্রেধা তণ্ডলাশ্বি ভজেদে মধ্যমাঃ স্যাস্তানয়য়ে দাত্রে পুরোডাশ-
 মষ্ঠাকপালং কুর্য্যাগ্রে স্ববিষ্ঠাণানিস্রায় প্রদাত্রে দধৎ চরুং যেহ-
 গিষ্ঠান্তানিষবে শিপিবিষ্ঠায় শূতে চরুয়মিরেবাস্মৈ প্রজাং প্রজ-
 নয়তি বৃদ্ধামিস্রঃ প্র ক্ষত্বতি যজ্ঞো বৈ বিমুঃ পশবঃ শিপিব্রজ
 এব পশুযু প্রতি তিষ্ঠতি ন হে যজ্ঞেত যৎ পূর্বয়া সম্প্রতি
 যজ্ঞেতোত্তরয়া ছন্দৈ কুর্য্যাগ্নতত্তরয়া সম্প্রতি যজ্ঞেত পূর্বয়া ছন্দৈ
 কুর্য্যামেষ্টির্ভবতি ন যজ্ঞস্তদনু হ্রীতমুখ্যাপগলভো জায়ত একামেব
 যজ্ঞেত প্রগলভোহশ্ব জায়তেহনাদৃত্য তদেব এব যজ্ঞেত যজ্ঞ-
 মুখমেব পূর্বয়াহলভতে যজ্ঞত উত্তরয়া দেবতা এব পূর্বয়াহবরুজ
 ইন্দ্রিয়মুত্তরয়া দেবলোকমেব পূর্বয়াহভিজয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরয়া
 ভূয়সো যজ্ঞক্রতুনুপৈতেষা বৈ হুমনা নামেষ্টির্যমগেজানং পশ্চা-

জ-দমা অভ্যুদেত্যশ্বিনেবাস্ত্রৈ লোকেহর্কুকং ভবতি দাক্ষায়ণ-
 যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজ্ঞেত পূর্ণমাসে সং নয়ৈমৈত্রোবরুণ্যাহমি-
 ক্ষয়াহমাবাস্ত্রায়াং যজ্ঞেত পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং স্ততস্তেষামেত-
 মর্কমাসং প্রস্তুতশ্চেষাং মৈত্রোবরুণী বশাহমাবাস্ত্রায়ামনুবক্ষ্য্য যৎ
 পূর্বেদ্যুর্যজতে বেদিমেব যৎ করোতি যদ্বৎসানপাকরোতি সদোহ-
 বির্জানে এব সং মিনোতি যশ্চজতে দেবৈরেব স্তত্যাং সং পাদয়তি
 স এতমর্কমাসং সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবতি যমৈমৈত্রোবরুণ্যাহমি-
 ক্ষয়াহমাবাস্ত্রায়াং যজ্ঞেত যৈবাসৌ দেবানাং বশাহনুবক্ষ্য্য সো
 এবৈষৈতশ্চ সাক্ষান্না এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং যজ্ঞম্ অভ্যা-
 রোহতি যথা খলু বৈ জ্যেষ্ঠানভ্যারুতঃ কাময়তে তথা করোতি
 যশ্চববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাববিধ্যতি সদৃণ্ডব্যাবুৎকাম
 এতেন যজ্ঞেন যজ্ঞেত ক্ষুরপবির্হেয যজ্ঞতাজ্জক্ পুণ্যো বা ভবতি

প্র বা গীযতে তস্মৈ তদ্রতং নানু তৎ বদেম মাৎ সমগ্নীয়াম্ ত্রিয়-

মুপেয়ান্নাস্থ পলপুলনেন বাসঃ পলপুলয়েয়ুরেতজ্জি দেবাঃ-

সর্বং ন কুর্বন্তি ॥ ৫৭ ॥

পদ-পাঠঃ।

ন। অসোমযাজীত্যাসোম—যাজী। সমিতি। নয়েৎ। অনাগতমিত্যনা—গতম্। বৈ।

এতত্ত। পরঃ। যঃ। অসোমযাজীত্যাসোম—যাজী। যৎ। অসোমযাজীত্য-

সোম—যাজী। সন্নয়েদিতি। সৎ—নয়েৎ। পরিমোষঃ ইতি। পরি—মোষঃ।

এব। সঃ। অনুতম্। কুরোতি। অথা ইতি। পরোতি। এষা। সিচ্যতে।

সোমযাজীতি। সোম—যাজী। এব। সমিতি। নয়েৎ। পরঃ। বৈ। সোমঃ।

পরঃ। সান্নাযামিতি। সান্ন—নাযাম্। পরস্যা। এব। পরঃ। আত্মান্। ধত্তে।

কীতি। বৈ। এতম্। প্রজয়েতি। প্র—জয়া। পশুভিরিতি। পশু—ভিঃ। অর্জ-

য়তি। বর্জয়তি। অত। ভ্রাতৃব্যাম্। যত। ইবিঃ। নিরুণমিতি। নিঃ-

উপস্। পুরস্তাৎ। চক্ষমাঃ। অগ্নিতি। উদেতীত্যাৎ—এতি। ত্রেখা। তত্।

লান্। য়িতি। ভজ্বেৎ। বে। দধামাঃ। হ্যাঃ। তান্। অন্নয়ে। দাত্রে।

পুরোডাশম্। অষ্টাকপালমিতাষ্টা—কপালম্। কৃষ্টাৎ। বে। স্ববিষ্ঠাঃ। তান্।

উজ্জায়। প্রদাজ্ ঠিতি প্র—দাত্রে। দধন্। চকম্। বে। অগ্নিষ্ঠাঃ। তান্।

বিষ্কবে। শিপিবিষ্টায়েতি শিপি—বিষ্টায়। শূতে। চকম্। অগ্নিঃ। এব।

অগ্নিঃ। প্রজাতিতি প্র—জাম্। প্রজনয়তীতি প্র—জনয়তি। বৃদ্ধাম্। ইক্রঃ।

প্রৈতি। যচ্ছতি। যজঃ। বৈ। বিষ্কঃ। পশবঃ। শিপিঃ। যজ্জে। এ।

পশুয্। প্রীতিতি। তিষ্ঠতি। ন। বে। ইতি। যজ্জেত। যৎ। পূর্যমা।

সম্প্রীতি। সৎ—প্রতি। যজ্জেত। উত্তরয়েত্যাৎ—তরয়। ছষট্। কৃষ্টাৎ।

যৎ। উত্তরয়েত্যাৎ—তরয়। সম্প্রীতি। সৎ—প্রতি। যজ্জেত। পূর্যমা।

ছষট্। কৃষ্টাৎ। ন। ইষ্টিঃ। ভগতি। ন। যজঃ। তৎ। অস্বিতি। হ্রীত-

যুধীতি। হ্রীত—যুধী। অগল্ভ ইত্যাপ—গল্ভঃ। জারতে। একাম্। এব।

যজ্ঞেত । প্রসন্ড ইতি প্র—গন্তঃ । অত্ৰ । জায়তে । অনাদ্যোত্যানা—
 --- --

দৃতা । তৎ । যে ইতি । এব । যজ্ঞেত । যজ্ঞমুখমিতি যজ্ঞ—মুখম্ । এব ।
 --- --

পূর্যা । আশ্রিত চিত্যা—লভতে । যজ্ঞেত । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । দেবতাঃ ।
 --- --

এব । পূর্যা । অবরুদ্ধ ইত্যব—রুদ্ধে । ইন্দ্রিয়ম্ । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । দেব-
 --- --

লোকমিতি দেব—লোকম্ । এব । পূর্যা । অভিজয়তীত্যতি—জয়তি । মনু-
 --- --

লোকমিতি মনু—লোকম্ । উত্তরয়েত্যাং—তরয়া । ভূয়সঃ । যজ্ঞকৃত-
 --- --

নিতি যজ্ঞ—কৃত্বন্ । উপেতি । এতি । এব । বৈ । সুমনা ইতি স্ব মনাঃ ।
 --- --

মাম । ইতিঃ । যম্ । অত্ৰ । স্জ্ঞানম্ । পশ্যাৎ । চক্ষুমাঃ । অভীতি ।
 --- --

উদেতীত্যাং—এতি । অগ্নিন্ । এব । অগ্নে । লোকে । অর্দ্ধকম্ । ভবতি । দাক্ষায়ণ-
 --- --

যজ্ঞেনেতি দাক্ষায়ণ—যজ্ঞেন । সুবর্গকাম ইতি সুবর্গ—কামঃ । যজ্ঞেত । পূর্ণ-
 --- --

মাস ইতি পূর্ণ—মাসে । সমিতি । নয়েৎ । মৈত্রাবরুণ্যেতি মৈত্রা—বরুণা ।
 --- --

আমিকরা । অমাবাস্ত্যামিত্যমা—বাস্ত্যাম্ । যজ্ঞেত । পূর্ণমাস ইতি পূর্ণ—
 --- --

আসৌ বৈ দেবানাম্ । সূতঃ । তেবাম্ । এতন্ । অর্ধমাসমিত্যর্ধ—মাসম্ ।

প্রসূত ইতি প্র—সূতঃ । তেবাম্ । মৈত্রাবরুণীতি মৈত্রা—বরুণী । বশা ।

অমাবান্তারামিত্যম—বান্তারাম্ । অনুবক্ষ্যত্যহু—বক্ষ্য । যৎ । পূর্বেদ্ব্যং ।

যজতে । বেদিস্য । এব । ভব । কদোভি । যৎ । বৎসান্ । অপাকরো-

তীত্যপ—আকরোতি । সনোহবির্দ্ধানে ইতি সনঃ—হবির্দ্ধানে । এব । সমিতি ।

মিনোতি । যৎ । যজতে । দেবৈঃ । এব । সূত্যাং । সমিতি । পাদয়তি ।

যঃ । এতন্ । অর্ধমাসমিত্যর্ধ—মাসম্ । সপ্তমাসমিতি সপ্ত—মাসম্ । দেবৈঃ ।

সোমস্ । পিষতি । যৎ । মৈত্রাবরুণ্যেতি মৈত্রা—বরুণ্যা । আদিকরা । অমা-

বান্তারামিত্যম—বান্তারাম্ । যজতে । বা । এব । অসৌ । দেবানাম্ । বশা ।

অনুবক্ষ্যত্যহু—বক্ষ্য । সো ইতি । এব । এবা । এতন্ । সাক্ষাদিতি স—

অক্ষাৎ । বৈ । এবঃ । দেবান্ । অত্যাৰোহতীত্যতি—আরোহতি । যঃ ।

এষাম্ । যজন্ । অত্যাৰোহতীত্যতি—আরোহতি । বধা । খলু । বৈ ।

শ্রেয়ান্ । অভ্যাকট ইত্যভি—আকটঃ । কাম্যতে । তথা । কৰোতি । যদি ।

অববিধ্যতীত্যব—বিধ্যতি । পাপীয়ান্ । ভবতি । যদি । ন । অববিধ্যতীত্যব—

বিধ্যতি । সদৃঙ্-ভিত্তি স—দৃঙ্ । ব্যাবৃৎকাম ইতি ব্যাবৃৎ—কামঃ । এতে ।

যজ্ঞেন । যজ্ঞেত । ক্ষুরপবিরিতি ক্ষুর—দবিঃ । হি । এষঃ । যজ্ঞঃ । তাজক্ ।

পুণ্যঃ । বা । ভবতি । প্রোতি । বা । মীয়তে । তত্ । এতৎ । ব্রতম্ ।

ন । অন্তম্ । বদেৎ । ন । মাভ্-সম্ । অশ্লীয়াৎ । ন । দ্বিয়ম্ । উপেতি ।

ইয়াৎ । ন । তত্ । পলপুলনেন । বাসঃ । পলপুলয়য়ুঃ । এতৎ । হি ।

দেবাঃ । সর্গম্ । ন । কুর্কন্তি ॥ ৫ ॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য কৃতং) ॥

দ্বিধা চতুর্গে পুংলিঙ্গং প্রোক্তা সামাযাদেবতা ॥ অথ পঞ্চমেহ্-ভ্যায়ৈষ্ট্যায়ৈ বক্তব্যং ॥

তত্ ত্যবৎসান্নাব্যাদিকারিণং বিবিনক্তি—“নাসোমযাজী সং নয়েন্নাগতং বা এতত্ত পয়ো যোহসোমযাজী বদ্যোমযাজী সং নয়ৎ পরিমোষ এব সোহনৃতং কৰোত্যধো পঠৈব সিচ্যতে সোমযাজোব সং নয়ৎ পয়ো বৈ সোমঃ পয়ঃ সান্নায়াং পয়সৈব পয় আত্মকৃত্তে” ইতি । সোম-যাগাৎ পুরা দর্শবাণী সান্নায়াং নাকুতিষ্ঠৎ । অসোমযাজিনঃ পয়োহ্নাগতমপ্রাপ্তম্ । সোমযাজী-ধিরসজ্জন তদভাবে সত্যোবধিরসবিশেষস্ত পয়সঃ সূতরান্নভাবাৎ । এবং সতি যজ্ঞসোমযাজী সন্নবেবর্হাদৌ পরিমোষ এব তত্ত্ব এব সন্নৃতং কৰোত্যন্তায়াং কৰোতি । অপি চ বহৌ সিচ্যমানঃ তৎসান্নায়ামন্তায়াং পঠৈব সিচ্যতে বিনাশ্রুত এব । তন্তাৎ সোমযাজোব সন্নয়েৎ । ন চাত্তেত্তরং পয়োহ্নাগতং, সোমযাজীধিরসজ্জন পয়োৰূপত্বাৎ । সান্নায্যমপি তথাবিধম্ । অন্তঃ সোমযাজী সোমরূপেণ পয়সা সহ সান্নায্যরূপং পয় আয়ানি ধারয়তি ॥

অথাত্মদয়েষ্টিং বিধত্তে—“বি বা এতং প্রজয়া পশুভিবর্জয়তি বর্জয়ত্যন্ত ভ্রাতৃব্যঃ যজ্ঞঃ
হাবিনিকৃৎ পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভূদেতি ত্রৈবা ততুল্লাবি ভজ্ঞেতে সগ্যমাঃ স্থাস্তানয়রে দাত্রে
পুরোভাশমটাকপালং কুর্য্যাতে স্থাবিষ্টান্তানিঙ্গায় প্রদাত্রে দবচ্চকং য়েহিষ্টান্তাঃ যজ্ঞস্যেব শিপ-
বিষ্টায় শূতে চকুমগিবাবায়ৈ প্রজাং প্র জনয়তি বৃদ্ধামিঙ্গঃ প্র যজ্ঞতি যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশনঃ
শিপ্যজ্ঞঃ এব পশু যু প্রতি তিষ্ঠাত” ইতি। চতুর্দশামাবাত্তেরমিতি ভ্রাতৃস্তা সান্দহানো
রাত্রাবেব হবীয়ি নিরূপেৎ। তথা চ শ্রত্যন্তরমাম্মায়তে—“ব দ বিচীযাদতি নোদেধ্যতী ও
মহারাদে হবীয়ি নিরূপেৎ ফলাকুটৈঃ শুভুলৈকপানী গাঙ্কং দধি হবিবাতকমন্ত নিদধ্যাদকং ন
যজাদিয়াত্তেনাং তক্য প্রচেষেজদি নাভাদিয়াত্তেন ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ” ইতি। অর্থঃ—যদি
চতুর্দশ্যং প্রাতরগ্নিহোত্রাদীকৃদমাবাত্তাভ্রাতৃ বৎসানপাকৃত্য সারং দুগ্ধা দধার্থমাংকনং বিদার
পশুচাক্ষেথো সনিহানো মাং প্রতি চন্দ্রেহত্বোদেধ্যতীতি ভীতো ভবেত্ত্বা বাত্রিমধ্যে হবীয়
নিকপ্য ফলাকবগন্তঃ বিবায় শাদুৈবন্ত শুলৈবৃত্তশ্চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। তৎপূর্বা চন্দ্রেন
নিষ্পন্নস্ত দগ্ধোৎকৃষ্টভরগ্নাং রাত্রে পুনরং তদনার্থদবস্থাপয়েৎ। ইতস্তকং ন পৃথগবস্থাপয়েৎ, কিং
তু ততুলৈঃ সহ পুংতোহংস্থাপ্য চন্দ্রোদয়ং প্রতীক্ষেত। যদি চন্দ্রেহত্বাং ত্তনানং পৃথগা-
স্থাপিতেনাদেদন পরেতাং ব্যামাবাত্তায়াং রাত্রৌ সারং দধিহমাতক্য নিষ্পন্নেন দগ্ধা প্রাতর্পাদি প্রাতঃ
প্রচরেৎ। যদি তু ন চন্দ্রেহত্বাদিয়াত্তরা চতুর্দশ্যাদেদন চ দশকং নিষ্পন্ন পৃথগবস্থাপিতাক্রা-
ন্তরেণ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়তি। এতং স্থিতে নাত যজ্ঞমানন্ত রাত্রাবেব ফলকুটততুল্পপশু-
হাবিনিকৃৎ সম্প্রানন্ত ভবাত। ততঃ প্রতীক্ষানাপশ্চজমাঃ পুনস্তাং বিশ অভূদেতি। চন্দ্র
এতং যজ্ঞমানং প্রজয়া পশুভিবর্জয়তি ভ্রাতৃব্যঃ চ বর্জয়তি। অতঃস্থাত্মদয়েঃ নিমিত্তী-
কুঠৈতততুল্পান্নবামস্থা ঠাণ্ডকপৈ স্ববা চন্দ্রাংস্তান্ পূর্বদেবতাভ্যো বিভজ্যেৎ। বিভজ্য চ
দাত্রাদিগুণকায়াাদদেবতাভ্যো হ বা কুর্য্যাৎ ॥

যজ্ঞকং যজ্ঞকারেণ—“যে পোণমাত্তো যে সমাবাত্তে যজ্ঞেত যঃ কাময়েতদু-য়ামিত্যুক্তং হই-
কামেব যজ্ঞেত” ইতি। অত্রোক্তং—পোণমাত্তাং য বায় প্রতিপাদি পোণম সযাগঃ কৃত্বা তদানী-
নেনান্ বাবায় দিতায়াং পুনঃ পোণমাসযাগং কুর্য্যাৎ। এবমাবাত্তায়ামাপ। সেযমুৎকাম-
য়েষ্টঃ সূমনা চতুর্ভাবয়েৎ। তামে-ং সূমনানিষ্টঃ পুঙ্কোত্তরপক-ন্যাং বিচীযা দিবাতুমানো
পুঙ্কপশৌ সিদ্ধান্তং নিরূপ্য স্বপক্ষং বিবত্তে—

“ন বে যজ্ঞেত যৎপূর্বা সম্প্রাত যজ্ঞোত্তরগ্না চত্বট্ কুর্য্যাৎ হতবয়া সম্প্রতি যজ্ঞেত পূকুয়া
চত্বট্ কুর্য্যোত্তরভবাত ন যজ্ঞকং হ্রীতুব্যাপগম্ভো জায়ত একামেব যজ্ঞেত প্রগল্ভো হত
জায়তে” ইতি। সিদ্ধান্তান্ন যজ্ঞাতে বে যজ্ঞতোত তন্ন যজ্ঞম্। যদি তত্র পূর্বগ্না পোণমাত্তা
সম্প্রতি যজ্ঞেত সম্যগ্ন্যাত্তেত্তনানাসুতবয়া চত্বট্ কুর্য্যাৎ। যজ্ঞগ্না সম্যগ্ন্যাত্তা তথা পুঙ্ক-
পৈবর্থ্যম্। তথা সাত দ্বিগুণ্তগ্না সেযমাত্তাং বক্তুং ন শক্যেৎ, ষ্টোত্রিকাবৃত্তেরবাচ-
ন্যং। নাপারিষ্টোদযজ্ঞ ইতি বক্তুং শক্যেৎ হাবক শ্রোগে সত্যাপ প্রাতঃসেবনাদীনামভবৎ।
অত উত্তরভট্টবাত্তাত্তা যজ্ঞমানঃ সত্যায় হ্রীতুম্বা ভবতি। ততঃ পূর্বা সম্যগ্ন্যাত্তা
ন প্রগল্ভো ভবেৎ। তস্যাদৃষ্টিকাম্যাবৃত্তং পরিহৃত্ত্যেকামেব পোণমাসমাবাত্তাং চ যজ্ঞেত
তথা সত্যায় যজ্ঞমানন্ত পুত্রোহাপ সত্যায় প্রগল্ভো জায়তে কিমু বক্তব্যময়মিতি ॥

‘ তন্মিহং পূর্বপক্ষঃ নিরাকৃত্য সিদ্ধান্তং বিধত্তে—“অনাদৃত্য তদে এব যজ্ঞেত যজ্ঞমুখম্বেব পূর্বমাহলভতে যজ্ঞত উত্তরম্ দেবতা এব পূর্বমাহবরুদ্ব ইন্দিয়মুত্তরম্ দেবলোকমেব পূর্বমাহভি-
জয়তি মনুষ্যলোকমুত্তরম্ ভূয়সো যজ্ঞক্রতুতুপৈতোষা বৈ সূমনা নামেষ্টির্ঘমভেজানং পশ্চাচ্চক্ষমা
অভ্যুদেত্য্যগ্নেবান্নৈ লোকেহর্দ্বকং ভবতি” ইতি । একামেবেতি যজ্ঞন্তং তদনাদৃত্য হে এব
যজ্ঞেত, তত্র পূর্বেষ্ট্যা সমাগমুষ্টিতয়া যজ্ঞমুখরূপযজ্ঞোপক্রমস্তাহলভন্তং দেবতাষরোযো দেবলোক-
জয়শ্চেতি প্রযোজনদ্বয়ং সম্প্রথতে । উত্তরম্ সমাগমুষ্টিতয়া প্রকৃতং জসম্পৃষ্টিরিজিয়াবরোযো
মনুষ্যলোকজয়শ্চেতি সম্প্রথতে ত্রীণি প্রয়োজনানি । অতো নৈকস্তা অপি বৈবর্ধ্যম্ । নাপীষ্টি-
যজ্ঞস্যোরভাবঃ, প্রত্যেকমিষ্টিঃইপি সমুহিতস্ত প্রৌঢ়যজ্ঞত্বাৎ । অত এতদমুষ্ঠানেন ভূয়সো
বহুনেকাহাধীনসত্তরূপাভ্যজ্ঞক্রতুপৈতি । কিক্কাভ্য দ্বিতীয়ায়ামিষ্টবস্তং যজমানমভিলক্ষ্য
পশ্চাচ্চক্ষমা অভ্যুদেতি ততঃস্বমিষ্টিনার্যা সূমনা ইভ্যুদ্যতে । বর্দ্ধিচ্ছুচক্রোদয়ন্ত সৌমেনতহেতুত্বাৎ ।
ততোহগ্নিরেব লোকে তস্ত সমুর্দ্ধির্দনং ভবতি ॥

যথেষং সূমনা নামেষ্টির্দর্শপূর্ণমাসযোক্তং বিকৃতিস্তৎপ্রযাত্যং গুণবিকৃতিং বিধত্তে—“দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেন সুবর্গকামো যজ্ঞেত” ইতি । এতস্ত যজ্ঞস্ত স্বরূপং সূত্রকারেণ স্পষ্টীকৃতম্—“দাক্ষায়ণযজ্ঞেন
সুবর্গকামো যে পৌর্ণমাস্তৌ যে অমাবান্তে যজ্ঞেতাঃ ইয়েযোহষ্টাকপালোহগ্নীষোনীয় একাদশকপালঃ
পূর্বস্তাং পৌর্ণমাস্তামায়েযোহষ্টাকপাল ঐন্দ্রং দধ্যাত্তামায়েযোহষ্টাকপাল ঐন্দ্রায় এক দশক-
পালঃ পূর্বস্তামমাবান্তামায়েযোহষ্টাকপালো মৈত্রাবরুণ্যামিকা দ্বিতীয়োত্তরম্” ইতি ॥

তত্রোত্তরস্তাং পৌর্ণমাস্তামুস্তামমাবান্তায়ং চৈকৈকং বিধত্তে—“পূর্ণমাসে সৎ নয়ৈঃস্বত্ৰি-
বরুণ্যাহমিক্সাহমাবান্তায়ং যজ্ঞেত” ইতি ॥

তত্রৈন্দ্রং দধিরূপং যজ্ঞন্তরয়িন্ পৌর্ণমাসে সান্নাযাং তৎ প্রশংসতি—“পূর্ণমাসে বৈ দেবানাভু-
সুতন্তেবামেতমর্দ্ধমাসং প্রসূতঃ” ইতি । যদৈন্দ্রং দধ্যমুষ্টিতং তেন পৌর্ণমাস এব দেবানাং
সোমোহভিযুতো ভবতি । পরো বৈ সোমঃ পরঃ সান্নাযামিত্যুক্তত্বাৎ । তেযাং দেবানাং
পৌর্ণমাসীয়ারভ্যামাবান্তাংপাশ্বতমর্দ্ধমাসং নৈরস্তুর্যোণ সোমঃ প্রকর্ষণে স্তুতো ভবতি । প্রতিদিন-
মুষ্টিতাভিঃ সোমবিকৃতিভির্ঘা প্রীতিঃ সা তেন সান্নাযেন সম্প্রথত ইত্যর্থঃ ॥

অথোত্তরস্তামমাবান্তায়ং বিহিতামামিকাং প্রশংসতি—“তেযাং মৈত্রাবরুণী বশাহমাবান্তায়-
মনুবক্ষ্য্য যৎপূর্বেদ্বাধ্বজতে বেদিয়েব তৎ করোতি যদবৎসানপাকরোতি সদ্ধোহবিদ্বানে এব সৎ
মিনোতি যজ্ঞজতে দেবৈরেব সূত্যাভ্ সম্পাদয়ত স এতমর্দ্ধমাসঃ সধমাদং দেবৈঃ সোমং পিবাতি
যগ্নৈত্রাবরুণ্যাহমিক্সাহমাবান্তায়ং যজ্ঞেত যৈবাসৌ দেবানাং বশাহনুদ্ব্যসো এতৈবৈতস্ত” ইতি ।
যেযমমাবান্তায়ামুষ্টিতা মৈত্রাবরুণ্যামিকা সা তেযাং দেবানাং বশাহনুবক্ষ্য্য সম্প্রথতে ।
ভৎকথামিতি তদ্রূঢ়তঃ—পূর্বেদ্বাঃ শুক্লপ্রতিপদি যজ্ঞত ইতি যজ্ঞেন সৌমিক্যৌ বেদিয়েব কৃতবান্
ভবতি । তন্মিল্লৈব দিনে পুনরেব বৎসানপাকরোতীতি যন্তেন সদ্ধোহবিদ্বানে যৌ মণ্ডপৌ
সম্পাদিতবান্ ভবতি । দ্বিতীয়ায়ং প্রাতরাগ্নেয়নাষ্টাকপালেন যজ্ঞত ইতি যন্তেন দেবৈরিজ-
মাপাং সূত্যাংমেব সম্পাদিতবান্ ভবতি । স তাদৃশো যজমান এতমর্দ্ধমাসং শুক্লপক্ষং নৈরস্তুর্যোণ
দেবৈঃ সধমাদং সহর্ষোপেতং সোমং পীতবান্ ভবতি । তস্মাৎপ্রায়াদূক্ষং তন্মিশ্রিতীয়ামাবান্ত-
কর্মণ্য মৈত্রাবরুণ্যাহমিক্সা যজ্ঞত ইতি যৎ সো এতমিক্সা যজমানস্ত বশা সম্প্রথতে ।

কাহসৌ বশেতি তদুচ্যতে—সেযগাংগাদ্যানে দেবানামর্থ এব 'যা বশাহনুবক্ষা ত্রিমুতে সৈবেদ্বামিকৈতার্থঃ ॥

দাক্ষায়ণযজ্ঞানুষ্ঠানং প্রশংসতি—“সাক্ষাৎ এব দেবানভ্যারোহতি য এবাং যজ্ঞমভ্যারোহতি যথা খলু বৈ শ্রেয়ানভ্যাকৃতঃ কাময়তে তথা করোতি” ইতি । যো যজমান এবাং বিধিবাক্যোক্তা-নামগ্ন্যাদীনাং দেবানাং যজ্ঞমভ্যারোহতি সম্যগনুষ্ঠিত্তি এক সাক্ষাদেব তানগ্নাদিদেবানভ্যা-রোহতি প্রাপ্নোতি । বহুকালং ব্যবধানমন্তরেণৈব দেবসদৃশং ভোগং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ । প্রাপ্য চ যথা লোকে শ্রেয়ানভ্যাকৃত্যাক্রান্তমং পদমভ্যাকৃতঃ স্বকীয়ভূতানামগ্নে মমেদং ভোগসাধনমানয়েতি পুনঃ পুনঃ কাময়তে তথাহয়ং যজমান আবৃত্তযাজী পুনঃ পুনঃ ফলসম্পাদনং করোতি ॥

পূৰ্ণং স্বৰ্গকামস্তঃস্বং যজ্ঞ উক্তং, ঈদানীং ব্যাবৃৎকামস্ত স এবোচ্যতে—“যথাবিধাতি পাপীয়ান ভবতি যদি নাবিধাতি সদৃগ্ভবাবৃৎকাম এতেন যজ্ঞেন যজ্ঞেত ক্ষুণ্ণবির্হেয় যজ্ঞস্তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি প্র বা মীয়তে” ইতি । তন্ত্ৰেযু যজ্ঞেযু যথাবিধমতি কিঞ্চিদেবকলাং করোতি তদানীং পাপীয়ান ভবতি অল্পযজ্ঞমানাপেক্ষয়াহতিনিকৃষ্টো ভবতি । বদ নাবিধমতি বৈকল্যং ন করোতি তদানীমগ্নেঃ সদৃগ্ভবমান এ ভবতি ন তু তেভ্য আধিক্যলক্ষণা ব্যাবৃন্তিঃ সিধ্যতি । অতো ব্যাবৃৎকাম এতেন দাক্ষায়ণযজ্ঞেন যজ্ঞেত । যজ্ঞাদেব যতঃ ক্ষুণ্ণযজ্ঞচ্যোতিতক্ষুণ্ণাদেত-দমুষ্ঠায়ী তাজক্ পুণ্যো বা ভবতি তদানীমগ্নেভ্যেভ্যো ব্যাবৃত্ত এব ভবতি । এতদ্বিরোধী তাজক্ প্রমীয়ত এব । অথবা যজমান এব সম্যগনুষ্ঠানাত্ততো ভবতি বৈকল্যং প্রমীয়তে বা ॥

অতো বৈকল্যপরিহারায় ব্রতাবশেষাবিধিতে—“তস্মৈতদ্ব্রতং নানুতং বদেদ্র মাতৃসমল্লীয় স্ত ত্রিমুপেয়ান্নাস্ত পল্ললনেন বাসঃ পল্ললয়েষুয়েতর্জি দেবাঃ সখাঃ ন কুর্কন্তি” ইতি । পল্ললনং বস্ত্রতুচ্ছসাধনমুদ্বাদি তেনাস্ত বাসো ন শোধয়েয়ুঃ । যজ্ঞাদেবাঃ পূজ্যা এতৎসর্ষস্নাতবদনানি ন কুর্কন্তি তস্মাদয়মপি ন কুৰ্য্যাৎ । অস্ত দাক্ষায়ণযজ্ঞস্তাংধানাদুর্জং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং সহ বিকল্পো দ্রষ্টব্যঃ । তথাচ সূত্রকার আহ—“দর্শপূর্ণমাসয়োঃ প্রক্রমে বিকল্পে, এতেন দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং বা যজ্ঞে, এতেন পঞ্চদশ বর্ষাণিষ্টা বা বিরমেতজ্ঞেত বা সান্তিষ্ঠতে দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ” ইতি ॥

অত্র মীমাংসা ।

যষ্ঠাধ্যায়স্ত পঞ্চমপাদে চিস্তিতম্—“ইষ্টিরভূদয়ে দর্শং কৰ্ম্মাভ্যুতং যোতাঃ । পূর্ণাস্ত্যাত্মম্ বিশিষ্টস্ত বিধানাদভ্যুতম্ তৎ ॥ প্রকৃতপ্রত্যভজ্ঞানাম্ কৰ্ম্মাস্তুর্যোদনা । দেবতাঃ প্রাকৃত্য-স্তাক্ষা জ্বয়মজ্ঞাত্য উচ্যতে ॥”

দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রয়তে—“যস্ত হবিনিকপ্তং পুরস্তাচ্ছন্দমা অভ্যাদেতি ত্রেধা তুল্যমভিভেদ্যে মধ্যমাঃ স্ত্যস্তানয়য়ে দ্যজে পূর্বোভাশমষ্টাকপালং কুৰ্য্যাচ্ছে যদ্বিষ্টাশ্তানদ্রায় প্রদায় দধৎচকং ধেংগিত্যাত্মাঘিক্বে শিপিষ্টায় শূতে চকম্” ইতি । অধ্যমর্থঃ—দশভ্রাতৃপিতৃকনিচিচ্ছবৃদ্ধস্তাং হবিনিকপ্তং ভবতি । ততঃ প্রত্যাষে পূর্ণস্তাং দিশি চক্ৰমা অভ্যাদেতি তদা নিগপ্তাস্তুষ্টোদেবা বিভক্তব্যাঃ । অখণ্ডিতা ঈষৎখণ্ডিতা অতিহৃদ্রকণাশ্চৈতি ত্রৈবধ্যম্ । তে চাত্রাবধা দায়াদি-গুণাবিশিষ্টেভ্যোহগ্ন্যাভিভ্যো দেবেভ্য ইতি । তজ্জেনং প্রক্রান্তদর্শকৰ্ম্মণোহন্তংকৰ্ম্ম । কৃতং, কাণাপরাধপ্রাশ্চিত্ত্যর্থং জ্বয়দেবতাবিশিষ্টম্ কৰ্ম্মণো বিধীয়মানত্বং । ততঃ প্রাশ্চিত্ত্যঃ কৃষা

পবেদ্যরূপেইমিতি প্রাপ্ত ক্রমঃ—হবিনিহিতমিতি প্রকৃতং বদর্শকং তং পরিত্যজ্য কপ্যাস্তর-
বিবিকরনে প্রকৃতগান, প্রকৃতগামৌ প্রসঙ্গোযাতাম্ । অন্ত্যশ্লেষেব প্রকৃতে কৰ্ম্মণি নিরুপস্থ-
হবিষঃ পূর্বেদেব চোভ্যো দর্শস্বাক্ষীভ্যোহনয়োহ্ দ্ব্যভিধীয়তে । ততুলোপগন্ধিতং যদ্বিধি-
রূপং ত্রীহিকণং চ পূর্বেদ্যানিকপ্তং তদ্ধাপি পূর্বেদপতাস্তনোহ্গোরান্নাচ্চ বিভজেদিতি দেবতা-
হবিষোঃ পরম্পববিভাগোহত্র বিদ্যমত, ন তু ততুলানাং স্তবিস্তমধামাণিষ্ঠরূপস্বিধৌ বিভাগো
বিদ্যতে তত্ত্ব প্রাপ্তম্ । যে মধ্যমাঃ স্মারিতি বিনিয়োগভেদার্থপ্রাপ্তঃ স বিভাগঃ । ততঃ
পূর্বেদেবতাস্ত্যক্তা দাতৃভাদিগুণযুক্তোভ্যো বহ্যাদিদেবতাভ্যঃ পূর্বে নিরুপ্তং হবিঃ প্রকৃতবাম্ ।
ননু প্রতিপদি প্রাত্ননির্কপকালো ন তু দর্শে, তথঃপি দর্শস্তাস্ত্যাহপি চতুর্দশ্যাঃ নির্কপাভাবা-
নির্কপাদুর্দ্ধং চক্ষোদয়ে ন পাপোতি । নৈম দেবঃ । দ্বয়ো দ্বাহকালীনভেদার্থসিদ্ধ-
পূর্বেদ্যোদেহনাতকনে, তদভিপ্রায়েণ নিরুপ্তমিত্যচ্যতে । যদা ত্রীহিনির্কপোহপি পূর্বেদ্যার্ধ-
কল্পতঃ । তথা চ শ্রুতে—“যদি বিভীয়ানতি মাদেধ্যাতীতি মহারাত্রৈ হবীর্ষি নির্কপেৎ” ইতি ।
অয়মর্থঃ—ভ্রাতৃ প্রমাদেন বা দর্শোহয়মত্যভিনিশ্চবতো মাং প্রতি চক্ষোহভ্যাদেধ্যাতীতি
ভীতিরস্তি তদা তাম্বেব দিনে মহারাত্রৈ সর্বাণি নির্কপদিতি । অতো নিরুপ্তশ্চৈব হবিষোহ-
শ্লেষেব কৰ্ম্মণি কালব্যত্যাগে নিমিত্তকৃত্য দেবতাস্তবসংযোগরূপঃ প্রয়োগপ্রকারভেদ উপ-
নিশ্চিতঃ । ততো দর্শশ্লেষায় নৈমিত্তিকঃ প্রয়োগো ন তু দর্শলোপপ্রাশস্তমিতি নৈমিত্তিকং
দর্শপ্রয়োগমনুষ্ঠায় পশ্চাৎ স্বচক্ষে নিতোহপি দর্শপ্রয়োগোহষ্টীতব্যঃ ॥

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“উর্দ্ধং চক্ষোদয়ে সেষ্টানির্কপাৎ পূর্বেদপুত । উত্তেরাজোহস্তিমঃ
পক্ষো নিরুপ্ততাবিবক্ষণা ॥” সা পূর্বেদ্যোভ্যাদয়েষ্টীর্হিনির্কপাদুর্দ্ধং চক্ষোদয়ে সতি কর্তব্যঃ,
নিরুপ্তং হবিরভ্যদেতীতাকৃত্যদিতি চেদৈবম্ । হবিরভ্যদয়স্ত নিমিত্তভেদে তাং শব্দস্ত নিরূপ-
তাবিবক্ষিতত্বাৎ । অতথা বাক্যভেদাপত্তেঃ যন্ত হবিরভ্যদেতি তত্র চর্চনিকপ্তমিত্যেব বাক্য-
ভেদঃ । তত্রান্ননির্কপাৎ প্রার্গ্য চক্ষোদয়ে সত্যাবহিতকালে কৰ্ম্মোপক্রমমাত্রোপযোগ্যঃ কর্তব্যঃ ॥

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“প্রাক্ প্রাকৃতীভ্যো নির্কপো বৈকৃতীভ্যোহখবাহিতমঃ । ততুলোপে-
বৈকৃতীভ্যো হবীর্ষ্যোপলক্ষণাৎ ॥” নির্কপাৎ প্রাগ্য চক্ষোদয়স্তদা চক্ষোদয়াদুর্দ্ধং ত্রিময়ং
নির্কপঃ প্রাকৃতীভ্যো দেবতাভ্যো যুক্তঃ । কৃতঃ, ততুলোপভেদিত বাক্যেন ততুলোপাবাদুর্দ্ধং
প্রাকৃতদেবতাপনয়নশ্রবণাৎ । নির্কপস্ত ত্রীহণামেবেতি তস্মিন্ কালে প্রাকৃতীভ্যাদিদেবতা-
নাপন্নীত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বৈকৃতীভ্যো দাতৃভাদিগুণযুক্তোভ্যো নির্কপঃ কর্তব্যঃ । কৃতঃ,
ততুলোপভেদে চর্চন্যপ্রাপ্তোপলক্ষণাৎ । অতথা দর্শপয়সোরততুলভেদে দেবতাপনয়ো ন ত্বাৎ ।
হবীর্ষ্যোপলক্ষণাৎ তু ত্রীহণামপি হবীর্ষ্যে ন প্রাকৃতদেবতাসম্বন্ধনপনয় দেবতাস্তবসংযোগ-
যুক্ততাবৈকৃতীভ্যো নির্কপেৎ ।

তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তম্—“প্রাকৃতীভ্যোঃ সনির্কপোহভ্যাদয়ে শিষ্টততুলান্ । প্রাকৃতীভ্যো সৈক-
তাভ্যাত্মকীঃ বা নির্কপোদহ ॥ প্রাকৃতীভ্যো প্রবৃত্ত্যাদৈকৃতীভ্যো নিমিত্ততঃ । শিষ্টাংশতাপদার্থ-
ত্বাদসংযোগাদিহাস্তিমঃ ॥” যদা প্রাকৃতীভ্যো মুষ্টিমাত্রে নিরুপ্তে সতি চক্ষোহভ্যাদেতি তদা
মুষ্টিব্রহ্মরূপোহবশিষ্টাংশঃ প্রাকৃতীভ্যো এব নির্কপণাৎ । কৃতঃ, প্রাকৃতীনাং প্রবৃত্তত্বাৎ, ইত্যেক-
পক্ষঃ । চক্ষোদয়ে নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিকস্ত পূর্বেদেবতাপনয়ত্বাৎপ্রাকৃতীভ্যোহ-

বশিষ্টাংশনির্ধারিত ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । অথ প্রাকৃতদেবতাপনয়ো নিমিত্তাধীনঃ । অগ্নিদেবত্ব-
সংযোগবৎশত্ৰু ন সম্ভবতি । অত্ৰাশ্চ দেবতাঃ প্রাকৃতদেবতাস্থানে নিবেশনীয়াঃ । প্রাকৃতানাং
চ নির্ধারণার্থপক্ষঃ কৃষ্টো ন পদার্থাংশেন । তত্তত্তৎস্থানপাতিতানাং বৈকৃতানাং চ নাংশ-
সংযোগো যুক্ত ইত্যপ্যাংশস্ত প্রাকৃতাতোহপনাতবাবৈকৃতপাতিরসংযোগাকৃত ত্বাদেব নির্ধার-
হতি যাক্ষাভঃ ।

তত্রৈবাজ্ঞান্তিতম্—“সেষ্টিঃ সান্নাথানো বা শ্রাদ্ধজ্ঞাপি দাধিক্রতেঃ । নহি ত্বেতাং-
মোহন্ত্যঃ শ্রাদ্ধেবমাত্রবিধানতঃ ॥” নহি সান্নাথারহিতস্ত দাধিপয়সা বিতেতে, তদভাবে
চ দধৎ শত্ৰুং শূতে চক্রমিতি বিধানং দৃষ্টম্ভেত । তস্মাৎ সান্নাথিন এব সা পুরোক্তাহভাদয়েষ্টি-
রীতি চেয়েবম্ । অপ্রাপ্তা দেবতা এবাত্রাববায়ন্তে । দাধিপয়সোরগি বিধানে ব্যাকং ভিত্তেত ।
তত্তত্তুল্যবৎপ্রাপ্তাদাধিপয়সোঃ অনুমানতয়া বিধাভাবাহুবকে চক্রশ্রপঃ সম্ভবাক্ত সান্নাথিবদন্ত-
জ্ঞাপি দেখিবতি ।

নবমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“শ্রুতাহোঃ প্রণীতানাং ন ধর্ম্মাঃ সন্তি বা নহি ।
অপাথাৎকৃতঃ সন্তি পাকহেতুস্থানাতঃ ॥” অভ্যুদয়েষ্ট্যাং শূতে চকং দধীন চক্রমিতি শ্রুতদধিনী
আয়ায়েতে । তয়োঃ প্রণীতাদর্শ্য ন কন্তব্যঃ । হাবঃপ্রপণার্থমুৎপন্ন উৎপবনাদিধর্ম্ম-
সংস্কৃতা আপঃ প্রণীতা উচ্যন্তে । দাধিপয়সা তু শ্রপণার্থং নোৎপন্নৈ, কিং তু হবিষ্টে ন
প্রদানার্থমুৎপন্নৈ । ততঃ সান্নাভাবান্নোৎপবনায়ো ধর্ম্মান্তয়োরাতি চেয়েবম্ । অত্ৰাথমুৎপন্ন-
য়োরাপ দাধিপয়সোরত্র চক্রোদয়ং নিমিত্তীকৃত্য চক্রশ্রপণহেতুত্বং বাচনিকম্ । ততঃ
সমামতান্তদর্শ্যঃ সন্তি ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত তৎ ।
কর্ম্মান্তরং গুণো বোক্তদশাদৌ ফলসিদ্ধয়ে ॥ গুণস্তাত্ৰাপ্রসিদ্ধত্বং কর্ম্মভেদোহত্র সংজ্ঞয়া ।
'গুণো ব্যুৎপত্তিশেষাভ্যামবৃত্ত্যাত্মো ন নাম তৎ ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে জায়তে—“দাক্ষায়ণ-
যজ্ঞেন স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইতি । তত্র দাক্ষায়ণশব্দব্যাচ্য কথ্যচিল্লোকে প্রসিদ্ধাভাবাহুস্ত-
দাদিবজ্ঞাসম্মানাদিকরণেন কর্ম্মনামহাদর্থেষ জ্যোতির্ভারত্যাধিবদপূর্ণসংজ্ঞয়া কর্ম্মবিধিরিতি
চেন । দাক্ষায়ণশব্দস্তাহবৃত্তিগচকত্বাৎ । তত্র শব্দনির্ধারনাধাক্ষেপাচাব্যাহতে । তথাহি
—অন্নমিত্যাবৃত্তিকৃত্যে । দক্ষশ্রেতে দাক্ষান্তেষামন্নমিতি তদ্বিক্রমম্ । দক্ষ উৎসাহী
পুত্রঃ পুত্রস্বায়ত্তাবনলস ইত্যর্থঃ । তদীয়ানাং প্রযোগাণামাবৃত্তির্দাক্ষায়ণশব্দার্থঃ । তথা
চাহবৃত্ত্য যুক্তঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসাদ্যকো যজ্ঞো দাক্ষায়ণযজ্ঞঃ । আবৃত্তিপ্রকারস্ত “বে
পৌর্ণমাস্তো বে অমাবান্তে” ইত্যাদিবাক্যশেষাদবগম্যতে । ততো দধ্যাদিবৎ প্রসিদ্ধত্বাদর্শপূর্ণ-
মাসয়োঃ প্রকৃতয়োবয়ং স্বর্গফলসিদ্ধার্থমাবৃত্ত্যাত্ম্যস্ত গুণস্ত বিধিন্ তৃত্তিগাদিবৎকর্ম্মনামধেয়ম্ । এবং
সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন যজ্ঞেত পশুকাম ইত্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । অমাবান্তাধাণে দৌ দৌ দোদৌ সম্পাদ
চতস্রাং নবিশ্রয়সোঃ কুন্তীনাং সহ প্রস্থাপনং সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন যাগঃ সাক্ষ্যস্বায়ীয়েন ।
তথা সতি প্রকৃতে দর্শবাণে পশুকলার সাক্ষ্যস্বায়ীয়েনো গুণো বিধীয়তে ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“হনুতং ন বদেদেব পুংসর্থো বাহুবাদগীঃ । সজ্ঞতো
পুংসি ত্বেক বা ক্রতো যথা নিদিঃ ক্রতো ॥ অনুতোক্তেঃ পুংসর্থোক্তবোধে তথাবিধিঃ । সান্তীমুদারঃ

শুক্রোঃ ক্রতি প্রক্রিয়য়োর্দ্ধাং ॥ নাহখ্যাতে পুরুষজ্যোতিঃ ক্রতাবেব প্রযাজবৎ । স্মার্তোক্ত-
নিয়মানুগঃ সংযোগোহতঃ ক্রতো বিধিঃ ॥” দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে জ্ঞয়তে—নানুতং বদেদ্বিতি । তত্র
পুরুষধর্ম্মভেদায় প্রতিবেদ্যে বিদীয়তে । কুতঃ, প্রতিবেদ্যেগিনোহনৃতবদনস্ত পুংধর্ম্মজ্যোতিঃবিষয়স্তাপি
পুরুষধর্ম্মভেদৈব বিধাতব্যস্তাং । বদেদ্বিত্যেতদাখ্যাতং ত্যাবৎকর্তৃবাচকং, তেনাহখ্যাতেন কর্তৃঃ
প্রতীয়মানস্তাং । পুরুষজ্যোতিঃপ্রত্যয়বাচ্যত্বেন সতি প্রকৃতার্থস্ত বদনস্ত পুরুষধর্ম্মজ্যোতিঃ যুক্তম্ ।
অন্তথা ভিন্নবিষয়ভেদে বাধকত্বং ন স্তাং । তস্মাৎ পুরুষবাচকখ্যাতশ্চ তস্যা প্রেক্ষণং বাধিত্বা
পুরুষার্থোহিহং নিষেধো বিদীয়তে । অস্ত্যেব স্মার্তঃ প্রতিবেদ্য ইতি চেৎ । তর্হি তত্ত্বতচ্ছ-
বাক্যং মূলমন্ত । তস্মাৎ পুরুষার্থ ইত্যেকঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । আখ্যাতভিন্নবিষয়ভেদে বাধকত্বং ন
স্তাং । আখ্যাতশ্চ তে প্রকরণস্ত চাবিরোধায় কৃত্যুক্তপুরুষধর্ম্মজ্যোতিঃ । নহেতদ্বাক্যং স্বত্বে-
র্জ্যোতিঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ । স্মৃতিশোচাপনয়নমারম্ভাচরণং পুরুষজ্যোতিঃ প্রতিবেদ্যতি । তস্মাধ্য-
পাতিত্বাৎ ক্রতাবাপ স্মার্তো নিষেধঃ প্রাপ্ত এব । তদ্ব্যতির্য্যোহিহং প্রতিবেদ্যে ন বিধীয়তে কিং
অনুত ইতি দ্বিতীয়ঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । আখ্যাতেন ভাবনাহিভদীয়তে । কর্তা তু তদবিনা-
ত্বতোহর্থ্যাৎ প্রত্যয়তে । অতঃ ক্রতাবাৎ কেবলেন প্রকরণেন প্রযাজ্যদিবদ্যাহুপকারকঃ
ক্রতাবেব নিবিশতে । ন চ তত্রাপি বিদীয়তে, কিং তু সাক্ষাৎকস্য নিষেধস্য ক্রতাবপি
প্রাপ্তবাদনুত এবতি তৃতীয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ । সত্যমেব বদেদ্বানুতমিতি যোহিহং স্মার্তনিয়মরূপঃ
পুরুষাণঃ সংযোগস্ত্যাদনুক্রমঃ সংযোগঃ । অতোহত্র প্রাপ্ত্যাদিধীয়তে । এতদ্বিধাতক্রমে
ক্রতোরেব বৈশিষ্ট্যং ন তু পুরুষজ্য প্রত্যয়ঃ । অতোহত্র ক্রতুগামি প্রায়শ্চিত্তম্ । পুরুষার্থনিয়-
মাতিক্রমে তু পুরুষজ্যেব প্রত্যয়াদ্যে ন তু ক্রতোবৈশিষ্ট্যং । তত্র স্মার্তপ্রায়শ্চিত্তমিতি বিশেষঃ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাচঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মণ্ডঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । ষষ্ঠোহনুবাচঃ ।)

এষ বৈ দেবরথো যদর্শপূর্ণমাসো মো দর্শপূর্ণমাসা-

বিষ্ণু। সোমেন যজতে রথম্পষ্ট এবাবসানে বরে দেবানামব

শ্রুত্যেতানি বা অঙ্গাপরুষি সশ্বৎসরস্ত যদর্শপূর্ণমাসো য এবং

বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতেহজাপরুয্যেব সম্বৎসরশ্চ প্রতি

দধাত্যেতে বৈ সম্বৎসরশ্চ চক্ষুধী যদশপূর্ণমাসৌ য এবং

বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে তাভ্যামেব সুবগং লোকমনু পশ্যতি।

এষা বৈ দেবানাং বিক্রান্তির্যদশপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ

যজতে দেবানামেব বিক্রান্তিমনু বি ক্রমহ, এষ বৈ দেবযানঃ

পশু। যদশপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে য এব

দেবযানঃ পশুান্তু সমারোহত্যেতৌ বৈ দেবানাং হরী যদশ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে ধাবেব দেবানাং

হরী তাভ্যাম্ এবৈভ্যো হব্যং বহত্যেতবৈ দেবানামান্তং যদশ-

পূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দশপূর্ণমাসৌ যজতে সাক্ষাদেব দেবানামান্তে

জুহোত্যেব বৈ হবির্দানী যো দশপূর্ণমাদয়াজী সায়াস্ত্রাতরগি-

ହୋତ୍ରଃ ଜୁହୋତି ଯଜତେ ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସାବହରହର୍ବିଦ୍ଧାନିନାଃ, ଶ୍ରୁତୋ ଯ
 ଏବଂ ବିଦ୍ଵାନ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ ଯଜତେ ହବିଦ୍ଧାନ୍ତସ୍ତ୍ରୀତି ସର୍ବମେବାସ୍ତୁ ବହିଷ୍ଠଃ
 ଦତ୍ତଂ ଭବତି ଦେବା ବା ଅହଃ ଯଜ୍ଞିଷ୍ୟଂ ନାବିନ୍ଦନ୍ତେ ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସାବପୁ-
 ନନ୍ତୋ ବା ଏତୌ ପ୍ରୀତୀ ମେଧ୍ୟୋ ଯଦ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ ଯ ଏବଂ ବିଦ୍ଵାନ୍ଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣମାସୋ
 ଯଜତେ ପ୍ରୀତାବୈବେନୌ ମେଧ୍ୟୋ ଯଜତେ ନାମାବାସ୍ତାୟାଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ୍ତାଂ
 ଚ ଦ୍ଵିବାପେୟାନ୍ଦଧୁପେୟାନ୍ନିନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଶ୍ରାଂ ସୋମସ୍ତୁ ବୈ ରାଜୋହର୍ଦ୍ଦ-
 ଆସସ୍ତୁ ରାତ୍ରୟଃ ପଞ୍ଚୟ ଆସନ୍ତାସାମିମାବାସ୍ତାଂ ଚ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଂ ଚ
 ନୌପିଂ ତେ ଏନମନ୍ତି ସମନହେତାଂ ତଂ ଯକ୍ଷା ଆର୍ଚ୍ଛଦ୍ରାଜାନଂ ଯକ୍ଷା
 ଆରଦିତି ତଦ୍ରାଜ୍ୟକ୍ଷାସ୍ତୁ ଜଞ୍ଘ ଯଂ ପାପୀୟାନଭବନ୍ତଂ ପାପ୍ୟକ୍ଷାସ୍ତୁ
 ଯଜ୍ଞାବାନ୍ଧ୍ୟାମବିନ୍ଦନ୍ତଜ୍ଞାୟେନ୍ୟସ୍ତୁ ଯ ଏତମେତେଷାଂ ଯକ୍ଷାମାଂ ଜଞ୍ଘ ବେଦ
 ମୈନମେତେ ଯକ୍ଷା ବିନ୍ଦାନ୍ତି ସ ଶ୍ରୀତ ଏବ ନୟାସ୍ତୁ ପାମାବତେ ଆବରଜାଂ

৫ প্রণাঠক, ৬ অনুবাক।] কৃষ্ণ যজুর্বেদ-মন্ত্র।

৫৯

বরং কৃণাবহা আবং দেবানাং ভাগধে অসাবা । আবদধি দেবা

ইজ্যান্তা ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাং, রাত্রীণামমাবাস্ত্রায়াং চ পৌর্ণ-

মাস্ত্রাং চ দেবা ইজ্যান্ত এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অষ্ট্রৈ

মনুষ্যা ভবন্তি য এবং বেদ ভূতানি ক্ষুধমন্নং সচ্ছো মনুষ্যা

অর্দ্ধগাসে দেবা মাসি পি চরঃ সংবৎসরে বনস্পত্যস্বাদহরহর্ষ-

মুখ্যা অশনমিস্ত্রেন্তেহর্দ্ধগাসে দেবা ইজ্যন্তে মাসি পি চৃত্যঃ ক্রিয়ন্তে

সংবৎসরে বনস্পত্যঃ ফলং গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ

হন্তি ক্ষুধং ভাতৃব্যম্ ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ ।

৫ঃ। ঐক। দেবরথ ইতি দেব-রথঃ। যৎ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ-পূর্ণমাসৌ ।

৬ঃ। দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ-পূর্ণমাসৌ। ইষ্ট। সোমেন। যজতে ।

রথস্পষ্ট ইতি রথ—স্পষ্টে । এব । অবসন্ন ইত্যাব—সান্নে । বরো দেবানাম্ ।

অবেতি । স্ততি । এতানি । বৈ । অঙ্গাপকল্যীত্যঙ্গ—পকল্যি । সস্বৎসরতেতি সং

—বৎসরস্ত । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ ।

বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । অঙ্গাপকল্যীত্যঙ্গ—

পকল্যি । এব । সস্বৎসরতেতি সং—বৎসরস্ত । প্রততি । দধতি । এতে ততি ।

বৈ । সস্বৎসরতেতি সং—বৎসরস্ত । চক্ষুষী ইতি । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—

পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ ।

যজ্ঞতে । তাত্যাম্ । এব । সূনর্গমিতি সূনঃ—গম্ । লোকম্ । অযিতি ।

গম্ভ্রতি । এষা । বৈ । দেবানাম্ । বিক্রান্তিরিতি বি—ক্রান্তিঃ । যৎ ।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি । দর্শ—

—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । দেবানাম্ । এব । ক্রান্তিমিতি বি—ক্রান্তিম্ ।

অমু । বাতি । ক্রমতে । এষা । বৈ । দেবান ইতি দেব—বানঃ । পহাঃ ।

বৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণ-

মাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । যঃ । এব । দেবযান ইত দেব—

যানঃ । পথ্যঃ । ভজ্ । সমারোহতীতি সম্—আরোহতি । এতে । বৈ ।

দেবানাম্ । হরী ইতি । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ ।

এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । যৌ । এব ।

দেবানাম্ । হরী ইতি । তাভ্যাম্ । এব এভ্যঃ । হব্যম্ । বহতি । এতৎ ।

বৈ । দেবানাম্ । আশ্রম্ । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ । এবম্ ।

বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যজ্ঞতে । সাক্ষাদিতি স—অক্ষাৎ ।

এব । দেবানাম্ । আশ্রো । জুহোতি । এষঃ । বৈ । হবির্দানীতি হবিঃ—

ধানী । যঃ । দর্শপূর্ণমাসবাজীতি দর্শপূর্ণমাস—যাজী । সাযস্ত্রাহরতি সাধৎ

—প্রাতিঃ । অগ্নিহোত্রমিত্যগ্নি হোত্রম্ । জুহোতি । যজ্ঞতে । দর্শপূর্ণমাসা-

বিতি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । অহরহরিতাহঃ—অহঃ । হবির্ধানিনাশ্রিতি হবিঃ—

ধানিনাম্ । ঋতঃ । যঃ । এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিত্তি দর্শ—পূর্ণমাসৌ ।

যজ্ঞতে । হবির্ধানীতি । বিঃ ধানী । অন্নি । ইতি । সর্বম্ । এবা-

জ্ঞা । বহিষ্ঠাম্ । দত্তম্ । ভবতি । দেবাঃ । বৈ । অঃ । যজ্ঞিয়ম্ । ন ।

অবিন্দন । তে । দর্শপূর্ণমাসাবিত্তি দর্শ পূর্ণমাসৌ । অপূনন্ । তৌ । বৈ ।

এতো । পুতো । মেধৌ । যৎ । দর্শপূর্ণমাসাবিত্তি দর্শ—পূর্ণমাসৌ । যঃ ।

এবম্ । বিদ্বান্ । দর্শপূর্ণমাসাবিত্তি দর্শ—পূর্ণমাসৌ যজ্ঞতে । পুতো । এব ।

এনৌ । মেধৌ । যজ্ঞতে । ন । অমাবান্ত্যামিত্যমা—বাস্ত্যাম্ । চ । পৌর্ণ-

মাস্ত্যামিত্তি পৌর্ণ—মাস্ত্যাম্ । চ । জ্বিয়ম্ । উপেতি । ইয়াং । যৎ ।

উপেয়াপিত্যাপ ইয়াং । নিরিক্সিয় ইতি নিঃ—ইক্সিয় । ত্রাং । সোমস্তা ।

বৈ । রাজঃ । অর্দ্ধমাসস্তে তার্দ্ধ—মাসস্ত । রাজয়ঃ । পত্নয়ঃ । আসন্ ।

তাসাম্ । অমাবান্ত্যামিত্যমা—বাস্ত্যাম্ । চ । পৌর্ণমাসীক্ষতি । পৌর্ণমাসীম্ ।

চ । ন । উপেতি । ঐং । তে ইতি । এনম্ । অতি । সমিতি । অনে-

তাম্। তম্। যক্ষঃ। অর্চিৎ। রাজানম্। যক্ষঃ। আরং। ইতি।

তৎ। রাজয়ন্তেতি রাজ-যন্ত। জন্ম। যৎ। পাপীয়ান্। অভবৎ।

তৎ। পাপয়ন্তেতি পাপ-যন্ত। যৎ। জায়াতাম্। অবিনৎ। তৎ।

জাহেতু। যঃ। এবম্। এতম্। যজ্ঞাণাম্। জঃ। বেদ। ন।

এনম্। এত। যজ্ঞাঃ। বিন্দন্তি। সঃ। এত ইতি। এষ। নমন্ত।

উপেতি। অধাবৎ। তে। ইতি। অক্রতাম্। বরম্। বৃণাতি। আবম্।

দেবানাম্। ভাগ্বে ইতি ভাগ-ধে। অসাব। আবৎ। অধীতি। দেবাঃ।

ইজ্যাস্তে। ইতি। তস্যাৎ। সপৃথীনাম্। রাজীণাম্। অমাবান্ত্যামিণ্যাম্।

বাস্যাম্। চ। পৌর্ণমাস্যামিতি পৌর্ণ-মাস্যাম্। চ। দেবাঃ। ইজ্যাস্তে।

এত। ইতি। তি। দেবানাম্। ভাগ্বে ইতি ভাগ-ধে। ভাগবা ইতি

ভাগ-ধাঃ। অশ্বৈ। বহুত্যাঃ। ভবতি। যঃ। এবম্। বেদ। ভূতানি।

কুম্। তম্। সত্যঃ। মধুত্যাঃ। অর্জমাস ইত্যর্জ-মাসে। দেবাঃ। মাসি।

'পিতবঃ । 'সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরে । বনশ্যতয়ঃ । তথা । অহঃ-হরিताহঃ

—^१ॐ। ^२ସ୍ବପ୍ନ। ^३ଅଶନଶ୍ଚ। ^४ଇଚ୍ଛାସ୍ତ। ^५ଅର୍ଦ୍ଧମାସ। ^६ଇତାଦି—ଆମେ। ^७ଦେବା:।

ইন্ধ্যাস্ত। মামি। পিতৃভা ইতি পিতৃ—ভাঃ। ক্রিয়তে। সম্বৎসর ইতি সং—

বৎসবে। বন্যস্পায়ঃ। ফল্। গৃহস্থি। ষঃ। এবং। বেদ।

। । ।
 हति । कुतम् । दातव्यम् ।

• • •

ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି (ସାମ୍ରାଜ୍ୟାଧିପତି) ।

পঞ্চম-ভূদায়েরাও স্থিত হইয়া উঠিত। অথ যথেষ্ট দর্শপূর্ণমাসময়ঃ সোমসাগেন সহ
সৌর্য্যপথ্যং বিধত্তে—

“এষ নৈ দেবরথো যদৰ্শপূর্ণমাসৌ যো দৰ্শপূর্ণমাসাবিষ্ট। সোমেন যজ্ঞতে রথশ্পষ্ট এবাষপানে
বহ্নে দেবানাম্ৰথ স্মৃতি” ইতি।

দর্শপূর্ণমাসাবিতি যথেষ্টোষ এব দেবানাং রথো রথসদৃশঃ । তথা সতি প্রথমতো দর্শপূর্ণ-
মাসাবিষ্টে । পশ্চাৎ সোমেন যো যজতে তস্তানুষ্ঠানে মহৎকৌরব্যং ভবতি । যথা লোকে ভূয়ো
ব্রহ্মসংকরণেন মহামার্গস্থকটকপাষাণাদিশু ক্লেশেষু মার্গো বিপ্লবী ভবতি অযমস্ত গ্রামস্ত মার্গ
উচি স্তথেনাধাপসাতুং শক্যতে । কটকপাশভাবাৎ । বরঃ শ্রেষ্ঠচাকসো ভবতি তাদৃশে মার্গে
মহাঘ্যা অনায়াসেন গন্তুং শক্যং বসন্তি, তথা দেবানাং সম্বন্ধিনা দর্শপূর্ণমাসরথেন প্লুটে স্থেনাধাব-
সাতুং শক্যো শ্রেষ্ঠে মার্গে যজমানঃ সোমেন যষ্টুমাবব্রুতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ গৃহি প্রকৃতিষ্মাত্তয়োঃ
প্রায়োগে স্বাদীনে সতি তদ্বিকৃতিভূতাঃ সোমাক্রভূতাঃ প্রায়বীজ্যতাঃ সাদৃশাঃ স্থেনোইহুসাতুং
শক্যান্তে । অননুষ্ঠিতয়োস্ত দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সোমপ্রকরণে দীক্ষণীয়াদিকৃৎস্বকপমাত্রতোঃ প্রতিষ্ট-
ত্বাত্তদঙ্গানি প্রযাজ্যদীতানুষ্ঠাতুং ন শক্যে । তস্মাদ্গৃহি পূর্বতঃ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ বিহবা প্রযজন্তে ন
তত্র প্রথমে সম্বৎসরাবয়গেইন প্রাৎসতি—

“এ গানি না অঙ্গাপরু^৬ বি সম্বংসর গ বদর্শপূর্ণমাসো য এবং নিদান্দর্শপূর্ণমাসো যজ্ঞতেহঙ্গা-

কক্ষাদিসংধিরূপাণি পক্ষংধি পক্ষাণি তথা সঞ্চঃসরস্ত ষাদশ দর্শা অঙ্গানি ষাদশ পৌর্ণমাস্যঃ
পক্ষংধি, তদ্বিদিষ্যাহুষ্ঠানে তদ্বতঃ প্রতিদধাতি সম্যগহুষ্ঠাপয়তি ॥

অথ চক্ষুঃসৈন প্রশংসতি—“এতে বৈ সঞ্চঃসরস্ত চক্ষুযৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণ
মাসৌ যজতে তাত্যামেব সূবর্গং লোকমহু পশ্চতি” ইতি ।

অথৈকপরা ক্রমরূপেণ প্রশংসতি—“এষা বৈ দেবানাং বিজ্ঞাস্তিযদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং
বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে দেবানাং বিজ্ঞাস্তিমহু বি ক্রমতে” ইতি । সর্বেভ্যঃ কামেভ্যো
দর্শপূর্ণমাসাবিতি শাখাস্তরে ক্রতবাদ্যুদ্রজয়হেতুত্বমপ্যভীতি পরাক্রমরূপত্বম্ ॥

অথ স্বর্গমার্গেণ প্রশংসতি—এষ বৈ দেবানাং পশ্বা যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে য এবং দেবানাং পশ্বাভ্যু স্যাবোহতি” ইতি । দেবা যাস্তি গচ্ছন্তি অগ্নিহোত্রং
সোহয়ং দেবানাং ॥

অথাক্রমপেণ প্রশংসতি—“এতৌ বৈ দেবানাভ্যু হরৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে ষাবো দেবানাভ্যু হরৌ তাত্যামেবৈভ্যো হব্যং বহতি” ইতি । এভ্যোহিষ্টাদিদেবেভ্যো-
তাত্যামেব দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজমানঃ পুরোভাঃ বহতি ।

অথ দেবমুখ্যেণ প্রশংসতি—“এতৌ বৈ দেবানামাত্তং যদর্শপূর্ণমাসৌ য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ
যজতে সাক্ষাদৈব দেবানামাত্তে জুহোতি” ইতি । সাক্ষাদ্যবধানমন্তরেণৈব যথা ত্রাক্ষণ্য দত্তমন্ত
পাত্রহস্তব্যবধানেন মুখং প্রবিশতি তদ্বয়েত্যর্থঃ ।

অথ সোমযাজিহ্বসম্পাদনেণ ত্রোতি—এষ বৈ হবির্দ্বানী যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সারংপ্রাতরগ্নি-
হোত্রং জুহোতি যজতে দর্শপূর্ণমাসাবহরং হবির্দ্বানিনাভ্যু সূতো য এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে
হবির্দ্বান্নামৌ সর্বেমেবাত্তং বর্হিঃ দত্তং ভবতি” ইতি । হবাংবি সোমগ্রহরূপাণি ধীরস্ত আসাত্তে
যস্মিন্তপে ভর্গহ হবির্দ্বানং তদত্মাত্তীতি হবির্দ্বানী সোমযাজী । দর্শপূর্ণমাসযাজিনঃ সোমযাজিহ্বং
কথমিত্যুচ্যতে—আধানানন্তরমেব প্রবৃত্তং বরনিহোত্রং তৎপ্রতিদিনং সারংপ্রাতঃস্তুতিষ্ঠতি,
পক্ষাণি পক্ষাণি চ দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে । তদ্বতঃপ্রাচীনেন হবির্দ্বানিনাং সোমদেবানাং প্রতিদিনং
সোমোহভিযুতো ভবতি । সোমাস্তিযবেণ বা স্ত্রীতিঃ সা দেবানামত্র সম্পত্ততে । অগ্নিহোত্র-
দর্শপূর্ণমাসপ্রবৃত্তা তদনন্তরভাবিনি সোমযোগেহপি প্রবর্তিষ্যত ইতোব তৈনিন্চেতুং শক্যত্বাৎ ।
তৎপ্রবৃত্তিক্রমং স্বাকারেণ দর্শিতঃ—“অথৈকেশামগ্নীনাথায় হস্তাববিন্জা সঞ্চঃসরস্গ্নিহোত্রং
হুঁষা দর্শপূর্ণমাসাবরজতে তাত্যামং সঞ্চঃসবমিষ্টা সোমেন পশুনা বা যজতে তৎ উষ্মমন্ত্রানি
কর্ম্মাণি কুরুতে” ইতি । যো যজমান এবং দেবানাং ভবিষ্যৎসোমযোগসিদ্ধয়ঃ স্ত্রীতিঃ বিধামং
হবির্দ্বানী সোমযাজী ভবামৌতি বৃধা দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে । ততঃ উষ্মমন্ত্র যজমানস্ত বর্হিষি
সোমযোগে দাতব্যং যদ্বিষ্যতে তৎকর্ম্মং বর্হিঃ দত্তং ভবতি ॥

অগ্নেহপি কক্ষাধিককর্ম্মসম্পাদনেনেন ফলাধিকাশ্রাণ্ডিঃ পূর্বকালে প্রজাপতির্ভজান-
স্বজতেত্যাহুকে ঞ্জপিকতা । অথ দর্শপূর্ণমাসুকর্ম্মশোভিবিষয়বিধর্ম্মবাদেনোন্নয়তি—
“দেবা বা অহর্ষজিহ্বং নাবিন্জন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপুনন্তৌ বা এতৌ পুতো মেধ্যৌ যদর্শপূর্ণমাসৌ য
এবং বিদ্বান্দর্শপূর্ণমাসৌ যজতে পুত্রেবেবৈনৌ মেধ্যৌ যজতে” ইতি । এতৌ দর্শপূর্ণমাসৌ যজা-
হবীতি যজিঃ, স্তাদৃশমেকমপ্যাহর্দেবা ন লেভিঃ । ততো বিচার্য দর্শপূর্ণমাসাবমাবাত্তাং

পৌর্ণমাশীং চ দিনরয়মপুনঃশোধিতবস্তুঃ, যজ্ঞয়জ্ঞং নিশ্চিতবস্তু ইত্যর্থঃ। যন্মিন্দিনে সূর্য্য এক
দৃশ্যতে চন্দ্রমাস্ত ন দৃশ্যতে সোহয়ং দর্শঃ। সমাবাস্তা চ তাদৃশী। তস্তাং তিথৌ সূর্য্যেণ সঠৈব
বসতশ্চন্দ্রনসৌ চষ্টুমথকাব্যাৎ। অতঃ সা তিথিঃ সূর্য্যমাজ্ঞদর্শনাদর্শনামাক্তিতস্ত কৰ্ম্মণো
যোগ্য। যস্তাং তিথৌ চন্দ্রমণ্ডলং সম্পূর্ণং দৃশ্যতে সা পৌর্ণমানী। সা চক্রমসঃ পূৰ্ত্তে পূর্ণ-
নামাক্তিতস্ত কৰ্ম্মণা যোগ্যা। প্রতিপদাদিসু চতুর্দশায়াং তিথিসু চন্দ্রমা লেশতো দৃশ্যতে ন
পূর্ণা নাপাত্যন্তঃ। অতস্তথোঃ কৰ্ম্মণোযোগ্যা ন ভবন্তি। তস্মাত্তাবেবৈতাবুকৌ তিথি-
বিশেষা দেবৈককুবীনা শোধিতৌ সস্তু যজ্ঞযোগৌ সম্পন্নৌ। অত্র দর্শপূর্ণমাসশক্তিধিপয়ো
ন কৰ্ম্মণঃ। বহুবং তিথোঃ শুদ্ধং বিদ্বান্ কৰ্ম্মদ্বয়ং ককতে সোহয় শোধিতৌ যজ্ঞযোগ্যে
তিথিবিশেষাবেব প্রাপ্য কৃতবান্ ভবত। তস্মাত্তয়াস্তিথ্যোঃ কুর্ঘ্যানিত তাত্পর্য্যার্থঃ।

প্রসঙ্গাৎপু বার্থং কক্ষিণমং বিদত্তে—“নামানাত্মায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ স্নিগ্ধমুপেয়াদ্বয়-
পেয়াগ্নির ভয়ঃ জ্ঞাং” ইতি। পূর্বা কুর্য্যন্তি খ্যার্থ জ্ঞয়কামাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি—“সোমস্ত বৈ
রাজোহর্কমা স্ত রাত্রয়ঃ পত্নয় সাসমাসামবাস্তাং চ পৌর্ণমাসীং চ নোপৈত্তে এনমভি সমন-
হেতাং হং যস্ম অর্জ্জদ্রাজানং যস্ম অবাদতি তদ্রাজ্যম্ভ্যস্ত জন্ম যৎপাপীয়ানভবত্তং পাপযজ্ঞস্ত
যজ্ঞায়ভ্যামানন্দতজ্জায়েত্ত্বা য এযমেতেষাং বস্তাণাং জন্ম বেদ নৈনমেতে যস্মা বিদ্বন্তি স এত্তে
এব নমস্তস্ম পদাবস্তে অক্রতাং বং বৃণাবহা আবং দেবানং ভাগবে অসাবাহবদাধ দেবা ইজ্যাস্তা
ইতি তস্মাৎ সদৃশীনাচ্ রাত্রোগানমাবাস্তায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ দেবা ইজ্যাস্ত এতে হি দেবানং
ভাগবে শাগধা অত্রেয় মহত্যা ভবন্তি য এতং বেদ” ইতি। অর্কমাসস্ত শুক্লপক্ষস্ত রাত্রয়
একো বর্গঃ, শুক্লপক্ষস্ত রাত্রয়ঃ পূর্বো বর্গস্তে সমাবাস্তাপৌর্ণমাস্তাবেনং সোমভিসমনহেতামভি-
মুখোন সন্তোগায় গৃহীতবনৌ। বলাৎকারেণ ভুঞ্জামানঃ তং সোমমতিব্যবায়েন ক্ষয়ব্যাধিঃ
প্রাপ্তবান্। এতচ্চ প্রজ্ঞাস্তেজস্মা স্ত্রী হতর ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং তথৈব ব্যাখ্যেয়ম্।
আবাস্ততে এব দেবানং হাবভাগবায়রণৌ ভাব আবায়ারধিস্তিত্যাদ্যাদয়ো দেবা ইজ্যাস্তামিত্য-
নয়োর্ব্বারঃ। এতয়োর্ব্বগব্যবিত্তং জানতে মত্ৰত্যাঃ সর্কেহপি ভাগং ধারায়ত্যা প্রযচ্ছন্তি ॥

অথ মত্ৰত্যাঃসামোপত্যাঃস নাত্তার্থঃসব পূনঃ প্রশংসতি—

ভূতান ক্ষুধময়ন্ সতো মত্ৰত্যা অর্কমাস দেবঃ মাসি পিতরঃ সযৎসরে বনস্পতরন্তমাদহ-
রহর্ম্মত্ৰত্যা অশনমিচ্ছন্তেহর্কমাসে দেবা ইজ্যাস্তে মাসি পিতৃভাঃ ক্রিয়তে সযৎসরে বনস্পতরঃ
ফলা গৃহ্ণন্তি য এবং বেদ হস্তি ফলং ভ্রাতৃণাম্ ॥” ইতি।

ভূতানি মত্ৰত্যাঃ প্রাণনঃ। বনস্পতরঃ পনসাস্ত্রাতাঃ। তেষাং ফলগ্রহণমেব
জুগিগরণরূপাং ভূতং সূচ্যত। এবং ফলা হননং যৌ বেদ সোহপায়সমৃদ্ধং ক্ষুজপং শক্য়
সর্কদা হন্তি। (২ অষ্টক—৫ প্রপাঠক—৬ অম্বাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতৈ মাদনীরে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহতাভাষ্যে দ্বিতীয়াকাণ্ডে প্রথমপ্রাঠকে বঠোহম্বাকঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাঠকঃ । সপ্তমাহুত্বাকঃ ।)

দেবা বৈ নচি ন যজুয্যশ্রয়ন্ত তে সামন্নেবাশ্রয়ন্ত হিং করোতি

সামৈবাকহি করোতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র

যুক্তে হিং করোতি বাচ এবৈষ যোগো হিং করোতি প্রজা

এষ তদবজমানঃ স্বজতে ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ ত্রিকৃতমাং যজ্ঞশ্চৈব

তদ্বর্নম নহত্যপ্রশস্য সন্ততমম্বাহ প্রাণানামম্বাগস্ত সন্তত্যা

অথো রক্ষসানপহৈত্য রাথংতরীং প্রথমামম্বাহ রাথংতরো বা

অয়ং লোক ইমমেব লোকমভি জয়তি ত্রির্বার্গ গৃহ্নাতি ত্রয় ইমে

লোকা ইমমেব লোকামভি জয়তি বার্বীতীশ্বস্তমামম্বাহ বার্বীতো বা

অসৌ লোকোহমুমেব লোকমভি জয়তি প্র বঃ বাজা ইত্য-

নিরুক্তাঃ প্রাজাপত্যামম্বাহ যজ্ঞো বৈ প্রাজাপতির্জমমেব প্রজা-

প্ৰতিমাৱভতে প্র বো বাজা ইত্যদাহামং বৈ বাজোহমমেবাব।

রুক্ষে প্র বো বাজা ইত্যদাহ তস্মাৎ প্রাচীনং রেতো ধীয়তেহয়ং

আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রতীচীঃ প্রজা জায়ন্তে প্র বো

বাজাঃ ইত্যদাহ মাসা বৈ বাজা অর্দ্ধমাসা অভিজবো দেবা হবিঃ

অন্তো গোমুতাচী যজ্ঞো দেবাজিগাতি যজমানঃ স্তম্ভয়ুৱিদমসীদ-

মসীত্যেব যজ্ঞশ্চ প্রিয়ং ধামাব রুক্ষে যং কাময়েত সর্বমায়ুরিয়া-

দিতি প্র বো বাজা ইতি তস্মানুচ্যাম্ আ যাহি বীতয় ইতি

সম্ভতমুত্তরমর্দ্ধর্চমা লভেত প্রাণেনৈবাস্তাপানং দাধার সর্বমায়ু-

রেতি যো বা অরভ্ৰিঃ সামিধেনীনাং বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং

কুরুতেহর্দ্ধর্চো সং দধাত্যেষ বা অরভ্ৰিঃ সামিধেনীনাং য এবং

বেদারত্নাবেব ভ্রাতৃব্যং কুরুত ঋষেঋষেৰ্বা এতা নিম্নিতা যং-

৫ প্রপাঠক, ৭ অথবা ক।] কৃষ্ণ-যজুর্বেদ মন্ত্র।

৬৯

সামিধেহ্যস্তা যদংযুক্তাঃ স্য্যঃ প্রজয়াঃ শশুভির্গজমানস্ত বি

তিষ্ঠেরন্নর্দর্দেঁ সং দধাতি সং যুনক্ত্যেবৈনাস্তা অস্মৈ সংযুক্তা

অবরুদ্ধাঃ সর্বমামশিষং দুহ্রে ॥ ৭ ॥

* . *

শদ-পাঠঃ ।

দেবাঃ বৈ। ন। অচি। ন। যজুষি। অশ্রয়ন্ত। তে। সামন্। একঃ

অশ্রয়ন্ত। হিম্। করোতি। সাম। এব। অকঃ। হিম্। করোতি।

যত্র। এব। দেবাঃ। অশ্রয়ন্ত। ততঃ। এব। এনান্। প্রেতি।

যুক্তে। হিম্। করোতি। বাচঃ। এব। এষঃ। যোগঃ। হিম্।

করোতি। প্রজা ইতি প্র—জাঃ। এব। তৎ। যজমানঃ। যজতে। ত্রিঃ।

প্রথমাং। অহিত। আহ। ত্রিঃ। উত্তমামিত্যুত্তমান্। যজন্ত। এব। তৎ।

বসম্। নহতি। অপ্রত্নং স্যৈত্যপ্র—ত্নং স্যৈ। সন্ততমিতি সং—ততম্।

অবিত্তি। আহ। প্রাণানামিতি প্র—জানানাম্। অন্নাত্তেত্যন্ন—অতস্ত।

সন্তত্যা ইতি সং—তত্ৰৈ। অথো ইতি। রক্ষসাম্। অপহৃত্য ইন্ত প—হত্ৰৈ।

রাথন্তরীমিতি রাথং—তরীম্। পথমাম্। অস্বিতি। আহ। রাথংতর ইতি

রাথং—তর। বৈ। অয়ম্। লোকঃ। ইমম্। এব। লোকম্। অতীতি।

জয়তি। ত্রিঃ। বীতি। গৃহ্মতি। ত্রয়ঃ। ইমে। লোকাঃ। ইমান্। এব।

লোকান্। অতীতি। জয়তি। বাইতীম্। উত্তমামিত্যুৎ—তমাং। অস্বিতি।

আহ। বাইতঃ। বৈ। অসৌ। লোকঃ। অয়ম্। এব। লোকম্।

অতীতি। জয়তি। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অনিরুক্তামিত্যানিঃ

—উক্তাম্। প্রাজাপত্যামিতি প্রাজা—পত্যাম্। অস্বিতি। আহ। যজ্ঞঃ।

বৈ। প্রাজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। যজ্ঞম্। এব। প্রাজাপতিমিতি প্রজা

—পতিম্। এতি। রভতে। প্রেতি। বঃ। বাজাঃ। ইতি। অস্বিতি।

আহ। অয়ম্। বৈ। বাজঃ। অয়ম্। এব। অবৈতি। রুদ্ধে। প্রেতি। বঃ।

বাজাঃ। ইতি। অস্বিতি। আহ। তমাং। প্রাচীনম্। রেতঃ। ধীরতে।

অগ্নে । এতি । বাহি । বীতয়ে । ইতি । আহ । তম্বাং । প্রতচাঃ । প্রজা ।

ইতি । প্র—জাঃ । জায়ন্তে । প্রেতি । বঃ । বাজাঃ । ইতি । অবিতি ।

জাগ । মাসাঃ । বৈ । বাজাঃ । অন্ধমাসা ইত্যন্ধ—মাসাঃ । অভিহব ইত্যতি

—জবঃ । দেবাঃ । হবিষত্ত্বঃ । গোঃ । সূতাচা । যজ্ঞঃ । দেবান্ ।

জিগতি । যজ্ঞমানঃ । স্তম্ভয়তি স্তম্ভ—য় । ইদম্ । অসি । ইদম্ । অসি ।

ইতি । এব । যজ্ঞত্ব । প্রিয়ম্ । ধাম । অবতি । রুদ্ধে । বম্ । কাময়েত ।

সর্বম্ । আয়ুঃ । ইয়াং । ইতি । প্রেতি । বঃ । বাজাঃ । ইতি । তত্ত্ব ।

অহুচোহু—উচ্য অগ্নে । এতি । বাহি । বীতয়ে । ইতি । সত্ত্বমিতি সৎ—

তত্ত্বম্ । উত্তবমিত্যু—ত্তবম্ । অন্ধকমিত্যন্ধ—কম্ । এতি । লভেত ।

প্রাপ্নেতি । প্র—অনেন । এব । অত্ব । অপানমিত্যপ—অনম্ । দাধায় । সর্বম্ ।

আয়ুঃ । এতি । বঃ । বৈ । অরত্বম্ । সামি ধনীমিতি সাম্—ইধেনী-

নাম্ । বেদ । অরহো । এব । ভ্রাতৃপাম । কুরুতে । অন্ধকমিত্যন্ধ—

ঋচৌ । সমিতি । দধাতি । এষঃ । বৈ । অরতিঃ । সামিধেনীনামিতি

সাম—ইধেনী নাম্ । যঃ । এষম্ । বেদ । অরতিঃ । এব । ভ্রাতৃব্যম্ ।

কুকতে । ঋষেঋষৈরিত্যে—ঋষেঃ । বৈ । এতাঃ । নির্মিতা ইতি নিঃ—

মিতাঃ । যৎ । সামিধোক্ত ইতি সাম্—ইধোক্তঃ । তাঃ । যৎ । অসংযুক্তা

ঈত্যসং—যুক্তাঃ । স্যঃ । প্রাজয়েতি প্র—জয়া । পশুভিরিতি পশু—ভিঃ ।

যজ্ঞমানস্ত । বীতি । তিষ্ঠেরন্ । অধ্বজ্যাবিতাধ্ব—ঋচৌ । সমিতি । দধাতি ।

সমিতি । যুনতি । এব । এনাঃ । তাঃ । অস্মৈ । সংযুক্তা ইতি স—যুক্তাঃ ।

অবরুদ্ধাঃ । ইত্যব—রুদ্ধাঃ । সর্কাম্ । আশিষমিত্যা—শিষম্ । হুহুে ॥ ৭ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সাযণাচার্য্য-কৃতং) ।

অনুবাকৈঃ ষড়্ভিরেতরাধ্বৰ্যবসুদীরিতম্ । অথোক্তরৈরনুবাকৈর্হোত্রং বিবক্ষুরগ্নিসপ্তমে-
হনুবাকে তদনন্তরভাবাষ্টমে চ সামিধেনীম্ভ্রাতৃব্যাম্ভক্তে । তে চ ভ্রাতৃগণগ্রহে তৃতীয়কাণ্ডে
পঞ্চমপ্রপাঠকে সমাশ্রাতাঃ ।

কল্পঃ—পুরস্তাৎ সামিধেনীনাং হোতেতু্য প্রক্রম্যাস্তরাহবনীয়মুৎকরং চ প্রতীচীনং গচ্ছ-
পতি কং প্রপত্ত্ব তং প্রপত্ত্ব ইত্যাদিকমুক্তা সত্যং প্রপত্ত্ব ইতি বেতি পক্ষাস্তরমুক্তম্ । তৎপাঠস্ত-
—“সত্যং প্রপত্ত্ব । ঋৎ প্রপত্ত্ব । অমৃতং প্রপত্ত্ব । প্রজাপতেঃ প্রিয়াং তনুবমনাস্তাং প্রপত্ত্ব ।
ইদংহং পঞ্চদশেন বজ্রেন দ্বিস্বং ভ্রাতৃব্যামক্রামামি । যোহস্মান্দেষ্টি । যং চ যয়ং দিযঃ । তুর্ভবঃ

প্রারভে। অগ্নি কৰ্ম্মণি বাচিকোহপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। মনসা চিন্ত্যমানমপাতং যথা ভবতি তথা প্রপত্তে। মানসোহপ্যপরাধো মা ভূদিত্যর্থঃ। অমৃতত্বহেতুভূতমিদং কৰ্ম্ম প্রপত্তে। অনেন কৰ্ম্মণা দেবত্বং প্রাপ্যতামিত্যর্থঃ। দেবেষ্যপ্যগ্নিরহিতাং প্রজাপতে: প্রিয়াং তমুৎ প্রজাপতিশরীরমিদং কৰ্ম্ম প্রপত্তে। ইদমিতি হস্তেনাভিনয়ঃ। অহং হোতা পঞ্চদশস্তোম-সদৃশেন বজ্ররূপেনানেন কৰ্ম্মণা দ্বিস্তং শক্রমবষ্টভ্য পীড়য়ামি। য: শক্ররম্যান্ মনসা যেষ্টিং বং চ শক্রং বহং মনসা দ্বিস্তমুভয়বিধমবক্রামামিতি পূৰ্ব্বজ্ঞাষয়ঃ। ভূত্বঃ স্তবরিত্যেতন্নামকা লোকাস্তান্ হিনোমি প্রীগয়ামিত্যর্থঃ ॥

কল্পঃ—“বাহুতীকল্প। তিরভিঃকৃতানবানমভিহিংকারাদ্ভ্যুপসন্দধাতি এ বো বাজা অভিত্ব ইত্যেকারশেমা: সান্মিধতঃ” ইতি। অনবানমহচ্চুসন্ ॥ তত্র প্রথমায়া: পাঠস্ত—“প্র বো বাজা অভিত্বঃ। হবিষ্যস্তো যুত্যাচ্যা। দেবাজিগতি স্ময়ঃ” (ত্রা. কা. ৩ প্র. ৫ অ. ২) ইতি। তে দেবা বো যুয়দীয়া ঋত্বিগ্ যজমানা: প্রবর্তন্তে। বাজা গমনলীলা মাসা অভিত্বোহভিত: পূৰ্ব্বপক্ষরূপেণোত্তবপক্ষরূপেণ চ দীপ্যমানা অৰ্দ্ধমাসা হবিষ্যস্তো হবি-র্ভাজো দেবাশ্চ যুত্যাচ্যা যাগযাগনভূতঘৃতপ্রদা গবা সহাহকুলা: প্রবর্তন্তামিত্যাধ্যাহারঃ। কিং চায়ং যজ্ঞো দেবাজিগতি প্রাপ্নোতু। যজমানস্ত স্ময়ঃ স্তখেচ্ছুর্ভবতু ॥

যদেতদুক্তং ত্রিহি কেরাতি তদেতদ্বিধন্তে—“দেবা বৈ নর্চি ন যজুশ্রয়ন্ত তে সাময়েবা-শ্রয়ন্ত হিং কেরাতি সামৈবাকর্হিং কেরাতি যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত তত এবৈনান্ প্র যুক্তে হিং কেরাতি বাচ এবৈষ যোগো হিং কেরাতি প্রজা এব তদ্বজ্রমান: স্কৃততে” ইতি। দেবা: পূৰ্ব্ব-মূচি নাশ্রয়ন্ত যজুশ্রি নাশ্রয়ন্ত ন সন্তুষ্ঠা ইত্যর্থঃ। কিং তু সাময়েব সন্তুষ্ঠা:। ততো হিমিতিশক-মুচ্যারয়েৎ। তেন সামৈব কৃতং ভবতি। পঞ্চকৃষ্ণ: সপ্তকৃষ্ণো বা সাম আদৌ হিংকারস্ত বিত্তমানত্বাৎ। তস্ত হিমিতিশকস্ত ত্রিক্কারণমভিপ্রেত্যা ত্রিবারং বিধিরনুষ্ঠ প্রোক্ততে। যত্রৈব দেবা অশ্রয়ন্ত যত্রৈব সামনি দেবা: সন্তুষ্ঠান্ত ত এব সাম এনান্বেবান্ প্রযুক্তে হোতা হিং কুর্নু প্রকর্ষণে তোষয়তীত্যর্থঃ। প্রথমোচ্চারণেন সাম কৃতং ভবতি। তথা দ্বিতীয়োচ্চারণেন বাচো যোগ: সম্পত্ততে। সামাশ্রয়তয়া ঋগুপায়া বাচ: সম্বন্ধ: সম্পত্তত ইত্যর্থঃ। তৃতীয়োচ্চারণং যদন্তি তেন যজমান: প্রজা এব স্তষ্টবান্ ভবতি ॥

একাদশানাং সামিধেনীনাগন্তয়ে'রাব্রান্তং বিধন্তে—“ত্রি: প্রথমামবাহ ত্রিকৃতমাং যজ্ঞস্তেব তদসং নহ্যপ্রস্ত৩স্য” ইতি। “প্র বো বাজা অভিত্বঃ” ইত্যেবা প্রথমা। “আ জুহোত দ্ববন্ত” ইতি বা “হং বরুণ উত মিত্র” ইতি বা দ্বয়োরন্ততরোত্তমা। তন্তেন প্রথমো-স্তযোহগ্নিরভ্যাসেন যজ্ঞস্ত বসমস্তভাগান্নহতি বধ্যতি। যথা লোকে বস্ত্রং কপলেন বা ত্রীহীন-বোতুকামোহস্তবয়ং বধ্যতি তদ্বৎ। তচ্চ বন্ধনং অংসনরাহিত্যায় ভবতি।

পূৰ্ব্বস্তামুচ্যাত্বাৰ্দ্ধস্তোত্তরস্তামুচি পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধস্ত চ পরস্পরাবিলেপং বিধন্তে—“সন্ততমবাহ প্রাণানামন্নাত্ত সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহতৈ” ইতি। তদেতৎ সন্ততোচ্চারণং যজমানস্ত প্রাণানাং সন্ততৌ ভোজ্যবন্তসন্ততৌ চ সম্পত্ততে। কিং চ রাক্ষসা: ঋসিনিরোধেনাপহতা ভবন্তি ॥

যতঃ প্রথমায়া আবৃত্তির্কাহতা তাং স্বরূপেণ বিধন্তে—“রাথস্তরীং প্রথমামবাহ রাথস্তরো বা অয়ং লোক ঈময়ং লোকমহি জয়তি” ইতি। কশ্মিংশ্চিৎ সামশাখাবিশেষে “প্র বো

বাজাঃ” ইত্যেতদ্ব্যমুচি যথন্তরসায়ো গীতবাদিয়ং যথন্তরবী । যথন্তরসামযুক্তেন কর্ণণা
সম্পাদায়তুং শকায়াহ্নলোকস্ত যথন্তরত্বম্ ॥

যজ্ঞকং সূত্রকং রেণ—“তীয়ং সামিধেনীং ত্রির্কির্গচ্ছতি” ইতি, তদেতদ্বিধন্তে—

“ত্রির্কির্গচ্ছতি তন্ন ইমে লোকা ইমানেন লোকানভি জয়তি” ইতি । তৃতীয়স্তাঃ সামি-
ধেনীঃ প্রথমপাদমুচ্চাণা সন্ধুবিগ্ৰহঃ কার্গাঃ । অর্ধচ্চ বিদীয়োঃ বিগ্ৰহঃ । তত উত্তরার্ধ
উপারিতনমদ্বা পূর্বার্ধং চ সংযোজ্য তদন্তে তৃতীয়ো বিগ্ৰহঃ । এতেন বিগ্ৰহজ্ঞেণ লোক-
ত্রয়জ্ঞয়ো ভবতি ॥

যস্তাম্যুচ্যঃ ত্রিবিধো বিগ্ৰহস্তাম্যুচং বিধন্তে—“দ্বার্হতীমৃতমাম্বাহ বাহীতো বা অসৌ
লোকেহমুমেব লোকমভি জয়তি” ইতি । যস্তাম্যুচি বৃহচ্ছোচা যদিত্যেতি—কথং শ্রয়মাণবাদিয়ং
বাহীতী । সা চ তৃতীয়ৈতি কৃৎ প্রথমমধ্যমাপেক্ষয়োক্তম্ । তথা সত্যুক্তমাম্বাহেতুক্তে তৃতীয়াদেন
পঠেদিতিার্থো ভবতি । এতদ্ব্যবহা পদকর্মসাম্যব্যাং স্বর্গলোকস্ত বাহীত্বম্ ।

প্রথমায়ুচ্যং দেবতাদিবিশদভিত্যাক্ষরং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যনিকৃত্যং
প্রোজাপত্যাম্ হ যজ্ঞো বৈ প্রোজাপতির্জন্মেব প্রোজাপত্যো রক্ততে” ইতি । কস্তাপি
দেববিশেষস্য নিকৃত্যং নামনির্দেশকধনং তত্র নাস্তি দেয়মনিকৃত্যং । প্রোজাপতিশ্চ সৃষ্টেঃ
প্রোজাপতিশাস্তাবাদনিকৃত্যঃ । অত ইয়ং প্রোজাপত্যা । যজ্ঞশ্চ প্রোজাপতিসৃষ্টেত্বাৎস্বকপঃ ।
তস্মাৎ প্রোজাপত্যমস্তত্ত্ব প্রথমপাদেন যজ্ঞকপমেব প্রোজাপতিং প্রারদ্ধবান্ ভবতি ॥

অন্যত্রৈব বাজশব্দোচ্চারণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যাম্বাহাং বৈ বাজোহনমেবাব
কদ্ধে” ইতি ।

তথাহত প্রশংসোচ্চারণং প্রশংসতি—“প্র বো বাজা ইত্যাম্বাহ তস্মৎ প্রাচীনং রেতো
দীযতে” ইতি । যস্মাৎ প্রশংস উচ্চারিতস্তস্মাৎ প্রাচীনং প্রমুখে রেতোবস্তিতি যোষিচ্ছ-
রীরেহ্কার্তি গচ্ছতীতি প্রাচীনং তদ্যাবৎ রেতে দীযতে গর্ভাশয়ে স্থাপ্যতে ॥

এতস্য মন্ত্রস্ত চরমপাদেন মহোত্তরবস্থা মন্ত্রস্ত প্রথমপাদোচ্চারণং প্রশংসতি—“অগ্ন আ
যাহী বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ প্রাচীনাঃ প্রোজা কার্যতে” ইতি । যস্মাদায়াহীতুক্তং তস্মাৎ প্রাচীনাঃ
প্রোজাঃ মুখাঃ সদৃশাঃ প্রোজা উৎপত্তা ॥

মন্ত্রগতানাং পদানামর্থান্বর্ততি—“প্র বো বাজা ইত্যাম্বাহ মাশা বৈ বাজা অর্ধমাশা
অভিভবো দেবা হবিষ্যন্তো সৌর্য তাতা যজ্ঞো দেবাজিগ্যতি যজমানঃ স্তম্বয়ুঃ” ইতি । যজ্ঞস্তি
গচ্ছন্তি ক্রমেণ প্রবর্তন্ত ইতি চৈতাদিমাসা বাচ্যঃ । ইদমেব ব্রাহ্মণবাচ্যং হুদি নিধায়
মন্ত্রার্থঃ পূর্বং দর্শিতঃ ॥

পদার্থনিষ্ঠায় মন্ত্রত্বংপর্যায়মাহ—“ঈদমসৌমসীত্যেব যজ্ঞস্ত প্রিয়ং ধামাব কদ্ধে” ইতি ।
সামিধেনীতিঃ সামিধমান হেহৈয় ভূমিদং মাসানাং স্বরূপমসি, অর্ধমাসানাং স্বরূপমসি, দেবানাং
স্বরূপমসীত্যেব তাৎপর্যার্থঃ । তেনৈব তাৎপর্যেণ যজ্ঞস্ত প্রিয়ং ধামাহুত্বাননিধ্যমানায়ি-
স্বরূপং সম্পাদিতবান্ ভবতি ॥

যজ্ঞকং “সন্ততমবাহ প্রোণানাম্রাক্তস্ত সন্তত্যা” ইতি । তদেবদেনীং কাম্যভেনাপি
বিধন্তে—“যং কাম্যভেত সন্ধুয়ান্বিবাদিত প্র বো বাজা হতি ওতানুচ্যায় আ বাহি বীতয় ইতি

সমুত্তমুত্তমর্ক্কমা লভেত প্রাপেনৈবাত্মাপানং দাধার সর্ক্কমায়ুরোত” ইতি । যং যজমানমুদ্ভি-
হোতা কাম্যত । কামিত—অয়ং যজমানো মৃত্যুবাহতঃ সর্ক্কমায়ুঃ প্রাপুয়াদিত, তন্ত
যজমানাত্মাহুপ্রাপ্তয়ঃ প্রথমাং সামিধেনৌ সর্ক্কমায়ু বিচ্ছেদমরজোস্তরংস্তম্ভ তুঃমমর্ক্কমুপ-
ক্রমেত । তেন সাস্ততোনাত্ম যজমানস্ত প্রাণবায়ুনা বাহ্নির্গচ্ছত। সঠৈবাপানবায়ুং পুনরপ্যস্তম্ভা
গচ্ছন্তং ধারিতগান্ ভবতি । তেন চ ধারণেন সর্ক্কমায়ুঃ প্রাপোত ।

তদেব সাস্ততাং পুনঃ প্রকাবাস্তুরেণ প্রশংসতি—“যো বা অরদ্ধঃ সামিধেনীনাং
বেদারদ্ধাবেব ভ্রাতৃবাং কুকতেহর্ক্কচ্চ) সং দধাতোম বা অরদ্ধিঃ সামিধেনানাং য এবং
বেদারদ্ধাবেব ভ্রাতৃবাং কুকতে” ইতি । কুর্ণরমারভ্য অপারতক্ষণিষ্ঠাঙ্গুলিপগ্যস্তো হস্ততাগোহ-
রদ্ধিঃ । ন চ তস্তারত্বৈশ্বাধ্য বিচ্ছেদোহসি তদ্বভবোঃ সামিধেতোঃস্তো সাস্ততাম-
রদ্ধিতেনোপাধাতে । যো হোতা তদ্বিধং সাস্ততাং বিদিত্বাহুতিষ্ঠতি স হোতা ভ্রাতৃবাং
যজমানস্তারহৌ স্থাপয়তি । চতুরবদ্বিপর্যিতস্ত পুনঃস্তারত্বমাত্রপার্বিত্যে বালা যথা নীচো
ভবতি তদ্বদুঃ কুরুত ইত্যর্থঃ । য এবং বেদেতি পুনরাভধানং প্রতিজ্ঞাতস্ত নিগমনার্থম্ ।

তদেব সাস্ততাং বিপক্ষবাক্যকোপস্তাসপুংসবঃ পুনঃ প্রশংসতি—“ঋষেঋষী এতা
নিম্বিতা যদসামিধেতা যদসংযুতাঃ স্যঃ প্রজয়া পশুভির্জগনস্ত বি তিষ্ঠৈরর্ক্কচ্চ) সং
দধতি সং যুনতোদৈনাত্তা অয়েম সংযুক্তা অংক্কাঃ সনামাশিঃ হুহু ॥” ইতি ॥
ঋষিরত্বোদ্ভিষজ দষ্টা । তাদৃশ ঋষিরৈক্যং সামিধেনীংবাহুগ্রহেণ দৃষ্টা তৎসম্পাদার-
পবম্পরাং নিম্বিতগান্ । অতএব অর্ঘ্যতে—যগাজেহ তুর্কি হাঘোন্ সৈতিহাপান মহর্ষঃ ।
লেভির তপসা পূর্ক্কমজ্ঞাতাঃ স্বরজ্জ্ববা ॥” ইতি ॥ তথা সতি-নিম্নো ঋষিভ্যঃ প্রবত্তিতাত্তাঃ
সামিধেতো যদসংযুক্তা ভাবযুদানোঃ যজমানস্ত প্রজয়া পশুভির্জগনঃ সামিধেতো বি তিষ্ঠৈরর্ক্ক-
যুক্তাশ্চিষ্টেয়ঃ, প্রজাপত্তমর্ক্কহেতবো ন ভবেয়রিহার্যঃ । তৎপরিসারায় পূর্ক্কতাঃ সামিধেতা
উত্তরাক্ষিমুত্তরতাঃ সামিধেতাঃ পূর্ক্কজিঃ চ সন্ধবাত্ । তথা সনোনাঃ সামিধেনৌ সংযোজিত-
বানেব ভবতি । ন চৈবমেকস্তামপি সামিধেতাং পূর্ক্কোত্তরাক্ষিচ্চ) সংবাতগ্যাবিতি শঙ্কনীয়ম্ ।
তবোরেকর্ষিপ্রবর্তিতয়েন হোতৃপ্রযুক্তসন্ধানমস্তবেগাপি স্বরূপতো বিরোগ্যভাবাৎ । যথোক্ত-
রীত্যং সংযুক্তাঃ সামিধেতো যজমানায় সর্ক্কমাশিঃ হুহু হুহাশ্চ সম্পাদরাস্তা ।

অথ মীমাংসা ।

নবমাধায়স্ত প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“বিরজ কিমূচো ঋষিঃ স্থানদ্রোহণবাহনিমঃ ।
জালিসঙ্ঘার তৎপ্রতিপদিকপ্রবলহঃ ॥” দশপুংসানযোঃ সামিধেনৌঃ প্রকৃত্য অন্তে—“ত্রিঃ
প্রথমামহা” ইতি । সোহয়ং ত্রিঃ-গাম আদৌ পঠিতস্ত প্র বো রাজা ঈতাং বিশেষস্ত ঋষিঃ ।
কৃতঃ । প্রথমামিত্যস্ত জালিসঙ্ঘাদৃক্পরকোপপত্তোরতি চৈরৈতদ্ব্যকম্ । জালিসংব্যাচিনষ্টাপ-
প্রত্যাদপি পূর্ক্কং পঠিতস্ত স্থানবাচিনঃ প্রথমেত্যস্ত প্রতিপদিকস্ত প্রলোভ্যৎ । অতো বিরজ-
ষপ্যস্তা অপ্যচঃ প্রথমস্থানপঠিতায়াস্তরভ্যাসঃ কর্তব্যঃ । স্থানান্ত চ নি যতঃ পঠিতঃ
ইত্যস্তা অপ্যচো নাত্যাসঃ ।

ইতি শ্রীমৎসায়পাচায়াবিবচিত্রে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুৰ্বেদীয়াতৈত্তিরায়-

সংহিতাত্ময়ে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে সপ্তমোহুবাকঃ ॥ ৭ ॥



অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাঠকঃ । অন্তিমোহুবাচকঃ) ।

অযজ্ঞো বা এষ যোহসামাহুয় আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথন্তরশ্চেষঃ

বর্ণস্তং স্বা সমিত্তিরঙ্গির ইত্যাহ বাসদব্যশ্চেষ বর্ণো বৃহদগ্নেঃ

সুবীৰ্য্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণো যদেতং তৃচমস্ৰাহ যজ্ঞমেব তৎ

সামস্বস্তং করোত্যগ্নিরমুশ্মিল্লোক সীদাদিত্যোহস্মিন্তাবিমো

লোকাবশান্তো আস্তাং তে দেবা অক্রবমেতের্মো বি পয্যুহা

মেত্যগ্ন আ যাহি বাতয় ইত্যস্মিল্লোকেহগ্নিমদধুর্হদগ্নে সুবীৰ্য্য

মিত্যমুশ্মিল্লোক আদিত্যং ততো বা ইর্মো লোকাবশাম্যতাং

ষদেবমস্ৰাহানয়োলোকয়োঃ শাস্ত্য শাম্যতোহস্মা ইর্মো লোকো

ষ এবং বেদ পঞ্চদশ সামিধেনীরস্ৰাহ পঞ্চদশ বা অর্ধমাসস্ৰ

রাত্রয়োহর্ধমাসশঃ সস্বৎসর আপ্যতে তাসাং ত্রীণি চ শতানি

ষষ্টিশাক্ষরাণি তাবতীঃ সস্বৎসরস্ৰ রাত্রয়োহক্ষরশ এব সস্বৎসর

মাপোতি নৃমেধশ্চ পরশ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাত্মবদেতামশ্বিন্দারা-

বার্দ্ধেহগ্নিং জনযাব যতরো নো ব্রহ্মীয়ানিতি নৃমেধোহভ্যবদৎ স

ধুমমজনয়ৎ পরশ্ছেপোহভ্যবদৎ সোহগ্নিমজনয়দ্ব ইত্যববোৎ

যৎ সমাবদ্বিধ্ব কথা ত্বগ্নিমজীজনো নাহমিতি সামিধেনীনায়েবাহং

বর্ণং বেদেতা ব্রবাদ্যদ্যতবৎ পদমনুচ্যতে স আসাং বর্ণস্তং ত্বা

সমিত্তিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীষেব তজ্জ্যোতির্জনয়তি দ্বিযন্তেন

যদৃচঃ দ্বিযন্তেন যদ্যায়দ্বিযঃ দ্বিযন্তেন যৎসামিধেযো বৃষধ্বতী-

মগ্নাহ তেন পুষ্ণতীন্তেন সেন্দ্রাণেন মিথুনা অগ্নির্দেবানাং

দূত আসীদুশনা কাব্যোহস্তরাণাং তো প্রজাপতিং প্রশমৈনাৎ

স প্রজাপতিরগ্নিং দূতং বৃণীমহ ইত্যতি পর্য্যাবর্তত ততো

দেবা অভবন্ পরাহস্তরা যশ্চৈবং বিহুষোহগ্নিং দূতং বৃণীমহ

ইত্যাহ ভবত্যাত্মনা পরাহস্ত্রা ভাহুব্যো ভবত্যধ্বরবতীমগ্নাহ

ভ্রাতৃব্যগেবৈতয়া ধ্বরতি শোচিষ্কেশশমীমহ ইত্যাহ পবিত্র-
 মেবৈতদ্যজমানগেবৈতয়া পবয়তি সমিক্রো অগ্ন আহুতেত্যাহ
 পরিণিমৈবৈতং পরি দধাত্যক্রমায় যদত ঊর্দ্ধমভ্যানধ্যাদযথা
 বহিঃপরিধি ক্রমতি তাদুগেব তভ্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্য-
 বাহনো দেবানাং কব্যবাহনঃ পিতৃশাণ্‌ সহরক্ষা অশ্বরাগাং ত-
 এতর্হা শাণ্‌সন্তে মাং ববিষ্যতে মাম্ ইতি বৃগীশ্বাণ্‌ হব্য-
 বাহনমিত্যাহ য এব দেবানাং তং বৃগীত আর্ষেয়ং বৃগীতে
 বন্ধোরেব নৈত্যথো সন্ততৈ পরশাদর্কবাচো বৃগীতে তস্মাৎ
 পরশাদর্কবাঞ্চো মনুষ্যান্‌ পিতরোহনু প্র পিপতে ॥ ৮ ॥

শব্দ-পাঠঃ ।

অবলঃ । বৈ । এষঃ । যঃ । অসামা । অগ্নে । এতি । বাহি । বীতয়ে । ইতি ।

আহ । রথস্তরস্ততি রাং—তরস্ত । এষঃ । বর্ণঃ । তস্ম । ত্য । সমিক্রিতি ।

সমিৎ—ভিঃ । অগ্নিঃ । ইতি । আত । বামদেবাত্তেতি বাম—দেবাত । এষঃ ।

বর্ণঃ । বৃহৎ । অগ্নে । সুবীৰ্য্যমিতি সু—বীৰ্য্যম্ । ইতি । আহ । বৃহতঃ ।

এষঃ । বর্ণঃ । যৎ । এতম্ । তৃচম্ । অদ্বাহেতানু—আহ । যজ্ঞম্ । এব ।

তৎ । সামগ্নমিতি সামন্—বস্তম্ । কয়োতি । অগ্নিঃ । অমৃগ্নিন্ । লোকে ।

আনীৎ । আদিতাঃ । অগ্নিন্ । ভৌ । ইমৌ । লোকৌ । অশাত্তৌ ।

আস্তাম্ । তে । দেবঃ । অকুবন্ । এতি । ইত । ইমৌ । বি । পরীতি ।

উচ্যাম । ইতি । অগ্নে । এতি । যাহি । বীতয়ে । ইতি । অগ্নিন্ । লোকে ।

অগ্নিম্ । অগ্নধুঃ । বৃহৎ । অগ্নে । সুবীৰ্য্যমিতি সু—বীৰ্য্যম্ । ইতি । অমৃগ্নিন্ ।

লোকে । আদিতাম্ । ততঃ । বৈ । ইমৌ । লোকৌ । অশম্যতাম্ । যৎ ।

এবম্ । অদ্বাহেতানু—আহ । অনয়োঃ । লোকয়োঃ । শাষ্ট্যে । শাম্যতঃ ।

অগ্নে । ইমৌ । লোকৌ । যঃ । এবম্ । বেদ । পঞ্চশেতি পঞ্চ—দশ ।

সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ । অযিতি । আহ । পঞ্চশেতি পঞ্চ—দশ ।

বৈ । অর্ধমাস্তেত্যর্ধ—মাসস্ত । রাত্রয়ঃ । অর্ধমাসশ ইত্যর্ধমাস—শঃ ।

সম্বৎসর ইতি সং—বৎসরঃ । আপ্যতে । তাসাম্ । ত্রীণি । চ । শতানি ।

ষষ্টিঃ । চ । অক্ষরাণি । ভাদতীঃ । সম্বৎসরস্তেতি সং—বৎসরস্ত । রাত্রয়ঃ ।

অক্ষবশ ইত্যক্ষর শঃ । এব । সম্বৎসরমিতি সং—বৎসরম্ । আপ্যোতি ।

নৃমেধ ইতি নৃমেধঃ । চ । পরুচ্ছেপঃ । চ । ব্রহ্মবাত্মমিতি ব্রহ্ম-বাত্মম্ । অব-

দেতাম্ । অগ্নিন্ । দাবো । আর্দ্রে । অগ্নিম্ । জনয়াব । যতরঃ । নৌ ।

ব্রহ্মীযান্ । ইতি । নৃমেধ ইতি নৃ—মেধঃ । অভ্যতি । অবদৎ । সঃ । ধূমম্ ।

অজ্ঞনয়ৎ । পরুচ্ছেপঃ । অভ্যতি । অবদৎ । সঃ । অগ্নিম্ । অজ্ঞনয়ৎ ।

ঋষে । ইতি । অত্রণীৎ । যৎ । সমাবৎ । বিদ্ব । কথ্য । ত্বম্ । অগ্নিম্ ।

অজ্ঞাজনঃ । ন । অহম্ । ইতি । সামিধেনীনামিতি সাম্—ইধেনীনাম্ । এব ।

অহম্ । বর্ণম্ । বেদ । ইতি । অত্রণীৎ । যৎ । দ্ব্যতবদিতি দ্ব্যত—বৎ ।

পদম্ । অমুচ্যাত ইত্যমু—উচ্যতে । সঃ । আসাম্ । বর্ণঃ । তম্ । জা ।

সমিতিরিতি সমিৎ—তিঃ । অস্মিঃ । ইতি । আহ । সামিধেনীষিতি সাম্—

ইধেনীষু । এব । শুৎ । জ্যোতিঃ । জনয়তি । জিহ্বাঃ । তেন । ধৎ ।

স্বচঃ । জিহ্বাঃ । তেন । ধৎ । গায়ত্রিঃ । জিহ্বাঃ । তেন । ধৎ । সামিধেনীষু

ইতি সাম্—ইধেনীষু । বৃষৎতামিতি বৃষৎ—বতীম্ । অষিতি । আহ । তেন ।

পুংস্বতীঃ । তেন । সেন্স ইতি স—ইজ্জাঃ । তেন । মিথুনাঃ । অগ্নিঃ ।

দেবানাম্ । দূতঃ । আসীৎ । উপনা । কাব্যঃ । অহরাণাম্ । তৌ । প্রজা-

পতিমিতি প্রজা—পতিম্ । প্রসন্নম্ । ঐতাম্ । সঃ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—

পতিঃ । অগ্নিম্ । দূতম্ । বৃণীমহে । ইতি । অভীতি । পর্যাবর্ততেতি পরি—

আবর্তত । ততঃ । দেবাঃ । অভবন্ । পরেতি । অহুরাঃ । যন্ত । এবম্ ।

বিহ্বঃ । অগ্নিম্ । দূতম্ । বৃণীমহে । ইতি । অহাহেতাম্—আহ । ভবতি ।

আয়ুনা । পরেতি । অস্ত । ব্রাহ্মাঃ । ভবতি । অধ্বয়বতীমিত্যধ্বয়—

বতীম্ । অষিতি । আহ । ব্রাহ্ম্যাম্ । এব । এতস্মা । ধ্বয়তি । শোচি-

দেপ ইতি শোচিঃ—কেশঃ । তম্ । কেমহে । ইতি । আহ । পবিত্রম্ । এব ।

এতৎ । যজমানম্ । এব । এতন্মা । পবয়তি । সন্নিধ ইতি লম্—ইক্ষঃ ।

তগে । আহতেত্যা—হত । ইতি । আহ । পরিধিমিত্তিপরি—ধিম্ । এব ।

এতম্ । পরীতি । দধতি । অন্নদায় । যৎ । অতঃ । উর্জম্ । অন্যান্য-

দিত্যতি—আনধ্যাৎ । যথা । বহিঃপরিধীতি ষঃ—পরিধি । স্বদতি । তাদৃক ।

এব । তৎ । ত্রয়ঃ । বৈ । অগ্নয়ঃ । হব্যাবান ইতি হব্য—বাহনঃ । দেবানাম্ ।

কব্যাবাহন ইতি কব্য—বাহনঃ । পিতৃণাম্ । সহরক্ষা ইতি সহ—রক্ষাঃ ।

অম্বরাণাম্ । তে । এতহি । এতি । শত্ৰুসন্তে । যম্ । বরিষাতে । মাম্ ।

তীতি । বৃগীধ্বম্ । হব্যবাহনমিতি হব্য—বাহনম্ । ইতি । আহ । যঃ । এব ।

দেবানাম্ । তম্ । বৃগীতে । আর্ষেধ্বম্ । বৃগীতে । বক্রোঃ । এব । ন । এতি ।

অথো ইতি । সংসৃত্য ইতি সং—ততৈঃ । পরস্তাৎ । অর্কচঃ । বৃগীতে ।

তমাৎ । পরস্তাৎ । অর্কচঃ । মহুগ্যান্ । পিতরঃ । অহু । প্রোতি । পিপতে ॥ ৮ ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

সপ্তমে সামিধেয়ত্যা ব্যাখ্যাতাত্যন্তবিস্তারং ॥ অথাষ্টমেবশিষ্টাঃ সামিধেস্তে ব্যাখ্যায়ন্তে ।

তত্র বিত্তীয়া সামিধেনো ময়কাণ্ড এব পঠিতা “অয় আ বাহি বৌহরে । গৃণানোঃ হব্যাদতরেঃ । নি হোতা সংগি বহিষি ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । হেহ্মেঃ হব্যাদতরে যজ্ঞমানস্ত হবির্দানায় বীতরে দেবানাং হবির্ভক্ষণায় গৃণানো যজ্ঞমানো দেবানাং হবির্দাত্তভীতি তপত্ত্বিভক্ষণীয়মিতি বদন্মাহি । অগত্য চ হোতা হস্তাতা তবহর্হিষ বজ্রে নিমৎসি নিবীদ ॥

তৃতীয়সামিধেনীপাঠস্ত—“তং স্বা সমিত্তিরজিরঃ । য়তেন বর্দ্ধয়ামসি । বৃহচ্ছোচা বিবিষ্ট্য ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । হেহ্মিরোহ য় তং স্বা তাদৃশং দেবানামাস্তাতারং স্বাং সমিত্তিরুতেন চ বর্দ্ধয়ামঃ । হে য় বষ্টা য়তেন বৃহচ্ছোলাধিকায় যথা ভবতি তথা শোচ দীপ্যাম ॥

চতুর্থসামিধেনীপাঠস্ত—“স নঃ পৃথু শ্রবায়াম্ । তচ্ছা দেবাবাসসি । বৃহদগ্নে সুর্য্যাম্ ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । হেহ্ময়ে দেব স স্বং নোহ্মনর্থং পৃথু স্তিষ্ঠার্গং শ্রবায়ং দেবৈঃ শ্রোতুং যোগ্যমিদং কৰ্ম্মাচ্ছাভিমুখীকৃত্য বৃহৎ সুর্য্যাম্ চ যথা ভবতি তথা বিবাসসি । বিভ্রতং কুরু প্রকাশয়েত্যর্থ । বৃহচ্ছেন অগ্নাবিকায় বিবস্কিতম্ । সুর্য্যগ্নেন হ্রয়মানস্ত হবিষঃ সমাগ্নহনসামর্থ্যমুচ্যতে ॥

পঞ্চমসামিধেনীপাঠস্ত—“ঈড়ো নমস্তিরঃ । তমাংসি দর্পতঃ । সমগ্নিরিধাতে বুধা ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । অগ্নমগ্নিঃ সমাগ্নিপাতে । কৌদৃশঃ, ঈড়োঃ স্তোতুং যোগ্যঃ, নমস্তো নমস্কারযোগ্যঃ, তমাংসি তিরস্কৃণন্ দর্পতঃ পদার্থানামাদর্শয়িতা, বুধাঃ কামানাং বর্ষয়িতা ॥

ষষ্ঠসামিধেনীপাঠস্ত—“ব্রযো অগ্নিঃ সমিধ্যতে । অশ্বো ন দেববাচনঃ । তন্ হবিষ্যস্ত ঈড়তে ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । অগ্নমগ্নিঃ সমাগ্নিপাতে । কৌদৃশঃ, বুধঃ কামানাং বর্ষয়িতা । অশ্বো ন দেববাচনঃ ইব দেববাক্ত হবিষো বোচা । তমিমমগ্নিঃ হবিষ্যস্তো যজ্ঞমানাঃ কৃতে ॥

সপ্তমসামিধেনীপাঠস্ত—“বৃষণ আ বয়ঃ বৃষন্ । বৃষণঃ সমিদমহি । অগ্নে দীপ্ততং বৃহৎ ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । হে বৃষন্ কামানাং বর্ষকাগ্নে বৃষণং কামানাং বষিতারং স্বাং বৃষণো বয়মাহতিবৃষ্টিং কুর্কন্তো বয়ং সামদীমহি সম্যক্ প্রকাশয়ামঃ । কৌদৃশং স্বাং, বৃহদীপ্ততন্ প্রৌঢ়জালাং যথা ভবতি তথা দীপ্যামনম্ ॥

অষ্টমসামিধেনীপাঠস্ত—“অগ্নিঃ দূতঃ বৃহদমহে । হোতাবং বিশ্ববেদসম্ । অস্ত বজ্রস্ত স্ক্রুতম্ ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । ইমমগ্নিঃ বয়ং ব্রীহদমহে প্রার্থয়ামহে । কৌদৃশং, দূতং দেবান্ প্রীতি প্রেষাইহ, হোতারমাস্তাতারং, বিশ্ববেদসং বিশ্বান্ সৰ্ব্বান্ দেবান্ বেতীতি বিশ্ববেদাত্তদৃশম্ । অস্ত বজ্রস্ত সৰ্ব্বাঙ্গনং স্ক্রুতম্ শোভনকৰ্ম্মাণম্ ॥

নবমসামিধেনীপাঠস্ত—“সামিধ্যমানো অধ্বরে । অগ্নিঃ পাবক ঈড়ঃ । শোচিকৈগন্তমগ্নিমহে ।” (ব্রা• কা• ৩• প্র• ৫ অ• ২) ইতি । গোহগ্নিরধ্বরেহগ্নিন্ কৰ্ম্মণি সামিধ্যমানঃ পাবকঃ তদ্বিহেতুরীড়াঃ স্ত্যোঃ শোচীমহি দীপ্তয়ঃ কৈগন্তানো বস্ত্রানো শোচিকৈগন্তমগ্নিমহে প্রাপ্তম্ ॥

দশমসামিধেনীপাঠস্ত—“সমিক্তো অগ্নি আহত । দেবান্ যক্ষি স্বধবর । ত্বং হি হব্যবাড়সি । (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৫ অ० ২) ইতি । হে আহতাংহৃত্যারামিত্যগ্নে ত্বং সমিক্তঃ সন্ দেবান্ যক্ষি যজসি । হে স্বধবর সূৰ্য্য নিষ্পন্নিতবাগ হি বস্মাকং হব্যবাড়সি তস্মাৎ যজ্ঞেত্যম্বঃ ॥

একাদশসামিধেনীপাঠস্ত—“আকুহোত হুবন্তত । অগ্নিঃ প্রযতাদধবরে । কৃণীধবং হব্যবাহনম্ । (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৫ অ० ২) ইতি । হে যজ্ঞমানা ইমমগ্নিমাহুতিভিরাকুহোত প্রীগন্তঃ, হুবন্তত পরিচরত প্রযাত প্রযত্নেন বর্তমানেহস্মিন্নধববে যাগে হব্যবাহনমগ্নিঃ কৃণীধবং প্রার্থয়ধবম্ । অনয়া সামিধেনীনাং পরিসমাপ্যমানবাদিহং পরিধানীয়া । তত্র পুরুষভেদেনাত্মা পরিধানার্য্য বিকল্পতে । তথা চ সূত্রকারঃ—“ত্বং বরুণ ইতি বসিষ্ঠরাতত্ত্বানাং পরিধানীয়া, আকুহোতেতী তরেবাং গোত্রাগাম্য” ইতি ॥

বিবল্লিতায়াঃ পাঠস্ত—“ত্বং বরুণ উত মিত্রো অগ্নে । ত্বাং পুঙ্কস্তি মতিভির্কসিষ্ঠাঃ । হে বসুঃ স্তবনানি সন্ত । যুগং পাত স্বস্তুভিঃ সদা নম্ । (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৫ অ० ২) ইতি । হেহগ্নে ত্বমিষ্টনিবারণকৎস্বরূপ ইষ্টপ্রাপকত্বান্মনুষ্যে । বসিষ্ঠগোত্রীয়া মতিভির্শ্রুতীয়াভিঃ স্তুতিভির্পুঙ্কস্তি বর্জয়ন্তি ত্বম্ । হে ত্বয়ি বসু ধনং স্তবনানি সূৰ্য্য দাতব্যানি হবীংষি চ সন্তু তিষ্ঠন্ত যুগং চ নোহস্ম ন স্বস্তুভিঃ সদা পাত রক্ষত । যৎমিতি বহুচনং পৃষ্ঠার্থঃ ॥

আহু সামিধেনীষু দ্বিতীয়াদচতুর্থাং তুঃ প্রশংসতি—“অথজ্ঞে বা এষ যেহসামাহগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ রথস্তবগ্নেয বর্ণস্তং ত্বা সমিদ্ধিবস্নিঃ ইত্যাহ নামদেব্যাগ্নেয বর্ণে বৃহদগ্নে সূবীৰ্য্যমিত্যাহ বৃহত এষ বর্ণে যদেতং তুচ্চমহ যজ্ঞমেব তৎসামমন্তং কৰোতি ।” ইতি । দর্শপূর্ণমাসয়োঃ সামানি ন সন্তি । তদ্রহিতশ্চ ন মুখাবজঃ । অতোহয়ং তুঃ সামত্রয়রূপত্বেনাত্র পঠাতে । যজ্ঞপোতা ঋগে রথস্তবাদীনাং যোনয়ো ন ভবন্নি তথাপি স্তুতিভ্যক্তরূপত্বমবিক্রম্ । শাখান্তরে বা তাবু স্কৃ গীতানি সামানি দ্রষ্টব্যানি । এতেন তুচপাঠেন দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞঃ সামবন্তং কৰোতি । বৃহদগ্নে ইতি তৃতীয়াদোপপাদনং ব্রহ্মসামাত্ম্যাকৃত্য বৃহচ্চক্স প্রদর্শনার্থম্ ॥

অগ্নিরিব তুচ আত্ততো পুনঃ প্রশংসতি—“অগ্নিরমৃশ্লোক আসাদাদতোহগ্নিস্তাবিমৌ লোকাবশীস্তাবাস্তাং তে দেবা অক্রবল্লন্তেমৌ বি পর্যাহামেতাগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাম্লোকো হগ্নিমদধুর্কৃ হদগ্নে সূবীৰ্য্যমিত্যাম্লোকো অদিতাং ততো বা ইমৌ লোকাবশাম্যতাং যদেব-মস্থানমোলো কয়োঃ শাষ্টো শম্যতোহস্মা ইমৌ লোকৌ য এবং বেদ ।” ইতি । পুরা স্বর্গলোকেহগ্নিঃ স্থিত আদিতাস্ত ভুলোকে । তদানীং লোকদ্বয়শাস্তং কুরুমাসীৎ । স্বর্গে হমৃত-সেবিনাং পাকাপেক্ষ নান্তি । প্রকাশায় কেবলমাদিত্যোহপেক্ষিত এব । ভুলোকবাসিনাং তু পাকো মুখ্যং প্রয়োজনম্ । তদ্ব্যয়সিদ্ধৌলোকোক্তোক্তঃ । তং কোভং দৃষ্টা তে দেবাঃ পরস্পর-মিদমূচুঃ—ইযাবধ্যাদিত্যৌ বিপর্য্যাকাম বিপরিত্তৌ স্থাপয়াম । তস্মাদেতে সর্গে বৃহদগ্নচ্ছতোতি । অগ্নি আরাহীত্যামৃচি বর্হিষি নিযোদেতি লিঙ্গাদুচঃ প্রাথম্যাক প্রথমলোকে স্থাপনং তয়া সম্পত্তে । বৃহদগ্নে সূবীৰ্য্যমিত্যামৃচি বিবাসপীতি বিভাতত্বোক্তলিঙ্গাদুচতৃতীয়াস্তাতা-স্বতীয়ালাকে স্থাপনহেতুত্বং গম্যতে । যষ্ঠপাদিত্যো নাম্ন্যগ্নে ঋতস্তুত্বাংপুঠোক্তঃস্থানরুস্তি-কারিভেন বিভাতত্বেনাহিত্যং শর্যতে । কিং চ, হংসমস্তাবসান ঋতং বৃহদিত্যাদিত্যমণ্ডল-

পর্যন্তেন ঐতো বৃহচ্ছন্দেহত্রপি শ্রয়মাণ আদিত্যন্ত প্রত্যতিপকঃ। তস্মাত্তেন
মন্ত্ৰেণাহিত্যন্তাপনং সিধ্যতি। অনয়োক্ষিপথ্যাবৃত্তা লোকযোঃ স্বরকার্যাস্বৈর্যুক্তা শান্তিঃ।
তস্মাদনেন ত্রুৎমণ পঠ্যে লোকযোঃ শান্তিঃ ভবতি। তদ্বেনতুত তত্র যশস্তিভবতি।

সংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চদশ সামিধেনোম্বাহ পঞ্চদশ বা তদ্ব্যাসস্ত রাত্রয়োহর্কম সশঃ সঙ্ঘংসর
আপাতে।” ইতি। যন্তপি দ্বাদশ পঠিত্যন্ত্যাহপোকাদশৈব। একস্তাঃ পুরুষভেদেন বিকল্পিত-
ত্বাৎ। তাস্মৈ চ প্রথমোত্তমস্তোত্রিাবৃত্ত্য পঞ্চদশতসম্পত্তিঃ। অষ্টমাস্ত রাত্রীণাং পঞ্চদশত্বা-
তরূপত্রমপি সম্পত্ততে। একৈকাস্মদর্কমাসে পঞ্চদশত্বাঃ তাস্মৈ তাসামধর্মাসানং চতুর্কিংশত
বারমাবৃত্ত্য সঙ্ঘংসরপ্রাপ্তিঃ সম্পত্তত।

ইদানীমকরসংখ্যাং সঙ্ঘংসরসম্পত্ত্যা প্রশংসতি—“তাসাং ত্রীণ চ শতর্নি যন্তিষ্ঠাকরানি
তাবতীঃ সঙ্ঘংসরস্ত রাত্রয়োহকরশ এব সঙ্ঘংসরমাপ্রতি” ইতি। তাসাং সামিধেনীনাং
পঞ্চদশসংখ্যানাং গায়ত্রীছন্দস্তাদৈকৈক চতুর্কিংশতাকরা। তথা সতি মিলিত্বাহকরসংখ্যা
সঙ্ঘংসরত্রিসংখ্যা চ সমেতি কৃত্বাহকরদ্বারা তদেবং সঙ্ঘংসরপ্রাপ্তিভবতি। যন্তপি বাসিষ্ঠানাং
পরিধানায়াস্ত্রিষ্টুপ্তাদধিকন্তুত্বাবাণি তথাহপীতবগোত্রাপেক্ষয়াহর্মণাদ ইত্যাবিরোধঃ॥

আহ সামিধেনৌ “তং ত্বা সমিদ্ধিরঙ্গিরো যুতেন বর্দ্ধয়ামসি” ইত্যোং মন্ত্রবিশেষং প্রশংসতি
—“নৃমেধশ্চ পুরুচ্ছেপশ্চ ব্রহ্মবাস্তমবদেতানাম্ভক্ষারাবার্জেহগ্নং জনস্বাব যংরো নৌ ব্রহ্মীভামিতি
নৃমেধোহি ভাবদং স ধুমজনয়ং পবনচ্ছপোহি ভাবদং সোহগ্নিমজনয়দৃব ইত্যত্রীণ্ডং সমাবয়িক
কথা ভুমগ্নিমজীষনো নাভমিতি সামিধেনীনামেবাহং বর্ণং বেদেত্যত্রবীদ্যদ্বল্পতবৎপদমন্যতে স
আসং বর্দ্ধন্তঃ ত্বা সমিদ্ধিরঙ্গির ইত্যাহ সামিধেনীং যব তজ্যোতির্জনয়তি” ইতি।

নৃমেধপুরুচ্ছেপনামানবৃত্ত্যৌ পরম্পরং ব্রহ্মবাস্তমবদেতাং মন্ত্রসামর্থ্যবিবরণং বাদয়কৃত্যম্।
তত্রানয়োরিয়ং প্রতিজ্ঞা—আবয়োরুচ্ছয়োর্মধো যতরো ব্রহ্মীষান ব্রহ্মণ সামিধেনীমজ্ঞেহত্যন্তং
কুশলস্তাদৃশং নিচ্ছেতুং স্বস্বমনসি সামিধেনীমহুমুদ্রয়ন্তাবগ্নির্দার্জ কাষ্ঠে মণনেনাগ্নিঃ
জনয়াবেতি। তদা প্রথমং নৃমেধ আর্জং কাষ্ঠভিলক্ষ্য মন্ত্রমবদৎ। স তদ্ব্যাসদামর্থ্যাক্রম-
মুৎপাদিতবান্। পুরুচ্ছেপো মন্ত্রং পঠিত্বাহগ্নিমজনয়ৎ। তদ্বাদানীং নৃমেধঃ পুরুচ্ছেপং
প্রতি হে ঋষে ভুমতীন্দ্রিয়জটাহস্যাত্যভিপ্রেত্য সম্বোধিতবান্। সম্বোধ্য চৈবং পপ্রচ্চ—
যন্তস্যং কারণাং সমাবয়িত্বাহংরোঃ সামিধেনীংবেদনং সমানমেব, তথা সতি কথং ভুমগ্নি-
মুৎপাদিতবান্ ভগ্নমিতি। তত্র পুরুচ্ছেপ উত্তরমুদ্রাচ যন্তপাবয়োঃ সামিধেনীপাঠস্তদর্ক-
জ্ঞানং চ সমানং তথাহপাহং তাসামেব সামিধেনীনাং বর্ণং রহস্তং তেজো বেদ ত্বং তু ন বেদস।
কিং তত্তেজ ইতি তদ্ব্যচ্যতে—যুতশল্লোপেতঃ পাদোহনুচ্যত ইতি সোহগ্নিমনুচ্যমানঃ পাদঃ সা ব-
ধেনীনাং বর্ণঃ সারভূতং তেজঃ। স পাদঃ কস্ত্যমৃচি বর্ন্তত ইতি চেতুর্ভূচ্যতে—“তং ত্বা সমিদ্ধি-
রঙ্গিরঃ” ইত্যোতামৃচং পঠেৎ। তস্ত্যমৃচি “যুতেন বর্দ্ধয়ামসি” ইত্যং পাদো বর্ন্ততে। ততো-
হনেন পঠিতেন পাদেন সামিধেনীংষেব জ্যোতির্জনয়তি। তেন ত্বং পাদং পঠয়পি মহীনাং
ন জানাসি। অহং তু জানামি। তস্মাদার্ককাষ্ঠে মন্ত্রাহগ্নিরুৎপাদিতঃ।

বরণং ত্বা বয়মিত্যোতামৃচং বিশেষতঃ প্রশংসতি—“স্মিয়ন্তেন যদচঃ স্মিয়ন্তেন যদায়ত্রিয়ঃ
স্মিয়ন্তেন যৎসামিধেনো বৃষতীমদ্বাহ তেন পুঙ্খতীন্তেন সেজ্রাতেন মিত্বনাঃ” ইতি।

অগ্ন্যায়ত্নীসামিধেনীশবৈঃ স্রোতিঈরভিনীয়মানভ্যং স্রীংমেব। অতঃ পুরুষত্বাক্ষ বৃষজ্শব-
বঁতীমুচং ক্রমাৎ। তেন পাঠেন পুংকতীঃ পুরুষবত্যাঃ সেক্ষা ইন্দ্ৰিয়মুচাঃ স্রীপুরুষমিথুনরূপাঃ
সম্পত্তস্তে। ঈড়ঙ্ক ততোষাহাপ বৃষতী। সমগ্নিরিধ্যতে বৃষত্যাং পঠিতভ্যং। বৃষে
অগ্নিরিধ্যৈব হপি বৃষলক্ষ্যোপেতত্বাৎ যথতী। তয়োঁরপোষা প্রশংসা দ্রষ্টব্যঃ ॥

অখ্যাগ্নিঃ দূতঃমতোতমুঃ। বিশেষণঃ প্রশংসতি—“অগ্নিদেবানাং দূত আসীদুশনা
কাব্যোহুস্রাপাং তৌ প্রজাপতিং প্রশমৈতাং স প্রজাপতিরায়ং দূতং বৃগীমহ ইত্যতি-
পর্যাবর্ত্তত ততো দেবা অভবন্ পরাহুস্রা যৈশ্চবং বিহুষোহগ্নিঃ দূতং বৃগীমহ ইত্যাহ-
তবত্যাশ্বনা পবাস্ত্র দ্রুতগো ভবতি” ইতি। দেবাঃ স্বচাঘোষ যঃ দূতেন প্রেষয়তি।
অহুস্রাস্ত কবেঃ পুত্রমুগনসম্। তাবুতাবপি প্রজাপতমুপেত্য পৃষ্টবত্তৌ—আবয়োঋধ্য সাক-
বিগ্রহাদিকারণ্যে কথ্য দোতামুচিতমাত। তদানীং প্রজাপতিরায়ং দূতং বৃগীমহ ইতি
মধ্যেণোত্তরম্বাচ। উক্তা গোণনসঃ সকাশাং পরায়ত্যাগেবভিমুখোহুত্ব ততো দেবানাং
বিজয়োহুস্রাস্ত পরভূতাঃ। এবং বিহুষো যজ্ঞমানস্তাপানেন মন্ত্রেণ স্ববিজয়ঃ শত্রু-
পরাজয়শ্চ ভবতি ॥

সমিধ্যমানো অধ্বর ইত্যেতামুচং বিশেষণঃ প্রশংসতি—“অধ্বরবতীমদ্বাহ ত্রাত্যামেবৈতয়া
ধ্বরতি” ইতি। হিনস্তাতাৎ ॥

তত্ভামুচি তৃতীয়পাদং প্রশংসতি—“শোচিক্শেনস্তমামহ ইত্যাহ পণ্ডিতমেবৈতদ্ব্যজ্ঞমানমেবৈতয়া
পবয়তি” ইতি। মধ্যপাদেহগ্নিঃ পাবক ঈড্য ইতি পাবকশব্দেন। পাবকঃ বিস্পষ্টঃ। অত্র
শোচিক্শেনেণ চাত্বেহুনাং শ্মোনামুক্তিমতিপ্রত্য পাবকমেতৎকামিত্যাভিবীজতে। তস্মাদেতদ্ব্যজ্ঞ-
যজ্ঞমানমেব শোযয়তি। “সমিক্কো অগ্ন আহুত” ইত্যেবা কাচিরধ্বরবতী। দেবান্ বাক-
অধ্বরেভুক্তভ্যং। “আ জুহোত” ইত্যাবাপাধবতী। অগ্নিঃ প্রযত্নবর ইত্যুক্তভ্যং।
তয়োঁরপূচোক্শপ্রশংসা যোজনয়া। তদেবং সত্যামুচং সামাঞ্জতো বিশেষণচ-প্রশংসা
দর্শিতা ॥ যজ্ঞং যজ্ঞকারণং—“সমিক্কা অগ্ন আহুতেত্যভিজ্ঞাতৈকমনুযজ্ঞসমিধ্যমশিষ্ট্য সর্ব-
মিগণেশমভ্যাদধ্যতি” ইতি।

তদেতচ্ছক্ৰি নিধায় সমিক্কা অগ্ন ইতি মন্ত্রং পুনঃ প্রশংসতি—“সমিক্কো অগ্ন আহুতেত্যাহ
পরিধিমৈবৈতং পরিসদাত্ত্বকন্দায় বদত উক্তং ত্যাববাহ যথা বাহুঃপারিধি কন্দতি তাদৃশেব তৎ”
ইতি। সমিক্কো অগ্ন ইত্যেনেদ ভূগার্থবাচনা ক্রপ্রত্যয়েন সামিধেনীসাব্যস্তায়সমিক্কনস্ত-
সমাপ্তিঃ সূচ্যতে। পরিসদাত্ত্বঃ দায়মানঃ প্রক্ষিপ্যমানঃ কাঠবিশেষঃ পারিধিঃ। তথা সাত-
সমিক্ক ইতি সমাপ্তিসূচ্যাত্মকং মন্ত্রং পরিধিভেদে স্থাপিতবান্ ভবতি। স চ পারিধিঃ
প্রক্ষিপ্যমাণসমিধ্যমকন্দায়াব্যবশায় ভবতি। যথোক্তস্যায় শাঠী দৃক্ষমাজুহোতেতি মন্ত্রে
সমিধ্যোহভ্যাদধ্যাত্যং। যথোক্ত্যপুঃপ্রাভাশাদিহগ্নিঃ পরিধেবর্ধিঃ পতনং বিনাশায় সম্পত্তে
তাদৃগেব তদুদ্যম্। এবং চ প্রণবে প্রণবে সামধ্যমাব্যবশায়ীত্ব স্বরকারেণ ঐতিমন্ত্রস্বসান-
কালীনে প্রণবে সমিধ্যবানস্তোক্তভ্যং সমিক্ক ইতি মন্ত্রাবসানে সমিধেক্ষ স্বঃ প্রক্ষেপণীয়া
প্রাপ্তা। আজুহোতেত্যত্র ত্রিবিধত্যা ত্রিবিধঃ সমিধ্যস্তত্র প্রক্ষেপণীয়াঃ প্রাপ্তাঃ। তদেতচ্ছক্ৰি
সমিক্কো অগ্ন ইত্যেতস্ত পাদস্ত পঠিকাল এব প্রক্ষিপেদতি বিধিরন্বয়েঃ ॥

চরমায়াস্মাৎ হব্যবাহনমিত্যগ্নিবিশেষণং প্রশংসতি—“তয়ো না অগ্নয়ো হব্যবাহনৌ দেবানং
কব্যবাহনঃ পিতৃণাং সতরক্ষা অনুরাণাং ত এতর্হা ৭৮ সন্তে মাং বরিস্মতে মামিতি যুগ্মকং
হব্যবাহনমিত্যাহ ষ এব দেবানং তং বৃণীতে” ইতি ।

দেবানানাং মন্বন্ধিনা হব্যবাহনাদয়োহগ্নয়ঃ প্রত্যেকং মামেব বরিস্মত ইত্যেবমপেক্ষতে ।
অতো দেবা অগ্নেরেবং গুণসিদ্ধার্থং হব্যবাহনং যুগ্মকমিত্যুচ্যতে ॥ যত্কৃতমাত্মলারনে—‘মামি-
ধেনোনামুক্তমেন প্রণবেনাণে মহী অসি ত্রাক্ষণ ভারতেতি নিগদেহবশয় বজ্রমানত্যাংর্ষেয়ান্
প্রবৃণীতে বাসস্থঃ স্ত্র্যাঃ পরং পরং প্রথমম্’ ইতি তদেতদ্বিধন্তে—

“আর্ষেয়ং বৃণীতে বজ্রোরেব নৈতাতো সন্ত্যগে” ইতি । ঋষেঃপতামাংর্ষেয়মাত্মীয়মৌত্রর্ষী-
স্তুজিতপ্রভায়াস্তানামস্তিতবিত্ত্বাণাং যথা প্রবয়ঃ বৃণীতে । যথা অগ্নে মহী অসি ত্রাক্ষণ ভারত ।
ভার্গব্যচ্যাবিনাপ্রবানৌর্কজ্রামদয়োতি ভৃগুগোত্রাণাং পঞ্চার্ষেয়ঃ প্রবয়ঃ ইতি । অনেন তস্তদপত্য-
তয়াহগ্নিপচর্য্যতে । এবং বৃণানঃ পুরুষো বজ্রোভূত্বাদেঃ সকাশারৈতি নাপগচ্ছতি । অপি
চেনমার্ষেয়বরণমস্ত পুত্রাদিসন্তানায় ভবতি ॥

অগ্নিন্ বরণে প্রকারবিশেষং বিধন্তে—“পরস্তাদর্ক্ষীণো বৃণীতে তস্মাৎ পরস্তাদর্ক্ষীণো
মহুযান্ পিতরোহু প্র পিপতে ॥” ইতি । বর্তমানং যজ্ঞমামমপেক্ষ্য পূর্বভাবী যো গোত্র-
প্রবর্তকস্তমাবস্তা তদপত্যপরণ্পরয়াহর্ক্ষীণো নীচান্ বৃণীতে । তথৈব পূর্বমুদাতং—ভৃগোর-
পত্যং চাবনস্তস্ত পত্যমপ্ৰবান্ তস্তাপত্যমৌর্কস্তস্তাপত্যং জমদগ্নিস্তস্ত সন্ততির্যজমান ইতি ।
ভদ্রেতদর্ক্ষীকম্ । যস্মাকোতা পূর্বভাবিনমারভ্যর্ক্ষীণো বৃণীতে তস্মাদেব কারণম্ভোকেহপি
পূর্বপূর্বভাবিনঃ পিতর উরোস্তরভাবিনঃ পুত্রানমুক্রমেণ পালয়ন্তি ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাখ্য-বিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণ-যজুর্বেদোত্তমোত্তরীয়-

সংহিতা-ভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকেষ্টমোহুবাকঃ ॥ ৮ ॥

• • •

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । নবমোহুবাকঃ ।)

। অগ্নে মহা৮ অসীত্যাহ মহান্ হেয যদগ্নির্ত্রাক্ষণেত্যাহ ত্রাক্ষণো

। হেয ভারতেত্যাহেয হি দেবেভ্যো হব্যং ভারতি দেবেদ্ধ ইত্যাহ

। দেবা হেতমৈক্কত মন্বিদ্ধ ইত্যাহ মনুহ্যেতমুত্তরো দেবেভ্য

ঐন্ধ্রিষ্টুত ইত্যাহর্যয়ো হেতমস্তবষ্টিপ্রানুমদিত ইত্যাহ বিপ্রা

হেতে যচ্ছ্রুত্বাৎসঃ কবিশস্ত ইত্যাহ কষয়ো হেতে যচ্ছ্রুত্বাৎসঃ

বাৎসো ব্রহ্মসৎশিত ইত্যাহ ব্রহ্মসৎশিতো হেয ন্নতাহবন ইত্যাহ

স্বতাহুতিহ্যস্ত প্রিয়তমা প্রণীয়জ্ঞানামিত্যাহ প্রণীয়োষ যজ্ঞানাৎ

স্বথীরন্দরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথোহতূর্তো হোতেত্যাহ ন হেতং

কশ্চন তরতি তুর্গির্ব্যবাড়িত্যাহ সর্ক্বৎ হোষ তরত্যাংস্পাত্রং

জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুর্হোষ দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ

চমসো হেয দেবপানোহরাৎ ইবাগ্নে নেমির্দেবাৎস্বং পরি-

ভূরসীত্যাহ দেবান্ হেয পরিভূর্যদুক্রয়াদা বহ দেবাদ্বেবয়তে

যজমানায়েতি ভ্রাতৃব্যমৈশ্বে জনয়েদা বহ দেবান্ যজমানায়েত্যাহ

যজমানমেবৈতেন বর্কয়ত্যমিগ্ন আ বহ সোমমা বহেত্যাহ দেবতা

এব তত্তথাপূর্ব্বমূপ হুয়ত আ চায়ে দেবান্‌হ হুয়জা চ যজ
জাতবেদ ইত্যাহ্নিমিব তং সৎশ্রুতি সোহস্র সৎশ্রিতো
দেবেভ্যো হব্যং বহত্যহ্নিহোতা ইত্যাহ্নির্বে দেবানাং হোতা
য এব দেবানাং হোতা তং ব্রূণীতে স্মো বয়মিত্যাহাহ্বানমেব
নহং গময়তি সাধু তে যজমান দেবতেত্যাহহিশিষমেবৈতান্না
শাস্তে যদক্র্যাছোহমিৎ হোতারমবুখা ইত্যগ্নিনোভয়তো যজ্ঞ-
মান পরি গৃহীয়াৎ প্রমাযুকঃ স্রাদ্‌যজমানদেবত্যা বৈ জুহু-
ভ্রাতৃব্যদেবতোপভুৎ যদ্বৈ ইব ক্র্যাদ্‌ভ্রাতৃব্যমস্মৈ জনয়েদ্-
স্বতবতীমধ্বর্যো অঃসমাহস্রস্বৈত্যাহ যজমানমেবৈতেন বর্কয়তি
দেবায়ুবমিত্যাহ দেবান্‌ হ্যেষাহবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বৎ হ্যেষাহ-
বতীড়ামহৈ দেবাং ঈড়েন্যামমস্রাম নমস্রান্‌ যজাম যজ্ঞিয়া-

নিত্যাহ মনুষ্য। বা ঈড়েম্যঃ পিতরো নমস্তা দেবা যন্তিয়া

দেবতা এব তদবখাভাগং যজতি ॥ ৯ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ ।

অগ্নে। মহান্। অসি। ইতি। আহ। মহান্। হি। এষঃ। বৎ। অগ্নিঃ।

ব্রাহ্মণ। ইতি। আহ। ব্রাহ্মণঃ। হি। এষঃ। ভারত। ইতি। আহ।

এষঃ। হি। দেবেভ্যঃ। হবাম্। ভরতি। দেবেদ্ধ ইতি দেব—ইদ্ধঃ। ইতি।

আহ। দেবাঃ। হি। এতম্। ঐকত। মাম্বদ ইতি মমু—ইদ্ধঃ। ইতি। আহ।

মমুঃ। হি। এতম্। উত্ত। ইতুং—তরঃ। দেবেভ্যঃ। ঐদ্ধ। ঋষিষ্ট।

ইত্বা—স্বতঃ। ইতি। আহ। ঋষয়ঃ। হি। এতম্। অস্ববন্। বিপ্রাম্-

মদিত ইতি বিপ্র—অমুমদিতঃ। ইতি। আহ। বিপ্রাঃ। হি। এতে।

বৎ। শুশ্রবাঃ। কশিস্ত ইতি কবি—শস্তঃ। ইতি। আহ। কবয়ঃ।

হি। এতে। বৎ। শুশ্রবাঃ। ব্রহ্মস্মিত ইতি ব্রহ্ম—সম্শিতঃ। ইতি।

আহ । ব্রহ্মসংশ্লিষ্ট ইতি ব্রহ্ম-সংশ্লিষ্টঃ । হি । এষঃ । স্মৃতাংন ইতি

স্মৃত-আহবনঃ । ইতি । আহ । স্মৃতাংন ইতি স্মৃত-আহবনঃ । হি । অস্তা ।

প্রিয়তম ইতি প্রিয়-তমা । প্রণীরিতি প্র-নীঃ । যজ্ঞানাম্ । ইতি । আহ ।

প্রণীরিতি প্র-নীঃ । হি । এষঃ । যজ্ঞানাম্ । রণাঃ । অধবরাণাম্ । ইতি ।

আহ । এষঃ । হি । দেবরথ ইতি দেব-রথঃ । অতুর্ভঃ । হোতা । ঠতি ।

আহ । ন । হি । এতন্ । কঃ । চন । তবতি । তুর্গঃ । ইবাদাড়িতি

হব্য-বাট । ঠতি । আহ । সর্বন্ । হি । এষঃ । তরতি । আঙ্গাঙ্গম্ ।

• জুহুঃ । দেবানাম্ । ইতি । আহ । জুহুঃ । হি । এষঃ । দেবানাম্ । চমসঃ ।

দেবপান ইতি দেব-পানঃ । ইতি । আহ । চমসঃ । হি । এষঃ ।

দেবপান ইতি দেব-পানঃ । অরান্ । ইব । অগ্নে নেমিঃ । দেবান্ ।

ঋন্ । পরিকুরিতি পরি-ভূঃ । অসি । ইতি । আহ । দেবান্ । হি ।

এষঃ । পরিকুরিতি পরি-ভূঃ । যং । ক্রয়ান্ । এতি । বহ । দেবান্ । দেব-

১১২ যত ইতি দেব-য়তে । যজমানায় ইতি । ত্রাতৃব্যম্ । অগ্নে জনয়েৎ । এতি ।

বহ । দেবান্ । যজমানায় ইতি । আহ । যজমানম্ । এব । এতেন । বর্জ-

য়তি । অগ্নিম্ । অগ্নে । এতি । বহ । সোমম্ । এতি । বহ । ইতি ।

আহ । দেবতাঃ । এব । তৎ । যথাপূৰ্ণমিতি । যথা-পূৰ্ণম্ । উপৈতি ।

হুয়তে । এতি । চ । অগ্নে । দেবান্ । বহ । স্নযজ়েতি স্ন-যজ় । চ ।

যজ । জাতবেদ ইতি জাত-বেদঃ । ইতি । আহ । অগ্নিম্ । এব । তৎ ।

সমিতি । স্তুতি । সঃ । অস্ত । সত্ৰিত ইতি সং-শিতঃ । দেবেভ্যঃ ।

হবাম্ । বহতি । অগ্নিঃ । হোতা । ইতি । আহ । অগ্নিঃ । বৈ । দেবানাম্ ।

হোতা । যঃ । এব । দেবানাম্ । হোতা । তন্ । বুদীত । অঃ । বহম্ ।

ইতি । আহ । আদ্বানম্ । এব । সম্ভবতি সৎ-ভম্ । গময়তি । সাধু । তে ।

যজমান । দেবতা । ইতি । আহ । আশিষমিত্যা-শিষম্ । এব । এতাম্ ।

এতি । শান্তে । যৎ । ক্রয়াৎ । যঃ । অগ্নিম্ । হোতারম্ । অধ্বাঃ । ইতি ।

অগ্নিঃ । উভয়তঃ । যজমানম্ । পরীতি । গৃহীয়াৎ । প্রমাযুক ইতি প্র—

মাযুকঃ । ভ্রাতৃ । যজমানদেবতোতি যজমান—দেবত্যা । বৈ । জুহু ।

ভ্রাতৃব্যদেবতোতি ভ্রাতৃব্য—দেবত্যা । উপভূদিত্যা—ভুৎ । যৎ । দে । ইতি ।

ইব । ক্রিয়াৎ । ভ্রাতৃব্যম্ । অশ্বৈ । জ্ঞানয়েৎ । দ্রুতবতীমিতি দ্রুত—বতীম্ ।

অধ্বর্যো ইতি । অচম্ । এতি । অশ্বশ্ব । ইতি । আহ । যজমানম্ ।

এব । এতেন । বজ্রয়তি । দেবাস্থবমিতি দেব—স্থবম্ । ইতি । আহ ।

দেবান্ । হি । এবা । অবতি । বিশ্ববারামিতি বিশ্ব—বারাম্ । ইতি ।

আহ । বিশ্বম্ । হি । এবা । অবতি । ঈড়ামহৈ । দেবান্ । ঈড়েশান্ ।

নমস্তাম্ । নমস্তান্ । যজাম । যজিয়ান্ । ইতি । আহ । মনুষ্যাঃ । কৈ ।

ঈড়েশাঃ । পিতরঃ । নমস্তাঃ । দেবাঃ । যজিয়াঃ । দেবতাঃ । এব । তৎ

যথাভাগমিতি যথা—ভাগম্ । যজতি ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সাযণাচার্য্যকৃতং) ।

‘দ্বিতীয়াষ্টাঃ সামিধেস্তো ব্যাখ্যাতা অষ্টমে শ্লুটম্ । অথ নবমে প্রবরমন্ত্রস্ত নিগদন্ত প্রণাবাপন-
নিগদন্ত চ ব্যাখ্যানং প্রবর্ততে । তে চ নিগদাদয়ো মগ্নকাণ্ডে সমস্নাতাঃ । কল্পঃ—“অঞ্চ
নিবিং পদান্তবাহ দেবেকো মৰিক্ব ইতি সপ্তমঃ স্বনিত্তি অথ চতুস্ব” ইতি । পাঠান্ত—“অঞ্চে
মহা৷ অসি ব্রাহ্মণ ভারত । অসাবসো । দেবেকো মৰিক্বঃ । ঋষিষ্টুতো বিপ্রামুদিতঃ ।
কবিশস্তো ব্রহ্মসংশ্রিতো ঘৃতাহবনঃ । প্রণীৰ্জ্ঞানাম । রথীৰধ্বরাণাম্ । অতৃষ্ঠো হোতা ।
তুর্গির্হব্যবীতি । আপ্পাত্রং জুহুর্দেবানাম্ । চমসো দেবপানঃ । অরা৷ ইবাম্বে নেমিদেবো৷ অং
পরিভূরসি । আবহ দেবান্ যজ্ঞমানায় ।” (ব্র ০ কা ৩ প্র ৫ অ ৩) ইতি । অত্রায়ে
মহানিত্যাবস্ত্যাসাবসাবিশ্রুতঃ প্রবরমন্ত্রঃ । অবশিষ্টা নিবিস্রাঃ । তেষামর্থং ব্রাহ্মণ্যাব্যান-
নুত্থেনৈব স্পষ্টী করিষ্যামঃ ॥

তত্র প্রবরমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“অঞ্চে মহা৷ অদীতাহ মহান হেব যজ্ঞব্রাহ্মণেত্যাহ
ব্রাহ্মণো হেব ভারতেত্যাহেব হি দেবেভ্যো হব্যং ভরতি” ইতি । অগ্নিরিতি যদেষ যস্মাং
সৰ্ব্বাহুত্যাধারত্বেন মহাস্ত্রায়াক্ষে মহানদীত্বাচ্যতে । যস্মাদ্ভ্রাহ্মণবর্ণাভিমানৌ তস্মাদ্ভ্রাহ্মণেতি
সংঘোধ্যতে । যস্মাদেষ দেবেভ্যো হব্যং ভরতি তস্মাদ্ভ্রাহ্মণেতি সংঘোধ্যতে । মন্ত্রে
যেষ-সাবসাবিত বীপ্সা তেন ভূগাদীনামৃষীণাং নামনির্দেশোহভিপ্রেতঃ । স চ ভার্গব-
চ্যাবনেত্যাদিনা পূর্ব্বাস্থ্যাক এবাস্মাভিকৃদাহুতঃ ॥

নিবিংপদেষু সপ্তমঃ প্রথমমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“দেবেক্ব ইত্যাহ দেবা হেতমৈকুত ।” ইতি ।
যস্মাদেবাঃ স্বকীয়ৈব যোগেষেভ্যমগ্নিমেকুত প্রজলতবস্ত্রস্তস্মাদেবেক্ব ইত্যচ্যতে ॥

দ্বিতীয়পদমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“ন যজ্ঞ ইত্যাহ মনুহেতমুত্তরো দেবেভ্য এক ।” ইতি ।
দেবেভ্য উত্তরো দেবৈরিক্বনাদৃক্বং স্বকীয়যোগে যজ্ঞৈরক্ব ॥

উত্তরেষপি পঞ্চম পদেষু প্রাসিদ্ধার্থতাং হিশন্দো দ্ব্যোতয়তি—“ঋষিষ্টুত ইত্যাহর্ষয়ো
হেতমস্তান্ বিপ্রামুদিত ইত্যাহ বিপ্রা হেত যজ্ঞশ্রবাসঃ কাবিশস্ত ইত্যাহ কবরো হেত
যজ্ঞশ্রবাসো ব্রহ্মসংশ্রিত ইত্যাহ ব্রহ্মসংশ্রিতো হেব ঘৃতাহবন ইত্যাহ ঘৃতাহতির্হাস্ত
প্রিয়তমা” ইতি । শ্রবাসঃ শ্রুত্যাধারনসম্পন্ন জাত্যা বিপ্রা বিজয়া বিব্রাঃ কবয়শ্চ
ভবন্তি তৈরমমুদিতস্তোমিতঃ শস্তঃ স্ত ৫৮ । ব্রহ্মণ মন্থেণ সংশ্রিতস্তীক্লীকৃতঃ । ঘৃতরূপমা-
হবনমাহুতির্গতাসো ঘৃতাহবনঃ ।

অন্তচ্ছাসেন পঠনীয়ানাং সপ্তপদানামর্থং দর্শয়িত্বাচ্ছাসাদৃক্বং পঠনীয়ানাং চতুস্রাণাং
নিবিদ্যামর্থং দর্শয়তি—“প্রণীৰ্জ্ঞানামিত্যাহ প্রণীর্হেয যজ্ঞানা৷ রথীৰধ্বরাণামিত্যাহেয
হি দেবরথোহতৃষ্ঠো গোতেত্যাহ ন হেতং কশ্চন তরতি তুর্গির্হব্যবীড়িত্যাহ সৰ্ব্বা৷ হেব তরতি”
ইতি । যজ্ঞানাং নেতৃবময়ৌ প্রসিদ্ধম্ । রথীর্দেবানাং হবির্কহনাস্থররাণাং সঙ্কল্পী রথোহয়মগ্নিঃ ।
যস্মাদাহবাতা মেতমগ্নি কোহপি দেবো ন তরতি নাতিক্রামতি তস্মাদয়মতৃষ্ঠো গোতেত্যচ্যতে ।
যস্মাং সৰ্ব্বমপি দেবমগ্নি হবির্কহনান্তরতি প্রাপ্নোতি তস্মাদ্ভূর্গির্হব্যবীড়িত্যচ্যতে ॥

এতাভ্যশ্চতুস্তো নিবিদ্যা উর্কমুচ্ছাসং কৃতা পশ্চাৎ পঠনীয়ানাং চতুস্রাণাং নিবিদ্যামর্থং
দর্শয়তি—আপ্পাত্রং জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুর্হেয দেবানাং চমসো দেবপান ইত্যাহ চমসো হেব

দেবানোহিহা ৬ ইবাংগে নেমির্দেবা ৬ স্বং পরিতুরসীত্যাং দেবান্ হেব পরিতুর্দ্ব্যজ্ঞানান্ বহ দেবান্ দেবয়তে যজ্ঞানায়ৈতি ভ্রাতৃবামনৈ জনয়েদা বহ দেবান্ যজ্ঞানায়ৈত্যাং যজ্ঞমানমৈবৈতেন বর্জয়তি ।” ইতি । এবোহিগর্দেবানাং জুহুদনুশো জুহ্বামিবাগ্নিন্ হবিশ্রাক্ষেপাং । ন চান্ত দারুণ-ক্ষুদ্রুহুবেচ্ছৈখিলং কিং স্বাস্পাত্রং লোহপাত্রবদ্ভূতমিত্যর্থঃ । যথা মনুষ্ঠাণং সোমপানাহতুশ্চমসন্তথা দেবানাং পানসাবনচঃসস্থানীষোহয়মগ্নিঃ । হেহংগে স্বং যথা শকটচক্রাংস্তান্ কুলালচক্র-দ্বিতাষা তির্ধাকীলরূপানরারেমিঃ পরিতো ব্যাপ্নোতি তথা দেবানাং পশ্নিভূঃ পরিতো ব্যাপ্ত-বানসি । চতুর্থাং নির্বিধি দেবয়ত ইতি পদং শাখান্তরে পঠ্যতে । তদত্র যদি ক্রয়াত্তরা হোতা যজ্ঞমানস্ত ভ্রাতৃত্বং জনয়েৎ । দেবানিচ্ছতাতি দেবয়ন্ত্যৈ দেবয়তে যজ্ঞনাম্য, এতৎ পদ-প্রয়োগেণাত্তঃ কশিদেশতদীয়ান্দেবানিচ্ছতাতি প্রতিভা ভবতি । তদেতদ্ভ্রাতৃত্বাত্তোৎপাদনম্ তত্য়াত্ত্বপদং পরিত্যজ্যাত্মৈ যজ্ঞনাম্য দেবানাবচেত্যেত্যাবদেব বাক্যশেষাভ্যন্তৈবৈতেন যজ্ঞমানং বর্জয়তি বুদ্ধিং প্রাপয়তি ॥

কল্পঃ - “দেবতাং দেবতামাবাহ্ বানিত্যগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহান্নিমাবহ প্রজাপতিমিত্যা-শ্বাংবাহেতুর্দ্ব্যজ্ঞদেবতো বা ভবত্যাগ্নীবে মানাবচেদ্রাগ্নী অবচেদ্রমাবহ মহেন্দ্রমাবহ দেবী আজ্যপা আবহাগ্নিঃ হোত্য়াহাবহ স্বং মতিমানমাবহেতি ন স্বং মতিমানমাবহেদা চাগ্নে দেবান্-বহ স্বযজ্ঞা চ যজ্ঞ জাক্ষেবেদ ইত্যুক্তা” ইতি । অত্রাবাহননিগদো মন্তকাণ্ডে সমান্তাঃ সর্কোহপি সূত্রাকারেণ পঠিতঃ ।

তত্ত সর্কস্ত তাত্পর্যং দর্শয়তি—অগ্নিমগ্ন আবহ সোমমাবহেত্যাং দেবতা এব তদ-যথাপূর্বমুপহরতে” ইতি । তন্তেনাবাহননিগদ আবহোতি পাঠেনাবজ্ঞাভাগাদিসর্কযোগ দেবতা অমুক্রমেণ হরতে । হে আভত্যাধারভূত্যাং প্রথমাজ্ঞাভাগদেবতামগ্নিমাবহ । দ্বিতীয়াজ্ঞাভাগদেবং সোমমাবহ । পৌর্ণমাস্তামমাবাহত্যাং চ প্রথমপুরোডাশদেবমগ্নিমাবহ । পৌর্ণমাস্তামুপাংস্তবাগদেবং প্রজাপতিমাবহ । প্রজাপতিপদং শনৈকচার্য্যাবহেতি পদমুচ্চৈকচারয়েৎ । পৌর্ণমাস্তাং দ্বিতীয়পুরোডাশদেবমগ্নীষোমরূপমাবহ । অমাবান্ত্যামসা-ন্নাবিনো দ্বিতীয়পুরোডাশদেবতেনেন্দ্রাগ্নী আবহ । অগতশ্রিয়ঃ সান্নাব্যদেবমিন্দ্রমাবহ । গতশ্রিয়ো মহেন্দ্রমাবহ । আজ্যপান্ প্রবাজানুযাজদেবানাবহ । অগ্নিঃ হোত্য়ায় চোমস্ত স্থিষ্ট-করণায় । আবাহনবিষয়ানুজ্ঞানাং দেবানাং যো যন্ত দেবন্ত স্বকীয়ো মহিমা সামর্থ্যাতি-শয়ন্তং মতিমানমাবহ । অত্র হবির্ভূজ এব দেবানতিপ্রত্য স্বং মতিয়ানমিত্যাচ্যতে, ন আবাহন-কর্ত্তৃরগ্নের্মহিমানং তস্তাবাহনবিষয়ভাব্যং, ইতি কল্পসূত্রার্থঃ । জ্ঞাতানি বেদাংসি জ্ঞানানি ব্রহ্মদেদৌ জ্ঞাতবেদাঃ সর্কজোহয়ং সর্কদেবমহিমাভিজ্ঞান্দিত্যর্থঃ । তাদৃশ হেহংগে স্বং দেবানাবহ চ স্বযজ্ঞা শোভনেন যজ্ঞেন যজ্ঞ চ । ন কেবলমাবাহনং কর্ত্তব্যং কিং তু হবিশ্রাপণলক্ষণে যাগোহপি স্বরৈব কর্ত্তব্যঃ । অত্র সূত্রে প্রজাপতিমিত্যুপাংস্তাবাহেতু-র্দ্ব্যজ্ঞদেবতো বা ভবতীতুক্তং তচ্চোপাংস্তবাজে প্রজাপতিমিত্যুপাংস্তাবাহেতু-বিকল্পাভি-প্রায়েণ দ্রষ্টব্যম্ ।

এতস্তাবাহননিগদস্ত তাত্পর্যং সংক্ষেপেণ দর্শয়তি—“অগ্নিমগ্ন আবহ সোমমা বহেত্যাং দেবতা এব তদযথাপূর্বমুপ হরতে” ইতি । তন্তেনাবাহননিগদোদোভাগাদিস্থিষ্টকর্ম-

দেবতাঃ সর্বাঃ ক্রমেন হুতবান্ ভবতি । প্রথমাজ্যভাগদেবো তথা প্রধানদেবতা ইত্যাদিক্রমো যথাপূর্বমিত্যাদিনোচ্যতে ॥

আবাহননিগদাবসানে যদেতদগ্নিগমনবাক্যং তন্তু তাৎপর্যং দর্শয়তি—“আ চাগ্নে দেবান্ বহ স্কৃজ্ঞা চ যজ্ঞ জাতবেদ ইত্যাহাগ্নিমিব তৎ সচ্ছ্রুতি সোহস্তু সচ্ছ্রিতো দেবেভ্যো হব্যং বহতি” ইতি । তন্তেন বাক্যাগ্নিচৈন্যগ্নিমিব সংগৃহীতী কৰোতি । সোহয়িত্বীকী-
কৃতোহ প্রমত্তঃ সংস্তুত্ব যজ্ঞমানস্ত হব্যং দেবেভ্যঃ ক্রমেন বহতি ॥

কল্পঃ—“অথ অগ্নিদাপনেন অগ্নিদাপন্যত্যাগ্নিহোতা বেদিত্যনুবাকেনাধ্বর্ষ্যাজ্জুপত্বৌ অচাবাদত্তে” ইতি । যুতপত্বশব্দে জুপত্বতাৰ দ্বায়েত্যাধ্বৰ্য্যবযুত্রে দর্শিতবান্ । হোতা তু যুতবতীমধ্বৰ্য্যে : অস্মাত্ত্বেনৈতানেন শব্দে যুক্তমনুবাক্যং পঠতি । তদ্বিদং অচৌরাশাপনম্ । সোহয়িত্বানুবাক্যো মন্ত্রকালো সমাম্নাতঃ ।

তন্তু পাঠস্ত—“অগ্নিহোতা বেদয়িঃ । হোত্রং বেতু প্রাণিতম্ । স্মো বয়ম্ । সাধু তে যজ্ঞমান দেবতা । যুতবতীমধ্বৰ্য্যো অস্মাত্ত্বশ্চ । দেবায়ুৰং বিশ্ববারাম্ । ঈড়ামহৈ দেবাচ্ ঈড়েভান্ ! নমস্তাম নমস্তান্ । যজ্ঞাম যজ্ঞয়ান্ ।” (ব্রাঃ কঃ ৩ প্রঃ ৫ অঃ ৪) ইতি । অয়মগ্নিহোতা হোমস্ত কৰ্ত্তা । তথা চাত্ত্বত্ব মন্ত্রাক্ষণ আশ্নাত্ত্ব—“অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ । অগ্নির্বে দেবানাং যষ্টা” ইতি । অতোহয়মগ্নির্বেতু হোমক্রমং জানাতু । তদেব বেদনমুত্তরবাক্যেন স্পষ্টী ক্রিয়তে । প্রকৃষ্টমবত্রং ফলদানকপনমন্ত্রক্ষণং যস্মিন্ হোমাহুষ্ঠানে তদ্বিদং প্রাবিত্রম্ । তাদৃশং হোত্রং হোমাহুষ্ঠানং লেভু হোমক্রমং জানাতু । ন কেবলং দৈব্যস্ত হোতুরগ্নেয়পরি ভারঃ প্রাক্ষিপ্যতে কিং তু বয়ং স্মো মনুষ্যহোতারো বয়মগ্নাত্ৰ বর্ত্তামহে । অতো বয়মপি হোমক্রমজ্ঞানবস্তুষ্ঠিতামঃ । হে যজ্ঞমান তে তব হবিঃস্বীকর্ত্তা দেবতা সাধুফলং দদাতি শেধঃ । হেধ্বৰ্য্যো যুতপূৰ্বং অচঃ জুহুমাশ্ববাহিকপ স্বী কুৰ্ণিত্যর্থঃ । কাদৃশীং অচং, দেবায়ুৰং দেবান্যোতি মিশ্রয়তি দেবায়ুতাদৃশীম্ । বিশ্ববারাং বিশ্বান্ সর্গান্ রাক্ষসকৃত্যঘিষাধারয়তীতি বিশ্ববারা তাদৃশীম্ । ঈড়েভান্ স্বাতপ্রিয়ান্ মনুষ্যাবয়ং স্তমঃ নমস্তানমস্তানপ্রিয়ান্ পিতৃদমস্কুৰ্ণঃ । যজ্ঞয়াজ্জপ্রিয়াদেবাতজ্ঞাম ॥

অগ্নিহোত্বং বেদেষ্ প্রসিদ্ধমিত্যেতদদর্শয়তি—“অগ্নিহোতেত্যাগ্নির্বে দেবানাচ্ছ হোতা চ এব দেবানাচ্ছ হোতা তং বুধীতে” ইতি ॥ দৈবাস্ত হোতুঃ সাহাব্যমাচরিতুং মানুষ্যস্ত স্তম্ভ সত্ত্বা ইত্যেতদদর্শয়তি—“স্মো বয়মিত্যাহাংমানমেব সত্ত্বং গময়তি” ইতি ॥

দদাতিত্যোতাদৃশেনাহীশীরথেন বাক্যপূরণায় তাৎপর্যার্থং দর্শয়তি—“সাধু তে যজ্ঞমান দেবতেত্যাহাংশিমদেবতামা শাস্তে, ইতি । শাখান্তরে সাধু তে যজ্ঞমান দেবতেত্যাশ্তোপরি বোহগ্নিঃ হোতারমবুধা ইতি কিক্ষিপাক্যামান্নাতম্ । তন্তায়মর্থঃ—হে যজ্ঞমান যজ্ঞমগ্নিঃ হোতারম-
বুধা হোতৃত্বেন বুতবানসি তস্য তব সাধু দদাতি ॥

তমিমে শাখান্তরপাঠং দৃশয়তি—“যদ ক্রয়াতোহগ্নিচ্ছ হোতারমবুধা ইত্যগ্নিনৌভয়তো যজ্ঞমানং পরি গৃহীয়াৎ প্রযাযুক্তঃ স্যাৎ” ইতি । অগ্নিহোতা বেদগ্নিরিত্যুপক্রমে পঠিতং সাধু তে যজ্ঞমান দেবতেত্যাশ্বদপ্যধ্বং যত্নগ্নিচ্ছ হোতারমিতি ক্রয়াত্তদোভয়োঃ পার্শ্বর্ষেযজ্ঞমানোহগ্নিনা পরিগৃহীতো ভবেৎ । ততো দাহাধিকোন গ্নিয়েত । তস্মাচ্ছাখান্তরপাঠো নাহদন্তব্যঃ ॥

যতপি জুহুপত্নৌ ধে অপি আলাভব্যে তথাহপি তয়োঃ সমং প্রাধাত্যং নিবার্য জুহ্বা এব প্রাধাত্যং স্তোত্রিয়কুং অচমিত্যেকবচনমেব পঠনীয়মিত্যেতদর্শয়তি—“যজমানদেবত্যা বৈ জুহু-
ব্রাহ্মব্যদেবত্যাণ্ডভূতদেহে ইব ক্রয়াদ্ভ্রাতৃব্যামনৈ জনয়েদ্ যতবতীমধবর্যো অচমাহস্যশ্বেত্যাহ
যজমানমেবৈভেন বর্জয়তি” ইতি । অচমাবিত্যেবং দ্বিবচনেন ধে ইব ধে অপি সমপ্রধানে ইব যদি
ক্রয়াস্তদা যজমানসমানং ভ্রাতৃব্যমুৎপাদয়েৎ । তস্মাদ্ভূতমুপেক্ষিতামিষ তিরস্কর্তুং জুহুপ্রাধাত্যৈক-
বচনাভিধানেন যজমানং বর্জিতবান্ ভবতি । নহি জুহ্বা ইবোপত্নতঃ কচিদপি দাক্ষাক্ষাম-
সাধনমুত্তম । তস্মাদ্ভূতসর্জনং তস্যা যুক্তম্ ॥

দেবমিশ্রণেন দেবরক্ষণং বিশ্বনিবারণেন বিশ্বরক্ষণমভিপ্রেতমিত্যেতদর্শয়তি—“দেবায়ুধমিত্যাহ
দেবান্ জেহ্যহবতি বিশ্ববারামিত্যাহ বিশ্বজ্ জেহ্যহবতি” ইতি ॥

ঐচ্ছাদিশদৈর্দ্বিবাক্তং দর্শয়তি—“ঐড়ামহৈ দেবাঃ ঐড়োদ্ভ্রামস্তাম নমস্তাত্তজাম যজিয়া-
নিত্যাহ মনুষ্যা বঃ ঐড়োদ্ভ্রাঃ পিতরো নমস্তা দেবা যজিয়া দেবতা এব তত্থাভাগং যজতি ॥”
ইতি । দেবতা যজতীত্যেতদ্বপলক্ষণম্ । মনুষ্য ন স্তোতি পিতৃমমস্ততীত্যেতদপি দ্রষ্টব্যম্ । এবং
চ সতি যস্ত মনুষ্যাদেধো ভাগঃ স্তত্যাধিরূপ উপচরিতস্তং ভাগমনতিক্রম্যাহুতীতবান্ ভবতি ॥

অথ মীমাংসা ।

দশমধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতম—“চাতুর্থাস্ত্যাদিষ্টেষ্ণু নিগমেধাজ্যপানিতি । বিক্রিয়েত
ন বাহুত্বেহপি কিং আদ্যাজ্যপানিতি ॥ দধিপানিতি বা যদেত্যেবং স্তাং পৃষদাজ্যপান্ ।
দ্রব্যবয়োক্তেরাত্তঃ আকধিমাত্রহবিষ্টঃ ॥ দ্বিতীয়ঃ স্তাত্তীয়োহস্ত দ্রব্যান্তরবিধানতঃ । গুণো
দগ্না চিত্রতাহজ্যে ততো বিক্রিয়েত নহি ॥

চাতুর্থাস্তেষ্ণু চোদকেনাহবাহনস্বাহাকারায়াজ্ঞোষণনিগমা অতিদিষ্টাঃ । তত্রাহজ্যপশবঃ
প্রযুক্তঃ—“দেবাঃ আজ্যপাঃ আবহা” “স্বাহা দেবাঃ আজ্যপান্” “অয়াঃ দেবাঃ
নামাজ্যপানাং প্রিয়া ধামানি” “দেবা আজ্যপা আজ্যমজুষন্তা” ইতি । সোহয়মাজ্যপ-
শকো বিক্রিয়েত ন বোত সংশয়ঃ । তত্র বিকারোহপি ত্রিবিধঃ । তত্র দধ্যাজ্যপানিত্যাগন্তা-
বং প্রাপ্নোতি । কৃতঃ । অথ পৃষদাজ্যং গৃহ্মান্তি দ্বয়ং বা ইদং সর্পিষ্ঠ দধি চেতি দ্রব্যবয়োক্ত-
ত্বাৎ । আজ্যস্তোপস্তরগাভিধানার্থেহেন হবিশেষবাক্যবিষ্টং নাত্তীতি দধ্যেব হবিঃ । ততো
দধিপানিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । দধ্যাজ্যমেলনেন নিম্পত্তে পৃষদাজ্যং দ্রব্যান্তরম্ । তদেব হবিশি-
পৃষদাজ্যপানিতি তৃতীয়ঃ পক্ষঃ । দধিমেলনাদাজ্যে পৃষতা গুণো নিম্পত্তে । তস্মাদাজ্যস্তেব
হবিষ্টমিত্যাজ্যপশকোপেতা এব নিগমাঃ পণ্ডিতব্যাঃ ॥

ইত ত্রীমংসায়গাচার্যবিরচিত্তে মাদবীয়ে বেরার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রাণাঠকে নবমোহুবাকঃ ॥ ৯ ॥

* . *

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহম্বুবাকঃ ।)

ত্রীং স্তৃচাননু ক্রযাদ্রাজন্যশ্চ ক্রযো বা অন্যে রাজন্যাং পুরুষা
 ব্রাহ্মণো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তানেষাম্যা অনুকান্ করোতি পঞ্চদশানু
 ক্রযাদ্রাজন্যশ্চ পঞ্চদশো বৈ রাজন্যঃ স্ব এবৈনং স্তোমে প্রতি
 ঠাপয়তি কীৰ্ত্তা পরি দধ্যাদিশ্রিয়ং কৈ ত্রিষ্টুগিশ্রিয়কামঃ খনু
 বৈ রাজন্যো যজতে ত্রিষ্টুভৈবাম্যা ইদম্যং পরি গৃহ্নাতি যদি
 কাময়েত ব্রহ্মবৰ্চসমস্তিতি গাযত্রিয়া পরি দধ্যাব্রহ্মবৰ্চসং বৈ
 গাযত্রী ব্রহ্মবৰ্চসমেব ভবতি সপ্তদশানু ক্রযাবৈশ্যশ্চ সপ্তদশো
 বৈ বৈশ্যঃ স্ব এবৈনং স্তোমে প্রতি ঠাপয়তি জগত্যা পরি
 দধ্যাজ্জাগত্যা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খনু বৈ বৈশ্যো যজতে
 জগত্যাষ্মৈ পশুন পরি গৃহ্নাত্যেকবিংশতিমনু ক্রযাং প্রতিষ্ঠা-
 কামশ্চৈকবিংশঃ স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যে চতুর্বিংশতি-

মনু ক্র্যাব্রহ্মবর্চনকামস্য চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রী ব্রহ্ম-
 বর্চনং গায়ত্রীয়েবাস্মৈ ব্রহ্মবর্চনমব রুক্ষে ত্রিংশতমনু ক্র্যাদম-
 কামস্য ত্রিংশদক্ষরা বিরাদমং বিরাদ্ভিরাদৈবাস্মা অমাত্মমব
 রুক্ষে দ্বাত্রিংশতমনু ক্র্যাৎ প্রতিষ্ঠাকামস্য দ্বাত্রিংশদক্ষরাহু
 ক্গনুক্ষুপ্ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যে ষট্‌ত্রিংশতমনু ক্র্যাৎ
 পশুকামস্য ষট্‌ত্রিংশদক্ষরা বৃহতী বর্হিতাঃ পশবো বৃহতৈবাস্মৈ
 পশূন্ অব রুক্ষে চতুশ্চত্বারিংশতমনু ক্র্যাদিশ্রিয়কামস্য চতুশ্চ-
 ত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুগিন্দ্রিয়ং ত্রিষ্টুপ্ত্রিষ্টুভৈবাস্মা ইন্দ্রিয়মব
 রুক্ষেহচত্বারিংশতমনু ক্র্যাৎ পশুকামস্যচত্বারিংশদক্ষরা
 জগতী জাগতাঃ পশবো জগতৈবাস্মৈ পশূনব রুক্ষে সর্বাপি
 ছন্দাশ্চনু ক্র্যাব্রহ্মযাজিনঃ সর্বাপি বা এতস্য ছন্দাশ্চ-
 বরুদানি যো বহ্যাজ্যপরিমিতমনু ক্র্যাদপরিমিতস্তাবরুদৈ ॥ ১০ ॥

পদ-পাঠঃ

জীন । ত্বান্ । অষিতি । ত্রয়াং । রাজহুত্ । ত্রয়ঃ । বৈ । অস্তে । রাজহুত্ ।

পুরুষাঃ । ব্রাহ্মণঃ । বৈশ্বঃ । শূদ্রঃ । তান্ । এব । অস্মৈ । অমুকানিত্যম্ ।

—কান্ । করোতি । পঞ্চদশেতি পঞ্চ—দশ । অষিতি । ত্রয়াং । রাজহুত্ ।

পঞ্চদশ ইতি পঞ্চ—দশঃ । বৈ । রাজহুত্ । স্বৈ । এব । এনম্ । ত্তোমে ।

প্রতীতি । স্থাপয়তি । ত্রিষ্টুভা । পরীতি । দধ্যাৎ । ইন্দ্রিয়ম্ । বৈ ।

ত্রিষ্টুক্ । ইন্দ্রিয়কাম্ । ইতীন্দ্রিয়—কামঃ । খলু । বৈ । রাজহুত্ । যজতে ।

ত্রিষ্টুভা । এব । অস্মৈ । ইন্দ্রিয়ম্ । পরতি । গৃহীতি । যদি । কাময়েত্ ।

ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ । অস্ত । ইতি । গায়ত্রি ।

পরীতি । দধ্যাৎ । ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ । বৈ । গায়ত্রী । ব্রহ্ম—

বর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ । এব । ভবতি । সপ্তদশেতি সপ্ত—দশ । অষিতি ।

ত্রয়াং । বৈশ্বত্ । সপ্তদশ ইতি সপ্ত—দশঃ । বৈ । বৈশ্বঃ । স্বৈ । এব ।

এনম্ । ত্তোমে । প্রতীতি । স্থাপয়তি । জগত্যা । পরীতি । দধ্যাৎ ।

জাগতাঃ । বৈ । পশবঃ । পশুকাম ইতি পশু—কামঃ । পশু । বৈ । বৈশ্বঃ ।

যজতে । জাগতাঃ । এক । অগ্নে । পশুন্ । পরীতি । গৃহ্নাতি । একবিংশতি—

মিত্যেক—বিংশতিম্ । অঘিতি । ক্রয়াৎ । প্রতিষ্ঠাকামন্তেতি প্রতিষ্ঠা—

কামন্ত । একবিংশ ইত্যেক—বিংশঃ । স্তোমানাম্ । প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—

হা । প্রতিষ্ঠিত্য ইতি প্রতি—স্থিত্যে । চতুর্বিংশতিমিত্যে চতুঃ—বিংশতিম্ ।

অঘিতি । ক্রয়াৎ । ব্রহ্মবর্চসকামস্যেতি ব্রহ্মবর্চস—কামন্ত । চতুর্বিংশত্যা—

করেতি চতুর্বিংশতি—অক্ষরা । গায়ত্রী । গায়ত্রী । ব্রহ্মবর্চসমিত্যে ব্রহ্ম—

বর্চসম্ । গায়ত্রীয়া । এব । অগ্নে । ব্রহ্মবর্চসমিত্যে ব্রহ্ম—বর্চসম্ ।

অবেতি । কক্ষে । ত্রিংশতম্ । অঘিতি । ক্রয়াৎ । অন্নকামন্তেত্যন্ন—

কামন্ত । ত্রিংশদকরেতি ত্রিংশৎ—অক্ষরা । বিরাড্ভিত্যে বি—রাট্ ।

অন্নম্ । বিরাড্ভিত্যে বি—রাট্ । বিরাজেতি বি—রাজা । এব । অগ্নে । অন্নাত্মিত্যন্ন

—অন্নম্ । অবেতি । কক্ষে । দ্বাত্রিংশতম্ । অঘিতি । ক্রয়াৎ । প্রতিষ্ঠাকামন্তেতি

প্রতিষ্ঠা—কামস্ত । যাত্রি৭ শব্দকরেতি যাত্রি৭শং—অক্ষরা । অগ্নুগিত্যহু—স্বক্ ।

অগ্নুগিত্যহু—স্বপ্ । ছন্দসাম্ । প্রতিষ্ঠেতি প্রতি—স্বা । প্রতিষ্ঠিত্যা ইতি প্রতি—

—স্থিত্য । যট্‌ত্রি৭ শতমিতি যট্‌—ত্রি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । পশু—

কামস্তেতি পশু—কামস্ত । যট্‌ত্রি৭ শব্দকরেতি যট্‌ত্রি৭শং—অক্ষরা । বৃহতী—

বর্হতাঃ । পশবঃ । বৃহত্যা । এব । অঐশ্ব । পশূন্ । অবেতি । রুদ্ধে ।

চতুশ্চত্বারি৭শতমিতি চতুঃ—চত্বারি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । ইন্দ্রিয়—

কামস্তেতীন্দ্রিয়—কামস্য । চতুশ্চত্বারি৭ শব্দকরেতি চতুশ্চত্বা র৭শং—অক্ষরা ।

ত্রিষ্টুক্ । ইন্দ্রিয়ম্ । ত্রিষ্টুপ্ । ত্রিষ্টুভা । এব । অঐশ্ব । ইন্দ্রিয়ম্ । অবেতি ।

রুদ্ধে । অষ্টাচত্বারি৭শতমিত্যষ্টা—চত্বারি৭শতম্ । অবিতি । ক্রয়াৎ । পশু—

কামস্যেতি পশু—কামস্য । অষ্টাচত্বারি৭ শব্দকরেত্যষ্টাচত্বারি৭শং—অক্ষরা ।

জগতী । জাগতাঃ । পশবঃ । জগত্যা । এব । অঐশ্ব । পশূন্ । অবেতি ।

রুদ্ধে । সর্বাণি । ছন্দা৭সি । অবিতি । ক্রয়াৎ । বহুব্যজিন ইতি বহু—

যাতিনঃ । সর্বাণি । বৈ । এতন্ত । ছন্দা ৮ সি । অবক্কানীত্যব—ক্কানি ৷ ১০ ৷

বহ্বাজীত বহ—যাজী । অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্ । অর্ষিচি । জয়ঃ ২ ৷

অপরিমিতস্যোতাপরি—মিতসা । অবক্কদ্যা ইত্যব—ক্কদ্যৈ ৷ ১০ ৷

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (সাধারণাচার্য্য-কৃতং) ।

বাখাঁতা নবমে স্পষ্টং প্রবরা নিগদায়ঃ ॥ অথ দশমে নৈমিত্তিকাঃ কাশ্যাক
সামিথেয় উচ্যন্তে ।

তত্র রাজত্বং নিমিত্তীকৃত্য বিধন্তে—“ত্রীচ-তুচাননু ক্রয়াদ্রাজত্বং ত্রয়ো বা অত্রে রাজত্বাৎ
পুত্রা ব্রাহ্মণো বৈশ্বঃ শূদ্রস্তানেষামা গুরুকান্ করোতি ॥” ইতি । অথো বাজা ইত্যেকা
ত্রিরাবৃত্তাৎ । অগ্ন আয়াহৌত্যেকত্বচঃ । স্বং বরুণ ইত্যেকা পরিধানীয়া নিরাবৃত্তা । এবং
ত্রয়ত্বচঃ । তেন তুচানাং ত্রিভেদে রাজত্বব্যতিরক্তান্ ব্রাহ্মণাদাঃ ত্রীঘর্নান্নাজত্বাত্মকুলান্
করোতি ॥

পঞ্চাস্তরং বিধন্তে—“পঞ্চদশানু ক্রয়াদ্রাজত্বং পঞ্চদশো বৈ রাজত্বঃ স্ব এবৈনচ স্তোত্র
প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । প্রজাপত্যেতরুরসো বাছভ্যাং চ পঞ্চদশস্তোমস্ত রাজত্বং চোৎপন্নতাদসৌ
স্তোমো রাজত্বস্ত স্বকীয়ঃ । যতপি পঞ্চদশ সামিধেনৌরষাহেতি বর্ষত্রয়সাধাববচনেনৈবায়ং পঞ্চঃ
প্রাপ্তস্তথাপি ত্রীচ-তুচা নত্যানেন বিশেষবচনেন নিত্যবাধপ্রাপ্তৌ বিকলার্থং পঞ্চদশেতি প্রতি-
শাসনো বিধীয়তে ॥

ঐ বরুণ ইত্যেতাং পরিধানীয়াঃ বিধন্তে—“ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিক্রিয়ঃ বৈ ত্রিষ্টুগিক্রিয়কামঃ
খলু বৈ বাজন্তো যজতে ত্রিষ্টুভৈবান্ম ইক্রিয়ঃ পরি গূহ্নতি” ইতি । ত্রিষ্টুভ ইক্রিয়ঃ সর্হোৎ-
পন্নতত্ত্বং স্বকীয়ক্রিয়রূপত্বম্ । রাজত্বং যুৎসুতাদিক্রিয়সামর্থ্যকামঃ ॥

রাজত্বস্ত নিত্যং পরিধানীয়াং বিধায় কামাঃ বিধন্তে—“যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্জসম্বিত
গায়ত্রীয়া পরি দধ্যাদ্ববর্জসং বৈ গায়ত্রী ব্রহ্মবর্জসম্বে ভবতি” ইতি । আজুহোত ছবস্ত-
তেতোষা গায়ত্রী । ভবসম্বিতুরিত্যত্র গায়ত্র্যা উপদেশেন ব্রহ্মবর্জসমিদ্ভ্যস্তত্ত্বং গায়ত্রীরূপত্বম্ ।

বৈশ্বং নিষিদ্ধাক্রিয়া বিধন্তে—“সপ্তদশানু ক্রয়াদ্রাজত্বং সপ্তদশো বৈ বৈশ্বঃ স্ব এবৈনচ স্তোত্র
প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । “সমিধামানো অধবরে” “সমিদ্ধো অগ্ন আহুত” ইত্যন্যোশ্বধ্যে
“পৃথুপাজা অমর্ত্যঃ” “তচ্চ লবানো যতক্রচঃ” ইত্যেতয়োক্তায়াঃ প্রাক্ষেপেণ সপ্তদশলংখা-
নিষ্পত্তঃ । প্রাক্ষেপতেতদ্ব্যদেশাৎ সপ্তদশস্তোমবৈশ্বয়োরুৎপন্নত্বাৎ সপ্তদশস্তোমস্তবীঃ ॥

বৈশ্বস্ত সমিধামানো অমৃতস্ত রাজসৌত্যেতাং পরিধানীয়াঃ বিধন্তে—“জগত্যা পরি দধ্যাক্সা-

গতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ খলু বৈ বৈশ্বো যজতে জগত্যৈবাত্মৈ পশুন পরি গৃহ্নাতি” ইতি ।
অগত্যানলকৃৎ পশুনাং জাগত্যম্ । বৈশ্বাশ্ব জীবদধ্যাদিষিক্রিয়ায় পশুকামত্বং প্রসিদ্ধম্ ॥

নৈমিত্তিকীং বিধায় কাম্যাং বিধতে—“একবিংশতিমহু ক্রিয়াং প্রতিষ্ঠাকামশ্চৈকবিংশ-
স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত্যে” ইতি । অত্র সংখ্যাপূরণং সম্প্রদায়বিস্তারবাক্যম্—একবিংশ-
ত্যাঙ্গি প্রণমায় উত্তরে বে ঈড়ে অগ্নিমত্যাদিকে । অথায় আরাহীত্যাঙ্গি । অথ আমরে
পুত্রাদিযোতি ত্রয়ত্বাৎ । অগ্নিমগ্নিমত্যোক্ত্যাদি । পুত্রপুত্র ইত্যাদি । অষ্টাচরিত্ত্যাদি । অথ আমরে
দাপত্যাদিষ্মি আগম যতব্যাঃ । একবিংশত্যাঙ্গি কাৰ্য্যেযু এতাসাং বথার্থমাগম ইতি ।
অত্রায়মর্থঃ—যদা সামবেদীযুক্তিপেক্ষিতঃ তদাঃপ্রাচারঃ প্র গো বাস ইত্যাদি উপরীড়ে
অগ্নিমিত্যাদিকং দ্বয়ং প্রক্ষেপীয়ম্ । তত উক্তমগ্ন আরাহীত্যাঙ্গিকং বথান্নাতং পঠিতম্ । তত্র
সমিধমানসমিধবতোষ্মাং আময় ইত্যাদিকা উদাহৃত্যঃ প্রক্ষেপণীয়াঃ । যাবতীনাং প্রক্ষেপেণ
সংখ্যা পূর্ণ্যতে তৎপ্রমাণাতীনাং প্রক্ষেপ ইতি । মোমাংসকাস্ত্র ধায়াসংজ্ঞকানামেব সমিধা-
মানসমিধবতোষ্মাং প্রক্ষেপঃ । ইতরাসাং ত্বস্তে প্রক্ষেপমাছঃ । তত্রাপি পরিধানীয়ায়া
উত্তমায়ঃ প্রাগেবেত্যং বিশেষো দৃষ্টব্যঃ । ত্রিযুৎপদশস্ত্রণানাং সংখ্যা চতুর্থ একবিংশ-
স্তোমেহস্তকৃত্তেতি স স্তোম ইতরেষাং স্তোমানাং প্রতিষ্ঠা ॥

ফলাস্তরায় বিধতে “চতুর্বিংশতিমহু ক্রিয়ায় ক্রবর্জসকাময়া চতুর্বিংশতাক্ষরা গায়ত্রী
গায়ত্রী ব্রহ্মবর্জসঃ গায়ত্রীযৈবাত্মৈ ব্রহ্মবর্জসমব রুকে” ইতি ॥

পুনরপি ফলাস্তরায় বিধতে—“ত্রিংশতমহু ক্রিয়ায় ক্রবর্জসকাময়া ত্রিংশতাক্ষরা বিবাত্তবি-
বাত্তবাত্তা অন্নাত্তমব রুকে” ইতি । দশাক্ষরৈঃ ত্রিঃ পাদৈর্দ্ব্যাক্ষরৈঃ ত্রিংশদক্ষরম্ । তচ্ছন্দো-
মুষ্ঠানেন্নাত্ত লভ্যত্বাচ্চ চন্দসোঃ সমম্ ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধতে—“দ্বাত্রিংশতমহু ক্রিয়াং প্রতিষ্ঠাকাময়া দ্বাত্রিংশতাক্ষরাহমু-
ষ্টগমুষ্টপ্ছন্দসাং প্রতিষ্ঠা প্রাতিষ্ঠিত্যে” ইতি । অত্র বায়া অমুষ্টগতি শ্রবণাঙ্গাপসমমুষ্টভঃ ।
বাচি সর্বেষাং চন্দসামস্তর্ভাবাদমুষ্টবিতরচন্দসাং প্রতিষ্ঠা ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধতে—“ষট্‌ত্রিংশতমহু ক্রিয়াং পশুকাময়া ষট্‌ত্রিংশতাক্ষরা বৃহতী বার্বীতাঃ
পশবো বৃহত্যৈবাত্মৈ পশুনব রুকে” ইতি । পশুনাং বৃহতীচন্দসোঃ মুষ্ঠানেন লভ্যত্বাবাহীত্বম্ ॥

ফলাস্তরায় বিধতে—“চতুশ্চরিত্তমহু ক্রিয়ায় দ্বিগুণাক্ষরায় চতুশ্চরিত্তমহু ক্রিয়ায় ত্রিগুণ-
াক্ষরায় ত্রিগুণ ত্রিগুণৈবাত্মা ইন্দ্রিয়মব রুকে” ইতি ॥

পুনঃ ফলাস্তরায় বিধতে—“অষ্টাচরিত্তমহু ক্রিয়াং পশুকাময়া ষট্‌ত্রিংশতাক্ষরা জগতী
জাগত্যাঃ পশবো জগত্যৈবাত্মৈ পশুনব রুকে” ইতি ॥

সোমযাজ্ঞমধিকৃত্য বিধতে—“সর্বাণি চন্দাঃশ্রম ক্রিয়ায় চন্দাঃশ্রমযাজ্ঞিনঃ সর্বাণি বা এতশ্চ
চন্দাঃশ্রমযাজ্ঞিনঃ বা বহুযাজ্ঞী” ইতি । বহুভিক্তীকণীয়াদিভিরষ্টিত্রয়ীযোমীয়াদিপশুভিরৈজ-
বায়বাদিগ্রহৈশ্চ যজ্ঞ ইতি বহুযাজ্ঞী । এতশ্চ বহুযাজ্ঞিনঃ সননয়ে গায়ত্রাক্ষরমুষ্টগমুষ্টভগতী-
রূপাণি সর্বাণি চন্দাঃশ্রমযাজ্ঞিনঃ ভবন্তি । তত্রাং সোমযাজ্ঞী যদা দর্শপূর্ণ্যাসাবতুতিষ্ঠতি তদা
তশ্চ ত্রাণি চন্দাঃশ্রমযাজ্ঞিনঃ । “সমিধমানঃ প্রথমেহমু ধর্মঃ” ইত্যোষা টিষ্টপ্ । “ত্বমে প্র
দিব জাহ্নতং ঘৃণে” ইত্যোষা জগতী । এতচ্চতয়ং সমিধবত্যাঃ পূর্বং পঠনীয়ম্ ॥

তত্ত্ব সোমযাজিনী১৭ চুচানিত্যবাক্যে২৪ চাচারি১৭ শতমন্ত্রজ্ঞানিত্যক্তে যঃ সংখ্যাবিশেষতঃ
স্বৈচ্ছৈব নিয়মিকা, ন তু বাচনিকো নিয়মোহন্তীত্যেতদ্বিধে—“অপরমিতমন্ত্র জ্ঞানপরমিত
তাবকচ্যে” ইতি ॥ অপরমিততাদিকন্ত কলতৈত্যর্থঃ ॥

অত্র যৌমাংসা।

তৃতীয়াধ্যায়ত্ব বর্ষণাদে চিন্তিতম্—“সামিধেনীঃ সপ্তদশ প্রকৃতৌ বিকৃতাবুত। পূর্ববৎ
প্রকৃতৌ পাকদন্তেনৈতদ্বিকল্পতে ॥ বিকৃতৌ সাপ্তদশং জ্ঞাৎ প্রকৃতৌ প্রক্ৰিয়াবলাৎ। পাক-
দশাবকদ্ব্যাদ্যাকান্ত্যায় নিবৃত্তিতঃ ॥” অনারভ্য ক্ষরতে—“সপ্তদশ সামিধেনীরহুজ্ঞাৎ”
ইতি। প্র বা বাজা অভিজ্ঞং ইত্যাজ্ঞা অগ্নিসমিধনার্থা অচং সামিধেজঃ। তাসাং সাপ্তদশ
পূর্বজ্ঞায়েন প্রকৃতিগতম্। যদি প্রকৃতৌ পকদশ সামিধেনীরহাংহেতি বিধিঃ তাত্ত্বি পাক-
দশং সাপ্তদশং চ বিকল্পেভ্যামিতি প্রাপ্তে জ্ঞমঃ—বিকৃতাবেব সাপ্তদশং নিবিশতে।
প্রকৃতৌ পাকদন্তেনাবকদ্ব্যাদ্য সামিধেনীনাং সংখ্যাকান্ত্যায় অবতাবৎ। নচ পাকদশসাপ্ত-
দশয়োঃ সমানবলত্বাদংরোধাতাব ইতি শব্দনীরম্। পাকদন্তে প্রকরণাহুগ্রহস্তানকত্বাৎ।
তস্মাদিত্রিবিদ্যাদ্বয়কল্পাদিবিকৃতৌ সাপ্তদশমবতিষ্ঠতে। ন চাত্র পূর্বজ্ঞাংহেতি। সাপ্তদশত্ব
চৌদকপ্রাপ্ত্যভাবেন পুনর্বিধানদোষাতাবৎ ॥

তত্রৈবাজ্ঞচিন্তিতম্—“সাপ্তদশং তু বৈশ্বত্ববিকৃতৌ প্রকৃতাবুত। পূর্ববচ্চেন সঙ্কোচান্নিতো
নৈমিত্তিকোক্তিতঃ ॥ গোদোহনেন প্রণয়েৎ কামীত্যেতদ্বাহরৎ। ভাস্তাকরত্বপদ্যন্ত জ্ঞায়ত্ব
সমত্বতঃ ॥” সপ্তদশাহুজ্ঞাৎবৈশ্বত্বেনৈতি বিহিতং বৈশ্বনিমিত্তঃ সাপ্তদশং পূর্বজ্ঞায়েন বিকৃতিগামীতি
চেনৈবম্। নৈমিত্তিকেনানেন বচনেন প্রকৃতিগতত্ব নিত্যত্ব পাকদশত্ব বৈশ্বব্যতিরিক্ত
বিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ। নিত্যং সামান্তরূপতয়া সাবকাশ্যেন চ দুর্কলং, নৈমিত্তিকং তু
বিশেষরূপত্বনিববকাশ্যত্বাৎ প্রবলম্। তস্মাদ্বৈশ্বনিমিত্তকং সাপ্তদশং প্রকৃতাববতিষ্ঠতে। অত্র
ভাস্তাকোহুগ্রহজ্ঞাহার—“চমসেনাপঃ প্রণয়েৎগোদোহনেন পশুকামত্ব” ইতি। তত্র প্রকৃতে-
শ্চমসেনাবকদ্ব্যাদ্যোগোহনং বিকৃত্যবিত্তি পূর্বঃ পক্ষঃ। কামনানিমিত্তকেন গোদোহনেন
নিত্যত্ব চমদশ নিকামবিষয়তয়া সঙ্কোচনীয়ত্বাৎ প্রকৃতাবেব গোদোহনমিতি সিদ্ধান্তঃ ॥

দশমাধ্যায়ত্বাষ্টমপাদে চিন্তিতম্—“সামিধেনীসাপ্তদশং বৈমুখাদাবপূর্বকীঃ। সংসৃতির্গোপ-
কারত্ব কৃষ্টাংহেজ্ঞাভ্যাজ্যভাগবৎ ॥ সামিধেজ্ঞশ্চৌদকাপ্তাঃ সাপ্তদশং তু বৈমুখে। পুনর্কাকোন
সংহার্যমনারভ্যোক্তিতোমিতম্ ॥” অনারভ্য কিঞ্চিদান্নারভে—“সপ্তদশ সামিধেনীরহুজ্ঞাৎ”
ইতি। তথা বৈমুখেহধ্বরকদ্ব্যাদ্য পশৌ মিত্রবিন্দারামাগ্রগেষ্ট্যানৌ চ পুনঃ সাপ্তদশং বিহিতম্।
ষষ্ঠ্যাদারভ্যাধীনানাং প্রকৃতিগামিধং জ্ঞায়াং তথাপি ত্রুতেন পাকদন্তেনাবকদ্ব্যাদ্যবিকৃতি-
তন্নবিশতে। তথা সতি বৈমুখাদিবিকৃতিজন্যভাবাদপ্রাপ্তাঃ সপ্তদশ সামিধেজঃ প্রাকরণিকেন
বিধিনা পুনর্কীয়মানা গৃহ্মেধীযাজ্যভাগবৎ কৃষ্টোপকারকত্বেনৈতিকর্তব্যতাকান্ত্যায়
প্রয়ন্ত্যশ্চৌদকং জোপয়ন্ত্যো বৈমুখাদেবপূর্বকর্তব্যং গময়তি। সাপ্তদশং ত্বনারভ্যবাদপ্রাপ্ত-
মন্তত ইতি প্রাপ্তে জ্ঞমঃ—বৈমুখাদিষু সামিধেজ্ঞ আভ্যভাগবন্ন বিধীয়তে, কিং তু চৌদক-
প্রাপ্ত্যায় অন্তত্ব সাপ্তদশং বিধীয়তে। তত্র সাপ্তদশং বৈমুখাদিপ্রাকরণেদ্বারাভৈর্কিঞ্চিতিঃ
কাহচিদের বিকৃতিষু প্রাপ্তম্। অনারভ্যাবদেন তু সর্কান্ন বিকৃতিষু। তদানারভ্যাবাদো

বিলম্বতে । প্রথমং বিধেয়শ্চ সাপ্তদশশ্চ সামিধেনীসধক্ৰমববোধ্য তৎসধক্ৰাতথামুপপত্ত্যা ক্রতুসধক্ৰং পরিকল্প্য প্রকৃতৌ পাক্ষদগ্ৰপরাহ তন্মেন বিকৃতিষু সর্কাস্থ প্রবেশঃ ক্রিয়ত ইতি বিলম্বঃ । প্রাক্র-
ণ্টৈকীর্কিধিভিঃ সামিধেনীসধক্ৰ এব বোধনীয়ঃ । ক্রতৌ তদ্বিশেষে চ প্রবেশো ন বোধনীয়ঃ,
প্রত্যক্ষপ্রকরণেনৈব তৎসিদ্ধেঃ । তত্র সাপ্তদশশ্চ বৈমৃধাদিবিকৃতিবিশেষসধক্ৰে সহসা প্রতিপদ্যে
সতি তদ্বিরোধী বিকৃতিঃ স্বাক্ষা ন কল্পয়িতুং শক্যঃ । অনারভ্যাবাদস্ত বৈমৃধাদিষু প্রাপ্তস্ত
নিত্যামুবাদেহস্ত । যদ্বা প্রকরণবিধিক্রৈমৃধাদিষু সাপ্তদশশ্চ প্রাপকঃ । অনারভ্যাবাদস্ত চোদক-
প্রাপ্তস্ত পাক্ষদগ্ৰস্ত বাধকঃ । সর্কাস্থাপি চতুর্দ্ধাকরণব্জপসংহারো ন স্বাক্ষ্যভাগবদপূর্কং কৰ্ম ।

তত্রৈব পঞ্চমপাদে চিন্তিতম্—“সামিধেনীবিবৃদ্ধৌ কিমাগমোহভ্যস্ত ঠামুত । আগমঃ
পূর্কত্রৈম্বেবমভ্যাসপ্রকৃতভূতঃ ॥ তত্রাপ্যাত্তস্তয়োৰ্যাবৎ পূর্ঠাভ্যাসো যথাক্তি বা । অভ্যাস্তাহগমতঃ
পূর্ঠিঃ পূরণার্থভূতোহগ্রিমঃ ॥ ত্রিঃ ন পূরণায়েত্তমত্ৰণাহপ্যত্র পূরণং । বিবক্ষিতমবাধিত্বা
তবেৎ পূরণমাগমাৎ ॥” দর্শপূর্ণমাস্রোঃ পঞ্চদশ সামিধেনীকিধায় কাম্যা তদ্বিকৃতিকিধীয়তে—
“একবিংশতিমমুক্রয়ং প্রতিষ্ঠাকামশ্চ” ইত্যাদিনা । যথা বহিষ্পবমান ঋগাগমস্তথাহত্রাপীতি
প্রাপ্তে ক্রমঃ—একাদশভিঃ পঠিতাভিঃ পঞ্চদশসংখ্যায়্য অপূর্ঠাবৃগস্তুরাগমনেন তৎপূরণং ন
কৃতং, কিং তু তৎপূরণায়্যভ্যাসো বিহিতঃ—“ত্রিঃ প্রথমামবাহ ত্রিকৃতম্” ইতি । অতঃ
কাম্যানামপ্যভ্যাসেন পূরণং যুক্তম্ । অভ্যাসপক্ষেহপি যাবৎকৃত্বোহভ্যাসে সত্যেকবিংশতিসংখ্যা
পূর্ণ্যতে তাবৎকৃত্বঃ প্রথমোক্তমে অভ্যাসনীয়ৈ । কুতঃ । বিহিতস্ত ত্রিভ্যাসস্ত পূরণার্থদর্শনাত্ ।
মৈবম্ ন চি ত্রিঃ পূরণার্থং বিহিতম্ । প্রথমায়্য দ্বিভ্যাসেনৈভিমায়াশ্চতুরভ্যাসেন
পঞ্চদশসংখ্যাপূরণং । অতো বিবক্ষিতং ত্রিঃ । তথা সতি তদবধায় প্রথমোক্তমে ত্রিভ্যাস্ত
ষষ্ট্যাম্চামাগমে নৈকবিংশতিসংখ্যা পূরণায় ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতৈশ্চান্দ্রবীর্যৈ বৈদ্যার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে দ্বিতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোহমুদ্রাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

একাদশং মন্ত্রঃ ।

(দ্বিতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহমুদ্রাকঃ) ।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচানাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ ব্যয়তে

দেবলক্ষ্মণেব তং কুরুতে তিষ্ঠন্নগ্নাহ তিষ্ঠন্ হ্যশ্রুততরং বদতি

তিষ্ঠন্নগ্নাহ স্ববর্গস্ত লোকস্তাভিজিত্য আদীনো যজত্যশ্বিনেব

লোকে প্রতি তিষ্ঠতি যৎ ক্রৌঞ্চমদ্বাহাহরং তদ্যশ্রুং মানুষং .
 তদ্যদন্তরা তৎসদেবমন্তরাহনুচ্যৎ সদেবত্বায় বিদ্বাৎসো বৈ পুরা
 হোতারেহভূবন্তস্মাধিষ্ঠতা অধ্বানোহভূবন্ত পশ্বানঃ সমরুক্ষমন্ত-
 র্বেগম্যঃ পাদো ভবতি বহির্বেগনোহথাষ্মাহাবনাং বিধুতৈ
 পথামসৎরোহায়াথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রুক্ষেহথো পরিমিতং
 চৈবাপরিমিতং চাব রুক্ষেহথো গ্রাম্যাৎশ্চৈব পশুনারণ্যাৎশ্চাব
 রুক্ষেহথো দেবলোকং চৈব মনুষ্যলোকং চাভি জয়তি দেবা বৈ
 সামিধেনীরনুচ্য যজ্ঞং নান্নপশ্যন্তংস প্রজাপতিন্তু যীমাবারমাহ বারয়ন্তে
 বৈ দেবা যজ্ঞমঙ্গপশ্যন্তু যীমাবারমাঘারয়তি যজ্ঞস্থানুখ্যাত্য অথো
 সামিধেনীরেবাভ্যনন্ত্যলুকা ভবতি য এবং বেদাথো তর্পয়ন্ত্যে-
 বৈনাস্তুপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ য এবং বেদ যদেকয়াহবারয়েদেকাং
 শ্রীণীয়াতুদ্বাভ্যাং য়ে শ্রীণীয়াতুস্তিস্তিরতি তদ্রেচয়েগ্নসাহবার-

যতি মনসা হনাপ্তমাপ্যতে তিৰ্য্যকমা ঘারয়ত্যচ্ছষ্টকারণ বাক্ চ
 মনশ্চাহর্ন্তীয়েতামহং দেবেভ্যো হব্যং বহামীতি বগব্রবীদহং
 দেবেভ্য ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিং প্রশ্নমৈতাদ্য সোহব্রবীৎ
 প্রজাপতির্দৃতীরেব ত্বং মনসোসি যন্ধি মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা
 বদতীতি তৎ খলু তুভ্যং ন বাচা জুহবমিত্যব্রবীতশ্বান্মনসা
 প্রজাপত্যে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাপ্তৈশ্চ
 পরিধীনৎসং মাষ্ট্রি পুনাত্যেবৈনান্ ত্রির্শধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ
 প্রাণানেবাতি জয়তি ত্রির্দক্ষিণাক্ষ্যং ত্রয়ঃ ইমে লোকা ইমানেষ
 লোকানতি জয়তি ত্রিৰুত্তরাক্ষ্যং ত্রয়ো বৈ দেবানাঃ পশ্বানস্তানে-
 বাতি জয়তি ত্রিৰূপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকা-
 নেবাতি জয়তি দ্বাদশ সং পতন্তে দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরঃ সম্বৎ-
 সরমেব প্রীণাত্যথো সম্বৎসরমেবান্মা উপ দধাতি স্তবর্গস্ত

লোকস্য সমষ্ট্যা আবারমা ঘারয়তি তির ইব বৈ জ্বর্গো লোকঃ

জ্বর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়ত্যজুমা ঘারয়ত্যজুরিব হি

প্রাণঃ সন্ততমা ঘারয়তি প্রাণানামন্নাস্ত্য সন্তত্যা অথো রক্ষসাম-

পহতৈ যং কাময়েত প্রমায়ুকঃ স্ত্যাদিতি জিহ্বাং তস্তাহ্বারয়েৎ

প্রাণমেবাস্মাজ্জিহ্বাং নয়তি তাজ্জক্ প্র মীয়তে শিরো বা ঐত-

দুজ্জস্য যদাবার আত্মা প্রবা আঘারমাষার্য্যং প্রবাৎ সমনস্ত্যা-

অন্নৈব যজ্ঞস্য শিরঃ প্রতি দধাত্যমির্দেবানাং দূত আসীদৈবোহ-

জ্বরাণাং তৌ প্রজাপতিং প্রম্নমৈতাৎ স প্রজাপতির্ব্রাহ্মণমব্রবী-

দেতবি ব্রহ্মীত্যা আবয়েতীদং দেবাঃ শৃণুতেতি বাব তদব্রবী-

দমির্দেবো হোতেতি য এব দেবানাং তমব্রূণীত ততো দেবাঃ

অতবন্ পরাহজ্বরা যশ্চৈবং বিদ্ববঃ এবরং এব্রূণতে ভবত্যান্ননা

পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো ভবতি যদ্ব্রাহ্মণশ্চাব্রাহ্মণশ্চ প্রম্নমেয়াতাং

ব্রাহ্মণায়াধি ক্রয়াগ্ধ্রা ক্রপায়াধ্যাহ্ননেহধ্যাহ ষ্ঠাক্ষণং পরাহাহ-

আনং পরাহহ তস্মাদ্রাক্ষণে ন পরোচ্যঃ ॥ ১১ ॥

পদ-পাঠঃ।

নিবীতমিতি নি-বীতম্। মহুষ্ঠাণাম্। প্রাচীনাবীতমিতি প্রাচীন-আবীতম্।

পিতৃণাম্। উপনীতমিভূপ-বীতম্। দেবানাম্। উপেতি। ব্যস্মতে। দেব-

লক্ষ্মিতি দেব-লক্ষ্মম্। এব। তৎ। কুরুতে। তিষ্ঠন্। অস্বিতি। আহ।

তিষ্ঠন্। হি। আশ্রিততরমিত্যাশ্রত-তরম্। বদতি। তিষ্ঠন্। অস্বিতি।

আহ। সুবর্গন্তেতি সুবঃ-গন্ত। লোকন্ত। অভিন্নিত্যা ঈত্যভি-জিঠৈঃ।

আদীনঃ। যজতি। অস্বিন্। এব। লোকে। প্রজীতি। তিষ্ঠতি।

যৎ। ক্রৌঞ্চম্। অর্ঘ্যহেতাহু-আহ। আহ্নরম্। তৎ। যৎ। মন্ত্রম্।

মাহুযম্। তৎ। যৎ। অন্তরা। তৎ। সন্দেবমিতি স-দেবম্। অন্তরা।

অনুচ্যমিত্যহু-উচ্যম্। সন্দেববারেতি সন্দেব-দ্বায়। বিদ্যাসঃ।

বৈ। পুরা। সোতারঃ। অভুবন্। জন্মাং। বিধুতা। ইতি বি—ধুতাঃ।

অধ্বানঃ। অভুবন্। ন। পহানঃ। সমিতি। অকক্ষন। অস্তর্বেদীত্যন্তঃ

-বেদি। অন্তঃ। পাদঃ। ভবতি। বহির্বেদীতি বহিঃ—বেদি। অন্তঃ।

অথ। অধ্বিতি। অহ। অধ্বনাম্। বিধুতা। ইতি বি—ধুত্যা। পথাম্।

অস। রোহায়েত্যসং—রোহায়। অথো ইতি। ভূতম্। চ। এব। ভবিষ্যৎ।

চ। অবৈতি। রুদ্ধে। অথো ইতি। পরিমিতমিতি পরি—মিতম্। চ।

এব। অপরিমিতমিত্যপরি—মিতম্। চ। অবৈতি। রুদ্ধে। অথো ইতি।

গ্রাহ্যান্। চ। এব। পশূন্। আরহ্যান্। চ অবৈতি। রুদ্ধে। অথো

ইতি। দেবলোকমিতি দেব—লোকম্। চ। এব। মনুষ্যলোকমিতি মনুষ্য

—লোকম্। চ। অভীতি। জয়তি। দেবাঃ। বৈ। সামিধেনীরিতি নাম্

—ইধেনীঃ। অনুচ্যেত্যম্—উচ্য। যজ্ঞম্। ন। অধ্বিতি। অপশ্বন্। সঃ।

প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ। তুষ্টীম্। আধারমিত্যা—বারম্। এতি।

অধারৱৎ । ততঃ । বৈ । দেবাঃ । যজ্ঞম্ । অধিতি । অপভ্রন্ । ১৭ ।
 তুক্ষীম্ । আধারমিত্যা । ধারম্ । আধারৱতীত্যা—ধারৱতি । যজ্ঞত্ । অহুখ্যাত্যা
 ইত্যহু—খ্যাত্যা । অথো । ইতি । সামিধেনীরিতি সাম্—ইধেনীঃ । এব ।
 অতীতি । অনক্তি । অলুকঃ । ভবতি । যঃ । এবম্ । বেদ । অথো
 ইতি । তর্পয়তি । এব । এনাঃ । তৃপ্যতি । প্রজয়েতি প্র—জয় । পত্ ।
 তিরিতি পত্—তিঃ । যঃ । এবম্ । বেদ । ১৮ । একম্ । আধারৱেনিত্যা
 —ধারৱেৎ । একাম্ । প্রীণীয়াৎ । ১৯ । ষাত্যাম্ । যে ইতি । প্রীণীয়াৎ ।
 ২০ । তিস্তিরিতি তিস্ত্—তিঃ । অতীতি । তৎ । রেচয়েৎ । মনসা ।
 এতি । ধারৱতি । মনসা । হি । অনাপ্তম্ । আপ্যতে । তিষ্ঠাকম্ ।
 এতি । ধারৱতি । অহুযট্কারমিত্যহুযট্—কারম্ । বাক্ । চ । মনঃ । চ ।
 আর্ত্তীয়েতাম্ । অহম্ । দেবেভ্যঃ । হবাম্ । বহামি । ইতি । বাক্ ।
 অত্রবীৎ । অহম্ । দেবেভ্যঃ । ইতি । মনঃ । তো । প্রজাপতিমিতি

প্রজা—পতিম্ । প্রসম্ । ঐতাম্ । সঃ । অত্রবীৎ । প্রজাপতিরিত্তি প্রজা—

পতিঃ । হুতীঃ । এব । স্বম্ । মনসঃ । অসি । যৎ । হি । মনসা ।

স্বাধতি । তৎ । বাচ । বদতি । ইতি । তৎ । খলু । তৃত্যম্ । ন ।

বাচ । জুহবন্ । ইতি । অত্রবীৎ । তন্মাতং । মনসা । প্রজাপতর ইতি

প্রজা—পতর । জুহতি । মনঃ । ইব । হি । প্রজাপতিরিত্তি প্রজা—

পতিঃ । প্রজাপতেরিত্তি প্রজা—পতেঃ । আশ্রিত্য । পরিবীনিত্তি পরি—ধীন ।

সমিতি । মাষ্ট্রি । পূনতি । এব । এনান্ । ত্রিঃ । মধ্যমম্ । ত্রয়ঃ । বৈ ।

প্রাণ ইতি প্র—অনাঃ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ । এব । অভীতি । জয়তি ।

ত্রিঃ । দক্ষিণাঙ্কামিতি দক্ষিণ—অঙ্কাম্ । ত্রয়ঃ । ইমে । লোকঃ । ইমান্ ।

এব । লোকান্ । অভীতি । জয়তি । ত্রিঃ । উত্তরাঙ্কামিত্যুত্তর—অঙ্কাম্ ।

ত্রয়ঃ । বৈ । দেবযান ইতি দেব—যানঃ । পহানঃ । তান্ । এব ।

অভীতি । জয়তি । ত্রিঃ । উপেতি । বাজয়তি । ত্রয়ঃ । বৈ । দেবলোক

ইতি দেব-লোকাঃ । দেবলোকানি দেব-লোকান্ । এব । অগীতি ।

অয়তি । দ্বাদশ । সমিতি । পঞ্চস্তে । দ্বাদশ । মাসাঃ । সপ্তংসর ইতি সং

—বৎসরঃ । সপ্তংসরমিতি সং—বৎসরম্ । এব । প্রীয়তি । অথো ইতি ।

সপ্তংসবমিতি সং—বৎসরম্ । এব । অগ্নৈ । উপেতি । দধতি । সুবর্ণ-

তেতি সুবঃ—গন্ত । লোকন্ত । সনষ্ট্যা ইতি সম্—অষ্ট্যে । আঘারমিত্যা-

ঘারম্ । এতি । ঘারয়তি । তিরঃ । ইব । বৈ । সুবর্ণ ইতি সুবঃ-

গঃ । লোকঃ । সুবর্ণমিতি সুবঃ—গন্ । এব । অগ্নৈ । লোকম্ । প্রেতি ।

রোচয়তি । ঋজুম্ । এতি । ঘারয়তি । ঋজুঃ । ইব । হি । প্রাপ ইতি প্র-

অনঃ । সন্ততমিতি সং—ততম্ । এতি । ঘারয়তি । প্রাণানামিতি প্র-

অনানাম্ । অন্নাত্তে তন্ন-অণ্য । সন্তত্যা ইতি সং—ততৌ । অথো

ইতি । রক্ষসাম্ । অপহত্যা ইত্যপ—হত্যা । যম্ । কাময়েত । প্রমায়ুক

ইতি প্রে—মায়ুকঃ । দ্যাং । ইতি । জিহম্ । তদ্য । এতি । ঘারয়েৎ ।

প্রাণমিতি প্র—অম্। এব। অস্মাৎ। জিহ্ম। নমতি। তাজ্জ।

প্রোতি। মীয়তে। শিরঃ। বৈ। এতৎ। যজ্ঞস্ত। যৎ। আঘার ইত্য।

—বারঃ। আত্মা। এব। আবারমিত্যা—বারম্। আবার্যোত্যা—বার্য।

ক্র্যাম্। সমিতি। অনক্তি। আত্মন্। এব। যজ্ঞস্ত। শিরঃ। প্রতীতি।

দধাতি। অগ্নিঃ। দেবানাম্। দূতঃ। আসীৎ। দৈবঃ। অহুরাম্।

ভৌ। প্রজাপতিমিতি প্রজা—পতিম্। প্রসম্। ঐতাম্। সম্। প্রজাপতি-

য়িত প্রজা—পতিঃ। ব্রাহ্মণম্। অত্রগীৎ। এতৎ। বাতি। ক্রহি। ইতি।

এতি। প্রবয়। ইতি। ইদম্। দেবঃ। শৃণুত। ইতি। বাব। তৎ।

অত্রগীৎ। অগ্নিঃ। দেবঃ। হোত। ইতি। যঃ। এব। দেবানাম্।

তম্। অত্রগীত। ততঃ। দেবঃ। অত্রবন্। পনোতি। অহুরাঃ। যস্য।

এবম্। বিগ্ধঃ। প্রববমিতি প্র—ববম্। প্রবৃণত ইতি প্র—বৃণতে।

ভবতি। আত্মনা। পনোতি। অস্মাৎ। ক্রতুবাঃ। ভবতি। যৎ। ব্রাহ্মণঃ।

চ। অত্রাক্ষণঃ। চ। প্রস্নম্। এয়াতামিত্যা—ইক্ষাতাম্। ব্রাহ্মণায়।

অধীতি। ব্রাহ্মণঃ। যৎ। ব্রাহ্মণায়। অধ্যাহেত্যধি—আহ। আত্মনে।

অধীতি। আহ। যৎ। ব্রাহ্মণম্। পরাচ্চেতি পরা—আহ। আত্মনাম্।

পরেতি। আহ। তস্মাৎ। ব্রাহ্মণঃ। ন। পরোচ্য। ইতি পরা—উচ্যঃ ॥ ১১ ॥

* . *

মন্ত্রভাণ্ড্যং (সাংগণ্যচাৰ্য্য কৃতং) ।

নৈমিত্তিক্যঃ সামিধেজ্ঞাঃ কাম্যাশ্চ দশমে শ্রুতাঃ ॥ অধিকাদশ সামিধেনীষু হোতুর্নিয়ম-
মিশেবোহম্বগোয়াদ্যাবিশেষশ্চাতিথায়তে ;

তত্রাহদৌ ভাবজাগকর্তৃণামুপবীতঃ বিনাভুং প্রস্তুতি—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং
পিতৃণামুপবীতং দেবানাম্” ইতি। যত্রোভাবপি বাহু হৃগভূতো সন্তৌ ব্রহ্মহুত্রেণ বস্ত্রেণ বা
বীয়েতে সম্বৃত্বাচ্ছাদিতৌ ক্রিয়তে তন্নীতম্। তচ্চ মনুষ্যাণাং কাথ্যেযু প্রশস্তম্। তস্মাদ-
যিতপণঃ নিবীতযুক্তৈঃ পুরুষৈবস্তুষ্ঠীয়তে। প্রাচীনো দক্ষিণো বাহুরাবীয়েতেহধস্তাৎ ক্রিয়তে যত্র
তৎপ্রাচীনাবীতম্। তচ্চ পিতৃণাং কক্ষণি প্রশস্তম্। অত এব শিষ্টাঃ প্রাচীনাবীতযুক্তাঃ
পিতৃদানং কুর্ক্সন্তীতি। উপবীতস্ত লক্ষণং স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণে সমান্নাতম্—“দক্ষিণং বাহুযুক্তরতেহ-
বধন্তে সম্যমিতি যজ্ঞোপবীতম্” ইতি। তচ্চ দেবানাং কক্ষণি প্রশস্তম্। অত এব শিষ্টাঃ
স্বাধ্যায়াদিকং তথৈবাহচরন্তি ॥

ইদানীং বিধন্তে—“উপ বায়তে দেবলক্ষ্মণেব তৎ কুরুতে” ইতি। ভন্তেনোপবীতেন
দেবলক্ষ্মণেব দেবচিহ্নমেব কৃতং ভবতি ॥

যাগকর্তৃণামুপবীতং বিধায় হোতুঃ সামিধেজ্ঞাশ্চবচনকালে স্থিতিং বিধন্তে—“তিষ্ঠন্নবাহ-
তিষ্ঠন্ হ্যাশ্রততরং বদতি” ইতি। আসীনো নামুক্রয়াৎ কিং তু তিষ্ঠন্নব ক্রয়াৎ। তস্মান্তিষ্ঠ-
ন্নবাহু আ সমস্তাদতিশয়েন শ্রুৎং যথা ভবতি তথা বাদভুং প্রভবতি। তস্মান্তিষ্ঠন্নবাহুক্রয়াৎ ॥

তদেবানুগ প্রশংসতি—“তিষ্ঠন্নবাহু স্ববর্গস্ত লোকত্ৰাভিজিত্যে” ইতি। আসনানুশ্চিতস্ত
প্রত্যাপন্নঃ স্বর্গঃ। তস্মান্ত্ৰাভিজিত্যে সম্প্রদাত ॥

যাজ্ঞ্যকাল উপবেশনং বিধন্তে—“আসীনো যজতাস্মিন্নেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি” ইতি।
যজতি যাজ্ঞ্যাং পঠেদিত্যর্থঃ। আসীনস্ত চলনাবাদত্র প্রতিষ্ঠা ॥

অতুচ্চধনিমতিনীচধনিঃ চাপবদমধ্যমধনিঃ বিধন্তে—“যৎ ক্রোধঃস্বাহাহস্মঃ তদমম্মঃ
মামুঃ তদন্তরা তৎসদেবমন্তরাহন্যৎ সদেবহায়” ইতি। যথা ক্রোধাখ্যঃ পক্ষিঃশেষ

উচ্চধ্বনিং করোতি তৎসদৃশে সত্যাসুরং ভবেৎ । মন্যাস্তু পবিত্র মন্ত্রস্বরেণ সন্ত্যযন্তে ॥
অন্তঃ সৌহিপি বর্জ্যঃ । মধ্যমধ্বনদেবপ্রিয়স্বাস্ত্রৈনাস্ত্রবচনং কাৰ্য্যম ॥

অপরং কথিষিষ্যে নিধন্তে—“বিদ্যা৩ সো বৈ পুবা হোতাৰোহভু৩স্ত্যাদিধ্বতা অধ্বানোহ-
ভুবন পশ্চানঃ সমরম্বল্লন্তর্কেতুঃ পাদো ভবতি বহির্কেতুঃছোহপাধ্যাহবনাং নিধন্তো পধ্যমস৩-
রোহাঃ” ইতি । মূঢ়ঃ কশ্চিদ্ধোতা বোদেৰ্হৈরেব পাদদ্বয়মস্থাপ্যাক্রুতে, তন্ত পাদদ্বয়স্থাপ-
নামার্গঃ সঙ্কীর্ণো ভবতি । অপরন্তু মূঢ়ঃ পাদদ্বয়ং বেদিস্থা এব প্রাক্ষিপ্যাক্রুতে । স তু মার্গঃ
ন জানাতি, তদিতং দোষদ্বয়ং বিদ্যাংসঃ কেচিৎ কুশলাঃ পুবা যজ্ঞস্য হোতারোহভুবন । তে চ
দক্ষিণং পাদং বহিন্ প্রাক্ষিপন্তি । তেন তেমানধ্বানো বিস্তীর্ণত্বেন ধ্বতা ভবন্তি । বামপাদমকন
প্রাক্ষিপন্তি কিং তু বহিরেব স্থাপয়ন্তি । তেন বহিঃস্থাপনেন পশ্চানস্ত্যাদিধ্বয়ঃ পুরুষান্নৈব সমকলন্
সংরোহং ন কৃতবন্তঃ । অতো মার্গোহুত চ গচ্ছতীতোতাদশো মার্গভ্রংশা মার্গকৃতঃ
সংরোহঃ । সৌহপ্যেযং নাহসৌ । তস্মাৎ পুরাতনবিদ্যাংস ইবারমপি দক্ষিণং পাদং বেদেরন্তুঃ
প্রাক্ষিপেৎ । বামপাদং বহিঃ প্রাক্ষিপেৎ । ততোহমুদ্রয়াৎ । এতং চ সত্যধ্বনাং বিস্তীর্ণত্বেন
ধারণং ভবতি । পত্নিবিষয়ে সমোহস্চ ন ভবতি ॥

পরম্পরাবলক্ষণং পাদবিজ্ঞানং বচসা প্রশংসতি—“অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাব রুক্ষেহধো
পরিমিতং চৈবাপরিমিতং চাব রুক্ষেহথো গ্রাম্যা৩ চৈব পশুনীরণা৩ শুচাব রুক্ষেহথো দেবলোকং
চৈব মনুজলোকং চাভি জয়তি” ইতি । চতুষ্পৈতেষু পর্য্যায়েষু প্রথমনাস্তুঃপাদপ্রশংসা
দ্বিতীয়েন বহিষ্পাদপ্রশংসতি দ্রষ্টব্যম্ ॥

তদেবং সামিধেনীষু বিশেষনিয়ম হোত্রাঃ সমাপিকাঃ । তথাহধ্বগাব্যসৌবাঘারং বিধন্তে—
“দেবা বৈ সামিধেনীরনুচা যজ্ঞঃ নাষপশ্নংস প্রজাপতিস্তৃক্ষীমাঘারমাহবারয়ন্তো বৈ দেবা
যজ্ঞমধপশ্নন্তুক্ষীমাঘারমাঘারয়তি যজ্ঞস্ত্যামুখ্যাটো” ইতি । পূর্বে দেবাঃ সামিধেনীরনুচা
তত্রতোষু নিরম্ববিশেষেষু ব্যাপৃতমনস্কাঃ সন্ত উপরি-নযজ্ঞগতং কর্তব্যবিশেষং কক্ষিদপি নৈব
স্মতবন্তঃ । ততঃ প্রজাপতির্ম্বগ্নং কমপ্যকুচাৰ্য্য তৃক্ষীমেব ঋজুমাঘারমকুষ্ঠিতবান্ । তাবতা
কালেন দেবাঃ সামিধেনীষু বিক্লিপ্তাঃ চিত্তং সমাধারৈকাগ্রেণ মনসা যজ্ঞগতকর্তব্যাদিশেষমকু-
স্তবন্তঃ । অতোহত্রাপি তৃক্ষীমকুষ্ঠিতঃ প্রমাঘারোহনস্তবভাবিনো যজ্ঞকর্তব্যাত্মানুস্মরণায়
ভবতি । যত্ৰাপি পৌরোডাশিকাকাণ্ডে বেদেনোপযত্যা ক্রবেণ প্রজাপত্যামাঘারমাঘারয়তীতি
অযমাঘারো বিহিতঃ, তথাহপি তৃক্ষীমভ্যাদয়ো গুণবিশেষা ন বিহিতা ইতি নাস্তি পুনরুক্তিঃ ॥

তমেবাহবারং প্রশংসতি—“অথো সামিধেনীরবাতানতি” ইতি । ন কেবলমনস্ব-
ভাবিযজ্ঞকর্তব্যপ্রতিভানমাঘারন্তু প্রয়োজনং, বিং তু বহৌ প্রাক্ষিপ্তানাম সামিধেনীকাষ্ঠানামভ্য-
জনমপ্যেকং প্রয়োজনম্ ॥

এতবেদনং প্রশংসতি—“অলক্ষো ভবতি য এবং বেদ” ইতি । উক্তাভঃজ্ঞানভিঃ
অম্বয়রূক্ষঃ পারুস্তরহিতঃ মেহোপেতো ভবতি ॥

আঘারমেব পুনঃ প্রশংসতি “অথো তর্পয়তোবৈনাঃ” ইতি । কিকানেনাহবারেণৈনাঃ
সামিধেভিমানিদেবতাস্তর্পয়তি ॥

এতদীয়তৃপ্তিবেদনং প্রশংসতি—“তৃপ্যতি প্রজয়া পততিৰ্য এবং বেদ” ইতি । যজুঃ

সূত্রকারেণ—“অবেণং প্রবাস্যঃ অজ্ঞানাদায় বেদেনোপযম্যাহসীম উত্তরং পরিধিসন্ধিমবধ্যঃ
প্রজাপতিঃ মনসা ধ্যায়ন্ধক্ষিণাপ্রাণমৃজুচ্ সস্তুতং জ্যোতিষত্যাচারমারম্ সর্বাণীধাকৃষ্টা
সত্প্রশস্তি” ইতি, বেদেনোপযম্যঃ অবস্থাপ্রবাস্যঃ ধারয়িত্বোত্তরং পরিধিসন্ধিমবধ্যঃ বায়বী
সন্ধৌ অবস্থত্বন্তমন্তঃ প্রসাধী জ্যোতিষ্যতি বহৌ যুতং ক্ষারয়ণ্ডদ্ব্যন্তং সর্কসামিধে
কাষ্টম্পষ্টঃ কুর্যাদিত্যর্থঃ ।

তত্র মনসা প্রজাপতের্জ্ঞানং তদেতদ্বিধন্তে—“যদেকস্মাহবারয়েদেকাং প্রীণীয়াত্ত্বাভ্য
য়ে প্রীণীয়াত্ত্বিস্তদিত্যতি তদেচয়েন্নসাহবারয়তি মনসা হনাপ্রমাণাতে” ইতি। যথেষ
মুচং পঠিত্বাহবারয়েত্তানানীমৈকৈব সামধেনী তৃপ্তা ভবেৎ। স্বাভ্যামৃগভ্যাং য়ে এন ত্বে
ভবেতাম্। ত্রিপ্রভৃতিভির্গুভিরাবারং যদি কুর্য্যাদ্ভারয়মাঘারঃ সর্বাণি কৰ্ম্মাণ্যতিরিক্তব
ভবতি। একপ্রাণিকর্ষণ একৈব শব্দপ্রাপ্তা। তথা সতি বহুভিরনুষ্ঠানমতিরেকঃ। ত
সর্কস্ব দোষস্ত পরিহারায় মনসৈবাহবারয়েন্নসোহপ্রতিহতগতিত্বাৎ। যদাগাদিভিন্ প্রাং
তৎসর্কং মনসা প্রাপ্তুং শক্যতে॥

দাক্ষিণ্যপ্রাক্ষমিত্যুদ্যাক্তে সূত্রে বায়বীং দিশমারভ্যাহগ্রেণাং সমাপেনসুতাম। স. এ
সূত্রকার আঘারয়োঃ পুনরপি বে পক্ষান্তরে দর্শিতবান্—“ঋজু প্রাণো হোতবো তির্ঘ্যে
বা” ইতি।

তত্র তির্ঘ্যাক্ষমাং বিধন্তে—“তির্ঘ্যাক্ষমাং ঘাবয়ত্যঙ্ঘটকারম্” ইতি। দক্ষিণাং দিশমা
ভ্যোত্তরম্যং সমাপনং তির্ঘ্যাক্ষম্। প্রতীচীমারভ্য প্রাচ্যাং সমাপনে সত্যেকস্তা এব সাম
উপরি যুতং পতন্তে। তথা সতি সমিচ্ছুরাণাম্পশাচ্ছট্কারো বৈষয়্যং ভবেৎ। তস্মাদঙ্ঘট
কারং যথা ভবতি তথা হোতবাম্। তির্ঘ্যাক্তে, সতি সর্কসামিৎসম্পর্শদ্বৈবর্ঘ্যং ন ভবতি॥

মনসাহবারয়তিতি যদ্বিহিতং তদেব পুনঃ প্রশংসতি—“বাক্ চ মনসচাত্তীয়েতামহং দেবেভে
হব্যং বহামীতি বাগব্রাদন্তং দেবেভা ইতি মনস্তৌ প্রজাপতিং প্রম্নমিতাচ্ সোহব্রবীৎ প্রজাপতি
দ্বিতীরেব তৎ মনসোহসি যন্ধি-মনসা ধারয়তি তদ্বা। বদতীতি তৎ শব্দভূত্যাং ন বাচা জুহবরিত
ব্রবীত্তস্মান্নস্যা প্রজাপত্যে জুহ্বতি মন ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাষ্ট্রো” ইতি
আস্তিরতিশয়স্যামিচ্ছোতাম। সেবাহিতি স্পষ্টী ক্রিয়াতে—“অহং দেবেভ্যো হব্যং বহামি” ইতি
বাক্যেন। ততো বাক্চ মনশ্চেভ্যো হবিস্বহ্ননির্গণায় প্রম্নং কর্তুং প্রজাপতিং প্রাপ্তুতাম্
স প্রজাপতির্কষাচমব্রবীৎ—হে বাক্তং মনসো দূতীরেবাসি দাসীভূতবাসি ন তু স্বতন্ত্রা। তৎ
কপমিত্যুদ্যাক্তে—যস্মাজ্যোকে পুরুষো যৎপূর্কং মনসা ধ্যায়তি তৎপশ্যাৎবাচা বদতি তস্মায়া
দূতীরমেবেতি। অনন্তরং ক্রদ্ধা বাগব্রবীৎ—হে প্রজাপতে যত্ত্বং দূতী তর্হিতুভ্যং কোহি
বাচা মা জুহোতিতি। তস্মাদঘারং প্রজাপত্যে মনসা জুহ্বতি। যদা মনঃ সঙ্কল্পেন কার্য
সাধয়তি তথা প্রজ্ঞাপতিরপি। অতঃ সাদৃশ্যস্মানসা হোমঃ প্রজ্ঞাপতেরাষ্ট্রো ভবতি॥

যদ্বক্তং সূত্রকারেণ—“ইথাস্মনহনৈঃ সহ কৈশ্ব্যতে কৈশ্ব্যাহবীঃপ্রহুপরিজাম্পরিবীত্যা
পরিধি তংব্রহ্মং ক্রিষ্টং সংযজ্য” ইতি।

তদেতৎসংযজ্ঞনং ক্রোন, সহিতৈ ব্রহ্মণঃনহনধর্মেঃ কর্তব্যমিতি বিধন্তে—“পরিবীতং
মাস্তি পুনাত্যেবান” ইতি॥

ক্রমেণৈকৈকন্ত পরিধেঃ সংমার্জ্জনাবৃত্তিঃ বিধেবে—“ত্রিধ্যামং ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণানিব্যাপ্তি-
জয়তি ত্রিধিক্ষিপ্যাক্ষিঃ ত্রয় ইমে লোকা ইমানিব লোকানভি জয়তি ত্রিকুন্তরাক্ষিঃ ত্রয়ো বৈ
দেবানাঃ পশ্চানন্তানিব্যাপ্তি জয়তি” ইতি । প্রাণাপানবান ইতি ত্রিধ্বং, লোকত্রিধ্বং প্রসিদ্ধং,
স্বর্গলোককমলোকত্রকলোকবিষয়াদ্রব্যঃ পশ্চানঃ । তত্র বর্মলোকবিধয়ন্ত পরিহারো অয় ইতরয়োঃ
প্রাপ্তিজয়ঃ । ত্রিভূতাম্যাত্তজয় ইতি স্ত্যয়তে ॥

যজ্ঞং যজ্ঞকারেণ—“বেদেনাশ্বং ত্রিকপবাক্য” ইতি, ভদেস্ত্রিধ্বন্তে—“ত্রিকপ বাজয়তি
ত্রয়ো বৈ দেবলোকা দেবলোকানিব্যাপ্তি জয়তি” ইতি । ‘দেবলোকানাং ত্রিধ্বং তদভিজয়ন্ত
-মার্গত্রিভূতজয়বধ্যাতোয়ম্ ॥

ত্রিষু পরিধিষু বাহু চ যেরং প্রত্যেকং ত্রিঃ ত্রিধ্বাভিষ্ঠাস্থ্যমেকীকৃত্য প্রশংসতি—“দ্বাদশ সং
পতন্তে দ্বাদশ মায়াঃ সৎসংসরঃ সৎসংসরমেব প্রীণাত্যাথো সৎসংসরমেবাস্মা উপ দধাতি স্তবর্গন্ত
লোকন্ত সমষ্টো” ইতি । ‘ন কেবলং সৎসংসরদেবতায়াঃ প্রীতিঃ কিন্তু তু সৎসংসরং যজমানার্থং
কন্মাহুস্তানকালয়েন সম্পাদয়তি । তচ্চ স্বর্গলোক প্রাপ্ত্যে ভবতি ॥

পূর্ষত্র বিহিতং ত্রিধ্বকমাদারমনুজ প্রশংসতি—“আঘারমা ঘারয়তি ত্রয় ইব বৈ স্তবর্গো
লোকঃ স্তবর্গমেবাস্মৈ লোকং প্র রোচয়তি” ইতি । প্রাপ্ত মুখেন যজমানেন দৃষ্টমানঃ স্তবর্গো
লোকো দক্ষিণোত্তরায়ামেন প্রতীয়মানত্বাতিব ইব ভবতি । অতাস্তবর্গাঘারেণ যজ্ঞানায় স্বর্গ-
-মুৎপাদিতবান্ ভবতি । অথবা ক্র্যাদারন্ত দ্বিতীয়ভাষ্যং বিধর্জষ্টব্যঃ ॥

আঘারে গুণান্তরয়ঃ বিধন্তে—“ঋজুমা ঘারয়ত্যুর্বিব হি প্রাণঃ সন্ততমা ঘারয়তি
প্রাণানামন্নাত্ত সন্তত্যা অথো রক্ষসামপহঠো” ইতি । দক্ষিণাং দিশমারভ্যোত্তরদিগবসান-
পর্যন্তনাঘারধারায় বক্রত্বং যথা ন ভবতি যথা চ বিচ্ছেদো ন ভবতি তথা কুর্যাৎ । প্রাণবা-
য়ুচ হৃদয়মারভ্য মুখে নিঃসরয়াদক্ষিণপার্শ্বয়োঃপ্রবেশেন ঋজুরেব ভবতি সন্ততচ্চ ভবতি ॥
অতঃ প্রাণস্ত্যক্ত চ সন্ততৈ সম্পত্তে । কিং চ সান্ততোন রক্ষসামবকাশাভাবাদপহতিভবতি ।

ঋজুত্ব নিত্যপ্রয়োগাঙ্গত্বাৎ কাম্যভেদ বক্রত্বং বিধন্তে—“যং কাময়েত প্রমায়ুক্ আদিত্তি
জিহ্বং তত্কাহঘারয়েৎ প্রাণমেবাস্মাভিজিহ্বং নয়তি তাজক্ প্রমায়তে” ইতি । যং যজমানম্বাদন্ত মরণং
কাময়েত তন্ত জিহ্বং বক্রং যথা ভবতি তথাহঘারয়েৎ । তেন বক্রভেদাস্মাত্তজমানং প্রাণং
বামাদিপার্শ্বানডীষু প্রেতিব বক্রত্বং প্রাপরতি । তেন আসোপগোধেন তদানীমেবাসৌ ভ্রিয়তে ॥

আঘারশেষেণ ধ্রুবার্যমজ্ঞনং বিধন্তে—“শিরো বা এতত্তজন্ত যদাঘার আত্মা ধ্রুবার্যমার-
ধার্যং এবাৎ সমনস্তাস্মাদ্ধেব যজন্ত শিরঃ প্রতি দধাতি” ইতি । স্বাত্ত্বস্থানীয়ায়ং ধ্রুবার্যং
যজ্ঞাশিরঃস্থানীয়ত্বাহঘারন্ত প্রক্ষেপে সতি স্বাস্থ্যমেব যজ্ঞাশিরঃ স্থাপিতবান্ ভবতি । নহু পরিধি-
সংমার্জ্জনায়ঃ পৌরোডাশককণ্ডোপি বিহিতাঃ । বাহুন্ । তত্র হুহুক্রমেণ মধ্যগাং ব্যাখ্যায়-
মানত্বাদ্ভবনমিত্যাদিমন্তব্যাত্ম্যানাবসরে যুক্তা এতদ্বয়ঃ । ইহ তু তদহুবাধেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্য
তেষু জুহাদমো গুণা বিধায়ন্তে । ততো নাস্তি পুনরুক্তদোষঃ । অত এবোক্তাহুবাদকবাদহু-
-ত্রাক্ষণমেতদিত্তি সম্প্রদায়বিদঃ ॥

যজ্ঞং যজ্ঞকারেণ—“উজ্জ্বলন্তি হোতারঃ সূরীতেহয়ির্দেবো হোতা দেবাত্তকৃষ্ণাশ্চি-
কি ইন্মহুহুতরতবদসুবদনুবিদিত্তি যথার্থেয়ো যজমানঃ” ইতি । “ইহ উজ্জ্বলন্তীকৃষ্ণীতেহ-

সুতোহর্য্যানে হোতাঃ” ইতি চ অন্ত্যায়মর্থঃ—যজ্ঞমানস্ত যাদৃশ’অার্থেষ্যগি তাদৃশামি হোতারং
 প্রামুখ্যমুপদিত তত্ত্বমমুখ্যমবং প্রযোক্তব্যম্ । তদিদমধ্বর্য়্যকর্ত্ত্বকং হোতৃবিষয়ং বরণম্ ।
 সামিধেনীপ্রভাবে স্বার্থং বণীত ইতি হোতৃকর্ত্ত্বকমধ্বর্য়্যবিষয়ং বরণমুক্তম্ । তয়োঃ বিশেষঃ ।
 অর্ক্যাক্ষমাতোত উচ্ছাহত্বাত্তানধ্বর্য়্যকর্ত্ত্বকীতে । হোতা তৃত্তমমায়ত্যাধস্তনান্বীতে ।
 তত্থথা—ভার্গবচ্যাবনাপ্রবানৌর্জামিহগ্রাণ্যঃ হোতৃকর্ত্ত্বকং পূর্কমুদাহৃতম্ । অধ্বর্য়্যকর্ত্ত্বকে
 তু মনুষ্যস্তরতপদিত্যং বয়ং পঠিত্বা জমদগ্নিবদূর্ব্ববদপ্রবানংচ্যাবনবদুগ্ধবদিত প্রযোক্তব্যমিতি ।
 তদিদমধ্বর্য়্যকর্ত্ত্বকং হোতৃবিষয়ং বরণং বিধতে —“অগ্নিদেবানাং দূত আসীদৈবোহস্মরাণাং হো
 প্রজাপতিঃ প্রপ্নৈত্যতঃ স প্রজাপতির্ক্স্রাজ্ঞগ্নিব্রবীদেতদগ্নি ক্রতীত্যা শ্রাবয়েতীং দেবাঃ শৃণুততি
 বাব তদব্রবীদগ্নিদেবো হোত্রেতি য এব দেবানাং তদব্রবীত ততো দেবা অভবন্ পরাহস্মরা যন্তবং
 বিদুষঃ প্রবরং প্রবগতে ভবতাংনা পবাহস্ত ভ্রাতৃনো ভবতি” ইতি । বিবিধো হগ্নিস্থাহুযো
 দৈবশ্চেতি । ভূলাকে বর্ত্তমানো হোমসাধনভূতো মানুষোহগ্নিঃ । স চ দেবানাং হবির্কহনেন
 তদায়ো দূত আসীৎ । দিবি বর্ত্তমানে । স চাত্ত্রাপি ক্রয়তে—“দিবি নাকো নাম্যগ্নিঃ ।
 তস্ত বিপ্রমো ভাগধেয়ম্” ইতি । স চাস্মরাণাং হিতমাত্রংস্তদীয়ো দূত আসীৎ । তাবুভাবাংয়োঃ
 কস্ত দোতামুচিতিমিতি প্রশ্নমভিলক্ষ্য প্রজাপতিঃ প্রাপ্নুতাম্ । তত্র যোহয়ং মানুষোহগ্নিঃ স
 ব্রাহ্মণঃ । ব্রাহ্মণ বেদে বিহিতং কৰ্ম্ম সাধয়িতুং প্রবৃত্তহ্যৎ । দৈবাস্থস্মরাণাং কৰ্ম্ম সাধয়িতুং
 প্রবৃত্তহাদাসুর উত্থাচতে ন ব্রাহ্মণ ইতি । তয়োঃপ্রযো ব্রাহ্মণমগ্নিং প্রাতি প্রজাপতিরব্রবীৎ—
 হে মানুষাগ্নে স্বমেব দূত্যহসি । তস্মাস্বমেব যাগে বক্তব্যমেতৎসৰ্ব্বং ক্রতীতি । কিং তৎ-
 সৰ্ব্বমিতি তদ্ব্যচতে—হোতারং প্রতাদ্বর্য়্যাপ্রাবয়েতি প্রযুক্তে । তস্ত প্রয়োগস্তাতিপ্রায়ঃ
 কথ্যতে—হে দেবা ইদং যজ্ঞমানমধ্বন্ধি হবিদানং শৃণুত্বেত্যতমর্থমেব হোতৃকর্ত্ত্বকভিপ্রোত্য
 তদশ্রবণাকাং হে হোতৃস্বাং প্রতাদ্বর্য়্যাব্রবীৎ । তস্যাস্বমেব যাজ্ঞ্যপাঠমথেন দেবানাং শ্রবণং
 যথা ভবতি তথা হোত্রেমেতৎসৰ্ব্বং স্বমেব ক্রতীতি । আসুরং প্রতাদ্বর্য়্যাপ্রাবয়েত্যমুক্ত-
 ত্বাদসৌ যাজ্ঞ্যাদিকং মা ব্রবীদিত্যতিপ্রায়ঃ । যস্মাৎ প্রজাপতির্ক্স্রাজ্ঞগ্নিবরণং কৃতবাংস্ত-
 স্মাদেবো উৎকৃষ্টা অভবন্ । পরাভূতা অস্মরাঃ ॥

প্রশংসতি—“যদ্বাজ্ঞগ্ন্যব্রাহ্মণং প্রপ্নম্যতাং ব্রাহ্মণায়গি ক্রয়াত্বদ্বাজ্ঞগ্ন্যব্রাহ্মণাহস্মানেহ-
 ধ্যাহ যদ্বাজ্ঞগ্নং পবাহস্মানং পরাহস্ম তস্মাদ্বাজ্ঞগ্নে ন পরোচ্যঃ ॥” ইতি । যদি লোকে
 ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণৌ বিবদমানাবহমেবাদিক ইতি আধবিষয়ং প্রশ্নং কৰ্ত্ত্বং কক্ষিদভিজং প্রত্যাগক্ষেতাং
 তদানীং সোহভিজ্ঞো ব্রাহ্মণশ্চৈবাহধিক্যং ক্রয়াতেন বক্তৃঃ স্বশ্চৈবাহধিক্যং সম্পাদিতং ভবতি ।
 ব্রাহ্মণস্ত পরাভবচনে স্বশ্চৈব পরাভব উক্তো ভবতি । তস্মাৎ কদাচিদপি ব্রাহ্মণঃ পরাভব-
 বিষয়ো ন কৰ্ত্তব্যঃ । সোহয়ং প্রামাণিকঃ পুরুষার্থো বিধিদ্ভূতব্যঃ ॥

অত্র মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায় চতুর্থপাদে চিহ্নিতম্—“নিবীতং তু মনুষ্যাণাং বিধির্কৈবোহর্থাবাদকঃ ।
 অপূৰ্ণত্বাৎ প্রকংগায়ুঃ ক্রতোর্কী দিবীয়তে ॥ প্রাপ্তং নিবীতং মর্ত্যেষ্ প্রায়ণৈতস্ত দর্শনাৎ ।
 দেবানাং দিব্যৈকবাক্যস্বাদর্থবাদতা ॥” দর্শপূর্ণমাসমোঃ ক্রয়তে—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীন-
 বাতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপবীয়তে দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুতে” ইতি । অত্র নিবীতস্ত

পূৰ্ণঃ মানাস্তরেণাপ্রাপ্তাবিধেয়মভূপেতব্যম্ । তচ্চ নিবীতং মনুষ্যাণামিতি যষ্ঠা পূৰ্ণস্বার্থ-
 ত্বেন বিধীয়ত ইত্যেকঃ পূৰ্ণপক্ষঃ । অস্মিন্‌পক্ষে মনুষ্যস্বকো বিবিধঃ—সুবর্ণধারধবং
 সৰ্পপূৰ্ণস্বার্থ ইত্যেকঃ প্রকারঃ । উপবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ ঋতুপ্রবেশরহিতয়োঃ স্বতন্ত্রদৈবিক-
 পৈতৃককৰ্ম্মণোরপি দৰ্শনাত্তৎসাহচর্য্যেণ স্বতন্ত্র আচার্যাতিথ্যাদিমনুষ্যবিষয়ে কৰ্ম্মণি নিবীত-
 মিত্যপয়ঃ প্রকারঃ একরূপবলাভাগধৰ্ম্ম ইতি দ্বিতীয়ঃ পূৰ্ণপক্ষঃ । অস্মিন্‌পক্ষে মনুষ্য-
 প্রাণে কৰ্ত্তৃস্বকামুবাদঃ । যষ্টীশ্রুতিপ্রকরণয়োঃবিবোধাত্তয়াবলম্বনেন ক্রতুস্বক্ৰিমনুষ্যার্থ
 ইতি পক্ষান্তরমুদেতি । তচ্চ বিবিধঃ, লোহিতোক্ষৌষাদিবদ্বিধিধৰ্ম্ম ইত্যেকঃ প্রকারঃ ।
 ঋতাবেব যজ্ঞমনুষ্যপ্রধানং কৰ্ম্মাঘাচাৰ্যাদানাদি তদ্বৰ্ণয়ে সতি উপবীতপ্রাচীনাবীতসাহচর্য্যমামু-
 গৃহ্যত ইত্যপয়ঃ প্রকারঃ । সৰ্ব্বথা নিবীতং নার্থবাদ ইতোবাং প্রাপ্তে ক্রমঃ—অত্র প্রতীয়মানং
 নিবীতাদিকং বাসোবিষয়ং ন তু ত্রিবিংস্ব্যবসয়ম্ । অজিনং বাসো বা দক্ষিণত উপবীতয়োঃনেন
 সদৃশত্বাৎ । বস্ত্রস্ত চ নিবীতং সৌকৰ্ণ্যায় প্রাপ্তম্ । অত্র প্রাচীনাবীতোগবীতয়োঃবস্ত্রমেকস্মিন্
 পার্শ্বে বস্ত্রমথঃ পতেৎ । অতঃ প্রাপ্তেহৰ্থে মনুষ্যাণামিতি যষ্টীশ্রুতিনং বিধায়িকা । ন চ
 প্রকরণাৎ ক্রতুদ্বয়েন বিধিঃ, বাক্যেদেব প্রসঙ্গাৎ । উপবীতং তাবদ্বিধীয়তে । অন্তথা
 দেবলক্ষ্যমেব তৎ কুরুত ইতি প্রশংসাবৈবৰ্থ্যাপত্তেঃ । তস্মিন্‌শ্চেচাপবীতবিধাবৰ্ণবাদত্বেন
 নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃকৰ্ম্মাকারসম্ভবে পৃথগ্বিধানমযুক্তম্ । নিবীতপ্রাচীনাবীতে মনুষ্যপিতৃ-
 বিষয়ত্বাদৈবিকৈ কৰ্ম্মণ্যযোগ্যে, উপবীতং তু যোগ্যমিতি ব্যতিরেকমুশ্চেন স্তাবকং নিবীতম্ ।
 তস্মাদর্থবাদঃ । উপবায়ত ইত্যত্র তু বিবিধং প্রথমকাণ্ডত্বাহত্বাম্বাকে চিহ্নিতম্ !

তৃতীয়াধ্যায়স্তেব প্রথমপাদে চিহ্নিতম্—“উপবায়ত ইত্যত্র সামিধেজ্ঞস্তাহত্বা । দৰ্শাদিতা
 প্রাক্রিয়ৈষাহবাস্তরাহতোহস্বিহাগ্রিমঃ ॥ লিঙ্গাদগ্নেয়জভূতৈর্নিবিসংজ্ঞকমন্ত্রৈঃ । বিচ্ছেদে
 সতি দৰ্শাদ্গ্নং মহাপ্রকরণোক্তিতঃ ॥” দৰ্শপূৰ্ণমাদ প্রকরণে বিশ্বরূপো বৈ তাত্ত্ব ইত্যস্মিন্‌প্রাপাঠকে
 সপ্তমষ্টময়োঃস্মৃতাঃকরোঃ সামিধেনীব্রাহ্মণমাত্রাতম্ । নবমে নিবিসংজ্ঞকানামগ্নে মই অসি
 ব্রাহ্মণ ভায়রতেতাদীনঃ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণম্ । দশমে কাম্যাঃ সামিধেনীপক্ষাঃ । একাদশে
 তৃপবীতমেবং বিহিতম্—“নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপবায়তে
 দেবলক্ষ্যমেব তৎকুরুতে” ইতি । তত্র পূৰ্ণত্বায়েন সামিধেনীপ্রকরণস্তাবাস্তরস্ত স্বীকারাৎ-
 সামিধেজ্ঞস্বমুপবীতস্তেতি চেৎ । নিবিসংজ্ঞকেন সামিধেনীপ্রকরণস্ত বিচ্ছিন্নত্বাৎ । ন চ
 নিবিদামপি সামিধেজ্ঞস্তয়া তৎপ্রকরণপাঠবিচ্ছেদকত্বমিতি বাচ্যম্ । লিঙ্গেন নিবিদামগ্ন্যস্তাব-
 গতত্বাৎ । আহত্যাধিকরণভূতমাগ্নং সোধো মহা৬ অসীত্যাদিভিনিবিদাকৈরগ্নেয়ংসাহজজননায়
 তদুপাং আবেত্তন্তে । অতএব নিৰ্ধচনমেবং শ্রয়তে—“নিবিদিনিবদেদগ্নং । তস্মিবিদাং
 নিবিস্বম্ ।” ইতি নমু সমাগিধ্যতেহগ্নিগ্যাতিগ্নগ্ভিত্তাঃ সামিধেজ্ঞ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তা অপ্যত্র
 অলম্ব্যরেণাগ্যার্থা এবতি চেৎ । তবতু নাম । নৈতাবতা পরম্পরমজ্ঞাভিভাবঃ । নমু
 বিচ্ছিন্নতাং সামিধেনীপ্রকরণং, নিবিসংপ্রকরণেনোপবীতস্ত নিবিদকত্বং ত্বাদিতি চেৎ । পূৰ্ণোক্ত-
 রাহুবাক্যোনিবিদামশ্রবণেন প্রকরণস্তাবাৎ । সস্মিধিনা তদগ্নত্বমিতি চেৎ । কাম্যাসামি-
 ধেনীভির্জ্যবহিতত্বাৎ । ন চ কাম্যাসামিধেজ্ঞত্বা শক্নোয়া, সস্মিধিতঃ প্রকরণস্ত প্রবলত্বাৎ ।
 তস্মাদিহ প্রাজ্ঞস্তায়াতাবান্নতাপ্রকরণেন দৰ্শপূৰ্ণমাসাদমুপবীতম্ ।

(চাক্ষল্যনিবন্ধন চিত্তবৃত্তি-সমূহ অনন্তের সহিত মিলনের বাধক হয়। সেইজন্য অন্তরাত্মা আত্মাকে উদ্বোধিত করেন। প্রার্থনা এই যে—হৃদয়ে সদ্ভাব সজ্জাত হইলে অসদ্ভাবও সদ্ভাবে পরিণত হয়)।

৩। হে মনোবৃত্তি! তুমি সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী এবং পর্বতবদ্ভূত বলিয়া অবিচলিত হও ; (খ) অতএব হৃদয়স্থিত সদবৃত্তির স্তম্ভনকারী প্রতিবন্ধক-সমূহ তোমাকে পরিত্যাগ করুক।

৪। হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি সদবুদ্ধিদাত্রী হও ; (খ) অনন্ত-শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল ও সদ্ভাব-সম্পন্ন) বলিয়া জানুন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন।

৫। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবি! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ মণ্ডৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাপিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের হবির্ভাগপরক পুষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে (অর্থাৎ ভগবত্বদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হবিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তিস্থধাকে) ভগবৎকার্য্যে সম্যকপ্রকারে নিয়োজিত করিতেছি। (খ) হে মন! তুমি সকলের প্রীতিকারক হও ; অতএব, (আমাদিগের অন্তরে) সমস্ত দেব-ভাবকে প্রীণন অর্থাৎ প্রেরণ কর।

৬। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ু-সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন-কামনায় সংযত করিতেছি ; (খ) হে মন! তোমাকে আমার অপানবায়ু সংরক্ষণের নিমিত্ত (অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি-পরিহারের জন্য) সংযত করিতেছি ; (গ) হে মন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ু সংরক্ষণের (শারীরবলরক্ষার্থ) নিমিত্ত সংযত করিতেছি।

৭। হে মন! ইহ-সংসারে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত সম্পাদনযোগ্য অশেষ সংকর্শ্ম আছে জানিয়া আয়ুর্বৃদ্ধির (অথবা ভগবানের পরিতৃপ্তির) নিমিত্ত তোমাকে সংযত করিতেছি। (বহুবিধ সংকর্শ্ম সাধনার জন্যই মনুষ্য জীবন লাভ। হৃদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সংকর্শ্ম সাধিত হইতে পারে না। যোগসাধনাই আয়ুর্বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদবৃত্তিসমূহ আয়ুঃ-হানিকারক। অতএব, মস্ত্রের শেষাংশে (অষ্টম মস্ত্রে) তাহাদিগকে

সম্বোধন করা হইতেছে ।) অথবা, হে মন ! অবিচ্ছিন্ন-ভাবে ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ম সম্পাদন করিয়া সদাকাল তাঁহার সন্তোষ-বিধানান্তর আয়ুর্ক্বন্ধির অথবা স্তবধ্বননের নিমিত্ত তোমাকে সংযতভাবে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্ত্রটী উদ্বোধনমূলক । ভাব এই যে,—হে মন ! ভগবানের সন্তোষবিধান করিয়া আমাদের সন্তোষবর্দ্ধন কর । তোমার দ্বারা সৌভ হইলে ভগবৎ-প্রীতিতে আমরা প্রীতি পাইব) ।

৮ । হে অসদ্রুতিসমূহ ! সেই মঙ্গলরূপ স্তবগ্ৰন্থবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা জ্যোতমান সবিতৃদেব, তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন ; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৬অনুবাক) ॥

* + *

মন্ত্রভাষ্য (সাংখ্যচাষাকৃতং) ।

পঞ্চমেতনুবাকে ব্রাহ্মণ্যত উক্ত্যঃ । অবহতানাং চ তৎফলানাং পেষণাং পূর্বং কপালোপধানস্ত নিম্পয়োজনত্বেন ততপবানঃ পূর্বং যষ্টে পেষণমভিধীয়তে ।

১ । “অবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অবাতয়োহদিত্যস্বগসি প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তু ।”—কল্পঃ—“অথ প্রোক্ষিতেষু ত্রিফলীকৃতেষু তথৈব কৃষ্ণাজিনমবধূনোহ্যক্ষগ্রীবমুদগাবৃত্যবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অরাতয় ইত্যে ত্রিবৈধনং পুরস্তাং প্রতীচীনগ্রীবমুদরলোমোপস্থগাত্যদিত্যস্বগসি প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তিতি” ইতি । পূর্ববদ্যাচষ্টে—“অবধূতঃ রক্ষোহবধূতা অরাতয় ইত্যাহ । বক্ষসায়পহৈত্যা । অদিত্যাঃ সাদীত্যাহ । ইয়ং বা অদিতিঃ । অস্ত্রা এদৈনদ্বচং কৰোতি । প্রতি স্বা পৃথিবী বেত্তিতিয়াহ প্রতিষ্ঠিত্যা । পুরস্তাং প্রতীচীনগ্রীবমুদরলোমোপস্থগাতি মেধ্যায়া । তস্যাং পুরস্তাং প্রত্যক্ষঃ পশবো মেধমুপতিষ্ঠন্তে । তস্যাং প্রজা যুগংগ্রাহকাঃ । যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত । কৃষ্ণো রূপং কৃহা । যংকৃষ্ণাজিনে হবিরদিপিনষ্টি । যজ্ঞাদেব তদযজ্ঞং প্রযুক্তে । হবিরো হৃন্দায়” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । অবঘাতস্তেবাত্র পেষণস্ত বিশিষ্টবিধিঃ ॥

২ । “দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তু ।”—কল্পঃ—“তস্মিন্নদীচীনকৃষ্ণাৎ শম্যাং নিদধাতি দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তিতি” ইতি । গদয়া সমানাকারো ব্যানার্দ্ধ-পরিমিতঃ কাষ্ঠবিশেষঃ শম্যা । তাং কৃষ্ণাজিনশ্চোপধূদীচীনশিরস্বাং নিদধ্যাৎ । সা চ পেষণহেতোদূষদঃ পশ্চাত্তাগধারণেন তদ্রাগশ্চোরতাং কৰোতি । হে শম্যে ত্বং ছ্যালোকস্ত ধারয়িত্যসি । তস্যাং কৃষ্ণাজিনরূপায়া ভূমেত্বগিৎ আমতিমন্ত্যতাং । শম্যায় ছ্যালোকাধারস্থ-ম্পাদয়তি—“আবাপৃথিবী সহাহস্তাং । তে শম্যানাত্রমেকমহর্কোত্যাৎ শম্যানাত্রমেকমহঃ । দিবঃ স্কন্ডনিরসি প্রতি স্বাহদিত্যস্বগেত্তিতিয়াহ । আবাপৃথিব্যোর্কীতো” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । প্রজাপতিনা যষ্টে আবাপৃথিব্যৌ পূর্বং জতুকাষ্ঠবৎ পরম্পরং সংশ্লিষ্টে

অভূতাং । তে পশ্চাদেকশ্মিন্দিনে শম্যাপ্রমাণেন পরস্পরং বিযুক্তে অভূতাং । প্রতিদিনং তথৈতি বিবক্ষয়া বীক্ষোক্তা । তয়োঃ পুনঃ সংশ্লেষে বাগন্তাবকাশো ন স্তাৎ । ততো বিশ্লেষার্থা দিবঃ স্বস্তনিরিত্যুচ্যতে ॥

৩। “বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্বস্তনির্কেতু ১” —কল্পঃ—“তস্তাং প্রাচীং দৃষদ-মধ্যাহ্নি বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্বস্তনির্কেত্বিতি” ইতি । হে পেষণসাধনভূতে দৃষদ্রূপে ত্বং পেষ্টমভিজ্ঞতয়া বিষণাহসি দৃঢ়তয়া পর্কতাবস্থানমহসি । তাদৃশীং স্বাং দ্যালোক-ধারণিকা শন্যাহভিমন্তাং । সেয়ং দৃষদৃঢ়তয়া লোকদ্বয়ধারণায় কল্পত ইত্যাহ—“বিষণাহসি পর্কত্যা প্রতি ত্বা দিবঃ স্বস্তনির্কেত্বিতাহ । ত্বাবাপৃথিব্যোক্ষিত্যে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ।

৪। “বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি ত্বা পর্কতির্কেতু ১” —কল্পঃ—“দৃষদ্রূপলানমধ্যাহ্নি বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি ত্বা পর্কতির্কেত্বিতি” ইতি । পূর্ববৎ । পর্কতিঃ পর্কতস্বদ্বিনী দৃষৎ । তথৈব ব্যাচষ্টে—“বিষণাহসি পার্কতেয়ী প্রতি ত্বা পর্কতির্কেত্বিতাহ । ত্বাবাপৃথিব্যোক্ষিত্যে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ॥

৫। “দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পৃক্ষে হস্তাভ্যানবি বপানি ধাভ্রমসি বিহুহি দেবান্ ১” —বোধায়নঃ—“তস্তাং পুরোভাশীয়ান্নুদ্বপতি দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পৃক্ষে হস্তাভ্যাময়য়ে জুষ্টমধিবপান্যায়ীবোমান্যামন্যা অম্যা ইতি যথাদেবতমধিব-পতি ধাভ্রমসি বিহুহি দেবানিতি” ইতি । আপস্তম্বস্ত ধাভ্রমসীতানেন সইকমন্ত্যতামাশ্রিত্যাহ—“দেবন্ত ত্বোত্তমুদ্রত্যাগ্নয়ে জুষ্টমধিবপানীতি যথাদেবতং দৃষদি তদুলানধিবপতি ত্রিযজুর্ন তুক্ষীং চতুর্থং” ইতি । অত্র বাক্যপূরণায়গ্নয় ইত্যাদিকমধ্যাহ্নতমতো যথান্নাতনেনাবান্ধ ব্যাচষ্টে—“দেবন্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রহুতৈ । অশ্বিনোর্কাহভ্যামিত্যাহ । অশ্বিনৌ ঃ দেবানামধিবপতি আতাং । পৃক্ষে হস্তাভ্যানিত্যাহ যতৈ । অবিবপানীত্যাহ । যথাদেবতমে বৈনানধিবপতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । দেবান্ প্রীগয়েতি বছক্তং তস্ত নাস্তা ভূপপত্তিঃ, আহতীকপস্ত ধাত্তান্ত্রায়েহপি নহ্নসামর্থেন তদভিরুদ্ধিরিত্যাহ—“ধাভ্রমসি বিহুহি দেবানিত্যাহ । এতস্ত যজুশো বীর্ঘেণ । যাবদেকা দেবতা কাময়তে যাবদেকা । তাবদাহ্নি প্রথতে । ন হি তদন্তি । বস্তাবদেব স্তাৎ । যাবজ্জুহোতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি । বীপ্সা সর্কত্বান্নগনার্থা । যদ্রব্যং যাবজ্জুহোতি তাবদেব দেবান্ প্রাপ্নুয়াৎ, তদ্রকথনিদনম্নং দেবান্ প্রীগেয়দিত্যাশঙ্ক্যত, ন তু তাবদেবেতি নিয়মোহস্তি কিং তু যাবৎকাম্যং তাবৎ প্রবর্ধতে । ততঃ সম্ভবত্যেব প্রীগনং ॥

৬। “প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা ১” —বোধায়নঃ—“পিওষতি প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বোতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“প্রাণায় ত্বোতি প্রাচীমুপলাং প্রোহতাপানায় ত্বোতি প্রতীচীং ব্যানায় ত্বোতি মধ্যদেশে ব্যবধারণতি প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বোতি সন্ততং পিনষ্টি” ইতি । উচ্চবাসনিম্বাসতৎসন্ধিগতা বৃন্তয়ঃ প্রাণাপানব্যানাঃ । অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যান ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ । হে হবির্কৃতিত্রয়ং যজমানে চিরং স্থাপয়িতুং স্বাং পিনয়ি । এতদেব দর্শয়তি—“প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বোতি । প্রাণানেব যজমানে দধতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ২ অঃ ৬) ইতি ॥

৭। ‘দীর্ঘামহু প্রসিতিমায়ুবে ধাং ।’—বোধায়নঃ—“অথ বাহু অথবেকতে দীর্ঘামহু প্রসিতি-মায়ুবে ধামিতি” ইতি । আপত্ত্যঃ—“প্রাচীনন্ততোহুপ্রোহ” ইতি । প্রসিতিঃ প্রবন্ধঃ কৰ্মসন্তানঃ । যজ্ঞমানন্তাহ যুরভিব্যর্থমিমামবিচ্ছিন্নকৰ্মসন্ততিহেতুরুপামুপলাং ধারিতবানস্মি । তদেতদাহ—দীর্ঘামহু প্রসিতিমায়ুবে ধামিত্যাহ । আয়ুরেবান্বিন্দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি ॥

৮। “দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্নাতু ।”—কল্পঃ—“দেবো বঃ সবিতা হিরণ্য-পাণিঃ প্রতি গৃহ্নাস্বিতী কৃষ্ণাজিনে পিষ্ঠানি প্রস্কন্দয়তি” ইতি । পূর্ববদ্যাচষ্টে—“অন্তরিক্ষাদিব বা এতানি প্রস্কন্দয়তি । যানি দৃষদঃ । দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃহ্নাস্বিত্যাহ প্রতিষ্ঠিতৌ । হবিষোহস্কন্দায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি । পত্নীং দাসীং বা প্রতি প্রৈষমস্বমুৎপাশ ব্যাচষ্টে—“অসংবপন্তী পিৎয়াগুনি কুরুতাদিত্যাহ মেধ্যত্বায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৬) ইতি । তথা চ সৃজিতং—“অসংবপন্তী পিৎয়াগুনি কুরুতাদিতি সম্ভেষ্যতি দাসী পিনষ্টী পত্নী বাহপি বা পত্ন্যবহন্তি শূদ্রা পিনষ্টী” ইতি । হে দাসি তত্তুলেষত্বদ্রব্যং কিমপ্য-প্রবেশয়ন্তী পেষণং কুরু । তানি চ পিষ্ঠানি স্কন্দয়িত্ব কুরু । তমিমং প্রৈষমধ্বর্যুঃ পঠেৎ । পিষ্টম্ স্কন্দয়ে পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞযোগ্যতা ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অবেতি পূর্ববত্তত্র শমাং স্থাপয়তে দিবঃ । ধিষণা দে তথাহস্মানো দেবত্যাধিবপেক্ষবিঃ ॥ ১ ॥

প্রাণায়ৈতি ত্রিভিঃ পিষ্টা দীর্ঘেত্যন্ত উপোহতি । দেবোহজিনে স্কন্দয়েত প্রোক্তা একাদশ স্তিহ ॥ ২ ॥” ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

যজ্ঞপাত্র বিশেষাকারেণ বিচারা বহবো নোপলভ্যন্তে তথাহপি সামান্যবিচারাঃ পূৰ্ণোক্তা অনুসন্ধেয়াঃ । ইষে স্বেতাত্র বাক্যপূর্তয়ে যথাংধ্যাহারন্তথৈবাবিবপামীত্যত্রাপ্যগ্নয়ে জুষ্টমিত্যা-দিকমধ্যাহর্তব্যং । অব্যাহতস্ত্র চান্নান্নাতস্বেনাদস্বত্বাদৃহাদিষিব স্বরাগ্নপরাধো নাস্তি । কিং চ নবদ্যায়ত্র প্রথমপাদে চিহ্নিতং—“নোহ উছোংথ বা ধাত্বশদো নাসদন্তোক্তিতঃ । উছো লক্ষণার্থস্ত্র গোপানস্যেব সঙ্গতেঃ” ইতি ॥

দৃষদি পেষণায় তত্বলাবাপেহয়ং মন্ত্ৰো বিহিতঃ—ধাত্বমসি বিহুহি দেবানিতি । সোহয়ং ধাত্বশব্দোহসমবেতার্থং ক্রতে নিস্ত্বযাণং তত্বলানাং ধাত্বশব্দার্থত্বাভাবং । তদয়ং সবিত্রাদি-শব্দবল্লোহনীয় ইতি চেৎ । নৈবং । লক্ষণাবৃত্ত্যা ধাত্বশব্দস্ত তত্বলরূপেহর্থ সমবেতত্বাৎ । যথা গাবঃ পীয়ন্ত ইত্যত্র মুখ্যবৃত্ত্যভাবেহপি নাসমবেতার্থত্বং লোকা বর্ণয়ন্তি কিং তু পয়ো লক্ষয়িত্বার্থং সমবেতমেব প্রতীযন্তি তদ্বৎ । তস্মাচ্ছাক্যানাময়নে ষট্‌ত্রিংশৎসম্বৎসরে ধাত্বশব্দ উহনীয়ঃ । তত্র হেবনান্নায়তে—সংস্থিতেহনি গৃহপতিমৃগয়াং যাতি, স তত্র যান্মৃগান্ হন্তি, তেষাং তরসা সবনীয়াঃ পুরোডাশা ভবন্তীতি । তত্র দৃষদি পেষণায় মাংসনাবপন্মাংসমসি বিহুহি দেবানিত্যেবং মন্ত্ৰমুহৎ । ন চ ধাত্বশব্দবল্লক্ষকো মৃগশব্দ উহে প্রয়োক্তব্য ইতি বাচ্যং, লক্ষণাবৃত্তেঃ প্রকৃত্যর্থিকত্বেনাতিদেশানর্হত্বাৎ । তস্মান্ন্যাসমিত্যেব ধাত্বশব্দস্তোহঃ ॥

অথ ব্যাকরণং ।

অবধূতমিত্যাদয়ো গতাঃ । পৰ্কতমহতীত্যস্মিন্নর্থে ছন্দোবিষয়ে তকাররহিতস্ত্র যপ্রত্যয়স্ত্র বিধানাং প্রত্যয়স্বরঃ । পার্কতেয়ীত্যত্র ভীষুদ্যন্তঃ । পৰ্কতিরিত্যত্র তদহতীত্য-

শ্রিয়র্থে ছান্দস ইকারপ্রত্যয়োহপ্যাদাতঃ । ধাতুশব্দস্ত তিলাশিক্যমন্ত্যাক্ষর্যধাতুকত্বারাজ্ঞ-
নমুষ্ণাণানিত্যন্ত্বরিতত্ত্বং । ধিহুহীতাত্র 'সেহ্যপিচ্ছ' (পা० ৩-৪-৮৭) ইতি সিপঃ স্থান
আদিষ্টস্ত হিশদস্ত পিহনিষেধাৎ প্রত্যয়স্বরঃ । যতপি বিকরণপ্রত্যয়স্তোকারস্ত স্বরঃ সতি-
শিষ্টন্তথাপি ব্যত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ । প্রসিতিমিতাত্র ক্লদ্বন্দ্বরপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে তদপবাদঃ 'তাদৌ
চ নिति কৃত্যতো' (পা० ৬২১৫০) তুপ্রত্যয়ব্যতিরিক্তে তকাবাদৌ নिति কৃতি প্রত্যয়ে পরতঃ
পূর্বপদং প্রকৃতিস্বরং ভবতি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নষ্ঠোহনুবাকঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

—: § * § :—

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত্যসমূহ ব্রীহির অবধাত-মূলক ; আর এই ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্যগুলি
তঙুলপেষণায়ক । 'ব্রীহি অবধাত' বলিতে খড়্গ হইতে ব্রীহি বা ধান ছাডান, আর
তঙুলপেষণ বলিতে সেই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করণ বুঝিতে পারি । 'অবধাতমূলক মন্ত্য-
সমূহের স্থায়, পেষণ-সংক্রান্ত মন্ত্য-সমূহও বিভিন্ন সামগ্রী উপলক্ষিত হইয়াছে । 'আর উপলক্ষিত
তত্তদুভ্যো মন্ত্য প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই সকল সামগ্রীই অনেক স্থলে মন্ত্যের সম্বোধ্য মন্ত্যে
পরিগণিত হইয়াছে । বিনিয়োগ অনুসারে, মন্ত্যে উপলক্ষিত সামগ্রী সম্পর্কে, মন্ত্য যে ভাবে
প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি ; যথা,—

'অবধাতঃ' প্রভৃতি মন্ত্যে শম্যাগ্রহণান্তর 'দ্বিঃ সন্তনীঃ' প্রভৃতি মন্ত্যে শম্যা স্থাপন
করিবে ; তার পর, 'বিষগাসি' মন্ত্যদ্বয়ে পেষণ-সাধনভূত দৃষৎ গ্রহণ করিয়া, 'দেবস্ত ত্বা'
প্রভৃতি মন্ত্যে হবিঃ অধিবপন, 'প্রাণায় ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্যত্রিতে তঙুল পেষণ, 'দীর্ঘামন্ত্য'
প্রভৃতি মন্ত্যে উপহতি এবং 'দেবো বঃ' প্রভৃতি মন্ত্যে সেই পিষ্ট তঙুল অঞ্জলি দ্বারা
গ্রহণ-পূর্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন । ফলতঃ, ধান ভানিতে হইলে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত
হয়, মন্ত্যে সেইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতিরই আভাষ পাই ।

এইরূপে, ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্যের সম্বোধ্য হইয়াছে—শম্যা, দ্বিতীয় মন্ত্যের সম্বোধ্য—
পেষণসাধনভূত দৃষৎ । তৃতীয় মন্ত্যের হবিঃপুরোডাশ, চতুর্থ মন্ত্যের হবিস্বস্তিভ্রম সম্বোধন
পদ রূপে অধ্যাহৃত হইয়াছে । পঞ্চম মন্ত্যে তঙুল এবং ষষ্ঠ মন্ত্যে তঙুল-পেষণকারী
দানী উপলক্ষিত । এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্যের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, যথাক্রমে তাহা
নিম্নে বিবৃত করিতেছি ; যথা,—প্রথম মন্ত্য সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মন্তব্যের আভাষ পঞ্চম
অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্যদ্বয়ে প্রদান করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ
নিম্নয়োজন বলিয়া মনে করি । দ্বিতীয় মন্ত্যে পাষণভূত শম্যাকে সম্বোধন করা হইয়াছে ।
মন্ত্যের প্রয়োগ বিধি এইরূপ—'একখণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে উত্তর শিয়ারে শম্যা স্থাপন

করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। গদার গ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট ব্যামার্ক পরিমিত কাষ্ঠবিশেষ—শম্যা। সেই শম্যা দৃষতের পশ্চাভাগ ধারণ করে। দৃষৎ বলিতে ঐতার ভাব মনে আসে। দুই খণ্ড গোলাকৃতি প্রস্তরে ঐতা প্রস্তত হয়। নিম্নভাগস্থ প্রস্তরের কেন্দ্র-স্থানে বিদ্ধ যে কাষ্ঠ-ফলক উপরিভাগস্থ পামাণ খণ্ডকে ধারণ করে, তাহাই শম্যা পদব্যাচ্য বলিয়া মনে করি। বাহা হউক, সেই শম্যা-সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শম্যে ! তুমি দ্যলোকের ধারয়িত্রী হও। সূতরাং ভূমির স্বরূপ এই কৃষ্ণাজিন তোমাকে স্বভূত বলিয়া মনে করুক। অর্থাৎ, কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর স্বরূপ ; তুমি পৃথিবীর অস্থিস্বরূপ। তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।’ এই মন্ত্রের সহিত একটা আখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়। তাহা এই—সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবী ও স্বর্গ জতুকাষ্ঠের গ্রায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল। পরে সহসা একদিন তাহারা শম্যা প্রমাণে পরস্পর বিযুক্ত হয়। তাহাদের পুনরায় সংশ্লেষে যাগের অবকাশ হয় না। তাই যাগ-নিষাদক বিগেহের নিমিত্ত ‘দিবঃ কন্তনৌরসি’ প্রভৃতি মন্ত্রের সাধকতা। তৃতীয় মন্ত্র দৃষতের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—‘হে দৃষৎ ! তুমি পেয়ণে অভিজ্ঞ, সূতরাং অতিশয় দৃঢ়। পর্কত হইতে তোমার উৎপত্তি ; সূতরাং তোমাকে পক্ষতের গ্রায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। তুমি দ্যলোকধারিকা এই শম্যাকে জান অর্থাৎ তোমার সহিত তাহার মিলন হউক।’ তার পর চতুর্থ মন্ত্র। এই মন্ত্রে দৃষতের উপর একখণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর আর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। তার পর সেই উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম—‘হে উপলখণ্ড ! তুমি পেয়ণ ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্কত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্কত হইতে উৎপন্ন। সে তোমাকে হুহিতার গ্রায় বন্ধে গ্রহণ করুক।’ বাহা হউক, কৃষ্ণসার মৃগের চক্ষের উপর একটা ঐতা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিষয়ই এই কয়েকটা মন্ত্রে বোধগম্য হয়। ঐতা প্রতিষ্ঠাপনান্তর তণ্ডুল-পেষণের বিষয় পরবর্তী মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করি।

পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ পূর্ববর্তী দুইটা অনুবাকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে অষ্টম প্যাস্ত মন্ত্র-সমূহের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তণ্ডুলকে, পিষ্ট-তণ্ডুলকে এবং আজ্যকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র-সমূহ প্রবৃক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। কন্দ-পদ্ধতি অনুসারে, দৃষতের (প্রস্তর খণ্ডের) উপরে তণ্ডুল রক্ষা করিয়া পঞ্চম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বলা হইতেছে—‘হে তণ্ডুল ! তোমরা ধাতু হইতে উৎপন্ন ; সূতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও।’ পরবর্তী মন্ত্র-সমূহ তণ্ডুলকে পেয়ণ করিবার সময় উচ্চারণের বিধি। তদনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে তণ্ডুল ! যজ্ঞমানের প্রাণ অপান ও ব্যান বায়ু বৃদ্ধির জন্ত তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।’ প্রাণাদির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন,—উচ্ছ্বাস এবং নিশ্বাস এতদ্ব্যয়ের সন্ধিগত বৃদ্ধি-সমূহ প্রাণ অপান ও ব্যান নামে অভিহিত। আবার প্রাণ ও অপানের সন্ধি ব্যান,—শ্রত্যন্তরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ হয়,—‘হে হবির্ভিত্তিয় ! যজ্ঞমানের চিরপ্রতিষ্ঠার জন্ত তোমাদিগকে পিষ্ট করিতেছি। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—যজ্ঞমানের আয়ুবৃদ্ধির জন্ত, ‘হে উপলখণ্ড, তোমাকে আমি ধারণ করিতেছি।’ আর অষ্টম মন্ত্রের অর্থ,—‘হে দাসি, তুমি তণ্ডুলকে পেয়ণ কর, যেন তাহার সহিত অথ কোনও দ্রব্য

প্রবেশ না করে।’ যজ্ঞমানের পত্নী বা দাসী তদভাবে শূদ্রকর্তৃক তণ্ডুল পেষণ করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, যে কারণে যে উদ্দেশ্যেই মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মৰ্মার্থ বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। আমাদের মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অল্পবাকের প্রথম মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এবং মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিম্নয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—দৃষণ নহে; আমরা মনে করি, ঐ মন্ত্রে মনকে অথবা অসদবৃত্তিসমূহকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মন্ত্রে ‘অদিত্যাস্তথৈতু’ বাক্য আছে। ঐ পদে কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই পৃথিবীর ত্বক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণাজিনকে পৃথিবীর ত্বক বা অনন্তের ত্বক বলিয়া অভিহিত করার কি ইষ্ট সংসর্ধিত হইতে পারে? বিবিধ পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। প্রথম অসদবৃত্তি পক্ষে। তাহারাই যে সদবৃত্তির বাধক বা স্তম্ভনকারী, তাহা বলা যায়। আবার মনে পক্ষে, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া তাহাকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শম্যা বা বাতীর খিল ছালোককে কিরূপে ধারণ করিবে অথবা স্তম্ভিত করিবে? ইহাতে কোনও স্তম্ভ ভাব ছোতানা করে বলিয়া মনে হয় না। সংকল্পপ্রভাবে মানুষ দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হয়—এখানে এই ভাবই ছোতানা করে বলিয়া মনে করি। আবার মনেই দেবভাবের ধারক ও পোষক। সুতরাং মনকে বলা হইতেছে,—‘তোমার এমন সামর্থ্য যে, দেবভাবসমূহ তোমাতেই অবস্থিত করে; অসম্ভাবও তোমাতেই অবস্থিত। তুমি যদি সম্যক ব্যবস্থিত হও; অসংও সং হইতে পারে। এমনই আশ্চর্য্য শক্তি তোমার! সংসঙ্গে অসংও যে সম্ভাবাপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তো শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ প্রদর্শিত হইয়াছে! অতএব মন! তুমি সম্ভাবসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ হও। ভগবানের অনুগ্রহ অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় মন্ত্রে ‘ধিষণা’ ও ‘পর্কত্যা’ এই দুই শব্দের সহিত ‘অসি’ ক্রিয়াপদের সমাবেশ হওয়ায় মনোবৃত্তিকে সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্কতবদ্ভূত হইতে বলা হইয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ মন্ত্রে প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তরখণ্ডের উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার মন্ত্রে কি উচ্চভাব সূচিত হয়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ড। উপলখণ্ডই বা কি ইষ্ট-সাধনে সমর্থ! ‘ধিষণা’ পদে ভাষ্যকার ‘ধারিকা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে অর্থও অতি দূর অঘরে কল্পিত হয়। আমরা তাই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—‘সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী।’ প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাক্ষুর্ষ্য অবশ্যস্তাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—‘সংকল্প-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এমন অবিচঞ্চল হউক; যেন অনন্তশক্তিশালিনী পরাপ্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন; সেই দৃঢ়তার দ্বারা বাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যস আকর্ষণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও।

পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে যোগসাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা, চতুর্থ অনুবাক্যের সপ্তম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় অংশে মনকে সোধোদন করিয়া বলা হইতেছে,—‘মন ! তুমি ভগবৎপ্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও। সকল দেবতাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকুক।’ সেই দেবতাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি ? ‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ’। চিন্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিন্তবৃত্তির প্রধান উপায়। ষষ্ঠ মন্ত্রের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম-সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে ? প্রাণবায়ু সংরক্ষণ-পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয় বা অপচয় নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের গুচ্ছানুগুচ্ছ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই অধিগত হইয়া আসে। ব্যান ও অপান বায়ু সংযমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ব্যান-বায়ু সংযত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারে দৈহিক চাকলা—ইঞ্জিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মাহুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে ! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মাহুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে ? অপান বায়ু নিরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—ব্যাধি-নিবারণ। উৎসৃজন হেতু যে বায়ুর দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাহাই অপান বায়ু। অপানবায়ু নিম্নগামী। সে বায়ু ত্যাগ করিতে না পারিলে উদরস্তম্ভনজনিত বিবিধ পীড়ার উদয় হয়। তাই ত্রিবিধ বায়ু নিরোধের উপদেশ মন্ত্রে প্রদান করা হইয়াছে। সত্ত্বরজস্তমঃ—ত্রিগুণের সাম্য-সাধন সকল অবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন। এখানে এ মন্ত্রে সেই ত্রিগুণ-সাম্য-সাধনও লক্ষ্যীভূত বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম মন্ত্রে এ বিষয়টা অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মাহুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি ? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্কৃদ্ধি। কি জন্ত আয়ুঃ বৃদ্ধির প্রয়োজন ? সংসারে অশেষ-বিধ সংকর্ষ আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্তই তোমার আয়ুর্কৃদ্ধির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম-সাধনা অভ্যাস কর, তোমার আয়ুর্কৃদ্ধি অবশ্যস্তাবী। মন্ত্রের প্রথমার্শে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছে,—‘সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে ! তোমার অসদবৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই শেষ বা তষ্ঠম মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—‘ভগবান যেন অসদবৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।’

অন্ত ভাবে সপ্তম মন্ত্রে চরম প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। আমার মন যেন সকল সংকর্ষে—ভগবানের প্রীতিসাধক সংকর্ষে নিয়োজিত হয়,—এরূপ বাক্যে কি বুঝি ? বুঝিতে পারি না কি, আমি যেন এমন কিছু অপকর্ম না করি, যাহা ভগবৎপ্রীতির অন্তরায় হয় ? পরন্তু আমার কর্ম যেন এমন হয়, যাহাতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইতে পারি। ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া তোমার সেবায় তোমার উদ্দেশ্যে বিহিত সংকর্ষে আমার প্রীতি আনুক, এ ভাবের তুলনা আছে কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে

ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বৃষি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণি দৃষ্ট হয়। আর বৃষি গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জুনের প্রতি উপদেশ ব্যপদেশে এই ভাবের কথঞ্চিৎ জোতনা আছে। শাস্ত্র-সমূহের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে ; কিন্তু এ ভাবে ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—সংসারের কয় জন ? এ ভাবের একটু প্রশ্ৰুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা ; কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ঋব-প্রহ্লাদাদি হস্তি-পরায়ণগণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব ? কে আর কহিবে এখন—

‘তোমারি স্মৃতে,

আমারই স্মৃথ,

তোমারি সেবায় প্রীতি পাঠি।’

তোমারি হাসি

অমিয় রাশি

হৃদয়ে মাথিরা স্নিগ্ধ হই।’

ফলতঃ, সর্বকর্ম তাঁহাতে সমর্পণ ;—তাঁহারই কর্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে, এই মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওন ;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে ? ইহাই তো চরম সাধনা ! আমরা মনে করি, মন্ত্র এও এক উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রে এইরূপ উচ্চতাবই স্থচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ॥

— * —

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোঃষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোঃনুবাকঃ ।)

(১) ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম বচ্ছ । (২) অপায়েহমিমামাদং জহি

নিজ্রব্যাদ্ সেধাহদেবযজং বহ ।

(৩) নির্দ্ব্যং রক্ষে নির্দ্ব্যং অরাতয়ো প্রবমসি পৃথিবীং দ্ভাহ্যদুদ্ভহ্

প্রজাং দ্ভহ্ সজাতানৈষ্য যজমানায় পযুহি ।

(৪) ধত্ৰমশ্চরিকং দৃহ্ প্রাণং দৃহাপানং দৃহ সজাতানৈশ্চ

যজমানায় পযুহ ধরুণমসি দিবং দৃহ চক্ষুঃ দৃহ জোত্রং

দৃহ সজাতানৈশ্চ যজমানায় পযুহ ধম্মাসি দিশো দৃহ

যোনিং দৃহ প্রজাং দৃহ সজাতানৈশ্চ যজমানায়

পযুহ চিতঃ স্ব প্রজামৈশ্চ রয়িমৈশ্চ

সজাতানৈশ্চ যজমানায় পযুহ ।

(৫) ভৃগুণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বং ।

(৬) যানি ঘশ্মে কপালান্যুপচিস্বস্তি বেধসঃ । পৃথস্তান্যপি

ত্রত ইন্দ্রবায়ু বি মুধতাং ॥ ৭ ॥

* * *

শব্দ-পাঠঃ ।

(১) ঋত্বিঃ । অসি । ব্রহ্ম । যজ্ । (২) অপেতি । অগ্নে । অগ্নিঃ । আহাদমিত্যম—অদম্ ।

অহি । নিরিতি । ক্রবাদমিতি ক্রব্য—অদম্ । সেধ । এতি ।

দেববজমিতি দেব—বজম্ । বহ । নির্দ্বমিতি ।

(৩) নিঃ দধুম্ । বক্ষঃ । নিদধা ইতি নিঃ--দধাঃ । অরাতয়ঃ । এবম্ । অসি ।

পৃথিবীম্ । দৃঢ়্হ । আয়ুঃ । দৃঢ়্হ । প্রজামিতি প্র-জাম্ । দৃঢ়্হ ।

সজ্জাতানিতি স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ ।

(৪) ধত্রম্ । অসি । অঙ্কুরিকম্ । দৃঢ়্হ । প্রাণমিতি প্র-অম্ । দৃঢ়্হ । অপাননিত্যপ-

অনম্ । দৃঢ়্হ । সজ্জাতানিতি স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ ।

ধরুণম্ । অসি । দিবম্ । দৃঢ়্হ । চক্ষুঃ । দৃঢ়্হ । শ্রোত্রম্ । দৃঢ়্হ । সজ্জাতানিতি

স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ । ধর্ম্ম । অসি । দিশঃ ।

দৃঢ়্হ । যোনিম্ । দৃঢ়্হ । প্রজামিতি প্র-জাম্ । দৃঢ়্হ । সজ্জাতানিতি । স-

জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ । চিতঃ । হ ।

প্রজামিতি প্র-জাম্ । অগ্নেয় । রয়িম্ । অগ্নেয় । সজ্জাতানিতি

স-জাতান্ । অগ্নেয় । যজমানায় । পরীতি । উহ ।

(৫) ভৃগুণাম্ । অঙ্গিরসাম্ । তপসা । তপ্যধর্ম্ম ।

(৬) যানি । স্বর্থে । কপালানি । উপচিহ্নীতুপ—চিহ্নস্তি । বেধসঃ । পৃথঃ । তানি ।

অনীতি । ব্রতে । ইন্দ্রবায়ু ইতীজ—বায়ু । বীতি । মুক্ততাম্ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্থ্যমুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মনঃ ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (ধর্ষণে সমর্থঃ—সর্বশক্তিমাণঃ ইতি বাবৎ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মং, সর্বভাবং বা) 'যচ্ছ' (প্রযচ্ছ) । অথবা হে মনঃ ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগলভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে, ভগবৎকৃপা-লাভায়—তৎপ্রীতিহেতুত্বায় কৰ্ম্মদম্পাদনায় ইতি ভাবঃ) 'যচ্ছ' (প্রবুদ্ধো ভব, যদ্বা—চাক্ষুঃ পঞ্জিত্য স্থিরঃ ভব ইতি ভাবঃ) । অথবা হে মনঃ ! ত্বং হি 'ধৃষ্টিঃ' (সর্বত্র ধারকঃ) 'ব্রহ্ম' (পরব্রহ্মঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'যচ্ছ' (অবিচঞ্চলঃ ভব, যদ্বা—সর্বভাবং পরমধনং মোক্ষং বা প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ) ।

২। 'অয়ে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব !) ত্বং 'আনাদং অয়িং' (অপকং জ্ঞান, বিভ্রমং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়) ; (থ) 'ক্রবাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ' (নিঃশেষেণ বিনাশয়, দূরে পরিত্যজ ইতি যাবৎ) ; ততঃ 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানায়িৎ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (আনয়, সর্বতোভাবেন অশ্মাকং অন্তরদেশে উদ্ধীপিতং কুণ্ডলি ইতি ভাবঃ) ; অথবা—হে মনঃ ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানায়িৎ ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদি প্রভিষ্ঠাপয়) । যদ্বা, হে অয়ে ! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকেন জ্ঞানান্নিরূপেণ ইতি যাবৎ) 'আ বহ' (সর্বতোভাবেন অশ্মাকং অন্তরদেশে প্রবহমানঃ ভব) । মদ্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ অয়োবোধকশ্চ । দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অয়িঃ সকা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি সঃ সেধনীয়ঃ । জ্ঞানায়িঃ হি সর্বসিদ্ধিদায়কঃ । অতঃ যৎপ্রভাবেন দেবভাব উপলব্ধি-তময়িং আরাধয় ইতি ভাবঃ ।

৩। হে দেব ! তব প্রভাবেন 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, হর্ষদ্বিরূপঃ অন্তঃশত্রুঃ ইত্যর্থঃ) 'নির্দিষ্টং' (নিঃশেষেণ দগ্ধং, বিনাশপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ভবতু ; অপিচ 'অরাতরঃ' (কামক্রোধাদিরঃ রিপু-শত্রবঃ ইতি ভাবঃ) 'নির্দিষ্টাঃ' (নিঃশেষেণ দগ্ধাঃ, ভস্মীভূতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু । অশ্মাকং সর্বৈ শত্রবঃ সমুলেন বিনাশং যাস্তু ইতি ভাবঃ ।

(থ) হে মনঃ ! ত্বং 'ঋবং' (স্থিরং, একাগ্রং ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ ত্বং 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং—সদ্ব্যক্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'আবুঃ' (সংকৰ্ম্মসাধনক্ষমার্থং, যদ্বা—সংকৰ্ম্মশীলং পুণ্যজীবনং চিত্তজীবনং বা ইত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু), 'ংজাং' (লোকানুগাং, বিশ্বপ্রীতিং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ।

(গ) তদনন্তর হে মনঃ অথবা হে দেব ! 'অয়ে' (প্রবর্তমানায়) 'যজমানায়' (প্রার্থনা-

কারিণে—সংকর্ষাচ্ছাভূগাং কল্যাণ-সাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতাঃ বন্ধন-মূলকাঃ সংপ্রতিবন্ধকাঃ অসদবৃত্তীঃ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (পরিতো অভিভব, নাশয় ইত্যর্থঃ) ।

৪ । (ক) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধরুং’ (ধারকং, সত্ত্বভাবসংরক্ষকং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তং—সত্ত্বাবানাং সর্বব্যাপকত্বং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘প্রাণং’ (প্রাণশক্তিং—সংকর্ষসাধনশীলাং ইতি যাবৎ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), ‘অপানং’ (চৈতন্ত্যং—পরমাত্মানোহংশীভূতং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; তদনন্তরং হে মনঃ ! ত্বং ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত প্রবর্তমানায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অন্ত সাধনরতন্ত কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (অভিভব, পরিতো ছাদয়—সত্ত্বাবেন ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধরুং’ (ধারকং, সদবৃত্তিপালকং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘দিবং’ (দেবভাবং, শুদ্ধসত্ত্বং বা) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘চক্ষুঃ’ (দর্শনশক্তিং, সবস্তুদর্শন-সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘শ্রোত্রং’ (শ্রবণশক্তিং, সদ্বাক্যশ্রবণসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ হে মনঃ ! ত্বং ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অন্ত সাধনরতন্ত কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (অভিভব, পরিতো ছাদয়—সত্ত্বাবেন ইতি ভাবঃ) ।

(গ) হে মনঃ ! ত্বং ‘ধর্ম’ (প্রকাশশীলং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘দিশঃ’ (সর্বস্থ দিক্ পরিব্যাপ্তং সত্ত্বাবং, যদ্বা—বিশ্বব্যাপকং শুদ্ধসত্ত্বং অথবা বিশ্বহিতসাধনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), তথা ‘যোনিং’ (সদবৃত্তিমূলং, সদবৃত্তেবোধারং বা) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু), ‘প্রজাং’ (লোকান্তরগং, বিশ্বপ্রীতিং ইত্যর্থঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু) ; ততঃ ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অন্ত সাধনরতন্ত সংকর্ষাচ্ছাভূঃ কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি ভাবঃ) ‘পর্যূহ’ (পরিতো ছাদয়, সত্ত্বাবসঞ্চারেণ বিদ্রবয় ইত্যর্থঃ) ।

(ঘ) ‘চিতঃ’ (হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ) যুয়ং ‘হ’ (ভবন—ভগবদন্তুসারিণঃ ইতি ভাবঃ) । পরং চ ‘অশ্নৈ’ (মোক্ষকামিনে) ‘প্রজাং’ (সত্ত্বাবমূলকং বিশ্বপ্রীতিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ ; অশিচ ‘অশ্নৈ’ (মোক্ষকামিনে) ‘রয়িং’ (পবনধনং) প্রষচ্ছেতি শেষঃ ; কিঞ্চ ‘অশ্নৈ’ (সংকর্ষস্ত প্রবৃত্তায়) ‘যজমানায়’ (প্রার্থনাকারিণে—অন্ত সাধনরতন্ত কল্যাণায় ইতি ভাবঃ) ‘সজাতান্’ (জন্মসহজাতান্ বন্ধনমূলকান্ সংপ্রতিবন্ধকান্ অন্তঃশত্রুন্ ইতি যাবৎ) ‘পর্যূহ’ (বিনাশয়, পরিতো ছাদয়—সত্ত্বাবেন ইতি ভাবঃ) ।

৫ । হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ । যুয়ং ‘ভৃগুণাং’ (অত্যাচ্ছানাং) ‘অঙ্গিরসাং’ (জ্ঞানানাং লাভায় ইতি যাবৎ) ‘তপসা’ (সাধনাপ্রভাবেন, একাগ্রেণ) ‘তপাধ্বং’ (ভগবন্তু আরাধয়ত) । * সংকর্ষসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎপ্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ ।

* ‘ভৃগুণাং’ এবং ‘অঙ্গিরসাং’ শব্দদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে । কিন্তু মহার্ঘের পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা

৬। ‘বেধসঃ’ (মেধাবিনঃ, আত্মদর্শিনঃ ইতি ভাবঃ) ‘ধর্মে’ (প্রকাশশীলে, প্রবর্ত্তমানে জ্ঞানার্ণো ইত্যর্থঃ) ‘যানি’ (প্রসিক্তানি) ‘কপালানি’ (অবরোধকানি, জ্ঞানাবরণানি ইত্যর্থঃ) ‘উপচিষন্তি’ (প্রক্ষিপন্তি ইতি যাবৎ) ‘ইন্দ্রবায়ু’ (প্রাণশক্তিদ্বয়কৌ হে দেবৌ!) ‘পূকঃ’ (সম্ভাবপোষকন্ত, সম্ভাবকামিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘ব্রত’ (ব্রতে, যাগাদিরূপে সংকর্মে ইতি যাবৎ—আবিভূতো সন্তো ইতি ভাবঃ) ‘তানি’ (সম্ভাবাবরোধকানি আবরণানি ইত্যর্থঃ) ‘বিমুক্তাং’ (অপসারয়তাং, বিমুক্তানি কুরুতাং ইতি ভাবঃ)। নম্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে মন। তুমি শক্রসমূহের ধ্বংসে সমর্থ হও। অতএব তুমি পরত্রক (সম্ভাব) প্রদান কর। অথবা হে মন! তুমি স্বতঃই প্রগল্ভ অর্থাৎ চঞ্চল আছ; অতএব তুমি ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত তাঁহার প্রীতি-হেতুভূত কর্মসম্পাদনে প্রবুদ্ধ হও অর্থাৎ চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া স্থির হও। অথবা, হে মন! তুমি সকলের ধারক পরত্রকাক্ষরূপ হও; অতএব তুমি সম্ভাবরূপ পরমধন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কর।

২। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি অপক জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত করুন। (খ) দুষ্কৃতজ্ঞান অর্থাৎ পাপবুদ্ধিরূপ দহনজ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ করুন। (গ) তার পর দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িকে আনয়ন করিয়া আমাদের অন্তরে সর্বতোভাবে প্রদীপিত করুন; অথবা, হে মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর; অথবা হে অগ্নিদেব! দেবভাবসাধক জ্ঞানায়িরূপে সর্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে বিস্তৃত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থামূলক। ভাব এই যে,—দাহক বা অজ্ঞান-রূপ যে অগ্নি সদা-প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও; জ্ঞানায়িই সর্বসিদ্ধিকারক; তাহারই অনুসরণ কর)।

করিতে হইলে, ঐ পদদ্বয়ে কখনই ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া নহে হয় না। ধাত্বর্থে ও শব্দার্থের অনুসরণে ‘ভৃগু’ শব্দে ‘অত্যাচ্চ’ এবং ‘অঙ্গিরস’ শব্দে ‘জ্ঞান’ অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। সেই অর্থই এখানে সঙ্গত। ‘তপ্যধ্বং’ ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ ভৃগু ও অঙ্গির ঋষিদ্বয় ক্রান্তদর্শী হইলেও তাঁহারা মাহুর। মন্ত্রস্য সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইলে বেদমন্ত্রের পৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে; নিতাস্বপ্নে সিদ্ধ হয় না। আমরা যে অর্থ নিশ্চয় করিলাম, তাহাতে বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

৩। (ক) হে দেব! আপনার প্রভাবে দুর্ব্বাক্ষিরূপ অন্তঃশত্রু
নিঃশেষে বিদগ্ধ (বিনাশপ্রাপ্ত) হউক; অপিচ, কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু
নিঃশেষে দগ্ধ (ভস্মীভূত) হউক। (ভাবার্থ এই যে—আমাদের সকল শত্রু
নিঃশেষে বিনাশপ্রাপ্ত হউক)।

(খ) হে মন! তুমি স্থির একাগ্র হও। সদ্ব্রতিমূল অধারক্ষেত্রকে
দৃঢ় কর, সংকর্ষসাধন-সামর্থ্যকে অথবা সংকর্ষশীল পূর্ণজীবনকে রক্ষা কর,
এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় (রক্ষা) কর।

(গ) তদনন্তর হে মন! অথবা হে দেব! সংকর্ষে প্রবৃত্ত প্রার্থনা-
কারীর কল্যাণসাধনের নিমিত্ত তাহার জন্মসহজাত সংপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ
বন্ধনমূলক অসদ্ব্রতি-সমূহকে অভিভূত বা অপসারিত কর।

৪। (ক) হে মন! তুমি সম্ভাবসংরক্ষক হও। অতএব
অস্তুরিক্ষবৎ অনন্ত অর্থাৎ সম্ভাব সমূহের সর্বব্যাপিত্ব দৃঢ় কর; আর
সংকর্ষ-সাধনশীল প্রাণশক্তিকে এবং পরমাত্মার অংশভূত চৈতন্যকে
তোমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর। তদনন্তর হে আমার মন! অথবা হে ভগবন্!
তুমি সংকর্ষ-প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণকামনায় তাহার জন্ম-
সহজাত সংপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ বন্ধনমূলক অসদ্ব্রতি-সমূহকে (সম্ভাবাদির
দ্বারা) সর্বভোভাবে আবরণ অর্থাৎ বিনাশ কর।

(খ) হে মন! তুমি সদ্ব্রতিসমূহের ধারক ও পালক হও। অতএব
তুমি শুদ্ধসত্ত্ব-দেবভাব দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর;
সদ্বস্তদর্শনসামর্থ্য দৃঢ় কর, সদ্ধাক্যশ্রবণসামর্থ্য দৃঢ় কর। তদনন্তর হে মন!
সংকর্ষে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর কল্যাণ-কামনায় তাহার জন্মসহজাত
সংপ্রতিবন্ধক বন্ধন-হেতুভূত অন্তঃশত্রুদিগকে (সম্ভাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত
কর অর্থাৎ অপসারিত কর।

(গ) হে মন! তুমি প্রকাশশীল হও। অতএব তুমি সর্বদিকে পরি-
ব্যাপ্ত সম্ভাবকে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বকে বা বিশ্বহিতসাধন-সামর্থ্যকে
দৃঢ় কর অর্থাৎ তোমাতে দৃঢ়-রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; এবং সদ্ব্রতির মূল বা
আধারকে দৃঢ় কর এবং লোকানুরাগ বা বিশ্বপ্রীতি দৃঢ় কর। তদনন্তর
হে আমার মন! সংকর্ষে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) জন্ম-

সহজাত বন্ধনমূলক সংপ্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুদিগকে (সন্তাবের দ্বারা) আচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদূরিত কর ।

(ঘ) হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ভগবদনুসারী হও । তার পর মোক্ষকামীকে (আমাকে) সন্তাবমূলক বিশ্বপ্রীতি প্রদান কর । অপিচ, মোক্ষকামীকে (আমাকে) পরমধন প্রদান কর ; এবং সংকর্মে প্রবৃত্ত সাধনরত প্রার্থনাকারীর (আমার) কল্যাণের নিমিত্ত জন্মসহজাত সংপ্রতি-বন্ধক বন্ধমূলক অন্তঃশত্রুদিগকে সন্তাবের দ্বারা পরিবৃত্ত কর ।

৫ । হে চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা অত্যুচ্চ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত একাগ্র-তার সহিত ভগবানের আরাধনায় নিরত হও । সংকর্ম-সহজাত বিশিষ্ট-জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে ।

৬ । মেধাবী অর্থাৎ আত্মদর্শিগণ প্রকাশশীল অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান জ্ঞানায়িত্তে যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানাবরণ-সমূহকে প্রক্ষিপ্ত করেন ; জ্ঞান-শক্তি-প্রজনক হে ইন্দ্র-বায়ু দেবদ্বয় ! আপনারা উভয়ে সন্তাবপোষক (অনুষ্ঠাতার) যাগাদি সংকর্মে (অবিভূত হইয়া) সেই সন্তাবাবরোধক আবরণ-সমূহকে বিমুক্ত অর্থাৎ অপসারিত করুন । (মন্ত্ৰটি প্রার্থনামূলক) ॥ (১অ—১প্র—৭অ) ॥

* * *

মন্ত্ৰভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

যষ্ঠাষ্ট্রবাকে পেষণমুক্তং । যন্তপানন্তরং পুরোডাশো নিষ্পাদনীয়স্তথাংপাতশ্বেষু কপালেষু পুরোডাশস্ত্র প্রণয়িতুমশক্যত্বাৎ সপ্তমে কপালোপধানমভিধীয়তে ।

১ । “ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছা” —কল্পঃ—“ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেতু্যপবেষমাদায়” ইতি । পলাশশাখামূলে ছিন্নঃ প্রাদেশপরিমিত উপবেষঃ । হে উপবেষ ত্বমঙ্গারাগাৎ ধর্ষণে সমর্থোহসি । অতো ব্রহ্মশব্দোদিতং পুরোডাশরূপং দেবান্নং প্রযচ্ছ । ধৃষ্টিশব্দো বৈধ্য-জ্যোতনার্যেত্যাহ—“ধৃষ্টিরসি ব্রহ্ম যচ্ছেত্যাহ ধৃতৌ” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৭) ইতি ॥

২ । “অপায়েহয়িমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাং সেধাহদেবযজং বহ ।” —কল্পঃ—“অপায়েহয়ি-মামাদং জহীতি গার্হপত্যাদাহবনীয়াদ্বা প্রত্যাক্ষাবঙ্গারো নির্বর্ত্ত্য নিষ্ক্রব্যাং সেধেতি তয়োত্তরমুত্তরমপরমবাস্তুরদেশং বা নিরস্তাহদেবযজং বহেতি দক্ষিণামস্থাপ্য” ইতি । হে গার্হপত্যায়ৈ যোহয়িঃ শাস্ত্রীয়ং পাকমন্ত্ৰরেণাহমং ত্রব্যমন্তি ন তু পাকার্থস্থাপিতস্ত্র পাকং কৰোতি তমপনয় মারয় । যশ্চ লৌকিকং মাংসমন্তি তমপি নিবেদয় । যন্ত দেবান্ যজতি তমাবহ । যথোক্তস্থাপ্যানয়নস্ত্র কপালোপধানার্থতাং দর্শয়ন্ প্রশংসতি—“অপায়েহয়িমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাং সেধাহ দেবযজং বহেত্যাহ । য এবাহমাংক্রব্যাং তনপহত্যা । মেঘোহরৌ কপালমুপদধতি” (ব্রা° কা° ৩ প্র° ২ অ° ৭) ইতি ॥

৩। “নির্দগ্ধু৷ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতরো ঋবমসি পৃথিবীং দৃ৷হ্যৈয়ুর্দৃ৷হ প্রজাং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহ।”—নির্দগ্ধু৷ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতরো ঋবমসি পৃথিবীং দৃ৷হ্যৈয়ুর্দৃ৷হ প্রজাং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহেত্যেতরোঋত্বয়োৱর্থক্রমেণ বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ—‘ঋবমসীতি তন্মিথ্যামং পুরোধাশকপালমুপদধাতি নির্দগ্ধু৷ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতর ইতি কপালেহঙ্কারমত্যাধায়’ ইতি। হে কপাল তৎ দৃঢ়মন্ততঃ পৃথিব্যাদৌ দৃঢ়ী কুরু। অস্ত যজমানস্ত জাতীন্ পরিতঃ সেবকান্ কুরু। অগ্নিন্ কপালেহবস্থিতং রক্ষো নিঃশেষেণ দধৎ। আত্মানক্ৰমেণ নির্দগ্ধমগ্নমাদৌ ব্যাচটে—‘নির্দগ্ধু৷ রক্ষো নির্দগ্ধা অরাতর ইত্যাহ। রক্ষা৷শ্চৈব নির্দহতি’ (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি। ‘কপালানামুপধানং’ বিধস্তে—‘অগ্নিবতুপদধাতি। অগ্নিরেব লোকে ‘জ্যোতিধ্ব’তে’ (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি। যথোক্তাঙ্কারযুক্তে প্রদেগে কপালমুপদধাৎ। কপালোপর্য্যস্তাত্মারস্ত স্থাপনং বিধস্তে—‘অঙ্কারমবিস্তরতি। অস্তরিক্ষ এব জ্যোতিধ্ব’তে’ (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি কপালস্তাধ উৰ্দ্ধং চ স্থিতাত্ম্যমঙ্গারাত্যাং লোকেষুস্ত জ্যোতিষ্যন্তে ততোহুপার্কমঙ্গারস্ত স্থাপনাসংভবাদিবো জ্যোতির্ন স্মাদিতি ন শব্দনীর্যমিত্যাহ—‘আদিত্যামেবাম্যম্লোকে জ্যোতিধ্ব’তে’ (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি এতদবৃত্তাস্তজ্ঞানং প্রশংসতি—‘জ্যোতি-
যন্তোহম্মা ইমে লোকা ভবন্তি। য এবং বেদ’ (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি ॥

৪। “ধত্রৈমন্তস্তরিক্ষং দৃ৷হ প্রাণং দৃ৷হাপানং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহ ধরণমসি দিবং দৃ৷হ চক্ষুর্দৃ৷হ শ্রোত্রং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহ ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৷হ ঘোনিং দৃ৷হ প্রজাং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহ চিতঃ স্ব প্রজাম্যৈ রয়িম্যৈ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহ।”—বোধায়নঃ—‘অথ পূর্ক্সাধিমুপদধাতি ধত্রৈমন্তস্তরিক্ষং দৃ৷হ প্রাণং দৃ৷হাপানং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহেত্যথ পরাধিমুপদধাতি ধরণমসি দিবং দৃ৷হ চক্ষুর্দৃ৷হ শ্রোত্রং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহেত্যথ দক্ষিণাধিমুপদধাতি ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৷হ ঘোনিং দৃ৷হ প্রজাং দৃ৷হ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহেত্যথ পূর্ক্সাধিমুপ-
দধাতি চিতঃ স্ব প্রজাম্যৈ রয়িম্যৈ সজাতান্যৈ যজমানায় পৰ্য্যাহেতি’ ইতি। আপত্ত্যঃ—
‘ধত্রৈমসীতি পূর্ক্সং দ্বিতীয়ং স৷প্পৃষ্টং ধরণমসীতি পূর্ক্সং তৃতীয়মিতি ধর্ম্মাসীতি সপ্তমং চিতঃ
হেত্যাষ্টমং’ ইতি।

তত্র ধত্রৈমন্তস্তরিক্ষশকা ধারকত্বং ত্রবস্তো দৃঢ়ত্বং লক্ষয়ন্তি। হেতুঃ ষ্টমকপাল ত্রমুপাচিত-
রূপোহসি। ততো যজমানস্ত প্রজাদিকং পরিতঃ সম্পাদয়। প্রজাদেঃ প্রত্যেকমুপচর-
বিবক্ষয়া পৃথগাক্যত্বং স্মোতস্মিতুমস্মা ইতি পদস্তাহবৃত্তিঃ। চিতঃ হেতি বহুবচনমাদরার্থং।
ক্রমেণ মন্ত্রায়াস্টে—‘ঋবমসি পৃথিবীং দৃ৷হেত্যাহ। পৃথিবীমেবৈতেন দৃ৷হতি। ধত্রৈমন্ত-
রিক্ষং দৃ৷হেত্যাহ। অস্তরিক্ষমেবৈতেন দৃ৷হতি। ধরণমসি দিবং দৃ৷হেত্যাহ। দিবমেবৈ-
তেন দৃ৷হতি। ধর্ম্মাসি দিশো দৃ৷হেত্যাহ। দিশ এবৈতেন দৃ৷হতি” (ত্রা॰ কা॰ ৩
প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি। উপসংহরতি—‘ইমানৈবৈতেন্লে।কান্ দৃ৷হতি” (ত্রা॰ কা॰ ৩
প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি। এতদ্বেননং প্রশংসতি—‘দৃ৷হন্তোহম্মা ইমে লোকাঃ প্রজয়া
পশুতিঃ। য এবং বেদ” (ত্রা॰ কা॰ ৩ প্র॰ ২ অ॰ ৭) ইতি। সর্বত্র বিধেয়ার্থং

কেনাপি প্রকারেণ স্বস্তা শ্রদ্ধাংপাদনীরেতি ব্যাংপাদয়িতুং কপালোপধানং বহুধা ত্তোতি ।
তদ্রায়মেকঃ প্রকারঃ—“ত্রীণ্যগ্রে কপালাহ্যুপদধাতি । ত্রয় ইমে লোকাঃ । এধাং লোকা-
নামাষ্টো” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । মধ্যমপূর্বাদপদকপালগতং ত্রিষ্মপি
প্রশস্তং । অথাপরঃ প্রকারঃ—“একমগ্রে কপালমুপদধাতি । একং বা আগ্রে কপালং
পূৰ্ব্বম্ভ সন্তবতি । অথ বে । অথ ত্রীণি । অথ চত্বারি । অথাষ্টো । তস্মাদষ্টাকপালঃ
পূৰ্ব্বম্ভ শিরঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । প্রথমং ধ্রুবমসীত্যেকং কপালমুপ-
দধীতে । ততো ধ্রুবমসীত্যনেন সহ বে । ধ্রুবমসীত্যনেন সহ ত্রীণি । ধ্রুবমসীত্যনেন
সহ চত্বারি । ততঃ কেবাংচিন্মতে চিতঃ স্বেত্যনেনৈবোপরিভনানি চত্বারীত্যষ্টো ভবন্তি ।
পূৰ্ব্বম্ভাপি গৰ্ভে প্রথমং শিরোরূপমধঃ কপালমুৎপত্ততে । পশ্চাৎ ক্রমেণ রেখাভিরষ্টধা
ভিষ্ঠতে । কপালেবু সংখ্যাং স্বস্তা তহপদানং ত্তোতি—‘যদেবং কপালাহ্যুপদধাতি । যজ্ঞো
বৈ প্রজাপতিঃ । যজ্ঞমেব প্রজাপতিঃ সঃ স্বরোতি । জাহ্মানমেব তৎসঃ স্বরোতি । তঃ
সঃ স্কৃতমাহ্মানং । অমুন্নিষ্টোকেহুপরিভতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । উপধানেন
কপালেবু সংস্কৃতেষু তদ্বারা তৎসাধ্যো যাগঃ সংস্কিয়তে । যজ্ঞধারা তৎপ্রঃ প্রজাপতেঃ
সংস্কারঃ । তেন কপালযজ্ঞপ্রজাপতিসংস্কারেণ তেবাং সংস্কৃতত্বাদ্যজমানঃ স্বয়ং সংস্কৃতো
ভবতি । তং চ সংস্কৃতং স্বর্গে লোকে গচ্ছন্তমহু ফলদানায় যজ্ঞঃ প্রজাপতিরূপধারী কশ্চিদেবো
গচ্ছতি । অপরঃ প্রকারঃ—“যদষ্টাবুপদধাতি । গায়ত্রিয়া তৎসম্মিতং । যদ্বব । ত্রিবৃত্তা তৎ ।
যদশ । বিরাডা তৎ । যদেকাদশ । ত্রিভা তৎ । যদ্বাদশ । জগত্যা তৎ । ছন্দঃ-
সম্মিতানি স উপদধৎ কপালানি । ইমাল্লোকানমুপূর্কং দিশো বিধৃত্য দৃঃ হতি । অথাহুঃ
প্রাণান্ প্রজাং পশূন্ যজ্ঞানেন দধাতি । সজাতানম্মা অভিতো বহুলান্ করোতি” (ব্রা०
কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি । ত্রিবৃচ্ছদঃ স্তোনবাচী । স চ স্তোন উপাঠ্যে গায়তা নর
ইত্যাদ্যগুভিনবভিঃ সম্পত্ততে । ছন্দঃশব্দঃ স্তোনমুপাণয়করতি । গায়ত্রীবিরাট্ ত্রিষ্টুভ-
গতীনং চাষ্টস্বাক্ষরসংখ্যা প্রসিদ্ধা । তথা সংখ্যা ছন্দঃসাদৃশ্যং । নবজাহংগেষত্যাষ্টো
কপালাস্তদ্বীষোমীষস্ত চৈকাদশ ন তু নবাবিসংখ্যা লভ্যত ইতি চেদ্বাৎ । তথাপি
সংখ্যাহতত্র বিজ্ঞমানা প্রসঙ্গাদিহ স্তৃয়তে । ত্রয়োদশাদিসংখ্যা ন কাপ্যন্ত । একাদিকা
সপ্তপর্যন্তা সংখ্যাহতক্রান্তীতি চেদ্বাহি তস্তা অপ্যনেন ছায়েন স্ততিরুয়েত । ঈদৃশানি
কপালাহ্যুপদধানোহধ্বর্গ্যরুক্রমেণ পৃথিব্যাদিলোকান্ প্রাগাদিশিষ্ট দৃঢ়ী করোতি । লোক-
বুদ্ধ্যা কপালানাং স্থাপিতত্বাৎ । অত ইদমুপধানং লোকবৃষ্টো ভবতি । কিং চাহুয়াদীন
ভাটপুত্রাংশ্চ যজ্ঞমামে সম্পাদিতবান্ ভবতি । ক্রমপ্রাপ্তে যয়ে স্পষ্টার্থঃ দর্শয়তি—“চিতঃ
হেত্যাহ । যথায়জুরেবৈতৎ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

৫। “ভৃগুগামসিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিতি
বেদেন কপালেশব্রজানম্ভূহ” ইতি । হে কপালানি দেবতাতপাকরণেণানোদ্রিনা তপ্তানি
ভবত । ইমমেবার্থঃ দর্শয়তি—ভৃগুগামসিরসাং তপসা তপ্যধ্বমিত্যাহ । দেবতানামেবৈনানি
তপসা তপতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৭) ইতি ॥

৬। “নানি বশ্ কপালাহ্যুপচিষ্মি বেদসঃ । পুণ্ড্রাশ্চি ত্রি ইদ্রবাবু বি মুক্তমা”

ইতি । অয়ং মন্থে যজ্ঞপি যাগসমাপ্তৌ পঠনীয়ন্তথাহপি কপালপ্রসঙ্গাদিহাহ্বাতঃ । তদ্বিনিয়োগঃ
 সূত্রে দর্শিতঃ—“যানি ঘর্শে কপালানীতি চতুস্পদয়চ্চা কপালানি বিমুচ্য সংখ্যায়োষাসর্যতি
 সস্তিষ্ঠেতে দর্শপূর্ণমাসৌ” ইতি । অধ্বৰ্য্যুরূপা বেধসো যানি ঘর্শে কপালাভাদীপ্তে বহৌ
 ঐবমসীত্যাদিমন্ত্ৰৈরুপস্থাপিতবন্তঃ । পূজার্থং বহুবচনং । তাদৃশাত্তপি কপালানি বিমোক্তুং
 সমর্থাবিস্ত্রবায়ু পোষকস্ত যজমানস্ত যাগরূপে ত্রতে সমাপ্তে সতি বিমুক্ততাম্ । অনেকগুণ-
 বিশিষ্টং বিমোকং বিধত্তে—“তামি ততঃ সৗস্থিতে । যানি ঘর্শে কপালাভ্যুপচিষন্তি বেধস
 ইতি চতুস্পদয়চ্চা বিমুক্ততি । চতুস্পদঃ পশবঃ । পশুশ্বেবোপরিষ্ঠাৎ প্রতিতিষ্ঠতি” (ত্রা. কা.
 ৩ প্র. ২ জ. ১) ইতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“ধৃষ্টিবাদায়োপবেষমপাঙ্গারৌ বিযোজয়েৎ ।
 নিজ্ঞাপসারয়েদেকমা দেবাত্মং তু শোষয়েৎ ॥ ১ ॥ ঐবং কপালনাথায় নির্দাক্ষারং তথো পরি ।
 ধত্রং দ্বিতীয়ং ধরুণং তৃতীয়ং ধন্য সপ্তমম্ ॥ ২ ॥ চিতোহষ্টমং ভৃগু তেযু সর্কেষঙ্গারোপণম্ ।
 যানি স্বকালে সম্প্রাপ্তে কপালানি বিমুক্ততি ॥ অম্বাবেক সপ্তমেহ্মিন্নরুতা ষাদশ-
 মম্বকাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“শ্রপণং তুষবাপশচ কপালস্ত প্রযোজকৌ । উত
 শ্রপণেনেবাহতৌ বাপার্থাতৃতীয়য়া ॥ পুরোডাশকপালেতি নাম্না স্তাচ্চপণার্থতা । প্রযুক্তস্ত
 প্রযুক্তিনৌ তস্ত বাপে প্রসজ্জনম্” ইতি ॥ কপালেষু শ্রপণতীতি শ্রপণং পুরোডাশস্ত শ্রুতং ।
 তথা পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতীতি কপালে তুষধারণং শ্রুতং । তে চ তুষাঃ সকপালা
 রক্ষসাং ভাগোহসীতি মন্থেণ কৃষ্ণাজিনস্তাদস্তাদবস্থাপনীয়াঃ । তত্র শ্রপণং যথা কপাল-
 সম্পাদনস্ত প্রযোজকং তথা তুষবাপোহপি প্রযোজকঃ । একহারত্বেনি তৃতীয়য়া যথা গোঃ
 ক্রমার্থং তথা কপালেনেতি তৃতীয়য়া কপালস্ত তুষবাপার্থস্বাবগমাদিতি চেদ্রৈবং । নাত্র
 কপালমাত্রস্ত তুষোপবাপসাধনত্বং শ্রুতং কিং তর্হি যৎকপালং পুরোডাশশ্রপণায়োপাত্তমাসাদিতং
 চ তস্মৈব কপালস্ত সাধনত্বং । এতচ্চ পুরোডাশকপালেনেতি সবিশেষণনাম্না তদ্বিধানাদব-
 গম্যতে । তথা সতি প্রথমং শ্রপণেন কপালং প্রযুক্ত্যতে । ন চ প্রযুক্তস্ত পুনস্তুষবাপেন
 প্রযুক্তিঃ সম্ভবতি । তস্মাচ্চপণেনৈব প্রযুক্তং কপালং তুষোপবাপেহপি প্রসঙ্গাৎ
 সিধ্যতি । ঐদৃশমেবোক্তং তৃতীয়াশ্রুত্যা বোধ্যতে ॥

অথ ব্যাকরণং ।

ধৃষ্টিপদঃ ক্লিন্‌প্রত্যয়ান্তবাদাত্মকাত্তঃ । অমোচ্ছদে কৃত্ত্বঃ । তথৈব দেবযজ্ঞশব্দঃ ।
 নির্দগ্ধমিতি প্রত্যুষ্টবৎ । সজাতানিত্যত্র সমানং জাতং জন্ম যেষাং তে সজাতাঃ । “বা জাতে”
 (পা. ৬-২-১৭১) জাতপদ উত্তরপদে বহুব্রীহৌ সমাসে বিকল্পেনান্তোদাত্তো ভবতি । ভৃগুঞ্জির-
 শব্দৌ বুবাদী । উপচিষন্তীত্যত্র যানীত্যমেদ যজ্ঞদযোগান্নিষাতাভাবঃ । বিকরণপ্রত্যয়স্বরস্ত
 সতি নিষ্ঠস্তাপ্যবলীয়ধ্বেন “উদাত্তবণঃ” (পা. ৬-১-১৭৪) ইতি উপরিতনস্তাকারস্তোদাত্তঃ ।
 পূঙ্খ ইত্যত্র “অম্বদাত্তস্ত চ যত্রোদাত্তলোপঃ” (প্যা. ৬-১-১৬১) ইতি বিভক্তিরুদাত্তা ।
 ইন্দ্রবায়ু ইত্যত্র “দেবতাদ্বন্দ্বে চ” (পা. ৬-২-১৪১) ইত্যভয়পদপ্রকৃতিস্বরদ্বয়ে প্রাপ্তে তদপবাদঃ

—“নোত্তরপদেহুদাতাদাবপৃথিবীকৃদ্রপুষ্মহিষু” (পা. ৬-২-১৪২) অহুদাতাদৌ পৃথিব্যাদি-
কৃতিরিক্ত উত্তরপদে দেবতাদ্বন্দ্বস্বরো ন ভবতি । ততঃ সমাসস্তেত্যস্তোদাতঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণিকৈ সপ্তমোহুবাকঃ ॥ ৭ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-তালোচনা । . .

সপ্তম অনুবাকে কপালোপধান মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে । পঞ্চমে ত্রীহবধাত, ষষ্ঠে তথুলপেষণ এবং সপ্তমে, কপালোপধান । একে একে কেমন পর পর তথুল-প্রস্তুত-করণের প্রণালী মন্ত্রসমূহে বিবৃত রহিয়াছে ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে বিনিয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এই,—‘ধৃষ্টি’ প্রভৃতি মন্ত্রে উপবেশ (পলাশ-শাখামূলে ছিন্ন প্রাদেশ-পরিমিত অংশ) গ্রহণ করিয়া ‘অপায়ে’ প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার পরিত্যাগের বিধি । ‘নির্দগ্ধং’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল অপসারিত করিয়া ‘দেবযজ্ঞং’ প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে স্থাপন করিবে । তার পর ‘ধ্রুবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কপালটী গ্রহণ করিয়া ‘নির্দগ্ধঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে । তদনন্তর ‘ধর্ম্মমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, ‘ধরুণমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, এইরূপ ক্রমে ‘ধর্ম্মমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সপ্তম কপাল এবং ‘চিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অষ্টম কপাল স্থাপন করিয়া ‘ভৃগুগাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সকল কপালের চারিদিকে অঙ্গাররোপণ বিধেয় । সর্বশেষে ‘হানি যশ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কর্ম্মসম্পাদনান্তর কপাল-সমূহ বিমোচন করিবে । বিনিয়োগ-সংগ্রাহের মতে সপ্তম অনুবাকের দ্বাদশটি মন্ত্র ক্রিয়াকর্মে এইরূপ পদ্ধতিক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

পূর্বোক্ত বিনিয়োগ ক্রমে প্রথম মন্ত্র (‘ধৃষ্টিমসি’ প্রভৃতি) ‘উপবেশ’ সঙ্ঘোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র (‘অপায়ে’ প্রভৃতি) গার্হপত্য অগ্নির সঙ্ঘোধনে, তৃতীয় মন্ত্র (‘নির্দগ্ধং’ প্রভৃতি) ‘কপাল’ সঙ্ঘোধনে, চতুর্থ মন্ত্র (‘ধৃষ্টিমসি’ প্রভৃতি) ‘অষ্টম কপাল’ সঙ্ঘোধনে, পঞ্চম মন্ত্র (‘ভৃগুগাং’ ইত্যাদি) কপালসমূহের সঙ্ঘোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন । ষষ্ঠ বা শেষ মন্ত্র ইন্দ্রবায়ু দেবতার সঙ্ঘোধনে বিনিযুক্ত, মন্ত্র হইতেই তাহা বোধগম্য হয় ।

এ হিসাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিকাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার আভাস লউন । প্রথম মন্ত্রের সঙ্ঘোধন—উপবেশ । মন্ত্রের অর্থ—‘হে উপবেশ ! তুমি অঙ্গার-সমূহের ধ্বংস সমর্থ হও অতএব ব্রহ্মশব্দোদিত পুরোডাকরূপ দেবান প্রদান কর ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের সঙ্ঘোধন—গার্হপত্যগ্নি । মন্ত্রের অর্থ—‘যে অগ্নি শাস্ত্রীয় পাকদ্রব্য ভিন্ন অমিশ্রিত অপরিপক্ক আম দ্রব্য ভক্ষণ করে অপিচ যে অগ্নি পাকার্থ স্থাপিত দ্রব্যকে পাক না করে, তাহাকে নাশ কর । এবং যে অগ্নি লৌকিক মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকেও ধ্বংস কর ।’ এই মন্ত্রে ‘আমাং’ ও ‘ক্রব্যাং’ অগ্নিঘরের দূরীকরণোদ্দেশ্যে এবং ‘দেবযজ্ঞ’ অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নি লাভ সঙ্কল্পে প্রযুক্ত হয় । ‘আমাং’ অগ্নি

বলিতে অগ্নি বা তক্ষবল প্রস্তুতকারী অগ্নিকে বুঝায়, আর ‘ঋব্যঃ’ বলিতে মাংসদাহক চিতায় অগ্নিকে বুঝায়। আর ‘দেবযজ’ বলিতে যজ্ঞে বেদমন্ত্রোচ্চারণে আহুত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। তৃতীয় মন্ত্রে কপাল-সম্বোধন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে কপাল! তুমি দূঢ় হও; অতএব তুমি পৃথিবীকে দূঢ় কর, গৃহ দূঢ় কর, প্রজা দূঢ় কর। অপিচ, এই যজমানদিগের জাতিদিগকে তাহাদের সেবক কর। এই কপালে অবস্থিত রক্ষোগণ নিঃশেষে দগ্ধীভূত হউক।’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কপাল অর্থাৎ মালসার নিম্নভাগ হইতে একখানি অঙ্গার গ্রহণ করিতে হয়। তার পর অঙ্গারযুক্ত প্রদেশে কপাল স্থাপন করিবার বিধি। তার পর চতুর্থ মন্ত্রের প্রথম অংশে (ধর্ম্মসি...পর্যূহ), একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে কপাল, তোমার অন্তরিক্ষভাগ যেন দূঢ় হয়। তাহাজে প্রাণ অপান প্রভৃতি দূঢ় হউক; যজমানের স্বজাতিগণ তাহার অমুগত হউক।’ ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ (ধর্ম্মসি...পর্যূহ) উচ্চারণ করিয়া আর একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল! তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর। দ্রালোক দূঢ় কর, চক্ষু দূঢ় কর, শ্রোত্র দূঢ় কর, অর্থাৎ সে সকল হইতে যেন বাধা না আসে।’ মন্ত্রের তৃতীয় অংশে (ধর্ম্মসি...পর্যূহ) আর একটা কপাল স্থাপন। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল। তুমি ধর্ম্মস্বরূপ হও। দিক্-সকলকে দূঢ় করিবার জন্য তোনাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম। তুমি যোনি দূঢ় কর, প্রজা দূঢ় কর। ইত্যাদি।’ মন্ত্রের চতুর্থ অংশে (চিতঃ...পর্যূহ) অবশিষ্ট চারিটা কপাল স্থাপন করিবে। মন্ত্রাংশের অর্থ—‘হে কপাল-চতুষ্টয়, তোমরা সকলের সহায় হও।’ ইত্যাদি। এই মন্ত্রে কিরূপে আটটা কপাল স্থাপন করিতে হয়, ভাগ্যে তাহার আভাষ আছে। আর সেই আটটা-কপাল-স্থাপন-ব্যপদেশে বেরূপ পক্রিয়া-পদ্ধতি এবং কপাল স্থাপনের সার্থকতা ভাষ্যকার বিবৃত করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। ‘ঋবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রথম কপাল, ‘ধর্ম্মসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল, ‘ধর্ম্মসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃতীয় কপাল, ‘ধর্ম্মসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে চতুর্থ কপাল এবং ‘চিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্ট চারিটা কপাল স্থাপন করিবে। সর্বসময়ে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিবার বিধি। যে কারণে এই অষ্টবিধ কপাল স্থাপন করিতে হয়, তাহা এই,—‘গর্ভে অবস্থান-কালে প্রথমে মানুষ্যের শিরোরূপ একটা অণু কপাল উদ্ভূত হয়। তার পর সেই কপাল রেখাদিক্রমে আটটা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। পক্ষমন্ত্র আটটা কপালের সম্বোধনই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চারিদিকে অঙ্গারাজ্জলন পূর্বক বলা হয়,—‘হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির তপস্যায় দ্বারা উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।’ কাহারও কাহারও মতে—‘ভৃগু ঋষির পূর্বের ক্ষেত্র অগ্নির ব্যবহার অবগত ছিলেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই মন্ত্রে তাহার নাম সন্নিবিষ্ট আছে।’ ঋত্ব বা শেষ মন্ত্র যজ্ঞশেষে পঠিত হইবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—অধ্বর্গ্যরূপ মেধাবিগণ যে সকল কপালসমূহ, ‘ঋবমসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রদীপ্ত অগ্নিতে স্থাপন করেন, সেই কপাল-সমূহ বিযুক্ত করিতে সমর্থ ইন্দ্রবায়ু পৌষক যজমানের বাগরূপ ব্রত সমাপ্ত হইলে বিযুক্ত করুন।’ ফলতঃ, চরুপ্রস্তুতের জন্য অগ্নিতে কপাল বা মালসা স্থাপনই যেন মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আভাস প্রদান করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি,—একট মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সাক্ষরজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বেই দেখাইয়াছি,—“তথিঞ্চো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততং”—অর্থাৎ এই মন্ত্রটা নাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের—সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্রিয়ার ব্যবহৃত হয়। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। তাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রগুলির বৈরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মর্ম্মাহুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমরা ব্যবহারিক কার্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা সময়ে নানাবিধ কার্যে ব্যবহৃত হয়, সে দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই। কিন্তু মন্ত্র সর্বত্রই অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক। এইরূপ, সপ্তম অনুবাকের মন্ত্রসমূহ যেমন ‘কপাল’ স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশকে বা কপালকে সন্মোহন মাত্র মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য দ্বিধজনীন-ভাব-মূলক। মনে করুন—‘ভগবনু! রক্ষা কর’—এই একটা বাক্য। জলে ডুবিলার সন্থেও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আঙুণে পুড়িলার সময়েও এই বলিয়া তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে পারে, আবাস উপদ্রবহীন স্থান অবস্থায় মানুষ ‘ভগবান! রক্ষা কর’ বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বৃদ্ধিতে হইবে। মন্ত্র-সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রকয়েকটির সন্মোহন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। মন্ত্র-সমূহে উপবেশকে ও কপালকে সন্মোহনের উপযোগী কোনও পদও পরিদৃষ্ট হয় না। আর তাহাদের সন্মোহনই বা কিরূপে অধ্যাক্ষত হয়, তাহাও বুঝি না। অনিষ্ট-পরিহারে ইষ্টদান-সামর্থ্য তাহাদের কি থাকিতে পারে? শক্রনাশে তাহাদের কোনও সামর্থ্যের পরিচয় পাই না। তাহারা জড়পদার্থ। জড়ের কি সাধ্য যে, সে অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করে? অন্তরে বিবিধ শত্রুকে বিমর্দিত করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করিবার প্রয়োজন হয়। একথও অঙ্গার উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার দে-বাধা-নিবারণে সমর্থ হইবে, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহের সন্মোহন—প্রধানতঃ আপনার অন্তর ও জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব। চাক্ষুশ্য পরিহার পূর্বক চিত্ত বা মন জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে থাকুক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রসমূহের লক্ষ্য।

সপ্তম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র সেই লক্ষ্যই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যানে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে সাধারণ-ভাবে একটা বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব উপলব্ধির উপায় সুগম হইয়া আসিবে! আপনার মন বা অন্তর প্রায় অধিকাংশ মন্ত্রেরই লক্ষ্য। বিশেষভাবে মনের প্রাধিক্য-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য কি, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান হইলেই মন্ত্রের তাৎপর্য আপনার-আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভগবান বলিয়াছেন,—‘ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চান্দি’। অর্থাৎ ‘ইন্দ্রিয়-সমূহের মধ্যে আমি মন’।

সুতরাং মনই যে সর্বমূল্যধার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনকে স্থির করিতে পারিলেই, মন সংযত হইলেই সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। তত্ত্বিন্ন সিদ্ধি-লাভ সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে যে ত্রিবিধ তপের উল্লেখ আছে, সে সকল তপেরই মূল—মন। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপই সিদ্ধ হয় না। মন যদি দেব-ঈশ্বর গুরু-জনে ভক্তিমান না হয়, মন যদি শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা প্রভৃতির অমুষ্ঠানে আগ্রহাঙ্কিত না হয়, দেহের কোনও ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। শারীরিক সামর্থ্য বল—সকলই মনের অধীন। ফলতঃ, মন না চালাইলে কেহই চলিতে সমর্থ হয় না। কায়িক ও বাচিক—সকল তপেই সেই মনের প্রভাব। কাহারও ক্রেশ-প্রদ নহে, অথচ সত্য বাক্য কহিতে হইবে; শ্রুতিস্মৃথকর হইবে, অথচ হিতকর বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে;—মন প্রদম সংযত কাপট্যহীন না হইলে, কোনও তপস্তায়ই সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মনকে সর্বপ্রথমে প্রস্তুত করিতে হইবে। মন যেন সদাই সচিস্তায় সং-কথায় আবিষ্ট থাকে। মন যদি সদন্তর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে, তাহা হইলে মুক্তিপথের সকল কণ্টক আপনা-আপনিই অপসৃত হয়। সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া বা ছুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ সাধনার কোনও প্রয়োজন হয় না;—মন যদি সংপথানুসারী থাকে। তবে মনকে সংপথে প্রধাবিত করার পক্ষে শরীরের ও বাক্যের সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তাই শরীর বাক্য ও মন—তিনটিকে ভগবান একমুত্রে গ্রাধিত করিয়াছেন। মন যেমন সংপথানুসারী হইবে, দেহ সেইরূপ সংকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, বাক্য সেইরূপ সত্যের সেবায় রত থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা কিছু সকলই মনের অধীন।

এ সকল জানিয়াও মানুষ সংপথানুসারী হইতে পারে না কেন? জন্মাবধি মানুষ সহপদে সংশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে! পিতা, মাতা, গুরুজন—শিশুকাল হইতেই সন্তানকে সংশিক্ষা সহপদে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সং-শিক্ষা-দান—মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন যতই কলুষিত হউক না কেন, সং-শিক্ষা—জ্ঞানালোক সকলের হৃদয়েই এক একবার উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আবাল্য সং-শিক্ষা সহপদে লাভ করিয়াও মানুষ সংপথে প্রধাবিত হইতে পারে না!—পদে পদে পথ-ভ্রষ্ট বিপথগামী হয়; সকল সংশিক্ষা—সকল সহপদে কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কেন এমন হয়? মানুষ কেন সং-শিক্ষা—সহপদে অধিককাল স্মরণ রাখিতে পারে না? মন্ত-হস্তীর মন্তকের উপর বিবেকরূপী মাহত নিয়ত সহপদে অঙ্কশ উত্তোলন করিয়া আছে। তথাপি কেন মানুষ প্রতিনিয়ত বিপথগামী হইতেছে? এ অবস্থা কেবল আমাদের নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনেরও একদিন এই অবস্থা ঘটয়াছিল। তাই বড় কোভেই তিনি শ্রীভগবানকে কহিয়াছিলেন;—

“চকলং হি মনঃ ক্লম প্রমাণি বলবদৃচ্ছম্ । তত্ত্বাহং নিগ্রহং মত্তে বারোহি বহুহরং ॥”

অর্থাৎ হে ভগবন! আমি যে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না! মন অতিশয় চকল, অতীব বলিষ্ঠ; বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না! যে মন এত চকল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বলীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজ্ঞেয় অনায়ত্ত; কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি,—কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? যজ্ঞ-বিহারী বায়ু-

নিরোধ যেমন অসম্ভব, মনকে আয়তাবীন করাও সেইরূপ অসম্ভব।' অর্জুনের গ্রায় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ
মাহাত্ম্যই যখন চিত্ত-চাক্ষুণ্য-হেতু এতাদৃশ অভিজ্ঞতাইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অগ্র পেরে
কা কথা! মনের এই অবস্থার বিষয়ে শ্রীমচ্ছন্দোরাচার্য্য-প্রমুখ টীকাকারগণ নানা দৃষ্টান্তের অন্তর্য্য
করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছন্দোরাচার্য্য বলিয়াছেন,—‘মন কেবল চঞ্চল নয়; পরন্তু প্রমাণি। প্রমাণি
অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়-বশীভূতকারী। অপিচ বলবৎ, অর্থাৎ তাহাকে কেহ দমন করিতে পারে
না। অধিকন্তু দৃঢ় অর্থাৎ তন্তুনাগবৎ (নাগপাশের গ্রায়) আছে। বিবেক কি করিতে ?
• ফলতঃ যে মন এমন দৃঢ়—এমন চঞ্চল, বিবেক তাহার উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব কবিতে সমর্থ
নহে।’ এইরূপ নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—‘বহু দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পাত্ত যেমন বিপন্ন হয়,
সাম্রাজ্যস্বয়ং মন সেইরূপ আত্মাকে অভিজ্ঞত করে।’ শ্রীমদ্রঘুদন আবার বলিয়াছেন,—
‘আকাশে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাকে যেমন বোধ করা যায় না : মনের
চাক্ষুণ্যও সেইরূপ অরোধানীয়া।’ শ্রীপরমহংস মনোপাতি-রোপে অধিকতর সংশয়ান্বিত হইয়া
বলিয়াছেন,—‘বোর বাত্যা প্রবাহিত হইলে কুম্ভাদি-পাত্র মধ্যে তাহার নিবাস যেমন অসম্ভব ;
উদ্ভাদ চিত্তকে সংবত করণে সেইরূপ অসম্ভব।’ শ্রীঅদ্বৈতবেদ এবং শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ মনোদেহ্য
সামান্যপক্ষে একেবারে হতাশাস হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ‘স্বদৃঢ় হোহিকে যেমন
স্বপ্ন সূচী দ্বারা বিদ্ধ কব নাহি না, অথবা বায়বে যেমন মন্দির মধ্যে আবদ্ধ বায়ু সম্ভবপ
নাই, চঞ্চল চিত্তকে তেমন স্থির বায়ু অসম্ভব।’

অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন আত্মবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। ‘প্রারম্ভ কন্মভোগেব নির্বি
গৃহীত-জন্ম পুরুষের কল্পিত-ভোগ-দগাগদেষাদি লক্ষণ চিত্তের দর্শ-সমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত
হইয়া থাকে। স্তবরাং চিত্তবৃত্তি-নিরোধ না হওয়ায় মূর্ত্তিলাভ ঘটে না।’ এবাধিধ কারণে
মূর্ত্তি সম্বন্ধে বোর সংশয়ান্বিত হইয়া অর্জুন যখন শ্রীভগবানকে পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন,
ভগবান তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন, সকলেবই তাহ অসম্ভাবন করা আবশ্যক। মন যে
চঞ্চল, মনকে বশীভূত করা যে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন,—

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো হনি গ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেন গৃহতে।

অসংযতাস্থনো যোগী জপ্যাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যায়না তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মপায়তঃ॥”
অর্থাৎ,—তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দেশ করিলে,
তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিত্ত্বগ সহকারে তাহাকে
শাস্ত করা বাইতে পারে। তাহার চিত্ত বিষয় ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই।
তাহার পক্ষে যোগ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল ; কিন্তু তাহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি
বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে যোগলাভে সক্ষম হন।’ অর্জুনের আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে ;
চঞ্চল মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন,—ভগবান তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন,—
‘অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধির দ্বারী ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে
বশীভূত করিতে হইবে।’ যুগ্ম হইলে—পরমার্থ-তত্ত্বের আশঙ্কা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে—
ফলতঃ আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াসী হইলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গতান্তর নাই। সকল
মঙ্গলের মূল—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

অধিকার না করে, ততক্ষণ মনের মলিনতা তিরোহিত হয় না। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্বের উজ্জলতা সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, মনের মলিনতা দূর না হইলেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং মনের মলিনতা অন্তরের কলুষতা—দূর করিতে হইলে, ছন্দয়ে দেবভাবের সঞ্চারণ করিতে হইলে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। সেই জ্ঞান ভিন্ন পরমাশ্রয়ের সন্ধান নাই। পথদ্রষ্ট পথিক -বড়সঙ্কাবাতানিপীড়নে নিপীড়িত ;—একবার যদি আশ্রয় লাভ করিতে পারে, আনন্দের সীমা থাকে কি? সংসার অরণ্যে পথদ্রষ্ট পথিক তানয়; ওঃপদাবদায়ে সদা দক্ষীভূত হইতেছি আমরা; এমন আশ্রয়-স্থান আমাদের কি আছে, যেখানে আশ্রয় লইলে সকল জ্বালায় নিবৃত্তি হয়? পরমাশ্রয় পরমেশ্বরই আমাদের সেই আশ্রয়। তাহাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আর সংসারে গতাগতি করিতে হয় না। মনঃ-সংযমে চিত্তৈশ্বর্য্য-সাধনে সেই পরমাশ্রয় পরম আনন্দময় ভগবানকে লাভ করিবার পস্থানিদর্শনই বেদ-মন্ত্র-সমূহের অবতারণা।

প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—মন বা চিত্তবৃত্তি। পূর্ব্বের অবতরণিকা হইতেই বুঝা যাইবে, মন অন্তরস্থ সকল শব্দকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ। বিবিধ ভাবে যে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহা আমাদের মন্মাদুমসারিণী-দৃষ্টেই উপলব্ধি হইবে। 'ব্রহ্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থে সেই বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়। ভাষ্যেতে 'ব্রহ্ম' শব্দে 'হর', 'আবাব মিক-ভাদিত' 'ব্রহ্ম' শব্দে 'ব্যক্য' 'কন্ম' প্রভৃতি বাক্যটির থাকে; আবার 'ব্রহ্ম' শব্দে পরমব্রহ্মও উপলব্ধি হয়। তবে সে সকল অর্থেরই লক্ষ্য—এক ভিন্ন। সকলেবই লক্ষ্য—ভগবান। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থে, আমাদের মতে, মনঃচাক্ষুয পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ হইবার উপদেশই প্রদান করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরায়ণতা আর কি?—সঁতত তাহার প্রীতিকর কন্ম সম্পাদন, তাহার গুণানুকর্ত্তন, তৎস্মৃতিতে তাহার প্রতি সর্ব্বদা সমর্পণ। হ্রলহঃ--'শবৎ কান্তনং বিবেচ্যঃ স্মরণং পাদসেবনং। তচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যামানবেদনং॥' উচ্চাই হইল ভগবৎ-কন্ম—ভগবৎ-প্রীতির মূলোদ্ধৃত। জ্ঞানোদয় ভিন্ন, চাক্ষুয-পরিহার-ব্যতীতবেকে, সদৃশিত্ব অমুমোবে কিছুই সম্ভবপর হয় না। মন্ত্রের তাই নিবৃত্ত উপদেশ—চাক্ষুয পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত একনিষ্ঠ হইক, অজ্ঞানতা দূরে থাকুক,—চিত্ত ভগবানে গম্ভীর রহক।

দ্বিতীয় মন্ত্র অগ্নিদেবের সম্বোধন-মূলক। মন্ত্রের অর্থ—'আমাত ও ক্রব্যাত অগ্নিবে পরিত্যাগ করিয়া দেবগজ অগ্নিকে আহ্বান কর।' ভাষ্যের এ অর্থে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এখানে অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ক যে জ্ঞান, তাহার এক ফল; আবার অসং-কার্য্যে প্রবৃত্ত তবুচ্ছিন্ন রূপ যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। 'আমাত' আর 'ক্রব্যাত' পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানে লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথমরূপ জ্ঞান একদেশ-ব্যাপক বা অসুট জ্ঞান; দ্বিতীয়রূপ জ্ঞান—বিপরীত-মার্গামুসারী। সুতরাং উভয়ই পরিণাম-ক্লেষণপ্রদ। প্রথম, আমাত জ্ঞান সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। আলোক দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার 'আমাত' বা অপক জ্ঞান। আলোক যে

আলোক, তাহা সত্য; কিন্তু সেই আলোকই যে অগ্নিরূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোককে আলোক বলিয়া- গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া, সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান—‘আমাং’। এইরূপ ‘ক্রব্যাং’ অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দক্ষ্য বা নরহন্তা আপনার দক্ষ্যতা হত্যা কার্য সাধনের নিমিত্ত কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দৃষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধি। তাহাকে ক্রব্যাং অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি সত্যই দেহদাহকারক। সে অগ্নি সত্যই আপনার অস্থিচৰ্ম্মমেদমাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি। দেবযজ্ঞ-রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাদক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজ্ঞজ্ঞান দেবসম্বন্ধী জ্ঞান—সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়! মন্ত্রের তাই লক্ষ্য এই যে,—‘হে আমার অন্তর। তুমি দেবসম্বন্ধী জ্ঞানই লাভের দ্রব্য প্রযত্নপূর্ণ হও।’ অথবা যে সকল জ্ঞান—সে কেবল অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র। দেব-মনরূপ জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে প্রতীত হইবে, পদ পর মন্ত্রগুলি সকলই পরস্পর কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে সম্বন্ধ রহিয়াছে। - সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন ভাবই সকলের অন্তরে নিহিত। মন যদি স্থির হয়—মন যদি অচঞ্চল হয়,—প্রত্যয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ় অচঞ্চল হয়, তাহা হইলে গুণ-সাম্যে রিপুশত্রু আপনাই নির্মার্কিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া, পরমায়্যায় রাস্তা করিতে পারিলে, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। তাই মনকে দৃঢ় করিবার উদ্বোধনা। যজ্ঞমানের ‘আয়ঃ, পুত্রকলত্র ও ভূমি গৃহাদি দৃঢ় হউক, মধ্যে ভাষ্যের ভাবে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা ঐ পৃথিবী, ঐ আয়ঃ এনং ঐ প্রজা পদে ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি করি। পরবর্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে তাৎপর্য প্রকটিত হইবে। ‘সজাতান্’ পদে ভাষ্যকার ‘জাতীন্’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে ঐ পদে জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুক লক্ষ্য করে। তাহারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ সদান জাত বলিয়া ‘সজাতান্’ বলিয়া অভিহিত। জাতীও তাহাট। তাই অধুনা—অধুনা কেন সর্বকালেই—জ্ঞাতীগণ সংসারে পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাবোন্মেষণের অন্তরায়। সদ্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রু বিনাশের প্রার্থনা তাই মন্ত্রে প্রস্তুত দেখিতে পাঠ। অন্তরে সদ্ভাব-সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

আমরা চতুর্থ মন্ত্র চারিটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রাঙ্কসারিণীতেই তাহা পরিদ্রষ্টব্য। মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি পদ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে পদ কয়েকটি—অন্তরিক্ষ, প্রাণ, অপান, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজা প্রভৃতি। প্রাণ, আত্মা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্ত কামনা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। যেন তাহাদের অভাব হইবার উপক্রম হইয়াছে,—সে কামনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—‘আমার প্রাণ আত্মা আয়ু শ্রোত্র চক্ষু প্রভৃতিকে দৃঢ় কর।’ এরূপ প্রার্থনার তাৎপর্য কি? ইহাতে মনে হয় না কি—কি যেন ছিল, এখন যেন তাহা হারাইতে বসিয়াছি; আর সেই হারানিধি পাইবার জন্ত আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে! যদি বল—‘আমায়

অন্তরিক্ষবৎ বিস্তৃত সদ্ভাবমূল অন্তরকে দৃঢ় কর, তাহাতে কি ভাব মনে আসে ? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবাধিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, বিবিধ কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্চিত হইতে চলিয়াছে !—এখানে প্রার্থনাকারী সেই সদ্ভাব পূর্ণ অন্তরের দৃঢ়তা সাধনের অর্থাৎ অন্তরকে সংসারের কলুষ-লাঞ্ছন হইতে মৃত্ত করিয়া সদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবা-পরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎ-কার্যে জীবনকে বিনিয়ুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ত্রায় সরলতা আবশ্যক ;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থনা দেখিতে পাই—এখানে তাই প্রার্থনার মুখে ফুটিয়াছে এক বিশ্বজনীন প্রার্থনা—কেবল আমার অন্তর সদ্ভাবে পূর্ণ হইলে হইবে না ; পরন্তু সে সদ্ভাব যেন বিশ্ববাসী সকলকে পরিপূর্ণ করে। ফলতঃ, পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ঋকের যে সরলতায় সিংহ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল ; ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক সারল্য সেইরূপই হওয়া চাই। ‘আমার অন্তরিক্ষ দৃঢ় হউক’—বাক্যে তাৎপর্য্য তাই মনে হয়,—‘আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্ম নিয়োগ করি ;—আমি যেন বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইয়া বিশ্বকে প্রেমবন্তায় ভাসাইয়া দেই।’

মনে আবার বলা হইয়াছে, আমার প্রাণকে দৃঢ় কর, আমার ‘অপান’ অর্থাৎ আত্মাকে দৃঢ় কর।’ আমাদের প্রাণ থাকিয়াও যে আমরা প্রাণহীন ! আমাদের প্রাণ থাকিতেও যে আমরা আত্মশূন্য—আত্মহার, তাহা কি আর বুঝাইবায় প্রয়োজন আছে ? আমাদের প্রাণ কোথায় ? আমরা অনায়াসে অপরের মথের গ্রাস কাড়িয়া নষ্ট, ভাঙি হইয়া ভাঙিকে প্রবঞ্চনায় প্রসূক্ত কবি ! পিতা পুত্রকে পুত্র পিতাকে পতারণায় প্রতারিত করি ! আমাদের আবার প্রাণ আছে ! প্রাণ ছিা বটে সেই দিন—শিশুকালে যে দিন পুতুলকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত ;—ক্ষুদ্র একটা কীটের নিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাংত ! প্রাণ তো অনেক দিনই চৈতন্ত হইয়া আছে। চৈতন্ত থাকিলে আর নিত্য নূতন অপকর্ম করিয়া, মাথার উপরে ঘিনি নিদ্রমান রহিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—তাহাকেও দুকাইবার চেষ্টা কবিতাম ! অপকর্ম কবি, আর মনকে প্রবোধ দেই,—‘কেহ দেখিতে পাইল না।’ এই কি চৈতন্তের কার্য্য ? চৈতন্ত ছিল বটে তখন—তখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সজ্জিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না ! নরবলি প্রদান করিতে করিতে জহ্লাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া উঠে যে, শেষে আর নরহত্যার প্রতি তাহার কোনও বৃত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, আমরা ততই সেই জহ্লাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন ! তাই কাতরকণ্ঠে আত্মাকে সন্মোহন করিয়া কহিতেছেন,—‘যে চৈতন্তটুকু ছিল, তাহা তো হারাইতে বসিয়াছি। আমার সেই চৈতন্তটুকু দৃঢ় হউক।’

মনে আর প্রার্থনা আছে,—‘আমার চক্ষুকে এবং কর্ণকে দৃঢ় কর। আমি যেন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হই।’ কেন ? আমার কি চক্ষু নাই ! এমন

দৃষ্টশক্তিসম্পন্ন জোড়া চক্ষুর্য থাকিতে আবার চক্ষুকে দৃঢ় করিবার প্রার্থনা কেন ? ‘শ্রোত্রও তো বধির নহে !’ চোখও দেখিতে পায়, কাণও শুনিতে পায়। তবে আবার চক্ষু কর্ণ দৃঢ় করিবার আকাজ্ঞা কেন ? ভ্রাস্ত ! সে এ চোখ—এ কাণ নয় ! এ কি আর চোখ !—এ কি আর কাণ ! যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্তি দেখিতে না পাইল, যে শ্রোত্র ভগবানের গুণাত্মকীর্তন শুনিতে না পাইল ; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আশ্রয়প্রশংসা ও পরম্পর শ্রবণরূপ বিষয়-বিষয়ে পূর্ণ রহিল ! সে চক্ষু কি আর চক্ষু—সে কর্ণ কি আর কর্ণ ? সাধক এখানে তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—আমি যেন সেইরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হই, যে চক্ষু কেবল ভগবানের সেই ‘নবনীরদানিন্দিতকাস্তিধরং’ রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে—রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যায়। আর আমি যেন সেইরূপ কর্ণ প্রাপ্ত হই—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথাকথন স্বরধারায় পরিপূর্ণ থাকে।’ আমরা বাহার নিকট হইতে সে কাণোদ-প্রেরণা লইয়া এ সংসারে আসিয়াছি, তাহার স্মৃতি বিষ্মত হইয়া এখন অগ্র পথে চলিয়াছি। এই মন্ত্র আমাদেরকে সেই পথ পুনঃপ্রদর্শন করিতেছে।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘আমার আয়ুকে দৃঢ় কর।’ ইহাও তাৎপর্য্য কি ? আমি তো জীবিতই রহিয়াছি !—আমি তো মরি নাই ! তবে আবার এরূপ প্রার্থনা কেন ? অতএব বুঝিতে হইবে, এখানে সে আয়ুর কামনা নাই। এখানকার প্রার্থনা,—‘আমি যে এমন আয়ু নাই, যে আয়ু আমায় সংকল্পের পথে লইয়া বাইতে পারে। আমার মৈথুন নিদ্রা—এই লইয়াই তো জীবন নহে ! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে। তেমন আয়ু তো অতি নীচ পাশুগুণও অধিকার আছে ! প্রার্থী কি সেই আয়ু দৃঢ় করিবার প্রার্থনা করিতেছেন ! কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। সংকল্পশীল পুণ্যপুত আয়ুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ‘প্রজা’, ‘যোনি’—প্রভৃতি দৃঢ় করিবার প্রার্থনায়ও আমরা একইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করি। ‘প্রজা’ বলিতে এখানে আমরা লোকান্তরায়—বিশ্ব-প্রেমই বুঝি ; আর ‘যোনি’ বলিতে উৎপত্তিমূল—সম্ভাব-সমূহের প্রজনন-স্থান হৃদয়মূলকেই লক্ষ্য করে। তাই আমাদের মতে ‘প্রজাং দৃহ’ ‘যোনিং দৃহ’ প্রভৃতি বাক্যে লোকান্তরায় জনপ্রীতি বা বিশ্বপ্রীতি প্রতিষ্ঠার এবং সেই সেই প্রীতির আধার হৃদয়কে সম্ভাবপূর্ণ হইবার আকাজ্ঞা প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, মন, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ—প্রভৃতিকে ভগবানের পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতে পারিলে, ভাবনা থাকে কি ? তখন কোনও শত্রুই আর বাধা-প্রদানে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা আপনা-আপনিই আয়ুগত স্বীকার করে। তাই, মনকে স্থির করিয়া একাগ্রতার সহিত ভগবদ্বারাদানায় প্রবৃত্ত হইবার জ্ঞান এবং তৎসাধনভূত উপায়-সমূহ অবলম্বনের নিমিত্ত মন্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাই।

তোমার মন যদি সদবৃত্তি-সমূহকে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অমূল্যকম্পা কিরূপে লাভ করিবার আশা করিতে পার ? তাই মনকে বলা হইয়াছে—‘ধত্রমসি’ অর্থাৎ ‘মন, তুমি সদবৃত্তি-সমূহের ধারক হও।’ তোমার সম্ভাব-সমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।’ ভাব এই যে,—সম্ভাব সংপ্রবৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র

গণ্ডীর ভিতরে—আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না ; পরন্তু যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রসার লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর ।’ তার পর মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘তোমাতে সত্ত্ব-রজঃ-তম তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে ; কখন কোন্ ভাব প্রবল হয়, কখন কোন্ ভাব পর্যুদত্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরতা নাই। সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—‘আমার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়কে আমি যেন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই ।’ ফলতঃ, সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে শ্রুত হউক—ইহার অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই আর কি আছে ? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অমুগ্রহ-লাভে বিলম্বই বা কি ঘটতে পারে ? তাই বলি মুন ! সত্ত্বভাবের ধারক তুমি, তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর ; আর তোমার সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক ।’

তার পর পঞ্চম মন্ত্রেই বিষয় অনুধাবন করন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিট সৰ্ব প্রকার অনিশ্চয় মূলীভূত। সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎপদাঙ্কাসারী করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন-পূর্বক কহিতেছেন,—‘হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ ! তোমরা ভগবৎপদাঙ্কান্ত সারী হও। উল্লেস প্রতি তোমাদের গতি হউক। অতীত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।’ এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান বিচার অমুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ? ভগবানের অমুকম্পা-লাভ, তোমার নিজের দায়িত্ববাহিনী। যদি ভগবানের অমুকম্পা লাভ করিতে চাও, চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ভাবে ভগবানের আরাধনায় শ্রুত কর ।’

উপসংহারে, ষষ্ঠ মন্ত্রে, অসদ্বৃত্তি-সমূহের নিরাকরণ বিষয়ক প্রার্থনা প্রকটিত। এই মন্ত্র কপাল-মোচনে যজ্ঞের উপসংহার প্রযোজ্য বলিয়া ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই মন্ত্রে নিত-সত্য এবং প্রার্থনা প্রত্যক্ষ করি। ক্রিয়া-শেষে যেন বৈশিষ্ট্য-পরিহার,—মন্ত্রটী এমনইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে ! যাহা হউক, আমরা মন্ত্রে ভিন্ন ভাব বুঝিতে পারি। এখানে অজ্ঞানরূপ আবরণ অপসারণে শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । অষ্টমোহনুবাকঃ ।)

(১) সং বপামি । (২) সমাপো অন্দিরথ্যত সমোধয়ো রসেন সং

রেবতীর্জ্জগতীর্ভিশ্চুমতীর্শ্চুমতীভিঃ স্বজ্যধম্ ।

(৩) অন্ত্যঃ পরি প্রজাতাঃ স্ব সমন্তিঃ পৃচ্যধ্বং ।

(৪) জনয়তৈ স্বা সং যৌমি । (৫) অয়ৈ স্বাহমৌষোমাত্যাং ।

(৬) মথস্ব শিরোহসি । (৭) বর্মোহসি বিশ্বায়ুঃ ।

(৮) উরুপ্রথস্বোর তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং । (৯) স্বচং গৃহীস্ব ।

(১০) অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা অরাতয়ে ।

(১১) দেবস্বা সবিতা ঐপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকোহগ্নিস্তে

তনুবং মাহতি ধাক্ । (১২) অগ্নে হব্যং রক্ষস্ব ।

(১৩) সং ব্রহ্মণা পৃচ্যস্ব । (১৪) একতায় স্বাহা দ্বিতায়

স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) সমিতি । বশামি । (২) সমিতি । আপঃ । অস্তিরিত্যং—ভিঃ । অগ্নত । সমিতি ।

ওষধয়ঃ । রসেন । সমিতি । রেবতীঃ । জগতীভিঃ । মধুমতীরিতি

মধু—মতীঃ । মধুমতীভিরিতি মধু—মতীভিঃ । সৃজ্যধ্বম্ ।

(৩) অত্ৱ ইত্যং—ভ্যঃ । পরীতি । প্রজাতা ইতি প্র—জাতাঃ । হ । সমিতি ।

অন্তিরিত্যং—ভিঃ । পৃচ্যধ্বম্ । (৪) জনয়তো । ত্বা । সমিতি । যৌমি ।

(৫) অয়য়ে । ত্বা । অগ্নীষোমাত্যামিত্যগ্নী—সোমাত্যাম্ । (৬) মথন্ত । শিরঃ । অসি ।

(৭) বশ্মঃ । অসি । বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ ।

(৮) উরু । প্রথস্ব । উরু । তে । যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ । প্রথতাম্ ।

(৯) স্বচম্ । গৃহীষ । (১০) অন্তরিতমিত্যন্তঃ—ইতম্ । রক্ষঃ ।

অন্তরিতা । ইত্যন্তঃ—ইতাঃ । অরাতয়ঃ ।

(১১) দেবঃ । ত্বা । সবিতা । প্রপন্নতু । বর্ষিষ্ঠে । অধীতি । নাকে । অগ্নিঃ ।

তে । তন্নবম্ । মা । অতীতি । ধাক্ । (১২) অগ্নে । হব্যম্ । রক্ষস্ব ।

(১৩) সমিতি । ব্রহ্মণা । পৃচ্যস্ব ।

(১৪) একতায় । স্বাহা । দ্বিতায় । স্বাহা । ত্রিতায় । স্বাহা ॥ ৮ ॥

মর্ধ্যাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম শুদ্ধস্বরূপঃ হবিঃ । স্বাং 'সংবপামি' (ভগবৎকর্মস্ব সম্যক্ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ) । উদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । অত্র আত্মানং ভগবতি সংশ্রুতস্য সঙ্করঃ বর্ততে ।

২। (ক) 'আপঃ' (অস্মাকং শুদ্ধস্বরূপাঃ) 'অন্নিঃ' (সৎসমুদ্ভেদে সহ) 'সং' (সম্যক্-প্রকারেণ) 'অগ্নত' (গচ্ছত, যদ্বা—সম্মিলিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ।

(খ) 'অপিচ' 'ওষধয়ঃ' (কর্মক্ষয়েন ক্ষয়শ্চকানি জীবনানি ইতি ভাবঃ) 'রসেন' (স্নেহ-রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সংগচ্ছন্ত, সম্মিলিতানি ভবন্ত) ।

(গ) 'রৈবতী' (অস্মাকং শুদ্ধস্বরূপাঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) তথা 'মধু-মতীঃ' (অস্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্বিত্বভিঃ সহ) 'মৃজাধ্বা' (সংসৃষ্টাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ।

৩। হে মম শুদ্ধস্বরূপাঃ ! যুয়ং 'অন্নিঃ' (সৎসমুদ্ভেদাঃ) 'পরি' (পরিতঃ, সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'প্রজাতাঃ' (উৎপন্নঃ) 'হ' (ভবৎ) ; অতঃ যুয়ং 'অন্নিঃ' (সৎসমুদ্ভে—ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'সং পৃচ্যধ্বা' (সম্যক্ সংপৃক্তাঃ ভবত, সম্মিলিতাঃ ভবত ইতি ভাবঃ) !

৪। হে মনঃ ! 'জনয়তৌ' (সদ্ভাবসংজননার্থং ইত্যর্থঃ) 'হা' (স্বাং) 'সংযোমি' (মিত্রীকরোমি—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ভগবৎকর্মস্ব নিয়োজয়ামি) ।

৫। হে মনঃ ! 'হা' (স্বাং) 'অগ্নয়ে' (প্রজ্ঞানস্বরূপিণে, যদ্বা—প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবৎপ্রীত্যে ইত্যর্থঃ) তথা 'অগ্নীষোমাত্যাং' (জ্ঞানভক্তীরূপাত্যাং অগ্নীষোমদেবাত্যাং) স্তবসংকৃতং সংপথানুবর্তিৎ বা করোমি ইতি শেষঃ ।

৬। হে মনঃ ! স্বং 'মথস্ত' (সংকর্মণঃ ইতি ভাবঃ) 'শিরঃ' (শিরোরূপং উন্নত-স্থানং, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । মনঃ হি মূলং । মনঃ বিনা কমপি কর্ম স্তবসম্পাদিতং ন ভবেৎ ইতি ভাবঃ ।

৭। হে ভগবন্ ! স্বং 'বর্ষাঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি) । ভগবান্বেব বিশেষাৎ সর্বেষাং প্রকাশরূপঃ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ ।

(৮) হে ভগবন্ ! স্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুশ্রু প্রাখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রাখ্যাতঃ ভব) । পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান্ প্রাখ্যাত এব ; অন্নংসদৃশানাং পাপিনাং পরিত্রাণায় তস্ত মাহাত্ম্যং বহুদিক্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা । হে ভগবন্ ! 'তে' (তব) 'বজ্রপতিঃ' (অয়ং অর্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সংকর্মণি বিশেষেণ প্রাখ্যাতঃ ভবতু) ।

৯। হে ভগবন্ ! স্বং 'দ্বচং' (অজ্ঞানরূপমাবরণং, অহংজ্ঞানং ইতি ভাবঃ ; অথবা বহিরাবরণং পাঞ্চভৌতিকং দেহং ইতি যাবৎ) 'গৃহীষ' । প্রতিগ্রহণং কুরুষ, বিনাশয় ইত্যর্থঃ) । হে ভগবন্ ! মনীয় অন্তরহঃ জ্ঞানবাহকং অজ্ঞানমূলকং ভাবঃ সর্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন বিদূষয় ইতি ভাবঃ ।

১০। তেন 'রকঃ' (শক্রঃ, দুর্ক্ক্ষদ্রিকঃ) 'অস্তরিতং' (বিনাশিতং) ভবতু । তথা 'অন্নাতয়ঃ' (সদ্ভাবপ্রতিবন্ধকাঃ বিপ্লবশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) 'অস্তরিতাঃ' (বিদূষিতাঃ, বিভাঙিতাঃ বা) ভবন্ত ইতি শেষঃ ।

১১। হে ভগবন্ ! ‘সবিতা দেবঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্যোতমানঃ জ্ঞানহৃদ্যঃ ইতি ভাবঃ) ‘বর্ষিষ্ঠে’ (সমুন্নতে) ‘নাকে’ (হৃদয়রূপে অতিবিস্তুতে স্বর্গে ইতি যাবৎ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘শ্রপয়তু’ (প্রতিষ্ঠাপয়তু); অগিচ ‘অগ্নিঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘তে’ (তবসম্বন্ধিনঃ) ‘তন্নুবৎ’ (আবরণং) ‘অতি’ (অতিক্রম্য) ‘মা ধাক্’ (মা গচ্ছতু—প্রজলতু ইত্যর্থঃ)। ভগবৎসম্বন্ধিনঃ জ্ঞানং বিনাশং ন যাতু ইতি ভাবঃ। অথবা অগ্নিঃ (মম সংসারসস্তাপঃ ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব সম্বন্ধিনঃ জ্ঞানং, যদ্বা—তব সত্তাং) ‘মা অতিধাক্’ (অতিশয়েন ভস্মীভূতং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

অথবা

হে মনঃ ! ‘সবিতা’ (নির্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) ‘দেবঃ’ (জ্যোতমানঃ, ভগবান) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘বর্ষিষ্ঠে’ (অতিপ্রবুদ্ধে, চিরস্থায়িনী) ‘নাকে’ (সর্ববিধদুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) ‘অধি’ (অধিকং যথা স্থাং তথা) ‘শ্রপয়তু’ (পরিপক্কং করাতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। ‘অগ্নিঃ’ (মম হৃদিস্থিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘তে’ (তব) ‘তন্নুবৎ’ (প্রতিবন্ধকং, চাক্ষুর্জ্ঞানকং আবরণং) ‘অতি’ (অতিক্রম্য, পরিহৃত্য ইত্যর্থঃ) ‘মা ধাক্’ (মা প্রজলতু ইতি ভাবঃ)। অথবা, ‘অগ্নিঃ’ (মম সংসারসস্তাপঃ ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব-সম্বন্ধি জ্ঞানং, তব সত্তাং বা) ‘মা অতিধাক্’ (নিঃশেষেণ বিদগ্ধং ভস্মীভূতং বা মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

১২। ‘অগ্নে’ (হে জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্) ! ত্বং তং ‘হব্যং’ (আহবনীয়ং, মম হৃগতং শুদ্ধসম্বন্ধং ইত্যর্থঃ) ‘রক্ষ’ (পালয়, ইহলোকপরলোকসম্বন্ধিবাদকান্ অপমৃত্যু চিরায় প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ)। নম্রোহং প্রার্থনামূলকঃ। ত্বং হি বিশ্বরূপঃ ইতি মদ্বা নমাহুরাগং সত্তাং চ ত্বয়ি সংগৃহ্যং কৰোমি। তদমুরাগঃ বিশ্বং ব্যাগোতু ! ত্বং চ সত্তাং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ।

১৩। হে হবিঃ—শুদ্ধসম্বন্ধঃ ইতি ভাবঃ ! ‘ব্রহ্মণা’ (ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) ‘সংপৃচ্যস্ব’ (সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মা পরমাশ্মিনি প্রবিশতু ইতি ভাবার্থঃ। অথবা জ্ঞান-ভক্তিরূপঃ হে হবিঃ ! ‘ব্রহ্মণা’ (ভগবৎকর্মণা সহতি ভাবঃ) ‘সংপৃচ্যস্ব’ (সম্মিলিতঃ ভব)। মম কর্ম জ্ঞানভক্তিসহযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ।

১৪। হে মনঃ ! ‘একতায়’ (একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ ব্যাপ্তং পরমাশ্মিব্রহ্মরূপং দেবং উদ্दिष्ट ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ) স্নহতমস্ত মমাহুষ্ঠানং—মম আত্মদানরূপং যজ্ঞং বা। হে মনঃ ! ত্বাং অদ্বিতীয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মনঃ ! ‘দ্বিতায়’ (প্রকৃতিপুরুষরূপেণ অথবা জ্ঞানকিরারূপেণ স্বপ্রকাশ দেবদয়ঃ উদ্दिष्ट) ত্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ প্রেরয়ামি, স্নহতং স্নস্কৃতমস্ত মমাহুষ্ঠানং—মম আত্মোৎসর্গরূপং যজ্ঞং ইত্যর্থঃ)। যঃ দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞানকিরারূপেণ ব দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাশ্মানং অনুলঙ্কেহি ইতি মম ত্বয়ি নিরোগঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) হে মনঃ! স্বাং 'জিত্ত্বা' (জিতং, জ্বিলোকব্যাপিনং বিশ্বব্যাপকং বা ঙ্গজয়া-
দ্বকং অনাদিদেবং উদ্ভিত্ব ইত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামগ্নেণ মিবদমামি; অহতং অসিক্তমস্ত
মম উদ্বোধনবজ্জং) মন্ত্রোহং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। (১অ—১প্র—৮অ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তোমাকে সম্যক্রূপে ভগবৎ-
কার্যে নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটি উদ্বোধনমূলক। এখানে আত্মাকে
পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট করিবার সঙ্কল্প বর্তমান)।

২। (ক) আমাদের আপস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব, সত্ত্বসমুদ্রের সহিত সম্যক-
প্রকারে সম্মিলিত হউক।

(খ) অপিচ, আপস্বরূপ আমাদের সেই স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই
ওষধীস্বরূপ কর্মফলাবসানে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহকেও স্নেহরসময়
ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত করুক।

(গ) আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত
হউক; এবং আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্ভিত্তির সহিত
সম্মিলিত হউক।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! তোমরা সম্যকপ্রকারে সত্ত্বসমুদ্র
হইতে উদ্ভূত হইয়াছ। অতএব তোমরা সেই সত্ত্বসমুদ্র ভগবানে সম্যক-
প্রকারে সম্মিলিত অর্থাৎ বিলীন হও।

৪। হে মন! সদ্ভাবসংজননার্থ তোমাকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত
করি অথবা ভগবৎকর্মে বিনিযুক্ত করি।

৫! হে মন! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অপিচ জ্ঞান-
ভক্তিরূপী দেবতাস্বয়ের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে অসংস্কৃত ও সংপথানুবর্তী
করিতেছি।

৬। হে মন! তুমি সংকর্মের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও। (ভাব এই
যে,—মনই মূল। মন ভিন্ন কোনও কার্য্যই অসম্পাদিত হয় না)।

৭। হে ভগবন্! আপনি প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন। (ভাব এই
যে—ভগবানই বিশ্বের সকলকেই প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের প্রাণ-
স্বরূপ হয়েন)।

৮। হে ভগবন্! আপনি বহু প্রকারে প্রখ্যাত আছেন। আবার বহু ভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! আপনার অর্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করুক।

৯। হে ভগবন্! আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ—অহংজ্ঞান অথবা আমার বহিরাবরণ-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ জ্ঞানাবরণকারী অজ্ঞানকে জ্ঞানালোক-প্রদানে সর্বতোভাবে বিদূরিত করুন)।

১০। তাহাতে আমাদের দুর্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিনষ্ট হউক; এবং সম্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিদূরিত অর্থাৎ বিনষ্ট হউক।

১১। হে ভগবন্! আমার অন্তরস্থ গ্লোতমান্ জ্ঞানসূর্য্য (কর্মের দ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অপিচ, হে আমার হৃদয়স্থিত জ্ঞানাগ্নি! আপনার সম্বন্ধি আবরণকে অতিক্রম করিয়া যেন আপনি গমন না করেন। (ভাবার্থ—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান যেন বিনাশ-প্রাপ্ত না হয়)। অথবা, সংসার-সম্ভাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দক্ষীভূত না করে (অঙ্গারে পরিণত না করে)।

অথবা,

হে মন! নির্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান তোমাকে চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় স্থানে (স্থাপন পূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উন্নতিসাধন করুন। অপিচ, সংসার-সম্ভাপরূপ অগ্নি যেন তোমাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া অঙ্গারে পরিণত না করে।

১২। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার সেই হবিঃ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ আহবনীয়কে সংরক্ষণ করুন (অর্থাৎ ইহলোক পরলোক সম্বন্ধি শত্রুদিগকে অপসারিত করিয়া চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন)। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপ জানিয়া আমার সমস্ত অনুরাগ ও সম্ভাব আপনাতে সংগৃহীত করিতেছি। আমার সেই অনুরাগ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হউক, আপনি আমার সম্ভাব সংরক্ষণ করুন)।

১৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সন্মিলিত হও। (আত্মা পরমাত্মায় প্রবেশ করুক—এখানে এই ভাব পরিব্যক্ত)। অথবা হে জ্ঞানভক্তিরূপ হবিঃ! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্মের সহিত মিলিত হও। (আমার কর্ম জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হউক)।

১৪। (ক) হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে স্বাহা-মন্ত্রে নিয়োজিত করিতেছি! আমার আত্মদানরূপ যজ্ঞ স্নহত বা স্নসিদ্ধ হউক। (ভাবার্থ—মন যেন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়)।

(খ) হে মন! তোমাকে সেই প্রকৃতিপুরুষরূপে অথবা জ্ঞানক্রিয়া-রূপে প্রকাশমান দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহামন্ত্রোচ্চারণে প্রেরণ করিতেছি। আমার আত্মোৎসর্গরূপ শুভ অনুষ্ঠান স্নসিদ্ধ হউক! (যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, হে মন, তুমি সেই পরমাত্মার সন্ধানে নিযুক্ত হও)।

(গ) হে মন! সত্ত্বরজস্তমোগাত্মক ত্রিদেবরূপে প্রকাশমান সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে নিবেদন করিতেছি। আমার উদ্বোধনযজ্ঞ স্নহত বা স্নসিদ্ধ হউক। (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনু)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যঃ (সারগাচার্য্যকৃতঃ)।

সপ্তমে কপালোপধানযুক্তং ততন্তপ্তেষু কপালেষু লকাবসরদ্ধাদষ্টমে পুরোডাশ-প্রপণমভিধীয়তে।

১। “সংবপামি।”—সংবপামীত্যাহ্নাতস্ত মন্ত্রস্ত শেষঃ পুরষিত্বা বিনিয়োগঃ কন্নে দর্শিতঃ—“অথোত্তরেণ গার্হপত্যমুপবিশ্ব বাচংযমস্তিরঃপবিত্রং পাত্র্যাং কৃষ্ণাজিনাং শিষ্টানি সংবপতি দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহি নোর্কাহভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে জুষ্ট৩ সংবপাম্যগ্নীষোমাত্মা-মমুয়া অমুয়া ইতি” ইতি।

অপেক্ষিতস্থানে প্রযোক্তব্য ইত্যেতমর্থং দর্শয়িত্বমেব নির্কাপণেষণয়োর্দেবস্ত স্বেতি মন্ত্রো দ্বিরায়াতঃ। অত্রান্নাতমপ্যনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—“দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইত্যাহ প্রস্বতৈ। অধিনোর্কাহভ্যামিত্যাহ। অধিনো হি দেবানামধ্বংস আত্মাং। পুষ্ণো হস্তাভ্যামিত্যাহ বটৈ। সংবপামীত্যাহ। যথাদেবভমেবৈনানি সংবপতি” (ত্রা. কা. ৩ প্র. ২ অ. ৮) ইতি॥

২। “সমাপো অস্তিরগ্নত সমোবধমো রসেন স৩ রেবতীর্জগতীতির্ধুমতীর্ধুমতীতিঃ স্বজ্যধ্বম্।”—বোধায়নঃ—“প্রণীতাত্যঃ ক্রবেণোপহত্য বেদোমোপবম্য পাণিঃ চাক্ষুর্দ্যৈবঃ

বিশদীকৃত ব্যাচষ্টে—“নথন্ত শিরোহনীত্যাহ। যজ্ঞো বৈ মথঃ। তন্তৈতচ্ছিরঃ। যৎপুরোডাশঃ। তন্মাদেবমাহ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৭। “বর্ষোহসি বিশ্বায়ুঃ”—কল্পঃ—“বর্ষোহসি বিশ্বায়ুরিত্যাগ্নেয়ং পুরোডাশমষ্টান্ন কপালে-
দধিশ্রয়তোবমুত্তরমুত্তমেষু” ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং তপ্তকপালবস্থানেন দীপ্তো দেবতা-
যোগ্যত্বেন ক্লংসায়ুঃপ্রদশাসি। বিশ্বনায়ুর্গন্তেতি বহুব্রীহেরায়ুশ্চদধিমিত্যেবাত্রার্থ ইত্যাহ—
“বর্ষোহসি বিশ্বায়ুরিত্যাহ। বিশ্বমেবাহযুর্বজ্ঞানে দধাতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৮। “উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাম্।”—কল্পঃ—“উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ
প্রথতামিতি পুরোডাশং প্রথয়ন্ সর্ক্ষানি কপালান্নভিপ্রথয়ত্যতুঙ্গমনপূপাকৃতিং কুর্য়ন্তেব প্রতি-
কৃতিমবশ্যকমাত্রং কৰোতি” ইতি ॥ হে পুরোডাশ ত্বং বহু যথা ভবতি তথা বিস্তীর্ণো ভব।
যদীদৌ যজ্ঞমানোহপি প্রজাদিভিঃ প্রথিতোহস্ব। যজ্ঞপতের্ষিস্তারং দর্শয়তি—“উরু
প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতামিত্যাহ। যজ্ঞমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি” (ত্রাং কাং ৩
প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

৯। “স্বচং গৃহ্নীষ”—কল্পঃ—“স্বচং গৃহ্নীষেত্যভিঃ শ্লক্ষী করোত্যানভিকারয়ন্” ইতি।
হে পুরোডাশ ত্বমভিঃ শ্লক্ষীভূতাং স্বচং স্বী কুরু। নিম্নোন্নতভাবপরিহারেণ স্বক্সাদৃশে সতি
পুরোডাশঃ সদেহো ভবতীত্যাহ—“স্বচং গৃহ্নীষেত্যাহ। সর্ক্ষমেবৈনং সতল্লুং কৰোতি”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। শ্লক্ষীকরণং বিধত্তে—“অথাপ আনীয় পরিমাণ্টি।
মাণ্‌স এব তস্বচং দধাতি। তন্মাণ্‌চা মাণ্‌সং ছয়ং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি।
তন্তেন মার্জ্জনেন পিষ্টরূপে মাংস এব শ্লক্ষরূপস্বচং স্থাপয়তি। ততো লোকে সাংপি
তথা দৃশ্যতে ॥

১০। “অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা অরাতয়ঃ।”—কল্পঃ—“অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা
অরাতয় ইতি সর্ক্ষণি হবীষি ত্রিঃ পর্যায়ি কৃত্য” ইতি। দর্ভৈর্দীপ্তৈঃ পুরোডাশস্ত পরিতো রক্ষসাং
সংশোধনং পর্যায়িকরণং। অনেন পর্যায়িকরণেন রক্ষসজাতির্যাবহিতা। শত্রবোহপি ব্যবহিতাঃ।
তদেতদ্বিধত্তে—বর্ষো বা এযোহশাস্তঃ। অর্দ্ধমাসেহর্দ্ধমাসে প্রযজ্যতে। যৎপুরোডাশঃ।
স ঈশ্বরো যজ্ঞমানং শুচাহপ্রদহঃ। পর্যায়ি কৰোতি। পশুমেবৈনমকঃ। শাস্ত্যা অপ্রদাহায়”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। পুরোডাশো যোহন্তি স এব দীপ্যমানোহগ্নির্ভূত্বা
কদাচিদপি ন শাম্যতি প্রতিপক্ষং তপ্তকপালৈঃ সন্তপ্যমানত্বাৎ। স চ তাপেন যজ্ঞমানং
প্রদহুং সমর্থঃ। তত্র পশুপ্রচারেণ পর্যায়িকরণেন পুরোডাশে পশৌ কৃতে সতি প্রদীপ্তায়ি-
রূপপরিত্যাগেন শাস্তো ভূত্বা যজ্ঞমানং ন প্রদহতি। আবৃত্তিঃ বিধত্তে “ত্রিঃ পর্যায়ি কৰোতি।
ত্ৰ্যাবুক্তি যজ্ঞঃ। অথো রক্ষসামপহতৌ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। মন্ত্ৰং
ব্যাচষ্টে—“অন্তরিতং রক্ষোহন্তরিতা অরাতয় ইত্যাহ। রক্ষসামন্তর্হিতৌ” (ত্রাং কাং ৩
প্রং ২ অং ৮) ইতি ॥

১১। “দেবত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেহগ্নিতে তল্লুবং মাহতি ধাক্”—বোধায়নঃ
—“পুরোডাশং শ্রপয়তি দেবত্বা সবিতা শ্রপয়তু বর্ষিষ্ঠে অধি নাকেহগ্নিতে তল্লুবং মাহতি
ধাগিতি” ইতি। আপস্তুষো মন্ত্ৰভেদমাহ—“দেবত্বা সবিতা শ্রপয়ন্তিতুয়াকৈঃ প্রতিতপত্যগ্নিতে

তন্মুৎসং মাহতি ধাগিতি দর্ভৈরতিজ্জলয়তি” ইতি । হে পুরোডাশ প্রবুদ্ধে নাকনাম্যদ্যৌ স্বামধিপ্রিত্য সবিতা দেবঃ পকং করোতু । অয়মগ্নিস্তব শরীরস্ত ভস্মীভাবরূপমতিদাহং মা করোতু । সবিতৃপদস্ত নাকপদস্ত মাহতিধাগিত্যস্ত চাভিপ্রায়মাহ—“পুরোডাশং বা অধিপ্রিত্য ৬ রক্ষা ৬ শ্রজ্জিহ্বা ৬ সন্ । দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহা । স এবাস্মাদ্রক্ষা ৬ শ্রপাহন্ । দেবস্বা সবিতা শ্রপয়তিতাহ । সবিতৃশ্রপয়ত এতেন ৬ শ্রপয়তি । বর্ষিষ্ঠে অধি নাক ইত্যাহ । রক্ষ-সামপহতৈত । অগ্নিস্তে তন্মুৎসং মাহতি ধাগিত্যাহানতিদাহায়” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি ।

১২ । “অগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্ব ।”—বোধায়নঃ—“গার্হপত্যমভিমন্তয়তেহগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্বেতি” ইতি । আপস্তম্বস্ত পূর্বমন্তয়ন্তেব শেষং মন্ততে । পূর্বংহ্যাচষ্টে—“অগ্নে হব্য ৬ রক্ষস্বেতিতাহ শুশ্রুত্যা” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । আগ্নীধ্বং প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাত্ত ব্যাচষ্টে—“অবিদহন্তঃ শ্রপয়তেতি বাচং বিসৃজতে । যজ্ঞমেব হবী ৬ যতিব্যাহতা প্রাতমুতে । পুরোকচ-মবিদাহায় শ্রুত্যা করোতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । সংবপনকালে যো বাঙুনয়মন্তমিদানীং পরিত্যজেৎ । বিশেষণ দাহো ভস্মীভাবস্তং পরিত্যজ্য সমাকৃপাকং শ্রপণং কুরুত । অত এবাহম্নায়তে—“যো বিদধ্বঃ স নৈশ্বতৌ যোহশ্বতঃ স রোদ্রো যঃ শ্বতঃ স সদেব-স্তস্মাদবিদহতা শ্বতং কৃত্যঃ সদেবস্বায়” ইতি । অবিদহন্ত ইতি বহুবচনং পূজার্থং । অশ্বিন্-কালে বাগ্নিমৌকে সতি যজ্ঞমেবান্তিলক্ষ্য তত্রাপি প্রধানভূতানি হবী ৬ যতিলক্ষ্য বাচমুচ্চাৰ্য্য যজ্ঞং বিস্তারিতবান্ ভবতি । কিং চ বিশেষণ দাহনিযুক্ত্য সমাকৃপাকগুণসিদ্ধয়ে চৈনং প্রৈষমুচ্চারণন্ হবিঃস্বীকারাং পুরৈব দেবেভ্যো রুচিং কৃতবান্ ভবতি । পুরোডাশাচ্ছাদনং বিধস্তে—“মন্তিকো বৈ পুরোডাশঃ । তং যদ্নাভিবাসয়েৎ । আবিস্মন্তিকঃ স্ত্রাৎ । অভিবাসয়তি । তস্মাদ্গুহা মন্তিকঃ” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । মন্তিকঃ শিরস্তবস্তিতো মেদসঃ খণ্ডো গুহা গুঢ় আচ্ছাদিত ইত্যর্থঃ । ছাদনযোগ্যং দ্রব্যং বিধস্তে—“ভস্মনাহভিবাসয়তি । তস্মান্না ৬ সেনাস্থি ছন্নং” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । বস্মান্নেদঃস্বানীয়ঃ পুরোডাশো মাংসস্থানীয়েন ভস্মনাহচ্ছাদিতস্তস্মান্নোকেহপ্যস্থিসংল্লিষ্টং মেদো মাংসেন ছন্নং ভবতি । পুরো-ডাশস্তোপরি ভস্মনোহধ্যাহনে সাধনং বিধস্তে . “বেদেনাভিবাসয়তি । তস্মাৎ কেশৈঃ শিরশ্ছন্নং” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । দর্ভমুষ্টিনির্মিতো বেদিসম্মার্জনহেতুর্বেদঃ । তস্মিন্দ-র্ভাণাং কেশৈঃ সামাং । এতদ্বেনং প্রশংসতি—“অথলতিভাবুকো ভবতি । য এবং বেদ” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । কেশরহিতশিরোযুক্তঃ খলতিস্তদ্বনশীলো ন ভবতি ॥

১৩ । “সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্ব ।”—কল্পঃ—“সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্বেতি বেদেন পুরোডাশে সান্ধারং ভস্মাদ্যুহতি” ইতি । হে পুরোডাশ মন্ত্রেন সম্পূক্কো ভব । সনন্তকল্পপ্রকাশকং মন্ত্রমম্বয়-ব্যতিরেকাত্যাং ব্যাচষ্টে—“পশৌর্কৈ প্রীতিমা পুরোডাশ । সনাযজুক্ষমভিবাস্তঃ । বৃথৈব স্ত্রাৎ । জ্ঞশ্বরা যজ্ঞমানস্ত পশবঃ প্রামেতোঃ । সং ব্রক্ষণা পৃচ্যস্বেতিতাহ । প্রাণা বৈ ব্রক্ষ । প্রাণাঃ পশবঃ । প্রাণৈরেব পশুনংসংপৃণক্তি । ন প্রমায়ুকা ভবন্তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৮) ইতি । পর্যায়িকরণেন পুরোডাশস্ত পশুকৃতত্বাৎ পশোশ্চ মন্ত্রসংস্কার্য্যত্বাদযজুসা বিনাহভিবাসন-
* অনর্থকং স্ত্রাৎ । ন কেবলং বৈষয়্যং কিং তু যজ্ঞমানস্ত পশবশ্চ মন্ত্ৰং সমর্থী ভবন্তি ।

সোহয়ং ব্যতিরেকঃ। উক্তদোষপরিহারায় নষ্ট্রেণ সংপৃচ্যস্বৈত্যেবময়ং নম্রো ক্রতে। তত্র সম্পর্কপ্রতিযোগী মন্ত্ৰঃ পশুন্ মরণাৎ পালয়তীতি প্রাণস্বরূপঃ। পশবশ্চ প্রাণাধারত্বাৎ প্রাণ-
স্বরূপাঃ। অতো যোগ্যত্বাৎ সম্পর্কে সতি পশবো মরণশীলা ন ভবন্তি। সোহয়মময়ঃ। নষ্ট্রেণ
যথা সম্পর্কস্তথা ভগ্ননাহপি সম্পর্কো যুক্ত এবত্যাহ—“যজমানো বৈ পুরোডাশঃ। প্রজা
পশবঃ পুরীষঃ। যদেবমভিবাসয়তি। যজমানমেব প্রজয়া পশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি” [ব্রাং কাং ৩
প্রং ২ অং ৮] ইতি। পুরীষং ভগ্ন ॥

১৪। “একতায় স্বাহা দ্বিতায় স্বাহা ত্রিতায় স্বাহা।”—কল্পঃ—“অত্রৈতৎপাত্রীসংকালনং
গার্হপত্যাক্ষারোহিতপ্যা দ্বাহাঙ্কর্ষেদি প্রতীচীনং তিস্থু লেখাস্থ নিনয়ত্যেকতায় স্বাহা দ্বিতায়
স্বাহা ত্রিতায় স্বাহেতি” ইতি। তেভ্য ইদং পাত্রীপ্রকালনোদকং হৃতমস্ত। একতাদীনামুৎ-
পত্তিপ্রকারমাহ—“দেবা বৈ ইবিভূত্বাহব্রবন্। কশ্মিন্নিদং ব্রক্ষ্যামহ ইতি। সোহয়িরব্রবীৎ।
ময়ি তনুঃ সংনিধদধ্বং। অহং বস্তং জনয়িষ্যামি। যস্মিন্ ব্রক্ষ্যধ্ব ইতি। তে দেবা অগ্নৌ
তনুঃ সংজদধত। তস্মাদাহঃ। অগ্নিঃ সর্কা দেবতা ইতি। সোহিঙ্গারোণাঃ। অভ্যাপত্যয়ৎ।
তত একতোহজায়ত স দ্বিতায়মভ্যাপত্যয়ৎ। ততো ত্রিতোহজায়ত। স তৃতীয়মভ্যাপত্যয়ৎ।
ততস্ত্রিতোহজায়ত। যদদ্ব্যোহজায়ত। তদাপ্যানামাপ্যত্বং যদাভ্যোহজায়ত। তদাশ্বানা-
মাত্ম্যত্বং” [ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮] ইতি। দেবাঃ পূর্ষং ব্রীহবধাতাদিনা হবিঃ সম্পাশ্ত
বীজবধাদিপাপলেপঃ কশ্মিন্ পুরুষে মার্জ্জনীয় ইতি বিচার্য্যগ্নিবচনেন স্ববীর্য়মগ্নৌ স্থাপিতবস্তঃ।
ততঃ সোহয়িঃ সর্কদেববার্ঘ্যারোহিঙ্গারোণাদেবতামভিলক্ষ্য তবীর্য়মপাতয়ৎ। তস্মাদুৎপন্ন
নামেকতাদিনামকানাং দেববিশেষাণামাপো মাতরো দেবা আশ্বানঃ পিতর ইত্যাপ্যানামকত্ব-
মাত্ম্যনামকত্বং চ যুক্তং। স চ লেপঃ পরম্পরয়া ব্রীহবধাতিনি পুরুষে পর্যবসিত ইত্যাহ—
“তে দেবা আপোবমুজত। আপ্যা অমুজত স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতে। স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতঃ স্বর্ঘ্যাভিনিম্মুক্তে।
স্বর্ঘ্যাভিনিম্মুক্তঃ কুনথিনি। কুনথী শ্রাবদতি। শ্রাবদগ্নাদিধিষৌ। অগ্রদিবিশ্বঃ পরিবিস্তে।
পরিবিস্তো বীরহনি। বীরহা ব্রহ্মহনি। তদব্রহ্মহণং নাত্যচ্যবত” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮)
ইতি। আপ্যা একতাদয়ঃ। উদয়াস্তময়কালয়োঃ সূপ্তৌ পুরুষাবভ্যাদিতাভিনিম্মুক্তৌ। তথা
চোক্তং—“সূপ্তে যস্মিন্ স্তমতি সূপ্তে যস্মিন্ দেতি চ। অংশুমানভিনিম্মুখ্ণ ভাত্ত্বাদিতৌ তৌ
যথাক্রমং” ইতি। নথবক্রয়ং দন্তমালিগ্নং চাত্র বোগবিশেষকৃতং। জেষ্ঠ্যায়নুচায়াঃ কনিষ্ঠামুচ্-
বাহবস্থিতো অদিবিশ্বঃ। উচবতি কনিষ্ঠে সতি বিবাহরহিতো জ্যেষ্ঠঃ পরিবিস্তঃ। বীরশ্চ
কত্রিয়শ্চ হস্তা বীরহা। ব্রাহ্মণশ্চ হস্তা ব্রহ্মহা। এতেষাপ্যানামেকতাদীনাম্ দেবানাম্ পাপ-
লেপমার্জ্জনায়েব স্তেজাত্ত্বৈষু তস্মার্জ্জনমুচিতং। স্বর্ঘ্যাত্ত্বাদিতাদীনাম্ ব্রহ্মহাত্ত্বানাম্ পাপপ্রবণত্বা-
দ্রিয়গামিনো জলস্তেব লেপস্ত্যপি তেষু প্রবাহো যুক্তঃ। ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাপাধিক্যাতরত্য-
বিশ্রান্তিভূমিহ্মায়োপো ব্রহ্মহণং নাতিক্রামতি। প্রকালনোদকস্ত লেখাস্থ নিনয়নং বিধত্তে—
“অঙ্কর্ষেদি নিনয়ত্যবরক্টো” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮) ইতি। এতেন নিনয়নেন কশ্মুৎকল-
প্রতিবন্ধকপাপলেপস্তাপনীয়ত্বাৎ ফলসম্পাদনায়েদং নিনয়নং সম্পদ্যতে। তস্ত জলস্ত বহ্নিতাপং
বিধত্তে—“উদ্ধুকেনোভিগৃহ্মাত শৃত্বায়। শৃতকামা ইব হি দেবাঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৮)
ইতি। শৃতং পৃকং। যঃ শৃতঃ স সপদেব ইতি পূর্কমুদাহৃতং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“সংবপামি হবির্কাপঃ সমা তত্র জলং ক্ষিপেৎ । অস্ত্যঃ সংপ্লাব্য তপ্তাভির্জলং সংযোত্যশেষতঃ ॥ ১ ॥
অগ্নায়ী নিদ্বিশেদ্যোগো মথ পিণ্ডং কুরোতি হি । বর্ষাঃ কপালে নিক্ষিপ্য প্রথয়েত্বকুমন্ত্রতঃ ॥ ২ ॥
অচং শ্লক্ষী কৰোত্যস্তিরন্তঃ পর্যায়রে কৃতিঃ । অপয়ত্বাণ্ডৈর্দেবো হৃদিস্তে আলাতে কুশৈঃ ॥ ৩ ॥
সং বেদেন চ সাস্ত্রাভ্যস্মনাচ্ছাদয়েদ্ধবিঃ । একান্তর্কেদি লেখাসু কালনং নিনয়েজ্জিভিঃ ॥
অনুবাকেচ্চেনে সপ্তদশ মন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

অত্রাবিদহন্তঃ প্রপয়তেতি কশ্চিৎশব্দ উক্তঃ । শতকামা ইব হি দেবা ইত্যর্থবাদশ্চ ।
এতদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তরবাক্যমপি যো বিদগ্ধ ইত্যাদিকমুদাহৃতং । তত্র কিঞ্চিৎতীয়াধ্যায়স্ত
চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“পরষি ছিন্নমিত্যুক্ত্য বর্হিস্ত সমূলতাং । ঘৃতং দৈবং মন্ত পিত্র্য-
মিত্যুক্ত্য নবনীতকং ॥ যো বিদগ্ধঃ স ইত্যুক্ত্য পুরোডাশস্ত পকতাং । স্তোতি পূর্বোত্তরৌ
পক্ষৌ যোজনৌয়ো নিনীতবৎ” ইতি ॥ চাতুর্ন্যাস্তেষু মহাপিতৃযজ্ঞে শ্রয়তে “যৎপরষি দিতং
তদ্দেবানাং । যদন্তরা তন্নমুশ্যাণাং । যৎ সমূলং তৎপিতৃণাং । সমূলং বর্হির্ভবতি ব্যাবৃষ্টো”
ইতি । পরঃ পক্ষ । দিতং খণ্ডিতং । জ্যোতিষ্ঠোমে দীক্ষাত্যঙ্গে শ্রয়তে—“ঘৃতং দেবানাং মন্ত
পিতৃণাং নিম্পকং নমুশ্যাণাং তদ্বা এতৎসর্গদেবতাং যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যাজ্ঞে সর্বা এব
দেবতাঃ প্রীগতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি মন্ত দধিতবং মণ্ডং । নিম্পকং
শিৰসি প্রক্ষেপ্তুমীষধিলীনং নবনীতং তক্রং বা । দর্শপূর্ণাসয়োঃ পুরোডাশপ্রপণে
শ্রয়তে—“যো বিদগ্ধঃ স নৈব্বর্তো যোহশ্বতঃ স যৌদ্রো যঃ শ্বতঃ স সদেবস্তস্মাদবিদহতা
শতং কৃত্যঃ সদেবস্তার” ইতি । বিদগ্ধোহতিপকঃ । অশ্বতোহপকঃ । তত্র বর্হিষি
সমূলচ্ছেদনস্তাভ্যঙ্গে নবনীতস্ত পুরোডাশে যথোচিতপাকস্ত চ বিধেয়তয়া সর্বমবশিষ্টং
স্তাবকং । অত্র পূর্বোত্তরপক্ষৌ ন প্রপকিতৌ । অষ্টেব পাদস্ত প্রথমাদিকরণে নিবীত-
বাক্যে প্রোক্তয়োরেবাত্রাপি যোজনীয়ত্বাৎ । তন্ত্বেবাবিকরণস্তোদাহরণবাহুল্যমনেনৈবাবিকরণেন
প্রপক্যতে ॥

অথ ব্যাকরণম্ ।

সংবপামীত্যাদৌ স্বরা গতাঃ । আপ ইত্যত্র ফিট্‌স্বরঃ । অস্তিরিত্যত্র “উভিদং পদান্ত-
পুংসৈত্বাভ্যঃ” (প্রা. ৬-১-১৭১) উভাদেশাদিদংশদ্যাংপদন্তিত্যাচ্ছাদেশেভ্যোহপ্‌শকাৎপুংশকা-
দ্রৈশপদাদিবিশদ্যোচ্চোত্তরসর্কনামস্থানমুদাত্তং ভবতি । যতপি “সাবেকচতুর্তীয়াদিঃ” (পা. ৬-১-
১৬৮) ইতি সূত্রেণৈতৎ সিদ্ধং তথাহপি দ্বিতীয়াবহুবচনার্থমন্ত সূত্রস্ত বক্তব্যত্বাদনেন বিশেষ-
সূত্রেণোদাত্তো বিধেয়ঃ । রেবতীরিত্যত্র রেবদ্যোচ্চোপসংখ্যানমিতি মতুবাছ্যাদান্তঃ । প্রজাত
ইত্যত্রান্তর্ভাবিতগ্যার্থং কক্ষণি নিষ্ঠায়াং “গতিরনন্তরঃ” (পা. ৬-২-৪৯) ইতি পূর্বপদপ্রকৃতি-
স্বরঃ । জনমত্যা ইত্যত্র জিন্‌প্রত্যয়ান্ত্বেন “নিঞ্‌ত্যাদিনির্ভিতাং” (পা. ৬-১-১২৭) ইত্যাদ্যা-
দ্বান্তঃ । উরুশব্দস্ত নিত্যনপুংসকত্বাভাবাৎ ফিট্‌স্বরঃ । যজ্ঞপতিরিত্যত্র “পত্যাবৈষ্যে” (পা.
৬-২-১৬) ইতি পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । তন্তুরিতমিত্যত্রান্ত্বঃশব্দস্ত গতিত্বাৎ “গতিসনজ্ঞঃ” (পা.

৬-২-৪২) ইতি পূর্বপদপ্রতিব্রহ্মং । বর্ষিষ্ঠ ইত্যত্রৈষ্টন্যপ্রত্যয়স্ত নিবাদাহ্যাদাতঃ । এবং সর্বসুমেয়ং ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—৮অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসামগাচার্য্যবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-
ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকেষ্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

—ঃ ১ * ১ :—

অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ পুরোডাশ-নিষ্পাদক । মন্ত্রমে প্রক্লিষ্ট অঙ্গারোপক্লি কপাল-স্থাপনের বিষয় কথিত হইয়াছে ; আর এই অষ্টম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহ সেই উত্তপ্ত কপালে পুরোডাশ শ্রপণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিবদ্ধ আছে । মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ গ্রন্থের নির্দেশ এইরূপ,—

‘সংবপামি’ মন্ত্রে উত্তপ্ত কপালে হবিঃ (অর্থাৎ পিষ্ট তণ্ডুল বা চাউলের গুঁড়া) স্থাপন ; তার পর ‘সমাপাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাতে জল-নিষ্কেপ, ‘অন্ত্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জলকে নাড়িয়া ‘জলয়তোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে মিশ্রিত হবিঃ উত্তপ্ত করিবার বিধি । তদনন্তর ‘অগ্নয়ে’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হবির এক একটা ভাগ গ্রহণ করিয়া ‘মথস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে এক একটা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে । তার পর, ‘বর্ষ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পিণ্ড-সমূহ পূর্বস্থাপিত কপালে স্থাপন করিয়া, ‘উরুপ্রথা’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে ভর্জন করিবে । তদনন্তর ‘অন্তরিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া ‘হুচং’ প্রভৃতি মন্ত্রে পুরোডাশে জল-প্রক্ষেপ এবং ‘শ্রপয়তি’ প্রভৃতি মন্ত্রে কপাল মধ্যে সেই পুরোডাশ সঞ্চালন করিবার বিধি । ‘অগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কুশ-ধারা পুরোডাশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন, ‘সংব্রজগা’ প্রভৃতি মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা সেই হবিকে আচ্ছাদন করিবে । তার পর ‘একতাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে জল দ্বারা পাত্রগুলিকে ধৌত করিয়া সেই জল দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করিবে । বিনিয়োগ অনুযায়ে এই অনুবাকে সপ্তদশটি মন্ত্রের বিজ্ঞমানতা কথিত হয় ।

ক্রিয়া-কর্ণে মন্ত্রের পূর্ববিধ প্রয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার যে অর্থ ও যে স্বাধোদন-পদ-সমূহ অধ্যাহার করিয়াছেন, প্রথমে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি । আমাদের হিসাবে এই অনুবাকের মন্ত্রসমূহ চৌদ্দটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ॥ তবে কোনও কোনও বিভাগে আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপবিভাগও কল্পিত হয় । অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘সংবপামি’ । ভাষ্যে এই আয়াত মন্ত্রের প্রথম ‘দেবস্ত’ বা সবিভূঃ প্রসব, অধিনোর্কাহভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্র সংযোজন করিবার বিধি আছে । মন্ত্রটি পিষ্ট-স্বাধোদন-মূলক । পিষ্ট প্রস্তুত হইলে, পবিত্র অর্থাৎ কুশ-সম্বৃত্ত পাত্র তাহা স্থাপন করিতে হয় । এইরূপ প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিষ্ট ! তোমাকে এই পাত্রে নিষ্কেপ করিতেছি ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে পিষ্ট-সমূহ (চালের গুঁড়িতে) প্রক্লিষ্ট উপসর্জনী (খিল বা ধাতা ধোয়া জল)

নিক্ষেপ করিবার বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘এই প্রণীত জল-ভাগ পিঠের জলীয় ভাগের সহিত মিলিত হউক ; ওষধিভাগ পিঠের ওষধিভাগের সহিত মিলিত হউক ; বেরতীভাগ, পিঠের জগতী-ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক ; মাধুর্যভাগ পিঠের মাধুর্য-ভাগের সহিত মিলিত হউক ।’ ভাব এই যে, চালের গুঁড়া ও জল এক হইয়া যাউক । স্বত্র-গ্রন্থে এই মন্ত্রের অর্থ সঙ্ক্ষেপে কথিত হইয়াছে,—‘প্রণীত আপ মদযুক্ত জল-সমূহের সহিত সঙ্গত হউক । পিঠরূপ ওষধী-সমূহ পূর্বোক্ত দ্বিবিধি উদকরসের সহিত মিলিত হউক ; অপিচ, হে উভয়বিধ আপ । তোমরা সকলের অভিবৃদ্ধি সাধন কর বলিয়া তোমরা স্বভাবতঃ ধনবতী ও মাধুর্যবতী । ওষধী-সমূহও জঙ্গমরূপ পঞ্চাদির অভিবৃদ্ধির জন্য পশুরূপ ধনযুক্ত এবং স্বভাব-সিদ্ধ স্বাস্থ্য-হেতু মাধুর্য-সম্পন্ন । সুতরাং পিঠরূপ ওষধীর সহিত তাহাদের মিলন সংসাধিত হউক ।

তৃতীয় মন্ত্রে জলকে পরিপ্লাবিত করিতে হয় । পরিপ্লাবন বলিতে পিঠের সর্বত্র আর্দ্রীকরণ বুঝায় অর্থাৎ পিটালুব মধ্যে জল দিয়া, সেই পিটালু-মিশ্রিত জল নাড়িয়া জলে ও পিটালুতে মিশাইতে হয় । মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিঠরূপ ওষধী-সমূহ ! তোমরা পূর্বে জল হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ; অতএব তোমরা অথ জলের সহিত সংপৃক্ত অর্থাৎ মিলিত হও ।’ স্রুষ্টি হইলে বারিবর্ষণে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জল যেমন ওষধী-সমূহকে পরিবর্দ্ধিত করে ; সেইরূপ এই পরিপ্লাবনে পিঠের ও জলের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণে পুরোডাশ নিষ্পত্তি হইবে—তাই বিনিয়োগের সার্থকতা । চতুর্থ মন্ত্রও পিঠ সঞ্চোধনে বিনিয়ুক্ত । চাউলগুলি শিলায় অথবা ঘাতায় গুঁড়া হইবার পর, সেই শিলা বা ঘাতা ধুইয়া যে জল বাহির হয়, তাহা এবং প্রণীত জল উভয়কে পিঠের সহিত হস্তাস্থলির দ্বারা মিশাইতে হয় । সেই মিশ্রণকালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘হে পরিপ্লাবিত পিঠ ! তোমাকে হস্তাস্থলির দ্বারা সম্যকপ্রকারে এই জলের সহিত মিশ্রিত করিতেছি ।’ পঞ্চম মন্ত্রে সেই জলমিশ্রিত পিঠকে বিভাগ করতঃ, এইটী অগ্নির জন্য, এইটী সোম-দেবতার জন্য এবং এই দুইটী অগ্নীষোম দেবতার জন্য রহিল—বলিরা এক একটিকে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থাপনের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পিঠ ! তোমাকে অগ্নিদেবতা এবং অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি ।’ তার পর ষষ্ঠ মন্ত্রে পিণ্ড প্রস্তুত, আর সপ্তম মন্ত্রে সেই সকল পিণ্ড পূর্বস্থাপিত আটটি কপালে স্থাপন করিবার বিধি । মন্ত্রের অর্থ—‘হে পুরোডাশ ! তপ্ত-কপালে অবস্থান-হেতু তুমি দীপ্ত হও । সেই হেতু তোমাতে দেবতার অধিষ্ঠান । সুতরাং তুমি বজ্রমনের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর ।’ অষ্টম মন্ত্র পুরোডাশ-ভক্ষণে বিনিয়ুক্ত হয় । উহার অর্থ,—‘হে পুরোডাশ ! তোমরা যাহাতে বহু হইতে পার, সেইরূপ ভাবে বিদ্যুত হও । তোমাদের বিদ্যুতিতে বজ্রমানও প্রখ্যাত হইবে ।’ নবম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেচন করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ—‘হে পুরোডাশ ! তুমি জলস্রবের স্রবীভূত স্বরূপে স্বীকার কর ।’ দশম মন্ত্রে দীপ্যমান পুরোডাশের চারিদিকে বজ্র-সংশোধন-মূলক অগ্নি-স্থাপন করিবার বিধি । সেই অগ্নি-স্থাপনে রাক্ষস-জাতি এবং শত্রু-সমূহ পুরোডাশের নিকটবর্তী হইতে পারে না । এই বিনিয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘বিনশসপা এবং অরাজিপা অস্বয়িত হইক ।’ একাদশ মন্ত্র

পুরোডাশকে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলা হয়,—‘হে পুরোডাশ ! প্রবুদ্ধ মাক-নামক অগ্নিতে তোমাকে ছাপন করিয়া সবিতা দেবতা তোমাকে পক করুন। এই অগ্নি তোমার শরীরের ভস্মীকরণরূপ অতিমাহ যেন লাধন না করেন।’ ফলতঃ, পিষ্টক ধরিয়া না যায়, ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, পরন্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়—এই জন্তই মন্ত্রের প্রার্থনা। দ্বাদশ মন্ত্রে বাঙ-নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। হবিঃ-সংবপন সময়ে বাক্-সংবম করা হইয়াছিল। এখন সেই বাঙ-নিয়ম পরিত্যক্ত হইল। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘বিশেষভাবে দাহ দ্বারা ভস্মীভূত না করিয়া সম্যক-ভাবে যাহাতে পাক হয়, তাহা কর।’ ত্রয়োদশ মন্ত্রে অঙ্গার এবং ভস্মের দ্বারা হবিকে আচ্ছাদন করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—‘হে পুরোডাশ ! তুমি মন্ত্রের সহিত সংপৃক্ত হও।’ চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্র, পাত্র-প্রক্ষালিত জলকে সোধোদন করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে পাত্র-ধোত জল ! ‘একত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত, ‘দ্বিত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত, ‘ত্রিত’ নামক দেবতার তৃপ্তির জন্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি। এই বলিয়া জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে। পূর্কোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে জল প্রক্ষেপ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটি এই—‘এক সময়ে শক্রভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি জলমধ্যে লুকায়িত করেন। সেই সময়ে তাঁহার বীণ্যে জলের মধ্যে ‘একত’ ‘দ্বিত’ ও ‘ত্রিত’ নামক দেবত্রয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। অত্যাচ্ছ দেবগণের অমুকম্পায় অগ্নিদেব উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে, তত্বৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনও ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা তাহা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধোত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। মন্ত্রটি এইভাবে পল্লবিত হইয়াছে।

এক্ষেণে মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদের অবিমত ব্যক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে ‘সংবপামি’ পদ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমাদের মতে এই মন্ত্রে আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে হবিঃ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সত্ত্বভাব-সমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বেশ একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ যখন মোক্ষ-পথের পথিক হয়, তখনই তাহার কর্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহ-সম্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটে; তখনই তাহার সেই মরণ-ধর্মী জীবনের সহিত রস-স্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন হয়। তখনই তাহার সেই শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহ বিশ্বজনীন ক্ষুণ্ণি-লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য্য-ভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্ব্যভূতি-সমূহের সম্মিলন সংসাধিত হইবে। ফলতঃ, এই মন্ত্রে এক বিরাট সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের ভাব, সে ভাব উপলব্ধির পক্ষে বিঘ্ন অস্ত্রায় ঘটাইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটি পদ—‘আপঃ’ ও ‘ওষধীভিঃ’ সেই ভাব উপলব্ধির প্রধান অন্ত্রায়। ঐ দুই পদে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্তে ধাতাদিতে জলসেচনের

প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রোক্ত ‘সংবপামি’ পদের সার্থকতাও তাহাতেই পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন—এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থলদৃষ্টিতে, মন্ত্রে কৃষিকর্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন্ কৃষিকার্য্য! কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই। কিন্তু সে কোন্ ভাবে কোন্ ব্যাপারে? অন্বেষণ করুন—সে বহির্জগতের ব্যাপার, কি অন্তর্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত ‘ওষধিঃ’ ও ‘রসেন’ এবং ‘অন্তিঃ’ পদত্রয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন? গীতার শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—‘রসোহহমঙ্গু কোন্তেষু’; অর্থাৎ—‘হে অর্জুন! জলের মধ্যে আমি রস।’ ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে ‘ওষধিঃ’ পদ কাহার সন্ধর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে? তাহার কি সেই ঋতাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি,—মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে, ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মানুষ ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের ‘ওষধী’ পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপস্বরূপ স্নেহস্বভাবের সন্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধস্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত পদ-চতুষ্ঠয়ে (সোমাপঃ হইতে রসেন পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধস্বভাবসমূহ পরিস্ফুর্তি লাভ করে; বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সন্ধর্ক সংশ্রব সংস্থচিত হয়। ‘রেবতীর্জগতীভিঃ’ শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ক্ষুণ্টিরই চরম পরিণতি—‘মধুমতীর্নধুমতীভিঃ’। তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ণ সন্মিলন সংসাধিত হয়।

তার পর, শুদ্ধস্ব যে ভগবানেরই বিভূতি—তৃতীয় মন্ত্রে তাহাও প্রত্যাশিত হইয়াছে। মন্ত্রের সন্ধ্যা—হৃদয়ের শুদ্ধস্বভাব। এখানে আত্মার আত্মসন্মিলনের ভাবই বর্তমান। জলবৃন্দ জল হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আবার জলেই যেমন তাহার পরিণতি; শুদ্ধস্ব সন্ধর্কেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবান হইতে তাহার উৎপত্তি, -আবার তাহাতেই তাহার পরিণতি। এই ভাবে এক সন্মিলনের বিরাট ভাব মন্ত্রের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ‘অন্তিঃ’ পদে আমরা সঙ্কসমুদ্র সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। মহাসমুদ্র হইতে যেমন অশেষ শাখাপ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তোরনিধির উদ্ভব হইয়া চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে; শুদ্ধস্ব বিষয়েও তাহাই বুঝিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীনালা, নানা দিগেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে যেমন মহাসমুদ্রেই তাহাদের জলরাশি নিঃসারণ করে, শুদ্ধস্বসন্ধর্কেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ভগবানের বিভূতিরূপ

গুরুস্ব তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া, আবার তাঁহাতেই বলীন হইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাট ভাংপৰ্য্য বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে সেই গুরুগৰ্ব্বলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধন—পিষ্টসমূহ প্রভৃতি। চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ যে সকল ক্রিয়া-কর্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আভাষ প্রারম্ভেই প্রদান করিয়াছি। আমাদের মতে মন্ত্রের কোথাও পিষ্টের বা পুরোডাশের সম্বন্ধ নাই। মন্ত্র সমূহের লক্ষ্য অন্তরূপ। মন্ত্রসমূহে বলা হইয়াছে,—মন যদি সত্তাবপুষ্টির জন্ত ভগবানের সহিত মিলিত অর্থাৎ ভগবৎ কার্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান হইতেই অন্তঃ-করণে জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়া থাকে। মনঃসংকল্পেই সৎকর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির মূলভূত। পর পর মন্ত্রসমূহে এই ভাবই পারব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্রগুলি পরস্পর ক্রিয়ণ সম্বন্ধবিশিষ্ট অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রে তাহা উপলব্ধ করণ। ষষ্ঠম ও নবম মন্ত্র ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ!—বিশ্ব যে তাহার অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মূখ্য প্রখ্যাতি পাপীর পরিত্রাণের জন্ত। অর্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন! আমার হ্রাস পাপীকে পরিত্রাণ করন। সংকল্পের জন্ত আমি যেন বিখ্যাত হই। দশম ও একাদশ মন্ত্রের প্রার্থনা যেন ঐ প্রার্থনারই পূর্ণতাভ্যন্তর। প্রথমে বলা হইল—‘পাপ দূর করন’; তার পর বলা হইল,—‘হে ভগবন! আপনি জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করন। অথবা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন—সে যেন সাধনার অমুপযুক্ত না হয়! সে যেন আমার হৃদয়কে সংকল্পের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।’ দ্বিবিধ ভাবে একাদশ মন্ত্রের অর্থ নিরূপিত হইতে পারে। আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যাম্বুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

ষাটশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা চতুর্থ অমুবাতে দ্রষ্টব্য। ত্রয়োদশ মন্ত্রেও এক কিরাট সম্মিলনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অম্বয়ে সেই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্দশ মন্ত্রে একতায়, দ্বিতায় ও ত্রিতায় পদত্রয়ে উচ্চোচ্চ স্তরের অগ্রসর হওয়ার অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে। অতি উচ্চস্তরের সাধক বুঝিলেন,—‘একতায় ত্বা।’ সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন,—‘মন! কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর?’ ‘একতায়’—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।’ তখন ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন ‘সর্বং খষিৎ ব্রহ্ম’ ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু একটু নিম্ন স্তরের সাধক যিনি, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ধারণা করিতে যিনি সমর্থ হইলেন না, ‘দ্বিত’ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষরূপে অথবা ক্রিয়া জ্ঞানরূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। তখন তিনি কহিলেন,—‘প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাবে বর্ত্তমান সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি মন তুমি বিনিবিষ্ট হও।’ ‘দ্বিতায় ত্বা’ মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। আরও নিম্নস্তরের সাধক যিনি, যিনি ভগবানকে এক

বা দুই ভাবে বুঝিতে অসমর্থ, এজন্যই তিনি 'ত্রিত'রূপে প্রতিভাত হইলেন । তাঁহার মনে হইল,—তগান স্বরূপতঃ মানব । তিনি ত্রিমূর্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন । তদবস্থায় মনকে সম্বোধন করিয়া ওলাই স্বাত বিক,—‘মন ! তোমায় সেই ত্রিতায় অর্থাৎ তিন স্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি । রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, স্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর । স্থষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন কার্যে তিন অবস্থায় তিনি প্রকাশমান । তাঁহার সেই তিন ভাবের—তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি ।’ মন্ত্রের ‘ত্রিতায় ত্বা’ বাক্য এই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে । একেই তিন আবার তিনেই এক, মন্ত্রে এই ভাব প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি । জল মধ্যে অগ্নির লুকায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানে অজ্ঞানে জ্ঞান ভাবিত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত, দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ,—রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায় । এই মন্ত্রের ‘একতার’ পদে অবৈতবাদ, ‘দ্বিতার’ পদে দ্বৈতবাদ এবং ‘ত্রিতায়’ পদে বহুবাদ প্রদঙ্গও মনে আনিতে পারে । (১অষ্টক—১প্রপাঠক -৮অনুবাক) ॥

— • —

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । নবমোহনুবাকঃ ।)

(১) আ । দদ ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রহৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিথতেজাঃ ।

(৩) পৃথিবী দেবযজ্ঞোমধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষম্ ।

(৪) অপহতোহররুঃ পৃথিব্যে । (৫) ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং ।

(৬) বর্ষতু তে দ্ব্যঃ ।

(৭) বধান দেব সবিতঃ পরমস্থাং পরাবতি শতেন পার্শৈর্যোঃ-

স্বান্দ্রেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মোক্ ।

(৮) অ॒পহতো॑ররুঃ পৃথি৒ব্যে দেব॑যজ্ঞে ত্রজং গচ্ছ গোহানং বর্ষতু

তে ত্রৌর্কর্ষধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্যো-

শ্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং বিশ্বস্তমতো মা মৌগপহতো৑ররুঃ

পৃথি৒ব্যে অদেবযজ্ঞনো ত্রজং গচ্ছ গোহানং বর্ষতু তে

ত্রৌর্কর্ষধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন

পাঠৈর্যোশ্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং

বিশ্বস্তমতো মা মৌক ।

(৯) অরুগন্তে দিবং মা কান্ ।

(১০) বসবস্তা পরি গ্রহস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা রুদ্রাস্তা পরি গ্রহস্ত

ত্রৈকুভেন ছন্দসা দিত্যাস্তা পরি গ্রহস্ত জাগতেন ছন্দসা ।

(১১) দেবস্ত সবিতুঃ সবে কশ্ম কৃণন্তি বেধসঃ ।

(১২) ঋতমস্যতসদনমস্যতশ্রীরসি ।

(১৩) ধা অসি স্বধা অশ্ব্যক্বী চাসি বশী চাসি ।

(১৪) পুরা জ্বরত্ৰ বিস্রপো বিরপশিদ্ধাদায় পৃথিবীং জীরদামুর্ধামৈ-
রয়ধন্দমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অমুদৃশ্য যজন্তে ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) এতি । দদে । (২) ইঙ্গত্ৰ । বাহঃ । অসি । দক্ষিণঃ । সহস্রভূট্টিরিতি

সহস্র—ভূট্টিঃ । শতভেজা ইতি শত—ভেজাঃ । বায়ুঃ । অসি । তিগ্ধভেজা

ইতি তিগ্ধ—ভেজাঃ । (৩) পৃথিবী । দেবযজনীতি দেব—যজনি । ওষধ্যাঃ ।

তে । মূলম্ । মা । হি৮সিষম্ । (৪) অপহত । ইত্যপ—হতঃ ।

অরকঃ । পৃথিব্যে । (৫) ব্রজম্ । গচ্ছ । গোহানমিতি গো—

হানম্ । (৬) বর্ষতু । তে । জ্যোঃ । (৭) বধান । দেব । সবিতঃ ।

পরমত্ৰাম্ । পরাবতীতি পরা—বতি । শতেন । পাতৈশঃ । যঃ । অন্মান্ ।

ষোষ্টি । যম্ । চ । বয়ম্ । দ্বিমঃ । তম্ । অতঃ । মা । মোক্ । (৮) অপহত

ইত্যপ—হতঃ । অরকঃ । পৃথিব্যে । দেবযজ্ঞা ইতি দেব—যজন্তে । ব্রজম্ ।

গচ্ছ । গোহানমিতি গো—হানম্ । বর্ষতু । তে । জ্যোঃ । বধান ।

দেব। সৱিতঃ। পরমশ্রাম্। পরাবতীতি পরা-বতি। শতেন। পাশৈঃ।

যঃ। অশ্বান্। যেষ্টি। যম্। চ। বরম্। বিয়ঃ। তম্। অতঃ। মা

মৌক্। অপহত ইত্যপ-হতঃ। অরকঃ। পৃথিব্যাঃ। অদেববজন

ইত্যাদেব-যজনঃ। ব্রজম্। গচ্ছ। গোহানমিতি গো-হানম্।

বৰ্ষতু। তে। জ্যোঃ। বধান। দেব। সৱিতঃ। পরমশ্রাম্। পরাবতীতি

পরা-বতি। শতেন। পাশৈঃ। যঃ। অশ্বান্। যেষ্টি। যম্। চ। বরম্। বিয়ঃ।

তম্। অতঃ। মা। মৌক্। (৯) অরকঃ। তে। দিবম্। মা। স্বান্।

(১০) বসবঃ। ষা। পরীতি। গৃহ্ণন্ত। গায়ত্রেণ। ছন্দসা। রুদ্রাঃ।

ষা। পরীতি। গৃহ্ণন্ত। ত্রৈভেন। ছন্দসা। আদিত্যাঃ। ষা।

পরীতি। গৃহ্ণন্ত। আগতেন। ছন্দসা। (১১) দেবন্ত।

সৱিতুঃ। সবে। কশ্ম। কৃণুন্তি। বেধসঃ। ঋতম্। অসি।

(১২) ঋতসদনমিত্যত-সদনম্। অসি। ঋতক্রীড়িত্যত-ক্রীঃ। অসি।

(১৩) ধাঃ । অসি । সধেতি । স্ব—ধা । অসি । উর্বা । চ । অসি । বসী । চ । অসি ।

(১৪) পুরা । ক্রুরশ্চ । বিস্বপ ইতি বি—স্বপঃ । বিস্বপশিরিতি বি—

রপশ্নি । উদাদায়ৈত্যাং—আদায় । পৃথিবীম্ । জীরদাহুরিতি জরী—দাহুঃ ।

যাম্ । ঐরয়ন্ । চক্ষমসি । স্বধাভিরিতি স্ব—ধাভিঃ । তাম্ । ধীরাসঃ ।

অমৃদৃশতোমু—দৃশ । যজন্তে ॥ (১অ—১প্র—২ অমুবাক) ॥

* * *
মর্ধ্যামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম কৰ্মফল ! ত্বং 'আ' (সম্যক্প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি—ভগবতি উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

২। হে দেবাপিতৃকৰ্মফলসত্ত্ব ! ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (অনন্তশক্তিসম্পন্নস্ত দেবশ্চ—ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদগতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্ৰানয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্ঞানাবিশিষ্টঃ—পাপদাহকঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হস্তা) 'অসি' (ভবসি) । কৰ্মফলং দেবাপিতৃং সৎ অনন্তফলোপধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ ।

অথবা

হে কৰ্মফল ! ত্বং 'ইন্দ্রশ্চ' (অনন্তশক্তিশালিনঃ ভগবতঃ) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, বহুসামর্থ্যোপেতঃ ইতি যাবৎ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; (খ) অপিচ ত্বং 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবৎক্ষিপ্ৰগামিনঃ, ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; (গ) অতঃ ত্বং 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্ঞানাবিশিষ্টঃ, অশেষসত্তাপজনকঃ ইত্যর্থঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হস্তা) ভবতু ইতি শেষঃ ।

৩। 'দেবঘঞ্নি' (দেবসম্বন্ধিকৰ্মণ্যঃ আধারভূতে) 'পৃথিবী' (হে তত্ত্ব ! মম হুলশরীর ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ' (কৰ্মফলাবসানে ক্ষরন্ত) 'মূলং' (কারণং) 'মাহিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি) । হে হুলশরীর ! তব পুনরাবৃত্তিঃ ইহ মা ভুয়াৎ ইতি ভাবঃ ।

৪। দেহস্ত মঙ্গলসাধনার্থং 'পৃথিব্যৈ' (দেবসম্বন্ধিকৰ্মণ্যঃ আধারভূতাং হৃদপ্রদেশাৎ) 'অরকঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

৫। হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাপ্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) বিষয়লিপ্সাং পরিত্যজ্য বৈরাগ্যং অবলম্বয় ইতি ভাবঃ ।

৬। হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ) ।

৭। 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অশ্বান্' (তব অশ্বগ্রহ-প্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রং ইতি যাবৎ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অন্তিমায়্যং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ' (বহুবিশবন্ধনৈঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'মা মোক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ) । মম অসদ্ব্যুত্তিনিবহান্ স্তদমিতান্ কুরু । তান্ চিরায় বধানঃ; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

৮। (ক) 'দেবযজ্ঞৈ' (দেবানাং প্রীতিসার্থিক্যগ্গে, যাগাদিসংক্রিয়াসাধনসমর্থায় ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যৈ' (মম হৃদরূপায়ৈ যজ্ঞভূম্যৈ ইত্যর্থঃ, যদা—হৃদরূপাং যজ্ঞপ্রদেশাং ইতি ভাবঃ) 'অরক্' (অতঃশক্রঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণাপ্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ) ।

(গ) হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু) ।

(ঘ) 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অশ্বান্' (তব অশ্বগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রঃ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অন্তিমায়্যং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ' (বহুবিশবন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বধানঃ' (বন্ধনং কুরু), 'তং' (তান্ শক্রান্) 'মা মোক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ) । মম অসদ্ব্যুত্তিনিবহান্ স্তদামিতান্ কুরু । তান্ চিরায় বধানঃ; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

(ঙ) 'পৃথিব্যাং' (হৃদরূপাং যজ্ঞপ্রদেশাং ইত্যর্থঃ) 'অদেবযজনঃ' (দেবভাবপ্রতি-বন্ধকঃ ইতি ভাবঃ) 'অরক্' (শক্রঃ) 'অপহতঃ' (বিনাশিতঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ।

(চ) তথা সতি হে মনঃ! স্বং 'গোস্থানং' (কল্যাণপ্রদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ) । বিষয়লিপ্সং পরিত্যজ্য ইতি ভাবঃ ।

(ছ) হে মনঃ! 'ত্বোঃ' (ছলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'তে' (ঈদৃথং, তব কল্যাণসাধনায় ইত্যর্থঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু ইতি ভাবঃ) ।

(জ) 'দেব' (ছোতমান্) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব) 'যঃ' (শক্রঃ) 'অশ্বান্' (তব অশ্বগ্রহপ্রার্থিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) 'দেষ্টি' (দেষং করোতি) 'যং চ' (যং চ শক্রঃ) 'বয়ং দিয়' (দেষং কুর্শঃ) তান্ সর্বান্বেব শক্রান্ 'পরমশ্রাং' (অন্তিমায়্যং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমে: শেষসীমান্তে, অক্ষতামিশ্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাঠৈঃ'

(বহুবিধে বন্ধনৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘বধান’ (বন্ধনং কুরু) ; ‘অতঃ’ (তদনন্তরং) ‘অতঃ’ (তান্ শত্রু-
ইত্যর্থঃ) ‘মা য়ে.ক্’ (কদাচিদপি মা য়ে.ক্) । মম অসদ্বৃত্তিবিবাহান্ হৃদমিতান্ কুরু ।
তান্ চিরায় বধান ; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

৯। হে মনঃ ! ‘অরকঃ’ (শক্রঃ) ‘তে’ (তব) ‘দিবং’ (দেবস্থানং) ‘মা স্বান্’
(মা গচ্ছতু, অবিকারং মা কৰোতু) । হৃদয়াং অসত্ত্বাঃ অপমৃত্যুঃ ভবতু অপিচ সত্ত্বাঃ
সমুত্তবতু হাত ভাবঃ ।

১০। (ক) হে চিত্তবৃত্তি ! ‘বসবঃ’ (সৰ্ব্বেষাং পরমপাদি প্রতিষ্ঠাপকাঃ দেবভাবাঃ
ইতি ভাবঃ) ‘হা’ (হাং) ‘গায়ত্রেণ ছন্দসা’ গায়ত্ৰীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্ৰেণ, যদা—
পরিভ্রাণসাধকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘পরিগৃহস্ত’ (সৰ্ব্বতোভাবেন
ভগবৎকর্তৃণ্য বিনিয়োজ্যস্ত) ।

(খ) হে মনোবৃত্তে ! ‘রুদ্রাঃ’ (রুদ্রদেবাঃ, যদা—শত্রুসংহারে রুদ্রভাবসম্পন্নঃ দেবভাবাঃ
ইতি ভাবঃ) ‘হা’ (হাং) ‘ত্ৰৈষ্টুভেন ছন্দসা’ ত্ৰৈষ্টুভছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্ৰেণ, যদা—সৰ্ব্বশত্রু-
নাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ সামর্থ্যা ইত্যর্থঃ) ‘পরিগৃহস্ত’ (সৰ্ব্বতোভাবেন ভগবৎকর্তৃণ্য
বিনিয়োজ্যস্ত ইতি ভাবঃ) ।

গ) হে মনোবৃত্তে ! ‘আদিত্যাঃ’ (আদিতাগণাঃ, যদা—পাপনাশকাঃ প্রজ্ঞানদায়কাঃ
দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) ‘হা’ (হাং) ‘জাগতেন ছন্দসা’ (জাগতীছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্ৰেণ, যদা—
অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেন চ প্রভাবেন ইতি ভাবঃ) ‘পরিগৃহস্ত’ (সৰ্ব্বতো-
ভাবেন ভগবৎকর্তৃণ্য বিনিয়োজ্যস্ত ইতি ভাবঃ) ।

১১। ‘দেবন্ত’ (জ্যোতিমানন্ত, প্রকাশরূপন্ত ইত্যর্থঃ) ‘সবিতুঃ’ (জ্ঞানপ্রেরকন্ত ভগবতঃ)
‘সবে’ (প্রসবে, প্রেরণে সতি ইত্যর্থঃ) ‘বেধসঃ’ (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ) ‘কর্ম’
যাগাদি সংকর্ম ইতি ভাবঃ) ‘কুধস্তি’ (কুর্ধস্তি, স্বাভীষ্টপূরণায় সম্পাদয়স্তি ইত্যর্থঃ) । নিত্য-
সত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । ভগবদুগ্রহং বিনা কোহপি কর্মং সম্পাদয়িতুং শক্নোতি ইতি ভাবঃ ।

১২। (ক) হে মম অন্তর ! অং ‘ঋতং’ (সংকর্মময়ঃ—শুদ্ধস্বরূপং কর্মফলং ইত্যর্থঃ)
‘অসি’ (ভবসি) । অথবা হে হৃদয় ! অং ‘ঋতং’ (সংকর্মণঃ আধারভূতং, যদা—কর্মফল-
সাধকং) ‘অসি’ (ভবসি) ।

(খ) হে মনঃ বা হৃদয় ! অং ‘ঋতসদনং’ (সংকর্মণামাধাররূপং,—সংকর্মসাধনার্থং
সত্যাত্মাংশতুতং ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি ভাবঃ) ।

(গ) হে মম হৃদয় ! অং ‘ঋতশ্রীঃ’ (শুদ্ধস্বরূপন্ত কর্মফলন্ত মাধুর্য্যসম্পাদকং ইতি
ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ) ।

এতাঃ ত্রয়ঃ মন্ত্ৰাঃ প্রার্থনামূলকাঃ । হৃদ্যিহিতাভিঃ সদবৃত্তিভিঃ সহ ভগবান্ অবিচলিতঃ
ত্ৰিষ্টু ইতি প্রার্থনাম্ভাঃ ভাবঃ ।

১৩। হে মনোবৃত্তে ! অং ‘ধাঃ’ (সৰ্ব্বেষাং দেবভাবানাং ধারয়িত্রী ইতি ভাবঃ)
‘অসি’ (ভবসি) । অথবা হে ভগবন্ ! অং ‘ধাঃ’ (বিধেযাং সৰ্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ)
‘অসি’ (ভবসি) ।

(খ) হে মনোবৃত্তে! ঙ্গ ‘স্বধা’ (অহংজ্ঞাননাশিকা, ভববন্ধনছেদিকা ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! ঙ্গ ‘স্বধা’ (অহংজ্ঞান-নাশকঃ ভববন্ধনছেদকঃ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।

(গ) হে মনোবৃত্তে! ঙ্গ ‘উর্বাঃ’ (বিস্তীর্ণা, বহুনাং ধারিকা ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা, হে ভগবন! ঙ্গ ‘উর্বাঃ’ (বিস্তীর্ণা, বিস্তারিতঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।

(ঘ) হে মনোবৃত্তে! ঙ্গ ‘বস্বা চ’ (বহুধনবতী, পরমধনপ্রদাত্রী চ) ‘অসি’ (ভবসি, ভবতু বা ইতি শেষঃ)। অথবা হে ভগবন! ঙ্গ ‘বস্বা’ (সর্কেষাং নিবাসঃ, জগতাং ধারকঃ—পরমধনদাতা বা ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।

১৪। হে ভগবন! ঙ্গ ‘কুরন্ত’ (হিংসকন্ত, সংপ্রতিবদ্ধকন্ত ইত্যর্থঃ) ‘বিস্পঃ’ (ইতস্ততঃ বিসপর্ণশীলন্ত) ‘বিরপশিন্’ (মহতঃ) ‘জীরদামুঃ’ (জীবনশীলন্ত দানবন্ত উপজবাং ইত্যর্থঃ) ‘বং পৃথিবীং’ (ভূমিং—হৃদকপং আধারং ইত্যর্থঃ) ‘পুরা’ (নিত্যকালমেব—রক্ষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) ‘চন্দ্রমসি’ (অমৃতকিরণৈঃ, মিথুসম্বভাবসমষ্টিতৈঃ জ্ঞানকিরণৈঃ ইতি ভাবঃ, ‘ঐরয়ন্’ (উদ্ভাসিতবানসি), ‘দীরাঃ’ (আয়োৎকর্ষসাধনশীলাঃ জনাঃ) ‘তাং’ (পৃথিবীং—হৃদকপং বেদিং ইত্যর্থঃ) ‘অমুদৃশ্’ (মনসা অমুচিস্তা—ধ্যায়ন্ ইত্যর্থঃ) ‘স্বধাভিঃ’ (সজ্জ্ঞানসমষ্টিতৈঃ শুদ্ধসদৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘যজন্তে’ (ভগবদ্ভেদ্রে বিনিবোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

বিরপশিন্ (শকত্রক্ষস্বরূপ হে পরমেশ্বর!) ঙ্গ ‘কুরন্ত’ (হিংস্রকন্ত রিপুশত্রোঃ) ‘বিস্পঃ’ (সংগ্রামে) ‘জীরদামুঃ’ (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসম্বভাবং ইত্যর্থঃ) ‘পৃথিবীং’ (পার্শ্ব-পদার্থসম্বন্ধাং, ভ্রাতৃত্বাঃ ইতি ধাবং) ‘উদাদায়’ (উর্দ্ধং গৃহীত্বা, মুক্তিং সংরক্ষায়) ‘পুরা’ (নিত্যকালং) ‘অস্মান্’ অমুগৃহাণ ইতি শেষঃ। দেবাঃ ‘স্বধাভিঃ’ (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) ‘বং’ (জীরদামুঃ) ‘চন্দ্রমসি’ (চন্দ্রলোকে, মিথ্যালোকময়ে মুক্তিপ্রদেহে ‘ঐরয়ন্’ (স্থাপয়ন্, সরক্ষয়ন্ ইতি ধাবং) ‘তাং’ (সারভূতাং জীরদামুঃ) ‘অমুদৃশ্’ (অমুসৃত্য, প্রাপ্তিকামনায়) ‘দীরাঃ’ (দীরাঃ, মেধাবিনঃ) ‘যজন্তে’ (আরাধনং কুর্কন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবভাবাদম্ভাঃ সদা মুক্তিদেশে শুদ্ধসম্বভাবং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া স্বাং অর্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসম্বলদানার্থং স্বাং অর্চনাপরায়ণাঃ ভবামঃ তং কুর্ক ইতি ভাবঃ ॥ (১অষ্টক—১প্রাণঠক—২অমুখ্যক) ॥

* * *

বঙ্গামুখ্যবাদ ।

১। হে আমার কর্মফল! তোমাকে সম্যক্ প্রকারে ভগবানকে সমর্পণ করিতেছি অর্থাৎ ভগবানে ঞ্জন্ত করিতেছি।

২। হে দেবচরণে সমর্পিত কর্মফল! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের দক্ষিণ-বাহু হও অর্থাৎ ভগবানকে পরমানন্দ দান করিয়া থাক; তুমি

অশেষ পাপ-নাশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেব-সমীপে ক্ষিপ্ত-গমনকারী, পাপ-সমূহের দাহক এবং রিপু-ক্রোধের হননকারী হইয়া থাক । (ভাবার্থ এই যে,—কর্মফল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইলে অনন্ত-ফলোপায়ক এবং অশেষ পাপ-নাশক হইয়া থাকে) ।

অথবা,

(ক) হে কর্মফল ! তুমি অনন্ত-শক্তিশালী ভগবানের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বহু-সামর্থ্য-সম্পন্ন বাহু-স্বরূপ পরমানন্দদায়ক হও ; (খ) অপিচ তুমি অশেষ-পাপনাশক অমিততেজঃসম্পন্ন, বায়ুবৎ ক্ষিপ্ত-গমনকারী অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি হেতুভূত হও ; (গ) অতএব তুমি তীব্র-জ্বালাবিশিষ্ট অশেষ-সন্তাপ জনক রিপু-শত্রুদিগের হস্তারক হও অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ কর ।

৩ । দেব-সম্বন্ধি কর্মের আধার-স্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ ! কর্মফল-বসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না । অর্থাৎ, এই স্থূল-শরীরের যেন আর ক্ষয়-বৃদ্ধি না ঘটে—তাহাই করিও ।

৪ । দেহের মঙ্গল-সাধন জন্য, দেব-সম্বন্ধি কর্মের আধারভূত হৃদয় হইতে শত্রুগণ বিনষ্ট হউক ।

৫ । হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণোপাদ প্রভ্রজ্যা অবলম্বন কর ; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও ।

৬ । হে মন ! ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন অর্থাৎ তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও ।

৭ । হে ত্রোতমান্ সবিভূদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অন্তরস্থিত অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন) ।

৮ । (ক) দেবগণের প্রীতি-সাধক যাগাদিসংক্রিয়সাধনসমর্থ আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে আমার অন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক ।

(খ) হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণোপাদ প্রভ্রজ্যা অবলম্বন কর ; অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হও ।

(গ) হে মন ! ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন ।

(ঘ) হে ছোতমান্ সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপু-বর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন) ।

(ঙ) হৃদয়-রূপ যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে দেবভাব-প্রতিবন্ধক শত্রু বিনষ্ট হউক ।

(চ) তাহা হইলে হে মন ! তুমি তোমার কল্যাণাঙ্গদ প্রবজ্র্য অবলম্বন করিবে ;—অর্থাৎ সাংসারিক প্রলোভনাদিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে ।

(ছ) হে মন ! ছ্যলোকাধিষ্ঠাতৃদেবতা তোমার কল্যাণ-সাধন জন্য তোমার অভীষ্ট বর্ষণ করুন ।

(জ) হে ছোতমান্ সবিতৃদেব ! যে আমাদিগকে হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শতপাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না । (ভাবার্থ এই যে,—কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদিগের অসদ্বৃত্তিনিবহ—আমাদিগের পরম শত্রু ; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন ।

৯। হে মন ! অন্তঃশত্রু যেন তোমার হৃদরূপ দেব-স্থানে গমন না করে অর্থাৎ হৃদয় অধিকার না করে । (ভাব এই যে,—হৃদয় হইতে অসম্ভাব অপসৃত হইয়া সত্য সন্মুদ্র হউক) ।

১০। (ক) হে আমার চিত্তবৃত্তি ! বহুদেবগণ অর্থাৎ জীব-সমূহকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপক দেবভাব-সমূহ তোমাকে গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ পরিত্রাণ-সাধক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করুন ।

(খ) হে মনোবৃত্তি ! রুদ্র-দেবগণ অর্থাৎ শত্রু-সংহারে রুদ্রভাব-সম্পন্ন দেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ শত্রুবিনাশক অভীষ্টপূরক সামর্থ্যের দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবৎ-কর্ম্যে নিয়োজিত করুন ।

(গ) হে মনোবুত্তি ! আদিত্যগণ অর্থাৎ পাপ-নাশক প্রজ্ঞানদায়ক দেব-ভাব-সমূহ তোমাকে জগতীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার-নাশক অভীষ্টপূরক প্রভাবের দ্বারা তোমাকে সর্বতোভাবে ভগবৎ-কর্মে নিয়োজিত করুন ।

১১ । ছোতমান্ প্রকাশরূপ জ্ঞান-প্রেরক ভগবানের প্রেরণায় আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জন ভগবৎ-প্রীতিকর যাগাদি সংকর্ম্ম (আপন আপন অভীষ্টপূরণের জন্য) সম্পাদন করেন ।

১২ । (ক) হে আমার অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মময় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ কর্ম্মফল হও । অথবা, হে অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মের আধারভূত অর্থাৎ কর্ম্মফল-সাধক হও ।

(খ) হে আমার অন্তর ! তুমি সংকর্ম্মের আধার-স্বরূপ অর্থাৎ সংকর্ম্ম-সাধন নিমিত্ত সত্যের আশ্রয়ভূত হও !

(গ) হে আমার অন্তর ! তুমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ কর্ম্মফলের মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়া থাক ।

(এই তিনটি মন্ত্র প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃষ্মিহিত সদ্বুত্তি-সমূহের সহিত ভগবান অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন) ।

১৩ । (ক) হে মনোবুত্তি ! তুমি দেবভাব-সমূহের ধারক হও । অথবা হে ভগবন্ ! তুমি বিশ্বের সকলের ধারক হও ।

(খ) হে মনোবুত্তি ! তুমি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন-ছেদক হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি অহং-জ্ঞান-নাশক ভব-বন্ধন ছেদক পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ হয়েন ।

(গ) হে মনোবুত্তি ! তুমি বহুধারক হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি বিরাট বিধ্ব-রূপ হয়েন ।

(ঘ) হে মনোবুত্তি ! তুমি বহু ধনবতী পরমধনপ্রদাত্রী হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনি সকলের নিবাস-হেতুভূত জগতের ধারণকর্তা হয়েন ।

১৪ । হে ভগবন্ ! হিংসক সংপ্রতিবন্ধক ইত্যন্ততঃ বিসর্পণশীল মহা-পরাক্রান্ত শত্রুর উপদ্রব হইতে আপনি যে পৃথিবীকে অর্থাৎ হৃদয়-রূপ আধার-ক্ষেত্রকে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া স্নিগ্ধসত্ত্ব-ভাব-সমম্বিত জ্ঞান-কিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, আত্মোৎকর্ষ-সাধনশীল জন সেই হৃদরূপ বেদিকে

মনের দ্বারা অনুকল্পিত করিয়া সদ্জ্ঞান-সমন্বিত শুদ্ধসত্ত্ব সহকারে আপনার উদ্দেশ্যে (আপনার প্রীতিকর কর্মে) নিয়োজিত করিয়া থাকেন ।

অথবা

শব্দব্রহ্মরূপ হে পরমেশ্বর ! আপনি (এই) হিংস্র রিপু-শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে পার্থিব পদার্থ-সম্বন্ধ হইতে (পাপ-সংশ্রব হইতে) উদ্ধে গ্রহণ-পূর্বক (মুক্তিদেশে জ্ঞানাপারে রক্ষা করিয়া) আমা-দিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন । দেবগণ (দেবভাব-সমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মুক্তি-প্রদেশে) সংরক্ষিত করেন ; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেশাবিগণ সর্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন । (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই) । (১ অষ্টক—১ প্রাচীক—৯ অনুবাক) ।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সারণ্যচার্য্যকৃতং) ।

অষ্টমে পুরোডাশশ্রপণমুক্তম্ । অথ পকৃশ্ব হবিষো বেছানাসাদনীয়ত্মানবমে বেদিরুচ্যতে ।

১ । “আদদে ।”—আদদ ইত্যাম্রাতন্ত্র মন্ত্রস্ত শেষং পূর্বয়িত্বা বিনিয়োগঃ কল্পে দর্শিতঃ “অথ জবনেন বেছান্তিষ্ঠনফ্যানদত্তে দেবশ্ব ত্বা সবিতুঃ প্রসবদেধিনোর্কাহভ্যাং পুষ্পো হস্তাভ্যামাদদ ইতি” ইতি । যথোক্তমানানং বিধত্তে—“দেবশ্ব ত্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি স্যামাদত্তে ঐহতৈত্যা । অশ্বিনোর্কাহভ্যানিত্যাহ । অশ্বিনৌ হি দেবানামক্ষর্য্য আস্তাং । পুষ্পো হস্তাভ্যামিত্যাহ যতৈত্যা” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৯) ইতি ॥

২ । “ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি তিগ্মতেজাঃ ।”—বৌধায়নঃ—“আদায়ামিভিমন্ত্রয়ত ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যথৈনং বহিষা স৩শ্রুতি বায়ুরসি তিগ্মতেজা ইতি” ইতি । সংশ্রুতি সন্যতনু কৰোতি । একমন্ত্রত্বমাহাপস্তম্বঃ—“ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যভিমন্ত্রয়ত” ইতি । হে স্য অমিন্দ্রস্ত দক্ষিণো বাহুরিব সমর্থোহসি । কীদৃশো বাহুঃ সহস্রসংখ্যানাং শক্রণাং ভৃষ্টিঃ পাকো মারণং যন্তাসৌ সহস্রভৃষ্টিঃ । পুনঃ কীদৃশঃ । শতসংখ্যাকাণ্ডায়ুধানি তেজোযুক্তানি যন্তাসৌ শততেজাঃ । ন কেবলমিন্দ্রবাহুসদৃশঃ কিং তু বায়ুসদৃশোহপ্যসি । যথা বায়ুস্তীক্ষ্ণানগিজালামুৎপাদয়ন্তিগ্মতেজাস্তথা স্কোহপি বক্ষ্যমাণস্তম্ব-চ্ছেদরূপং তীব্রং কৰ্ম্ম কুরুন্তিগ্মতেজা ইত্যুচ্যতে । মন্ত্রস্ত প্রথমভাগ ইন্দ্রশব্দবিবক্ষ্যমাহ—“আদদ ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণ ইত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৯) ইতি । অত্রাহদদ ইতি পদং পূৰ্ব্বমন্ত্রস্বরূপং । তচ্চ স্পষ্টার্থং । ইন্দ্রস্তেতি মন্ত্রাদিঃ । বিতীয়ভাগে মন্ত্রগতশব্দস্বরূপমেব বাহুসদৃশস্ত স্যস্ত মহিমানং খ্যাপয়তীত্যাহ—“সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা ইত্যাহ । রূপমেবাস্তিত্তত্ত্বমহিমানং ব্যাচষ্টে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ২ অং ৯) ইতি । তৃতীয়-ভাগে তেজোজনকতয়া তেজোরূপেণ বায়ুনা স্যরূপ উপমিতে সতি যজমানে তেজো ভবতীত্যাহ

“বায়ুরসি তিগ্নতেজা ইত্যাহ । তেজো বৈ বায়ুঃ । তেজ এবাশ্মিন্ধাতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি ॥

৩। “পৃথিবি দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিম্” —কল্পঃ—“অথাস্তর্কেদ্যাদীনাং দর্ভং নিধায় তস্মিন্ স্কেন প্রহরতি পৃথিবি দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিম্” ইতি । হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবি তদীয়ায়া ওষধ্যা মূলং মা বিনাশয়ামি । অত্র দেবযজ্ঞনীতি বিশেষণেন বাস্তিলোহিতাভামাপাদিতমশুচিৎ নিবারয়তীত্যাহ—“বিষাঐ নামাস্তর আসীৎ । সোহবিভেৎ । যজ্ঞেন মা দেবা অভিভবিষ্যন্তীতি । স পৃথিবীমভ্যবনীৎ । সাহমেধ্যাহভবৎ । অথো যদিহো বৃত্রমহনু । তস্ত লোহিতং পৃথিবীমহু ব্যধাবৎ । সাহমেধ্যাহভবৎ । পৃথিবি দেবযজ্ঞনীত্যাহ । মেধ্যামেবৈনাং দেবযজ্ঞনীং করোতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি বিষমতীতি বিষৎ । ইতরভাগপ্রয়োজনমাহ—“ওষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিম্” ইত্যাহ । ওষধীনা-মহি ৬ সায়ে” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি ॥

৪। “অপহতোহরকঃ পৃথিব্যৈ ।”—কল্পঃ—“অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইতি স্কেন সতৃণান-পা ৬ সুনপাদায়” ইতি । অরকূর্নামকোহরকঃ । সোহত্র রজোপনয়নে পৃথিব্যাঃ সকাশাদপহতঃ ॥

৫। “বজ্রং গচ্ছ গোস্থানম্” —কল্পঃ—“বজ্রং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি” ইতি । অস্ত্র শ্রৌষডিভ্যানেন মন্ত্রেণাহগ্নীঃ প্রত্যাশ্রাবণং বক্তি । সেয়ং বাগত্র গোশব্দেন বিবক্তি । তস্তা বাচঃ স্থানভূত উৎকরদেশো বজ্রঃ । হে তৃণসহিতপাংসো তং বজ্রং গচ্ছ । অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইত্যেবং পূর্বং মন্ত্রং স্পষ্টার্থব্রাহ্মপেক্ষান্তরং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—“বজ্রং গচ্ছ গোস্থানমিত্যাহ । ছন্দা ৬ সি বৈ বজ্রো গোস্থানঃ । ছন্দা ৬ স্তেবাস্মৈ বজ্রং গোস্থানং করোতি” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি । গায়ত্র্যাদীনী ছন্দাংস্তেব গোশব্দাভিধেয়ানাং বাচামবস্থানযোগ্যো বজ্রশব্দাভি-ধেয়ো দেশবিশেষঃ । তত্রার্থদ্বয়সাধারণশব্দোপেতং মন্ত্রং পঠন্তুৎকরদেশং ছন্দোক্রপং সম্পাদিতবান ভবতি ॥

৬। “বর্ষতু তে জ্যোঃ ।”—কল্পঃ—“বর্ষতু তে জ্যোঃ ইতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে” ইতি । হে বেদে তবাহপায়নায় দ্যাক্ষিপদ্যন্তঃ পর্জন্তো বর্ষতু । পর্জন্তাধারতয়া তদ্রূপত্বোপচারো দিব ইত্যাহ—“বর্ষতু তে জ্যোঃ । বৃষ্টিকৈ জ্যোঃ । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি । বর্ষতীতি বৃষ্টিঃ পর্জন্তঃ ॥

৭। “বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্ঘোহস্মান্ধেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্ত-মতো মা মোক্ ।”—কল্পঃ—“হোহোংকরে নিবপাত বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈর্ঘোহস্মান্ধেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্তমতো মা মোগিতি” ইতি । হে সবিতর্দেবানেন সতৃণপাং-স্বরূপেণাবস্থিতং দ্বেষ্টারং দ্বেষ্টং চ পাশশতেনাত্যন্তদূরদেশে বধান তং পুরুষদ্বয়মতো বন্ধনান্মা যুগ্ম । অত্র যোহস্মাং চেতি ন পুনরুক্তির্দ্বেষ্টং প্রতি কর্তৃন্নেন কর্ম্মণেন চ পুরুষভেদাদিত্যাহ—“বধান দেব সবিতঃ পরমশ্রাং পরাবতীত্যাহ । যো বাব পুরুষো । যং চৈব দ্বেষ্ট । যষ্টেনং দ্বেষ্ট । তাবুভো বধাতি । পরমশ্রাং পরাবতি শতেন পাঠৈঃ । যোহস্মান্ধেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগন্তমতো মা মোগিত্যাহানিমুক্ত্যে” (ব্রা• কা• ৩ প্র• ২ অ• ৯) ইতি পরাবতি দূরভূমো । অনিমুক্তিরনির্ঘোক্ষঃ । ব্যাখ্যাতায়ত্ত্বত্রয়াৎপূর্বভাবী যো মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থব্রাহ্মপেক্ষিতত্ত্বং পুনঃ

সিংহাবলোকনস্তায়েন স্ত্রী ব্যাচষ্টে—“অরুর্কৈ নামাস্তর আসীৎ । স পৃথিব্যামুপস্মৃণোহশয়ং । তং দেবা অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইতি পৃথিব্যা অপস্মন্ । ভ্রাতৃব্যো বা অরকঃ । অপহতোহরকঃ পৃথিব্যা ইতি যদাহ । ভ্রাতৃব্যমেব পৃথিব্যা অপহস্তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । উপস্মুণ্ডস্তিরোহিতঃ । যজুর্বিধাতায় গৃঢ়রূপেণ ভূমৌ শয়ানত্বাৎ । অত এবায়ং ভ্রাতৃব্যঃ শক্রঃ । তং চ দেববন্ধ্যোচ্চারণপূর্ব্বকেন সতৃণানাং পাংশুনামপনয়নেনাপহস্তি ॥

৮ । “অপহতোহরকঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে ত্বৌর্কধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগপহতোহরকঃ পৃথিব্যা অদেবযজনো ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং বর্ষতু তে ত্বৌর্কধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌক ।”—কল্পঃ—“দ্বিতীয়ঃ প্রহরতি পৃথিবী দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিমিত্যাপহতোহরকঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞো ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে ত্বৌরতি হৃদ্বোংকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগিতি তৃতীয়ঃ প্রহরতি পৃথিবী দেবযজ্ঞোষধ্যাস্তে মূলং মা হি ৬ সিমিত্যাপহতোহরকঃ পৃথিব্যা অদেবযজন ইত্যাদন্তে ব্রজং গচ্ছ গোস্থানমিতি হরতি বেদিং প্রত্যবেক্ষতে বর্ষতু তে ত্বৌরতি হৃদ্বোংকরে নিবপতি বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পরাবতি শতেন পাশৈর্ঘোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিস্তমতো মা মৌগিতি” ইতি । যত্বপ্যপহত ইত্যনয়োদ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ পৃথিবী দেবযজনীত্যয়মাত্মমন্ত্রোনাহ্নাতস্তথাহপি প্রথমপর্য্যায়াদমুখ্যজনীয়ঃ । যথা বাক্যস্ত পারপূর্ত্তয়ে শকাস্তরমমুখ্য্যতে তথা অয়োগপরিসমাপ্ত্যর্থং মন্ত্রানুয্যোগে ত্রায্যঃ । অরুশয়নেনোপহতবেদিভূমিপাংসবঃ কিস্ত্যোহপি প্রথমপর্য্যায়োপনীতান্তাবতা বেদিভূম্যেকদেশো যাগযোগ্যঃ সম্পন্নঃ । অনেনৈবাভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়পর্য্যায়োপহতোহরকঃ পৃথিব্যৈ দেবযজ্ঞো ইতি পৃথিবী বিশেষ্যতে । তৃতীয়পর্য্যায়ো অদেবযজন ইত্যরকবিশেষণং । তদেবমুপহতা-
তৃণপাংসবো যজ্ঞভূমেকৃত্য যস্মিন্দুদ্দেশে নিরন্তস্তে স উৎকর উচ্যতে ॥

৯ । “অরুস্তে দিবং মা স্বান্ ।”—কল্পঃ—“অরুস্তে দিবং মা স্বানিতি ব্যুপমাগ্নী-
প্রোহজ্জলিনাভিগৃহ্নাত” ইতি । হে-পাংশুসমূহরূপোৎকর তব সঞ্চকী যোহরকঃ স স্বর্গং মা গচ্ছতু । দ্বিতীয়তৃতীয়পর্য্যায়য়োঃ প্রথমব্যাখ্যায়াববোধ্যুঃ শক্যতয়া ভাবুপেক্ষা মন্ত্রমেতং ব্যাচষ্টে—“তেহমন্তস্ত । দিবং বা অয়মিতঃ পতিষ্যতীতি । তমরুস্তে দিবং মা স্বানিতি দিবঃ পর্য্যবাস্ত । ভ্রাতৃব্যো বা অরকঃ । অরুস্তে দিবং মা স্বানিতি যদাহ । ভ্রাতৃব্যমেব দিবঃ পরিবাস্তে” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । তে দেবাঃ কেনাপ্যুপায়েনারুর্কৈঃ হিমা ফলবিধাতায় স্বর্গং গমিষ্যতীতি মন্ত্রা মন্ত্রেণ বন্ধনং দৃষ্টীকৃত্য দিবঃ সকাশাদযথা পরিতো বাধিতো ভবতি তথা যজ্ঞং কৃতবস্তঃ । তস্মাদাগ্নীপ্রোহজ্জলিনা পাংশুরাশৌ নিরুদ্ধে সতি ভ্রাতৃব্যঃ স্বর্গবাধিতো ভবতি । মন্ত্রান্ ব্যাখ্যায়ামুষ্ঠানং বিধন্তে—“স্তবযজুঁরতি । পৃথিব্যা এব ভ্রাতৃব্যমপহস্তি । দ্বিতীয় ৬ হরতি । অন্তরিক্সাদেবৈনমপহস্তি । তৃতীয় ৬ হরতি । দিব এবৈনমপহস্তি । তুক্ষীং চতুর্থ ৬ হরতি । অপরিমিতাদেবৈনমপহস্তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । যজুর্মাংসে ছিন্নো দর্ভঃ স্তবযজুঃ । তচ্চ স্তবরূপং ফোন ছিক্বোৎকরদেশে

হরেৎ । ত্রিবারমেব হরণেন লোকেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো হতো ভবতি । অমন্ত্রকণ চতুর্থহরণেনা-
পরিমিতাধ্ব দ্বাশাং সর্বম্ভাদ্ভ্রাতৃব্যাবধাতঃ ॥

১০ । “বসবস্বা পরি গৃহস্ত গায়ত্রৈণ ছন্দসা রুদ্রাস্বা পরি গৃহস্ত ত্রৈষ্ট্রভেন ছন্দসাঃ
দিত্যাস্বা পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসা ।”—“কল্পঃ—অথ পূর্বং পরিগ্রাহং পরিগৃহীতি বসবস্বা
পরি গৃহস্ত গায়ত্রৈণ ছন্দসেতি দক্ষিণতো রুদ্রাস্বা পরি গৃহস্ত ত্রৈষ্ট্রভেন ছন্দসেতি পশ্চাদা-
ত্যাস্বা পরি গৃহস্ত জাগতেন ছন্দসেত্যুত্তরতঃ” ইতি । আহবনীয়াগার্হপত্যামোষ্যে বেদিং
খনিতুং বেদিমানায় ক্ষেন নিকৃদ্রে রেখাক্রয়ং কর্তব্যং । সোহয়ং বেদেঃ পরিগ্রাহঃ ।
পরিগ্রাহীতাধ্বর্ধ্যাদিকৃত্রে ক্রমেণ ভাবনয়া বস্বাদিরূপঃ । পরিগ্রাহসাধনভূতঃ ক্ষ্যচ ছন্দঃস্ব-
রূপঃ । তমিনং পরিগ্রাহং বিধত্তে—“অম্বরাণাং বা ইয়মগ্রা আসীৎ । যাবদাসীনঃ পরাপশ্রুতি ।
তাবদেবানাং । তে দেবা অক্রবন্ । অশ্বেব নোহস্থানপীতি । ক্যম্নো দাস্তথেতি ।
যাবৎ স্বরং পরিগৃহীথেতি । তে বসবস্বেতি দক্ষিণতঃ পর্য্যগৃহ্ণন্ । রুদ্রাস্বৈতি পশ্চাৎ ।
আদিত্যস্বৈত্যুত্তরতঃ । হেহরিণা প্রাকোহজয়ন্ । বহুর্ভদ্রিদিগা । রুদ্রৈঃ প্রত্যক্ষঃ ।
আদিত্যৈরুদ্রক্ষঃ ! যষ্ট্রবং বিদুষো রেদিং পরিগৃহস্তি । ভবত্যাশ্বনা । পরাহস্ত ভ্রাতৃভ্যো
ভবতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । পুরা কদাচিদম্বরাণাং বিজয়ে সতি এষা
পৃথিবী ক্রুৎরাহপি তেষামেব স্বভূতাহসীৎ । দেবানাং কোহপি ভূমাংশভূতো নাভূৎ । কিং তু
যো দেবো যত্র যদোপবিষ্টো দাবদেশং পশ্রুতি তত্র তাবাদেশস্তস্মৈ দেবস্ত তদা স্বাবীনোহভবৎ ।
ততো দেবা অম্বরানযাচস্ত যুযদবীনায়ামস্তাং পৃথিব্যাং কোহপ্যাংশোহস্মাকং নিয়তোহপেক্ষিত
স্তত্র কিয়দুহানমম্মভাং দাস্তথেতি । ততোহম্বরৈরুজ্জাতা দেবা মন্ত্রের্বেদিং স্বকীয়ভেন
স্বীকৃতবন্তঃ । তস্তাশ্চ বেদেঃ প্রাচ্যামাহবনীয়োহগ্নিঃ পালকো দক্ষিণাদিহু বস্বাদয়ঃ । ততশ্চতুর্দিক্-
বস্তুতানাং দেবানামগ্নাদিমুখেন বিজয় এব । তস্মাদেবং বিদুষো যত্র যজমানশ্বাধ্বর্ধ্যাবো
যথোক্তমন্ত্রের্বেদিং পরিগৃহীতুঃ স যজমানঃ স্বেনৈব রূপেণাভিপ্রথ্যাতো ভবতি । তস্য ভ্রাতৃব্যঃ
পরভবতি । পরিগৃহস্তীতি বলবচনং পূজার্থং প্রয়োগভেদাভিপ্রায়েণ বা ॥

১১ । “দেবস্য সবিতুঃ সবে কশ্ব কৃশস্তি বেধসঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ প্রাচীং ক্ষেন
বেদিমুক্তস্তি দেবস্য সবিতুঃ সবে কশ্ব কৃশস্তি বেধস ইতি” ইতি । আপ্তস্তস্মৈ শাখাস্তরমন্ত্রেণ
ভূমেকপরিভাগাবস্থিতাশ্বাশ্বগসহিতায়া মৃদ উক্কননমভিধায় ক্রতে—“দেবস্য সবিতুঃ সবে ইতি
খনতি” ইতি । পরমেশ্ববস্যাশ্বজ্ঞাং সত্যং বেধসঃ সমান অধ্বর্ধ্যব ইদমুক্কননরূপং খননরূপং
বা কশ্ব কুরুস্তি । ঈশ্বরাতুজ্ঞয়া সর্বের্জ্জনেঃ স্বাভীষ্টং কশ্ব ক্রিয়ত ইত্যেতদ্বিছুষাং প্রসিদ্ধমি-
ত্যাহ—“দেবস্য সবিতুঃ সবে ইত্যাহ প্রহৃষ্টে । কশ্ব কৃশস্তি বেধস ইত্যাহ । ইষিত৬ হি
কশ্ব ক্রিয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । বেদের্দিগ্ধয়ে নিয়তাং বিধত্তে—“পৃথিব্যে
মেধ্যং চামেধ্যং চ ব্যুদক্রামতাং । প্রাচীনমুদীচীনং মেধ্যং । প্রতীচীনং দক্ষিণা মেধ্যং ।
প্রাচীমুদীচীনং প্রবণাং কয়োতি । মেধ্যামেবৈনাং দেববজ্রনীয়ং কয়োতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২
অং ৯) ইতি । ব্যুদক্রামতাং বিভাগমাপ্নতাং । অংসাকারেণ শ্রোণ্যাকারেণ চ কোণেষ্
চতুষ্টোন্নতাং বিধত্তে—প্রাকৌ বেদ্য৬ সাবুয়য়তি । আহবনীয়ায়া পরিগৃহীতৈ । প্রতীচী
প্রোণী । গার্হপত্যস্য পরিগৃহীতৈ । অথো মিতুনম্বায়” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি ।

অংসরোঃ শ্রোণ্যোশ্চ প্রত্যেকং যুগ্মতয়া মিথুনত্বং । যধা পুমানংসো যোষিচ্ছোণিরিতি মিথুনত্বং । ভূমেরুর্ভাগশ্চ স্বক্স্থানীয়শ্চ স্কেনাপসারণং বিধত্তে—‘উদ্ধস্তি । যদেবান্তা অমেধ্যং তদপহস্তি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । তমেব বিধিমনুত্বার্থবাদান্তরমাহ—‘উদ্ধস্তি । তস্মাদোষধয়ঃ পরাভবন্তি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । তস্মাদ্ভক্ষননাভুমিষ্ঠাভুগন্ত্বা বহিরাস্তরণহবিরাসাদনবিরোধিনো বিনশ্যন্তি । ভূমাবত্যস্তং নিরুঢ়ানাং তৃণমূলানামুদ্ভবনমাত্রোপ-
গম্যভাবাৎ পৃথগ্য়ত্নেন ছেদনং বিধত্তে—‘মূলং ছিনন্তি । ভ্রাতৃব্যন্তৈব মূলং ছিনন্তি । মূলং বা অতিষ্ঠিষ্ঠদ্রক্ষ্যন্তুনুৎপিততে’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । বৈরিণো মূলং নিবাসাধিকরণং গৃহাদিকং । যদি তৃণমূলং ভূমিমতীত্যা কিস্কিদবতিষ্ঠেত তদা তদমু রক্ষা-
ন্যস্তবেয়ঃ । তস্মান্মূলং ছেদনীয়ং । ছেদনসাধনং বিধত্তে—‘যদ্ধন্তেন ছিন্দ্যাত্ । কুনখিনীঃ প্রজাঃ স্ত্যঃ । স্কেন ছিনন্তি । বজ্রো বৈ স্ক্যঃ । বজ্রেনৈব যজ্ঞাদ্রক্ষ্যন্তুনুৎপহস্তি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । স্ক্যস্ত বজ্রত্মগতদ্রক্ষ্যমাত্ম্যং—‘ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রং প্রাহরত্ । ন ব্রেধা ব্যভবত্ । স্ক্যস্তৃতীয়ং । রথস্তৃতীয়ং । যুপস্তৃতীয়ং’ ইতি । প্রাদেশপরিমিতং বেদিখননং বিধত্তে—‘পিতৃদেবস্যাহতিখাতা । ইয়তীং খনতি । প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতাং’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । যদেয়ং বেদিঃ প্রাদেশপরিমাণমতীত্যা খাতা স্রাস্তদা পিতৃদেবতাদ্বাদিয়ং দৈবিকী ন ভবেৎ । ইয়তীমিতি প্রাদেশপরিমাণাভিনয়ঃ । প্রজাপতি-
সৃষ্টতয়া তদ্রূপং যজ্ঞপুরুষশ্চ মুখং । তচ্চ প্রাদেশপরিমিতং । অতন্তসংমিতাং বেদিং খনৎ । পক্ষান্তরং বিধত্তে—‘বেদির্দেবেভ্যো নিলায়ত । তাং চতুরঙ্গুলেহুবিদন্ । তস্মা-
চ্চতুরঙ্গুলং ধেয়া’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যো বিয়থীভূতা বেদিদেবতা ভূমৌ নিলীনা সতী চতুরঙ্গুলমাত্রং খননেন লক্কা । তস্মাচ্চতুরঙ্গুলং খনৎ । তং বিধিমনুত্বার্থবাদান্তরমাহ—‘চতুরঙ্গুলং খনতি । চতুরঙ্গুলে হোষধয়ঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । ওষধিমূলে ভূমেরন্তুচতুরঙ্গুলং প্রস্বতে সতি তা ওষধয়ো বায়ুনা নোন্নু ল্যন্তে । পক্ষান্তরং বিধত্তে—‘আ প্রতিষ্ঠায়ৈ খনতি । যজনানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি ।’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । যদি চতুরঙ্গুলপ্রমাণেন প্রাদেশপ্রমাণেন বা সিকতাদিপ্রযুক্তশৈথিল্যাভুমিন লভ্যেত তদা তল্লাভপর্য্যন্তং খনৎ । দক্ষিণশ্চাং দিশ্চোন্নত্যাং বিধত্তে—‘দক্ষিণতো বর্ষীয়সীং করোতি । দেবযজনশ্চৈব রূপমকঃ ।’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । প্রাচীমুদীচীং প্রবণাং করোতীতানেনৈব সিদ্ধেপ্যোগ্নতো পুনরপি কুড্যাকারেণ য্তিকাপ্রক্ষেপোহত্র বিধীয়তে । অকঃ কৃতবান্ ভবতি । লোষ্ট্রভাবরহিতাং সিকতয়া সদৃশীং যুদং বেছাং সর্বত্র বিকিরেদিত্যাহ—‘পূরীষবতীং করোতি । প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং । প্রজয়ৈবৈনং পশুভিঃ পুরীষবন্তং করোতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি ।

১২ । “ঋতমস্যতসদনমস্যতশ্রীরসি ।”—কল্পঃ—‘উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্যতি ঋতমসীতি দক্ষিণত ঋতসদনমসীতি পশ্চাদুত্তরীমসীতু্যন্তরতঃ’ ইতি ॥ ঋতং সত্যং । তচ্চ সত্যত্বং ত্রিষন্তি বেছাং হবিষি ফলে চ । অজুরদানাংপূর্ক্শমাদীনো দেবো যাবন্তং ভূদেশং পশুতি ন তস্য দেবযজ-
নত্বং নিয়তং । অতোহনুতত্বং । বেদেরদত্তত্বাভিন্ন পুনঃ পরাবর্ত্তত ইত্যতত্বং । ততো হে বেদে ত্মতমসি । হবিষঃ ফলহেতুত্বং ন কদাচিধ্যভিচরতীত্যন্তি সত্যত্বং । তচ্চ সত্যং হবিরস্যাং

বেষ্ঠাং সীদতি । ততো হে বেদে স্বমৃতসদনমসি । ফলস্যাবগ্ধং ভাবিত্বাদন্যতত্ত্বং । তচ্চ ফলং হবিষ্মাং বেষ্ঠা ক্রীয়েতে । ততো হে বেদে স্বমৃতশ্রীরসি । বিধন্তে—“উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণতি । এতাবতী বৈ পৃথিবী । যাবতী বেদিঃ । তস্যা এতাবত এব ভ্রাতৃব্যং নির্ভজ্য । আত্মন উত্তরং পরিগ্রাহং পরিগৃহ্ণতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বেদিব্যতিরিক্তায় ভূমেরাস্ত্ররত্নেন কৰ্ম্মণ্যনুপযোগানুপযুক্তা ভূমিক্বেদিরবে । তথা সতি পূৰ্বপরিগ্রাহেণ মহাভূমেনঃ সন্ধিক্ণো বেদিকূপাদেব তাবতঃ প্রদেশাঃ পরিগং নিঃসার্য স্বার্থমুত্তরপরিগ্রাহং কুৰ্য্যাৎ । মন্ত্ৰার্থো মন্ত্রপদেষেবাভিব্যক্ত ইত্যাহ—ঋতমস্য তসদনমস্য তশ্রীরসীত্যাহ । যথা যজুর্বেতং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি ॥

১৩। “ধা অসি স্বধা অস্ম্যকৌ চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপিশ্রুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ঘ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্তে ।”—বোধায়নঃ—“অপ প্রতীচীৎ ক্ষেণ বেদিং যোযুপ্যতে ধা অসি স্বধা অস্ম্যকৌ চাসি বস্বী চাসি পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপিশ্রুদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ঘ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিস্তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইতি” ইতি । আপত্ত্যে মন্ত্রভেদমাহ—“ধা অসি স্বধা অসীতি প্রতীচীং বেদিৎ ক্ষেণ যোযুপ্যতে, উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ঘ্যামৈরবেদিকুপাদেব তাবতঃ” ইতি । যোযুপ্যতে সমী করোতি । বিবিধং রপণং শব্দনমুচ্চরুপাংস্তদ্বাদিভেদেন মন্ত্রোচ্চারণং বিরপ্ । তদন্ত ঋত্বিজো বিরপশাঃ । লোমশবদদ্রব্যং । বিরপশা ঋত্বিজো বস্যাং বেষ্ঠাং সা বেদিবিরপশিনী । তস্যাঃ সঙ্ঘোধানং ছান্দসং বিরপশিনীতি ।

হে বেদে ক্রুরস্তোংকরে পাঠৈর্ক্কলমসি রোক্ষিসর্পণান্নির্গমাং পুরা স্বং দৈবিকহবিষাং ধারয়িত্বাসি । স্বধাশ্বকেনৈতত্তে তত যে চ ত্রিমিত্যাদিনোক্তং পৈতৃকপিণ্ডাদিকমুপলক্ষ্যতে । তেনাপি যুক্তাহসি । অত এব কৃৎস্নধারণাদিত্তীর্ণা চাসি । পুরোডাশাদিরূপধনবন্ধাবধী চাসি । দ্রব্যবত্যসি । জীরা জীবনশীলা দানবো হবিষাং দাতারো যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রপ্রেরিতা যজমানা বস্তাং পৃথিব্যাং সা পৃথিবী জীরদানুঃ । • দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা । বস্বা জীরাশ্চ তে দানবশ্চ । ছান্দসো বচনব্যত্যয়ঃ । তাদৃশাঃ পূর্বে যজমানা বেদিকূপাং যাং পৃথিবীং কৃৎস্নভূমেরাস্ত্রঘাঃ সকাশাদুর্ধ্বমাদায় চক্ষ্রমস্যমৃতকিরণৈঃ সাক্ষিঃ স্থাপিতবন্তঃ, ইদানীন্তনাস্ত্র ধীমন্তস্তামিমাং বেদিং মনসাইহুচিস্ত্য তস্তাং যজন্তে । সমীকরণং বিধন্তে—“ক্রুরমিব বা এতং করোতি । বর্ষেদিং করোতি । ধা অসি স্বধা অসীতি যোযুপ্যতে শাস্ত্যে” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বিশেষণরয়েন কৃৎস্নভূমিরূপত্বমণেষধনোপেতত্ত্বং চ সম্পাছত ইত্যাহ—“উক্বী চাসি বস্বী চাসীত্যাহ । উক্বীমৈবোনাং বস্বীং করোতি” । (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । বিস্বপঃ পুরেত্যুক্ত্যাহরকপ্রযুক্তমুচ্চিস্ত্য নিবায়ত ইত্যাহ—“পুরা ক্রুরস্য বিস্বপো বিরপশ্মিত্যাহ মেধ্যস্বায়” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । চক্ষ্রমস্যেরয়মিত্যনুসন্ধানস্য প্রয়োজনমাহ—“উদাদায় পৃথিবীং জীরদানুর্ঘ্যামৈরয়ক্কলমসি স্বধাভিরিত্যাহ । যদেবাস্যা অমেধ্যাং । তদপহত্যা । মেধ্যাং দেবযজ্ঞনীং কৃত্বা । যদদশ্চক্ষ্রমসি মেধ্যাং । তদস্যামেরয়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯) ইতি । এরয়তি আনয়তীত্যর্থঃ । অনুদৃশ্যেতি পদস্তাভি-প্রায়মাহ—“তাং ধীরাসো অনুদৃশ্য যজন্ত ইত্যাহাং ত্যাতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ० ৯)

ইতি । অম্বসন্ধান্নায়েত্যাঃ । অগ্নীধ্বং প্রতি প্রৈষমুৎপাদয়তি—প্রোক্ষণীরাসাদয় । ইধ্বাবর্হি-
রূপসাদয় । ক্ষবং চ ক্ষচশ সংমুড়ি । পত্নী৬ সংনহ্য । আজ্যোনোদেহীত্যাহ্নপূর্বতায়ৈ”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । বহুবর্থাবিষয়প্রৈষোহ্নুক্রমেণাছুষ্ঠানায়োপযুক্ত্যে ।
অগ্নীধস্যাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“প্রোক্ষণীরাসাদয়তি । আপো বৈ রক্ষোন্নীঃ । রক্ষসামপহতৈ ।
ক্ষ্যস্য বস্বানুৎসাদয়তি । যজ্ঞস্য সংততৈ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯) ইতি । প্রোক্ষণী-
নামপাং বাহুল্যং বিধত্তে—“উবাচ হাসিতো দৈবলঃ । এতাবতীর্কী অমুশ্মিল্লোক আপ
আসন্ । যাবতীঃ প্রোক্ষণীরিতি । তস্মাদ্ধ্বীরাসাত্যাঃ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ৯)
ইতি । অস্মিন্ যাগে যাবত্যাঃ প্রোক্ষণা আসাত্তন্তে তাবত্যা এবামুশ্মিল্লোক আপো
ভবন্তীতি দেবলেনোল্লঙ্ঘ্যাহ্ন্যমত্র কর্তব্যং । উৎকরে ক্ষ্যস্য পরিত্যাগং ধ্যানবিশিষ্টং
বিধত্তে—“ক্ষ্যমুদ্যান । যং দিযাত্তং ধ্যায়েৎ । শুচৈবৈনমর্পয়তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং
৯) ইতি । যথোক্তপ্রৈষকালে ক্ষ্যস্য তির্গ্যাক্ষারং বিধত্তে—“বজ্রো বৈ ক্ষ্যঃ । যদবধ্বং
পাবয়েৎ । বজ্রেহধ্বং কৃণীত । পুরস্তাতির্গ্যাক্ষং ধারয়তি । বজ্রো বৈ ক্ষ্যঃ । বজ্রেণৈব
যজ্ঞস্য দক্ষিণতো রক্ষা৬ স্যাহ্নুস্তি । অগ্নিত্যাং প্রাচশ্চ প্রতীচশ্চ । ক্ষ্যোনোদীচশ্চাধরাচশ্চ ।
ক্ষোন বা এষা বজ্রেণাসৌ পাপানং দ্রাতব্যমপহত্যা । উৎকরেহধি প্রবৃশতি । যথোপধায়
বৃশন্ত্যেবং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ক্ষ্যস্য বজ্রপ্রতিপাদকং শ্রত্যন্তরং
পূর্বমুদাহৃতং । অবধ্বমহিৎ । কৃণীত ম্রিয়েত । তৎপরিহারায় বেত্যাং পূর্বভাগে তির্গ্যাক্ষং
পাবয়েৎ । তথা সতি দীপাগ্রাভ্যে ন বেদেদক্ষিণাদিশ্যবস্থিতানি রক্ষাংসি হতানি ভবন্তি ।
আহবনীয়াগ্নিনা পূর্বদিগবৎ তানস্মরান্ হন্তি । গার্হপত্যাগ্নিনা পশ্চিমদিগবস্থিতান্ । ক্ষ্যস্ত
মূলোনোত্তরদিগবস্থিতানস্মরান্ হন্তি । ক্ষ্যস্তাধোদারণয়াহধ্বস্তান্ । উধ্বধারণ্যোপরি-
তানিতাপি দধেত্যং । এতং তির্গ্যাক্ষং ধারয়ন্নধ্বং পাপরূপং বৈরিণমস্তা বেদেরপহতোৎকরে
তিনন্তি । যথা কাষ্ঠং কণ্ডিশ্চিবাধারেবস্থাপ্য লোকশিচ্ছন্দস্তি তদ্বৎ । হস্তপ্রক্ষালনং বিধত্তে—
“হস্তাববনেনিক্রে । আয়াননেব পবরতে” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ক্ষ্যস্তাপি
তদ্বিধত্তে—“ক্ষ্যং প্রক্ষালয়তি চৈষায় । অথো পাপান এব দ্রাতব্যস্ত ন্যস্ত৬ ছিনতি” (ত্রাং
কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । প্রক্ষালিতঃ ক্ষ্যো যজ্ঞযোগ্যো ভবতি । কিং চানেন
পাপরূপস্ত বৈরিণঃ শরীরং ছিৎ ভবতি । অগ্নীধ্বস্তাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“ইধ্বাবর্হিরূপসাদয়তি
যুক্ত্যে । যজ্ঞস্ত মিথুনস্য । অথো পুরো রুচমেবৈতাং দধতি । উত্তরস্ত কশ্মণোহ্নুখ্যাতৈ”
(ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০) ইতি । ইধ্বস্ত বর্হিষশ্চোভয়োঃ সর্হেব মাদনং পরম্পরং যোগায় ।
তেন চ যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং ভবতি । কিং চানেন পাপরূপস্ত বৈরিণঃ শরীরং ছিন্নং
ভবতি । অগ্নীধ্বস্তাহ্নুষ্ঠানং বিধত্তে—“ইধ্বাবর্হিরূপসাদয়তি যুক্ত্যে । যজ্ঞস্ত মিথুনস্য । অথো
পুরো রুচমেবৈতাং দধতি । উত্তরস্ত কশ্মণোহ্নুখ্যাতৈ” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ২ অং ১০)
ইতি । ইধ্বস্ত বর্হিষশ্চোভয়োঃ সর্হেব সাদনং পরম্পরং তেন চ যোগায় । যোগেন যজ্ঞসম্বন্ধি মিথুনং
ভবতি । কিং চৈতামুপসাদনরূপাং দীপ্তিং পূরঃ করোতি । তয়া দীপ্যোত্তরং কর্তব্যং
খাপিতং ভবতি । তয়োরূপসাদনে প্রাগগ্রন্থং বিধত্তে—“ন পুরস্তাংপ্রত্যগুপসাদয়েৎ ।
যংপুরস্তাং প্রত্যগুপসাদয়েৎ । অত্ৰাত্ৰাহতিপথাদিধ্বং প্রতিপাদয়েৎ । প্রজা বৈ বর্হিঃ ।

অপরাদ্ধাধ্বাৰ্হিষা প্রজানাং প্রজননং । পশ্চাৎপ্রাগুপসাদয়তি । আহুতিপথেনেয়াং প্রতিপাদয়তি । সম্প্রত্যেব বর্হিষা প্রজানাং প্রজননমুপৈতি' (ব্রা० কা ২ প্র० ২ অ० ১০) ইতি । ইধ্বাতাহুতি-
পথঃ প্রাগগ্রহঃ । প্রত্যগগ্রহেণ বর্হিষা প্রজানামুৎপত্তিক্রিনশ্চেৎ । ততঃ স্বয়ং পশ্চাদবস্থায়োভয়ং
প্রাগগ্রনুপসাদয়েৎ । তথা সতীধ্বাতাহুতিপথো নাপৈতি । -সম্প্রত্যেব সমীচীনেন বর্হিষা
প্রাজ্ঞাপত্তিঃ প্রাপোতি । ইধ্বাবর্হিষোঃ পরস্পরং দিগ্ভেদং বিধত্তে—‘দক্ষিণমিধ্যং । উত্তরং
বর্হিঃ । আত্মা বা ইধ্যঃ । প্রজা বর্হিঃ । প্রজা হাত্মন উত্তরতরা তীর্থ । ততো মেধমুপনীয় ।
যথাদেবতমেবৈনং প্রতিষ্ঠাপয়তি । প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্জমানঃ’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ২ অ०
১০) ইতি । পিতৃর্ধ্বজমানশ্চ দক্ষিণভাগো বৃক্শঃ । প্রজায়া উত্তরভাগঃ । তথা সত্যভয়ং তীর্থে
যোগ্যস্থানে সম্প্রত্যেত । ততস্তত্ত্বভয়ং যজ্ঞং নীত্বা তস্তদেবতামনতিক্রম্য স্থাপিতবান্ ভবতি ।
এতেন যজ্ঞমানশ্চ প্রজাপশুসমৃদ্ধির্ভবতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

‘আদদে ফাং সনাদত্ত ইন্দ্রশ্চেত্যভিমন্তয়েৎ । পৃথিবী স্তম্বযজুচ্ছিন্না হপগ্ধ্বাতি তুরজঃ ॥ ১ ॥

ব্রজং গচ্ছেদ্বদগ্দেশং বর্ষ বেদিং সমীক্ষতে । বরা ধুনিং ক্ষিপেদেবং পুনঃ স্তম্বহুতিদ্বয়ম্ ॥ ২ ॥

অথাত্র পূর্ষবন্মগ্না অরাহণীগ্রোহজ্জলো ধরেৎ । বসত্রিভিগ্রহোবেদেদেবং বেদিং খনেদমম্ ॥ ৩ ॥

ঋতোত্তরপরিগ্রাহো বা অসীতি সমীকৃতিঃ । উদাদায়েতি বেনীক্ষা মন্বোক্তাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৪ ॥

অথ নীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়শ্চ সপ্তমপাদে চিস্তিতম্—মুখ্যাক্ষত্বৈব বেদাদেঃ প্রযাজ্ঞাত্বজ্ঞতাহপি বা । তদ্বাক্য
প্রক্রিয়াযুক্তং মুখ্যাক্ষত্বস্ত্রয় বোধকম্ ॥ মুখ্যাক্ষত্বাপি বেদাদেঃ প্রযাজ্ঞাদিষু চাক্ষত্বা । মুখ্যার্থস্ত্রয়ং
প্রযাজ্ঞাদেষ্চাপূর্ক্যব্যবধানতঃ’ ইতি ॥ দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রমতে—বেদাং হবীংঘ্যাদাদয়তি বর্হি
হবীংঘ্যাদাদয়তীতি । তথা তদ্রক্ষাঃ শ্রমন্তে—‘বেদিং খনতি বর্হির্লুনাতি’ ইত্যাদয়ঃ । মুখ্যার্থ
হবীংঘ্যাদেয়পুত্রোডাশানীনি । অমুখ্যহবীংমি তু প্রযাজ্ঞাত্বর্থানি । তত্র স্বশ্রমসংহিতানি বেদাদী
প্রকরণবলানুখ্যাহবিষামেবান্বানি । বেদাং হবীংঘ্যাদাদয়তীতি বাক্যাৎ সর্কহবিরক্ষতেতি চেগ
প্রকরণনৈরপেক্ষেণ স্বতন্ত্রং শ্রাৎ, তদা সাদনমাত্রপর্য্যবসানেন যাগাভাবে বৈয়র্থাং শ্রাৎ
সৌমিকহবিষামপোতদেত্বাসাদনং প্রসজ্যেত । তস্মান্মুখ্যং হবিরক্ষং বেদাদিকমিতি প্রাপ্তে ক্রঃ
—অস্ত বৈয়র্থাতিপ্রসঙ্গপরিহারেণ প্রকৃতাপূর্কসাধনভূতহবিঃ যু বেদাদেবরক্ষং । প্রযাজ্ঞাদি
হবীংঘ্যপি স্বকীয়বাস্তবাপূর্কদ্বারা মুখ্যাপূর্কসাধনাথেবেতি তদঙ্গত্বমপি বেদাদেবর্ধুৎ । এ
সতি বাক্যশ্রাত্তান্তসংকোচো ন ভবিষ্যতি ।

পঞ্চমাধ্যায়শ্চ প্রথমপাদে চিস্তিতং—“পুত্রোডাশভিবাসান্তাপকর্ষোহস্তি দর্শকে ।
বাহুতোহৃষপকৃষ্টায়া বেদৈর্কৈশ্চুগ্যহানয়ে ॥ অভিবাসাং পরা বেদিরिति তৎক্রমবোধতঃ
প্রাগেব বিহিতা দর্শে বেদির্নাতোহপকর্ষণঃ” ইতি ॥ “দর্শপূর্ণমাসয়োঃ পুত্রোডাশস্ত্র কপালে
প্রণিতশ্রাহচ্ছাদনমায়তং—তস্মান্হবিবাসয়তীতি । তত উৎসং বেদিরান্নাতা । তনৈব ক্রমে
পৌর্ণমাসীয়াগে প্রতিপত্ত্বচ্ছাদনং কৃতং । দর্শবাগে তু বেদেরপকর্ষ আন্নাতঃ—“পূর্কৈছ্যরম
বাস্তান্নাং বেদিং করোতি” ইতি । তত্র বেদে: পূর্কভাবিনোহবিবাসনাস্তশ্রাদ্ধসমুহতাপক
কর্তব্যোহুত্থা বেদৈর্কৈশ্চুগ্যপ্রসঙ্গাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—যদি দর্শঃ পূর্ণমাসীবিহারঃ শ্রাত্ত
পৌর্ণমাস্তাং কৃণুঃ ক্রমো দর্শেহতিদিশ্চেত । ন ত্বসৌ বিহারঃ । তস্মাৎ কশ্চিৎ ক্রমোহ

স্বাতন্ত্র্যেণোন্নয়ঃ । ক্রমোন্নয়নং চ সৰ্বেষু ধৰ্ম্মেষ্ণাম্মাতেষু পশ্চাৎ পাঠাদিভিঃ সম্প্রত্যতে । বেদিপদার্থশ্চাভিবাসনাদৃষ্টং দৰ্শপূৰ্ণমাসসাধারণ্যেনাহম্মাতঃ । বিশেষতস্ত দৰ্শবাগে পূৰ্বেছ্যবাহম্মায়তে । তথা সত্যভিবাসনবেদোঃ ক্রমবোধাৎ প্রাপ্তেব দার্শিকবেদে: পূৰ্ব্বদিনসম্বন্ধা-বগমাস্তদেব তস্তাঃ স্থানমিতি বেদেরপি তাবম্পাপকৰ্ষঃ । তৎ কুতোহভিবাসনাস্তত্বাসমুহতা-পকৰ্ষঃ । প্রথমাদ্যায়স্ত চতুৰ্থপাদে চিস্তিতং—“প্রোক্ষণী: সংস্কৃতিজ্জাতির্যোগো বা সৰ্বভূমিষু । তথোক্তে: সংস্কৃতিজ্জাতি: আক্ৰটে: প্রবলত্বত: ॥ অথোত্যাশ্রয়তো নাহতো ন জাতি: কল্যাণশক্তি: । যোগ: স্তাৎ কৃণ্ডশক্তিঃ স্তাৎ কৃণ্ডিক্যাকরণাদ্ববেৎ” ইতি ॥ দৰ্শপূৰ্ণমাসয়ো: শ্রয়তে —“প্রোক্ষণীরাসাদয়তি” ইতি । তত্র প্রোক্ষণীশব্দস্তাভিমন্ত্ৰণাসাদনাদিসংস্কৃতি: প্রবৃত্তিনিমিত্তং । কৃত: । সৰ্বেষু বৈদিকপ্রয়োগপ্রদেশেষু সংস্কৃতানামেবাং প্রোক্ষণীশব্দেনোচ্যমান্যাদিত্যেক: পক্ষ: । লোকে জলক্রোড়ায়ং প্রোক্ষণীভিরদেজিতা: স ইত্যসংস্কৃতাস্থপু প্রয়োগাদিহিরা-দিশবজ্জাতৌ কটস্থাদদকজ্জাতি: প্রবৃত্তিনিমিত্তং । ন চ প্রকৰ্ষেণোক্ষ্যতে সিচ্যত আভিরিতি যোগোহত্র শঙ্কনীয়ো ক্ৰটে: প্রবলত্বাদিতি পক্ষান্তরং । তত্র ন তাবৎ সংস্কারো যতোহথো-ত্যাশ্রয়ত্বং । বিহিতেষাভিমন্ত্ৰণাদিসংস্কারেষুহুষ্ঠিতেষু পশ্চাৎসংস্কৃতাস্থপু প্রোক্ষণীশব্দপ্রবৃতি: । তৎপ্রবৃত্তৌ সত্যং প্রোক্ষণীশব্দেনাপোহনৃত্যভিমন্ত্ৰণাদিবিবিরিত্যাথোত্যাশ্রয়ত্বং । নাপি জাতি-পক্ষো যুক্ত: । উদকজাতৌ প্রোক্ষণীশব্দস্ত বৃদ্ধব্যবহারে পূৰ্ব্বমকৃণ্ডত্বেনেত: পরং কল্পনীয়ত্বাৎ । ততো গোশব্দবদশব্দকর্ণশব্দবচ ক্ৰটো ন ভবতি । যোগস্ত ব্যাকরণেন কৃণ্ড: সোপসর্গা-দ্ধাতো: করণে লুটিপ্রত্যয়েন ব্যুৎপাদনাৎ । তস্মাৎ প্রোক্ষণীশব্দো যোগিক: । যতাদে: প্রোক্ষণীত্বং প্রয়োজনং ।

দ্বিতীয়াদ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি নিগদন্তিবিধাদহি: । যজুর্কৌচৈ-ষদশ্রুতং ভেদাদস্য চতুর্থতা ॥ পরপ্রত্যয়নার্থত্বাচ্চৈত্বং যজুরেব স: । তল্লক্ষণেন যুক্তত্বাভ্ৰে-বিধ্যমিতি স্থস্থিতং” ইতি । প্রোক্ষণীরাসাদয়েয়াবহিরূপসাদয়াদীদধীষিহর বহি: স্থগীহীতাদয়ে নিগদা আম্মাতা: । পরসম্বোধনার্থা মন্ত্ৰা নিগদা: । তে চ পূৰ্বেভ্য ঋগ্যজু:সামভ্যো বহির্ভূতা-শ্চতুর্থপ্রকারা: । কৃত: । পাদগীতোঋক্সামলক্ষণয়োরাভাবাৎ প্রলিষ্টপাঠস্ত যজুলক্ষণস্ত সত্বেপি ধৰ্ম্মভেদেন যজুস্তত্ত্বভাবানুপপত্তে: । উপাংস্ত যজুযৌচৈর্নির্গদেনেতি হি ধৰ্ম্মভেদ ইতি প্রাপ্তে ক্রম:—বহির্ভূত্যাভ্যন্ত্যং পরিব্রাজকাস্তুরিত্যত্র সত্যেব পরিব্রাজকানাং ব্রাহ্মণো পূজা-নিমিত্তো বিশেষো যথা তথা নিগদানাং যজুলক্ষণোপেতত্বাচ্চজুযামেব সতা: পরপ্রত্যয়ননিমিত্ত উচৈত্বং ধৰ্ম্ম: । ততো মন্ত্ৰাণাং ত্রৈবিধ্যং স্থস্থিতং ॥

অথ ব্যাকরণং ।

আদদ ইত্যাদৌ স্বরা: প্রসিদ্ধা: । দক্ষিণ ইত্যত্র স্বাঙ্গাখ্যায়ানাদির্কেত্যাছ্যাদন্ত: । পৃথিবীতত্র বাক্যাদিহেত্বেন ষাণ্ডিকামন্ত্ৰিত্যছ্যাদন্তত্বং । অরুণারতাত্ৰাণ্ডিতোরুণপ্রত্যয় আছ্যাদন্ত: । গোস্থানমিত্যত্র কৃত্তত্ত্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে “তদপবাদেনুক্তন্যুপাখ্যানশয়নাসনস্থানযাজকাদি-ক্ৰীতা:” (পা০ ৬-২-১৫১) মন্ত্ৰস্তং ত্ত্বনস্তং ব্যাখ্যানাদিচতুষ্টয়ং বাজকাদিগণ: ক্ৰীতশব্দশ্চোত্তর-পদমন্ত্ৰোদান্তং ভবতীত্যন্তোদান্তত্বে প্রাপ্তে “পরাদিশ্চন্দসি বহলাং” (পা০ ৬-২-১৯৯) ইত্যন্তরপদা-ছ্যাদন্ত: । বর্ষত্বিত বাক্যাদি: । তথা বধানেতাপি । তত্র শানজাদেশস্ত (চিষাদন্তোদান্ত:)

পাশশকো যঞন্তঃ । দ্বেষ্টীত্যত্র যচ্ছদযোগান্নিষাতঃ । গায়ত্রিশব্দস্ত তৃচ্-প্রত্যয়ান্তত্বাৎ প্রত্যয়-
স্বরঃ । ত্রৈষ্ট্রভজাগতশব্দয়োঃপ্রত্যয়ে সত্যাহাদান্তঃ । উর্বীশকো জীষন্তঃ । বর্ষীশকো
বৃষাদিঃ । পুরাশব্দস্ত নিপাতত্বাবাদস্তোদান্তঃ । বিস্বপ ইত্যত্রোত্তরপদস্ত কস্মন্-প্রত্যয়ান্তত্বাদা-
হ্যদান্তঃ । উদাদায়েত্যত্র ল্যপঃ পিঙ্কাকৃত্বস্বরাবশেষে কৃৎস্বরঃ । জীরদান্নশকো দাসীভারাদিঃ ।
ঐরয়ন্নিত্যত্র যচ্ছদযোগান্নিষাতাভাবে সতি আডাগমস্ত বিহিতমুদান্তত্বং সতি শিষ্টং । চন্দ্রমসীতি
পৃষোদরাদিঃ । অন্বদৃশ্তোতি কৃৎস্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে নবমোহ্নবাক্যঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-আলোচনা ।

— * —

নবম অন্ববাক্যের মন্ত্য-সমূহ বেদী নির্মাণে প্রযুক্ত হয়। বিনিয়োগ ও ভাষ্য অনুসারে
বুঝা যায়,—মৃত্তিকা পননের নিমিত্ত ‘ফা’ নামক মৃত্তিকা পননের উপযোগী যন্ত্র-বিশেষকে
সম্বোধন করিয়া, অন্ববাক্যের প্রথম দুইটি মন্ত্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের জন্ত বেদি প্রস্তুত
করিতে হইবে। তাহার নিমিত্ত মাটি খুঁড়িতে হইবে। তাই গোস্তার বা কোদালীর ছায়
কোনও সামগ্রী এস্থলের লক্ষ্য বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার
স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে ‘ফা’ বলিতে খড়্গাকার যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ
পরিগৃহীত হয়। কারণ, তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখে নাই। যাঁহারা যতদূর আদিম
অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ‘ফা’ শব্দে লোহাগ্রভাগবিশিষ্ট কাষ্ঠদণ্ড
(খোস্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দেশ করেন। তদনুসারে প্রথম মন্ত্যের অর্থ হয়,—‘হে ফা!
তোমাকে ধারণ করিতেছি।’ এস্থলে, কল্পে, ‘দেবস্ত্বা স্বা সধিতুঃ প্রসব’ ত্যাদি মন্ত্যের সহিত
‘আদদে’ মন্ত্যের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। তাহাতে মন্ত্যের অর্থ দাঁড়ায় ‘হে ফা! অশ্বিষ্যের
বাহুদ্বয়ের এবং পুষাদেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবপূজার জন্ত তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত
করিতেছি।’ এই মন্ত্যের পর ঐ ফাকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়
মন্ত্য উচ্চারণের বিধি। সে মতে মন্ত্যের অর্থ হয়,—‘হে ফা! তুমি হস্তদেবের দক্ষিণ বাহু,
তুমি বহুদীপ্তিশালী, বহু জীবের নাশক, উগ্রতেজের জন্ত তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই
যজ্ঞের বেদিপ্রস্তুতরূপ কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।’ ভাষ্যকার বিশেষণগুলির তাৎপর্য্য
যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ফা, ইন্দ্রের
দক্ষিণ বাহুর ছায় সামর্থ্যসম্পন্ন; তাই তাহাকে ‘ইন্দ্রস্ত বাহুরসি দক্ষিণঃ’ বলা হইয়াছে।
সেই দক্ষিণ বাহু কিরূপ? অর্থাৎ ‘সহস্রভৃষ্টিঃ’—শত্ৰু-সমূহের মারক, ‘শততেজা’ অর্থাৎ
শতসংখ্যক তেজস্বী আয়ুধযুক্ত। তার পর কেবল যে ইন্দ্রের বাহুর তুল্য তাহা নহে; পরন্তু
বায়ু-সদৃশ। কেন না, বায়ু যেমন অগ্নির তীব্রজালা উৎপাদন করিয়া তিগ্নতেজা হয়, ফা
তেমনি বক্ষ্যমাণ শুষ্কখননরূপ তীব্র কৰ্ম্ম করে বলিয়া ফা তিগ্নতেজা। স্থলতঃ, মন্ত্যের

দ্বিতীয় ভাগে স্ফায়ের মহিমা এবং তৃতীয় ভাগে তেজঃ জগৎ বায়ুর সহিত স্ফায়ের উপমা পরিকল্পিত হইয়াছে । তদনুসারে ভাষ্যকারের অর্থ পূর্বেই প্রকটিত হইয়াছে ।

অতঃপর, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর সন্ধান বর্তমান রহিয়াছে । বেদ প্রস্তুতের জগৎ মৃত্তিকাদি খননের সময় মন্ত্র-কয়টি প্রধানতঃ তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে প্রযুক্ত হয় । তদনুসারে তৃতীয় মন্ত্রের সন্ধান—‘পৃথিবী’ ; পঞ্চম মন্ত্রের সন্ধান—তৃণসমূহ ; ষষ্ঠ মন্ত্রের সন্ধান বেদি ; এবং সপ্তম মন্ত্রের সন্ধান—সবিতা দেবতা । তদনুসারে ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবযাগাশ্রয়ভূতে পৃথিবী ! তোমার ওষধী অর্থাৎ তৃণসমূহের মূলকে আমি নষ্ট করিতেছি না ।’ স্ফায়ের দ্বারা তুরঙ্গ অর্থাৎ তৃণ সহিত মৃত্তিকা গ্রহণান্তর চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রের ভাব এই যে—‘ধূলি অপনয়নে পৃথিবী হইতে অরুণ নামক শত্রু নষ্ট হউক ।’ পঞ্চম মন্ত্রে স্ফা দ্বারা খনিত সতৃণ মৃত্তিকাকে সন্ধান করিয়া বালিতে হয়, ‘হে তৃণসম্বিত অপাংস, তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর । ষষ্ঠ মন্ত্র বেদির সন্ধানে বিনিয়ুক্ত । মন্ত্রের অর্থ,—‘হে বেদি ! ত্র্যলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক কবন ।’ সপ্তম মন্ত্র, খনন হইতে উৎপাত তৃণ সহ মৃত্তিকা-সমূহকে উত্তোলন-পূর্বক উৎকরে (খানারে) নিক্ষেপ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ—‘হে সবিতৃদেব ! যে আমাদেরকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ততামিশ্র নরকে) লইয়া গিয়া শতপাশবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন । কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না ।’

অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মৃত্তিকাখননের এবং বেদি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি পরিবর্ণিত । তদনুসারে ‘অপহতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে স্ফায়ের দ্বারা মৃত্তিকায় দ্বিতীয় বার আঘাত করিয়া কতকগুলি মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিবে । তার পর, ‘ব্রজং গচ্ছ গোস্থানং’ মন্ত্রে মৃত্তিকা পরিত্যাগ, ‘বর্ষতু ত্বো’ প্রভৃতি মন্ত্রে জলসেক এবং ‘বধান দেব সবিতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘ধূলি পরিত্যাগ । ফলতঃ, তৃতীয় হইতে সপ্তম প্রভৃতি মন্ত্রে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতির উল্লেখ আছে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে তৎসমুদায়েরই পুনরুল্লেখ পরিলক্ষ্য হয় । এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পূর্বোক্ত মন্ত্র-সমূহের সহিত অভিন্ন । মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল দ্বারা তাহাকে মাখিয়া কাদা করিয়া লইয়া, যেরূপভাবে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই মন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ঠিক তদনুরূপ । এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ভাষ্যানুসারী অর্থ তৃতীয় হইতে সপ্তম মন্ত্রে পরিদ্রষ্টব্য । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বলিয়া মনে করি ।

নবম মন্ত্র পাংসুসমূহরূপ উৎকরকে (খানারকে) সন্ধান করিয়া বিনিয়ুক্ত হইয়াছে । মন্ত্রের অর্থ হে পাংসুসমূহরূপ উৎকর ! তোমার সংস্পৃষ্ট যে শত্রু, সে যেন স্বর্গে গমন না করে অর্থাৎ যজ্ঞফলরূপ ত্র্যলোককে প্রাপ্ত না হয় । দশম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উচ্চারণ করিয়া আহবনীয় এবং গার্হপত্যের মধ্যস্থলে স্ফায়ের দ্বারা এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি দিকে তিনটি রেখা অঙ্কিত করিতে হয় । সেই রেখাসমূহ বেদির পবিগ্রাহ । সেই রেখাঙ্কিত দিকসমূহে অধ্বংযু মনে মনে যথাক্রমে বসু, রুদ্র এবং আদিত্য দেবতাসমূহের অনুধ্যান করিতে কীর্ত্তে যজ্ঞ উচ্চারণ করিবেন । ‘বসবস্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিক হইতে ‘রুদ্রাস্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে পশ্চিম দিক হইতে,

আদিত্যাস্থা' প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তরদিক হইতে এবং 'তেহয়িনা' প্রভৃতি মন্ত্রে পূর্বদিক হইতে রেখা পাত করিবার নিয়ম । এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—(ক) বসুদেবগণ তোমাকে গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; (খ) রুদ্রদেবগণ তোমাকে ত্রিষ্টুভ ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন ; অদিত্যগণ তোমাকে জগতীচ্ছন্দের দ্বারা পরিগ্রহণ করুন । একাদশ মন্ত্রে বেদি খনন । বেদি-খনন ব্যপদেশে প্রথমতঃ চারি অঙ্গুলি অথবা প্রাদেশ-পরিমিত স্থান খনন করিতে হয় । আর যে পর্য্যন্ত তৃণাদির মূল প্রবেশ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত খনন করিয়া তৃণ-মূল সহ মৃত্তিকা উৎকীর্ণ করিবার বিধি সূত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয় । যাহা হউক, বিনিয়োগানুসারে ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পরমেশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে অধ্বৰ্য্যুগণ খননরূপ কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন । অর্থাৎ ভগবানের প্রেরণায় সকলেব স্বাভীষ্টানুরূপ কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন ।’ দ্বাদশ মন্ত্র বেদি সোধোদন-মূলক । এই মন্ত্র উচ্চারণে বেদী-প্রস্তরের জন্ত উৎকর পরিগ্রহণ এবং ত্রয়োদশ মন্ত্রে বেদি সনাকরণ । দ্বাদশ মন্ত্রের তাই ভাষ্যানুসারী অর্থ—‘হে বেদি ! তুমি অমৃত-স্বরূপ হও । হবিঃ সমূহের ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত বাভিচার-দোষ পরিহার জন্ত তোমার সত্য প্রথাপতি । সত্য-স্বরূপ সেই হবি বেদীতে নিষিক্ত হউক । হে বেদি ! তুমি অবশ্যস্তাবিত ফলদাতা হও ; অপিচ, ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত তুমি ঐশ্বরী ।’ দ্বাদশ মন্ত্রে সনাকরণ উল্লিখিত । এ মন্ত্র কখনও বেদিকে এবং কখনও বা হোতৃ-বিশেষকে সোধোদন করিয়া বিহিত হইয়াছে বুঝা যায় । মন্ত্রের সহিত একটা পৌরাণিক উপাখ্যানেরও সংশ্রব-সূচনা দেখি । সে উপাখ্যান - পূর্বে দেবাসুরের যুদ্ধ-কালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সার-বস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন । যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য সামগ্রী অশুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয় । অশুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল । বেদি মার্জনা করিবার সময় এই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘ক্রুর অশুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্বকালে পৃথিবীর যে সার-ভাগ পরিগ্রহণ পূর্বক বেদের সহিত উদ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ-বেদি ! তুমিই সেই সামগ্রী । তদনুসারে তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া মেধাবিগণ যজ্ঞনা করিতেছেন ।’ মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ,—‘হে বেদি ! তুমি দৈবিক-হবির ধারণকর্ত্তী হও । তুমি পৈত্রিক-পিণ্ডযুক্ত হও । অতএব তুমি বিত্তীর্ণ এবং পুরোডাশাদি-রূপ ধন ধারণ কর বলিয়া ‘বস্বী’ অর্থাৎ ধনবতী হও ।’

‘দ্বাদশ মন্ত্রের স্থায় এই অনুবাকের আরও কয়েকটা মন্ত্র সম্বন্ধে উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাই । সেই সকল উপাখ্যানে জিহ্বা-কর্শে মন্ত্রগুলি কিরূপ পল্লবিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় । বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা এতৎপ্রসঙ্গে উপাখ্যান-সমূহের উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করি । অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্র পৃথিবী সোধোদনে প্রযুক্ত । পুরাকালে বিষাদ নামক অশুর পৃথিবীকে হিংসা করিত । দেবগণ যজ্ঞ-ভাগ প্রাপ্ত না হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । বৃজ্রবধে ইন্দের প্রভাব অবগত হইয়া অশুর পৃথিবীর প্রতি প্রধাবিত হয় । পৃথিবী তখন মেদ-রূপ ধারণ করিলে । সেই জন্তই পৃথিবীকে ‘দেবযজ্ঞনি’ বলা হইয়াছে । অররু-নামক অশুর পৃথিবীতে শয়ন করিয়া পৃথিবীকে আবরণ করে । তাহাতে পৃথিবীর বিলোপ-সাধন হয় ।

দেবগণ সেই অররকে নিহত করিয়া পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেন। ‘বধান দেবঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৃণ-সহিত মৃদপসারণে সেই অরর নামক অশুরের নিধন সাধিত হয় বলিয়া যন্ত্র গ্রন্থোৎসর্গে সাংখ্যিকতা। অষ্টম মন্ত্রে রেখাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অরর নামক অশুর বিতাড়িত হয়। কোনও উপায়ে বন্ধন-ছেদন করিয়া অরর স্বর্গদেশে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেবগণ এই মন্ত্রের দ্বারা তাহার বন্ধন দৃঢ় করেন। সেই জন্তই আগ্নীধ্রুগণ অঞ্জলি দ্বারা পাংশু-রাশিকে আবদ্ধ করিয়া মস্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন দর্ভকে স্তম্ভ-রূপে বদ্ধ করিয়া ক্ষায়ের দ্বারা তাহাকে ছেদনান্তর উৎকরদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়। তিন বার ছেদনে এবং তিন বার নিক্ষেপে শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। বিনা মন্ত্রে চতুর্থ বার ছেদনে ও নিক্ষেপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতে শত্রুগণ বিতাড়িত হইয়া থাকে। ‘বসবস্তা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদির চতুর্দিকে রেখাঙ্কন-সম্বন্ধেও একটা উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যানটি এই,— পুরাকালে এক সময়ে অশুরগণ দেবতাদিগকে পদাভিজিত করিয়া পৃথিবী অধিকার করিয়া লয়। তখন দেবগণের কেহই আপ পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না। কিন্তু যে দেবতা যখন যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখান হইতে নতদ্ব পদাভিজিত তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইয়াছিল, সেই সকল ভূ-খণ্ডে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাব পর, অশুরগণের নিকট দেবগণ কিঞ্চিৎ ভূমি যাক্ষা করিয়া বলেন, তোমাদের অনানন্ড পৃথিবীর যে কোনও অংশ আমাদের অপেক্ষিত; স্তবরাং তোমরা আমাদের দিকে সেই অংশ প্রদান কর। তদনন্তর অশুরদিগের আদেশে দেবগণ মন্ত্রের দ্বারা বেদি স্বীকার করিয়া লয়েন। তাহাতে বেদির চতুর্দিকে অবস্থিত দেবগণ অগ্নি-মুখে বিজয় লাভ করেন। তদনন্তরে বেদির পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণ প্রভৃতি দিকসমূহে বহু প্রভৃতি নামক অগ্নি বেদির পালক। সেই হেতু, অধ্বৰ্য্যগণ এই মন্ত্রের দ্বারা যে ভাবে বেদি পরিগ্রহণ করেন, সেই সেই ভাবে যজমান অভি-প্রথ্যতা হন; তাহার শত্রুগণও বিনষ্ট হইয়া থাকে। বেদি প্রস্তুতের সময় যে চতুরঙ্গুলি পরিমিত ভূমি প্রথমে খনন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণে একটা উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যান কোনও কারণে দেবগণের প্রতি বিরূপ হইয়া বেদি-দেবতা মৃত্তিকা মধ্যে বিলীন হন। তার পর দেবগণ তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া, চারি অঙ্গুলি ভূমি উৎখাত করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। এই জন্তই প্রথমে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমি কর্ষণের নিয়ম। কিন্তু চারি অঙ্গুলি বা প্রাদেশ পরিমিত ভূমি কর্ষণেও, গালুকাদি প্রযুক্ত যদি ভূমি প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্তিকা খননের বিধি নিবদ্ধ আছে।

‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ গ্রন্থে মন্ত্রসমূহের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তাহার অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিকাষণ করিয়াছেন, তাহা এই,—‘আদদে’ মন্ত্রে ক্ষা গ্রহণান্তর ‘ইন্দ্রস্ত’ মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিবে। ‘পৃথিবী’ প্রভৃতি মন্ত্রে স্তম্ভযজ্ঞ: ছিন্ন করিয়া ‘অপহতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ভূমি হইতে ধূলি গ্রহণান্তর ‘ব্রজং গচ্ছ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই তৃণ-সম্বিত মৃত্তিকা উত্তর দিকে নিক্ষেপ করিবার বিধি। অনন্তর ‘স্বর্ষতু’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদিকে নিরীকরণ করিয়া, ‘বধান’ প্রভৃতি মন্ত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিবে। তার পর, ‘অপহতঃ’ প্রভৃতি কয়েকটা মন্ত্রে স্তম্ভ অর্থাৎ তৃণাদি নিক্ষেপ এবং ‘অরাতয়ঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে আগ্নীধ্রু

কর্তৃক অঞ্জলি দ্বারা সেই স্তম্বাদি ধারণ। ‘বসবস্তা’ প্রভৃতি তিনটী মন্ত্রে রেখা অঙ্কন, ‘দেবস্তা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি খনন। তদনন্তর ‘ঋত’ প্রভৃতি মন্ত্রে উত্তর পরিগ্রাহ এবং ‘ধা অসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি সমীকরণ অর্থাৎ বেদিকে মার্জনা করিবে।

এক্ষণে আমরা এই সকল মন্ত্রের যে অর্থ অব্যাহার করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কর্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে বিভক্তের কোনই প্রয়োজন দেখি না। আমাদের অভিপ্রায় এবং মন্ত্রের তাৎপর্য ‘মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়’ ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকারের ভাব অপেক্ষা আমাদের নিশ্চিত অর্থ যে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। তাই, কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত কোন্ বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন জন্তই বক্ষ্যমাণ প্রদম্বের অবতারণা।

আমাদের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যজ্ঞকর্ম্মসম্ভার কর্ম্মফল। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে—‘আমার রূপ হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, স্বর্গলাভ হউক’ নাহয় এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে। প্রথম মন্ত্রে সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে,—‘আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতেছি।’ ইহাই নিম্নাকর্ম্ম-সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল, দেবতার চরণে সমর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপিত করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হইলে, তাহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্ত প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে আশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাহার অমিততেজ পাপসমূহ ভগ্নীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুগণ বিমর্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এইজন্তই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈব অনুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক,—ইচ্ছাসত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হউক, ‘এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিত-নস্ত’—এই মন্ত্রটী উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভদ্রে কর্ম্মফল হস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে এই মন্ত্রদ্বয়ে সেই মহান্ উদ্দেশ্যই পরিব্যক্ত দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থেই সেই একই ভাব প্রকাশ করে। কর্ম্মফল—সংকর্ম্মের ফল—বায়ুর ত্রায় ত্বরিতগতিতে ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সূচন করিয়া দেয়। ফলতঃ, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া, অর্থাৎ সকল কর্ম্মফল ভগবানে হস্ত করিয়া যে অনুষ্ঠানই করা যায়, তাহাই মুক্তির হেতুভূত হইয়া থাকে।

অতঃপর তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। শব্দ মাত্রের সাধারণ অর্থ একপ্রকার, অর্থার্থ অন্তরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অবিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্র মধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। তৃতীয় মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ-দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে,—‘হে দেবযজ্ঞনি পৃথিবী! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।’ ইহাতে কি ভাব আসে? এখানে ‘পৃথিবী’ শব্দেরই বা তাৎপর্য্য, কি? এবং ‘ওষধাঃ’ ও ‘মূলঃ’ পদদ্বয়েরই মর্ম্ম কি? তাই নিঃসন্দেহে মনে হয়, এখানে রূপকে দেবত্বই লক্ষ্য আছে। ‘দেবযজ্ঞনি’ শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—‘দেবযাগাশ্রমভূতে অর্থাৎ

দেবতা পূজিত হইয়ন যাহাতে।’ দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? আমার দেহ মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? ‘পৃথিবী’ পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয় ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পবিলক্ষিত হয়। ‘ওষধাঃ’ ও ‘মূলং’ পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কৰ্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে,—সেই কারণ যেন নষ্ট না করি। অর্থাৎ, সে প্রকারে আমার কৰ্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়,—মস্ত্রে সেই প্রার্থনাব ভাবই পরিপূর্ণ দেখি। ‘অন্তঃশক্ৰট’ যে কৰ্ম্মফল অবসানের প্রধান অন্তরায়, তাহারাই যে জন্মজরামরণশীল দেহ পরিগ্রহেব মূলীভূত, চতুর্থ মন্ড্রে তাহারই বিবৃত দেখি। মালুমের ‘অন্তঃশক্ৰট’ সংসারবন্ধন দূত করিয়া দেয়; তাহাদের প্রভাব বশতই মালুম কৰ্ম্মফলের অধীন হয়; আর সেই কৰ্ম্মফলই মালুমকে সংসারের সহিত অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখে। মন্ড্রে তাই ‘অন্তঃশক্ৰনাশেব প্রাণিা বিজ্ঞমান রহিয়াছে। ‘অন্তর হইতে ‘অন্তঃশক্ৰ বিতাড়িত হইউক, আমার কৰ্ম্মফল অবসানের মূল হৃদয় দূত হইউক’—মন্ড্রে ইহাই প্রার্থনা বলিয়া মনে করি। পঞ্চম মন্ড্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম—তৃত্য। মন্ড্রে কৰ্ম্মফলাবসানের আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়—চতুর্থ মন্ড্রে, ‘অন্তঃশক্ৰ উপদ্রবে—বিষয় সংসর্গে তাহাতে বিয় ঘটিবার আশঙ্কা; তৃতীয়—পঞ্চম মন্ড্রে—বিশ্রামভ্রমার বিরতিই ‘অন্তঃশক্ৰনাশের মূল এবং বৈরাগ্য অবলম্বনই যে পুনরাবৃত্তি-নিবারক, তাহাই প্রার্থ্যিত। বৈরাগ্য—বিষয়ভ্রমার বিরতি—পুনরাবৃত্তি-নিবারক, শাস্ত্র তাহা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। সে বৈরাগ্য—সংগতকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ড্রে তাই প্রাথমিক প্রকাশ পাইয়াছে। অসদবৃত্তি-সমূহ—প্রলোভন-রাশিই—বৈরাগ্যের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমার অসদবৃত্তি-সমূহকে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ভ্রমার নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোমপ বিষ ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আসিলে, আমার কৰ্ম্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃত-লাভে সমর্থ হইব। আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটি এই মহান লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টম মন্ড্রে বিভিন্ন অংশে, তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্ত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের বিনিয়োগ এবং তদনুসারে ভাষ্যের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র-সমূহের দ্বারা বেদিপ্রস্তুত জ্ঞান গঠন করিতে হয়। মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হইউক, আমরা মন্ত্রের দক্ষার্থ স্তব্ধরূপে গ্রহণ করি। পূর্বে মন্ত্রে ‘পৃথিবী’ পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করি। দেবযজনের স্থান—হৃদপ্রদেশ ভিন্ন অত্র আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিশ্বকারী শক্ৰগণকে দূর করিবার জ্ঞান সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে ভাবার্থ পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। ‘অন্তঃশক্ৰ যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী

যেন হৃদয়ে সজ্জাত না হয় ; অর্থাৎ কোনরূপ অসংকর্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে । তার বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনা—শক্রগণকে দূরে রাখিবার ব্যাকুল সকলই পূর্ববর্তী মন্ত্র-সমূহের দ্বারা এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে । অন্তঃশ্রমদমনই চরম সাধনা । তদ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্বারাই কল্যাণস্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি । অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি ।

নবম মন্ত্রেও সেই শক্রনাশের প্রার্থনা । হৃদয়রূপ দেবস্থানে শত্রুর আধিপত্য যেন বিদূষ না হয় ; অপিচ, অন্তরশত্রুর উপদ্রব নিবারিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারে হৃদয় পবিত্রতা লব্ধ করে, মন্ত্রে সেই ভাবই পরিফুট দেখি । দশম মন্ত্রের তিনটি বিভাগে ভগবানে আশ্রয়সমর্পণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । মন্ত্র কয়টি বেদি সম্বোধনে প্রযুক্ত হয় । বেদীর চতুর্দিকে গর্ভ থকিয়া গভী দিয়া, এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া, এক একটা মন্ত্রোচ্চারণের প্রথা আছে । মন্ত্রে ভাস্কর্য্যমাসারী অর্থ পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি । বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে এই ভাব মাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায় । বাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐক্য উক্তির তাৎপর্য্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না । মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি । মন্ত্রানুসারিণী গায়ত্র্যাদিছন্দোযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক । তাহাতে অন্তর ক্রমে ক্রমে উন্নত হইবে । সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে, -নাশ্য অনৃত্ত্বের পর্য্যন্ত অধিকারী হই পারিবে । মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদয় অধিষ্ঠিত হন । স্তব ও শাস্তি তখন যথাক্রমে মন্ত্রকে প্রাপ্ত হয় । মন্ত্রের বক্তব্য এই যে, ‘মন ! তুমি মন্ত্র সহ ভগবানে মিলিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও, প্রশান্তভাব পরণ দানুষ্টি অধিগত-হইবে ।’

মন্ত্রে রুদ্র, বসু, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাবাচক স্বতন্ত্র পদ থাকিলেও ঐ তিন নামে যে এক অদ্বিতীয় ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । একেই তিন, তিনে এক—ত্রিমূর্তিতে তিনি সংসারে প্রকাশমান । ‘আদিত্য’ বা ত্রিকা রূপে সৃষ্টি, ‘বসু’ বা দিক রূপে স্থিতি এবং ‘রুদ্র’ বা সংহাররূপে প্রলয়কর্তা তিনি । বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের ঐ বিরাট কল্পনা মন্ত্রত্রয়ে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি । এক তিনি, আবার বহু তিনি । দিক্‌ধরুণ অধিকারী, তাঁহার নিকট তিনি সেই রূপে প্রকাশমান । ফলতঃ, মন্ত্রে প্রার্থ্যকারীর দৃঢ়তা সংস্কারের বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ হইয়াছে ; নচেৎ, মূল লক্ষ্য সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি । সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই আমরা ‘বসবঃ’, রুদ্রাঃ এ ‘আদিত্যাঃ’ শব্দত্রয়ের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি । আর তদনুসারেই ‘গায়ত্র্যেণ’ ‘ত্রৈষ্টুভেন’ এ ‘জাগতেন’ পদত্রয়ের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে । সে অর্থ—সে ভাব আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে । ‘গায়ত্রী’ শব্দের অর্থে ‘গায়ন্ত্র্য ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ন্তঃ ততঃ স্মৃতা’ এতদুক্তি পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ ‘যে গানকারীকে পরিব্রাজন করে অথবা যে গায়ত্রী দ্বারা পরিব্রাজন করে’—তাহাই গায়ত্রী । এই তাৎপর্য্য হইতে ‘গায়ত্র্যেণ’ পদের ‘গায়ত্রীছন্দে বিশিষ্টেন’ অর্থের সঙ্গে সঙ্গে ‘পরিব্রাজনসাধকেন অজীষ্টপুরুষেন বা প্রভাবেন’ অর্থ নিষ্পন্ন

করিয়াছি। মানুষের প্রধান অভীষ্ট মোক্ষ-লাভ—পরিত্রাণ-প্রাপ্তি। একমাত্র ভগবানই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ‘ত্রেষ্ঠুভেন’ পদে আমরা ‘শক্রনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শক্রনাশে—অন্তঃশত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে অভীষ্ট অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হয়, তদ্বিষয় বহুত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘স্তুভঃ’ অর্থাৎ স্তুত্বন করা হইতে আমরা শক্রস্তুত্বনকারী বা শক্রনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর ‘জাগতেন’ পদ। ঐ পদের অর্থ, আমাদের মতে, ‘অজ্ঞানান্ধকারনাশকেন অভীষ্টপূরকেণ চ প্রভাবেন’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে ‘তমসাবৃত’ অর্থ অথবা ‘গম্’ ধাতু হইতে গমন করা অর্থ স্থচিত হয়। ‘আদিত্যা’ পদের সহিত ‘জগতী’ পদের একত্র সমাবেশে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। অজ্ঞানান্ধকার-নাশে জ্ঞানোদয়ে যে অভীষ্ট সামগ্রী লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলতঃ, মন্ত্রের বিভাগত্রয়ের লক্ষ্য এক অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রে সেই ত্রিমূর্তিতে প্রকাশমান অদ্বিতীয় ভগবানে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমে কৰ্ম্মফল সমর্পণ, তার পর আত্মসমর্পণ!—মন্ত্র-সমূহ কি এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রও উচ্চভাব-মূলক। ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, তিনি না করাইলে মানুষ যে কোনও সদনুষ্ঠানেই সমর্থ হয় না,—একাদশ মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; আর হৃদয়কে সন্মোদন করিয়া অন্তরকে ভগবৎ-কৰ্ম্মে বিনিযুক্ত হইতে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রেরণা, তার পর অন্তরের উদ্বোধন—এতদ্বয় ভিন্ন কোনও সদনুষ্ঠানেই সাফল্য লাভ হয় না। ত্রয়োদশ মন্ত্রে মনই যে সকলের মূলীভূত, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন ভিন্ন কোনও কৰ্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। মনে যদি সংকল্প-সম্পাদনের প্রবৃত্তি না জন্মে, কাহার সাধ্য সে কৰ্ম্ম সাধন করে? তাই একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রথমে ভগবানের প্রেরণা, তার পর অন্তর্বৃত্তির উন্মেষণোদ্বোধন এবং পরিশেষে মনের দ্বারা কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি। পর পর মন্ত্র-ত্রিতয়ে এই ভাবই পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করি।

তার পর চতুর্দশ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কৰ্ম্ম-পদ্ধতি সঙ্ক্ষে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। তবে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র-সঙ্ক্ষে ভাষ্যকারে অভিমত পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে আমাদের তাৎপর্য্যের বিষয় অনুধাবন করুন। আমরা এই মন্ত্রকে ভগবৎ-সন্মোদন-মূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বিরপ্শিন্’ প্রভৃতি কয়েকটা পদের অর্থ লইয়া ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটয়াছে। ‘বিরপ্শাঃ’ পদে ভাষ্য মতে ঋত্বিকগণ নির্দিষ্ট হয়। ‘বিরপ্শাঃ’ অর্থাৎ ঋত্বিকগণ যুক্ত যে—এই অর্থে ‘বিরপ্শিন্’ পদে বেদি নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা ঐ পদে ভগবানকে বুঝিয়াছি। মন্ত্রস্থিত ‘পুরা’ পদ আমরা ‘নিত্যকাল’ অর্থে গ্রহণ করিলাম। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই ‘পুরা’ তাহারই পূর্ব্বের ভাব ত্রোতনা করে। তাহাতে অনন্ত-অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংস্কারিত হইয়া আসিবে। ‘ক্রুরস্ত’ পদে সঙ্ক্ষে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—‘হিংস্রক রিপু-শকর’; ‘বিস্থপো’ শব্দের সহিত উহা সঙ্ক-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আমরা উহার অর্থ সংগ্রামে আমনন করিলাম। ‘জীরদাহুয়’ পদে ‘জীরদ বা জীবদ’ ‘অণু’ অর্থাৎ ‘জীবের প্রাণ-

স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণ-ধারণই বৃথা। 'পৃথিবী' পদে 'পাৰ্থিব-সম্বন্ধ' হইতে অর্থাৎ 'নামা ভাস্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে উর্দ্ধে গ্রহণ করার—মূর্দ্ধি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সূচী সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রুর রিপু-শত্রুর দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুপ্তি ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পাৰ্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংশ্রবই তাহাদের বিনাশের হেতুভূত। নস্তাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে মুক্তি-দেশে জ্ঞানাদ্বারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রু-সমরে আমি বিজয় লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় অনুধাবন করুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবের দ্বারা 'জীরদাহু' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবাহু-কম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। যস্য 'এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চনায় শুদ্ধসত্ত্ব ভাব পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধি-প্রদেশে' অর্থ আশ্রয় করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যে মূর্দ্ধি-দেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের তাহাই আশ্রয়-স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের নক্ষত্রসারিণী ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের দুইটা অঙ্গ পরিদৃষ্ট হইবে। দ্বিতীয় অঙ্গ সম্বন্ধে বাহা বক্তব্য, প্রথমে তাহা বলা হইল। এক্ষণে প্রথম অঙ্গের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রে 'বিরপশিন' পদ যদিও সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অঙ্গের তদনুসরণে আমরা যদিও সেই সম্বোধন-রূপেই 'বিরপশিন' পদকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু প্রথম অঙ্গের ঐ পদেব বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। 'জীরদাহু' পদের তর্ক, প্রথম অঙ্গের 'জীবন-শীলস্ত দানবস্ত উপদ্রবাং' নিম্পন্ন করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'জীবনশীল দানবো হবিষাং দাতারঃ।' এখানে 'দানবঃ' পদে ভাষ্যকার হবির্দানকারী অর্থ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অত্র অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে সে অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। শব্দের অর্থ সর্বত্র একই প্রকার না হইলে বড়ই বিসদৃশ হয়। আবশ্যক মত একই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা সাধন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার 'জীরদাহু' পদকে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিভক্তিব্যত্যয়ে আমরা উহাকে পঞ্চম্যাস্ত অর্থ গ্রহণ করি। 'পুরা' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে প্রথমে ভাষ্যকারের অর্থের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। পূর্ববর্তী মন্ত্রে অরু নামক অসুরকে পাশবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে রাখা হয়। উৎকরে পাশবদ্ধ 'অরু' অসুরের নির্গমনের পূর্বে বেদি দৈবিক হবিঃ ধারণ করিয়া ছিল—'পুরা' পদে ভাষ্য মতে এই অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা ঐ 'পুরা' পদে কোনও নির্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ থাপন করি না। আমাদের মতে 'পুরা' পদে 'নিত্যকাল, সদা-সর্বদা' অর্থ সংস্থচিত করে। মন্ত্রের অন্তরদেশে অসুরের উপদ্রব নিরস্ত হই চলিয়াছে।

কামক্রোদি রিপুশত্র মাংষকে নিত্যকাল বিপর্যস্ত করিতে প্রবৃত্তপর। অম্বরের সেই উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। মন্ত্রের সহিত যে উপাখ্যান বিজড়িত, তদনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—পূর্ব্বে যজমানগণ বেদিক্রপা যে পৃথিবীকে ভূবিসংশ্লিষ্ট অম্বরদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রের অমৃতকিরণের সহিত উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, ইদানীং ধীমানগণ সেই বেদিকে মনে মনে অম্বধ্যান করিয়া পূজা করেন। যজ্ঞের আধার বলিয়া অথবা সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় বলিয়া ‘পৃথিবী’ শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা। আমরা এখানে লৌকিক যজ্ঞের বিষয় বলিতেছি না। আমরা মানব যজ্ঞের প্রতিই লক্ষ্য করি। সেই হিসাবেই আমরা ‘পৃথিবী’ পদের অর্থ করিয়াছি,—‘হৃদয়ং আবাহং।’ আর তদনুসরণে ‘চন্দ্রমসি’ পদের অর্থ করিয়াছি—‘শুদ্ধসত্ত্বসম্বিহিতঃ জ্ঞানকিরণৈঃ।’ তাহাতে মন্ত্রের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে,—‘হে ভগবন্! ইত্যন্তঃ বিসপ্পংশীল মহাশক্তি সম্পন্ন দানবগণের উপদ্রব হইতে হৃদয়রূপ যে আধারক্ষেত্রকে আপনি নিত্যকাল রক্ষা করিয়া দ্বিধা শুদ্ধসত্ত্বসম্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন, সেই আবাহক্ষেত্রকে অর্থাৎ হৃদয়কে সজ্জানসম্পন্ন ব্যক্তি আপনারই পূজায় নিয়োজিত করেন।’ এখানে আত্মসম্মিলনের ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সম্ভব বলিয়া মনে করি ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৯ অম্বাক) ॥

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহম্বাকঃ ।)

(১) প্রত্যাং রক্ষঃ প্রত্যাং অরাতয়োহর্থের্বন্তেজিষ্ঠেন

তেজসা নিষ্টপামি ।

(২) গোষ্ঠং মা নিম্বক্ষং বাজিনং ত্বা সপত্নসাহাং সং মাজি

বাচং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রজাং যোনিং মা নিম্বক্ষং

বাজিনং ত্বা সপত্নসাহীং সং মাজি ।

(৩) আশা॑সানা সৌমনসং॑ প্রজাং সৌভাগ্যং॑ তনুম্ । অগ্নে৑রনু৒ব্রতা

ভূহা॑ সং নহে৑ অকৃতায়॑ কন্ম ।

(৪) অপ্রজস্বা॑ বয়ং অপ্রত্নী৑রূপ সেদিম । অগ্নে

সপত্নদন্তনমদক্সাসে৑ অদাত্মম্ ।

(৫) ইমং বি শ্যামি বরুণস্ত্র পাশং বমবপ্নীতি সবি৒তা অক্কেতঃ ।

ধাতুশ্চ যোনৌ অকৃতস্ত্র লোকে শ্রোনাং মে

সহ পত্যা করোমি ।

(৬) সমায়ুষা সং প্রজয়া সমগ্নে বর্চসা পুনঃ । সং পত্নী পত্যা৒হং

গচ্ছে সমাত্মা তনু৒বা মম ।

(৭) মহীনাং পয়োহশ্রোষধীনাং রসস্ত্র তেহক্ষ্মীয়মাণস্ত্র নিঃ বপামি ।

(৮) মহীনাং পয়োহশ্রোষধীনাং রসোহদকেন হা

চক্ষুষাহবেক্ষে অপ্রজাস্বায় ।

(৯) তেজোঃসি তেজোঃনু প্রেহ্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈং ।

(১০) অগ্নেজ্জিহ্বাসি স্তুর্দ্বেদানাং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো

যজুশ্বে যজুশ্বে ভব ।

(১১) শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঃসি ।

(১২) দেবো বঃ সবিতোঃপুনাঋচ্ছিদেঃ পবিত্রেঃ বসোঃ

সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ ।

(১৩) শুক্রং ত্বা শুক্রায়াং ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো যজুশ্বে যজুশ্বে গৃহ্নামি ।

(১৪) জ্যোতিস্ত্বা জ্যোতিষ্যর্চিস্ত্বাহর্চিষি ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যো

যজুশ্বে যজুশ্বে গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) প্রতুষ্টমিতি প্রতি—উষ্টম্ । রক্ষঃ । প্রতুষ্টা ইতি প্রতি—উষ্টাঃ । অরাতয়ঃ । অগ্নেঃ ।

বঃ । তেজিষ্ঠেন । তেজসা । নিরিত্তি । তপামি ।

(২) গোষ্ঠমিতি গো—স্থম্। মা। নিরিতি। যৃক্ষম্। বাজিনম্। স্বা। সপত্নসাহমিতি

সপত্ন—সাহম্। সমিতি। মার্জি। বাচম্। প্রাণমিতি প্র—অনম্। চক্ষুঃ। শ্রোত্রম্।

প্রজামিতি প্র—জাম্। যোনিম্। না। নিরিতি। যৃক্ষম্। বাজিনীম্। স্বা।

সপত্নসাহীমিতি সপত্ন—সাহীম্। সমিতি। মার্জি।

(৩) অংশানেনেতা—শাসান। সৌমনসম্। প্রজামিতি প্র—জাম্। সৌভাগ্যম্।

তনুম্। অগ্নেঃ। অমৃততাত্ত ব্রতা। ভূত্বা। সমিতি। নহে।

স্বকৃত্যেতি স্ব—কৃত্য। কম্।

৪, স্বপ্রজস ইতি স্ব—প্রজনঃ। স্বা। বয়ম্। স্বপত্নীরিতি স্ব—পত্নীঃ। উপেতি।

দেদিম। অগ্নে। সপত্নদন্তনমিতি সপত্ন—দন্তনম্। অদকাসঃ। অদাভ্যম্।

(৫) ইমম্। বীতি। শ্রামি। বরুণস্ত। পাশম্। যম্। অবয়ীত। সবিতা। স্নকেত

ইতি স্ব—কেতঃ। ধাতুঃ। চ। যোনৌ। স্বকৃত্যেতি স্ব—কৃত্য।

লোকে। শোনম্। মে। সহ। পত্য। কংরাহি।

(৬) সমিতি । আয়ুষা । সমিতি । প্রজয়েতি প্র—জয়া । সমিতি । অগ্নে । বর্চসা ।

পুনঃ । সমিতি । পরী । পত্যা । অহম্ । গচ্ছে ।

সমিতি । আয়ুষা । তনুবা । মম ।

(৭) মহীনাম্ । পয়ঃ । অসি । ওষধীনাম্ । রসঃ । তন্তু । তে ।

অক্ষৌয়মাণস্তু । নিরিতি । বপামি ।

(৮) মহীনাম্ । পয়ঃ । অসি । ওষধীনাম্ । রসঃ । অদকেন । ত্বা । চক্ষুষা ।

অবেতি । ঈক্ষে । স্প্রজায়াতি স্প্রজাঃ—স্মার ।

(৯) তেজঃ । অসি । তেজঃ । অহু । প্রেতি । ইহি । অগ্নিঃ । তে ।

রেজঃ । মা । বীতি । নৈৎ ।

(১০) অগ্নেঃ । জিহ্বা । অসি । স্তুত্বরিতি স্তু ভূঃ । দেবানাম্ । ধাম্মেধাম্ ইতি ।

ধাম্মে—ধাম্মে । দেবেভ্যঃ । যজুষেযজুষ ইতি যজুষে—যজুষে । ভব ।

(১১) শুক্রম্ । অসি । জ্যোতিঃ । অসি । তেজঃ । অসি ।

(১২) দেবঃ । বঃ । সবিতা । উদিতি । পুনাতু । অচ্ছিদ্রেণ । পবিত্রেণ ।

বসোঃ । স্বর্গ্যস্ত । রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ ।

(১৩) শুক্রম্ । স্বা । শুক্রায়াম্ । ধাম্নেধাম্ন ইতি ধাম্নে—ধাম্নে । দেবেভ্যঃ । যজু্ষেযজুষ *

ইতি যজুষে—যজুষে । গৃহ্নামি । (১৪) জ্যোতিঃ । স্বা । জ্যোতিমি । অর্চিঃ । স্বা । অর্চিমি ।

দাম্নেশাম্ন ইতি দাম্নে—দাম্নে । দেবেভ্যঃ । যজু্ষেযজুষ ইতি

যজুষে—যজুষে । গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

* * *

মহামুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে ভগবন্! ‘রক্ষঃ’ (শক্রঃ—সংপ্রতিবন্ধকঃ, হর্ষক্লিকপঃ) ‘প্রতি’ (প্রত্যেকং) ‘উষ্টে’ (দধ্ধাঃ) ভনতু ইতি শেষঃ । ‘অরাতয়ঃ’ (সর্পে শত্রবঃ) ‘প্রতি’ (প্রত্যেকং) ‘উষ্টাঃ’ (দধ্ধাঃ) ভবন্তু । হর্ষক্লিঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যাদু ।

(খ) ‘অয়ে’ (জ্ঞানোদ্ভাসিতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ!) ‘বঃ’ (যুগ্মান্) ‘তেজিষ্টেন’ (অত্যাগ্রেণ, অভীষ্টপূরকেণ—ভগবৎপ্রাপকেণ ইত্যর্থঃ) ‘তেজসা’ (কর্ম্মশক্ত্যা, জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি ভাবঃ) পুনরপি ‘নিষ্টপামি’ (উদ্দীপ্তাঃ করোমি—উদ্দীপয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

২। (ক) হে মনঃ! ‘গোষ্ঠং’ (সম্ভাবং) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (মা বিনাশয়ামি) তথা ‘বাজিনং’ (সংকর্ম্মসাধনসমর্থং) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘সংগাজি’ (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইতি ভাবঃ) । সম্ভাব-সঞ্চয়্যায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! ‘বাচং’ (সংকথনসামর্থ্যং—সত্যানুবাগং ইতি যাবৎ) ‘প্রাণং’ (সংকর্ম্মশীলং জীবনং) ‘চক্ষুঃ’ (সদৃশবর্ণনসামর্থ্যং—দূরদৃষ্টিং, জ্ঞানদৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) ‘শ্রোত্রং’ (সংপ্রসঙ্গশ্রবণসামর্থ্যং—ভগবৎগুণানুকীর্তনশ্রবণসামর্থ্যং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকাভ্যুদয়ং, জনহিত-প্রবৃত্তিঃ) ‘যোনিং’ (সদবৃত্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (নিঃশেষেণ বিনাশয়ামি) তথা ‘বাজিনীং’ (সংকর্ম্মসাধনসমর্থ্যং) ‘সপত্নসাহীং’ (শক্রগাং অভিভবয়িত্রীং) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘সংগাজি’ (সম্যক্ শোধয়ামি—উদ্বোধয়ামি ইত্যর্থঃ) । অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবেয়ং ইতি ভাবঃ ।

৩। হে চিত্তবৃত্তি! স্বং ‘সৌমনসং’ (ভগবৎপ্রীতিং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকাভ্যুদয়ং) ‘সৌভাগ্য’

(পরমৈশ্বর্যং - মোক্ষরূপং ইতি ভাবঃ) ‘তনুং’ (শরীরং, কৰ্ম্মাকলাবসানং ইতি ভাবঃ) ‘আশাশানা’ (কাময়মানা সত্য) বর্তসে ইতি শেষঃ । অতঃ ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিষাং ইত্যর্থঃ) ‘অম্বত্ৰা’ (অম্বসারিণী) ‘ভূত্ৰা’ (সত্য - পরাজ্ঞানং লক্ষ্য ইতি ভাবঃ) যথা স্বং ‘কং’ (স্নং—পরমানন্দং ইতি যাবৎ) অবাধ্যসি, তথা ত্বাং ‘স্বকৃত্য’ (শোভনকৰ্ম্মণে—ভগবৎপ্ৰীতিহেতুভূতে কৰ্ম্মণি ইত্যর্থঃ) ‘সংনহে’ (সম্যক্ প্রকারেণ নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

অথবা

- যা মম চিত্তবৃত্তি ‘অগ্নেরনুত্ৰা’ (জ্ঞানানুসারিণী) ‘ভূত্ৰা’ (সত্য) ‘সৌমনসং’ (ভগবৎ-প্ৰীতিং) ‘প্রজ্ঞাং’ (লোকানুবাগং) ‘সৌভাগ্যং’ (মোক্ষরূপং পবনৈশ্বর্যং) ‘তনুং’ (সংকৰ্ম্ম-শীলং জীবনং—যদ্বা, কৰ্ম্মাকলাবসানং ইতি ভাবঃ) ‘আশাশানা’ (কাময়মানা সত্য) বর্ততে ইতি শেষঃ, তাং এতাং চিত্তবৃত্তি ইতি যাবৎ ‘স্বকৃত্য’ (শোভনকৰ্ম্মণে—ভগবৎপ্ৰীতিহেতুভূতে কৰ্ম্মণি ইতি ভাবঃ) ‘কং’ (স্নং—নিত্যানন্দং) যথা ভবতি তথা ‘সংনহে’ (সম্যক্ বিনি-য়োজয়ামি ইতি শেষঃ) ।

৪। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপং হে ভগবন্ !) ‘স্বপ্রজসঃ’ (লোকানুবাগসম্পন্নঃ, বিশ্ব-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া উদ্ভুদ্ধঃ ইতি ভাবঃ) ‘স্পদীঃ’ (শোভনপরীযুক্তঃ, সর্ববুদ্ধিসমমিতাঃ ইত্যর্থঃ) ‘অদকাসঃ’ (কেনাপাহিংসিতাঃ, শত্রোকপদ্রবরহিতাঃ ইতি ভাবঃ) ‘বয়ং’ (প্রার্থনাকারিণঃ, সংকৰ্ম্মনিরতাঃ জনাঃ ইতি যাবৎ) ‘সপদ্রবন্তনং’ (সর্বশত্রুবিনাশকং) ‘অদাত্যং’ (অপ-রাজেয়ং) ত্বাং ‘উপ সেদিম’ (উদ্ধীপয়াম, যদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ) নস্তোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । সদবুদ্ধিলাভায় তথা লোকানুবাগবর্দ্ধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

৫। ‘বরুণস্ত’ (মম কৰ্ম্মণা সঞ্জাতস্ত, কামনাদিজনিতস্ত ইত্যর্থঃ) ‘যং’ (যং প্রসিক্তং) ‘পাশং’ (সংসারবন্ধনং) ‘অবরীত’ (অহং কৃতগানয়ি) ‘স্বকেতঃ’ (শোভনপ্রজ্ঞা, প্রজ্ঞানাদিধারঃ) ‘সবিতা’ (জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান—যদ্বা, তত্ত্ব ভগবতঃ অনুগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) ‘ইমং’ (বন্ধনং, সংসারবন্ধনং ইত্যর্থঃ) ‘বি শ্যামি’ (বিশেষণেণ বিমুক্তয়ামি) ।

(খ) তথা সতি অহং ‘স্বকৃত্য’ (সংকৰ্ম্মণঃ ফলভূত ইতি ভাবঃ) ‘লোকে’ (পরমপদি ইতি যাবৎ অধিষ্ঠিতঃ সন্ ইতি শেষঃ) ‘পাতুং’ (দিতুং, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘ঘোনৌ’ (উৎপত্তিমূলে, যদ্বা—হৃদরূপে ভগবদবিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) ‘পত্না বহু’ (সত্বাবাদিভঃ সঙ্গতঃ সন) যথা ‘মে’ (মম) ‘স্তোনং’ (স্নং, পঃস্নং পরমানন্দং ইতি যাবৎ) ভবতি তথা ‘করোমি’ (সম্পাদয়ামি) । ৬ এব পাদপূরণে ।

অত্র প্রথমপাদে সঙ্কল্পঃ দ্বিতীয়পাদে আত্মোদ্ধেদনঃ বর্ততে । পরাজ্ঞানং চি বন্ধনচ্ছেদকং । হৃদয়ং যদি জ্ঞানেন উদ্ধাসিতং বর্ততে, বন্ধনহেতুভূতং কৰ্ম্মমূলং নিনাশং নতি । তদা ভগবদনুগ্রহ-লাভঃ সুগমঃ ভবতি । তস্মাৎ সঙ্কল্পঃ অহং ভগবদনুসারিণঃ ভবেৎ ।

৬। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপং হে ভগবন্ !) তবানুগ্রহেণ অহং ‘আয়ুযা’ (পূর্ণায়ুক্ষালেন, সংকৰ্ম্মসমম্বিতেন জীবনে সহ ইত্যর্থঃ) ‘সংগচ্ছে’ (সম্যক্ গমিষ্যামি ইত্যর্থঃ) । তবার্চনেন অহং সংকৰ্ম্মশীলং জীবনং লভেয়ং ইতি ভাবঃ ।

(খ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপং হে ভগবন্ !) তবানুগ্রহেণ অহং ‘প্রজ্ঞয়া’ (লোকানুবাগেণ

জনহিতসাধনে চ সহ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্তয়ামি ইতি যাবৎ) । ভগবদারামেন
অহং জনহিতসাধনসামর্থ্যং লভেয়ং ।

(গ) 'অগ্নে' (জ্ঞানদাতা: হে ভগবন্!) তবানুগ্রহেণ অহং 'বর্চসা' (তেজসা, জ্ঞান-
জ্যোতিষা সহ ইত্যর্থঃ) 'সংগচ্ছে' (সম্যক্ গমিষ্যামি, বর্তয়ামি ইতি যাবৎ) । জ্ঞানপ্রভাবেন
অহং ভগবৎপূজনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়ামি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'পত্নী' (অমৃতত: ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'পত্ন্যা' (জগতাং
স্বামিনী, ভগবতা সহ ইত্যর্থঃ) যথা অবতিষ্ঠেয়ং তথা 'সংগচ্ছে' (সাধয়ামি ইত্যর্থঃ) । অপিচ,
'তনুবা' (বিয়োগঃ) কদাচিদপি না ভূং ইতি শেষঃ । পতিব্রতা পত্নী যথা ছায়াবৎ স্বামিনঃ
অমৃতগামিনী ভবতি, তথাহং ভগবতঃ একান্তানুবাগী ভবামি ।

(ঙ) 'মম' (প্রার্থনাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) 'আত্মা' (জীবাত্মা ইত্যর্থঃ) 'সং' (চিরং
গচ্ছতু, পবমান্বনি ইতি ভাবঃ) । অত্র আত্মনি আত্মসংশ্লিষ্টলাভায় সক্ষম বর্ততে ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃত-
স্বরূপঃ, জীবনকারণঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং
ভবতু । সক্ষমস্তু অগ্নেব তাংপর্য্যঃ ।

(খ) হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কৰ্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়হৃৎকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ) 'রসঃ'
(অমৃতস্বরূপঃ, পরিরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ।

(গ) হে মনঃ! 'তত্ত্ব' (তথাবিধস্ত) 'অক্ষয়দ্রব্যস্ত' (ক্ষয়হিতস্ত, অক্ষরাদ্রব্যস্ত ইতি
ভাবঃ) 'তে' (তব স্বরূপঃ—ত্বং ইত্যর্থঃ) 'নির্লিপামি' (ভগবৎকৰ্ম্মস্থ বিনিবোজয়ামি) ।

৮। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিশ্বেষাং সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং ইতি ভাবঃ) পয়ঃ
(অমৃতস্বরূপঃ 'অসি' (ভবসি) । মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(খ) অপিচ হে মনঃ! ত্বং 'ওষধীনাং' (কৰ্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়হৃৎকানাং জীবনানাং ইতি যাবৎ)
'রসঃ' (অমৃতস্বরূপঃ পরিরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ইতি শেষঃ ।

(গ) অতঃ হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুপ্রজাস্বায়' (শোভনপ্রজানিপত্যে, যদা—শুদ্ধ-
স্বাদে: সংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ, জনহিতসাধনায় বা ইত্যর্থঃ) 'অদক্লেদ' (স্ত্রীত্যাতিশয়যুক্তেন)
'চক্ষুবা' (দৃষ্ট্যা) 'অবেক্ষে' (সন্দর্শয়ামি ইতি শেষঃ) ।

৯। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম! ত্বং 'তেজঃ' (জ্ঞানজ্যোতিষা দীপ্তিমন্তঃ) 'অসি'
(ভবসি) । অতঃ 'তেজঃ' (তেজস্বরূপঃ—জ্ঞানেনোদ্ভাসিতঃ) ত্বং 'তেজঃ' (তেজোময়ং
ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'অনুপ্রোহি' (অনুপ্রবিশ, ভগবতা সহ সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ) ; 'অগ্নিঃ'
(প্রজ্ঞানাবারঃ ভগবান) 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'তেজঃ' (জ্ঞানং—শাস্তং 'আবিবনৈৎ' (মা
অপনয়তু) । অত্র ভগবতি কৰ্ম্মফলসমর্পণায় আকাজ্জ্বলা বর্ততে । কৰ্ম্ম জ্ঞানসমাবৃতং সত্য
ভগবৎপ্রাপ্তিমূলকং ভবতি ইতি ভাবঃ ।

১০। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপস্ত ভগবতঃ) 'জিহ্বা' (রসনা—আস্থান-
কারী) ভবসি ; অথবা জলারূপায়াঃ জিহ্বায়াঃ যদা তেজোরূপেণ কিরণেন ত্বং 'অগ্নেঃ'
উৎপাদকরূপেণ বর্তসে । অতএব 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'স্ব ভূঃ' (স্বধায় সুপ্রতিষ্ঠায়

চ ইত্যর্থঃ ভবতু ।। হে ভগবন্ ! তব ‘অগ্নিজিহ্বা’ (অগ্নিরূপ রশনা) ‘অসি’ (বিজ্ঞতে) ।
অতঃ স্বং ‘দেবভ্যঃ’ (দেবভাবানাং) ‘স্ব’ (সম্যক্ জনয়িতা গ্রহীতা বা) ‘ভূঃ’ (ভব) ।

(খ) অপিচ হে মনঃ ! ‘মে’ (মম) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ (সৰ্ব্বাবস্থানে) ‘যজুষে যজুষে’ (বাগাদি সৰ্ব্বসংকল্পানুষ্ঠানে ‘দেবেভ্যঃ’) সৰ্বদেবাবিধানায়, সৰ্বদেবভাবপ্রতিষ্ঠাপনার্থায় ইত্যর্থঃ) ‘ভব’ (স্তুত্ব আলাপনকারা—সম্যক্ ব্যবস্থিতঃ ইত্যর্থঃ ভব ইতি শেষঃ) ।

১১ । হে মনঃ ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! স্বং ‘শুক্ৰং’ দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা
• ইতি যাবৎ ; অথবা বিশুদ্ধং স্বরূপং ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; স্বং ‘জ্যোতিঃ’ (জ্যোতি-
স্বরূপং প্রজ্ঞানধারণং) ‘অসি’ (ভবসি) ; অপিচ স্বং ‘তেজঃ’ (তেজোময়ং শক্তিমন্তং)
‘অসি’ (ভবসি) । মনঃ হি সৰ্ব্বত্র মূলং ইতি ভাবঃ ।

১২ । হে কৰ্ম্মণী ! দেবঃ (জ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশঃ ইতি যাবৎ) ‘সবিতা’ (জ্ঞানপ্রেরকঃ
দেবঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) ‘বঃ’ (যুগ্মান্) ‘অচ্ছিদ্রেণ’ (দোষরাহিত্যেন,
বিশুদ্ধেন ইতি যাবৎ) ‘পবিত্রেণ’ (শৌৰ্য্যকেন—বায়ুকপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ ‘বসোঃ’
(জগন্নিবাসহেতোঃ—বদা, জগদ্ধারকশ্চ ইতি যাবৎ) ‘হর্য্যাত্ৰা’ (প্রজ্ঞানস্বরূপশ্চ, বিশ্বপ্রকাশকশ্চ
দেবশ্চ—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘রাশ্মিভিঃ’ (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতিনির্ব্বহৈঃ ইত্যর্থঃ) ‘উৎপুণাতু’
(উৎকৰ্ষণাবধানে পবিত্রান্ কৰোতু, বদা—যুগ্মকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ) । নিত্য-
সত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ । বায়োঃ হর্য্যরাশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং । তয়োঃ
প্রভাবেন মম সদসংকৰ্ম্ম পবিত্রমন্ত ইত্যেবং প্রার্থনা ।

১৩ । হে চিত্তবৃত্তি ! ‘শুক্ৰং’ (দীপ্তিমন্তং—জ্ঞানজ্যোতিষা বিশুদ্ধতাপ্রাপ্তং ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’
(ত্বাং) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ (সৰ্ব্বাবস্থানে ইত্যর্থঃ, সৰ্ব্বাবস্থায়ং ইতি ভাবঃ) ‘যজুষে যজুষে’
(সৰ্ব্বৈব সদানুষ্ঠানে) ‘দেবেভ্যঃ’ (সৰ্বদেবপ্রীতিসাধনায়, বদা—সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়, হৃদি
ইতি যাবৎ) ‘গৃহ্নামি’ (বিনিমোজয়ামি) ।

১৪ । অপিচ হে মম চিত্তবৃত্তি ! সঃ ভগবান ‘জ্যোতিঃ’ (জ্যোতিঃস্বরূপঃ) তথা ‘অর্চ্চিঃ’
(তেজঃস্বরূপঃ) ভবতি ইতি শেষঃ । অতঃ ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘ধাম্মে ধাম্মে’ সৰ্বাবস্থানে, সৰ্বা-
বস্থায়ং ইত্যর্থঃ) ‘যজুষে যজুষে’ (সৰ্বৈব সদানুষ্ঠানে ‘দেবেভ্যঃ’ (সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠাপনায়—
সৰ্বদেবপ্রীতিসাধনায় চ) ‘জ্যোতিষি’ (জ্যোতিঃস্বরূপে ভগবতি) তথা ‘অর্চ্চিসি’ (তেজঃ-
রূপিণে ভগবতি) ‘গৃহ্নামি’ (প্রতিষ্ঠাপয়ামি) । অত্র পরমাত্মনি আত্মপ্রতিষ্ঠাপনায় আকাজ্জা
বৰ্ত্ততে । মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ প্রার্থনাজ্ঞাপকশ্চ । (১অষ্টক—১প্রাথমিক—১অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১ । (ক) হে ভগবন্ ! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুৰ্ব্বুদ্ধি) সৰ্ব-
তোভাবে ভস্মাভূত হউক, আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে
দগ্ধ হউক । (অর্থাৎ,—হে দেব ! আপনি আমাদিগের দুৰ্ব্বুদ্ধিকে এবং
রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন) ।

(খ) জ্ঞানোদ্বাসিত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! তোমাদিগকে অত্যাগ্র অতীকৃপূরক (ভগবৎ প্রাপক) জ্ঞানজ্যোতিঃ অর্থাৎ কর্মশক্তির দ্বারা পুনরায় উদ্দীপিত করিতেছি ।

১। (ক) হে মন ! আমার সদ্ভাব যাহাতে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সংকর্ষসাধনসমর্থ তোমাকে সম্যক্ প্রকারে উদ্বোধিত করিতেছি ।

(খ) হে আমার চিত্তবৃত্তি ! আমার সত্যানুরাগ, সংকর্ষশীল জীবন, সদ্বন্দর্শনসামর্থ্য (জ্ঞানদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি), ভগবন্মহিমাশ্রবণসামর্থ্য, লোকানুরাগ (বিশ্বপ্রীতি), সদ্ব্রতগূল (শুরসত্ত্ব) যাহাতে নিঃশেষে বিনষ্ট না হয়, সেইরূপে সংকর্ষসাধনসমর্থ শত্রুনাশকারী তোমাকে উদ্বোধিত (উদ্দীপিত) করি । (ভাব এই যে—তামি যেন ভগবৎপরায়ণ হই) ।

৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! তুমি ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ এবং মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য ও কর্ষফলাবসানে কর্ষফল কামনা করিতেছ । অতএব জ্ঞানজ্যোতির অনুবর্তিনী হইয়া (অর্থাৎ পরাজ্ঞান লাভ করিয়া) যাহাতে তুমি পরমানন্দ লাভ করিতে পার, সেইরূপভাবে তোমাকে ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্মে সম্যক্ প্রকারে নিয়োজিত করিতেছি ।

অথবা

আমার যে চিত্তবৃত্তি জ্ঞানানুসারিণী হইয়া, ভগবৎপ্রীতি, লোকানুরাগ, মোক্ষরূপ পরমৈশ্বর্য, সংকর্ষশীল জীবন অথবা কর্ষফলাবসান কামনা করে ; আমার সেই চিত্তবৃত্তি ভগবৎপ্রীতিহেতুভূত কর্মে যাহাতে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে তাহাকে সম্যক্ প্রকারে বিনিযুক্ত করি ।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! লোকানুরাগসম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ, সদ্বুদ্ধিসমগ্নিত, শত্রুর উপদ্রবরহিত, সংকর্ষশীল ব্যক্তি (আমরা) সর্বশত্রুবিনাশক অপরাঙ্গে আপনাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি । (মন্ত্রটা সঙ্কল্পমূলক । মন্ত্রের মধ্যে সদ্বুদ্ধিলাভের এবং লোকানুরাগবর্দ্ধনের নিমিত্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে) ।

৫। (ক) আমাদিগের কর্মের দ্বারা সজ্ঞাত অর্থাৎ কামনাদিজনিত যে সংসার-বন্ধন আমরা দৃঢ় করিয়াছি ; শোভনপ্রজ্ঞ (প্রজ্ঞানাশার) জ্ঞানদাতা ভগবানের অনুগ্রহে সেই সংসার-বন্ধন যেন বিযুক্ত করিতে সমর্থ হই ।

(খ) তাহাতে, সংকর্মের ফলভূত পরমপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, হৃদয়রূপ

ভগবদধিষ্ঠানে সন্তাবাদির দ্বারা পরিত্রিত হইয়া, যেন পরমহুত—পরমানন্দ লাভ করিতে পারি।

(এই মন্ত্রের প্রথমপাদে সঙ্কল্প এবং দ্বিতীয়পাদে আত্মাভোধানা বিद्यমান রহিয়াছে। পরাজ্ঞানই বন্ধন-ছেদক। হৃদয় যদি জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়! বন্ধনহেতুভূত কর্মমূল স্বতই বিনষ্ট হয়, আর তখনই ভগবদনুগ্রহলাভ সুগম হইয়া আসে। অতএব সঙ্কল্প—আমি যেন ভগবদনুসারী হই)।

৬। (ক) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন সংকর্মাশ্রিত জীবন প্রাপ্ত হই। (অর্থাৎ—আপনার অর্চনার দ্বারা যেন সংকর্মাশ্রিত জীবন লাভ করি। ভাবার্থ—আমি যেন সদা সংকর্মে রত থাকি)।

(খ) প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন আমার জনহিতসাধনে লোকানুরাগ জন্মে। (অর্থাৎ, ভগবদারাধনায় যেন জনহিতসাধন-সামর্থ্য লাভ করি অর্থাৎ পরোপকারই যেন জীবনের ব্রত হয়)।

(গ) জ্ঞানদাতা হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন জ্ঞানঃ-জ্যোতিঃ-সমন্বিত হইয়া, আপনাকে সম্যকপ্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হই। (তাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপূজন-সামর্থ্য প্রাপ্ত হই)।

(ঘ) প্রার্থনাকারী আমি, পত্নীর ন্যায় অনুগত হইয়া জগৎপতি ভগবানের সহিত যাহাতে অবস্থিতি করিতে পারি, তাহাই যেন করিতে সমর্থ হই। অপিচ, কদাচ যেন বিয়োগ-সাধন না হয়। (পতিব্রতা রমণী যেমন ছায়ায় ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ভগবানের একান্ত অনুরাগী হই—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)।

(ঙ) 'আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় গমন করুক। এখানে আত্মায় আত্ম-সম্মিলনের সঙ্কল্প বর্তমান।

৭। (ক) হে মন! তুমি বিশ্বের লোকসমূহের অমৃতস্বরূপ পরিরক্ষক অর্থাৎ জীবন-কারণ হও।

(খ) হে মন! তথাবিধ ক্ষয়রহিত অর্থাৎ অক্ষয় অব্যয় তোমাকে ভগবৎকর্মে বিনিযুক্ত করিতেছি।

৮। (ক) হে মন! তুমিই সকলের অমৃতস্বরূপ হও। (তাব এই যে,—আমাদের মন সর্ববিধ সংকর্মের সাধক হউক। সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য)।

(খ) অপিচ, হে মন বা কৰ্ম্ম ! তুমি কৰ্ম্মকৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্মসূচক জীবনের অমৃত-স্বরূপ পরিরক্ষক হও ।

(গ) অতএব হে মন বা কৰ্ম্ম ! শুদ্ধসংস্করণের নিমিত্ত অর্থাৎ জন-হিত-সাধন জন্য অতিশয় প্রীতিযুক্ত দৃষ্টিতে যেন তোমাকে সম্মর্শন করি ।

অথবা

হে ভগবন্ ! আমার বিভ্রমরহিত (অদক) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই ।

৯। হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! তুমি জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা দীপ্তিমন্ত হও । অতএব জ্ঞানোদ্ভাসিত তুমি তেজোময় ভগবানের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হও অর্থাৎ ভগবানের সহিত সম্মিলিত হও । প্রজ্ঞানাদ্বারা ভগবান যেন তোমার জ্ঞানকে অপনীত না করেন । (এই মন্ত্রে ভগবানে কৰ্ম্মফল-সমর্পণের অপিচ আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান । কৰ্ম্ম জ্ঞান-সম্মিত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তিমূলক হইয়া থাকে) ।

১০। (ক) হে মন ! তুমি প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের রসনাস্বরূপ অর্থাৎ আহ্বানকারী হও ; অথবা জ্বালারূপ জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ তেজরূপ কিরণের দ্বারা তুমি অগ্নির উৎপাদকরূপে বিद्यমান আছ । অতএব তুমি দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবসমূহের স্তব্ধহেতুভূত হও । অথবা হে ভগবন্ ! আপনার অগ্নিরূপ রসনা বিद्यমান রহিয়াছে । অতএব আপনি দেবভাবসমূহের সম্যক্ গ্রহীতা হয়েন ।

(খ) অপিচ হে মন ! অথবা হে ভগবন্ ! আমার সর্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সংকল্পানুষ্ঠানে, সর্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্বদেব-ভাব বিকাশের নিমিত্ত) তুমি অথবা আপনি হুঁতু আহ্বানকারী হও অথবা হউন ।

১১। হে মন ! অথবা হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্ম ! তুমি দীপ্তিমন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ । তুমি জ্যোতিঃরূপ প্রজ্ঞানাদ্বারা হও ; অপিচ তুমি তেজোময় শক্তিমন্ত হও । (ভাব এই যে, মনই সকলের মূলীভূত) ।

১২। হে আমার সং ও অসং কৰ্ম্ম ! ছোতমান স্বপ্রকাশ জ্ঞানপ্রেরক দেবতা অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান, বিশুদ্ধ পবিত্রকারক ঋগ্নুরূপে এবং জগদ্বিসংহেতুভূত প্রজ্ঞান-স্বরূপ বিশ্বপ্রাপক জ্যোতিনিবহের দ্বারা তোমা-

দিগের উৎকর্ষ-সাধনে পবিত্রতা সম্পাদন করুন । অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায়—অনুকম্পায়—কুটি-পরিশূন্য বায়ুর জ্বায় পবিত্র-কারক ও সূর্য্যরশ্মির জ্বায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমা-দিগকে পবিত্র কর । (বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুক্লিসম্পাদক । তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসং উভয় কুর্শ পবিত্র হউক,—এই প্রার্থনা) ।

১৩। হে চিত্তবৃত্তি ! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা বিশুদ্ধতা-প্রাপ্ত তোমাকে আমাদিগের সকল অবস্থায় সর্বাবস্থানে এবং সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ সম্ভাবজনন জন্ম (আমাতে সর্বদেবতাব-বিকাশের জন্ম) তোমাকে বিনিযুক্ত করি ।

১৪। অপিচ হে চিত্তবৃত্তি ! ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজ (শক্তি) স্বরূপ হয়েন । অতএব তোমাকে, আমাদিগের সকল প্রকার অবস্থিতির স্থানে এবং আমাদিগের সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে সকলদেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত (আমাদিগের মধ্যে সর্ববিধ দেবতাব বিকাশের জন্ম) জ্যোতিঃস্বরূপ এবং তেজঃ (শক্তি) স্বরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি । (এখানে পরমান্বায় আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে । মন্ত্রটি সর্বস্বমূলক । মন্ত্রে প্রার্থনার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে ।) ॥ (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

নবমে বেদিকৃত্য । দশমে বেদ্যামাসাদনীয়ত্বাহত্যাধিবিশো গ্রহণমভিধীয়তে ।

১। “প্রত্যুষ্ট৭ রকঃ প্রত্যুষ্ট৭ অরাতরোহ্নের্কভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপামি ।”—বোধায়নঃ—“অথৈতাতাঃ ক্রচঃ সমাদন্তে দক্ষিণেন ক্রবৎ জুহুপত্বতো সবেদ্যে ক্রবৎ প্রাশিত্রহরণং বেদগরিবাসনা-নীতি গার্হপত্যে প্রতিপত্তি প্রত্যুষ্ট৭ রকঃ প্রত্যুষ্ট৭ অরাতরোহ্নের্কভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপা-নীতি” ইতি । আপত্তন্তমতে প্রত্যুষ্টমথের্ক ইত্যেতো যৌ মন্ত্রৌ । তৌ চ সংমার্কনাং প্রাকৃ-পশ্চাচ্চ ক্রমেণ ক্রচাং তাপনে বিনিযুক্ত্যেতে । প্রত্যুষ্টমন্ত্রৌ ব্যাখ্যাতঃ । হে ক্রচো যুয়ানতি-তীক্কেনায়েন্তেজসা নিঃশেষেণ তপামি । অনিষ্টগরিহারায়ৈষ্টসিদ্ধয়ে চোভৌ মজ্জাবিতাহ—“প্রত্যুষ্ট৭ রকঃ প্রত্যুষ্ট৭ অরাতর ইত্যাহ । রকসামপহত্ব্যে । অরেক্তভেজিঠেন তেজসা নিষ্টপামি-তাহ মেধ্যস্বার” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি ॥

২। “কোটিং ক্রা নিম্বং বাজিনং বা সপত্নসাহ৭ সং মাজি৭ বাচং প্রাণং চন্দ্রং প্রোম্বং প্রোম্বং যোনিং বা নিম্বং বাজিনং বা সপত্নসাহী৭ সং মাজি৭—কল্পঃ—“অথ ক্রবৎ সংমার্কি” গোষ্ঠং বা নিম্বং বাজিনং বা সপত্নসাহ৭ সংমার্কীত্যথ জুহুং সংমার্কি বাচং প্রাণং বা নিম্বং বাজিনং

ত্বা সপত্নসাহী৩ সংমার্জ্জীতাথোপভৃতং সংমার্জ্জী চক্ষুঃ শ্রোত্রং বা নিমৃকং বাজি ত্বা সপত্নসাহী৩
 সংমার্জ্জীতাথ এবাং সংমার্জ্জী প্রজাং যোনিং ত্বা নিমৃকং বাজিনীং ত্বা সপত্নসাহী৩ সংমার্জ্জীতি”
 ইতি । হে অংব গবাং স্থানং বা বিনাশয়ানীতাভিপ্রোক্ত্যাম্ববন্তং বৈরিণমভিভবিতারং ত্বাং সম্যক-
 শোধয়ামি । এবমন্তেষু যোজ্যং । দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রয়োশ্চ নিমৃকমিত্যাদিরনুযজ্যতে । মন্ত্রাণাং
 স্পষ্টার্থত্বমভিপ্রেত্য তদ্ব্যখ্যানমুপেক্ষ্যামুষ্ঠানং বিধন্তে—“অচঃ সংমার্জ্জী” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩
 অ० ১) ইতি । তত্র ক্রমং বিধন্তে—“অংবমগ্রে । পুমান্৩ সমেবাহভ্যঃ স৩শ্রুতি মিশুনস্বায়”
 (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । অংবঃ পুমাঞ্জুহ্বাতাঃ স্ত্রিয়ঃ । ততস্তাত্য়াঃ পূর্নভাবিত্বং
 অংবস্ত যুক্তং । স৩শ্রুতি সম্যক্ কুরোতি বিবাহার্থং সংস্করোত্তীতার্থঃ । জুহ্বাদীনাং পৌরূপার্থং
 বিধন্তে—“অথ জুহুং । অথোপভৃতং । অথ এবাম্” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি ।
 প্রশংসতি—“অসৌ বৈ জুহুঃ । অন্তরিক্ষমুপভৃতং । পৃথিবী এবা । ইমে বৈ লোকাঃ অচঃ ।
 বৃষ্টিঃ সংমার্জ্জনানি । বৃষ্টিকী ইমাম্লোঁকাননুপূর্কং কল্পয়তি । তে ততঃ কৃণাঃ সমেবন্তে” (ব্রা०
 কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । ক্রমাবস্থানসাম্যেন অচাং লোকত্বং । সংযজ্যন্তে অচো
 যৈর্কেদাঐগ্ৰেস্তানি সংমার্জ্জনানি । পূর্কং দর্ভৈর্কেদং কৃত্বা তদগ্রাণি পরিবাস্ত তানি বেদপরিবা-
 সনানি অচাং সংমার্জ্জনাং স্থাপিতানি । তেষাং বৃষ্টিজহত্যং বৃষ্টিক্রপত্বং । বৃষ্টিক্রপৈর্কেদাঐগ্ৰে-
 লৌকরূপাণাং জুহ্বাদীনাং ক্রমেণ সংমার্জ্জনে সতি বৃষ্টিবেদানুক্রমবর্তিনো লোকাঙ্কাতাদিসম্পন্নান্
 কুরোতি । ততস্তে লোকাঃ সম্পন্নাঃ সম্যগভিবর্ন্তন্তে । বেদনং প্রশংসতি—“সমেবন্তেহমা
 ইমে লোকাঃ প্রজয়া প্ততিঃ । য এবং বেদ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । বেদ
 পরিবাসনানামগ্রমূল্যবয়বয়োর্ক্যবস্থং দর্শয়তি—“যদি কাময়েত বর্ধকঃ পর্জন্তঃ স্তাদিতি । অগ্নতঃ
 সংযজ্যৎ । বৃষ্টিমেব নিযচ্ছতি । অবাচীনাগ্রা হি বৃষ্টিঃ । যদি কাময়েতাবর্ধকঃ স্তাদিতি ।
 মূলতঃ সংযজ্যৎ । বৃষ্টিমেবোচ্ছতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । নিযচ্ছতি
 গ্ৰগ্ভাবেন প্রবর্তয়তি । উচ্ছত্বাহ্বাকাংবেণ বারয়তি । তন্মিলেব বিষয়ে সম্প্রদায়বিদাং মতমাহ—
 “তহ বা আহঃ । অগ্নত এনোপরিষ্ঠাং সংযজ্যৎ । মূলতোহধস্তাৎ । তদনুপূর্কং কল্পতে ।
 বর্ধকো ভবতীতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি । উপরিষ্ঠাদিতি অচো বিলভাগঃ ।
 অধস্তাদিতি তদগ্ভভাগঃ । এবং সতি পরিবাসনানাং অংবঅচাং চাগ্রমগ্ৰেণ সম্বধ্যতে মূলং
 মূলেনেত্যাগ্নপূর্বী সমা ভবতি । পর্জন্তশ্চ বর্ধতি । বিলভাগে বিশেষমাহ—“প্রাচীমভ্যাকারং ।
 অগ্নৈরন্তরতঃ । এবমিষ হ্রস্বমন্ততে । অথো অগ্রোহা ওষধীনামুর্জং প্রজা উপজীবন্তি । উর্জ
 এবান্নান্ততাবর্ধক্যে” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ১) ইতি ।

বিলভাগে পশ্চিমোপক্রমাং প্রাগবসানাং অক্সংমার্জ্জনক্রিয়াং কৃত্বা বিলভ্যভ্যন্তরে সর্বত
 আকৃষ্ট্যাহকৃষ্য সংযজ্যৎ । যথা ভূজানঃ পুমান্ হস্তং পুরতঃ পাত্রে প্রসার্যভিত্তো ভোজ্যাত্মা-
 কৃষ্যাহকৃষ্য মুপবিলে প্রাক্ষিপতি তদ্বৎ । কিং চ প্রজা ওষধীনামগ্রভাগাদানীর রসমুপজীবন্তি
 তদ্বৎ । অত্র পরিবাসনাগ্নৈঃ সংমার্জনং রসরূপস্তাৎ যোগ্যস্তানন্ত প্রাপ্তৌ ভবতি । দণ্ডভাগে
 বিশেষমাহ—“অধস্তাংপ্রাচীণং । দণ্ডমন্তমতঃ । মূলেন মূলং প্রতিষ্ঠিতৈত্য” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩
 অ० ১) ইতি । অধস্তাদবস্থিতং দণ্ডং প্রতি প্রাগুপক্রমাং পশ্চিমাবসানাং সংমার্জ্জনক্রিয়ামুত্তমেন
 দণ্ডভাগেন (৭) কুর্ধ্যাৎ । তথা সতি দর্ভমূলেন অচো মূলং সম্বধ্যতে । তচ্চ প্রতিষ্ঠিতৈ

ভবতি । বিলদগুরোকৃতাং ব্যবহাং লৌকিকলিঙ্গেন ত্রুয়তি—“তন্মাদরয়ো প্রাণ্যপরিষ্টা-
ল্লোমানি । প্রত্যক্ষাধস্তাং । অথোবা” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । মণিবন্ধাদৃকং
নৃক্ষরোমাণি প্রাণুখাঅধস্তাত্ত্ব প্রত্যক্ষুখানি । এষা হি লৌকিকী অক্ষদৃষ্টান্তেন বৈদিক্যামপি
অচি যথোক্তপ্রকারো দৃষ্টব্যঃ । অত্র কেচিদাহঃ—উর্দ্ধবিলয়েন হস্তধৃতারাঃ অচ উর্দ্ধাধোভাগৌ
কৃৎনাবপ্যপরিষ্টাদধস্তাচ্ছদাত্যাং বিবক্ষিতৌ ন তু বিলভাগদণ্ডভাগৌ । এবং ধারকহস্তেহপ্যুর্দ্ধা-
ধোদেশৌ । তথা সত্যাক্তং লৌমলিঙ্গমমূলমিতি । তর্হি তথৈবাস্ত । অকবন্ত প্রথমতঃ
সংসার্জনং রূপককল্পনারোপপাদয়তি—“প্রাণো বৈ অকবঃ । জুহুর্দক্ষিণো হস্তঃ । উপভূংসব্যঃ ।
আত্মা অবা । অম্ব ৬ সংসার্জনানি । মুখতো বৈ প্রাণোহপানো ভূত্বা । আত্মানমম্বং প্রবিশ্ব ।
বাহুতত্ত্বম্ব ৬ শুভয়তি । তস্যাং অকবমেবাগ্রে সংসৃষ্টি । মুখতো চি প্রাণোহপানো ভূত্বা ।
আত্মানমম্বাবিশতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । আত্মা হস্তয়োর্মধ্যবর্তিশরীরং ।
মুখসঞ্চারিণো বায়োঃ প্রাণাপানান্তিথেয়ে ধে বৃত্তী । উচ্ছ্বাসরূপেণ বহির্নির্গচ্ছন্তী প্রাণবৃত্তিঃ ।
নিঃস্বাসরূপেণাপ্তঃ প্রবিশতাপানবৃত্তিঃ । তত্র প্রাণরূপো বায়ুঃ প্রাণতাং পরিত্যজ্য স্বয়মপানো
ভূত্বা মুখে প্রক্ষিপ্তমম্বগ্রাসং মধ্যশরীরে প্রবেশ্য বাহুং হস্তাদিরূপং শরীরং পৃষ্ঠ্যা শোভিতং করোতি ।
তন্মাদরূপৈর্বেদাদিগৈঃ প্রাণরূপস্ত অকবন্তাহদৌ সংসার্জনং কর্তব্যং । তথা ক্রুতে সতি প্রথম-
তোহমপ্রবেশঃ পশ্চাদাহুহস্তরূপস্ত জুহ্বাদেঃ শোভেত্যেতৎপপন্নং । প্রসঙ্গাৎ প্রাণাপানবেদনং
প্রশংসতি—“তৌ প্রাণাপানৌ । অব্যধূকঃ প্রাণাপানাত্যাং ভবতি । য এবং বেদ” (ব্রাং কাং
৩ প্রং ৩ অং ১) ইতি । প্রকর্ষণে বহিরনিতীতি প্রাণঃ । অপকর্ষণান্তরনিতীতাপানঃ ।
ইত্যেবং বৃত্তিতেদাতৌ প্রাণাপানৌ সম্পন্নানিতি বেদিতুরকালে প্রাণাপানাত্যাং বিয়োগো
মূহ্যরূপো ন ভবতি । মম্বমুৎপাদ্য বিনিয়ুক্তে—“দিবঃ শিল্লমবততং । পৃথিব্যাঃ ককুভি শ্রিতং ।
তেন বয় ৬ সহস্রবলশেন । সপন্নং নাশয়ামসি স্বাহেতি । অকসংসার্জনাত্মনৌ প্রকৃততি” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । দিবঃ সকাশাদবৃষ্টিরূপেণাধঃ প্রসৃতমিদং দর্ভরূপং চিত্রং বস্ত্র
ভূমেরুপর্ধ্যাশ্রিতং শতশাখেন তেন দর্ভেণ বয়ং বৈরিণং নাশয়ামঃ । ইদং দর্ভরূপং হতমস্ত্র ।
অনেন মস্ত্রেণ বেদপরিবাসনাত্মনৌ প্রক্ষিপেৎ ।

অগ্নিমস্ত্রে সংসার্জনানি ন প্রতীয়ন্ত ইতি শঙ্কাং বারয়তি—“আপো বৈ দর্ভাঃ । রূপমেবৈষামে-
তমহিমানং ব্যাচটে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । দিবোহবততনিত্যানেন
বৃষ্টিরূপা আপঃ প্রতীয়ন্তে । আপশ্চ দর্ভরূপাঃ । দর্ভরূপেণোৎপত্তিঃ পূর্কমেবোৎপবনব্রাহ্মণে
দর্শিতা । তন্মাদেতন্মস্ত্রগতশব্দস্বরূপমেবৈষাং দর্ভাণাং দিবঃ শিল্লম্বাদিলক্ষণং মহিমানং
প্রখ্যাপয়তি । অত্র মস্ত্রাত্মহুইপ্ছন্দস্বমুৎপত্তং চাম্বসক্ষেয়মিত্যাহ—“অম্বইভর্জা” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । সংমৃজ্যাদিতি শেষঃ । বিধেয়মম্বইপ্ছন্দং ভোতি—
“আম্বইভঃ প্রজাপতিঃ । প্রাজাপত্যো বেদঃ । বেদস্তাগ্র ৬ অকসংসার্জনানি । যেনৈ-
বৈনানি ছন্দসা । স্বয়া দেবতয়া সমর্জয়তি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । জগৎসৃষ্টৌ
প্রজাপতেরম্বইপ্ছন্দকারিণীতি তাপনীয়োপনিষদি শ্রুতং—“স এতং মস্ত্ররাজং নারসিংহমাম্বইভম-
পশুং । তেন চৈ সর্কমিদমম্বজত” ইতি । তস্যাং প্রজাপতেরাম্বইভম্বং । “প্রজাপতের্ষা এতানি
সর্কমিণি যবেদঃ” ইতি বক্ষ্যতি । তন্মাদেদস্ত প্রাজাপত্যম্বং । তথা সতি বেদাগ্রস্ত স্বকীরং

হুঃ। স্রকীয়া চ দেবতেত্বাভ্যং সমৃদ্ধিৰ্ভুক্তবতি । ন কেবলং ছন্দসঃ প্রাশস্ত্যং কিং তু
 স্রচোহপীতাহ—“অথো ঋগাব যোষা। দর্ভো বুধা। তন্নিধুং। মিধুনমেবাস্ত তত্ত্বজ্ঞে
 করোতি প্রজননায়। প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্জমানঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি।
 বুধা সেচনসমর্থঃ পুমান্। অত্র ঋকসংমার্জনানামুক্তমহোমো প্রক্ষেপ ইত্যেকঃ পক্ষঃ। অস্তিঃ
 প্রক্ষাল্যোৎকরে পরিত্যজ্যেদ্বিত্যপরাঃ পক্ষঃ। অত এব স্রজকারোহয়ো প্রহরতীত্যুক্তা পুনর-
 প্যাহোৎকরে বা তত্ত্বজ্ঞীতি। তমিমং পক্ষং বিধত্তে—“তাংকে বুধেবাশস্তি। তত্ত্বা ন
 কাৰ্য্য। আয়জ্ঞস্ত যজ্ঞিষস্ত কৰ্মণঃ স বিদোহঃ। যথেনানি পশবোহভিভিষ্ঠেয়ুঃ। ন
 তৎপশুভাঃ কং। অস্তিমার্জয়িত্বোৎকরে তত্ত্বং। যধৈ যজ্ঞিষস্ত কৰ্মণোহন্ত্রাহন্ত্রতীভাঃ
 সমৃদ্ধিতে। উৎকরো বাব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। এতাৎ হি তস্মৈ প্রতিষ্ঠাং দেবাঃ সমভরন্।
 যদতিষ্ঠাৎকরতি। তেন শাস্তং। যদ্বৎকরে তত্ত্বাতি। প্রতিষ্ঠামেবৈনানি তদগময়তি
 প্রতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্জমানঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি। কেচিদ্বিঃ
 প্রক্ষালনমকৃত্বৈব যত্রাপি পরিত্যজন্তি তদযুক্তং। য এযোহন্ত্রাহনপ্রকারঃ স কৰ্মণো
 বিপরীতং ফলং দোদ্রি। অপ্রক্ষালিতদর্ভাক্রমণেন পশুনাং রোগোৎপত্ত্যা স্ত্বং ন ভবেৎ।
 নার্জনেন তচ্ছাস্তং ভবতি। আহুতিব্যতিরিক্তস্ত যজ্ঞিষদ্রব্যাত্মকঃ সন্নিপ্তিহানমিতি
 দেবৈঃ সম্পাদিতত্বাত্তৈব পরিত্যাগে প্রতিষ্ঠা ভবতি। অগ্নিগ্রহরণপক্ষমেব ত্রিচরিতুসংকপে
 পরিত্যাগঃ দৃষয়তি—“অথো স্ত্বশ্ব বা এতদ্রপং। যৎস্রকৃৎমার্জনানি। স্ত্বশো বা ওষধয়ঃ।
 তাসাং জরংকক্ষঃ পশবো ন রমন্তে। আগ্নেয়া হেথাং জরংকক্ষঃ। যাবদগ্নিয়ে হ
 বৈ জরংকক্ষঃ পশুনাং। তাবদগ্নিঃ পশুনাং ভবতি। যন্তৈতাত্ত্রাহ্নেদধতি”
 (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি। অথোশব্দ উৎকরপক্ষবাস্তব্যার্থঃ। ওষধয়ো বিবিধাঃ
 স্ত্বশ্বরূপা নবাব্যাক্রপাশ। কোমলতৃণাভাবাদস্বাহুর্জরংকক্ষঃ স্ত্বশ্বঃ। দাবাগ্নিহুপ্রদেশে বুঠা
 সমুৎপন্নঃ কোমলস্বাহুতৃণসমূহো নবাব্যঃ। তত্র ঋকসংমার্জনানি স্ত্বশ্বলুনতয়া স্ত্বশ্বরূপাণি।
 যন্তৈতাত্ত্রাহ্নেদধতি তাংকে (জ্যে) রংস্তরা তত্র তত্র বিকীর্ণানি তানি বহুস্ত্বা
 ওষধয়ঃ সম্প্রস্তু। তাসামোষধীনাং সমৃদ্ধিনি জরংকক্ষে প্রীত্যভাবাজ্জরংকক্ষবস্ত্রজমানোহপি
 পশুনামগ্নিঃ ইত্যপত্রয়ঃ স্ত্রাৎ। অগ্নিগ্রহরণপক্ষং ত্রিচরতি—“নবদাব্যাত্ত বা ওষধীসু
 পশবো রমন্তে। নবদাবো হেথাং গ্নিঃ। যাবৎগ্নিয়ে হ বৈ নবদাবঃ পশুনাং।
 তাবৎগ্নিঃ পশুনাং ভবতি। যন্তৈতাত্ত্রাহ্নো প্রহরন্তি। তন্মাদেতাত্ত্রাহ্নাবেব প্রহরেৎ।
 যতঃস্মিনৎসংমৃজ্যাৎ। পশুনাং ধৃতো” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি। নবঃ প্রত্যাদম-
 পূর্বকালভাবী দাবাগ্নিষস্ত কোমলতৌষধিসমূহস্ত্রাহ্নো নবদাবঃ। তাদৃশৌষধিবস্ত্রজমা-
 নোহপি সংমার্জনানামগ্নৌ প্রহরণে পশুনাং গ্নিয়ে ভবতি। তন্মাদাহবনীরে গাইপতে বা
 যস্মিন্নগ্নৌ ক্র্যঃ প্রতিভ্য সংমৃষ্টাভ্যগ্নেবেব প্রহরণং যজমানগৃহে পশুনাং বহুনাং ধারণায়
 ভবতি। ঋকসংমার্জনপ্রসঙ্গাদগ্নিসংমার্জনানামপি কক্ষিষ্মস্তুংপাঠ বিনিয়ুক্তঃ—“যো
 ভূতানামধিপতিঃ। রজস্তস্তিরো বুধা। পশুনম্যকং হা হি৭ নীঃ। ঐতদন্ত হতং তব
 স্বাহৈত্যগ্নিসংমার্জনাত্ত্রাহ্নো প্রহরতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ২) ইতি। তুভিঃ কক্ষসন্ধানং
 তদ্র চরতীতি তস্তিচরঃ। বুধা দেবেষু প্রোহঃ। হে রজঃ সৃ-স্বমম্যকং পশুনাং হি৭ নীঃ

এতদগ্নিসংসারজন্মদ্রব্যং তব হতমস্ত । তস্মৈবার্থভানুবাদকঃ স্বাহেতি শব্দঃ । বৈদিকভৈরবঃ সংস্ক-
স্তৈরৈবাগ্নিঃ সংযজ্য স্বকালে সংপ্রাপ্তে তানি সংসারজন্মান্তর্যমৌ প্রহরেৎ । প্রথমতোহগ্নৌ
সংযুষ্ঠে প্রধানবাগাদুধ্বমধ্বাহার্যরূপায়াং দক্ষিণারামৃদ্ধিগ্ভোজা দত্তারামহ্যাজহোমাং পূর্কঃ
দ্বিতীয়মগ্নৌ সংযুষ্ঠে সতি তং প্রহরণকালঃ । অগ্নিদগ্ধপ্রদেশে পুনরুপত্য সমাধ্বম্মানদ্বাদগ্নৌ দর্ভাণাং
প্রহরণং যজুমিত্যাহ - 'এবা বা এতেবাং যোনিঃ । এবা প্রতিষ্ঠা । স্বামেবৈনানি যোনিং ।
স্বাং প্রতিষ্ঠাং গময়তি । প্রতিতিষ্ঠতি প্রজয়া পশুভির্যজমানঃ' (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২)
ইতি । এবা বহিরূপা । ন চাগ্নিপ্রহরণে রুদ্রবিষয়ো মজ্ঞো ব্যবিকরণ ইতি বাচ্যং । অগ্নেরেবাজ
রুদ্রত্বাৎ । "রুদ্রো বা এষঃ । যদগ্নিঃ । স এতর্হি জাতঃ" ইতি শ্রুতাস্ত্রিয়াং । যদগ্নৌদীপ্তরুদ্রস্ত
রুদ্রত্বমিতি নির্বচনাচ্চ ॥

৩। "আশাসানা সৌমনসং প্রজাভ্ সৌভাগ্যং তন্ম । অগ্নেরহুত্রতা ভূহা সং নহে
স্বকৃতায় কং ।" কল্পঃ— "অথৈনাং পত্নীমস্তুরেণ বেদ্যংকরৌ প্রপাত্ত জঘনেন দক্ষিণেন
গার্হপত্যমুদীচামুপবেশ্য যোক্তেণ সংনহতি আশাসানা সৌমনসং প্রজাভ্ সৌভাগ্যং
তন্ম । অগ্নেরহুত্রতা ভূহা সং নহে স্বকৃতায় কমিতি" ইতি । যা-পত্নী বহ্নেরহুসারিণী
ভূহা সৌমনস্তাশাসানা বর্ততে তামেতাং শোভনকর্ষণে স্মৃৎ যথা ভবতি তথা বধামি ।
যোক্তবন্ধনয় গার্হপত্যসমীপে পত্ন্যা উপবেশনং বিধত্তে— "অযজ্ঞো বা এষঃ । যোহপত্নীকঃ ।
ন প্রজাঃ প্রজায়েয়ন্ । পত্ন্যঘাত্তে । যজ্ঞমেবাকঃ । প্রজানাং প্রজননায়" (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ৩) ইতি । অকঃ কৃতবান্ ভবতি । বন্ধনকালেহুপ্যুপবেশনমেক ন তুত্থনমিত্যাহ—
'যতিষ্ঠন্তী সংন'হত । প্রিয়ং জাতিং রক্ষ্যাৎ । আসীনা সংনহন্তে । আসীনা হেবা
বীৰ্য্যং করোতি" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩) ইতি । রক্ষ্যামাশয়েৎ । চিরমণ্যবহ্নাতুঃ
শক্যাদাসীনায়াঃ সামর্থ্যমন্তি । দিগেশৌ বিধত্তে— 'যৎ পশ্চাৎ প্রাচ্যাসীত । তুন্নম সমদং
দধীত । দেবানাং পত্নীয়া সমদং দধীত । দেশাদক্ষিণত উদীচ্যাস্তে । আত্মনো গোপীধার"
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩) ইতি । সমদঃ কল্পহঃ । গার্হপত্যস্ত পশ্চাত্তাগে প্রাচ্যুত্থে
সতি প্রাচীনপ্রবণা বেদিকপয়া পৃথিব্যাঃ সহ কল্পহঃ স্তাৎ । পত্নীসংযাজহোমেষু তৃতীয়া-
হুতের্থা দেবতা দেবপত্নী তস্তা অপি তদেব স্থানমিতি তয়াপি সহ কল্পহঃ কুর্য্যাৎ ।
অতো দক্ষিণদেশে স্বরক্ষার্থমুদযুধী তিষ্ঠেৎ । নহু সর্কা আগি যোষিতঃ সৌমস্তাদি-
কামনাশাসন্তে তত্র কো বিশেষোহস্তা ইত্যাপন্য মন্ত্রে পূর্বাঙ্কতাতিপ্রায়মাহ— "আশাসানা
সৌমনসমিত্যাহ । মেধ্যামেবৈনাং কেবলীং কৃদ্ধা । আশিবা সমধরতি (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ৩) ইতি । দেবযজ্ঞপ্রবেশেন যজ্ঞযোগ্যাং পাপক্ষয়েণ কেবলীং কৃদ্ধাশাসানেতি
ক্ৰবন্ সত্যশিবা সমৃদ্ধাং করোতি ।

অহুত্রতহুতমর্থমাহ— "অগ্নেরহুত্রতা ভূহা সংনহে স্বকৃতায় কমিত্যাহ । এতর্হি পত্নীর
ত্রতোপনয়নং । তেনৈবৈনাং ত্রতম্পনয়তি" (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৩) ইতি । পত্ন্যাঃ
স্বাতরেণ কর্মাদিকার্য্যভাবাৎ পত্ন্যা সহ তদধিকারে সত্যোতদেব যোক্তং তস্তা অহুত্রতস্বীকরণ-
লিঙ্গং । যথা বিবাহে ত্রিরাঃ কঠে মঙ্গলসূত্রং লিঙ্গং তথ্যং । অগ্নিরর্থো লৌকিকবৈদিকপ্রলিঙ্গ-
দশমিতি— "তস্মাদাহঃ । যষ্টেচৎ বেদ যজ্ঞ ন । যোক্তুং বেদ যুক্তে । বম্বাস্তে । তস্তাসুগ্নির্যোকে

ভবতীতি যোক্তেণ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৩) ইতি । যজ্ঞাৎ হ্রজধারণং লোকবেদমোনিয়ম-
স্বীকারে লিঙ্গং । লোকে হি দূরদেশবর্জিতবতাদর্শনং সঙ্কল্পরম্ভঃ সূত্রং বদন্তি । বেদেহপ্যপ-
নয়নব্রতে যোজ্ঞাৎ বদন্তি । তস্মাদ্ভো যোগং জানাতি যশ্চ ন জানাতি তাদৃশাঃ সর্কেহপ্যেবমাহঃ ।
ইয়ং পত্নীং যোক্তুমবশ্যং যুতে মিশ্রয়তি বদ্যতি যং পতিনঘেবা ব্রতং স্বীকৃত্যাহন্তে তত্ত
সম্বন্ধিনা মঙ্গলহুত্রেণামৃষিম্নোকে যুক্তা ভবতি । প্রকারান্তরেণ যোক্তুং ভোতি—
“সদ্যোক্তুং । স যোগঃ । যদান্তে । স ক্ষেমঃ । যোগক্ষেমস্তু রুদৈশ্চ” (ব্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ৩) ইতি । অপ্রাপ্তস্ত বস্তনঃ প্রাপ্তিযোগঃ । প্রাপ্তস্ত রক্ষণং ক্ষেমঃ । অতো
যোক্তু বন্ধনমুদমুখ্যাসনং চোভয়সিদ্ধয়ে ভবতি । মনসি কিমভিপ্রেত্যাঙ্গৌ বধ্যত ইত্যা-
শক্যাহ—“যুক্তং জিহ্বাতা আশীঃ কামে যুক্ত্যাতা ইতি । আশিষঃ সমৃদ্ধে” (ব্রা०
কা० ৩ প্র० অ० ৩) ইতি । ময়া শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম ক্রিয়তেহতঃ সৌমনস্তাদিরূপা মমেরমাশীঃ
ফলে যুক্ত্যাতাং । অনেনাভিপ্রেত্যাঙ্গৌ সমৃদ্ধা ভবতি । বিধন্তে—“গ্রহিৎ গ্রথুতি ।
আশিষ এবান্তাং পরিগৃহ্মতি । পুমায়ৈ গ্রহিঃ । জীঃ পত্নী । তন্নিথুনং । মিথুনমেবান্ত
তদ্বজ্ঞে কৰোতি প্রজননায় । প্রজায়তে প্রজয়া পশুভির্বজমানঃ । অথো অর্কো বা এষ
আয়নঃ । যৎ পত্নী । যজ্ঞস্ত ধৃত্যা অশিখিলং ভাবায়” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৩)
ইতি । সৌমনস্তাশিষঃ সর্কা অপি যোক্তুগ্রহিণা তস্তাং পরিগৃহীতা ভবন্তি । যজ্ঞ-
কর্তৃরক্ষস্বরূপভূতা পত্নী । তন্তত্তদীয়গ্রহিণা যজ্ঞো দ্বিগতে ন তু শিথিলো ভবতি ॥

৪ । “সুপ্রজসস্তা বয়ং সুপত্নীরূপে সেদিম । অগ্নে সপত্নদন্তনমদকাসৌ অদাত্যং ।”—
কল্পঃ—“জঘনেন গার্হপত্যমুপসীদতি সুপ্রজসস্তা বয়ং সুপত্নীরূপে সেদিম । অগ্নে সপত্নদন্ত-
নমদকাসৌ অদাত্যমিতি” ইতি । হেহয়ে বয়ং স্বামুপসীদামঃ । কীদৃশৌ বয়ং সুপ্রজসঃ
শোভনপ্রজোপেতাঃ । শোভনঃ পতির্ধামাং তাঃ সুপত্ন্যাঃ । স্বংপ্রসাদাদদকাসঃ কেনা-
প্যতিরঙ্কতাঃ । কীদৃশং স্বাং সপত্নদন্তনং বৈরিবিনাশিনমদাত্যং কেনাপ্যতিরঙ্কার্য্যং । পত্ন্যা
উপসীদনে প্রয়োজনং দর্শয়তি—“সুপ্রজসস্তা বয়ং সুপত্নীরূপে সেদিমত্যাহ । যজ্ঞমেব
তন্নিধুনী কৰোতি । উনেহতিরিক্তং ধীয়াত ইতি প্রজাত্যে” [ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৩]
ইতি । শোভনঃ পতির্বস্তা ইত্যভিধানাদ্বজ্ঞং মিথুনবস্ত্য কৰোতি । তন্নিম্ন মিথুনে পত্যা
কৰ্ম্মণ্যমুজ্জীয়মানে সতি যজ্ঞাৎ তেনানমুজ্জীতং সদুনং ভবতি । তজ্জোনপ্রদেশে তদ্বজ্ঞমতিরিক্তং
তেনানমুজ্জীতমনয়া পত্ন্যা দ্বিগতেহুজ্জীয়তে । অত এব পত্নীকর্তব্যং পূর্ণপাত্রনিনয়নমায়তে
“অঞ্জলৌ পূর্ণপাত্রমানয়তি । রেত একান্তাং প্রজাং দধাতি” ইতি । এবমস্তদপি তৎকর্তব্য-
মুদাহার্য্যং । অত উনং পত্নী পরিপূরয়তীতি প্রয়োজনেন পত্ন্যাঃ প্রবেশনে সতি তন্নিধুনং
প্রজননায় সম্পত্ততে । যথা সপ্তমেহুবাং কপালোপধানপ্রসঙ্গেন তদ্বিমোচনমজ্জোহপ্যায়াত
এবমত্রাপি যোক্তু বন্ধনপ্রসঙ্গেন যোক্তুবিমোকমত্র আয়াতে —

৫ । “ইমং বি ষ্ঠামি বরুণস্ত পাশং যনবদীত সবিতা সূকতেঃ । ধাতুশ্চ বোনৌ
সূকতস্ত লোকে ত্বোনং মে সহ পত্যা কৰোমি ॥” ইতি । বিষ্ণুয়ামি বিমুঞ্চামি ।
সূকতেঃ সূক্তানঃ । সবিত্রা বন্ধেহ্মিন্ যোক্তুরূপে বরুণপাশে বিমুক্তে সতি ধাতুশ্চ বোনৌ
বোনৌ হানেহুজ্জীতস্ত কৰ্ম্মণঃ কলঙ্কতে লোকে পত্যা সহ মে সূতং কৰোমি । ১১৩

বোক্ত্রশ্র বিমোক্ষঃ স্বকালে কর্তব্যঃ । পিষ্টলৈপকলীকরণহোমাত্যাম্ভুং প্রায়শ্চিত্তহোমেভ্যঃ পূৰ্ব্বমশ্র স্বকালঃ । অত এব কল্পস্বত্রকারশ্রুত্মিন্ প্রদেশে পঠতি—“ইমং বিঘ্নামীতি পত্নী বোক্ত্রশ্র পাশং মুঞ্চতে তস্তাঃ সযোক্তে হঞ্জলৌ পূৰ্ণপাত্রমানয়তি সমাযুযা সং প্রজয়েত্যানীয়মানে জপতি” ইতি ॥ সোহপি মন্ত্ৰোহত্রৈবানন্তরমাত্যাত্যঃ—

৬। “সমাযুযা সং প্রজয়া সমগ্রে বর্চসা পুনঃ । সং পত্নী পত্যাংহং গচ্ছে সমাত্মা তনুবাশ্রম ॥” ইতি । হেহংয়েহমাযুযা সংগচ্ছে, প্রজয়া সংগচ্ছে । পাতিব্রতালক্ষণেন বর্চসা সংগচ্ছে । অনেন পত্যা পুনঃ পুনঃ পত্নী ভূঙ্গা সংগচ্ছে বিয়োগঃ কদাচিদপি না ভূদিত্যর্থঃ । নম শরীরেণ জীবাত্মা চিরং সংগচ্ছতাং ॥

৭। “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রসস্তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্ক্ষপামি ।”—কল্পঃ— “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রসস্তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্ক্ষপামি দেবযজ্ঞায়া ইতি তস্তাং পবিত্রাস্ত- হিতায়ামাজ্যং নিকপ্য” ইতি । যথ্যপত্র মন্ত্রকাণ্ডে দেবযজ্ঞায়া ইতি পদং নাহংমাতং তথাপি প্রাক্ষণানুসাবেণ তৎপঠিতব্যং । মহীশব্দস্ত গৌরিত্যর্থঃ । অতএব সম্প্রমকাণ্ডে গাং প্রস্তোতাং- দ্বায়তে—“তস্তা উপোথায় কৰ্ম্মমাজ্যপেদিভে রন্তেহৃদিতৈ সবস্বতি প্রিয়ে প্রেয়সি মহি বিশ্রতো- তানি তে অগ্নিয়ে নামানি” ইতি । হে আজ্য ত্বং মহীনাং গবাং পয়োংসি সাক্ষাত্তজ্জত্বাং । ওষধীনাং রসশ্চাসি পরম্পরয়া তজ্জত্বাং । তাদৃশস্ত ক্ষয়েণ রহিতস্ত ত্বং স্বকপং দেবযাগার্থং পাত্রাং নির্ক্ষপামি । ইমং বি ঘনি সমাযুযেত্যত্র মন্ত্রব্রতাত্মাপ্রাসঙ্গিকত্বা ত্র্যখ্যানমুপেক্ষ্যানন্তরস্ত মন্ত্রস্ত পূৰ্ব্বভাগে স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—“মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রস ইত্যাহ । রূপমেবাস্ত্রো- তনুমহীনাং ব্যাচষ্টে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৩) ইতি । উত্তবভাগস্ত তেহক্ষীয়মাণস্তেতি- পদস্তাভিপ্রায়মাহ—“তত্ত্ব তেহক্ষীয়মাণশ্চ নির্ক্ষপামি দেবযজ্ঞায়া ইত্যাহ । আশিষমেবৈতা- নাশান্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অ ৩) ইতি । আজ্যভাগাস্ততাং বিধন্তে—“বৃত্তং চ বৈ মধু চ প্রজাপতিরাসীৎ । যতো নক্ষাসীৎ । ততঃ প্রজা অসৃজত । তস্মান্মধুনি প্রজননমিবাশ্চি । তস্মান্মধুনা ন প্রচরন্তি । যাতরান হি আজোন প্রচরন্তি । যজ্ঞো বা আজ্যং । যজ্ঞেনৈব যজ্ঞং প্রচরন্ত্যাতরানমদ্যার’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৪) ইতি । প্রজাপতিঃ পূৰ্ব্বং যাগসাধনং সৃষ্টিসাধনং চাভিপ্রোত্য স্বয়মেব সত্যসঙ্কল্পতয়া দ্ব্যতমধুকপেণ পরিণতোহভূৎ । যস্মাত্ত্বপত্তিবীজত্ব- মভিপ্রোত্য মধবভূতস্মান্মধুযীজেন প্রজা অসৃজত । অতএব মধুনা নানাবীজোৎপাদনং বিঘ্নতে । তেনোৎপাদনেন যতো গতসারং ততো মধুনা যাগং ন কুৰ্ব্বন্তি । সারবত্বাদাজোন যাগং কুৰ্য্যাৎ । সৰ্ব্বযজ্ঞহেতুত্বাদাজ্যস্ত যজ্ঞঃ তদ্বৈতুং চ বক্ষ্যতে—“সৰ্ব্বস্মৈ বা এতদযজ্ঞায় গৃহ্যতে । যজ্ঞবায়ো- মাজ্যং” ইতি । অতো যজ্ঞযোগ্যসাধনেনৈব যজ্ঞস্তানুষ্ঠানান্নাস্তি গতসারবদোষঃ ॥

৮। “মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রসোহদকেন ত্বা চক্ষুযাহবেক্ষে স্প্রজজাত্বায়া ।”—কল্পঃ— “অথৈনামাজ্যমবেক্ষয়তি মহীনাং পয়োহস্তোষধীনাং রসোহদকেন ত্বা চক্ষুযাহবেক্ষে স্প্রজজা- ত্বায়েতি” ইতি । অদকেন রোগানুপহতেন । বিধন্তে—“পত্ন্যাবেক্ষতে । মিথুনদ্বায় প্রজাতৈ । যদৈ পত্নী যজ্ঞস্ত করোতি । মিথুনং তৎ । অথো পত্নিয়া এবৈষ যজ্ঞস্যায়ারশ্চোহনবচ্ছিত্তৈ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৪) ইতি । যজ্ঞস্য পুরুষদ্ব্যন্তেন সহ পত্ন্যা মিথুনং । কিং চ পত্ন্যা আজ্যাবেক্ষণরূপ এষ এব যজ্ঞমানম্নু যজ্ঞারম্ভঃ । দম্পত্যোদ্বায়োরপ্যারম্ভে সতি যজ্ঞো ন বিচ্ছিত্ততে ॥

৮। “তেজোহসি তেজোহমু প্রেহ্মিণ্ডে তেজো মা বি নৈং ।”—কল্পঃ—“অথৈনদগার্হপত্যে হধিশ্রয়তি তেজোহসীতি সমিধমুপযত্য প্রাগ্ধরতি তেজোহমু প্রেহীত্যাথৈনদাহবনীয়েহধিশ্রয়ত্যগ্নিস্তে তেজো মা বি নৈদিতি” ইতি । হে আজ্য স্বং তেজোরূপমসি তেজোরূপমাহবনীয়মমুপ্রবেষ্টুং গচ্ছ । অমমাহবনীয়োহগ্নিস্বদীয়ং তেজো মাংপনয়তু । অন্তষ্ঠানবিধিপূর্বকং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে— অমেধ্যং বা এতং কৰোতি । যৎপত্ন্যবেকতে । গার্হপত্যেহধিশ্রয়তি মেধ্যস্বায় । আহবনীয়মভ্যাদ্ধবতি । যজ্ঞস্য সন্ততো । তেজোহসি তেজোহমু প্রেহীত্যাহ । তেজো বা অগ্নিঃ । তেজোহাজ্যং । তেজসৈব তেজঃ সমধ্বয়তি । অগ্নিস্তে তেজো মা নি নৈদিত্যাহা হি ৩স্যৈ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ॥

১০। “অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানাং ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভব ।”—বোধায়নঃ—“অথৈনদয্যাহতং প্রতি পরিশ্রত্যোত্তরাদ্ধে বেঠে নিধায়াদ্ব্যুরবেকতে অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানাং ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেতি” ইতি । আপত্তম্বঃ—“অগ্নেজ্জিহ্বাহসীতি ক্ষ্যস্য বস্মান্দয়তি” ইতি । আহবনীয়ে স্থিতস্যাহজস্যোদগ্দেশে সমানেভুং ক্ষ্যেয়ং কাঞ্চিদ্রেখাং কৃত্বা তস্যঃ সাদয়েৎ । হে আজ্য আশারূপায়া জিহ্বায়া উৎপাদকত্বাদগ্নেজ্জিহ্বাহসি । দেবানাং সুখায় ভবতীতি স্তুভুঃ । ঈদৃশং স্বং তত্তদাহতিস্থানায় তত্তমন্ত্রপূর্বকগ্রহণায় পর্যাাপ্তং ভব । ব্যাচষ্টে—“অগ্নেজ্জিহ্বাহসি স্তুভূর্দেবানামিত্যাহ । যথাযজুরেবৈতং । ধামে ধামে দেবেভ্যো যজুষে যজুষে ভবেত্যাহ । আশিযমেবৈতামাশান্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ॥

১১। “শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসি ।”—কল্পঃ—“অথৈনদগগ্রাভ্যাং পবিত্রাভ্যাং পুনরাহারমুংপুন্যতি শুক্রমসীতি প্রথমং জ্যোতিরসীতি দ্বিতীয়ং তেজোহসীতি তৃতীয়ং” ইতি । শুক্রং দীপ্তিমং । আজ্যস্যোৎপবনং বিধত্তে—“তদ্বা অতঃ পবিত্রাভ্যামেবোৎপুন্যতি । যজমানো বা আজ্যং প্রাপাপানো পবিত্রে । যজমান এব প্রাপাপানো দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । যতো বোধিবীক্ষণেনামেধ্যস্যাহজ্যস্ত মেধ্যস্বায় গার্হপত্যাদধিশ্রয়ং কৃতমত এবাত্যন্ত-শুক্লার্থমুংপুনীয়াৎ । প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“পুনরাহারং । এবমিহ প্রাপাপানো সঞ্চরতঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । আজ্যস্থাপিতে পবিত্রে প্রাচ্যাং প্রোহ পুনঃ পশ্চাদাহতায় মেধ্যাদুধমুংপুনীয়াৎ । এবং ত্রিবারমিত্যভিপ্রায়েণ পবিত্রেণ বীক্ষার্থো গমুলপ্রত্যয়ঃ প্রযুক্তঃ । মন্ত্রাণাং স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—“শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোহসীত্যাহ । রূপমেবাস্তৈতন্নহিমানঃ ব্যাচষ্টে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । প্রতিমন্ত্রক্রিয়াং বিধত্তে—“ত্রিষজুবা । ত্রি ইমে লোকাঃ । এষাং লোকানামাষ্টৈয়া” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি । ত্রিষমনুদার্থবাদান্তরমাহ—“ত্রিঃ । ত্র্যাবুক্তি যজ্ঞঃ । অথো মেধ্যস্বায়’ (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৪) ইতি ।

১২। “দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ ।”—কল্পঃ—“অথ প্রোক্ষণীকুংপুন্যতি দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিরিহি পজুঃ” ইতি । তদেতদুৎপবনং পবিত্রবিশিষ্টং বিধত্তে—“অথাহজ্যবতীভ্যামপঃ । রূপমেবাহ লামেতদ্বর্ণং দধাতি । অপি বা উতাহহঃ । যথা হ বৈ যোষা সূবর্ণং হিরণ্যং পেশলং বিভর্তী রূপাণ্যাস্তে । এবমেতা এতহীতি” (ব্রাং কাং ৩ অং ৪) ইতি । যাভ্যাং পবিত্রাভ্যামাজ্যমুংপুতং তাভ্যামেবাহজ্যলিপ্তাভ্যামপ উৎপুনীয়াৎ । ব্যত্যয়েন জ্বলিগ্নত্বং । এতদীজ্য

স্ববিন্দুভিরাসামপাং বর্ণবিশেষোপেতং রূপং সম্পাদয়তি । অপি চ তাম্রাদিকালুঘ্যরাহিত্যেন শোভনবর্ণোপেতং কটকাভাকারসৌকর্যেণ পেশলং হিরণ্যং বিভ্রতী যৌষেবেমা আপ আজ্যাবিন্দু-
যুক্তা নেত্রপ্রিয়া ভবন্তি । ময়গতচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যহুসন্ধেয়তয়া বিধত্তে—“আপো বৈ সর্বা দেবতাঃ ।
এষা হি বিশেষাং দেবানাং তনুঃ । যদাজ্যং । তত্রোভয়োঽশ্মীমাংসা । জামি স্থাং । যদযজুর্বাহজ্যং
যজুর্বাহপ উৎপুনীয়াং । ছন্দসাহপ উৎপুনাত্যজামিহ্মায় । অথো মিথুনহ্মায় । সাবিত্রিযচ্চা ।
সবিত্রপ্রস্তুতং মে কশ্মাসদিতি । সবিত্র প্রস্তুতমেবাস্য কশ্ম ভবতি । পচ্ছো গায়ত্রিয়া ত্রিঃ
বমুদ্রহ্মায় । অস্তিরেবোধধীঃ সন্নয়তি । ওষধীভিঃ পশূন্ । পশুভির্গজমানং” (ত্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ৪) ইতি । উদকরূপেণ বীর্ঘেণ দেবতাশরীরমুৎপত্ততে । আহতিরূপেণাহজ্যেন
তৎপোষ্যতে । তাম্রাদাজ্যোদকয়োঃ সর্বদেবতারূপেণে সমে সতি কিমেতত্ত্বয়ং যজুর্বাহোৎ-
পুনীয়াহুতাপ স্তচেতি মীমাংসায়ামালম্বনবিবারণার্থমুচেতি যুক্তং । স্নগ্য়জুর্ভ্যাং মিথুনহ্মমপি সম্পত্ততে ।
ত্রিবারমুৎপূতাস্বপ্ স্বাদরাতিশয়ান্নাভিরদ্ধিঃ ক্রমেণৌষধীপশুযজমানাঃ সমৃদ্ধা ভবন্তি ॥

১৩-১৪ । “শুক্রেং অা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামি জ্যোতিষ্মা
জ্যোতিষ্মার্চিষ্মার্চিষি ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামি ॥”—কল্পঃ—“আদত্তে দক্ষিণেন
ঋবং সব্যেন জুহুং বেদে প্রতিষ্ঠাপ্য তস্তাং গৃহ্মীতে শুক্রেং অা শুক্রায়াং ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যা
যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যোতো যজুর্বা চতুর্গৃহীতং গৃহ্মীত্বা সংমুগ্ধোৎপ্রযচ্ছতি । অধোপভূতি
গৃহ্মীতে জ্যোতিষ্মা জ্যোতির্মা ধাম্নে ধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যোতেন যজুর্বাহুৎগৃহীতং
গৃহ্মীত্বা ভূয়সো গ্রাহান্ গ্রাহানঃ কনীয় আজ্যং গৃহ্মীতে, তথৈব সংমুগ্ধোৎপ্রযচ্ছতি । অথ
ঋবায়ং গৃহ্মীতেহর্চিষ্মার্চিষি । ধাম্নেধাম্নে দেবেভ্যা যজুষেযজুষে গৃহ্মামীত্যোতেন যজুর্বা চতুর্গৃহীতং
গৃহ্মীত্বাভির্পূর্য্য তথৈব সংমুগ্ধোৎপ্রযচ্ছতি” ইতি ।

‘অত্র মধ্যমমন্ত্রে ধাম্নেধাম্নে ইত্যাদিকনমুযজ্যতে । হে আজ্য দীপ্তং ঋং দীপ্তায়াং তত্তন্ময়-
পূর্কগ্রহণায় তত্তদ্ধোমস্থানায় পর্য্যাপ্তং গৃহ্মীতি । এবমিতরয়োৰ্যোজ্যং । ত্রিষীপ মন্ত্রেযু
ধাম্নযজুঃশব্দয়োর্বীপায়ান্তাংপণ্যাহ—“শুক্রেং অা শুক্রায়াং জ্যোতিষ্মা জ্যোতিষ্মার্চিষীত্যাহ
সর্বহ্মায় । পর্য্যাপ্ত্য অনন্তরায়” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৪) ইতি । আহতিবাহল্যং
সর্বহ্মং । একৈকস্তামাহুতাবাজ্যাহল্যং পর্য্যাপ্তিঃ । আহুতে কস্তা অপ্যালোপোহনস্তরায়ঃ ।
যদেতদাজ্যবেক্ষণং পূর্কমুক্তং তত্র বিশেষং বক্তুং তৎ প্রস্তোতি—“দেবাহ্মরাঃ সংযজ্ঞা আসন্ । স
এতমিহ্ন আজ্যস্তাবকাশমপশুং । তেনাবৈক্ষত । ততো দেবা অভবন্ । পরাহ্নস্মরাঃ । য
এবং বিদ্বানাজ্যমবেক্ষতে । ভবত্যাহ্মনা । পরাহ্নস্ত ভ্রাতৃব্যো ভবতি” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৫) ইতি । অবকাশঃ প্রকাশকো মন্ত্রঃ । স চাগ্নেজ্জিহ্বাহনীতাদিকঃ । অভিবারণ-
রূপত্বকথনোবৈক্ষণং প্রশংসতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি । যদাজ্যোনাশানি হবী৭স্থভিধারয়তি ।
অথ কেনাহজ্যমিতি । সত্যেনেতি ক্রয়াং । চক্ষুর্দৈ সত্যম্ । সত্যেনৈবৈনদভিধারয়তি”
(ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৫) ইতি । বক্তুর্কিপ্রলম্বসম্ভবাচ্ছতোহর্থঃ কদাচিষ্যভিচারতাপি
দৃষ্টম্ ন তথেনি । চক্ষুঃ সত্যং শুক্লিরজতরজ্জুসর্পব্যভিচারস্ত কাচকামলাদিদোষপ্রযুক্তঃ । অবৈক্ষণে
নিমীলনরূপং বিশেষং বিধত্তে—“ঈশ্বরো বা এষোহক্কো ভবিতোঃ । যশ্চক্ষুর্বাহজ্যমবেক্ষতে ।
নিমীল্যাবেক্ষতে । দাধারাহ্ননচক্ষুঃ । অভ্যাজং ধারয়তি” (ত্রা० কা ৩ প্র० ৩ অ० ৫) ইতি

আজ্যাহ্নিত্যমণ্ডলবভেক্ষস্বিহ্নৈরন্তর্যাবীক্ষণেনাক্ষো ভবিতুং প্রভূর্ভবতি । তত্র নিমীলনে
 স্বাস্থ্যপ্রবিষ্টাচক্ষুষো ধারণাদক্ষো ন ভবতি । বীক্ষণেনাহজ্যমভিষারয়তি । বিধত্তে—“আজ্যং
 গৃহ্নাতি । ছন্দা৮সি বা আজ্যং । ছন্দা৮শ্বেব প্রীণাতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৫)
 ইতি । আজ্যস্ত যজ্ঞসাধনত্বেন চ্ছন্দঃসাদৃশ্যং । অগ্নিশেষেণাহবৃত্তিবিশেষং বিধত্তে—
 “চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নাতি । চতুস্পাদঃ পশবঃ । পশুনৈবাবকক্ষে । অষ্টাবৃপভূতি । অষ্টাফরা
 গায়ত্রী । গায়ত্রঃ প্রাণঃ । প্রাণমেব পশুযু দধাতি । চতুর্ধ্রবায়ং । চতুস্পাদঃ
 পশবঃ । পশুধেবোপরিষ্ঠাং প্রতিতিষ্ঠতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৫) ইতি । গায়ত্র্যা
 রক্ষিতত্বাং প্রাণো গায়ত্রঃ । তথা বাজসনৈয়িনঃ সমামনস্তি—“প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণা৮-
 স্ত্রে তদযদগয়া৮ স্ত্রে তস্মাদগায়ত্রী নাম” ইতি । স্বাধীনত্বেনাবকক্ষেষু পশুযু পশ্চাৎপ্রয়োগেণ
 প্রতিতিষ্ঠতি । ঐহ্যাহ্নাহজ্যস্ত অগ্নিশেষেণান্নাদিকপরিমাণং বিধত্তে—“যজমানদেবত্যা বৈ
 জুহুঃ । ভাহ্নবদেবত্যা৮পভূং । চতুর্জুহ্বাং গৃহ্ননভূয়ো গৃহ্নীয়ং । অষ্টাবৃপভূতি গৃহ্ননকনীয়ঃ ।
 যজমানায়ৈব ভাহ্নব্যমুপস্থিং কবোতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৫) ইতি । উপ সমীপে
 ভূতাত্ত্বেনাস্তি তিষ্ঠতীতুাপস্থিঃ । সংখ্যাং পুশঃ প্রকারান্তরেণ ত্তৌতি—‘গৌর্কৈ ক্ষচঃ ।
 চতুর্জুহ্বাং গৃহ্নাতি । তস্মাচ্চতুস্পদী । অষ্টাবৃপভূতি । তস্মাদষ্টাশফা । চতুর্ধ্রবায়ং ।
 তস্মাচ্চতুস্তনা । গামেব তংস৮স্করোতি । সাহস্মৈ স৮স্কতেষমূর্জং তুহে” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং
 অং ৮) ইতি । অভিন্নতদোহনাং ক্ষচাং গোকপদং সংখ্যা তদবয়বসাম্যং চ । ততঃ ক্ষচামাজ্য-
 পুস্তিকপো যঃ সংস্কারন্তেন গামেব সংস্করোতি । সা চ গোঃ পয়োকপমন্নমাজ্যরূপং রসং চ তুক্ষে ।
 গৃহীতস্তাহ্নজ্যস্ত যথোচিতনা৮তাপ্রদং দর্শয়তি—“যজুহ্বাং গৃহ্নাতি । প্রবাজেভ্যস্তং । যজুপভূতি ।
 প্রযাজান্বাজেভ্যস্তং । সর্কস্মৈ বা এতদবজ্জায় গৃহ্নতে । বদধ্রবায়ামাজ্যং” (ত্রাং কাং ৩ প্রাং
 অং ৫) ইতি । পঞ্চম্ প্রবাজেষু ত্রয়ং জোহবাজেন নিম্পাশং দ্বয়ং যৌপভূতাদেন, শিষ্টেন
 ঋনমাজ্যঃ । যত্র দ্রব্যাপেক্ষা তত্র সর্কর প্রৌবং ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

‘প্রত্যা ক্ষচস্তপেদয়েমুষ্টৈরুধ্বং পুনস্তপেৎ । গোষ্ঠং বাচং তথা চক্ষুঃ প্রজাং মাষ্ট্রি ক্রমাৎ
 ক্ষচঃ ॥ ১ ॥ জুহুপভূদধ্রবা আশা পত্নীং বোদ্ধেণ নহতি । স্ত্রেপ্রতি পত্ন্যুপবিশেদিমং কালে
 বিমোচনং ॥ ২ ॥ সনা পত্নী পূর্ণপাত্রং জপেদথ মহীদ্বয়াৎ । যুতং নিকপ্য বিক্ষেত তেজোহবিশ্রিত্য
 পশ্চিমে ॥ ৩ ॥ অগ্নৌ তেজো হরেদগ্নিঃ পূর্বাগ্নাবধিসংশ্রয়েৎ । অগ্নেঃ ক্ষ্যবজ্জানি ক্ষিপ্ত্বা
 শুজ্যোতে ত্রিভিরাজ্যকং ॥ ৪ ॥ উৎপৃথ দেবো জলমুৎপুনাত্যাজ্যপবিত্রতঃ । শুজ্যোচ্চিদ্দি
 ভিরাজ্যস্ত গ্রহো জুহ্বাদিকে ত্রয়ে ॥ দশমে বহুবাকেহস্মিঞ্জয়োবিশ্ণতিরীশিতাঃ ॥ ৫ ॥ ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“সংমাষ্ট্রি ক্ষচ ইত্যত্র কিং প্রদানার্থকর্গতা গুণকর্ম
 স্বত্ব বা দৃষ্টাভাবেহবধাতবং ॥ গুণত্বং ন হি সংভাব্যং প্রধাতুং তু প্রদাতুং । অদৃষ্টকল্পনেনাপি
 গুণত্বং স্থাবিতীয়ম্” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োজুহ্বাদীনাং দর্ভেঃ সংমার্জনমাম্নায়তে—ক্ষচ
 সংমাষ্ট্রিতি । তত্র সংমার্জনং প্রধানকর্ম । কুতো গুণকর্মলক্ষণরহিতত্বাং প্রধানকর্মলক্ষণযুক্তত্বাচ্চ

তথা হি—অবধাতেন ব্রীহীণাং তুষবিমোকো দৃষ্টঃ সংস্কারঃ । তথা সংমার্জনেন জুহ্বাদিষু কল্পিতশিষ্যং ন পশ্যামঃ । অতোহবধাতবদগুণকৰ্ম্মস্বং নাস্তি । যৈস্ত দ্রব্যং চিকীৰ্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েতেতি গুণকৰ্ম্মলক্ষণস্থাভাবাৎ । প্রযাজাদিবদদৃষ্টার্থত্বেন প্রধানকৰ্ম্মস্বমস্তু । যৈস্ত দ্রব্যং ন চিকীৰ্ষ্যতে তানি প্রধানভূতানীত্যেতত্ত্ব প্রধানকৰ্ম্মলক্ষণস্ত সদ্ভাবাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অচ ইতি দ্বিতীয়া কৰ্ম্মকারকে বিহিতা । কৰ্ম্মস্বং চেপ্তিততমত্বে সতি ভবতি । “কৰ্ত্তুরীপ্তিতমং কৰ্ম্ম” (পাং ১-৪-৪৯) ইতি কৰ্ম্মসংজ্ঞাবিধানাং ক্রতুসাধনত্বেন চ অচাং যুক্তনীপ্তিতমত্বং । অতঃ প্রধানভূতাঃ অচঃ । তথা সতি সংমার্জনক্রিয়ায়া গুণকৰ্ম্মস্বমবধাতবদ্রবিয়তি । যদি অক্ষু দৃষ্টার্থো ন স্তাত্ত্ব্যপূৰ্ণং কল্পনীয়ং ।

দ্বাদশাধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“পত্নীসংনহনং কাৰ্য্যং চোদকাদিতি চেম তৎ । বন্ধবাসো-
ধারণ্যোৰ্যোক্ত বন্ধনসিদ্ধিতঃ” ইতি ॥ দশপূর্ণাসবিকারেষু সৌমিকেষু প্রায়গীয়াদিষু চোদকাতি-
দেশাৎ পত্নীসংনহনং কাৰ্য্যমিতি চেমৈবং । প্রসঙ্গসিদ্ধত্বাৎ । যদদৃষ্টায় বন্ধো যদি বা
বাসোবাবণং দৃষ্টং প্রয়োজনমভ্যুপাৰ্হপি সৌমিকেন যোক্ত বন্ধেনৈব তৎ সিধ্যতি । যোক্তেণ
পত্নীও সংনহতীতি হি সোমে বিদীয়তে । তস্মাদৈষ্টিকং পত্নীসংনহনং পৃথগ্ণ কাৰ্য্যং ।

নবমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“পত্নীমিতি দ্বিপল্লাদাবৃহৎ নো বোহতেহর্থতঃ ।
নোপদেশস্ত সামান্যাদতিদেশাপ্রবৃত্তিতঃ” ইতি । দশপূর্ণাসয়োৰ্ম্ময় আশ্রায়তে—পত্নীও
সংনহতি । তত্রৈকপত্নীকস্ত যজমানস্ত প্রয়োগে সমবেতার্থ একবচনান্তঃ পত্নীশব্দঃ । স চ
দ্বিপত্নীকস্ত বহুপত্নীকস্ত চ প্রয়োগেহর্থবশাদ্ভূতীয় ইতি চেমৈবং । কিমুপদেশপ্রাপ্তস্তো-
ত্রোহতিদেশপ্রাপ্তস্ত বা । নাহত্বঃ । উপদেশস্ত সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণত্বাৎ । যথেকপত্নীক-
প্রয়োগার্গম্ভেবায়ং নয়োপদেশঃ স্তাত্ত্বদানীমেকবচনং বিবক্ষ্যেত । ন ত্বেবমস্তু । অতথা
দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োৰ্ম্ময় এব নোপদিশ্যেত । তত্র কৃত উহানুচিন্ত্যবকাশঃ । সাধারণোপ-
দেশে সৰ্ব্বপ্রয়োগসমবেতার্থতয়া পত্নীমিতি পদে প্রাতিপদিকং কৰ্ম্মকারকবিভক্তিশ্চৈত্যভয়মেব
বিবক্ষিতং । একবচনং স্বদৃষ্টার্থতয়া সৰ্ব্বপ্রয়োগেষু যথাবস্থিতমেব পঠনীয়ং । নাপ্যতিদেশ-
প্রাপ্তস্তোহ ইতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ । দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োৰবিকৃতিত্বেনাতিদেশাযোগাৎ ।
তস্মাদত্র নাস্তুহঃ । তত্রৈবাত্ত্বচিস্তিতং—“উহো নো বৈষ বিকৃতাবৃহোহপাঠেন পাশবৎ ।
নাদৃষ্টচ্ছান্দসত্বাভাৎ পাশে ছান্দসতা ন হি” ইতি ॥ এষ একবচনান্তঃ পত্নীমন্তো বিকৃতৌ
দ্বিবহুপত্নীকপ্রয়োগয়োৰর্থাস্মারোগোহনীয়ঃ । কৃতঃ । পাঠাভাবাৎ । প্রকৃতাবর্থাস্মারোগ
প্রাপ্তোপ্যাহঃ সৰ্ব্বপ্রয়োগসাধারণেন মন্তপাঠেন বাধিতঃ । বিকৃতৌ তু বাধকস্ত পাঠস্তা-
ভাবেনাস্মদায়ত্তে প্রয়োগেহর্থাস্মারোগোহো যুক্তঃ । অত এব পূৰ্ব্বত্র দ্বিপগুয়ুত্যাং বিকৃতা-
বদিতঃ পাশং প্রমুমোক্ত্যুদিতঃ পাশান্ প্রমুমোক্ত্যুত্যেকবচনাস্তো বহুবচনাস্তচ পাশমন্ত
উহিত ইতি চেমৈবং । পত্নীমিত্যেকবচনস্তাবিবক্ষিতত্বেন প্রকৃতাবদৃষ্টার্থতয়া যথাবস্থিতপাঠে
সতি বিকৃতাবপ্যদৃষ্টার্থং যথাবস্থিতস্তেব পঠিতব্যত্বাৎ । অথোচ্যেত প্রকৃতৌ ছান্দসত্বেনৈক-
বচনমেব ব্যত্যয়েন দ্বিবহুত্বয়োৰর্থয়োৰ্গত ইতি । এবং তর্হি বিকৃতাবপ্যুহমন্তুরেণৈব
দ্বিবহুত্ববাচিস্মা ভূদুঃ । ন চৈবং পাশেহপ্যুহো মা ভূদিতি শঙ্কনীয়ং । প্রকৃতাবেক-
বচনবহুবচনয়োৰেকস্মিন্বেব পাশে বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাদ্বিত্বে তু তদভাবাৎ । তস্মাৎ

পাশশ্রোহো বিকৃতাবন্তি ন তু পত্নীশদন্ত । যথপ্যগ্নিন্নম্বুবাকো পত্নীং সংনহেত্যয়ং ঐপ্রথমজ্ঞো
নাহম্নাতস্তথাহপি পূৰ্ণানুবাকব্রাহ্মণে তদাম্মানাদিহ পত্নীসংনহনপ্রসঙ্গেন বিচারদ্বয়ং দর্শিতং ।

চতুর্থাদ্যায়ন্ত প্রথমপাদে চিস্তিতং—“জুহপভৃদ্রবাস্বাজ্যং সর্কার্থং বা ব্যবস্থিতং ।
সর্কার্থমবিশেষাৎ স্ম্যং প্রযাজার্থং হি জোহবং ॥ প্রযাজানুযাজহেতুঃ শ্রাদ্দোপভৃতমাজ্যকং ।
ধ্রোবমজ্যার্থমিত্যেবা ব্যবস্থা বচনৈশ্চৈতং” ইতি ॥ চতুর্জুহ্বাং গৃহ্যত্যাষ্টাবুপভৃতি চতুর্জবাস্বা-
মিত্যেব গৃহণবাক্যে এতদর্থমিতি বিশেষনিয়ামকস্তাশ্রবণাৎ পাত্রত্রয়গতমাজ্যং সর্কার্থমিতি
চৈশ্চৈবং । যজুহ্বাং গৃহ্যতি প্রযাজেভ্যস্তদিত্যাদিবাক্যব্যবস্থাবগমাৎ । তত্রৈবাস্তচিস্তিতং—
“অষ্টাবুপভৃতীত্যত্র কিমষ্টেকগ্রহে বিধিঃ । চতুর্দ্বয়ং গ্রহে বাহুঃ শ্রাদ্দষ্টশ্চতিমুখ্যতঃ ॥
চতুর্গৃহীতং হোমাস্তং ফলবত্ত্বান বাধ্যতে । চতুর্দ্বিধং লক্ষ্যতেহতঃ সহানীত্যর্থমষ্টতা” ইতি ॥
গ্রহণবাক্যে চতুর্জুহ্বাং গৃহ্যতীত্যত্র যথা চতুঃসংখ্যাবিশিষ্টমেকহবিগ্রহণং বিবক্ষিতং তথৈ-
বাষ্টাবুপভৃতীত্যত্রাপাষ্টসংখ্যাবিশিষ্টমেক হবিগ্রহণং বিধাতব্যং । তথা সত্যষ্টশ্চতুর্দ্বিধাভ্যাং ।
অষ্টসংখ্যাবয়বভূতয়োঃচতুঃসংখ্যার্কির্দানে সত্যষ্টশব্দস্তাবয়বলক্ষণা প্রসজ্যেতেতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—
প্রসজ্যতাং নাম লক্ষণা । মুখ্যার্থস্বীকাৰে হোমবাক্যবিরোধাপত্তেঃ । চতুর্গৃহীতং জুহোতীতা-
নারভ্য ঞ্চতং বাক্যং হোমমাত্রোদ্দেশেন চতুর্গৃহীতং বিদধাতি । যথ্যেতৎসর্কার্থমহোমবিষয়তয়া
সামান্তরূপমোপভৃতং তু প্রযাজানুযাজবিষয়তয়া বিশেষকপং যথাহপি হোমস্ত ফলবত্ত্বেন
প্রধাতাদ্গ্রহণস্ত হোমার্থে নোপসঙ্গনহ্নাৎ প্রধানানুসারেণ চতুর্গৃহীতমেব যুক্তং ন তুপসজ্জ-
নানুসারেণাষ্টগৃহীতং । তস্মাদুপভৃতি চতুর্গৃহীতদ্বয়ং বিধীয়তে । তত্রৈকং চতুর্গৃহীতং
হবিশ্চতুর্থপঞ্চমপ্রযাজার্গমপং অনুযাজার্গং । নয়েবং সতি চতুর্গৃহীতশ্চৈব হবিষ্টাচ্চতুর্কপভৃ-
তীত্যেব বিধাতব্যং ন অষ্টাবুপভৃতীতি বিধিগুক্ত ইতি চৈশ্চৈবং । তথা সত্যানুযাজার্গং
দ্বিতীয়ং চতুর্গৃহীতং ন সিদ্ধং । অথ তদপি বাক্যান্তরেণ বিধীয়তে তদানীমুপভৃতঃ
প্রথমেন চতুর্গৃহীতেনাবক্কদ্বাদ্বিতীয়শ্চৈব পাত্রাস্তবনমিষ্যেত । যথ্যুপভৃতি চতুর্গৃহীতং বিধীয়তে
তদা চতুর্গৃহীতদ্বয়স্ত পৃথগেবানুষ্ঠানাদুপভৃত্যেকপ্রবন্ধেনাহনয়নং ন সিধ্যৎ । অত উভয়স্ত
সহোপভৃত্যানয়নার্থমষ্টাবুপভৃতীত্যাচ্যতে । তস্মাৎ সাহিত্যার্থমষ্টপদপ্রয়োগেহপি হবিঃসিদ্ধয়ে ধৈ
চতুর্গৃহীতে অত্র বিধীয়তে ॥

অথ ব্যাকরণং ।

প্রত্যুষ্টমিত্যাदिषু স্বরা গতাঃ । বাজিনমিত্যত্র প্রত্যয়স্বর । সপত্নান্ সহত ইতি সপত্নসাহ
ইত্যত্রাপি প্রত্যয়াস্ত্বাৎ প্রত্যয়স্বরঃ । সপত্নসাহীমিত্যত্রোদানিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তং ।
আশাসানেত্যত্র শানচশ্চিৎস্বাদন্তোদাত্তে প্রাপ্তে লসার্কবাতুকানুদাত্তে বাতুস্বরণে সমাসে
ক্লৎস্বরঃ । সৌভাগ্যশদন্ত য্যঞ্প্রত্যয়াস্ত্বস্ত ঞ্চৎস্বরঃ । ব্রতমল্লগতাহল্লভূতেত্যত্রাব্যয়পূৰ্ণ-
পদপ্রকৃতিস্বরঃ । স্কৃত্যন্তেত্যত্র ‘গতিরনন্তরঃ’ (পা০ ৬-২-৪৯) ইতি গতিস্বরশ্চৈব প্রাপ্তে
তদপবাদঃ—“স্বপমানাং ক্তঃ” (পা০ ৬-২১৪৫) স ইত্যেতস্মাদুপমানাং পরং ক্তাস্তমন্তর-
পদমন্তোদাত্তং ভবতি । স্প্রজস ইত্যত্রাসিচ্প্রত্যয়াস্ত্বস্ত চিৎস্বরে সমাসে ক্লৎস্বরঃ শোভনঃ
পতিধ্যাসাং তাঃ স্প্রজীরিত্যত্র ‘নঞস্প্রভাং’ (পা০ ৬২১১২) ইত্যন্তরপদান্তোদাত্তাপবাদঃ—
‘আছাদাত্তং দ্যচ্ছন্দসি’ (পা০ ৬২১১৯) আছাদাত্তং দ্যচ্ কং যচ্ছন্তরপদং তদ্বছত্রীহৌ

সমাসে সৌরস্বরমাছ্যদান্তং ভবতি । সূক্তেত ইত্যত্রাপি তদ্বৎ । মহীনামিত্যত্র ‘ড্যা’ছন্দসি
বহুলং’ (পা० ৬।১।১৭৮) ঙাভ্যচ্ছন্দসি বিষয়ে নামুদান্তো ভবতি । ধাম্মেধাম ইত্যত্র “অমুদান্তং
চ” (পা० ৮।১।৩) ইত্যাম্বেড়িতমমুদান্তং । জ্যোতিরিত্যত্রেমুনপ্রত্যয়ান্তত্বান্নিস্বরঃ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবায়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দশমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-তালোচনা ।

—: * :—

দশম অনুবাকের এই মন্ত্র-সমূহ বেদীতে প্রতিষ্ঠাপনার্থ আজ্যাদি হবিঃ-গ্রহণ-মূলক । ভাষ্যানু-
ক্রমগিকায় প্রকাশ,—নবম অনুবাকের মন্ত্রসমূহের দ্বারা বেদি নির্মিত হইলে, যজ্ঞের নিমিত্ত
আজ্যাদি হবিঃ দশম অনুবাকের মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিতে হয় ।

তদনুসারে প্রথম মন্ত্র শ্রকের সম্বোধনে বিনিযুক্ত । যজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞায়িতে যুত প্রক্ষেপণ
জ্ঞা খদিরাদি কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্রবিশেষ—‘শ্রক’ নামে অভিহিত হয় । সাধাবণতঃ ‘শ্রক্’ বলিতে
কাষ্ঠনির্মিত ‘হাতা’ বুঝা যাইতে পারে । ‘প্রভূঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শ্রককে প্রক্ষালিত
করিয়া, ‘অগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হয় । দুই বার শ্রক উত্তপ্ত করিবার
বিধি,—সম্বার্জনের প্রথমে একবার এবং পরে একবার শ্রক উত্তপ্ত করিতে হইবে । এ মতে মন্ত্রের
অর্থ হয়,—‘এই শ্রকের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক । শত্রু
সকল প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অস্রাতি-সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক । হে শ্রক
অতিতীক্ষ্ণ অগ্নির দ্বারা তোমাকে নিঃশেষে উত্তপ্ত করি ।’ তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের এক একটা
অংশে শ্রক-সমূহকে এক এক বার মার্জ্জন করিতে হয় । ‘গোষ্ঠং’ প্রভৃতি মন্ত্রাংশ উচ্চারণে
প্রথম বার, ‘বাচং প্রাণং’ প্রভৃতি মন্ত্রে জুহু গ্রহণান্তর দ্বিতীয় বার মার্জ্জন, ‘চক্ষুঃ শ্রোত্রং’
প্রভৃতি মন্ত্রে অপভৃথ ধারণে তৃতীয় বার মার্জ্জন এবং তার পর ‘প্রজাং যোনিং’ প্রভৃতি মন্ত্রাংশ
উচ্চারণে ‘জ্বা’ অর্থাৎ শ্রকের উর্দ্ধ ও অধোভাগ মার্জ্জন করিতে হয় । এইরূপে মন্ত্রের অর্থ
হয়,—‘হে শ্রক, গোস্থান বিনষ্ট না হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্নবস্ত্র এবং শত্রুগণের অভিভবিতা
তোমাকে সম্যকপ্রকারে পরিগুদ্ধ করিতেছি । বাক্শক্তি, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রজা, যোনি
প্রভৃতি যেন নষ্ট না হয়, এইজন্ত অন্নবস্ত্র এবং শত্রুনাশক তোমাকে পুনরায় সম্যকপ্রকারে
পরিগুদ্ধ করিতেছি ।’

তৃতীয় মন্ত্র যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি । বেদির
পার্শ্বে গার্হপত্যায়ি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজ্ঞমান আপনার পত্নীকে
উপবেশন করাইবেন । তার পর তাহার দুই হস্তে যজ্ঞের যোক্ত্র (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়ক) পরাইয়া
দিতে হইবে । সেই যোক্ত্র-বন্ধন-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘যে
পত্নী অগ্নির অনুসারিণী হইয়া স্তন্যাদি কামনাপরায়ণ হয়, শোভনকর্মে তাহার স্নানসাধন

জন্ত যোক্তে র দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতেছি ।’ তার পর পতি পত্নী উভয়ে অগ্নিকে সন্মোহন করিয়া অগ্নিকে বলিবেন,—‘হে অগ্নি! আমরা তোমার নিকট উপবিষ্ট হইতেছি। আমরা শোভন প্রজাবন্ত এবং শোভন পতি সমন্বিত এবং অপরের অতিরিক্ত। আর আপনি কিরূপ?—বৈরিবিনাশক এবং অপরাজেয়।’ পত্নীকে উপানবিষ্ট করাইবার তাৎপর্য এই যে,—পতি পত্নী উভয়ে একত্র বসিয়া, পতিকে যজ্ঞকাৰ্য্য করিতে হয়। পত্নীর যজ্ঞকৰ্ম্মে অধিকার নাই। একত্র উপবেশনে অল্পঠান পতি-পত্নী উভয়েরই কৃত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পত্নীর কর্তব্য—অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন। পত্নীর দ্বারা এই ভাবে উন অংশ পরিপূর্ণ হয়। সেই ৭৩ যজ্ঞাগারে পতি-পত্নী-মিলনের প্রয়োজন হুত্র-গ্রন্থাদিতে বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্র যোক্ত-বিমোচনে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যকার বলেন,—সপ্তম অল্পবাকে কপালোপধান-প্রদক্ষে কপাল-মোচনের স্থায়, এই মন্ত্রে যোক্ত-বিমোচনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পূৰ্ব্বমধ্যে পত্নীকে বেদীর সমীপে আনয়ন করিয়া, আহবনীয় অগ্নির পাশ্বে উপবেশন করাইয়া, তাহা উভয় হস্তের অঙ্গুলীতে মুজ্জ্বল যোক্ত বন্ধন করা হইয়াছিল; এই মন্ত্রে সেই যোক্ত বিমুক্ত করিবার বিধি। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘শোভনপ্রজ্ঞ সবিতা দেবতা এই যোক্ত-রূপ যে বরণ-পাশ বন্ধন করিয়াছিলেন, এতদ্বারা সেই পাশ মোচন করিতেছি। তাহাতে বন্ধবোন্ধিতে অস্থিত কন্দের ফলভূত লোকে পতির সহিত পত্নী স্নেহে বাস করিতে পারিবে।’ যোক্ত-বিমোচন ‘স্বকালে’ কর্তব্য। ‘স্বকাল’ বলিতে পিঠিলেপফলীকরণ হোমের পরবর্তী এবং প্রায়শ্চিত্ত হোমের পূৰ্ব্ববর্তী—এই মধ্যকাল বা সন্ধিকালকে বুঝাইয়া থাকে। এই সময় যোক্ত বন্ধ হস্তদ্বয়ে অঞ্জলির দ্বারা পূর্ণপাত্র আনয়ন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্র পাঠের বিধি হুত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ,—‘হে অগ্নি! আমি যেন আয়ু লাভ করি, পাত্তিব্রতালক্ষণ-রূপ শক্তি লাভ করি। আর এতদ্বারা পুনঃপুনঃ এই পতির পত্নী হইয়া যেন স্নেহে বাস করিতে পারি। কদাচ যেন আমাদের বিয়োগ সাধন না হয়। আমরা দেহে জীবাত্মা যেন চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।’ ষষ্ঠ মন্ত্র আজ্যের সন্মোহন আছে। এই মন্ত্রটি আজ্য-স্থাপনমূলক। পবিত্রের অন্তর্নিহিত আজ্যকে এই মন্ত্রোচ্চারণে পাত্র স্থাপন করিবে। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘মহীনাং’ পদ গবাদিকে লক্ষ্য করে। মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য! তুমি গোহৃৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি ওষধিসমূহের রসস্বরূপ হও। ক্ষয়রহিত তোমার স্বরূপকে দেবযজ্ঞের নিমিত্ত পাত্র স্থাপন করিতেছি।’ এই মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানও বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যানটি এই,—যজ্ঞ এবং সৃষ্টি সাধন অভিপ্রায়ে এক সময়ে প্রজাপতি স্বয়ং সত্যসন্ধ হইয়া স্তব ও মধুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধুবীজে প্রজার উৎপত্তি হয়। মধু হইতে নানা বীজ উৎপাদিত হয় বলিয়া, মধু সারহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ্যের সারভাগ বর্তমান থাকে। সেইজন্ত মধুর পরিবর্তে সারসম্বিত আজ্যের বা স্তবের দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়।’ সপ্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আজ্যকে সন্মোহন-পূৰ্ব্বক বজ্রমান-পত্নী সেই আজ্য দর্শন করিবেন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে আজ্য! গো-হৃৎ হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। তুমি ওষধিসমূহের রস হও। সূপ্রজা-কামনায় তোমাকে আমি স্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি।’

অষ্টম মন্ত্রে সমিধ-ধারণ । সমিধকে ঘূতে সিক্ত করিয়া এই মন্ত্র পাঠের বিধি । মন্ত্রের অর্থ—‘হে আজ্য ! তুমি তেজোরূপ হও । অতএব তুমি তেজোরূপ এই আহবনীয়ে অম্লঃপ্রবিষ্ট হও । এই আহবনীয় অগ্নি যেন তোমার তেজকে বিনষ্ট না করে ।’ নবম মন্ত্রও আজ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে । নবমের প্রয়োগ-পদ্ধতি এইরূপ,—আহবনীয়ে স্থিত আজ্যকে উদক দেশে অর্থাৎ উত্তর দিকে ‘অনয়ন জন্ত ফায়ের দ্বারা আজ্য মধ্যে রেখা অঙ্কন করিয়া সেই আজ্যকে নাড়িতে নাড়িতে এই মন্ত্রোচ্চারণের বিধি । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য ! তুমি জ্বালাকপ জিহবার উৎপাদন কর বলিয়া, অগ্নির জিহ্বা-স্বরূপ হও । অতএব তুমি দেবগণের স্মৃৎ-হেতু-ভূত হইয়া থাক । ঈদৃশ তুমি সেই সেই আহুতিতে স্থিত সেই সেই মন্ত্রপূর্বক গ্রহণ জন্ত পর্যাগু হও ।’ নবম মন্ত্রও আজ্য সম্বোধনে বিনিযুক্ত । আজ্যের উদগ্ভাগ পবিত্রের দ্বারা পুনরায় সঞ্চালন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । আজ্যের পবিত্রতা-সাধন জন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে । মন্ত্রের অর্থ,—‘হে আজ্য ! তুমি দীপ্তিমন্ত, জ্যোতিঃ ও তেজঃস্বরূপ হও ।’ পবিত্রের দ্বারা প্রথমে আজ্যের উত্তর ভাগ, তার পর দক্ষিণভাগ, তার পর মধ্য হইতে উক্তদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চালন করিতে হয় ।

পঞ্চম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র এবং দশম অনুবাকের দশম মন্ত্র অভিন্ন । সে স্থলে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কোনই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না । তবে সেখানকার সম্বোধন ছিল—জল ; আর এখানকার সম্বোধন হইয়াছে—আজ্য বা ঘৃত । মূলে পার্থক্য কিছুই নাই । সম্বোধন ভেদে, অর্থের মাত্র পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে । এই মন্ত্রের দ্বারা কুশাগ্রে জল ও হবিঃ লইয়া প্রোক্ষণ করিতে হয় । অতঃপর দশম মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন । দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ঋক এবং বাম হস্তের দ্বারা জুহু গ্রহণ করিয়া বেদির উপরিভাগে স্থাপন করিতে হয় । তার পর সেইগুলি গ্রহণের সময় এক একটা মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম । ‘গুরুং জ্বা’ হইতে ‘যজুষে যজুষে গুহ্মামি’ পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ এই সময় পাঠ করিবার বিধি । তার পর ‘অপভৃতি’ গ্রহণ । সেই সময়ে ‘জ্যোতিষ্মা’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যজুষি যজুষি গুহ্মামি’ পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ পাঠ করিবে । তার পর এই দ্বিবিধ মন্ত্রের দ্বারা ঋক ও জুহু গ্রহণ করিয়া ‘ঋবা’ গ্রহণ করিতে হয় । সেই ঋবা গ্রহণের সময় ‘অর্চ্চিষ্মা’ হইতে ‘যজুষি যজুষি গুহ্মামি’ মন্ত্রাংশ পাঠ করিবার বিধি । এই চতুর্ধিধ সামগ্রী গ্রহণ করিয়া বেদিতে হোম করিবে । প্রয়োগ অনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আজ্য ! দীপ্তিমান্ তোমাকে দীপ্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা গ্রহণ হেতু তুমি তত্ত্ব-হোম-সম্পাদনে পর্যাগু হও । তুমি হৃদে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের স্মৃৎ আহ্বানকারী হও ।’ ইত্যাদি । বলতঃ, আজ্য হোমে যে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, আর তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, ভাষ্যে তাহারই আভাষ পাই ।

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় তদ্ব্যবহন করুন । প্রথম মন্ত্র, আমরা মনে ‘করি,’ ইষ্টদেবতাকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় অনুবাকের

দ্বিতীয় মন্ত্র শূর্ণের অর্থাৎ কুলাব সন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। আর এখানে এই মন্ত্র শ্রুত সন্ধে বিনিযুক্ত। সেখানে শূর্ণ বা কুলা উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাতিত হইবে,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; আর এখানে, শ্রুত উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে প্রকাশ পাইল। দ্বিবিধ ক্ষেত্রে দ্বিবিধ ভাবের জ্ঞোতনা হইল। কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মর্ম্মার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সঞ্চোধ্য দেবতা এক, উভয়ত্রই প্রার্থনা—অন্তঃশক্র-নাশের। ভাষ্যের ভাবে প্রকাশ,—মন্ত্রের অন্তর্গত ‘রক্ষঃ’ পদ রাক্ষস জাতিকে নির্দেশ করে। তাহাতে ভাব আসে—রাক্ষসগণ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। আর তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্তই প্রার্থনা করা হইত। ‘অরাতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভাষ্যকার নির্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই অরাতি (অর্থাৎ রাতি দান, তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহার দগ্ধ বা বিনষ্ট হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না,—ইহাই যেন মন্ত্রের লক্ষ্য। তাহার ‘প্রত্যাষ্টং’ অর্থাৎ প্রত্যেকে সম্যক্ পরিতপ্ত বা বিদগ্ধ হউক—তাহাদের বংশ নাশ হউক,—প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে এইরূপ পরিকল্পিত হয়। আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে রাক্ষসজাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোক-বিশেষের প্রতি আদৌ লক্ষ্য দেখিতে পাই না। উহাতে কালকালেরও কোনও সন্দেহ নাই। অতীত, অনাগত, বর্তমান—তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্তাপ করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সংকল্পনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না; আমরা মনে করি, সেই অন্তঃশক্রই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল।

বহিঃশত্রুগণ মানুষের কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে! ভগবদানুগ্রহের পথে বিঘ্নদানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু যে শত্রু সংকল্পবিঘাতক, সে শত্রু তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—তোমার সহিত সে নিত্যকালই বিজ্ঞমান রহিয়াছে! তোমার নিত্যসহচর—কামক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা—লোভমোহমদমাৎসর্য্য, তোমার পরম শত্রু নহে কি? তাহারাই তো হৃদয়ের শোণিতশোষক! তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষসশত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি? আমরা তাই মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘আমাদিগের অন্তরস্থ সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক; তাহার এমনি ভাবে বিদগ্ধ হউক, যেন তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। সেই শত্রু বিদগ্ধ হইলেই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।’ সেই শত্রুনাশে যে সুফল লাভ হইবে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। অন্তরের শত্রুই জ্ঞানকে আবরণ করে,—মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে, চিত্তবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হয়; ফলে মানুষে দেবত্বের স্থানে পশুত্বের চরম অভিনয় হইয়া থাকে। অন্তঃশক্র-নাশে জ্ঞানের শুভ্রজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে চিত্তবৃত্তি উন্মেষিত হয়, সদস্য বিচার-বুদ্ধি—অন্তর্দৃষ্টি জন্মে। তখনই মানুষ ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। মানুষের জন্মসহজাত জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানোন্মেষের সহায়ক বিবিধ অনুষ্ঠানের সাধনায়, মানুষ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়।

মানুষ যদি সবস্তু-লাভে সত্ত্বাবের সহিত সেই বিবেক বিকাশে প্রযত্নপর হয়, তাহার চিন্তাবৃত্তি সেই ভাবেই বিগঠিত হইয়া তাহার পরম মঙ্গলের হেতুভূত হইয়া থাকে। আর যদি সে কুপথাগামী হয়, তাহাতে পশুত্বেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। মন্ত্রের তাই উদ্বোধনা—‘শক্রানাশে সত্ত্বাবের সঞ্চয়ে সজ্জ্ঞান লাভে যেন আমার পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হয়।’ অক উত্তপ্ত হইলে যেমন শক্র-বিনাশে ইষ্টসিদ্ধির পরিকল্পনা, চিন্তাবৃত্তি জ্ঞানদ্বারা উদ্ভাসিত হইলে অন্তঃশক্র-বিনাশেও সেইরূপ শ্রেয়োলাভ অর্থাৎ পরমফল প্রাপ্তিরূপ ইষ্ট-লাভের কামনা মন্ত্রে নিহিত বলিয়াই আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমরা মন বা চিন্তাবৃত্তিকে লক্ষ্য করি। অককে প্রকাশিত পরিশুদ্ধ করিয়া পারলৌকিক কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বরং মনের বা চিন্তাবৃত্তির উৎকর্ষ-সম্পাদনে ভগবানে হস্ত করিতে পারিলে পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ‘গোষ্ঠং’ পদে ভাষ্যকার ‘গবাং স্থানং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে গোচারণ মাঠ বা গোয়াল স্থচিত হইতে পারে। মন্ত্রে বুঝা যায়—‘আমি যেন গোয়াল বা গোচারণ মাঠ নষ্ট না করি, এই জন্ত শত্রুনাশক অককে প্রকাশিত করিতেছি।’ অকের শত্রুনাশসামর্থ্যই বা কি আছে, আর অক প্রকাশিত না হইলে গোস্থানই বা কিরূপে নষ্ট হয়—সে তাৎপর্য উপলব্ধ করা দুক্লম। তার পর, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ, প্রজা, যোনি প্রভৃতি—অক কিরূপে রক্ষা করিতে পারে, এবং অক উত্তপ্ত ও গৌত হইলে—সেই সকলের কি উপকার সাধিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ফলতঃ, অকের সহিত চক্ষু-কর্ণাদির এবং গোস্থানের সম্বন্ধ খ্যাপন—ক্রিয়াকাণ্ডামুসারী লৌকিক বাগ-যজ্ঞে ফলোপধায়ক কল্পিত হইলেও, সে সম্বন্ধ-খ্যাপনে পারলৌকিক সম্বন্ধ স্থচিত হয় বলিয়া মনে করি না। অবশ্য ক্রিয়াকর্মের বা বাগযজ্ঞের দ্বন্দ্ব ফল অস্বীকার করি না। সদমুষ্ঠানের সফল সর্বত্রই কীর্তিত দেখিতে পাই। ‘আব তদনুযজিক দ্রব্যাদি ব্যাহারের উপযোগিতাও তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সেই সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত সার্থকতা বিষয়ে মতাস্তর আছে।

আমরা কিন্তু এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। ‘গো’ পদে আমরা সর্বত্রই ‘জ্ঞান-করণ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ‘নিরুক্ত’ গ্রন্থে জ্ঞান-পর্য্যয়ে গো শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। তাহা ‘গো’ শব্দের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিলেই সর্বত্র সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। সেই জ্ঞান-করণের স্থান ‘অস্তর বা চিন্তাবৃত্তি’; অস্তর বিশুদ্ধ হইলে, শুদ্ধস্বপ্নের উদয়ে হৃদয় পবিত্র হইলে, জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভবপর হয়। আবার জ্ঞানোদয় না হইলে, সদস্য বিচার শক্তি না জন্মিলে, হৃদয়ে সত্ত্বাবেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। ফলতঃ, জ্ঞান ও সম্ভাব এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে গ্রথিত। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সম্ভাব; আবার যেখানে সম্ভাব, সেইখানেই জ্ঞান। এই ভাবেই আমরা ‘গোষ্ঠং’ পদে ‘সম্ভাব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে মনকে সঞ্চারন করিয়া বলা হইতেছে,—‘আমার সম্ভাব বাহ্যতে নষ্ট না হয়, সেই ভাবে তোমাকে পরিশুদ্ধ বা উদ্বোধিত করিতেছি।’ মনই যে মূলীভূত, মনই যে সম্ভাব-সংরক্ষক এবং সম্ভাবের জনক ও উন্মেষক,—পূর্ববর্তী মন্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মন যদি অসংপথে

পরিচালিত হয়, সন্ধ্যা তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। তাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প—মনকে সংপথে পরিচালিত করিবার—মনের বিগুহতা-সম্পাদনের। এই ভাবেই মন্ত্রের প্রথমাংশের সার্থকতা—এই ভাবেই ‘গোষ্ঠং’ দৃঢ়ীকরণের তাৎপর্য। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ—‘বাক্য, শ্রোত্র, চক্ষু, প্রজ্ঞা এবং যোনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, হে মন, শক্তিমন্তু তোমাকে সেই ভাবে পরিশোধিত করিতেছি।’ এখানে বাক্য, শ্রোত্র প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি সমস্তই তো বর্তমান! তবে আবার তাহা দৃঢ়ীকরণের প্রয়াস কেন? জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলই তো এই দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ রাহিয়াছে! তবে আর তাহারা নষ্ট হইবে কি প্রকারে? কিন্তু আমরা মনে করি—এখানকার তাৎপর্য অতীত। বাক্শক্তি—কথা বলিবার ক্ষমতা তো আমরা হারাই নাই! প্রাণও তো আমাদের আছে—আমরা তো মরি নাই! সকলই যখন বর্তমান, তখন আবার তাহাদের দৃঢ়তা-সাধনের প্রয়াস কেন?

ইহাতে কি মনে হয়? আমার বাক্যকে যেন নষ্ট না করি,—এতদ্বক্তার কি তাৎপর্য? তাৎপর্য কি এই নয়—শৈশবের সরলতা-মাথা সেই যে অনাবিল অকপট ভাষা, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সরলতা অকপটতা হারাইতে বসিয়াছে, সেই ভাষা সেই রসনা যেন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়! যদি সে আজন্ম পরনিন্দা পরচর্চায়ই কাটাইল, তাহা হইলে তাহার বিনাশ ভিন্ন কি বলিতে পারি? সে বাক্য বাক্যই নয়—যে বাক্য ভগবানের গুণানুকীর্ণনে অভ্যস্ত নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—বিচিত্র পদবিশ্রাস যুক্ত হইলেও সে বাক্য যদি হরি কথা না থাকিল, তাহা হইলে তাহা বাক্য পদবাচ্য নহে। যথা,—

“ন যদ্বচশ্চিত্রপদ হরৈর্বশো জগৎপবিত্রং প্রগৃহীত কর্হিচিত।

তদায়স তীর্থমুশস্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরনন্ত্যশিক্ষয়াঃ ॥

তদাধিদর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিপ্লোকমবন্ধব্যাপি।

নানাত্মনস্তত্ত্ব যশোহন্ধিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥”

তাই ভগবদ্ভাষ্য-পরিবর্ণন, ভগবানের গুণানুকীর্ণন প্রভৃতি হইল—শ্রেষ্ঠ সার কথা। সত্য, সংপ্রসঙ্গ প্রভৃতি তাহারই অঙ্গোপাঙ্গ। ‘বাচং’ পদে সেই ভাবই প্রকাশ করে। ‘প্রাণং’ পদেও সেই একই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। প্রাণ তো আমাদের রহিয়াছে? কিন্তু এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! যে প্রাণ সংসারের সমুচিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, হিংসাবোধাদির প্রভাবে কাঠিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছে, যে প্রাণ নিষ্ঠুর নিশ্চয় ব্যবহারে পরের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না;—এ প্রাণ তো সে প্রাণ নহে! এ প্রাণ—সেই প্রাণ, যে প্রাণ দুঃখীর দুঃখ-বিমোচনে সदा উন্মুক্ত, যে প্রাণ ব্যথিতের অশ্রুবারি মুছাইতে সदा প্রসারিত হস্ত, যে প্রাণ সমস্তের সস্তাপ বিমোচনে করুণায় চিরবিগলিত! এই লোকানুরাগ—এই সংকর্ষ-পরায়ণতা সেই দ্রিডজনায়করণের প্রতি প্রীতি—দৃঢ় করিবার জন্য ‘প্রাণং’ শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। তার পর ‘চক্ষুঃ’ ও ‘প্রোত্ৰং’। চক্ষু কর্ণ তো সমভাবেই বর্তমান রহিয়াছে! তবে আবার এ প্রার্থনা করি কেন? তাহারও তাৎপর্য আছে। সে চক্ষুই চক্ষুই নহে, যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-সুন্দর শ্রাম মনোহর-মূর্তি

দেখিতে সমর্থ না হইল ! সে চক্ষু চক্ষুই নহে ;—যে চক্ষু সেই স্নন্দর—অতিস্নন্দর

“শুভ-বক্ষিম-চারু-শিখণ্ডশিখাং অলকাবলিমণ্ডিতভালতলং ।

শ্রুতিদোলিতমাকরকুণ্ডলকং কটিবেষ্টিতপীতপটং ।”

দেখিতে না পাইল ! সে চক্ষু চক্ষুই নহে, যে চক্ষু সেই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার

“ভূশ-চন্দনচর্চিত-চারু-তলুং মণিকৌস্তভগর্হিতং-ভামুতলুং ।

কলনপূর-রাজতি-চারুপদং মণিরঞ্জিতগঞ্জিত ভৃঙ্গমদং, ধ্বজব্রজামুশাক্তিপাদযুগং”

এর অনন্ত সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ না হইল ! সে শ্রোত্র শ্রোত্রই নহে, যে শ্রোত্র—ভগবানের গুণামুকীর্তনে ভগবদ্বাহিনী-শ্রবণে বিনিযুক্ত না রহিল ! ফলতঃ, সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ, সংপ্রসঙ্গে কালান্তিপাত—ইহাই যেন মন্দের লক্ষ্য । যে চক্ষু কেবল সংসার-সৌন্দর্য্যে—বিষয় বিভবের মোহ-জনক চনৎকারিত্তে আবদ্ধ রহিল ; যে কর্ণ কেবলই আশ্রয়প্রশংসা ও পরশ্রানি শ্রবণ রূপ বিষম বিষে পূর্ণ রহিল ; সে চক্ষু চক্ষুপদবাচ্য নহে ;—সে শ্রোত্র পদবাচ্য নহে । তাই মন্ড্রে সাধকের সক্ষম প্রকাশ পাইয়াছে—আমার যেন সদন্ত দর্শন-সামর্থ্য অর্থাৎ দূরদৃষ্টি বা জ্ঞানদৃষ্টি এবং সংকথা-শ্রবণ-সামর্থ্য জন্মে ; অর্থাৎ ভগবদ্বাহিনী ও তাঁহার গুণামুকীর্তন ভিন্ন অত্ৰ কিছুতেই যে কর্ণ আকৃষ্ট না হয় । ফলতঃ, সত্যকথন, সংপ্রসঙ্গের আলাপন, সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ—ভগবদগুণামুকীর্তন ও ভগবদ্বাহিনী শ্রবণই যেন আমার জীবনের ব্রত হয় ;—অত্ৰ কিছুতেই যেন আমার মন আকৃষ্ট না হয় । ইহাই মন্দের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি ।

তার পর ‘প্রজা’ ও ‘যোনিং’ পদদ্বয়েও সেই একই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে । ‘প্রজা’ ও ‘যোনি’ পদে জনহিতসাধনে এবং সদ্ভাবসঞ্চয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ভাব প্রকটিত কবিতোক্তে । সদ্ভাব সদালোচনাই যে পবামুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা এবং তজ্জন্ম অল্পপ্রাণিত হইয়াই যে মোক্ষকামী ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য—এই ভাবই যেন মন্ড্রে প্রকাশ পাইতেছে । মন্ড্র বলিতেছেন,—‘সদ্ভাবে অল্পপ্রাণিত হও । সে সদ্ভাব কিসে লাভ কবিতো পারিবে ? ভগবদ্বাহিনী শ্রবণে—সংপ্রসঙ্গে সংসঙ্গে ; আর ভগবদগুণামুকীর্তনে—সংপ্রসঙ্গের আলাপনে, সংকল্পসাধনায় । আর সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে—জনামুরাগে—পরহিতব্রতে । জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎকর্ম্ম-সাধনে আত্ম-নিয়োগে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবানের প্রীতির হেতুভূত সেই সকল কর্ম্ম সম্পাদনে যে পরমপদ প্রাপ্তির পথ স্নগম হইয়া আসে,—মন্ড্রে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে । সত্যানুরাগী হও, সংপ্রসঙ্গে সদাচারে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য জনহিতব্রতে জীবনকে উৎসর্গ কর ; ভববন্ধনমোচনে প্রেম-প্রীতির আশ্রয় ভগবানে আশ্রয় লইয়া করিতে সমর্থ হইবে ।’ মন্দের ইহার তাৎপর্য্য মতে করি ।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ড্রে পত্নীকে অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া যোক্ত-বন্ধনের এবং যোক্ত-বিমোচনের ও পূর্ণপাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করিবার যে বিধি ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাবপক্ষে আমরা তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র মত পোষণ করি । আমরা মন্ত্ৰত্রয়কে চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধস্থচক বলিয়া মনে করি । তৃতীয় মন্ড্রের দ্বিবিধ অম্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে । আমাদের মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে । তিনটি মন্ড্রেই প্রার্থনা—কর্ম্মফলাবসানের । সর্বত্রই প্রার্থনা—সম্ভাব-পরিবৃদ্ধির ও লোকানুরাগ-পরিবর্দ্ধনের । সঙ্গ

সঙ্গে সংকর্ষসম্পাদনে সংসারবন্ধন-নাশে ভগবদমুগ্ধ-প্রাপ্তির কামনাও বর্তমান রহিয়াছে। সদবুদ্ধি জ্ঞানামুসাবিণী। তাই আমরা ‘স্বপত্নীঃ’ পদের সার্থকতা মনে করি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির স্নেহ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, চিত্তবৃত্তি যদি জ্ঞানামুসাবিণী সংপথামুর্ভবিত্বী হয়, তাহা হইলে সেও সেইরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে—অন্তঃ-শত্রুবিনাশে সহায়তা করে। চিত্তস্থৈর্য্যই সংসার-বন্ধন-নাশের হেতুভূত ; চিত্তস্থৈর্য্য-সাধনই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তের স্থিরতা-সাধনে অন্তরে যখন পূর্ণ জ্ঞানেব উদয় হয়, তখনই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত কৰ্ম্মমূল বিনষ্ট হয়। ভগবানের ‘অমুগ্ধে’ও সেই সময়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ষষ্ঠ মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যথাক্রমে সংকর্ষশীল পূর্ণজীবন লাভের, লোকাভিলাষ-বর্জনেব, ভগবৎ-পূজনসামর্থ্য অর্জনেরও ভগবানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হওয়ার এবং পরিশেষে ‘আত্মায় ও পরমাত্মায় সম্মিলনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সে সম্মিলন—এমন সম্মিলন হওয়া চাই যে, সে মিলনে কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। অর্থাৎ, সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গতাগতির পথ রোধ করিয়া, পুরাবৃত্তি নাশক মোক্ষপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্পই মঙ্গল-কর্যেকটাকে দেখিতে পাই। মন্ত্রে যে ভাব পবিষ্কৃত, আমাদের ‘মর্য্যামুসাবিণী ব্যাখ্যায়’ ও বঙ্গানুবাদে তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশেও সেই একই চরম প্রার্থনা দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। এখানেও মনের প্রাণাত্ম প্রখ্যাপিত। এখানেও মনের সম্বোধন। মনের দ্বারাই সকল কৰ্ম্মফলের অবসান হয়, মনই বিশ্বের সর্বভূতের নিয়ন্তা! বিশ্বের সর্বপ্রকার মঙ্গল-সাধনেই মনের কর্তৃত্ব দেখিতে পাই। মন ভিন্ন কোনও কৰ্ম্মই সম্ভবপব হয় না। আবার ভগবৎ-সম্বোধন-স্বীকারেও সেই একই ভাব প্রকাশ পায়। ভগবানই যে সর্বমূল্যধার, তিনিই যে মনের নিয়ন্তা, তাহা সর্বপ্রকারেই উপলব্ধ হয়।’ মন্ত্রের তৃতীয় অংশে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—‘আমি যেন বিভ্রম-রহিত চক্ষে তোমাকে দেখিতে পাই।’ চাবিদিকে শত্রু—চাবিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই ‘অদন্ধেন’ (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি হিংসাপরিশূন্ত হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি’—এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞান হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে এতদুক্তির সার্থকতা অন্তর্ধান করুন। ভগবানকে হিংসা-বিরহিত অন্তরে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতে পারিলেই কৰ্ম্ম তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে; সেই কৰ্ম্মই তাঁহার প্রাপ্তি-মূলক হয়। আর তখনই অর্থাৎ বিভ্রম-রহিত-নেত্রে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেই মনে হয়,—অন্যকপে যেন তাঁহার রসনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি যেন সর্ব-দেবগণকে বা সকল দেবভাবকে আস্থান করিয়া থাকেন। ভগবানই দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আস্থানকর্ত্তা বা উদ্বাদয়িতা তো বটেই! এক হিসাবে মনই দেবগণের আস্থানকর্ত্তা এবং উৎপাদক। এইরূপে দশম মন্ত্রের শেষাংশের তাৎপর্য্য—‘আপনি’ গৃহে গৃহে, আমাব প্রতি কৰ্ম্মে, আমার প্রতি পাদবিক্ষেপে আপনি দেব-ভাবগণকে আস্থান করিয়া আমাতে স্থাপন করুন। অর্থাৎ, আমি যখন যে অবস্থায় যে কৰ্ম্মেই নিযুক্ত থাকি না কেন, তাহাতেই যেন আমার মধ্যে দেবভাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে পূর্বেও আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই

ভাষাই গ্রহণ করি। মানুষ প্রথমে মনে করে,—কর্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মুষ্টি ধারণ করিয়া আছে, তৎপ্রতি প্রথমে তাহার দৃষ্টি পড়ে না। তখন, তাই সে বলে,—‘হে ভগবন্ ! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্মকে পবিত্র করিতে পারি।’ এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদস্য উভয় প্রকার কর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—‘আমার সদস্য বিবিধ প্রকার কর্ম সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।’ এখানে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম যে স্বতঃ দীপ্তিমান, স্বতঃবিশুদ্ধ ও অমৃতত্বপ্রদানকারী, তাহা বল্য বাহুল্য। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত সেই কর্মই দেবভাবের সংরক্ষক, সকল সংকর্মের সাধক, সর্বত্র সফলপ্রদ হয়। কর্মক্ষেপে ভগবান সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্যোতিঃ তিনি, তেজঃ তিনি, শক্তি তিনি। নাম তিনি, দ্রব্য তিনি। নাম রূপ পবিত্রগ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। কর্ম ও ভগবান—অভিন্ন। ভগবানের সহিত কর্ম অভিন্ন হইলে, কর্মমাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে কি? এই ভাবেই কর্মের প্রাধান্য সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র হৃদয়ে কহিয়াছেন,—‘দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব! সুতরাং কর্মই আমার একমাত্র নমস্কার। এই চিন্তাবলেই ভক্ত সাধক কর্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—“নমস্তৎকর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।” সেই কর্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্মকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন না।

মানুষ আপনার কর্মফলের অধিকারী। সে কর্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই শ্রেয়ঃসাধক হয়। যজুর্বেদ কর্মকাণ্ডসমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎসংশ্রবযুক্ত কর্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। কোন্ কর্ম সং, কোন্ কর্ম অসং, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সর্বোত্তম দেবতার অমুকম্পায় ক্রটি-পরিশূন্য কর্মের তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্মই তখন তাহার নিকট তেজঃ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্মের দ্বারা সকল সংসাধিত হইতে পারে। কর্মই চিত্তশুদ্ধ আসে; কর্মই শুদ্ধসত্ত্বাৎ সংস্কার হয়; কর্মই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অবস্থিত হন। ক্রটি-পরিশূন্য কর্ম—ব্যয় গ্রায় পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম সূর্য্যারশ্মির তায় জ্ঞানপ্রদ। মন্ত্র তাই বলি:৩.হন,—‘মানুষ, তুমি কর্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্মে প্রযুক্ত হও; তোমার অভীষ্ট-লব্ধ অবশ্যই হইবে।’ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ সংসাধিত হলে, সেই চিত্তবৃত্তিই যে শক্তি সম্পন্ন হয়, পরবর্তী মন্ত্রদ্বয়ে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। শেষ মন্ত্রে আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশুদ্ধ কর্মে চিত্তবৃত্তির বিশুদ্ধতা সম্পাদিত

হইলে, শুদ্ধস্বের উদয়ে সেই কৰ্ম্মই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সহায়ক হয়, মন্ত্রে সেই উপলব্ধিই জন্মে। আমরা মনে করি,—এই ভাবেই দশম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের সার্থকতা। (১অষ্টক - ১প্রপাঠক—১০অনুবাক) ॥

— * —

একাদশঃ মন্ত্ৰঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহনুবাকঃ ।)

(১) কৃষোহস্যখরেষ্ঠোহগ্নয়ে ত্বা স্বাহা ।

(২) বেদিরসি বর্হিসে ত্বা স্বাহা । (৩) বহিরসি অগ্ভ্যস্ত্বা স্বাহা ।

(৪) দিবে ত্বাহন্তুরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বা ।

(৫) স্বধা পিতৃভ্য উগ্ভব বর্হিমন্ত্য উজ্জা পৃথিব্যে গচ্ছত ।

(৬) বিষ্ণোঃ স্তুপোহসি ।

(৭) উর্গান্নদসং ত্বা ত্বণামি স্বাসস্বং দেবেভ্যোঃ ।

(৮) গন্ধর্বেবাহসি বিশ্বাবত্বর্বিধস্যাদোষতো যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িত

ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণে যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতো

মিত্রানরুণো হোভরতঃ পরি ধতাং প্রবেদ ধর্মণঃ

যজমানস্য পরিধিরিড ঈড়িতঃ

(৯) সূর্য্যস্ত্রা পুরস্তাৎ পাতু কস্তাশ্চিদভিশস্ত্র্য ।

(১০) বীতিহোত্রঃ ত্বা কবে ছানন্তুৎ সমিধীমহগ্নে বৃহন্তুমধ্বরে ।

(১১) বিশো যস্ত্রে স্তো । (১২) বসুনাৎ রুদ্রাণামাদিত্যানাৎ সদসি সীদ ।

(১৩) জুহুরুপভৃৎপ্রবাহসি য়তাচী নান্না প্রিয়েণ নান্না

প্রিয়ে সদসি সীদ ।

(১৪) এতা অসদন্থংস্কৃতস্ত লোকে তা বিমোঃ পাহি পাহি

যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি

মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥ ১১ ॥

*

পদ-পাঠঃ ।

(১) কৃষ্ণঃ । অসি । আখরেষ্ট ইত্যাখরে—স্বঃ । অগ্নয়ে । স্বা । স্বাহা ।

(২) বেদিঃ । অসি । বর্হিষে । স্বা । স্বাহা ।

(৩) বর্হিঃ । অসি । অগ্ন্য ইতি অক্—ভ্যঃ । স্বা । স্বাহা ।

(৪) দিবে । জ্ঞা । অন্তরিক্ষায় । জ্ঞা । পৃথিব্যে । জ্ঞা ।

(৫) স্বধেতি স্ব—ধা । পিতৃভ্য ইতি পিতৃ—ভ্যঃ । উক্ । ভব । বহিষত্ব্য ইতি

বহিষৎ—ভ্যঃ । উজ্জ । পৃথিবীম্ । গচ্ছত ।

(৬) বিম্বোঃ । ভূপঃ । অসি ।

(৭) উর্ণাশ্রদসমিত্যুর্ণা—শ্রদসম্ । জ্ঞা । ভূগামি । আস্থমিতি স্থ—আসস্থম্ । দেবেভ্যঃ ।

(৮) গন্ধর্ব্বঃ । অসি । বিশ্বাবসুরিতি বিশ্ব—বসুঃ । বিশ্বমাং । জৈযতঃ । যজমানশ্চ ।

পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ । ইজ্রশ্চ । বাহঃ । অসি ।

দক্ষিণঃ । যজমানশ্চ । পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ । মিত্রাবরুণাবিতি

মিত্রা—বরুণৌ । জ্ঞা । উত্তরত ইত্যুৎ—তরতঃ । পরীতি । ধাতাম্ । ঋবেণ ।

ধম্মণা । যজমানশ্চ । পরিধিরিতি পরি—ধিঃ । ইডঃ । ঈড়িতঃ ।

(৯) সূর্য্যঃ । জ্ঞা । পুরস্তাং । পাতু । কস্তাঃ । চিৎ । অভিশস্ত্যা ইত্যভি—শস্ত্যাঃ ।

(১০) বাতিহোত্রমিতি বাতি—হোত্রম্ । জ্ঞা । কবে । হামন্তুমিতি হ্য—মন্তুং ।

সমিতি । ইধীমহি । অগ্নে । বৃহন্তং । অধ্বসে ।

(১১) বিশঃ । যস্মৈ ইতি । স্বঃ ।

(১২) বহ্ননাম্ । রুদাণাম্ । আদিত্যানাম্ । সদসি । সীদ ।

(১৩) জুহুঃ । উপভূদিত্যুপ—ভুং । ধ্রুবা । অসি । যতচী । নাম্না । প্রিয়েন ।

নাম্না । প্রিয়ে । সদসি । সীদ ।

(১৪) এতাঃ । অসদন্ । সুকৃতন্তেতি সু—কৃতন্ত । লোকে । তাঃ । বিমোহ ইতি ।

পাহি । পাতি । যজ্ঞম্ । পাহি । যজ্ঞপতিমিতি । যজ্ঞ—পতিম্ ।

পাহি । মাম্ । যজ্ঞনিয়মিতি যজ্ঞ—নিয়ম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মনঃ ! স্বং ‘কৃষ্ণঃ’ (কলঙ্ককলুষিতঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; স্বং ‘আখরেষ্ঠঃ’ (সংকৰ্ম্মসহযুতঃ ইত্যর্থঃ) ভব । অগ্নয়ে (অগ্নিদেবায়, প্রজ্ঞানস্বকপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামগ্নেণ বিনিযোজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইত্যর্থঃ ; সুহৃতমন্ত্রমম অমুষ্ঠানং, উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) ।

অথবা

হে মনঃ ! স্বং ‘আখরেষ্ঠঃ’ (অজ্ঞারসদৃশঃ) ‘কৃষ্ণঃ’ (কৃষ্ণবর্ণঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘ত্বা’ (ত্বাং, তব কলঙ্কবিমোচনেন তব উৎকর্ষসাধনায় চ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নয়ে’ (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানায়িত্বা ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (স্বাহামগ্নেণ সংশোধয়ামি, পরিশুদ্ধং সুসংস্কৃতং করোমি ইতি ভাবঃ) ।

২। হে ধীঃ ! স্বং ‘বেদি’ (যজ্ঞস্থানং, সংকৰ্ম্মাশ্রয়ভূতা ইতি যাবৎ) ‘অসি’ (ভবসি) ; ‘বর্হিষে’ (সংকৰ্ম্মসাধনায়) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘স্বাহা’ (স্বাহামগ্নেণ নিয়োজয়ামি ; সুহৃতং অসিদ্ধং অস্ত্রমম সঙ্কল্পঃ উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইত্যর্থঃ) ।

৩। হে মনঃ ! স্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসংকৰ্মসাধনং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'ঋগ্ভাঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সংকৰ্মসাধনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামগ্নেয়ং সুসংস্কৃতং কৰোমি ; সুহৃতং সুসিদ্ধং অন্ত মম অমুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) ।

৪। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'দিবৈ' (দ্যুলোকাবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ ।

(গ) হে মম ভগবৎসম্বন্ধি কৰ্ম্ম ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পৃথিব্যৈ' (পৃথিবীলোকে, ইহজগতি ইত্যর্থঃ অবস্থিতানাং দেবভাবানাং লাভায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি, প্রেরয়ামি বা ইতি শেষঃ ।

৫। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগুণেভ্যঃ, পিতৃগুণান্ উদ্दिश्य ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি ; তান্ আহ্বয়ামি ; তেহপি নাং প্রাপ্নুবন্ত ইতি ভাবঃ) ; অথবা, হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ ! 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃপুরুষাণাং প্রীতিসাধনায়, যদা—পিতৃগুণানাং হৃদি উপজননায় ইতি ভাবঃ) যুয্মান্ 'স্বধা' (স্বধামগ্নেয়ং নিয়োজিতান্ কুৰ্ম্ম) । 'অতঃ যুয়ং বর্হিষদ্যঃ' (মম হৃদরূপে বর্হিষি সজ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'উর্গ' (রসস্বরূপঃ সংরক্ষকঃ আনন্দদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ভব' (সঞ্চর ইতি ভাবঃ) ; অপিচ, হে শুদ্ধসম্বন্ধপাঃ পিতৃগুণাঃ ! 'উর্জা' (যুয্মাকং সম্বন্ধিনাঃ বলপ্রাপকৃণাঃ সম্ভাব্যপ্রবাহাঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (হৃদয়রূপং সদবৃত্তিমূলং ইতি যাবৎ) 'গচ্ছত' (প্রাপ্নুবন্ত) । প্রার্থনা-মূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ । পিতৃগুণাঃ তথা সম্ভাবাঃ যথা উপজয়ন্তি তথা সাধনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

৬। হে মনঃ ! স্বং 'বিবোধঃ' (ব্যাপকস্ত পরমেশ্বরস্ত, যাগাদিসংকৰ্ম্মামুষ্ঠানস্ত ইতি যাবৎ) 'ত্বূপঃ' (ধারকঃ, সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব) ।

৭। হে মনঃ ! স্বং 'উর্গাম্নদসং' (স্নিগ্ধসম্ভাবয়ন্তং) ভব ; 'দেবেভ্যঃ' (সর্গদেবভাবৈভ্যঃ) 'স্বাস্থং' (স্বথবাসস্বকপং কটুং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্বণামি' (আত্মীর্ণং কৰোমি, বিনিবোজয়ামি ইতি ভাবঃ) । হে মনঃ ! স্বাং শুদ্ধসম্বন্ধসম্বিতং তথা দেববাসবোগ্যং কৰোমীতি ভাবঃ ।

৮। (ক) হে ভগবন্ ! স্বং 'গন্ধৰ্ব্বঃ' (সর্গগঃ) 'বিশ্বাবসুঃ' (বিশ্বব্যাপী) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) স্বং সঙ্গসহযুতঃ সন্ 'বিশ্বাং' (সর্গস্বাং) 'ঈমতঃ' (শত্রোরাক্রমণাং) 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষক ভব ইতি শেষঃ) ।

(খ) হে মনঃ অথবা শুদ্ধসম্ব ! স্বং 'ইন্দ্রস্ত' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণ বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গ-স্বকপঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'ঈড়িতঃ' (সম্ভজনীয়) স্বং জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুতঃ ভূত্বা 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত) 'পরিধিরিড্' (পরিরক্ষকঃ ভব ইতি শেষঃ) ।

(গ) হে মনঃ ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন ইত্যর্থঃ) 'মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞানভক্তীকপৌ দেবৌ, ভগবদ্বিত্বভূতদ্বয়ৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধিতাং' (সর্গতোভাবেন স্থাপয়তাং) ; ত্বমপি 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ, সম্ভজনীয়ঃ) জ্ঞানসহযুতঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) বিধিপূর্বকং 'যজ্ঞমানস্ত' (অর্চকস্ত, মম ইত্যর্থঃ) 'পরিধিরিড্' (সংরক্ষকঃ ভব—শত্রোরাক্রমণাং ইতি শেষঃ) ।

৯। হে মনঃ ! 'কস্তাশিচং' (সর্গস্তাঃ দেববিতুত্যাঃ ইতি ভাবঃ) 'অভিশাশ্তা

(সম্যক্ স্ত্যর্থঃ, অর্চনার্থঃ, স্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্বর্গাঃ’ (পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপঃ দেবঃ, স্বপ্রকাশ ভগবান ইতি যাবৎ) ‘পুরুষাং’ (অগ্রতঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) ‘জা’ (জাং) ‘পাতু’ (পালয়তু, সংরক্ষতু ইতি ভাবঃ) ।

১০। ‘কবে’ (ত্রিকালজ্ঞ) ‘অগ্নে’ (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ‘দ্যামন্তং’ (দীপ্তিমন্তং) ‘বৃহন্তং’ (মহান্তং) ‘বীতিহোত্রং’ (অভীষ্টপূরকং) ‘জা’ (জাং) ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে সংকর্ষণি, হৃদ্যেশেবা যজ্ঞে, ইতি যাবৎ) ‘সমিধীমহি’ (সম্যক্ দীপয়ামঃ, প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ) । হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রদীপ্তঃ ভব ইতি ভাবঃ ।

১১। হে মম ভগবৎসন্ধক্সয়ুতো জ্ঞানকর্ষণী! যুবাং ‘বিশো’ (বিশ্বব্যাপকস্ত শুদ্ধসত্ত্বস্ত) ‘য়স্মে’ (নিয়ামকে, প্রজননহেতুভূতে) ‘স্বঃ’ (ভবতঃ) ।

১২। হে মনঃ অথবা হে ধী! ত্বং ‘বসুনাং’ (বিশেষাং সর্বেষাং নিবাসভূতানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইত্যর্থঃ) ‘বদ্রাণাং’ (বোররূপাণাং, শক্রবিমর্দকানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) ‘আদিতানাং’ (জ্যোতিঃস্বরূপাণাং, জ্ঞানদায়কানাং দেবানাং দেবভাবানাং বা ইতি ভাবঃ) ‘সদসি’ (অধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) ‘দীদ’ (অধিষ্ঠিত, প্রসর) । হে মনঃ! নিবাসভূতাঃ শক্রবিমর্দকাঃ জ্যোতিঃস্বরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা পর্যায়ক্রমেণ শুদ্ধসত্ত্বসংস্কারেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্তু ইতি ভাবঃ ।

১৩। হে মম ধী! ত্বং ‘জুহঃ’ (হবনপাত্রস্বরূপা) অপিচ ‘উপভূং’ (দেবানাং সমীপে হৃদিকারণকর্ত্রী, সন্ধ্যাবপোষিকা ইত্যর্থঃ) ‘ধ্রুবা’ (নিত্যস্বরূপা সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); ‘নামা’ (অভিধেয়েন) ‘যুতাচী’ (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বসমম্বিতা ইত্যর্থঃ) ভূত্বা ‘প্রিয়েন’ (প্রিয়বস্ত্রনা) ‘নাম্না’ (অভিধেয়েন, আধারেণ স্নেহেতি ভাবঃ) ‘সদসি’ (আসনে, হৃদরূপে অধিষ্ঠানে ইতি ভাবঃ) ‘সদ’ (অধিষ্ঠিত) । হে ধী! ত্বং সন্ধ্যাবসমম্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ ।

১৪। বিশেষ (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) ‘স্বরুতস্ত’ (সত্যস্বরূপস্ত শোভনকর্মণঃ ইত্যর্থঃ) ‘লোকে’ (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘এতাঃ’ (নিত্যসত্যস্বরূপাঃ যে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসদন্’ (বর্তন্তে) ‘তা’ (তান্) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘যজ্ঞং’ (সংকর্ষণং, সত্ত্বাদীনাং কার্যং) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘যজ্ঞপতিং’ (যজ্ঞাপালকং শুদ্ধসত্ত্বং) ‘পাহি’ (সংরক্ষ); ‘যজ্ঞনিয়ং মাং’ (প্রার্থনাকারকং মাং) ‘পাহি’ (প্রতিপালয়, সংসারসাগরাং পরিত্রায়াস্ব স্বমিতি শেষঃ) । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে মন! তুমি কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ; সংকর্ষসহযুত হও । অগ্নিদেবের অর্থাৎ প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা নিয়োজিত করিতেছি অথবা পরিশুদ্ধ করিতেছি ।

অথবা

হে মন ! তুমি অঙ্গারসদৃশ কলঙ্ককলুষিত হইয়া আছ। কলঙ্ক বিমোচনে তোমার উৎকর্ষসাধন জন্য অগ্নিসংযোগে (অর্থাৎ জ্ঞানায়িত্রে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সূক্ষ্মীকৃত করিতেছি।

২। হে ধী ! তুমি দেবীস্বরূপ, সংকল্পাশ্রয়ভূতা হও। সংকল্প-সাধনের নিমিত্ত (বর্হির খায়) তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে নিয়োজিত (সূক্ষ্মীকৃত) করিতেছি। (আমার অনুষ্ঠান সূক্ষ্ম হউক)।

৩। হে মন ! দর্ভরূপ তুমি যজ্ঞাদি সংকর্মের সাধক হও। সংকল্প-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে স্বাহামন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্মীকৃত করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সূক্ষ্ম হউক।

৪। (ক) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম ! তোমাকে দ্ব্যলোকে অবস্থিত অর্থাৎ দ্ব্যলোক-সম্বন্ধি দেবভাব-লাভের জন্য নিযুক্ত (প্রেরণ) করিতেছি।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম ! তোমাকে অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত (অন্তরিক্ষ লোকসম্বন্ধি) দেবভাবসমূহ লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

(গ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধি কর্ম ! তোমাকে পৃথিবীতে অর্থাৎ ইহজগতে অবস্থিত (ইহলোকসম্বন্ধি) দেবভাব লাভের নিমিত্ত নিয়োজিত (প্রেরণ) করিতেছি।

৫। পিতৃগুণ-সমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘স্বধা’ উচ্চারণ করিতেছি। তদগুণাবলিকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্জাত হউক)। অথবাহে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ! আমার পিতৃগুণসমূহ উৎপাদন জন্য (সম্ভাবপ্রাপ্তিকামনায়) স্বধা-মন্ত্রে তোমাদিগকে বিনিযুক্ত কবিতেছি। তোমরা আমার হৃদরূপ বর্হিসমূহে সঞ্জাত পিতৃগুণসমূহের রসস্বরূপ পোষক অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক হইয়া সঞ্চারিত হও ; অপিচ, হে শুক্লসদ্বরূপ পিতৃগুণসমূহ ! তোমাদিগের সম্বন্ধি বলপ্রাণস্বরূপ সত্ত্বপ্রবাহ আমার হৃদয়রূপ সদবৃত্তিমূলকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পিতৃগুণ অর্থাৎ সত্ত্বভাব সংজনন জন্য মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান)।

৬। হে মন ! তুমি সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের ধারক হও। অথবা তুমি যজ্ঞাদি সংকল্পানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও।

৭। হে মন ! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বভাবযুত হও ; সর্বদেবতাব্যবহারে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে তোমাকে আসনরূপে বিস্তৃত করিতেছি । (ভাব এই যে, হে মন ! তোমাকে যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্মিত দেববাসযোগ্য করি ।)

৮। (ক) হে ভগবন্ ! আপনি সর্বগ সর্বব্যাপী হয়েন । অতএব স্তবনীয় আপনি বিশ্বের সর্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চকের সংরক্ষক হউন ।

(খ) হে মন অথবা শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ-অঙ্গ) হও । অতএব, সম্ভজনীয় তুমি (প্রজ্ঞান-সম্মিত হইয়া) বিশ্বের সর্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চকের সংরক্ষক হও ।

(গ) হে মন ! তোমার সত্যদর্শন-পালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্র-বরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ-লোকে স্থাপন করুন । তুমিও স্তবনীয় জ্ঞান-সহযুত হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সর্বপ্রকারে অর্চকের পরিরক্ষক হও (অর্থাৎ রক্ষা কর) ।

৯। হে মন ! সকল দেব-বিভূতির সম্যক্রূপে অর্চনার জন্য (প্রতিষ্ঠার জন্য) সেই পূর্ণজ্যোতি-স্বরূপ সূর্য্যদেব (স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় ভগবান) সর্বতোভাবে তোমাকে পালন করুন ।

১০। হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব ! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্ট-লাভের জন্য, এই হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সং-কর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃদপ্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি ।

১১। হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুত জ্ঞান ও কর্ম্ম ! তোমরা বিশ্বব্যাপক শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উপভূতি-হেতুভূত হও ।

১২। হে মন ! তুমি বিশ্বের সকলের নিবাসভূত (আশ্রয়ভূত) দেব-গণের (অর্থাৎ দেবভাবসমূহের), শত্রু-বিমর্দক যোররূপ দেবগণের (দেব-ভাবসমূহের) এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানদায়ক) দেবগণের (অর্থাৎ দেব-ভাবসমূহের) অধিষ্ঠানে প্রসারিত হও । (ভাব এই যে—হে মন ! নিবাস-হেতুভূত শত্রু-বিমর্দক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবভাবসমূহ পর্য্যায়ক্রমে তোমাতে শুদ্ধসত্ত্বসংস্কার দ্বারা সত্ত্বভগবানকে প্রাপ্ত করান) ।

১৩। হে ধী ! তুমি হবনপাত্র-স্বরূপা, সেবগণ-সমীপে হবির্ধারণকর্ত্রী অর্থাৎ সন্ধ্যা-পৌষিকা নিত্যস্বরূপা (সন্ধ্যাবরূপা) হও । নামে তুমি জুহু অর্থাৎ হবিঃপূর্ণ—সত্ত্বসম্মিত হইয়া প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বভাবের সহিত

আমার হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে (আসনে) অধিষ্ঠিত হও । (ভাব এই যে,—
হে ধী ! তুমি সন্ধ্যা-সমন্বিত হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও) ।

১৪ । হে বিশ্বব্যাপক ভগবান ! সত্য-স্বরূপ সংকল্পের উৎপত্তি-স্থান
আমার হৃদয়ে নিত্যসত্যস্বরূপা যে শুদ্ধসত্ত্বসমূহ বিরাজিত আছে, সেই
সকলকে আপনি রক্ষা করুন ; আমার যজ্ঞকে (সত্ত্বাদির কার্য্যকে) রক্ষা
করুন ; আমার যজ্ঞপালক সন্ধ্যাকে রক্ষা করুন ; যজ্ঞকারী আমাকে রক্ষা
করুন । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

দশমেহ্নুবাক আজ্যহবিষো গ্রহণমুক্তং । একাদশ ইধাবর্হিঃপূর্ব্বকং বেছাং হবিরা-
সাদনমুচ্যতে । তত্র কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয় ইত্যাক্ষৌ মন্ত্রঃ । ততঃ পূর্ব্বমাপো দেবীরত্যয়-
মুদকাভিমন্ত্রণমন্ত্র আশ্নাতব্য ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্ববদ্যাচষ্টে—“আপো দেবীরগ্রেপূবো অগ্রেণ্ডব
ইত্যাঃ । রূপমেবাহসামেতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে । অগ্ন ইমং যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিমিত্যাঃ ।
অগ্ন এব যজ্ঞং নয়ন্তি । অগ্রে যজ্ঞপতিং । যুয়ানিক্রোহবৃণীত বৃত্রতুর্গ্যে যুয়মিল্লমবৃণীধ্বং
বৃত্রতুর্গ্য ইত্যাঃ । বৃত্রং হনিষ্যমিল্ল আপো বব্রে । আপো হেল্লং বব্রিরে । সংজ্ঞামেবাহ-
সামেতৎসামানং ব্যাচষ্টে । প্রোক্ষিতাঃ স্বেত্যাঃ । তেনাহপঃ প্রোক্ষিতাঃ ।” (ব্রাঃ
কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ।

১ । “কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহা ।”—কল্পঃ—“অথেষাং বিস্রজ্ঞ প্রোক্ষতি
কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহেতি” ইতি । হে ইধা স্বং বলিপ্রিয়তমত্বাতদভেদোপচারেণ
কৃষ্ণো যুগোহসি । তথা বনস্পতিস্বেহসি । অতোহগ্নয়ে প্রিয়ং স্বাং প্রোক্ষামি । তদেতৎ-
কর্তব্যমিতি স্বকীয়া সরস্বতী ক্রতে । সোহয়মর্থঃ স্বাহাশব্দবাচ্যঃ । অত এবাগ্নিহোত্রাক্ষণে
প্রজ্ঞাপতেঃ স্বকীয়া বাচা সহ সংবাদ এবমায়্যতে—“তং বাগভাবদজ্জুহুধীতি । সোহব্রবীৎ ।
কঙ্কমসীতি । সৈব তে বাগিত্যব্রবীৎ । সোহজুহোং স্বাহেতি” ইতি । অথবা নানার্থবাচী
স্বাহাশব্দঃ প্রোক্ষণং ক্রতে । অথোক্তমন্ত্রার্থং দর্শয়তি—“অগ্নিদেবেভ্যো নিলায়ত । কৃষ্ণো রূপং
কৃষ্ণা । স বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ । কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠোহগ্নয়ে স্বা স্বাহেত্যাঃ । অগ্নয় এবেনং
জুহুং কনোতি । অথো অগ্নেরেব মেধমবরুদ্ধে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ।

২ । “বেদিরসি বর্হিষে স্বা স্বাহা ।”—কল্পঃ—“বেদিং প্রোক্ষতি বেদিরসি বর্হিষে স্বা
স্বাহেতি” ইতি । হে বেদে স্বং লব্ধাহসি । “তদিমামবিন্দন্ত যদিমামবিন্দন্ত তদ্বৈতৈ
বেদিস্বঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অতো বর্হিধীরয়িতুং স্বাং প্রোক্ষামি । রূপকেণধারাদেয়ভাবং
দর্শয়তি—“বেদিরসি বর্হিষে স্বা স্বাহেত্যাঃ । প্রজা বৈ বর্হিঃ । পৃথিবী বেদিঃ । প্রজা
এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৬) ইতি ॥

৩ । “বর্হিরসি অগ্ন্যে স্বা স্বাহা ।”—কল্পঃ—“বর্হিঃ প্রোক্ষতি বর্হিরসি অগ্ন্যে
স্বাহেতি” ইতি । হে দর্ভ বৈদেব্ধং বৃহৎমসি । অতস্বয়ি অচঃ স্বাপয়িতুং স্বাং প্রোক্ষামি ।

পূর্ববদাধারত্বং দর্শয়তি—“বহিঃসি অগভ্যায় স্বাহত্যাহ । প্রজা বৈ বর্হিঃ । যজমানঃ ক্ষচঃ । যজমানমেব প্রজাস্ম প্রতিষ্টাপয়তি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

৪। “দেবে স্বাহস্তাংক্ষায় স্বা পৃথিব্যে স্বা ।”—কল্পঃ—“অন্তর্ক্বেদি পুরোগ্রস্থি বহিঃসাম্য দিবে হেত্যাং প্রোক্ষতি, অন্তরিক্ষায় হেতি মধ্যং পৃথিব্যে হেতি মূলং” ইতি । বর্হিঃেব লোকত্রয়ং ভাবয়িত্বা লোকার্থতা প্রোক্ষণন্তেত্যাহ—“দেবে স্বাহস্তরিক্ষায় স্বা পৃথিব্যে হেতি বহিঃসাম্য প্রোক্ষতি । এভ্য এবৈনল্লোকৈভ্যঃ প্রোক্ষতি” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । বিধত্তে—“অথ ততঃ সহ ক্ষা পুরস্তাং প্রত্যক্ষং গ্রহিং প্রত্যক্ষতি । প্রজা বৈ বর্হিঃ । যথা হৃত্য কাল আপঃ পুরস্তাংস্তি । তাদৃগেব তং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । অগ্রাদিত্রয়প্রোক্ষণানন্তরং যঃ শেষন্তেন প্রোক্ষণ-শেষেণোদকেন স্বয়ং হস্তস্থিতপ্রোক্ষণপাত্রেণ সহ বর্হিঃ পুরস্তাংস্তং প্রসার্যোদকং যথা প্রত্যক্ষস্যাতে তথোৎক্ষিপেৎ । যথা মনুষ্যাণাং গবাদীনাং চ প্রসৃতিকালে প্রথমত আপো নির্গচ্ছন্তি তৎপ্রোক্ষণং তাদৃগেব ভবতি ॥

৫। “স্বা পিতৃভ্য উর্গভব বর্হিষদ্যা উর্জা পৃথিবীং গচ্ছত ।”—কল্পঃ—“অতিশিষ্টাঃ প্রোক্ষণানিনয়তি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরশ্রে শ্রোণেঃ স্বা পিতৃভ্য উর্গভব বর্হিষদ্যা উর্জা পৃথিবীং গচ্ছতেতি” ইতি । হে জল ময়া স্ব পিতৃভ্যো দত্তমসি । অতো বর্হিঃ্যবস্থিতভ্যঃ পিতৃভ্যো রসরূপং ভব । হে জলাবয়বা ভবদীয়োদুত্তরসকপেণ পৃথিবীং গচ্ছত । মন্ত্র-ব্যাখ্যানপূর্বকং বিধত্তে—“স্বা পিতৃভ্য ইত্যাহ । স্বাকারো হি পিতৃণাং । উর্গভব বর্হিষদ্যা ইতি দক্ষিণায়ৈ শ্রোণেরোত্তরশ্রে নিনয়তি সন্ততৈ । মাঙ্গা বৈ পিতরো বর্হিষদঃ । মাঙ্গানেব প্রীণাতি । মাঙ্গা বা ওষধীর্কর্ষয়ন্তি । মাঙ্গাঃ পচন্তি সমৃদ্ধৌ । অনতিস্কন্দনং পর্জন্তো বর্ষতি । যত্রৈতদেবং ক্রিয়তে । উর্জা পৃথিবীং গচ্ছতেত্যাহ । পৃথিব্যামবোর্জং দদাতি । তস্যাং পৃথিব্যা উর্জা ভুঞ্জতে” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । স্বাকারঃ পিতৃণাং প্রিয় ইত্যর্থো বাজসনেয়ীনাং প্রসিদ্ধঃ । দেবা উপজীবন্তি স্বাকারং চ বঘট্কারং চ হস্তকারং মনুষ্যাঃ স্বাকারং পিতর ইতি শ্রুতিঃ পূর্বমুদাহৃত্য । বেদেদ-ক্ষিণশ্রোণিমারভ্যোত্তরশ্রোণিপৰ্য্যন্তং নিনয়নে যজমানস্তাবিচ্ছিন্না প্রজা ভবতি । মাঙ্গাভি-মানিদেবা এব বর্হিষদঃ পিতর ইতি তৎপ্রীতৌ সত্যামভিমন্তব্যকালান্তরা মাঙ্গা ওষধীর্কর্ষয়িত্বা ফলং সম্পাদয়ন্তি । ততোহগ্নসমৃদ্ধিঃ । যস্মিন্দেহ এতন্নিনয়নমেবং ক্রিয়তে তস্মিন্দেহ পর্জন্তোহতিবৃষ্টিয়া সন্তমবিনাশয়ন্তাকালং যথোচিতং বর্ষতি । উদকরসস্ত পৃথিবীগতস্তাং পৃথিবীজন্তুনায়রসেন জনা ভোগং সম্পাদয়ন্তি । গৈথিল্যং বিধত্তে—“গ্র হুং বিস্রৗয়তি । প্রজনয়তোব তং” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । বন্ধনরূপে গর্ভেবস্থিতস্ত বর্হিষো বিস্রৗয়নমেবোৎপাদনং । দিখিলন্ত বিমোচনং বিধত্তে—“উর্জাং প্রাক্ষমুদগুৎ প্রত্যক্ষমাবচ্ছতি । তস্যাং প্রাতীনৗ বেতো দীৗয়তে । প্রতীটাঃ প্রজা জায়ন্তে” (ত্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । পশ্যাং প্রাক্ষমুদগুহতীতি হি পূর্কং বিহিতস্ত প্রাক্ষমুদগুদ্য গ্রহেরগ্রং ধৃ.স্বাক্ষরুংকৃষ্য প্রত্যমুখন্তেন কৰ্ষেৎ ॥

৬। “বিষ্ণোঃ স্তুপোহসি ।”—কল্পঃ—“বিষ্ণোঃ স্তুপোহসীতি, কৰ্ষয়িত্বাববনীয়া প্রতি

প্রস্তরমুপারন্তে” ইতি । হে প্রস্তর স্বং ব্যাপিনো যজ্ঞস্ত সজ্বাতরূপো ধারকোহসি । তদেতদর্শয়তি—“বিশেষাঃ স্তূপোহসীতাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । যজ্ঞস্ত ধৃত্যে” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । বিধত্তে—“পুবস্তাং প্রস্তবং গৃহ্নাতি । মুখ্যমেবৈনং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । বেদেঃ পূর্ভাগে ব্রহ্মা যজমানো বা প্রস্তরং ধারয়েৎ । তচ্চ স্ত্রেহভিহিতং—“ব্রহ্মা প্রস্তরং ধারয়তি যজমানো বা” ইতি । ধারণায় মুখসনানমোরতাং হস্তেনাতিনীয় বিধত্তে—“ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । প্রজাপতিনা যজ্ঞমুখেন সংমিতং” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । বেদিখননবাক্য ইবায়মভিনয়ঃ প্রাদেশমাত্রঃ পরত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ । তদেবানুশ্রুতং—“ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । যজ্ঞপুরুষা সম্মিতং । ইয়ন্তং গৃহ্নাতি । এতাবদৈ পুরুষে বীৰ্য্যং । বীৰ্য্যসংমিতং” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । পুরুঃ পুরু । তচ্চ যজ্ঞপুরুষস্ত হজ্জকুর্পরয়োভয়তঃ প্রাদেশমাত্রঃ ভবতি । প্রসারিতয়ো-রঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠিকয়োঃস্থল্যোর্ধাবন্মধ্যং তাবদেব পুরুষে সামর্থ্যং, হানোপাদানান্ত্রুশেষব্যাপার্যাং তত্রৈব নিম্পত্তেঃ । পক্ষান্তরং বিধত্তে—“অপরিমিতং গৃহ্নাতি । অপরিমিতস্তাবক্কৌ” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । যাবতৌগতয়ো স্ত্রুশ দৌর্ধ্যং তাবদেব গৃহীয়াৎ । তস্তাপরিমিতসম্পত্তয়ে ভবতি । উৎপবনহেত্বোঃ পবিত্রয়োঃ প্রস্তরে স্থাপনং বিধত্তে—“তস্মিন্ পবিত্রে অপিসৃজতি । যজমানো বৈ প্রস্তরঃ । প্রাণাপানো পবিত্রে । যজমান এব প্রাণাপানো দধাতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । প্রস্তরস্ত যজমানবজ্জ-সিদ্ধিহেতুতয়া তদভেদোপচারঃ ॥

৭ । “উর্গাম্নদসং স্বা স্তৃগামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ ।”—কল্পঃ—“বর্হির্কোহা৬ স্তৃগাতি দেব-বর্হির্কর্গাম্নদসং স্বা স্তৃগামি স্বাসস্থং দেবেভ্য ইতি” ইতি ।

অত্র শাখান্তরাঙ্কসারং দেববর্হিরিত্যেতৎপদং পুরিতং । হে দেববর্হিস্থং কল্পবন্মূহুরপং, দেবানাং স্ত্রুথেনাহসিতুং স্থানরূপং স্বাং বেতাং স্তৃগামি । ব্যাচষ্টে—“উর্গাম্নদসং স্বা স্তৃগামীত্যাহ । যথায়জুরেবেতং । স্বাসস্থং দেবেভ্য ইত্যাহ । দেবেভ্য এবৈনংস্বাসস্থং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । বিধত্তে—“বর্হিঃ স্তৃগাতি । প্রজা বৈ বর্হিঃ । পৃথিবী বেদিঃ । প্রজা এব পৃথিব্যাং প্রতিষ্ঠাপয়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । তত্রৈব বিশেষং বিধত্তে—“অনতিদৃশ্ ৬ স্তৃগাতি । প্রজয়েবৈনং পশুভিরনতিদৃশং করোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৬) ইতি । ভূমিস্বরূপমত্যন্তং যথা ন দৃশ্যতে তথা বহলং স্তৃগীয়াৎ । বহুপ্রজাপশ্বারুতো যজমানোহপি বৈদেশিকৈরদৃশ্যমানঃ প্রভূর্ভবতি ॥

৮ । “গন্ধর্কোহসি বিশ্বাবস্তুর্কর্ষয়াদীষতো যজমানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইম্ভস্ত বাহুরসি (১) দক্ষিণো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িতো মিত্রাবরূপো হোন্তরতঃ পরি ধস্তাং ধ্রুবং ধর্মণা যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িতঃ ।”—কল্পঃ—“অথ প্রস্তরপাণঃ প্রাগভিস্প্য পরিবীন্পরিদধাতি গন্ধর্কোহসি বিশ্বাবস্তুর্কর্ষয়াদীষতো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইতি মধ্যমিম্ভস্ত বাহুরসি দক্ষিণো যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইতি দক্ষিণং মিত্রাবরূপো হোন্তরতঃ পরি ধস্তাং ধ্রুবং ধর্মণা যজ্ঞানস্ত পরিবিরিড় ঈড়িত ইত্যন্তরং” ইতি । হে মধ্যমপরিধে স্বং বিশ্বাবস্তুনাং গন্ধর্কোহসি তদ্রূপকৃত্যং । তেন সর্কস্মাদ্ব্যসকাতজ্ঞানস্ত পরিপোষকোহন্নরূপঃ স্তুতো ভব ।

এবমন্তরয়োৰ্যোজ্যং । ধ্রুবেণ ধর্মণাহুষ্ঠীয়মাননিত্যকশ্মনিমিত্তং । বিধিপূর্বকং ব্যাচষ্টে—
“ধারয়নপ্রস্তরং পরিবীনপরিদধাতি । যজমানো বৈ প্রস্তরঃ । যজমান এব তৎস্বয়ং পরিবীন
পরিদধাতি । গন্ধর্বোহসি বিশ্বাবস্তুরিত্যাহ । বিশ্বমেবাহুষ্ঠীয়জ্ঞমানে দধাতি । ইন্দ্রেস্ত বাহরসি
দক্ষিণ ইত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজ্ঞমানে দধাতি । মিত্রাবরুণৌ দ্বোত্তরতঃ পরি দধামিত্যাহ ।
প্রাণাপানৌ মিত্রাবরুণৌ । প্রাণাপানাবেবাস্মিন্ দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

৯ ॥ “সূর্য্যস্তা পুরস্তাং পাতু কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ সূর্য্যেণ পুরস্তাং
পরিদধাতি সূর্য্যস্তা পুরস্তাং পাতু কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যা ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“আহবনীদ-
মভিমন্ত্যা” ইতি । কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যাঃ সর্কস্তা অপি হিংসায়্যঃ । অনেনৈবাভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—
“সূর্য্যস্তা পুরস্তাং পাত্বিত্যাহ । রক্ষসামপহতৈঃ । কস্তাশ্চিদভিশস্ত্যা ইত্যাহ । অপরিমিতা-
দেবৈনং পাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

১০ । “বীতিহোত্রং স্বা কবে ছ্যমস্ত৩ সমিবীমহগ্নে বৃহস্তমধবর ।”—কল্পঃ—“উর্দ্ধে আধার-
সমিবাধাদধাতি বীতিহোত্রং স্বা কবে ছ্যমস্ত৩ সমিবীমহগ্নে বৃহস্তমধবর ইতি” ইতি ।

হে বিদ্বদগ্নে আমধবর নিমিত্তাকৃত্য সমিধমহি । কীদৃশং স্বাং বীতয়ে ব্যাপ্তয়ে সমৃদ্ধয়ে
হোত্রং হোমো যন্ত তং বী তহোত্রং । এতমেবার্থং দর্শয়তি—“বীতিহোত্রং স্বা কব ইত্যাহ ।
অগ্নিমেব হোত্রেণ সমর্দ্ধয়তি । ছ্যমস্ত৩ সমিবীমহীত্যাহ সনিদ্যৈ । অগ্নে বৃহস্তমধবর ইত্যাহ
বৃদ্ধ্যে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

১১ । “বিশো যন্তে স্বঃ ।”—কল্পঃ—“অস্তর্কেষ্ট্রাদীচীনাগ্রে বিধৃতী তিরশ্চী আসাদয়তি বিশো
যন্তে স্ব ইতি” ইতি । হে দত্ত নপে বিধৃতৌ যুবাং প্রজায়া নিয়ামিকে ভবথঃ । এতদেব দর্শয়তি
—“বিশো যন্তে স্ব ইত্যাহ । বিশাং যতৈঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি । বিধন্তে—
“উবীচীনাগ্রে নিদধাতি প্রতিষ্ঠিত্য” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

১২ । “বস্বনা৩ রুদ্রাণামাদিত্যানা৩ সদসি সীদ ।”—কল্পঃ—“বস্বনা৩ রুদ্রাণামাদি-
ত্যানা৩ সদসি সীদেতি তয়োঃ পস্তরমভ্যাদধাতি” ইতি । বিধুতিদ্বয়মেব সদ ইত্যভিপ্রোক্ত্যাহ—
“বস্বনা৩ রুদ্রাণামাদিত্যানা৩ সদসি সীদেত্যাহ । দেবতানামেব সদনে প্রস্তর৩ সাদয়তি”
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

১৩ । “জুহুরপভুদ্রুবাহসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদ ।”—কল্পঃ—
“প্রস্তরে জুহু৩ সাদয়তি জুহুরসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যন্তরায়ুপভুত-
মুপভুদসি যতাতী নাম্না প্রিয়েণ নাম্না প্রিয়ে সদসি সীদেত্যন্তরায়ুপভুতঃ । প্রথমদ্বিতীয়েরসি যতাতীত্যাদিকং লুপ্যজ্যতে ।
ব্যাচষ্টে—“জুহুরসি যতাতী নাম্নেত্যাহ । অসৌ বৈ জুহুঃ । অস্তরিক্শুপভুৎ । পৃথিবী ধ্রুবা ।
তাসামেতদেব প্রিয়ে নাম । যদযতাতীতি । যদযতাতীত্যাহ । প্রিয়েণৈবৈনা নাম্না সাদয়তি”
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৬) ইতি ॥

১৪ । “এতা অসদনংস্কৃততন্ত্র লোকে তা বিষ্ণো পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি
মাং যজ্ঞনিয়ম্ ॥”—কল্পঃ—“অথ ঋচঃ সন্না অভিমুশতোতা অসদনংস্কৃততন্ত্র লোকে তা বিষ্ণো
পাহি পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিতি” ইতি । লোকেহবশস্তাবি ফলং

তজ্জপত্বেন ভাবিতে প্রস্তরে ক্ষেচোহবস্থিতঃ । এতদেব দর্শয়তি—“এতা অসদনংস্কৃততস্ত লোক ইত্যাহ । সত্যং বৈ স্কৃততস্ত লোকঃ । সত্য এবৈনাঃ স্কৃততস্ত লোকে সাদয়তি । তা বিশেষ্য পাহীত্যাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । যজ্ঞস্ত য়ৈত্য । পাহি যজ্ঞং পাহি যজ্ঞপতিং পাহি মাং যজ্ঞনিয়মিত্যাহ । যজ্ঞায় যজমানায়াহ্বানে । তেভ্য এবাহশিষমাশাস্তেহনার্যৈঃ” (ত্রাং কাং ১ প্রাং ৩ অং ৬) ইতি । যুতির্গন্ধপুরুষকর্ষকং ক্ষচাং পোষণং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—
 “কৃষ্ণ ইয়াং বেদিকৈদিং বর্হিকর্হিঃ সমুক্ষতি । দিবৈত্রিভিকর্হিবোহগ্রমধ্যমুজানি চোক্ষতি ॥ ১ ॥
 স্বধা শেষং ক্ষিপেদুমৌ বিশেষ্যঃ প্রস্তরমুয়ং । উর্গা বর্হিস্তুতির্গন্ধত্রিভির্দ্বীনপরিধীনক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥
 সূর্যোহভিমন্য পূর্বাগ্নিং বীত্যাবারসমিবস্থিতিঃ । বিশো আধায় বিশ্বতী বসু প্রস্তরসাদনম্ ॥ ৩ ॥
 জুহুপত্রভিরাশ্বা ক্ষচ এতাস্ত মন্বয়েৎ । একাদশাহুবা কেহ্মশ্রীরিতা মন্ববিশ্ণুশ্চিঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

প্রথমাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“যজমানঃ প্রস্তরোহত্র গুণো বা নান বা স্ততিঃ । সামান্যিকরণেন শ্রাদেকতাত্ত্বানামতা ॥ গুণো বা যজমানোহস্ত কার্যো প্রস্তবলক্ষিতে । অংশাংশিত্বাভাবেন পূর্ববদ্বাং সংস্রতিঃ । অর্থভেদাদনামতং গুণশ্চৈৎপ্রস্থিয়েত সঃ । যাগসাধকতাদ্বারা বিশেষ্যপ্রস্তরস্ততিঃ” ইতি ॥ ইদমায়ত্তে—“যজমানঃ প্রস্তরঃ” ইতি । তত্র যজমানস্ত প্রস্তরশব্দো নামধেয়ং প্রস্তরস্ত বা যজমানশব্দো নামধেয়ং । কূতঃ । উদ্ভিদা যাগেনেত্যাদাবিব সামান্যিকরণ্যানিত্যেকঃ পক্ষঃ । গুণবিধিরেব ইত্যপরঃ । তথাহিপি যজমানকার্যো জপাদৌ প্রস্তরস্তাচেতনস্ত সামর্থ্যাভাবাৎ প্রস্তরকার্যো ক্ষত্রগণাদৌ যজমানস্ত শক্তত্বাভজমানরূপে গুণো বিবীয়তে । এবং সতি পশ্চাত্ত্বতস্ত প্রস্তরশব্দস্ত কার্যলক্ষকত্বেহপি প্রথমশ্রুতৌ যজমানশব্দো মুণ্যবুর্ভিবিষ্টি । ন চাত্র পূর্বশ্রুতেন স্ততিঃ সম্ভবতি । তচ্চাপালদাদশকপালয়োরিব প্রস্তব-যজমানয়োরংশাংশিত্বাভাবাৎ । “বায়ুর্কৈ ক্ষেপিষ্টা দেবতা” “উজ্জোহবক্কৌ” ইত্যাদিবৎ স্ততিরিতি চেম । ক্ষিপাদিবর্ষবৎকস্তাচিহ্নকর্ষতাপ্রতীতেঃ । তস্মান্নামগুণয়োরন্তরঙ্গমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—গোমহিবয়োরিবার্থভেদস্তাত্ত্ব্যপ্রাসিদ্ধত্বান নামতং যুক্তং । গুণপক্ষে ত্রয়ো প্রহরণস্ত প্রস্তরবিশয়ত্বাভজমানে প্রহতে সতি কৰ্ম্মলোপঃ শ্রাৎ । তস্মাদ্বিশেষঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে । যথা সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র সিংহগুণেন শৌর্যাদিনোপেতো দেবদত্তঃ সিংহশব্দেন স্তূয়তে তথ যজমানগুণেন যাগসাধনত্বেন যুক্তঃ প্রস্তরো যজমানশব্দেন স্তূয়তে । এবং “যজমানো বা এককপালঃ” ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যং ॥

অথ ব্যাকরণম্ ।

কৃষ্ণস্ত মুগাখ্যা চেতি কৃষ্ণশব্দস্তাত্ত্ব্যাদিতঃ । তাংরেষ্ঠ ইত্যত্র প্রাতিপদিকস্বরেণ বা সমাসস্বরেণ বা কৃষ্ণস্বরেণ বা কৃষ্ণপ্রত্যয়ান্তত্বেন থাখাদিস্বরেণ বাহস্তোদাত্ত্বং । বেদিশব্দেতৎপ্রত্যয়ান্তত্বেন নিৎস্বরঃ । বিষ্ণুশব্দো হুপ্রত্যয়ান্তঃ । স্তূপশব্দো বুধাদিঃ । উর্গাশব্দস্ত বুধাদিতাদাত্ত্বোদাত্ত্বো সত্ব্যপমানপূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং । স্বাসস্থমিত্যত্র “নঞস্তোভাং” (পাং ৬২।১৭২) ইত্যন্তোদাত্ত্বঃ । বিশ্বাবসুরিত্যত্র “বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং” (পাং ৬২।১০৬) ইতি পূর্বপদাত্ত্বোদাত্ত্বঃ । ঈষতো যজমানস্তেভ্যভয়ত্র লসার্কধাতুক-স্বরঃ । মিত্রাবরুণাবিত্যত্র দেবতাদ্বন্দ্বস্বরঃ । উত্তরত্ব ইত্যত্রাত্ত্বচ-প্রত্যয়ান্তত্বেন চিৎস্বরঃ ।

ধর্মণ্যেত্যত্র মনিপ্রত্যয়ান্তান্নিস্বরঃ। হৃদ্যশব্দে নিপাতনাদাত্ম্যাদন্তঃ। কস্তা ইত্যত্র সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরদান্তয়ে প্রাপ্তে “ন গোশ্বনসাববর্ণাডঙ্কৃদভ্যঃ” (পা० ৬।২।১৮২) ইতি প্রথমৈকবচনে সাববর্ণান্ত্বেন নিষিধ্যতে। অভিশন্ত্যা ইত্যত্র তাদৌ চেতি গন্তে প্রকৃতিস্বরঃ। বীতিহোত্রমিত্যত্র “ময়ে বৃষেষপচমনবিদভূবীরা উদান্তঃ” (পা० ৩।৩।৯৬) ইতি বীধাতোরদান্তয়ে ক্রিন্‌প্রত্যয়ে সতি বহুব্রীহিস্বরঃ। স্মৃতাচীত্যত্র কৃৎস্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণিকো একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ- গালোচনা ।

— : * : —

দশম অনুবাকে আজ্যহবিঃ গ্রহণমূলক মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে ; আর, এই একাদশ অনুবাকে ইগ্ন এবং বর্হি সহিত বেদীতে হবিঃ স্থাপনের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই ইগ্ন বর্হি ও হবিঃ গ্রহণের পূর্বে, ‘আপো দেবী অগ্নেগূব’ প্রভৃতি মন্ত্রে তৎসমুদয়ে জল প্রক্ষেপ করিতে হয় ;—ভাষ্যানুক্রমণিকায় এতদ্বিষয় পরিদৃষ্ট হয়।

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটী ‘ইগ্ন’ অর্থাৎ হোমের কাষ্ঠ সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র বেদি-সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র ‘বর্হি’ অর্থাৎ সজ্জবদ্ধ কুশ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। সে মতে যজ্ঞকাষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—‘হে যজ্ঞকাষ্ঠ ! তুমি অগ্নির প্রিয় বলিয়া অভেদ উপচারে কৃষ্ণমৃগ হও। আর তুমি বনস্পতিস্ব অর্থাৎ বনস্পতির অঙ্গস্বরূপ। সত্যএব অগ্নির উদ্দেশে অগ্নির প্রিয় তোমাকে (জল দ্বারা) প্রোক্ষিত করিতেছি।’ এখানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল না। ভাষ্যকাব কারণ নির্দেশ করিলেন,—‘অন্তোদান্ত কৃষ্ণ শব্দ আত্ম্যাদান্ত বলিয়া মৃগবাচী হইয়াছে। এই মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদেও দেখিতে পাই। যজ্ঞকে ‘কৃষ্ণবর্ণ’ বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যান শুক্লযজুর্বেদে পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—‘একদা যজ্ঞ, উপক্রান্ত (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) হইয়া, আত্মগোপনের জন্ত কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্বক যজ্ঞীয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন বৃক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইজন্তই ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদ মন্ত্রে আছে ; এবং ইংকে ‘আথরেষ্ঠঃ’ বলা হইয়াছে। তাহা হইতে ‘কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠঃ’ বাক্যের অর্থ হয়,—‘মৃগরূপ ধারণ পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত হে যজ্ঞ’ ইত্যাদি। ‘অগ্নয়ে’ হইতে ‘বাহা’ পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ,—‘তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি। তৃতীয় মন্ত্রে বেদিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—‘হে বেদি ! তুমি লক্ষ অর্থাৎ বিস্তৃত হও। তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত করিব বলিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।’ তৃতীয় মন্ত্রে কুশগুলিকে (কুশের আটিকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—‘হে দর্ভ ! তুমি বেদির ‘বৃংহণ’ হও ; অক্ষধারণের নিমিত্ত তোমাকে প্রীতিপূর্বক প্রোক্ষণ করিতেছি।’

প্রথম মন্ত্রের ‘রুক্ষঃ’ পদে আমরা ‘কলঙ্ককলুষিতঃ’ অর্থ গ্রহণ করিলাম। আমরা ঐ পদের সহিত রুক্ষমৃগের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক অর্থ—‘সংকর্ষসহযুতঃ’; ‘থ’ অর্থাৎ স্বর্গদান করে—এই অর্থে ‘থর’ শব্দ ‘আহবনীয়’ অর্থ ছোতনা করে। সেই আহবনীয় বাহাতে সর্বতোভাবে আছে, তাহাই ‘আথরেষ্ঠঃ’। ‘আথরেষ্ঠঃ’ পদের ‘সংকর্ষসহযুত’ অর্থই সঙ্গত হয়। আর এক অর্থে ঐ পদে ‘অঙ্গারসদৃশ’ বুঝাইতেও পারে। ‘অগ্নারে’ পদে ‘অগ্নিদেবায়’ অথবা অগ্নিসংযোগের দ্বারা (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) অর্থ পরিগৃহীত হয়। ‘অগ্নিদেবের প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানায়ি সঞ্চারের জ্ঞা অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, মন, তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি অর্থাৎ ভগবৎকর্মে নিয়োজিত করিতেছি’—এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত। অঙ্গারসদৃশ রুক্ষবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা, উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়। মনকে সুসংস্কৃত করিবার তাৎপর্য—জ্ঞানায়ির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা। মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও মনঃসম্বন্ধসূচক। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—‘দী’ পদ অধ্যাহার করিয়াছি। বেদি’ পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রক্ষাই লক্ষ্য। তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধন ‘মন’ পদও ‘বর্হিঃ’ পদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায়ই পরিকল্পিত। ফলতঃ, মনই বেদি, মনই বজ্রস্থল; মনই বর্হি, মনই বজ্রাদি সংকর্ষসাধক। হবনীয়দান-পাত্রের (অকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমায়িত্তে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সংকর্ষসাধনের জ্ঞা ভগবানে অর্পণ করা কর্তব্য। সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ করার আবশ্যক। আমরা মনে করি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

চতুর্থ মন্ত্রটির তিনটি বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের দ্বারা হস্ত-প্রক্ষালন করিতে হয়। অগ্নাদিত্রয় প্রোক্ষণান্তর বর্হির শেষ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ শেষ জল এবং হস্তস্থিত প্রোক্ষণপাত্র সহিত দুই হস্ত সম্মুখে প্রসারণ করিতে হয়। তার পব এমনভাবে সেই জল নিক্ষেপ করিতে হয়, বাহাতে সেই জল পশুাদিকে বাইরা পড়িতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আপ! স্বর্গলোকের অন্তর্বিৎলোকের এবং পৃথিবীর উদ্দেশে তোমাকে নিক্ষেপ করিতেছি।’ আমরা কিন্তু এ ভাব গ্রহণ করি না। আমাদের মতে এই মন্ত্রের লক্ষ্য—ভগবৎসম্বন্ধযুত সংকর্ষ। আর সেই কর্ষসাধনে সন্ধ্যা-সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রের বিভাগত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। কর্ষ ভিন্ন সংসারে কাহারও গতাস্তর নাই। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কর্ষ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তবে সে কর্ষ এমন কর্ষ হওয়া চাই, বাহাতে সেট কর্ষের ফলে হৃদয়ে সন্ধ্যাবের সঞ্চার হয়। ভগবৎসহযুত কর্ষই কর্ষ। বাহাতে ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়, সেই কর্ষই সংসারবন্ধনচ্ছেদক, মোক্ষহেতুভূত—পরম সুখসাধক। “কর্ষ ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি”—শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবানের এই বাক্যই স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। সং-কর্ষই ব্রহ্ম নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্মকর্ষ-সাধনের উদ্বোধনাই মন্ত্রমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—‘যদি সন্ধ্যাবের কামনা কর, ভগবানের প্রীতিহেতুভূত কর্ষের অনুষ্ঠান কর। সেই কর্ষই কর্ষ। সেই কর্ষই পরমসুখ সাধক—সেই কর্ষই পরম আনন্দদায়ক।’

পঞ্চম মন্ত্র উদক-সম্বোধনে বিনিযুক্ত । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রে দক্ষিণ মুখ হইয়া উত্তান হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে জল ! পিতৃগণের উদ্দেশে আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি । এই বর্হিতে অবস্থিত বলিয়া তুমি পিতৃগণের রসস্বরূপ রক্ষক হও । হে জলাবয়ব, তোমাদিগের হইতে উদ্ভূত রস পৃথিবীতে গমন করুক ।’ এই মন্তোচ্চারণে বেদির দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত জলধারা প্রদান করিতে হইবে । তাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে যজমানের প্রজার উৎপত্তি হয় । আমাদের মতে এই মন্ত্রে অনুষ্ঠানকারী পিতৃলোকের গুণরাশি অবিকার করিবার জন্ত পিতৃগণের উদ্দেশে ‘স্বধা’ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন । পিতৃগুণ—সম্ভাব হৃদয়ে উপজিত হইলে, মানুষের পরম কল্যাণ সংসাধিত হয় । এখানে এ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত হইয়াছে । ভাষ্যমতে ষষ্ঠ মন্ত্রে প্রস্তরকে এবং সপ্তম মন্ত্রে বর্হিকে সম্বোধন করা হইয়াছে । সেই সম্বোধন অনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়—‘হে প্রস্তর ! তুমি ব্যাপক যজ্ঞের সংবার্তারূপ ধারক হও ।’ সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—‘হে দেববর্হি ! তুমি সম্বলবৎ মৃচ্ অর্থাৎ কোমল হও । দেবগণের স্বখে বাসযোগ্য স্থানরূপ তোমাকে বেদিতে আত্মীর্ণ করিতেছি । অর্থাৎ, দেবতাগণ বসিবেন বলিয়া এই উর্ণাসন সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত করিতেছি ।’ এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উপরিভাগে কুশ বিস্তার করিতে হয় । আমরা মন্ত্র দুইটাকে মনঃ সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি । সেইরূপ সম্বোধনে মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত কয়েকটা শব্দের প্রতিও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে অতি সন্মীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ষষ্ঠ মন্ত্রে মনকে ‘বিষোঃ স্তূপোহসি’ বলা হইয়াছে । বিষ্ণুর স্তূপ বলিতে কি বুঝি ? এতদ্রুতিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে । প্রথম—‘স্তূপ’ শব্দে ধারক অর্থ গ্রহণ করিতে পারি ; দ্বিতীয়—‘স্তূপ’ শব্দে চূড়া অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে । প্রথম অর্থে,—‘হে মন ! তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর’—এই ভাব আসে ; দ্বিতীয় অর্থে—‘বিষোঃ’ পদে যদি যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে,—‘মন ! তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও ।’ যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে ? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আসে । যজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয় । মন ভগবৎকর্ম্যে সম্পূর্ণরূপে শ্রুত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না । সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায় ।

অতঃপর সপ্তম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । ‘উর্ণাস্রদসং’ পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা-সম্পাদক । শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারেই মন স্নিগ্ধ কোমলতা-সম্পন্ন হয় । মনকে কোমলতাসম্পন্ন হইতে হইবে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অবিকারী হয় । দেবগণের বা দেবভাবের আবাসস্থানরূপে মনকে আসনভাবে বিস্তৃত করিতে পারাই সুসঙ্গত উপমা । যত কিছু সুকোমল সূদৃশ আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অস্ত্র আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে । মন্ত্রে প্রথমে তাই বলা হইল,—‘মন তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও ।’ তার পর বলা হইল—‘তোমার দেবভাদের সুখবাসের জন্ত বিস্তৃত করিতেছি । পর পর বাক্যের সুন্দর

সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। মস্ত্রে মনকে শুদ্ধসত্ত্বাবাহিত হওয়ার জন্ত উদবুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর আসনের প্রসঙ্গে মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্মের দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে ভগবৎকার্যে নিয়োজিত, সত্ত্ব-ভাবে ভাবাবিত করিতে পারিলে সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও উর্গ-নাভের তন্তুর দ্বারা কোমলাসন হইতে পারিবে,—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের আবার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অভ্যর্থনার জন্ত আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্বদেবগণ, সর্বদেবভাবসমূহ আপনাই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন, তাঁহারাই আশ্রয়-স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসক-স্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সংপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন।

তার পর অষ্টম মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। আসন বিস্তৃত হইল; দেবতা আসিয়া সে আসনে উপবেশন করিবেন। কিন্তু সংশয়—যদি শত্রু আসিয়া উপদ্রব করে, আর সেইজন্তই যদি সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান না হয়! তাই বলা হইল,—‘ভগবান হিংসকগণের আক্রমণ হইতে যেন তাহাকে রক্ষা করেন।’ ভাষ্যমতে এই মন্ত্র পরিধি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। বেদীর পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকের পরিধি নির্দেশ করিয়া, সেই পরিধিভ্রমকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের বিভাগত্রয় বিহিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, তাহা এই—‘হে দেবতা পরিধি! তুমি বিশ্বা বসু নামক গন্ধর্ব্ব হও; সকল বিশ্ব নিবারণ জন্ত সেই গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজ্ঞমানেরও পরিধি। স্তুতরাং শত্রুর আক্রমণ হইতে যজ্ঞমানকে রক্ষা কর।’ দ্বিতীয়াংশে দক্ষিণ এবং তৃতীয় অংশের উত্তর পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, এক একই ভাবের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটী গভীর ভাব-দ্রোতক। মন্ত্রের প্রথম্যাংশে সেই সর্বব্যাপী সর্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রুনাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—‘মন! সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।’ কি শত্রু, কেমন প্রকার শত্রু—মন্ত্রে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারি পার্শ্বে গতিপথে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না; সেইরূপ জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, রিপুবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। মন্ত্রের প্রথম্যাংশে এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইউন, সাধকের চিত্ত আপনা-আপনিই রক্ষাপ্রাপ্ত হইক। ইহাই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য। দ্বিতীয় অংশে ঐ ভাব অধিকতর প্রস্তুত। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—‘মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপ হও।’ তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সংস্বরূপ সত্ত্বভাবময়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশই, তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিতি। শুদ্ধসত্ত্বভাবের অবিকারী হইলেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হওয়া যায়। তাহা হইলেই—সেই ভাব

আসিলেই—বিষের সকল শত্রু হইতে রক্ষা প. ওয়া যায়। মন্ত্রের তৃতীয়্যাংশে তারও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের স্নেহকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায় ? উত্তর “দ্রবেণ ধর্মণা”; অর্থাৎ, সত্য-ধর্মপালন দ্বারা জ্ঞানভক্তি-সঙ্কারে ভগবদ্বিত্তি-রূপে নিত্ৰাবরূপ, অর্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম পালন করিতে পারিলে, হুবহু জ্ঞান-ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। সর্বশত্রুর আক্রমণ হইতে ভগবান সাধককে রক্ষা করেন।

তার পর নবম মন্ত্র। আত্মবলীয়ে প্রাণী লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘হে আহবনীয়! পুণ্যভাগেব সকল প্রকার বিষ হইতে সূর্যাদেব তোমাকে রক্ষা করুন।’ আমাদের মতে মন্ত্রটী মনঃ-সংযোনে-মূলক। মনে হুবহু জ্ঞানান্ধি প্রজ্জালিত করে। মন যদি আহবনীয় হয়—মন যদি সমিধ হয়, জ্ঞানান্ধি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি-সংযোগে আপনিষ্ট প্রজ্জালিত হইয়া আপনাতেই তাপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মিসংযোগে আপনাকেই তাপনি প্রজ্জালিত করিয়া উজ্জলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি স্পষ্টরূপে বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে মন্ত্রটী যথাযথরূপে বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞানপথের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানধার ভগবানের করুণা প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানধার সেই দেবতা, হুবহু সকল দেবভিত্তির বিকাশপক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবভাবে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে পাওয়া যায় না,—এই তবুই এখানে প্রকটিত। দশম মন্ত্রটী সমিধ স্থাপন বিষয়ক। প্রাণীত হয়,—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড বিভাগের) উপর প্রজ্জালিত সমিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সংযোনে করিয়া বলা হইতেছে,—‘হে অগ্নি! এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্জালিত করিতেছি। তুমি কবি, তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্তিমান, তুমি মহান, ইত্যাদি। বহির্যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ—যজ্ঞ দুই প্রকার। এক যজ্ঞে সাক্ষাৎ জলন্ত অগ্নিকে সংযোনে করা হয়; অথ যজ্ঞে, এই চর্ঘ্যচক্ষুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত, অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত, ধ্যানধারণার বিষয়ীভূত দেবতাকে সংযোনে করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সংযোনে—যূল বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পবিত্রমান যূল পবিত্র-সমুহই তাহাতে আচ্ছাদিত প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সংযোনে—সেই লোকাতীত হৃদয়বস্ত; সূতরঃ তাহার আহবনীয় সানগ্রাও হৃদয়—হৃদয়ান্তিম সানগ্রা। মন্ত্রটী দুই যজ্ঞই সংভাষণে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার ভাষ্যে এমনই সার্বজনীন ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! ‘হে অগ্নি! তোমাকে প্রজ্জালিত করিতেছি’,—প্রজ্জালিত সমিধ-হস্তে এতদপ ভাবের উদ্ভাব ও এই মর্মার্থ প্রকাশ পাইতে পারে। আবার, ‘তামার এই অন্তর্যজ্ঞে, তামার এই সংকল্পনিবহের মধ্যে, আমার এই হৃদয়প্রদানে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি’,—এই এ ভাবও পরিব্যক্ত

হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমনই ভাবে সন্নিবদ্ধ যে, সকল সংকল্পের অন্তর্গতই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। ‘অতএব জলন্ত সমিধের দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি’—স্বার্থ’ এতদপ ন হইয়া, ‘তামার সর্বভীষ্টসিদ্ধির কামনায় আমার সর্বকর্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি’—এইরূপ হওয়াই সম্ভব মনে করি। প্রার্থনা এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমার সর্বকর্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান হউন।’

একাদশ মন্ত্রে দর্ভ-নির্মিত বিধুতিদ্বয়ের সম্বোধন আছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে দর্ভ-নির্মিত বিধুতিরয়! তোমরা প্রজাগণের নিয়ামক হও।’ আমাদের মতে, মন্ত্রে জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ স্থচিত হইয়াছে। মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান ও কর্ম! তোমরা শুদ্ধসত্ত্বের নিয়ামক অর্থাৎ উৎপাদক হও। জ্ঞান ও কর্ম সংস্বন্ধে নিয়োজিত হইলে, সত্ত্বাবের উদয় হয়,—এ তত্ত্ব অনেকত্র দিশদীকৃত হইয়াছে। জ্ঞান কর্মের নিয়ামক, সজ্জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম সত্ত্বাবের জনক। সত্ত্বাবের জনন ও পোষণই ভগবদ্ভদ্রে নিয়োজিত কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাব এই যে, জ্ঞান ও কর্মের প্রভাবে, হৃদয়ে যেন সত্ত্বাবের সঞ্চার হয়।

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ। ‘আদিত্য, বসু ও রুদ্রের সদনে প্রস্তর গ্রহণ করিতেছি অর্থাৎ আদিত্য বসু এবং রুদ্র (সবনক্রিয়াভিনানী দেবতাক্রয়), হে প্রস্তর, তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।’ আমাদের মতে, এই মন্ত্রে ‘দী’ কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ‘বহ্নাং, রুদ্রাণাং আদিত্যানাং’—এই যে তিনকালান্ত্রিনানী ত্রিবিধ দেবগণের অধিষ্ঠান কল্পনা, তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাব উপলব্ধ করুন। ভাষ্যকারের মতে,—ত্রয়োদশ মন্ত্র অক্ষের (জুহু) সম্বোধনে এবং শেষ মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের এই অভিমত-ক্রমে ত্রয়োদশ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ,—‘তোমার নাম জুহু; তুমি স্মৃতপূর্ণ হইয়া থাক। সেই দেববল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তর-লক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ পদদ্বয়ের অর্থ-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন,—‘প্রিয়ধাম শব্দে আজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে।’ উপভূৎ-ধারণও এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। ‘উপভূৎ’ শব্দের অর্থ—যাহা সমীপ থাকিয়া সাজাকে ধারণ করে। উপভূৎ ভিন্ন ‘ঋবঃ’ নামক অপর একটা সাংগ্রাহক এই মন্ত্রে স্থাপন করিতে হয়। যাহা ‘হিরতা-বিগিষ্ট’, তাহাই ঋবঃ—যাহা বেদের সহায়ী অভিমত। হোমের জন্ত যেমন জুহু ও উপভূতের চলন বা চাক্ষু্য বিদ্যমান, ঋবঃ তাহা নাই। হির বলিয়া ইহার নাম ঋবঃ। মন্ত্রের তাৎপর্য—‘তোমার নাম উপভূৎ বা ঋবঃ; তুমি স্মৃতপূর্ণ হইয়া থাক; তুমি উপবেশন কর।’ ‘প্রিয়েণ ধাম্না’ প্রভৃতি মন্ত্রে হবিকে বেদান্তে নিক্ষেপ করিতে হয়। অর্থ,—‘হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম অর্থাৎ আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।’ ‘এতা অসদন’ প্রভৃতি মন্ত্রে পাত্ৰস্থিত হবিকে জুহু প্রভৃতির সাহিত্যে বেদান্তে নিক্ষেপ করিতে হয়। যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যজমান এই মন্ত্রের দ্বারা অচ পেষণ করিবেন—যত্রে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্দশ মন্ত্রে, ‘স্বকৃত’

অর্থাৎ অবশ্যস্বামী ফলবিণী বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সকল হবিঃ বর্তমান রহিয়াছে, হে ব্যাপক যজ্ঞপুত্র বিষ্ণু, তাপনি তৎসমূহের হবিকে রক্ষা করুন, যজ্ঞকে রক্ষা করুন, যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞদায়কে রক্ষা করুন,—এই ভাব ভাষ্যভাষে উপলব্ধ হয় ।

আমরা বলি, ত্রয়োদশ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে । মন্ত্রে বলা হইতেছে, — ‘হে ধী ! তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীর বস্ত্র আহুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে । অতএব তুমিই প্রস্তুত হবনপাত্র স্বরূপ । তুমি সর্গাই শুদ্ধাভিভাবিতা হইয়া থাক । প্রিয় বস্ত্রের আধার শুদ্ধস্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আবার জ্বর-আবনে উপবেশন কর ।’ মন্ত্রে ধীর নাম-বিশেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায় । উহাকে ‘উপভূং হও’ বলা হইয়াছে । ‘উপ’ শব্দের অর্থ ‘সমীপে’ এবং ‘ভূ’ শব্দের অর্থ ‘ধারণ ও পোষণ’ মূলক, এমন বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন বস্ত্র ধারণ বা পোষণ করিবে ? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধী-ই দেব-সমীপে হবনীর ধারণকর্ত্রী বা স্বয়ং সত্ত্বাব দেববিভূতি আদর পোষিকা । ধীর ভ্রায় দেবতার নিকট হবনীর ধারণকর্ত্রা বা স্বয়ং সত্ত্বাব-পোষিকা আর কে আছে ? মন্ত্রে ধীকে ‘ঋবা’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সত্ত্বাবিভূতি ধী স্বয়ং অবস্থিত হইলে, সাবকেব জনশঃ উক্ত অবস্থাসকল করায়ত্ত হইয়া থাকে । তাহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয় । উক্ত ধী একবার স্বয়ং আসন লাভ করিলে আর বিচলিত হয় না । তখনই ‘ঋবা’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় ধীর তৃতীয় অবস্থা । জুহু, উপভূং এবং ঋবা — ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটি স্তরপর্যায় প্রকাশ করিতেছে । ‘ধী’ যখন সত্ত্বাবসম্বিতা হইতে পারে, তখন তাহাকে ‘জুহু’ নামে অভিহিত করা হয় । তার পর সেই সত্ত্বাব যখন সে পোষণ করে, তখন তাহার নাম—‘উপভূং’ অর্থাৎ সত্ত্বাবপোষিকা । তাহার উৎকর্ষের তৃতীয় অবস্থা—‘ঋবা’ ; তখন তাহার সত্ত্বাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতি লাভ করে । মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয়ে সত্ত্বাশ্রয় সাধিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে জদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রার্থনা ও বাণ পাঠিয়াছে ।

চতুর্দশ বা শেষ মন্ত্রের অর্থ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক ঐ ত্রিভাবাবিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত যাকুল হইয়াছেন । মন্ত্রে যেন পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহের উপসংহার হইয়াছে । মন্ত্র যেন বলিতেছেন,—‘হে ধী ! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধস্বাদির সহিত আমার জ্বররূপ আসনে অবস্থিত হও । এটি আসন তোমার সখার ভ্রায় প্রিয় হউক । উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা । কি জানি, মান্যর প্রভাবে স্মৃতি যদি আচ্ছন্ন হয়, তাহার অব্যর্থ কুহকে স্মৃতির প্রিয় সহচর শুদ্ধস্বাদি সত্ত্বাবসমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে ; তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে বিষ্ণু ! আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন । আপনি যে যজ্ঞপুত্র ! আপনি যে সত্ত্বের উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ ! আমার হৃদয়ে যে শুদ্ধস্বভাব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; সত্ত্বাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপ সত্ত্বাবকে রক্ষা করুন । হে দেব ! আপনার অব্যর্থ রক্ষা

প্রভাব তার জির-শায়াদ-সকিত সম্ভাব বেন সহস্রবর্ষের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে ।’ পরিশেষে মস্ত্রে সাদক ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণের চরম প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন । সাদক, সাংনার চরম সীমা ভগবানে আত্মসমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন । সাদক এখানে ক্রীভগবানে সর্বস্ব ছুঁত করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন ; বলিতেছেন,—‘হে ভগবন, যজ্ঞনীয় আমাকে পরিত্যাগ করুন ।’ ক্রীভগবদগীতার যে সার মিঃ—সাদকের যে চরম প্রার্থনা, এখানে সেই প্রার্থনাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে । গীতায় ক্রীভগবান বলিয়াছেন,—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু জুগীত্ব তিষ্ঠতি । ভাস্কন সর্বভূতানি যজ্ঞাচ্চানি মায়ায়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি স্বাশ্বতস্ ॥

মন্যনা ভব মন্তুক্তো মদবাজো নাং নন্দুরু । নামৈবেশ্বাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥

সর্ববর্মান্ পরিত্যজ্য নাংকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা পুত্ৰ ॥”

অর্থাৎ,—‘হে অর্জুন, ঈশ্বর নায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরক্ত ভূতসকলকে (যন্ত্রের জায়) তত্তৎকর্ণে প্রবেশিত করিয়া সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । হে ভারত, সর্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক, তার মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও । তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে । তুমি নিক্ষিপ্ত, মদভক্ত ও আমারই উপাসক হও ; আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে । ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি । যেহেতু তুমি আমার প্রিয় । সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে পরমাত্মাকে আশ্রয় কর ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ; শোক করিও না ।’ এই বাক্যই সাদক ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছেন । নাম্নব নির্ভর করিতে পারে না ; তাই সংসার-যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া পড়ে ; তাই ‘আমার আমার’ অহংজ্ঞানে সে কেবলই গোহপক্ষে নিমজ্জিত হইতে থাকে । কিন্তু একবার যদি যে ডাকার মত ডাকিতে পারে, একবার যদি তাহাতে নির্ভরতা আসে,—সকল সংশয় টুটিয়া যায় । তখন সর্বস্ব সমর্পণে ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া জন্মগতিরোধে পরমপদে অবস্থিত হয় ! এখানে সেই নির্ভরতার—সেই সর্বস্ব-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষাই বর্তমান দেখি ।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে মন্ত্রের যে বিনিয়োগের বিষয় উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার আভাষ প্রদান করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । ‘কৃষ্ণোহস্তাথরেষ্ঠঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ইথা, ‘বেদি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বেদি এবং ‘বহিঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে বহি প্রভৃতিকে জলপ্রোক্ষণে পরিগুণ্ড করিয়া লইতে হয় । ‘দিবো জা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বহির অগ্র মধ্য ও মূল প্রোক্ষণ করিবার বিধি । তার পর ‘স্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রোক্ষণশেষ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, ‘বিষ্ণোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ করিতে হয় । ‘উর্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বৈরি উপরিভাগে বর্ষ বা কুশ আস্তর্য্য করিয়া, তৎপরে দ্বী ‘গন্ধর্কোহসি’ মন্ত্রের তিনটি বিভিন্ন অংশে (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে) তিনটি পরিমি নির্দেশ করিয়া, ‘হৃণ্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সমিবকে অভিশপ্তিত এবং ‘দীতিহোজ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সমিবকে তাপবে দ্বাপন করিবে । ‘বিশো’ প্রভৃতি মন্ত্রে বিধ্বস্তদ্বয় গ্রহণ, ‘বহ্নানাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তর সাধন । পরে ‘কৃহঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অক্ষ গ্রহণ করিয়া

‘এত’ অসদন্’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা দেই ক্রককে অভিব্যক্তি করিবার বিধি বিনিয়োগ-গ্রন্থে পরিণীত হয়। এই বিনিয়োগ অনুসারেই, আমরা মনে করি, ভাষ্যকার দ্বয়ের পূর্বোক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১১ অঙ্কবাক)।

— * —

দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমা প্রপাঠকঃ । দ্বাদশোহঙ্কবাকঃ ।)

(১) ভুবনমসি বি প্রথস্বাথে যচ্চরিতং নমঃ ।

(২) জুহেহগ্নিত্বা হব্যতি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবস্বা

সবিতা হব্যতি দেবযজ্যায় ।

(৩) অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং

তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতং ।

(৪) বিষ্ণোঃ স্থানমসি ।

(৫) ইত ইন্দ্রো অকৃণোধীৰ্য্যাণি সমারভ্যোধেঁ অধ্বরো

দিবিস্পৃশমহুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিন্দ্রাবান্ৎ স্বাহা ।

(৬) বৃহদাঃ। (৭) পাহি মাংস্বে চুশ্চরিতাদা মা চুশ্চরিতে ভজ।

(৮) মথস্তু শিরোঃসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙক্তাম্ ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) ভুবনম্। অসি। বীতি। প্রথস্ব। অগ্নে। যষ্টঃ। ইদম্। নমঃ।

(২) জুহ। এতি। ইহি। অগ্নিঃ। জ্ব। হব্যতি। দেবযজ্যায়। ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

উপভূদিত্যুপ—ভুং। এতি। ইহি। দেবঃ। জ্ব। সবিতা।

হব্যতি। দেবযজ্যায়। ইতি দেব—যজ্যায়ৈ।

(৩) অগ্নাবিস্। ইত্যগ্না—বিস্। মা। বাম্। অনেতি। ক্রমিষম্। বীতি। জিহাথাম্।

মা। মা। সমিতি। তাপ্তম্। লোকম্। মে। লোককৃতাবিতি।

লোক—কৃতৌ। কপ্তম্।

(৪) বিকোঃ। হানম্। অসি।

(৫) ইতঃ । ইন্দ্রঃ । অকুণোৎ । বীৰ্য্যাদি । সমারভ্যেতি সম—আরভ্য । উৰ্জঃ ।

অধ্বরঃ । দিবিস্পৃশমিতি দিবি—স্পৃশম্ । অহুতঃ । যজ্ঞঃ । যজ্ঞপতেরিতি

যজ্ঞ—পতেঃ । ইন্দ্রাবানিতীজ—বান্ । স্বাহা ।

(৬) বৃহৎ । ভাঃ ।

(৭) পাহি । মা । অগ্নে । হুচরিতাদিতি হুঃ—চরিতাৎ । এতি । মা ।

হুচরিত ইতি হু—চরিতে । ভজ ।

(৮) মথন্ত । শিরঃ । অসি । সমিতি । জ্যোতিষা । জ্যোতিঃ । অঙ্কোন্ম ॥ ১২ ॥

* * *

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) ত্বং ‘ভুবনং’ (বিধেবাং সর্কেষাং ভূতানাং উপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সত্ত্বাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘বিপ্রথস্ব’ (বিশেষণে বিস্তৃতঃ ভব, যদ্বা—মম হৃদি অধিষ্ঠিত, মম সত্ত্বাবং লোকানুরাগং চ প্রবর্তয় ইতি ভাঃ) ; ‘ইদং’ (মদনুষ্ঠিতং ইতি যাবৎ) ‘বষ্টঃ’ (কৰ্ম, ভবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিতং কৰ্ম ইতি ভাঃ) তুভ্যং ‘নমঃ’ (নমস্করোক্ত, ত্বাং প্রাণোক্ত ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং পার্থনামূলকঃ । মম কৰ্ম ময়ি সত্ত্বাবং জনয়তু ভগবন্তু চ সঙ্গচ্ছতু ইতি ভাঃ ।

২। (ক) ‘জুহু’ (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং ‘এতি’ ‘ইহি’ (ত্বয়্যা আগচ্ছ, হৃদি সঞ্চর ইত্যর্থঃ) ; ‘দেবযজ্ঞায়’ (দেবযাগসম্পাদনায়, ভগবৎকৰ্মসাধনায় ইতি যাবৎ) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানায়িঃ) ‘জ্বা’ (জ্বাং) ‘হব্যতি’ (উদীপয়তু ইত্যর্থঃ) ।

(খ) ‘উপজুৎ’ (সত্ত্বাবগোষিকে, দেবসমীপে হবির্ধারণকর্ত্রে হে মম মনোবৃত্তে) ত্বং ‘এতি’ ‘ইহি’ (ত্বয়্যা আগচ্ছ, হৃদি প্রসর ইত্যর্থঃ) ; ‘দেবযজ্ঞায়’ (দেবকাৰ্য্যসম্পাদনায়, সংকৰ্ম-

সাধনায় ইত্যর্থঃ) 'সংবিতা' (জ্ঞানপ্রসবিতা, যথা—স্বপ্রকাশঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'হব্যতি'
(উদ্যোপয়তু, ভগবৎকর্মে সম্যক্ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ) ।

মন্ত্ৰোহং আয়োবোধকঃ । সদ্ভাবঃ সজ্জ্ঞানং হি সংকৰ্ম্মমূলকং । সদ্ভাবেন সজ্জ্ঞানেন চ
ভগবৎপ্রীতিকামনায় অত্র সঙ্কল্পঃ বৰ্ত্ততে ।

৩। 'অগ্নাবিকু' (হে মম জ্ঞানকৰ্ম্মণী !) 'বাং' (যুবাং) 'মা অবক্রমিষং' (ততিক্রমা
মা গচ্ছেষং, মা পবিত্রাজ্জেষং ইতি যাবৎ ; যুবাং 'বি জিহাখাং' (মাং বিযুক্তং মা কুরু—যুবসোঃ
সবন্ধাং ইতি ভাবঃ) ; 'মা' (মাং—প্রার্থনাকারিণং ইতি যাবৎ) 'মা সন্তাপ্তং' (সন্তাপ্তং মা
জনয়তাং, মাং প্রীতি বিকপৌ মা ভবেরন্) ; কিঞ্চ 'লোকরতো' (স্থানকারণো, সৰ্ব্বেষাং
পরমপদস্থাপনকারণো যুবাং ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'লোকং' (পরমস্থানং ইত্যর্থঃ)
'কৃণুতাং' (কুরুতাং—মদর্থং পরমস্থানং বিধেহি ইতি ভাবঃ) । জ্ঞানকৰ্ম্মণী হি সৰ্ব্বমঙ্গলকারণো ।
সজ্জ্ঞানেন যদা সংকৰ্ম্মং অমুষ্ঠিতং ভবতি তজ্জ্ঞানসমন্বিতেন কৰ্ম্মপ্রভাবেণ লোকাঃ পরমপদং
প্রাপ্নোতি । অতঃ সজ্জ্ঞানেন সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানং কৰ্ত্তব্যং ইতি মন্ত্ৰস্ত উদ্বোধনা ।

৪। হে মম অন্তর ! ত্ব 'বিক্ষোঃ' (ভগবতঃ, বিশ্বব্যাপকস্ত শুদ্ধসত্ত্বস্ত) 'স্থানং'
(আধারং) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ) ।

৫। ইন্দ্র (হে পরমেশ্বর) ভবান্ 'ইতঃ' (অস্মিন্ মম হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'বীৰ্য্যাণি'
(শত্রুনাশসামর্থ্যানি) 'অকৃণোৎ' (বিস্তারয়তু, উৎপাদয়তু ইত্যর্থঃ) ; এবং সতি 'অধ্বরঃ'
(মম যজ্ঞঃ সদানুষ্ঠানং বা শত্রুকৃতহিংসারহিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'উধ্বঃ' (উন্নতঃ)
'সমারভাঃ' (সম্যক্ অমুষ্ঠিতঃ চ ভবিতুং 'অহিতি ইতি শেষঃ, তব সান্নিধ্যে গমনযোগ্যঃ
ভবতি ইতি ভাবঃ) ।

'যজ্ঞপতেঃ' (যজ্ঞপালকস্ত, অমুষ্ঠাতুঃ মম ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞঃ' (কৰ্ম্ম—শত্রোরূপদ্রব্যপরিশৃংখ
সন্) 'দ্বিবিম্পৃশঃ' (বিশ্বব্যাপকং) 'অহুতঃ' (অকুটিলঃ) 'ইন্দ্রাবান্' (ভগবৎপ্রাপকং
ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ । 'বাহা' (মম তং কৰ্ম্মং কৰ্ম্মফলং বা স্বাহামন্ত্ৰেণ ভগবতি
সমর্পয়ামি ; স্নহত স্নসিক্রমন্ত মম অনুষ্ঠানং ইতি ভাবঃ) ।

৬। হে মনঃ ! 'ভাঃ' (জ্ঞানরশ্ময়ঃ) যথা 'বৃহৎ' (মহাস্তঃ, ভগবৎপ্রাপকাঃ ভবতি
ইতি যাবৎ) তথা সাধয়েতি ভাবঃ ।

৭। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানাদায় হে ভগবন্ !) 'মা' (মাং) 'তুচ্ছরিতাং' (পাপাচরণাং, পাপাং
ইত্যর্থঃ) 'পাহি' (রক্ষ) ; পাপাং মাং পরিত্রাণং সাধয়িত্বা 'মা' (মাং) 'সুচরিতে' (শোভন-
চরিতে, সংপথি ইতি ভাবঃ) 'আ ভজ' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্থাপয়) । প্রার্থনামূলকোহং মন্ত্ৰঃ ।
সংপথি প্রবর্ত্তনায় অত্র প্রার্থনা বৰ্ত্ততে ।

৮। হে মনঃ ! ত্ব 'মখস্ত' (সংকৰ্ম্মাঃ ইতি যাবৎ) 'শিঃ' (শ্রেষ্ঠাজ্ঞঃ, শ্রেষ্ঠসম্পাদকঃ
ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । ত্বং 'জ্যোতিঃ' (পরজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং—সংজ্ঞানরিত্বা ইতি
ভাবঃ) তেন 'জ্যোতিষা' (তস্ত পদজ্যোতিষঃ কাধারণ—ভগবতঃ সহ ইতি যাবৎ) মাং
'সমঙক্তাং' (সম্যক্ সংযোজয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ (১অষ্টক—১প্রাণঠক—১২অমুবাচ) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

১। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! আপনি নিখিল বিশ্বের ভূত-সমষ্টির উৎপাদক অর্থাৎ নিখিল সত্ত্বাবের জনক হয়েন। অতএব আপনি বিশেষভাবে বিস্তৃত অর্থাৎ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার সত্ত্বাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধন করুন। আমার অনুষ্ঠিত ভগবদ্বন্দ্বোপযোগে নিয়োজিত কর্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। আমার কর্মের দ্বারা আমাতে সত্ত্বাবের সঞ্চার হউক এবং সেই কর্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি হৃদয়ে সঞ্চারিত হও। দেবযাগসম্পাদন জন্য (ভগবৎকর্মসাধন নিমিত্ত) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে উদ্দীপিত করুন।

৩। সত্ত্বাবপোষণকারিণী দেবসমীপে হবির্দারকর্ত্রী হে মনোবৃত্তি! তুমি হৃদয়ে প্রসারিত হও। দেবকার্য্যসম্পাদন জন্য অর্থাৎ সংকর্মসাধন নিমিত্ত জ্ঞানপ্রসবিতা স্বপ্রকাশ ভগবান তোমাকে সম্যক উদ্দীপিত করুন অর্থাৎ ভগবৎ-কর্মে নিয়োজিত করুন।

(মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। সত্ত্বাব সজ্জ্ঞানই সংকর্মের মূলীভূত। আর সেই সত্ত্বাবের ও সজ্জ্ঞানের প্রভাবেই ভগবানের প্রীতিকামনায় এখানে সঙ্কল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

৩। হে আমার জ্ঞান ও কর্ম! তোমাদের উভয়কে যেন আমি পরিত্যাগ না করি। তোমরাও যেন তোমাদের সম্বন্ধ হইতে আমাকে বিযুক্ত করিও না; অপিচ, অর্চনাকারী আমার সত্ত্বাপ উৎপাদন করিও না। পরন্তু সকলকে পরম পদে প্রতিষ্ঠাপক তোমরা আমার জন্য পরমস্থান বিধান কর। (ভাব এই যে,—জ্ঞান ও কর্মই সকল মঙ্গলের হেতুভূত। সজ্জ্ঞান-সহকারে যদি সংকর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম প্রভাবেই মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব সজ্জ্ঞান সহকারে কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য, মন্ত্রে সেই উদ্বোধনই বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

৪। হে আমার অন্তর! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের—শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ হও।

৫। হে পরমেশ্বর! আপনি আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশসামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ উদ্ধগতি লাভ

করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সাম্রাধ্য-লাভে সমর্থ হইবে) ।

সৎকর্মের পালক ও অনুষ্ঠাতা আমার কশ্ম, শত্রুর উপদ্রবপরিশূন্য হইয়া বিশ্বব্যাপক, কৌটিল্য পরিশূন্য এবং ভগবৎপ্রাপক হউক । আমার সেই কশ্মকে আমি ‘স্বাহা’ মন্ত্রে ভগবানে সমর্পণ করিতেছি । আমার অনুষ্ঠান হ্রসিক হউক অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হউক ।

৬ । হে মন ! আমার জ্ঞানরশ্মিসমূহ যাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয়, তাহাই বিহিত কর ।

৭ । প্রজ্ঞানাদার হে ভগবন্ ! আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন । পাপ নষ্ট করিয়া আমাকে প্রকৃষ্টরূপে সৎপথে প্রতিষ্ঠাপিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । সৎপথাবলম্বনের নিমিত্ত এখানে প্রার্থনা বর্তমান) ।

৮ । হে মন ! তুমি সৎকর্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হও । তুমি আমাতে পরমজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া সেই পরমজ্যোতিষ্মানের সহিত আমাকে সংযোজিত কর । (১অষ্টক—১প্রপাঠক—১২অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাধারণাচায্যকৃতং) ।

একাদশেহুবাক ইদ্রাবাহিঃ ক্ষচাং প্রোক্ষণাদিতস্তমুক্তং । তত্রাহজ্যহবিষা পূর্ণানঃ ক্ষচাং যদাসাদনমুক্তং তেন পুরোঃাশনান্নায্যরোপি বেথানাসাদনমুপলক্ষ্যতে । তে মন্ত্রাঙ্ঘ্রিঙ্গ দ্বিঃ কাণ্ডাদৌ দৃষ্টব্যঃ । সর্কেস্ব চবিঃমানাদিতেষাংবভ্যাহিতান্নিগ্নাকাষ্ঠানামুপরি হোতুমান্নারো ছাদশে বিধীয়তে ।

১ । “ভুবনমসি বি প্রথস্বাঃ যষ্টরিদং নমঃ ।”—কল্পঃ—‘অথাগেগ জুহপভূতো প্রাক্ষমঞ্জলিং করোতি ভুবনমসি বি প্রথস্বায়ে যষ্টরিদং নম ইতি’ ইতি । জুহপভূত্যাং পূর্ক্স্মিন্দেদে অহবনীয়ে প্রত্যয়মঞ্জলিঃ । হে যাগনিষ্পাদকায়ে ত্বং ভুবনমসি, ভবন্ত্যস্মাদুতানীতি ভুবনং । অতো ভূতকারণাদিস্বভূতো ভব । তুভ্যমিদমঞ্জলিরূপং নমোহস্ত । অস্ত মন্ত্রস্ত দ্বিতীয়াধারশেষবাদমন্ত্রকস্ত প্রথমধারস্ত পূর্ক্সমমুর্থেয়ভাঙং বিধিৎসুস্ততঃ পূর্ক্সং হোতারঃ প্রতি প্রৈষমন্ত্রমুৎপাদয়তি—‘অগ্নিনা বৈ হোত্রা । দেবা অসুরানভ্যবন্ । অগ্নয়ে সমিধ্য মানান্নায়জুক্রহীতাহ ভ্রাহুব্যাভিভূতৌ’ (ত্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৭) ইতি । হে হোতঃ-রিধ্যকাঠৈঃ সমিধ্যমানস্তাশ্বেরমুরূপান্নাত্মমজ্জতি । তমিমে প্রৈষমধ্বর্য়ুক্রম্যৎ । দেবাঃ পূর্ক্সং স্বকায়েসু যাগেষু বহিঃ হোতারঃ কৃদ্ধা তন্থখে নাসুরানজয়ন্ । অতোহুগাপি বৈরিতিরস্বারাম সমজ্জকৈঃ কাঠৈরগ্নিঃ প্রজলিতঃ কার্য্যঃ । সংখ্যাংশিষ্টমিধ্যং বিধন্তে—‘একবিশংশিষ্টমিধ্যাদ্রাণি ভবন্তি । একবিশংশো বৈ পুরুষঃ । পুরুষস্তাহৈশ্ত্য’ (ত্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ৭) ইতি ।

দশ হস্তা অঙ্গুলয়ো দশ পাতা আশ্বকবিশং ইত্যন্ত্রাহ্মাতং । হোত্রা প্র বো বাজা
অভিতব ইত্যাদিষু সামিদেনী সংজ্ঞকাস্বচ্যমানাসু কাষ্ঠানামগৌ প্রক্ষেপং বিধন্তে—
‘পঞ্চদশেদ্যদারুণ্যভ্যাদধাতি । পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্ত রাত্রয়ঃ । অর্দ্ধমাসঃ সংবৎসর আপ্যতে’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । কিয়ৎসংখ্যারর্দ্ধমাসৈশ্চতুর্বিংশতিসংখ্যাকৈরিত্যর্থঃ ।
অবশিষ্টানাং যগ্নাং কাষ্ঠানাং বিনিয়োগমাহ—‘ত্ৰীণপরিধীনপরিদধাতি । উর্দ্ধে সমিধাবাদধাতি ।
অনুযাজেভ্যঃ সমিধমতিশিনষ্টি । ষট্‌সম্পত্তন্তে । ষড়্‌বা ঋতবঃ । ঋতুনেব গ্রীণাতি’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । গন্ধর্ব্বোহসীত্যাদয়ঃ পরিধিময়ঃ । বীতিহোত্র-
মিত্যাদিকুর্কসমিধময়ঃ । তে চ পূর্বাভ্যুত্থানকৈঃ ভিহিতাঃ । অগ্নিপ্রজলনায় বায়ুৎপাদনং বিধন্তে—
‘বেদেনোপবাজয়তি । প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ । প্রাজাপত্যঃ প্রাণঃ । যজমান আহবনীয়াঃ ।
যজমান এব প্রাণং দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । বেদস্ত প্রাজাপতিশ্চ-
শব্দাং প্রাজাপত্যস্ত্বে । প্রাণবায়োঃ প্রাজাপতিশ্চৈতর্য প্রাজাপত্যস্ত্বে । আহবনীয়াস্ত পুস্তর-
ণ্যয়েন যজমানস্ত্বে । আবৃত্তিং বিধন্তে—‘ত্রিকপবাজয়তি । ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ । প্রাণানৈ-
বস্মিন্দধাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । প্রাণোহপানো ব্যানশ্চেতি প্রাণানাং
ত্রিভুং । অনেকগুণবিশিষ্টং প্রথমাব্যবং বিধন্তে—‘বেদেনোপবত্য কপেণ প্রাজাপত্যমাধার-
মাধারয়তি । যজ্ঞো বৈ প্রাজাপতিঃ । যজ্ঞমেব প্রাজাপতিং মুগত আরভতে । অথো
প্রাজাপতিঃ সর্কা দেবতা । সর্কা এব দেবতাঃ গ্রীণাতি’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭)
ইতি । উপবত্য বেদশ্চে পরি অবমবস্থাপ্যত্যর্থঃ । আহুতীমামাদিহাদয়মাধারো যজ্ঞস্ত্বে ।
মুগং । তস্মিন্মুগে যজ্ঞস্ত্বে যেন যজ্ঞরূপং প্রাজাপতিমেবাহরদ্ধদানভবতি । প্রাজাপতেঃ সর্ক-
দেবতাকপত্বোপপাদনং বাহসনেয়িন এবমাননাস্তি—‘তত্তদিনদাহরমুং যজ্ঞমুং যজ্ঞেত্যেকৈকং
দৈবমেতৈশ্চৈব না বিসৃষ্টিবৈস উ ছেব সর্কে দেবাঃ’ ইতি । আদীপ্য প্রতি প্রৈষন্নমুং-
পাদয়তি—‘অগ্নিমগ্নীভ্রিষঃ সম্ভৃড্‌তীতাহ । ত্র্যাবুন্ধি যজ্ঞঃ । তথো বক্ষসামপহীত’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । নৈর্দর্ভৈরিয়াঃ পূর্বাং সম্ভৃদ্বৈরিয়াজালায়াং সম্ভার্জন-
মভিনেতব্যং । হেহগ্নীদিতি যোধ্য তত্রাসৌ প্রেচ্ছতে । ত্রিগ্নিরিতি বীপ্মা পরিধিসম্ভার্জনা-
পেক্ষা তদ্বিধন্তে—‘পরিধীস্ত্বে ঋষ্টি’ । পুনাত্যেবনান্’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭)
ইতি । প্রতিপরিধি ত্রিগ্নি তং বিধন্তে—‘ত্রিগ্নিঃ সম্ভাষ্টি’ । ত্র্যাবুন্ধি যজ্ঞঃ । অথো
মেধ্যস্থায় । অথো এতে দেবাস্থাঃ । দেবস্থানেব তৎসম্ভাষ্টি’ । স্ববর্গস্ত লোকস্ত
সমষ্টৌ’ (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । দেবাস্থেন ভাবিতাঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে ভবন্তি ।
দ্বয়োরাধারয়ো ক্রমেণ গুণভেদং বিধন্তে—‘আসীনোহত্মমাধারমাধারয়তি । তিষ্ঠন্নস্ত্বে । যথাহনো
বা রথং বা যজ্ঞাং । এবমেব তদধ্বর্গ্যুযজ্ঞং যুনক্তি । স্ববর্গস্ত লোকস্তাত্‌ভ্যটৌ’
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৭) ইতি । শকটস্ত প্রথমিকং বলীবর্দ্ধয়ুগমুপগ্যাসীনেন প্রেচ্ছতে ।
দ্বিতীয়তৃতীয়াদিকং তু ভূমৌ স্থিতেন । তদ্বদাধাররথঃ স্বর্গলোকমভিলক্ষ্য বহনায় ভবতি ।
এতদ্রথবেদনং প্রশংসতি—‘বহন্ত্যনং গ্রাম্যাঃ পশবঃ । য এবং বেদ’ (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ৭) ইতি । বলীবর্দ্ধাধারো গ্রাম্যাঃ । তিষ্ঠন্নস্তমিতি বিহিতস্ত দ্বিতীয়াধারস্ত
সম্বন্ধিষু মজ্জেষু প্রথমং মন্তং ব্যাচষ্টে ‘ভবনমসি বি প্রথমেষ্টাহ । যজ্ঞো বৈ ভুবনং ।

যজ্ঞ এব যজমানং প্রজয়া পশুভিঃ প্রথয়তি । অগ্নে যষ্টরিদং নম ইত্যাহ । অগ্নির্কে দেবানাং যষ্টা । য এব দেবানাং যষ্টা । তস্মা এব নমস্করোতি' (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । পূর্বোক্তনির্ধারনে ভূতোং পত্তিকারণত্বাদগ্ন্যভিন্নো যজ্ঞো ভূবনঃ । যষ্টা দেবপূজকঃ । অগ্নিষ্ট হব্যবহনেন দেবান্ পূজয়তি ॥

২। “জুহেহগ্নিষ্টা হব্যয়তি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবস্থা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায়ৈ ।”—কল্পঃ—‘অথাহদন্তে দক্ষিণেন জুহং জুহেহগ্নিষ্টা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইতি । সব্যোনোপভূত-মৃতমুপভূদেহি দেবস্থা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইতি’ ইতি । অনয়োঃশ্রদ্ধাধারগ্নিসবিতৃ-ব্যবস্থা যুক্তেত্যাহ—‘জুহেহগ্নিষ্টা হব্যয়তি দেবযজ্যায় উপভূদেহি দেবস্থা সবিতা হব্যয়তি দেবযজ্যায় ইত্যাহ । আয়েয়ী বৈ জুহঃ । সাবিত্র্যপভূং । তাভ্যামেবৈনে প্রসূত আদন্তে’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । অগ্নিসবিতারো জুহপভূতোঃ স্রষ্টোরভিমানিদেবতে ॥

৩। “অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতং ।”—বোধায়নঃ—‘অত্যাক্রামজপত্যাগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষং বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তং লোকং মে লোককৃতৌ কণুতমিতি’ ইতি । অত্যাক্রমণ-প্রকার আপস্তম্বেন দর্শিতঃ—‘অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষমিত্যাগ্রেণ স্রষ্টোহপরেণ মধ্যমং পরিষমবক্রামন্ প্রস্তরং দক্ষিণেন পদা দক্ষিণাহতিক্রমং যদগ্ন্যবোন’ ইতি । মধ্যমপরিধেঃ পুরতোহবস্থিত আহবনীয়োহগ্নিস্ততঃ পশ্চাৎস্রষ্টামগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্টাবস্থিতো যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণুঃ । হেহগ্নাবিষ্ণু, আবারহোমার্থং যবয়োঃমধ্যে গচ্ছন্নপাহং পাদেন যবাং মাহবক্রমিষং মম গমনাবকাশায় যবাং বিযুক্তো ভবতং । নাং প্রতি সন্তাপং মা কুরুতং । কিং চ স্থানকারণৌ যবাং মম গমন স্থানং কুরুতং । যথোক্তমর্থং দর্শয়তি—‘অগ্নাবিষ্ণু মা বামব ক্রমিষমিত্যাহ । অগ্নিঃ পুরস্তাং । বিষ্ণুর্গজঃ পশ্চাৎ । তাভ্যামেব প্রতিপ্রোচ্যাত্যাক্রামতি । বি জিহাথাং মা মা সং তাপ্তমিত্যাহাংসায়ৈ । লোকং মে লোককৃতৌ কণুতমিত্যাহ । আশিষমেবৈতামাশান্তে’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি ॥

৪। “বিষ্ণোঃ স্থানমসি ।”—বোধায়নঃ—‘স্থানং কল্পয়তি বিষ্ণোঃ স্থানমসীতি’ ইতি । আপস্তম্বঃ—‘বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যবতিষ্ঠতেহস্তর্কেদি দক্ষিণঃ পাদো ভবত্যবস্তঃ সর্বোদ্ধতিষ্ঠ-দক্ষিণং পরিষিস্ক্রিমম্ববস্থত্য’ ইতি । হে ভূপ্রদেশ স্বং যজ্ঞপুরুষস্ত স্থানমসি । যজ্ঞপুরুষ-প্রযুক্তমতিশয়ং দর্শয়তি—‘বিষ্ণোঃ স্থানমসীত্যাহ । যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ । এতৎখলু বৈ দেবানামপরাজিতমাযতনং । যজ্ঞজঃ । দেবানামেবাপরাজিত ‘আয়তনে তিষ্ঠতি’ (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৭) ইতি । দেবযজন ভূব্যতিরিক্ত ভূমে রত্নরাধীনতয়া তত্র দেবানাং পরাজয়েহপি যজ্ঞপ্রদেশঃপরাজিতঃ ।

৫। “ইত ইন্দ্রো অকুণৌর্দীর্ঘ্যাণি সমারভ্যোধেবী অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্লুতো যজ্ঞো যজ্ঞ-পতেরিজ্জীবাস্তস্বাহা ।”—বোধায়নঃ—‘অথারক্কে যজ্ঞমানে মধ্যমে পরিধৌ সংস্পৃশম্ জুস্তিষ্ঠম্ জু (মাঘার) মাঘারয়তি সন্ততং প্রাঞ্চনব্যবচ্ছিন্নিত ইন্দ্রো অকুণৌর্দীর্ঘ্যাণি সমারভ্যোধেবী অধ্বরো দিবিস্পৃশমহ্লুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিজ্জীবাস্তস্বাহেতি, ইতি । আপস্তম্বঃ—‘সমারভ্যোধেবী অধ্বর ইতি প্রাঞ্চমুদকমুজ্জু সন্ততং জ্যোতিয়ত্যাঘারমাঘারয়নসর্কাগীত্বাকাঠানি সল্লপ্শয়তি’ ইতি ।

অন্ত মত ইত ইন্দ্র ইতি বাক্যং পূৰ্ব্বমন্ত্ৰশেষঃ । ইতো দেবযজ্ঞনস্থানবলাদিত্যোহস্রবধরূপানি
বীৰ্য্যাণ্যকরোং । যজ্ঞপতের্যজ্ঞমানস্ত যজ্ঞ আবারঃ স্বাহা দেবতায়ৈ দত্তঃ । কীদৃশো যজ্ঞঃ ।
ইন্দ্রদেবতাকতেনৈন্দ্রবানৈশ্বা তীংস্কসীং দিশং সমারভ্যোধেৰী দীৰ্যোধবরো হিংসারূপেণ
বিচ্ছেদেন রহিত ঐশানীং দৈবিকীং দিশংস্পৃশতি । অহরুতোহকুটিলঃ । ইন্দ্রশব্দস্বচিতং
দর্শয়তি—‘ইত ইন্দ্রো অকুণোধীৰ্য্যাণীত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজ্ঞমানে দধাতি, (ত্রাং কাং ৩
প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । উৰ্দ্ধশব্দেন বুদ্ধিঃ স্বচিত্তেত্যাহ—‘সমারভ্যোধেৰী অধ্বরো দিবিস্পৃশ-
মিত্যাহ বুদ্ধৌ’ (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । সমারভ্যোতিপদস্বচিতং দর্শয়তি—
‘আবারমাধাৰ্যমাণমহু সমারভ্য । এতন্নিম্নকালে দেবাঃ স্রবং লোকমায়ন । সাক্ষাদেব
যজ্ঞানং স্রবং লোক মেতি । অথো সমুদ্ধেনৈব যজ্ঞেন যজ্ঞমানঃ স্রবং লোকমেতি’
বাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । দেবাঃ স্বয়ং যাগং কুৰ্বন্তোহধ্বৰ্যুমহু তমাধারং
স্পৃশী বিলম্বমস্তুরেণ স্বগং গতঃ । সাক্ষাদেবাবিলম্বেনৈব । কিং চ সমাগারভ্যোতানেন
সমৃদ্ধিঃ স্বচিতা । অহরুতশব্দার্থং দর্শয়তি—‘অহরুতো যজ্ঞো যজ্ঞপতেরিত্যাহানার্ভৌ’ (ত্রাং
কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । ইন্দ্রশব্দার্থমাহ—ইন্দ্রবাস্তস্বাহেত্যাহ । ইন্দ্রিয়মেব যজ্ঞমানে
দধাতি’ (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি ॥

৩। “বৃহত্তাঃ”।—কল্পঃ—‘বৃহত্তা ইতি অচমুদ্রাহতি’ ইতি । অনেনাহ্বারেন জ্বলারূপং
এথা বৃহত্তবতি তথাইয়মগ্নিভাসতে । ততো জুহুস্মী দহতামিত্যুদ্রাহতি । অধিকভাসনে
স্বর্গঃ স্মাৰ্যত তত্যাহ—‘বৃহত্তা ইত্যাহ । স্রবং বৈ নোকো বৃহত্তাঃ । স্রবং লোকস্ত
সমষ্টৌ’ (ত্রাং কাং ৩ অং ৭) ইতি ॥

৭। “পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা স্রচরিতে ভজ”।—কল্পঃ—‘অথাসত্ স্পর্শয়নস্ফচাবুদগ্-
ততাক্রামজপতি পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা স্রচরিতে ভজতি’ ইতি । ভজ স্থাপয় ।
জুহপভূতোঃ পরস্পরসত্ স্পর্শয়নবিশিষ্টং প্রতিনিবৃত্যাহগমনং বিবর্তে—যজ্ঞমানদেবত্যা বৈ
জুহুঃ । ভাতৃব্যদেবত্যাগ্ভূতং । প্রাণ আবারঃ । সৎসত্ স্পর্শয়েৎ । ভাতৃব্যোহস্ত প্রাণং
দধাৎ । অসত্ স্পর্শয়নতাক্রামতি । যজ্ঞমান এব প্রাণং দধাতি’ (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩
অং ৭) ইতি । যজ্ঞমানবত্যাগে প্রত্যাসন্নত্বাজুহুৰ্যজ্ঞমান ইতি নথতে । ঔপভূতস্তাহজ্যস্ত
জুহুৱা হোম ইতি ব্যবহিতত্বমুপভূতঃ । ততো ভাতৃব্যো দেবতা । অর্থবাদান্তরে বা এতদেব
দৃষ্টব্যং । মন্ত্ৰস্ত পদার্থব্যাক্যার্থে দর্শয়তি—‘পাহি মাংগে হুচরিতাদা মা স্রচরিতে ভজত্যাহ ।
অগ্নির্বাচ পবিত্রঃ । বৃজিনমনুতং হুচরিতং । ঋজুকর্ষত্ সত্যত্ স্রচরিতং । অগ্নিরেবৈনং
বৃজিনাদনুতাত্ স্রচরিতাংপাতি । ঋজুকর্ষে সত্যে স্রচরিতে ভজতি । তস্মাদেবমাশাস্তে ।
আস্মিনো গোপীথায়’ (ত্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৭) ইতি । কায়িকং নিষিদ্ধাচরণং বৃজিনং,
বিহিতাচরণমুজুকর্ষ, বাচিকে সত্যানুতে ॥

৮। “মথস্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙক্তাম্”।—কল্পঃ—‘জুহুৱা ঋবাং
সমনস্তি মথস্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষা জ্যোতিরঙক্তামিতি ত্রিঃ ইতি । হে আবারশেষ
ঋং যজ্ঞস্ত শিরোবহুতমঙ্গমসি । অতঃস্বরূপেণ জ্যোতিষা ধৌবাজ্যরূপং জ্যোতিঃ সমঙক্তাং
সংযজ্যতাং । সমঞ্জসং বিধত্তে—‘শিরো বা এতগুজ্ঞস্ত । যদাধারঃ । আত্মা ঋবা । আধার-

মাধার্যা ধ্রুবাৎ সমনক্তি । 'আয়্মনৈব যজ্ঞস্ত শিরঃ প্রতিদধাতি' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি গলাবস্তনো দেহ আত্মা । পূৰ্ব্বপক্ষতেন দ্বিরাবৃত্তিং বিধত্তে—'দ্বিঃ সমনক্তি । দ্বৌ হি প্রাণাপানৌ' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । সিদ্ধান্তমাহ—'তদাহঃ । ত্রিষেব সমজ্যাৎ । ত্রিধাতু হি শির ইতি । শির ইবৈতজ্ঞস্ত । অথো ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ । প্রাণা-নেবাস্মিন্দধাতি' (ত্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । অগ্নয়গ্নিস্থরূপা বিস্পষ্টাঙ্গয়ো ধাতবো যস্ত তত্রিধাতু । মন্ত্রগতজ্যোতিঃশব্দবিবক্ষাং দর্শয়তি—'মথস্ত শিরোহসি সং জ্যোতিষ্য জ্যোতিরঙ্ ক্রামিত্যাহ । জ্যোতিরেবাস্মা উপরিষ্ঠাদধাতি । স্ববর্গস্ত লোকতাস্মুখ্যাতে' (ত্রা० কা० ২ প্রা० ৩ অ० ৭) ইতি । অত্র ত্রোবাজ্যশেষোপরি স্থাপিতেনাহবারশোজ্যোনাভুজ্জল-সংপ্রদীপেনৈব স্বর্গলোকঃ প্রকাশিতো ভবতি ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—'ভূবায়েরজনিং কৃতা জ্পদাভ্যাং তয়োগ্রহঃ । অগ্রা দক্ষিণাদিগ্গামী বিষ্ণোঃ স্থিত্বা সমাহতিঃ ॥ ১ ॥ বৃহদাঃ ক্ষচমুদগৃহ পাহি প্রতিনিবর্ততে । মথ ধ্রুবামনক্তি ত্রিনব মস্তা ইহেরিতাঃ ॥ ২ ॥' ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

অগ্নে যষ্টরিদং নমঃ, অগ্নির্বে দেবানাং যষ্টেত্যনয়োর্যম্নস্ত্রাক্ষণয়োরগ্নিদেবতায়্যা যাগাধিকারঃ প্রতীয়তে তদযুক্তং নবমাপ্যায়প্রথমপাদোক্তদেবতাদিকরণবিবোধপ্রসঙ্গাৎ ।

তত্র হেবং চিস্তিতম্—'দেবঃ প্রযোজকোহপূৰ্ব্বং বাহতোহস্ত ফলদতঃ ন বিধেয়ে গুণো যোষোহপূৰ্ব্বস্ত ফলিতোচিতা' ইতি ॥ 'আগ্নেয়োহষ্টাকপালঃ' ইত্যাদিষু সর্বেষু কৰ্ম্মস্ব মন-তন্ত্ররূপাণামন্ত্রষ্ঠেরানামঙ্গানামগ্নাদির্দেবঃ প্রযোজকঃ । কৃতঃ । যাগেন পূজিতায়্যা দেবতায়্যা ফলপ্রদত্বাৎ । সম্ভবতি চ ফলপ্রদত্বং মন্ত্যর্থবাদাদিত্যো বিগ্রহাদিপক্ষকপদগমাৎ । বিগ্রহো হবিঃস্বীকাবস্তদ্বোজনং তৃপ্তিঃ প্রপাদশ্চেত্যেতচ্চেতনশ্চোচিতং পক্ষকং । সহস্রাক্ষো গোত্রভি-দ্বজ্জবাহরতি বিগ্রহঃ । অগ্নিরিদং হবিবজ্জ্বতেতি হবিঃস্বীকারঃ । 'অদ্বীদিদু প্রস্থিতেমা হবী' বীতি হবির্ভোজনং । তৃপ্ত এবেদৈদ্বিঃ প্রজয়া পশুভিত্তপূর্ণতীতি তৃপ্তপ্রসাদৌ । ততঃ সেবিতবাজাদিবৎপূজিতদেবতায়্যা ফলপ্রদত্বেন প্রাধাত্যং সৈবাজানাং প্রযোজিকেতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—কিং দেবতায়্যা ফলপ্রদত্বলক্ষণং প্রাধাত্যং শব্দাদাপাত্তে বস্ত্তসামর্থ্যাহা । নাহত্বঃ । স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি শব্দে বিধেয়স্ত যাগগ্ৰেব ফলপ্রদত্বাবগমাৎ । দ্রব্যদেবতে তু সিদ্ধত্বেন বিদ্যানর্হে । তত্র যথা দ্রব্যস্ত বিধেয়ং প্রতি গুণভাবস্তথা দেবতায়্যা অপি । যদি যাগস্ত কালান্তর-ভাবিফলং প্রতি ব্যবহিতত্বং তর্হি তৎসাধনভূতা দেবতা-ততোহপি ব্যবহিতা । কা তর্হি ফলস্ত গতিঃ । অপূৰ্ব্বমিতি বদ্যমঃ । তচ্চ শ্রুত্যা শ্রুতার্থাপত্ত্যা বা প্রতীয়মানত্বাচ্ছাদমিতি তস্ত ফলপ্রদত্ব-মুচিতং । নাপি বস্ত্তসামর্থ্যাদেবস্ত ফলপ্রদত্বং বিগ্রহাদিপক্ষকপ্রতিপাদকয়োর্মন্ত্যর্থবাদয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যভাবাৎ । অত্রথা বনস্পতিভ্যাঃ স্বাহা মূলেভ্যাঃ স্বাহা তুলেভ্যাঃ স্বাহেত্যাদিমন্ত্রেষুপি দেবত্বং বিগ্রহাদিস্যুক্রং কল্যেত । তচ্চ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং । অতো ন রাজাদিবৎফলপ্রদত্বং । কিং চ বিগ্রহাদিমদেবতাবাণ্ডপি ন বিনা কৰ্ম্মণা ফলমভ্যাপগচ্ছতি । ততঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেনো ভয়বাদিসিদ্ধস্ত যাগগ্ৰেব ফলপ্রদত্বমস্তু । কিং চ মাতাপিতৃশুর্বাদিশুশ্রামা দেবতাং বিনৈব ফলপ্রদত্বমভ্যবাদিসিদ্ধং । তস্মাৎ ফলপ্রদমপূৰ্ব্বমেবাস্মাহুষ্ঠানে প্রযোজকং । দেবস্ত প্রযোজ্য সত্যাগ্নেয়যাগ উপদিষ্টানি প্রযাজ্যজ্ঞানি শৌর্যাদিবাগেষণ্যভাবাদনুহানি । অপূৰ্ব্বস্ত

প্রযোজকত্বে তৎ সদ্ধাদুহানীতি বিশেষঃ । তদিদং দেবতাধিকরণমগ্নাদিদেবানাং কৰ্ম্মা-
ধিকারে বিরুদ্ধতঃ । অত এব বৈয়াসিকদেবতাধিকরণস্থত্রেণ জৈমিনিপক্ষ এবমুপগৃহ্যতঃ—
“মন্ত্রাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ” (ব্র০ হৃ০ ১।৩।৩১) ইতি । অস্তায়মর্থঃ—অস্তি হি
কচন মধুবিজ্ঞা ছন্দোগৈরান্নাতত্বাৎ । তস্তানাদিত্যো মধুত্বেন ধাতব্যঃ । বসবো রুদ্রা
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চৈত্যোতে দেবগণাঃ পরিত উপবিষ্টা তন্মধুপজীবন্তি । ঈদৃশেনোপা-
সনেন বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্রুয়তে । তস্তাং বিজ্ঞায়াং মনুষ্যাণামধিকারঃ সম্ভবতি ।
বস্বাদিদেবতাস্ত কানন্যাবস্বাদীহুপাসারন্ কং চাত্মং বস্বাদিমহিমানং প্রাপ্নুযুঃ । আদিত্যশ্চ
কমন্যাদিত্যং মধুত্বেনোপাসীত । তস্মাদ্বেবানামধিকারং জৈমিনিশ্চত ইতি । তর্হি বিজ্ঞাস্তরেহ-
ধিকারোহস্থিত্যশ্চোক্তান্তরমবং স্থত্রিতং—“জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” (ব্র০ হৃ০ ১।৩।৩২) ইতি । ন
খবাদিত্যো নাম কশ্চিচ্চেতনো বিগ্রহবান্দেবোহস্তু । কিং স্বস্মিন্দৃশ্যমানে জ্যোতিশ্মন্তলে ভবত্যা-
দিত্যশ্চ প্রযোগঃ । এবমঙ্গারেষণশব্দঃ । যদি এবগ্রহবতী দেবতা স্তাত্তদানীমুদ্বিগাদিবৎকৰ্ম্মণ্য-
পলভ্যত । কিং চৈকশ্চ যজমানশ্চ বাগে হবিঃ স্বাকভূং গত্বা তদানীদেবাত্তেষাং যাগেষু
গত্বং ন শক্লুয়ৎ । অত এবাহন্নায়তে—“কশ্চ বা হ দেবা যজমাগচ্ছন্তি কশ্চ বা ন
বহ্নাং যজমানানাং” ইতি । কিং চ বিগ্রহবৎস দেবেযু মৃতেষু বৈদিকানামগ্নীজ্ঞাদিশব্দানা-
নতিধেয়াভাবাদ্বেদস্তাপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত । তস্মান্মৃগতৃণাদিবাক্যেধিব সহস্রাক্ষো গোত্রভি-
দিত্যাদিবাক্যেযু কশ্চিদ্ভিন্নপ্রত্যয়ো জায়তে । “শব্দজ্ঞান্নানুপাতী বন্তু শূন্যো বিকল্পঃ” ইতি
তন্নক্ষণং । “মৃগতৃণাভ্যসি স্নাতঃ খপ্পক্লুতশেপরঃ । এষ বক্ষ্যাস্ততো যাতি শশশৃঙ্গধুন্ধরঃ ॥”

ইতত্র বিটনৈব বাহবস্তনা যথা কশ্চিদাকারবিণেশো মনসি প্রতিভাসতে তথৈব দেবতাবাক্যেযু ।
তস্মাদগ্নিকৈর্দেবানাং যজ্ঞেতিবাক্যবলাদেবানাং যাগাধিকারো বক্তব্যঃ ন শক্যঃ । অত্রোচ্যতে—দেবা-
নামধিকারভাবঃ কূত ইতি বক্তব্যং । দেহাত্তভাবাদ্ধা সত্যপি দেহাদাবর্ধিত্বসামর্থ্যাবচ্ছিন্নপাণামধি-
কারহেতুনামভাবাদ্ধা সংস্রপি তেষু শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধত্বাদ্ধা । প্রথমপক্ষেহপি দেহাত্তভাবঃ কূত ইতি
বাচ্যং । প্রমাণাভাবাদ্ধা বাধকসম্ভাবাদ্ধা । নাহন্তো মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণযোগ্যপ্রত্যক্ষলো-
কপ্রসিদ্ধীনাং তৎপ্রমাণত্বাৎ । “দেবা বঃ সবিতা প্রাপ্নয়তু” “রুদ্রশ্চ হেতিঃ পরি বো বৃণতু”
ইত্যাদয়শ্চৈতনোচিতব্যবহারভিধানিনো বহবো মন্ত্রাঃ পূর্বমুদাহৃত্যঃ । “অগ্নে যষ্ঠরিদং নমঃ” “ইত
ইজ্ঞো অরুণোদীর্ঘ্যানি, ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে । “অথা সপত্নানিহ্রাদি মে বিশ্বচীনাশ্চাতাং” “অগ্নে
ঋতুং জাগৃহি” ইত্যাদয় উদাহ্রিয়ন্তে । তং গায়ত্র্যাহরং । পুরুষং বৈ দেবাঃ পশুমাণ্ডন্ত ।
দেবাস্থরা সংযতা আসন্নিত্যাদয়োহর্থবাদাঃ । ইতিহাসো ভারতাদিঃ । পুরাণং ব্রাহ্মণম্বেদৈক্যাদি
যোগ্যপ্রত্যক্ষং যোগশাস্ত্রে “মুন্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনং” ইত্যাদিস্থত্রেণ প্রসিদ্ধং । লোকপ্রসিদ্ধিশ্চ
চিত্রকারাদিতত্ত্বমুত্তিলেখনাদিভিজ্জট্টব্য । নাপি দ্বিতীয়ো বাধকস্তানুপলভ্যৎ । বনস্পতিতন্ম-
ণাদীনামপি বিগ্রহাদিমন্তপ্রসঙ্গো বাধক ইতি চেন্ন । তশ্চেষ্টত্বাৎ । প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেন্ন । স্বাবর-
রপশ্চ প্রত্যক্ষত্বেনপি তদভিমানিদেবতানামপ্রত্যক্ষত্বাৎ । সন্তি হি সর্বেষু বস্তৃষুভিমানিদেবতাঃ ।
অত এব শ্রুয়তে—“অস্তরিকদেবত্যাঃ ধলু বৈ পশবঃ । যজমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । ভ্রাতৃব্যদেব-
তোপভূত্বং” ইতি । নাত্র দৃশ্যমানা অস্তরিকযজমানভ্রাতৃব্য বিবক্ষিতাঃ কিং তু তদভিমানিদেবতাঃ ।
এবং চ সত্যভিমানীনীতিঃ সহাভেদবিবক্ষয়া “বায়বঃ স্বেপায়বঃ স্থ” “জুহে হাবিস্তা হ্রয়তি

দেবযজ্ঞায় উপভূদেহি দেবতা সবিতা হসতি” ইত্যাদীনি চেতনোচিতানি সোধোদনান্য-
পশ্যন্তে । কিং নিমিত্তোহয়ং দেবতাভি ব্যক্ত্যভিনিবেশ ইতি চেৎ । তব কিং নিমিত্তোহয়ং
দেবতাপ্রদেয়াভিনিবেশঃ । জ্যোতিষি ভাবাচ্চেতি জৈমিনিমতস্ত হত্ৰিতত্বাদিতি চেৎ ।
কিং বাদরায়ণস্ত মতং ন পশ্যসি । স হেবং হত্ৰয়ামাস—“অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষানু-
গতিভ্যাং” (ব্রা० সূ० ২।১।৫) ইতি । অশ্রায়মর্থঃ—বাক্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং পরস্পরকলহশ্রুতিষু
মৃদব্রবীৎ অপোহত্ৰবন্ ইত্যাদিশ্রুতিষু চাভিমানিদেবতা ব্যপদিশ্রুন্তে । ইন্দ্রিয়সংবাদবাক্যাহদানে-
বাহৈত দেবতা ইতি দেবতাশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ । অত্ৰ চ “অগ্নির্কাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ।
বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ । আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ” ইত্যাদিনা সর্বেষে-
বেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগতিশ্রবণাদিতি । বাধকাস্তরং তু বাদরায়ণ এবাহশব্দা নিরাচষ্টে । তদীয়ং
হত্ৰমেতৎ—“বিরোধঃ কশ্মণিতি চেদানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ” (ব্রা० সূ० ১।৩।২৭) ইতি ।
ঋগ্বেদগ্ৰন্থেন বঃ কশ্মণি বিরোধঃ সোহপি নাস্ত্যেকস্ত যুগপদ্বহুহভোজ্ঞানাস্তবেহপি বহুকর্তৃক-
নমস্কারস্বীকারঃ সম্ভবতীত্যনেকপ্রকারদর্শনাৎ । ইহ চ বাগতোদেহশাস্ত্রকথ্যনমস্কারস্তায়ৈন
বহবো যজ্ঞানাং যুগপদেকাঃ দেবতানুদ্ভিহু হবীংষি ত্যজ্যেহুঃ । অথ বা দেবতানাং যোগ-
সামর্থ্যাদযুগপদনেকশরীরপ্রাপ্তিঃ ঐতিষ্মত্যোদ্ভিহুতে । তৈশ্চ শরীরৈর্য়ুগপদ্বহু যোগে
যুগপদগচ্ছ্যেহুঃ । ন চানুভববিরোধস্তাসমস্তবানাদিশক্তিমনেনোযোগ্যানুপলক্ষেঃ । নাপি বিগ্রহবতীষু
দেবব্যক্তিষু মৃতাসু বৈদিকশব্দার্থাভাবো জাতেবেব শব্দার্থত্বাৎ । অতো বনস্পতিমূল-
জুহপভূতচেতনদ্রব্যেষু সর্বেষভিমানিনীনাং বিগ্রহবতীনাং চেতনানাং দেবতানামভ্যুপগমেহপি
ন বাধঃ কশ্চিৎ । যুগযুক্তিকাথপ্পাদিষপি বনস্পত্যাদিষি দেবতানুপগমঃ প্রসজ্যোতেতি
চেৎ । যদা যুগভূষণে স্বাহা খপ্পস্য স্বাহেতি বেদবাক্যং দর্শয়িষ্যসি তদাহভ্যুপগমিষ্যামঃ ।
অতঃ প্রমাণসত্ত্বাবাদ্বাধকাভাবাচ্চ সন্ত্যব দেবতানাং বিগ্রহাদয়ঃ । নাপ্যর্থিত্বাধিকারকারণা-
ভাবাদিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো যুক্তঃ । আদিত্যবস্বাদীনাং স্বস্বপদন্ত প্রাপ্তয়েন তৎপ্রাপ্তিহেতাব্য-
পাসনে যোগে বাহুর্ভাবাবেহপি যলাস্তরহেতৌ তৎসম্ভবাৎ । সত্যসঙ্কলানাং তেষাং সঙ্কলান্দেব
ফলসিদ্ধৌ ন যাগাদিপ্রবৃত্তিরিতি চেৎ । সঙ্কল ইব যাগাদাবপি প্রয়াসবুদ্ধ্যভাবেন প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ ।
শ্রয়ন্তে হি বহশো বেদবাক্যানি—“অগ্নিষ্টোমেন হৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অশ্রজত ।
তা অগ্নিষ্টোমেনৈব পর্যগৃহ্নাৎ” ইতি । “বৃহস্পতিরকাময়ত । শ্রোদেবা দধীরন্ ।
গচ্ছ্যৎ পুরোধামিতি । স এবং চতুর্বিংশতিরাত্রমপশ্যৎ । তমাহরৎ । তেনাশ্রজত । ততো
বৈ তস্মৈ শ্রোদেবা অদধতাগচ্ছৎ পুরোধাৎ” ইতি । ইদানীং মনুষ্য এব সত্রে ভাবিসংজ্ঞয়া
প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদিশব্দৈরুচ্যত ইতি চেৎ । অস্বৈবং নক্ষত্রেষ্টৌ । তত্র হি যজ্ঞমানে
দেবতা চেতুভয়মেকেনৈব শব্দেন ব্যবহৃতং—“অগ্নির্কা অকাময়ত । অন্নাদো দেবানাং
শ্রামিতি । স এতময়মে কৃত্তিকাত্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপৎ” ইতি । ইহ তু
বাধকাভাবানুখ্যা এব প্রজাপতিবৃহস্পত্যাদয়ঃ । অত্থথা বসিষ্ঠবিশেষণং বিরুদ্ধ্যেত । তচ্চৈবমা-
নায়তে—“বসিষ্ঠো হতপুত্রোহকাময়ত বিন্দেয় প্রজাৎ” ইতি । তস্মাদর্থিনো দেবা যাগাদিষু
প্রবর্তেয়ন্ । সামর্থ্যমপি ধনবৎ তেষামন্ত্যেব । উপনয়নপূর্ব্বকাদ্যয়নাভাবেহপি স্বয়ংভাত-
ত্বাঘোদানামন্ত্যেব বিজ্ঞা । নিষেধং চ ন পশ্যামস্তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেহনরুণ ইতিবদেবা অনবরুণা

ইত্যশ্রবণং । প্রত্যুত “দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ক্বত তদমুমা অকুর্ক্বত” ইতি বহুশঃ শ্রুতং ।
 আধারব্রাহ্মণেহপি শ্রুতে—“দেবা বৈ সামিধেনীরন্য যজ্ঞং নাশ্রপশ্চন্স প্রজাপতিস্তৃক্ষী-
 মাধারমাধারয়ন্ততো বৈ দেবা যজ্ঞমশ্রপশ্চন্” ইতি । “অমুরেষু বৈ যজ্ঞ আসীন্তং দেবাস্তৃক্ষী-
 হোমনাবৃজত” ইতি । সর্কোহপ্যয়মর্থবাদ ইতি চেষ্টাৎ । ন খলু বয়মপ্যেতমর্থবাদঃ
 ক্রমঃ । মহাতাপপৰ্য্যেণ বিধিঃ প্রশংসতোহবাস্তুরতাপপৰ্য্যেণ স্বার্থেহপি প্রামাণ্যাত্তার্থবাদশ্চে
 কা তব হানিঃ । যদা প্রজাপতিরয়জ্ঞকং প্রথমমাধারং প্রাজাপতামমুতিষ্ঠতি তদা কমম্ভ্যং
 প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়েদिति চেৎ পূৰ্ব্বকল্পেহতীতং ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বর্তমানং বা ধ্যায়তু । যথা
 দেবদত্তঃ স্বয়মম্ভ্য পিতাহপি সধিষাধনাদিভিঃ অপিত্রা সমানোহপি সন্ অপিতরং নমস্করোতি
 যথা বা ব্রাহ্মণকর্তৃকে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্তরং ভোজ্যতে তথ্যং । যদি তত্র স্বসমানম্ভ্য পিতু-
 র্ব্রাহ্মণান্তরম্ভ্য চ পূজয়া তুষ্টঃ পরমেশ্বরঃ ফলং দত্ত্বাভিহি স কিমম্ভ্য প্রজাপতেঃ ফলদানে
 বিস্মরিয়তি নিদ্রাস্তি বা । “তৃপ্ত এবনমিক্রঃ প্রজয়া পশুভিস্তপরিতি” ইত্যত্রাপীজ্রবিগ্রহেহ-
 বস্তুতোহস্তর্য্যামোব ফলম্ভ্য দাতা । অত এব বাদরাগঃ—“ফলমত উপপত্তেঃ”
 (ব. সূ. ৩৩৩৮) ইতি স্মরয়ামাস । ঈশ্বৰম্ভ্য ফলদাতৃহেহপি নাপূৰ্ব্ববৈয়র্থ্যং ফল-
 বিশেষে তত্তারতম্যে চাপূৰ্ব্বশ্ৰেব নিয়ামকত্বাৎ । জৈনিনিশ্চাপূৰ্ব্বাঙ্গীকারেণ পরিতুষ্টো ন
 দেবতাং দেষ্টি । তাবতৈব আপেক্ষিতোহাধ্যায়ত্বাহরন্তসিদ্ধেঃ । ন চ প্রজাপতিকর্তৃকে যাগ
 ঋত্বিজামতাবঃ । দেবতাস্তরাণামৃত্বিক্ৰত্বাৎ । নষাঋজ্যং বিপ্রশ্ৰেব । তথা চ দ্বাদশাধ্যায়-
 ত্বাবসানে চিন্তিতং—“আঋজ্যং কিং ত্রিবর্ণস্বং বিপ্রগাম্যেব বাহগ্রিমঃ । বিভ্রাবস্মান তদ্যজ্ঞং
 ব্রাহ্মণশ্ৰেব তৎস্বতেঃ” ইতি । “প্রতিগ্রহোহধিকো বিপ্রে যাজ্ঞনাধ্যাপনে তথা” স্মৃতিঃ ।
 নায়ং দোষঃ । তত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরাঋজ্যং নাস্তীত্যেতাবদেব বিবক্ষিতং ন তু দেবানাং
 তন্নিবার্য্যতে মন্ত্রব্রাহ্মণয়োস্তদবগমনাৎ । “পৃথিবী হোতা । ঔরধ্বৰ্য্যুঃ । রুদ্রোহগ্নীৎ ।
 বৃহস্পতিরূপবক্তা । অগ্নিহোতা । অশ্বিনাঃধ্বৰ্য্যুঃ । ষষ্ঠাহগ্নীৎ । মিত্র উপবক্তা” ইতি মন্ত্ৰাঃ ।
 “অশ্বিনৌ হি দেবানামধ্বৰ্য্যু আস্তাঃ” ইতি ব্রাহ্মণঃ । দ্বৈববিকানামেব বসস্তাদিকালেষাধান-
 বিধানাদেবানাং বর্ণাশ্রমাতাবাস্ত্যাদানমিতি চেষ্টা । তদ্বিধানম্ভ্য মনুষ্যবিষয়ত্বাৎ । বর্ণাশ্রম-
 প্রযুক্তা বিধয়ো মনুষ্যাণামেব সন্তি । দেবাস্ত ন বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মমমুতিষ্ঠন্তি । কিং তু কাম্য-
 কৰ্ম্মণ্যাধানমপি দেবানামায়াতঃ—“প্রজাপতী রোহিণ্যামগ্নিমমুজত । তং দেবা রোহিণ্যামাদধত ।
 তং পূষাঃদধত । তং ষষ্ঠাঃদধত । তং মনুরাদধত । তং ধাতাঃদধত” ইতি । তদেবং দেবানাং
 যাগাধিকারে বিদ্বাভাবাৎ ‘অগ্নির্কৈ দেবানাং ষষ্ঠা’ ইত্যেতদিহ স্মৃতিতং । সৰ্বত্র চ মন্ত্র-
 ব্রাহ্মণেতিহাসপুরাণাদিবাদাঃ স্মৃত্তামুজ্জীবিতাঃ ।

প্রথমাদ্যায়ম্ভ্য চতুৰ্থপাদে চিন্তিতম্—“অগ্নিহোত্রং জুহোত্যাধারমাধারয়ন্তীত্যমু । বিধেদৌ
 গুণসংস্কারাবাহোস্থিৎকৰ্ম্মনামনী ॥ অগ্নয়ে হোত্রমত্রেতি বহুব্রীহিগতোহনলঃ । গুণো বিধেদৌ
 নামদ্বৈ রূপং ন ত্র্যয়ং ক্ষরদ্যতে ॥ সংক্রিয়াৎষারমাধারয়ন্তীত্যুক্তা দ্বিতীয়য়া । আধারোভাগ্নি-
 হোত্রেতি বৌগিকে কৰ্ম্মনামনী ॥ অগ্নির্জ্যোতিরिति প্রোক্তো মন্ত্রাদেবন্তথা দ্ব্যতম্ । চতুৰ্গৃহীত-
 বাক্যোক্তং দ্বিতীয়য়াভিন্নং গতিঃ ॥ নাসাধিতে হি ধাত্বর্থে ককণত্বং ততোহস্ত সা । সাধ্যাতাং
 বক্তি সংস্কারো নৈবাহশস্যঃ ক্রিন্নাস্বতঃ” ইতি ॥ “অগ্নিহোত্রং জুহোতি” ইত্যত্রাগ্নিহোত্রশব্দ-
 কৃষ্ণ-যজুর্বেদ—৩৪

কর্ষনামত্রে দ্রব্যদেবতায়োরভাবাদ্যাগস্ত স্বরূপমৈব ন সিধ্যৎ । ততোহগ্নিদেবতারূপে
 গুণোহনেন দর্শিহোমে বিধীয়তে । আধারশব্দশ্চ “স্ব করণদীপ্ত্যোঃ” ইত্যস্মাক্তোক্তংপন্নঃ
 ক্ষরদ্ব্যতমাচষ্টে । তদ্ব্যংশ্চ ঘৃতে দ্বিতীয়াবিভক্ত্যা সংস্কার্যত্বং প্রতীয়তে । তচ্চ সংস্কৃতং ঘৃত-
 সুপাংশুবাগে দ্রব্যং ভবতি । তস্মাদগ্নিহোত্রাধারশব্দৌ গুণসংস্কারয়োর্বিধায়ক্যাবিতি প্রাপ্তে
 ক্রমঃ—অগ্নিজ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহেতি সাং জুহোতি । স্বর্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বর্যঃ
 স্বাহেতি প্রাতরিতি বিহিতেন মন্ত্রেণ প্রাপ্তত্বাদ্বেবতা ন বিধেয়া । ততোহগ্নিস্বর্যদেবতাকস্ত
 সাংপ্রাতঃকালয়োনিয়দেনান্নুষ্ঠেয়স্য কর্ষণোহগ্নিহোত্রমিতি যৌগিকং নামধেয়ং । যোগশ্চ
 বহুব্রীহিণা দর্শিতঃ । চতুর্গৃহীতং বা এতদভূতত্বাহ্ণারমাধার্যোক্ত্যাক্ষদ্রব্যস্ত প্রাপ্ততয়া
 ক্ষরদ্ব্যতসংস্কারস্তাবিধেয়ত্বাদ্ধারশব্দোহপি যৌগিকং কর্ষনামধেয়ং । যস্মিন কর্ষণি নৈক্সতীঃ
 ত্রিশনারভৌশানীং দিশমবপি কৃত্বা সন্তত্যা য়তং ক্ষাণ্যতে তস্ত কর্ষণ এতন্নাম । নমু নামত্রে
 সতিঃ “উদ্ভিদা বজেত” “জ্যোতিষ্টোদেন বজেত” ইত্যাদাবিব দাত্বর্থেন করণেন সামান্য
 দিকরণায়াগ্নিহোত্রেণ জুহোত্যাধারোহ্ণারয়তীতি তৃতীয়ায়া ভবিতব্যং । নৈম দোষঃ ।
 অনুল্লানাদৃক্খং দাত্বর্থাং সিদ্ধত্বাকারেণ করণত্বমপি ততঃ পূর্বং সাধ্যত্বাকারং বক্তুমগ্নিহোত্র-
 মাধারমিতি দ্বিতীয়ায়া যুক্তত্বাৎ । ন চাত্র দ্বিতীয়াস্তসারেণ ত্রীহীন প্রোক্ষতীত্যাদাবিব সংস্কারঃ
 শঙ্কনীয়ঃ । ত্রীহংশদবদগ্নিহোত্রাধারশব্দয়োঃ প্রসিদ্ধদ্রব্যবাচকত্বাভাবেন ক্রিয়াবাচিহ্নাত্যপগমাৎ ।
 তস্মাদগ্নিহোত্রাধারশব্দৌ দর্শিহোমোপাংশুবাগয়ো গুণসংস্কারবিধায়িনৌ ন ভবতঃ কিং তু
 কর্ষাস্তুরয়োর্নামনী ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“অগ্নিহোত্রাধারবাক্যমমুবাদোহথ বা বিধিঃ ।
 অরূপত্বাত্ দধ্যাদিবাক্যেনোক্তমনুষ্ঠতে ॥ গুণ্যসিদ্ধৌ ন দধ্যাদিগুণো হৃষ্টা বিশিষ্টতা । রূপং
 দধ্যাদিমজ্জাভ্যামতোহসৌ গুণিনো বিধিঃ” ইতি । ইদমাম্বায়তে—“অগ্নিহোত্রং জুহোতি”
 ইতি, “দগ্না জুহোতি” ইতি, “পয়সা জুহোতি” ইতি (চ) । ইদমপরমাম্বায়তে—“আধারমা-
 যারয়তি” ইতি, “উর্দ্ধমাযারয়তি” ইতি, “ঋজুমাযারয়তি” ইতি চ । তত্রাগ্নিহোত্রবাক্যং
 দধ্যাদিবাক্যবিহিতস্ত কর্ষসমুদায়শাস্ত্রমুবাদঃ । আধারবাক্যং তুর্দ্ধাদিবাক্যবিহিতস্ত তথ্যেতি ।
 ন ত্বেতদ্বাক্যদ্বয়ং কর্ষবিধায়কং । কুতঃ । দ্রব্যদেবতালক্ষণ্য যাগরূপত্বাভাবাদিতি চেত্তত্র
 বক্তব্যং । কিং দধ্যাদিবাক্যেন গুণমাত্রং বিধীয়তে কিং বা গুণবিশিষ্টং কর্ষ । নাহুঃ ।
 অগ্নিহোত্রাদিবাক্যস্ত ত্বম্মতে কর্ষবিধায়কত্বাভাবেন গুণিনঃ কস্তচিদসিদ্ধৌ গুণ্যমুবাদপুংসরস্ত
 গুণমাত্রবিধানশাস্ত্রমুবাৎ । দ্বিতীয়ে বিধিগৌরবং ত্বাৎ । তচ্চ সত্যং গতাব্যুক্তং । অতোহগ্নি-
 হোত্রাদিবাক্যং কর্ষবিধায়কং । তত্র দ্রব্যং দধ্যাদিবাক্যলভ্যতে দেবতা তু মাত্রবর্ধিকী ।
 আধারেহপ্যেবং দ্রব্যদেবতে উল্লেখ্যেতি ।

দশমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“হিরণ্যগর্ভ আধারে পূর্বস্মিন্মুত্তরেহথ বা । লিঙ্গাদাত্রে
 সমং লিঙ্গং রূপকার্যত্বতোহস্তিমে” ইতি ॥ বায়ব্যপশৌ “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র ইত্যাধার-
 মাধারয়তি” ইতি শ্রুতো মন্ত্রঃ পূর্বস্মিন্মাধারে ত্বাৎ । কুতো মন্ত্রলিঙ্গাৎ । প্রকৃতৌ প্রাজাপত্যঃ পূর্ব
 আধারঃ । অস্মিন্নপি মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভশব্দেন প্রজাপতিরভিধীয়তে । “প্রজাপতিরৈ হিরণ্যগর্ভঃ” ইতি
 ষাক্যশেবাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অস্তিম আধারেহম্ মন্ত্রঃ রূপকার্যত্বাৎ । প্রকৃতাবমন্ত্রকঃ প্রথম

আধারঃ প্রজাপতিঃ মনসা ধ্যায়ন্নাচারয়তীতি ধ্যানমাত্রস্তাভিধানাৎ । তৃষীমাচারয়তীত্যমন্ত্রঃ
সাক্ষাদেব ঐতং । দ্বিতীয়ে স্বাধার উক্টো অধ্বর ইত্যাক্ষো মন্তো বিহিতঃ । অতো মন্ত্রকাৰ্য্যং
তত্র কৃপ্তং । তস্মাদ্বিতীয়াধারে হিরণ্যগৰ্ভমন্ত্রবিধিঃ । যত্ন প্রজাপতিদেবতালিঙ্গং তদিস্ত্রেহপি
সমানং । ইজ্রোহপি হি প্রজানং পতিঃ । তস্মাদুক্টো অধ্বর ইতি মন্তঃ বাধিত্বা হিরণ্যাদিমন্ত্রস্তত্র
বিধীয়তে । তৃতীয়াধ্যায়স্তাষ্টমে পাদে চিস্তিতং—“মা মা সং তাপ্তমিত্যেতৎ কস্মিন্ আদिति
পূৰ্ববৎ । অধ্বর্য্যাবস্ত তবেন স্বামিকশ্মোপবোগতঃ” ইতি ॥ না মেতি মন্তোক্তং সস্তাপাভাবরূপং
কলং যজ্ঞমানে আদধ্বর্য্যো বেতি সন্দেহঃ । পূৰ্ব্বাবিকরণে মনাগ্নে বৰ্জ ইত্যধ্বর্য্যুণা পঠ্যমানেহপি
মন্ত্রে মমেতি শক্কোহধ্বর্য্যুস্বামিনং যজ্ঞমানং লক্ষয়তি । স্বৰ্গকামো যজ্ঞেতেত্যত্মনেপদেন সাক্ষ্যবাগ-
ফলস্ত স্বৰ্গস্ত যজ্ঞমানগামিত্যা অবগমাৎ । ততো যথা বৰ্জো যজ্ঞমানে ভবতি তথা সস্তাপা-
ভাবোহপি যজ্ঞমানগামীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অধ্বর্য্যাবস্তপ্তে সত্যবিয়েন স্বামিনঃ কৰ্ম্ম সমাপ্যতে ।
তস্মাদধ্বর্য্যুগতোহপি সস্তাপাভাবো যজ্ঞমানশ্চৈব ফলমিতি নাত্র পূৰ্ববদন্তোপচারঃ ।

অণ ব্যাকরণং ।

ভুবনশব্দো নিয়তনপুংসকলিঙ্গস্বাদ্যাদাতঃ । অগ্ন ইত্যত্র ব্যাক্যাদিয়ার নিধাতঃ । “আমস্মিতং
পূৰ্বমবিজ্ঞানবৎ” (পা° ৮।১।৭২) ইতি তত্ত্বাবিজ্ঞানবদ্বাদ্যদ্বিধিরিত্যেতত্ত্ব পদাৎ পরস্বাভাবান্ন
নিধাতঃ কিং তু ষাষ্টমামস্মিতাত্যাদাত্ত্বং । অগ্নাবিষ্ণু ইত্যত্রাপি তদ্বং । ন বিজ্ঞতে ধ্বরো
বিন্নো যস্ত সোহধ্বরঃ । “ন ঞ্জ স্ত্যো” (পা° ৬।২।৭২) ইত্যুত্তবপদাস্তোদাত্ত্বং । দিবস্পৃশ-
মিত্রা কৃৎস্বরঃ । অহুত ইত্যত্রাব্যয়পূৰ্বপদপ্রকৃতিস্বরঃ । চ্চরিতাদিত্যত্রাপি তদ্বং ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদোক্তভিত্তিরীয-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে দ্বাদশোহুক্তবাক্যঃ ॥ ১২ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ-তালোচনা ।

----- । | -----

দ্বাদশ অম্ববাকের মন্ত্রসমূহ আধার-গ্রহণ-মূলক । ‘আধার’ বলিতে আজ্ঞাহবিঃ-পূর্ণ ঋক্
ব্রহ্মায় । তাহা হইতে পুরোডাশসাংনায্য প্রভৃতি বেদীতে স্থাপনের বিষয় উপলক্ষিত হয় ।
ভাষ্যানুক্রমণিকা হইতে প্রতাপন হয়,—দ্বাদশ অম্ববাকে যজ্ঞকাষ্ঠের উপরিভাগে হোম-নিষ্পাদ-
নার্থ আধার-স্থাপনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি পরিবর্ণিত হইয়াছে । একাদশ অম্ববাকে ইগ্ন (যজ্ঞকাষ্ঠ),
বহিঃ (কুশ) এবং অক্ষাদি (কাষ্ঠনির্মিত হাতা প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণাদির দ্বারা বিস্তৃকীরণের
প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে । এক্ষণে, এই দ্বাদশ অম্ববাকের মন্ত্র-সমূহে, ইগ্নকাষ্ঠের উপরিভাগে
কিরূপে হোমার্থ আধার স্থাপন করিতে হয়, তাহাই পরিবর্ণিত হইতেছে ।

‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ মতে দ্বাদশ অম্ববাকের প্রথম মন্ত্রের (ভুবনমসি প্রভৃতি) দ্বারা অঞ্জলিবদ্ধ
করিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রের (জুহেহগ্নিস্তা ইত্যাদি) দুইটা অংশে ‘জুহুপভুৎ’ গ্রহণ করিবে । তার
পর ‘অগ্নাবিষ্ণু’ প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া ‘বিষ্ণোঃ স্থানমসি’ মন্ত্রে ভূমি নির্দেশ
পূৰ্ব্বক ‘ইত ইজ্রো’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই জুহু স্থাপন করিবে । তদনন্তর ‘বৃহদ্যাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে

ঋক গ্রহণ করিয়া ‘পাহি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই ঋককে প্রতিনিবর্তন করিয়া অর্থাৎ স্থাপন করিয়া, ‘মথন্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋককে সেই ঋকের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। বেদির উপরিভাগে আজ্যাহবিঃ পূর্ণ ঋক স্থাপন এতদ্বারা প্রতীত হয়। ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ মতে দ্বাদশ অম্ববাকের নয়টি মন্ত্র এইরূপে আধার-স্থাপনে বিনিয়ুক্ত হইয়া থাকে।

বিনিয়োগ-সংগ্রহের অনুসরণে ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সঙ্ঘোধান—আহবনীয় অর্থাৎ যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি। অগ্নি হইতে ভূতসমষ্টির উদ্ভব বলিয়া সেই অগ্নিকে ‘ভুবনং’ বলা হইয়াছে। পূর্বাদিকে স্থাপিত অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলি দ্বারা জুহুপভূত-সমূহকে গ্রহণ করিয়া, অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। ‘যষ্ঠঃ’ পদে সেই জুহুপভূতাদি উপলক্ষিত। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে যাগ-নিষ্পাদক অগ্নি! তুমি ভূত-সমষ্টির কারণ-স্বরূপ। ভূতসমূহের কারণ বলিয়া তুমি বিদ্যুত হও। এই অঞ্জলিরূপ নমঃ তোমার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে এই অঞ্জলিধৃত জুহুপভূত প্রভৃতি প্রদান করিতেছি।’ আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। স্থূলতঃ আমরা ভাষ্যকারেরই যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার ভাবে একটু তারতম্য লক্ষিত হইবে। আমাদের মতে মন্ত্রের সঙ্ঘোধ্য—প্রজ্ঞান স্বরূপ ভগবান। অগ্নি বলিতে আমরা জ্ঞানিগ্নিকেই লক্ষ্য করি। লৌকিক অগ্নি যেমন সনত্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে; সেইরূপ জ্ঞানিগ্নির দ্বারা হৃদয়ের সর্ববিধ আবিলতা কলুষতা ভস্মীভূত হইয়া, হৃদয় পবিত্রতাবধারণ করে। তাই জ্ঞানিগ্নি ভগবানের প্রকাশরূপ বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতে ‘অগ্নি’ বলিতে আমরা সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করি। তাহা হইতেই যে ভূতসমষ্টির উদ্ভব, ভগবানই যে স্বাবরজঙ্গমচরাচরের উৎপত্তির কারণ, অপিচ তিনিই যে তাহাদের পোষক ও সংরক্ষক, তাহার বাক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

“অহমাত্মা ওঁড়াকেশ সর্কভূতশয়স্থিতঃ । অহমাদিশ মধ্যাক ভূতানামন্ত এব চ ॥”

অতএব আবার বলিয়াছেন,—“ইন্দিয়াণাঃ মনশ্চান্মি ভূতানামশ্চ চেতনা ।” “যচ্চাপি সর্কভূতানাং বীজং তদহমর্জুন । ন তদন্তি বিনা যৎ শান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥” ফলতঃ, ভগবান হইতেই ভূত-সমষ্টির উদ্ভব, আবার তাহাতেই তাহাদের লয়প্রাপ্তি। কেবল ভূতসমষ্টি বলিয়া নহে; বিশ্বের যাহা কিছু সার সামগ্রী, যাহা কিছু কারণ—সে সকলই তাহাতেই অবস্থিত। তিনি যেমন ভূতসমষ্টির উৎপত্তির কারণ, তেমনি তিনি আবার তাহাদের পালক ও সংরক্ষক। এই ভাব হইতেই আমরা ‘ভুবনং’ পদের অর্থ করিয়াছি,—“বিশ্বেষাং সর্কেষাং ভূতানাং উৎপাদকঃ, যদ্বা—নিখিলানাং সত্ত্বাবানাং জনকঃ সংরক্ষকঃ চ ॥” ভগবানকে ‘ভুবনং’ বলিবার ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে করি। ‘বিপ্রথস্ব’ পদে সত্ত্বাব ও লোকানুরাগ বর্দ্ধনের ভাব মনে আসে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি যেমন ভূতসমূহের কারণ, তেমনি সত্ত্বাব-সংপ্রসূতির জনয়িতা; আপনার অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে সত্ত্বাবাদি লোকানুরাগ প্রবর্দ্ধিত হউক। অপিচ, অমৃত্যু এই কৰ্ম্ম আপনার প্রীতিহেতুভূত হউক। তাহাতে, আমার সেই কৰ্ম্মের প্রভাবে, আমার হৃদয়ে সত্ত্বাবের সঞ্চার হইবে; আর সেই সত্ত্বাবের প্রভাবে সংস্বরূপ আপনাকে পাইবার অধিকার জন্মিবে।’ ফলতঃ, সত্ত্বাবে অমৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া, লোকানুরাগ বর্দ্ধন জন্মই মন্ত্রের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্র জুহুপভুং গ্রহণ-মূলক । এই মন্ত্রের দুইটা অংশ পরিকল্পিত হয় । প্রথম অংশ ‘জুহু’ সন্মোদনে এবং দ্বিতীয় অংশ ‘উপভুং’ সন্মোদনে বিনিয়ুক্ত । প্রথম অংশের অর্থ—‘হে জুহু ! আগমন কর ; দেবযাগনিষ্পাদন অথবা অগ্নি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ।’ দ্বিতীয়াংশের অর্থ—‘হে উপভুং ! আগমন কর । দেবযাগের জন্ত সবিভা দেবতা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ।’ ‘জুহু’ অর্থাৎ ঋককে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে এবং উপভুং অর্থাৎ ঋক-ব্যতিরিক্ত আখ্যায়িকমন্ত্র অথবা পাত্রকে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হইয়াছে, বুঝা যায় ।

‘আমরা কিছু মন্ত্রে অথবা ভাব উপলব্ধি করি । আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমার্শে “শুদ্ধসম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় অংশে নৈবৃত্তিকে সন্মোদন করিয়া বলা হইতেছে,—“দিব্যজ্ঞান প্রভাবে আমার হৃদয়ে সদ্ভাবের উদ্দীপনা আসুক ; আর সেই উদ্দীপনায় যেন আমি ভগবানের প্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হই ।’ ফলতঃ, ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন মানুষের প্রবৃত্তি সদন্তর প্রতি প্রদর্শিত হয় না । তাই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । সদ্ভাব এবং বিশুদ্ধ দিব্যজ্ঞানই সকল সংকল্পের মূলীভূত । তাই সংকল্প-সাধনে—ভগবানের প্রীতিকর কর্মের অনুষ্ঠানে—সদ্ভাবের ও সজ্জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ।

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির এবং বিষ্ণুর—যুগ্ম দেবতার সন্মোদন আছে । ভাষ্যমতে মধ্যম পরিধির পুরোভাগে আহবনীয় অগ্নি এবং তাহার পশ্চাতে ঋকের অগ্রভাগে শাস্ত্রদৃষ্ট যজ্ঞাভিমানী বিষ্ণু অবস্থিত । তাহা হইতে মন্ত্রের অর্থ হয়—‘হে অগ্নি ও বিষ্ণু ! আধার হোমের নিমিত্ত তোমাদিগের উভয়ের মধ্যভাগে গমনকালে আমি যেন তোমাদিগকে পদদলিত না করি অর্থাৎ তোমাদিগকে অতিক্রম না করি । অতএব আমার গমনের পথনির্দেশ উভ তোমরা বিযুক্ত হও । আমার প্রতি তোমারা আমার গমন-স্থান প্রস্তুত করিয়া দেও ।’ এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে স্থলে বসিয়া যাগ করিতে হয়, তাহাই বিষ্ণুর স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । আহবনীয়ের নিকট-বর্তী বলিয়া উৎসাহে বজ্রস্থানও বলা যাইতে পারে । আমরা মন্ত্রটিকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে অবলোকন করি । ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিতে আমরা এখানে জ্ঞান ও কর্মকে বুঝিয়াছি । ‘আমি যেন জ্ঞান ও কর্ম মার্গ হইতে বিচ্যুত না হই, শত্রু প্রভৃতি যেন আমাকে সম্ভ্রান্ত করিতে না পারে, পরন্তু জ্ঞান ও কর্ম প্রভাবে আমি যেন পরমস্থান প্রাপ্ত হই’—মন্ত্রে এই প্রার্থনাই ছোঁতিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি । মন্ত্রের প্রার্থনা হইতেছে,—‘বিশ্বব্যাপক জ্ঞানিয়া হে ভগবন্ ! আমি আপনায় শরণাপন্ন হইলাম । আপনি চরণাশ্রয়দানে আমাকে রক্ষা করুন,—আমাকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন ।’ এইরূপ অর্থ পরিকল্পনায় আমরা যেকপে যে পদের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মন্তব্যসারিণী-ব্যখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে । ভাষ্যানু-মোদিত অর্থ অনুসারে মন্ত্রটির একপ্রকার অর্থ হইতে পারে,—‘হে বিশ্বব্যাপক দেবদয় ! আমি পদের দ্বারা যেন তোমাদিগকে অতিক্রম না করি ।’ ইহাতে ভাব বুঝা যায়,—‘ভগবান বিশ্বব্যাপক । বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে তিনি বিদ্যমান । ভগবান বিশ্বব্যাপক বলিয়া পাদস্পর্শ জনিত দোষ সংঘটিত না হয়, ইহাই আকাঙ্ক্ষা ।’ যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়াদ আমনন করিতে হয়, তথাপি ইহা যে অতি উচ্চভাবমূলক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । তাই আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই । জ্ঞান ও কর্ম সকল মঙ্গলের হেতুভূত । সজ্জ্ঞান

সম্পন্ন হইয়া, সদস্য-বিচারে সমর্থ হইয়া, সংকল্পের অন্তর্য্যানে মানুষ যে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রের ‘লোকং’ পদে আমরা ‘অগ্নির ও বিষ্ণুর’ মধ্যবর্তী যজ্ঞমানের গমন-স্থানকে নির্দেশ করি না। আমাদের মতে ঐ ‘লোকং’ পদে ‘পরমস্থান’ সেই ভগবৎ-পাদপদ্মই লক্ষ্য করে। দিব্যজ্ঞান ও সংকল্প সেই স্থানে পৌছাইয়া দেয়।

তার পর পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধন—ভূ-প্রদেশ; আর ষষ্ঠ মন্ত্র ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধী। ভূ-প্রদেশকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন,—‘হে ভূ-প্রদেশ! তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞপুরুষের) স্থান হও।’ পঞ্চম মন্ত্রে যজ্ঞের স্থান কথিত হইলে, ‘ইত ইন্দ্র’ প্রভৃতি ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বারা দেবতাদিগের বিজয়হেতু অপর স্থানের বিষয় কথিত হইতেছে। দেবযজন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অম্বরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয় রহিত, তাহাই ‘ইতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ এই যে,—‘ইন্দ্রদেব এই দেবযজন-স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া শক্রবধরূপ বীরের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়াছিল।’ ইত্যাদি। ইন্দ্রদেব, বীৰ্য্য প্রকাশ করিলে, শত্রুকৃত বাবাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাট মন্ত্রের উন্নতি লাভ। ভাগ্যাদি দৃষ্টে এই প্রকার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের অর্থ ভিন্নপথ পরিগ্রহণ করিল। আমাদের মতে চতুর্থ মন্ত্রে আপনার অন্তর্য্যাত্মকে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। অম্বরই যে বিশ্বব্যাপক দেবতাব্যবস্থার আধার—মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। অম্বরে জ্ঞানায়ি প্রজ্বলিত হইলে, তাহার দ্বারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ আধার আর অত্ন কিছু হইতে পারে কি? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপিকা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান, যে জ্ঞান অন্তরে সঞ্জাত হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়—তাহাট, সেই হৃদয়ট বিষ্ণুর একমাত্র আধার। তাই সাধক চতুর্থ মন্ত্রে জ্ঞানায়ি প্রজ্বলিত অর্থাৎ জ্ঞানোদ্ভাসিত হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে আমার অন্তর! তুমিই একমাত্র ভগবানের আধারস্বরূপ হইয়া আছে।’ ভাব এই যে,—‘আমি যেন চতুর্ভুজ ধনপ্রদ সেই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকি।’ পঞ্চম মন্ত্রটি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। এই মন্ত্রের দ্বারা সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। মন্ত্রের অর্থ—‘হে ভগবন! আপনি আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে শক্রনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন। যে সামর্থ্য-প্রভাবে শত্রুগণ চিরদমিত হইবে। তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ শত্রুকৃত হিংসা পরিশূন্য হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে। আর আমার অনুষ্ঠিত সংকল্প শত্রুর উপদ্রব-পরিশূন্য হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।’ এ মন্ত্রে সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘আমার অনুষ্ঠিত কর্ম যেন আমার সুখ-হেতু হইয়।

ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নির দীপ্তি বাহাতে স্পর্ষক হয়, অথচ জুহু দক্ষীভূত না হয়,—ভাষ্যে এই ভাব পরিব্যক্ত। আমাদের মতে মন্ত্রটি আত্মোৎসাহমূলক। জ্ঞান বাহাতে ভগবৎপ্রাপক হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভে বাহাতে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্ত সাধক আত্মাকে উদ্বোধন করিতেছেন। সপ্তম মন্ত্রে, ভাষ্যমতে, জুহু ও উপভূতকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করিতে হয়। ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ স্কোন ও মতানৈক্য ঘটে নাই। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী পরিত্রাণ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। কহিতেছেন,—‘হে প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবন্ । আনার পাপ বিনষ্ট করিয়া, আমাকে সৎপথে প্রবর্তিত করুন । জ্ঞানায়ি-প্রভাবে পাপ বিনষ্ট হইলেই আমি সত্ত্বাব-প্রভাবে আপনাকে পাইতে সমর্থ হইব ।’

তার পর অষ্টম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সোধোদন—আধারশেষ । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে আধারশেষ ! তুমি যজ্ঞের শিরবৎ উত্তম অঙ্গ হও । অতএব সেইরূপে জ্যোতির দ্বারা ধ্রুবাক্ষরূপ জ্যোতির সহিত সম্মিলিত হও ।’ আমাদের লক্ষ্য অন্তরূপ । আমাদের মতে মন্ত্রটা আত্মসোধোদনে বিনিয়ুক্ত ও উদ্বোধনমূলক । এখানে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উৎপাদন করিয়া জ্যোতিরাদার সেই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাজক্ষা মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে । মন যদি ইন্দ্রনস্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়রূপ বজ্রকুণ্ডে জ্ঞানায়ি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে । তাহার ফলে আমাদেরও আত্মোন্নতি সাধিত হইতে পারে । আত্মোন্নতির কামনা করিলে, আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাজক্ষা থাকিলে, জ্যোতিঃ সাগরে ডুবিতে হইলে, মনকেই ভগবানের পূজায় হোমায়িতে ইন্দ্রনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে । সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানায়ি প্রজ্জলিত হয়, তখনই তাহার ভাগ্যে পরমজ্যোতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয় । তখন সাধক আপনার কন্মকে ও ভক্তিতাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন । সেই জ্ঞানায়ি হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইলেই জ্ঞানময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয় । অনুবাকের শেষে অষ্টম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট বলিয়া মনে করি । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১২ অনুবাক) ॥

— * —

ত্রয়োদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমোষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । ত্রয়োদশোহনুবাকঃ ।)

(১) বাজন্ত মা প্রসবেনোদ্গ্ৰাভেণোদগ্ৰভীৎ । অথা সপত্নাৎ ইন্দ্রে

মে নিগ্রাভেণাধরাৎ অকঃ । উদ্গ্ৰাভং চ নিগ্রাভং

চ ব্রহ্ম দেবা অবীৰুধন্ । অথা সপত্নানিন্দ্রাগ্নী

মে বিষূচীনাস্ত্যশ্রুতাং ।

(২) বহুভ্যস্ত্বা রুদ্রেভ্যস্ত্বাহিত্যেভ্যস্ত্বা ।

(৩) অক্তৗ রিহাণা বিয়ন্ত বয়ঃ । (৪) প্রজাং যোনিং মা নিশ্ক্ষম্ ।

(৫) আ প্যায়ন্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃথতয়ঃ স্থ দিবম্

গচ্ছ ততো মো বৃষ্টিমেরয় ।

(৬) আয়ুস্পা অগ্নেহস্তায়ুশ্মে পাহি চক্ষুস্পা অগ্নেহসি চক্ষুশ্মে পাহি ।

(৭) কবাচসি ।

(৮) যং পরিধিং পর্য্যপথ্যা অগ্নে দেব পণিভিক্বীয়মাণঃ । তং ত

এতমনু জোষং ভরামি নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ

বজ্রস্য পাথ উপ সমিতৗ ।

(৯) সৗস্রাবভাগাঃ শ্বেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বহিষদধ দেবা ইমাং

বাচমভি বিধে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্নিহিষি মাদয়ধ্বম্ ।

(১০) অগ্নেৰ্বামপন্নগৃহস্য সদসি সাদয়ামি হুন্নায় হুন্নিনী হুন্নে

মা ধত্তং ধুরি ধুর্যো পাতম্ ।

(১১) অগ্নেঽদকায়োহনীতনো পাহি মাহুগ দিবঃ পাহি

প্রসিত্যৈ পাহি তুরিষ্ট্যৈ ।

পাহি তুরদ্য্যৈ পাহি তুশ্চরিতাদবিমং নঃ পিতুং

কৃণু তুমদা যোনিং স্বাহা ।

(১২) দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং

নো দেব দেবেয যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে বাঃ ॥ ১৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) বাজন্ত । না । প্রসেনেনতি প্র—সেনেন । উদগ্রাভেগেত্যং—গ্রাভেগে । উদিতি ।

অগ্রভীং । অথ । সপত্নান্ । ইন্দ্রঃ । মে । নিগ্রাভেগেতি নি—গ্রাভেগে । অধরান্ ।

অকঃ । উদগ্রাভিমিত্যং—গ্রাভিম্ । চ । নিগ্রাভিমিতি নি—গ্রাভিম্ । চ । ব্রহ্ম ।

দেবাঃ । অবীৰ্ধন । অথ । সপত্নান্ । ইন্দ্রাণী ইতীন্দ্র—অণী । মে ।

বিষ্চীনান্ । বীতি । অশ্রুতাম্ ।

(২) বহুতা ইতি বহু—ভুঃ । স্বা- । রুদ্রেভ্যঃ । স্বা- । আদিত্যেভ্যঃ । স্বা- ।

(৩) অক্ৰং । রিহাণাঃ । বিয়ন্ত । বয়ঃ । (৪) প্রজামিতি প্র—জাম্ ।

যোনিম্ । মা । নিরিত্তি । যুক্‌ম্ ।

(৫) এতি । প্যায়ন্তাম্ । আপঃ । ওষধয়ঃ । মরুতাম্ । পৃষতয়ঃ । হু । দিবম্ ।

গচ্ছ । ততঃ । নঃ । বৃষ্টম্ । এতি । ঈরয় ।

(৬) আয়ুষ্মা ইত্যায়ুঃ—পাঃ । অগ্নে । অসি । আয়ুঃ । মে । পাহি ।

চক্ষুষ্মা ইতি চক্ষুঃ—পাঃ । অগ্নে । অসি । চক্ষুঃ । মে । পাহি ।

(৭) ধ্রুবা । অসি ।

(৮) যম্ । পরিধিমিতি পরি—ধিম্ । পর্য্যধখা ইতি পরি—অধখাঃ । অগ্নে । দেব ।

পণিভিরিতি পণি—ভিঃ । বীষমাণঃ । তম্ । তে । এতম্ । অস্বিতি ।

জ্যোষম্ । ভরামি । ন । ইৎ । এষঃ । স্বৎ । অপচেতয়াতা

ইতাপ—চেতয়াতৈ । যজ্ঞস্ত । পাথঃ । উপ ।

সমিতি । ইতম্ ।

(৯) সৗশ্রাবভাগা ইতি সৗশ্রাব—ভাগাঃ । হু । ইষাঃ । বৃহন্তঃ । প্রস্তরেষ্ঠা ইতি

প্রস্তরে—স্থাঃ । বহিষদ ইতি বহি—সদঃ । চ । দেবাঃ । ইমাম্ ।

বাচম্ । অভীতি । বিখে । গৃণন্তঃ । আসন্তেত্যা—সত্ ।

অগ্নিন্ । বর্হিষি । মাদয়ধ্বম্ ।

(১০) অগ্নেঃ । বাম্ । অপন্নগৃহন্তেতাপন্ন—গৃহন্ত । সদসি । সাদয়ামি । স্নায় ।

স্নিন্নী ইতি । স্নয়ে । মা । ধত্তম্ । ধুরি । ধুর্যো । পাতম্ ।

(১১) অগ্নে । অদকায়ো । ইত্যদক—আয়ো । অশীততনো ইত্যশীত—তনো ।

পাহি । না । অত্ । দিবঃ । পাহি । প্রসিত্যা ইতি প্র—সিত্যে ।

পাহি । চরিত্যা ইতি চ্যঃ—চৈষ্ট্যে ।

পাহি । চরগতা ইতি চ্ঃ—অগতৈ । পাহি । চ্শচরিতাদিতি চ্ঃ—চরিতাং ।

অবিষম্ । নঃ । পিতৃম্ । কণু । স্নষদেতি স্ন—সদা । যোনিম্ । স্বাহা ।

(১২) দেবঃ । গাতুদি ইতি গাতু—বিদঃ । গাতুম্ । বিব্ধা । গাতুম্ ।

ইত । মনসঃ । পতে । ইমম্ । নঃ । দেব । দেবেষু । যজ্ঞম্ ।

স্বাহা । বাচি । স্বাহা । বাতে । ধাঃ ॥ ১৩ ॥

মম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে ভগবন! ত্বং 'বাজ্রত্ব' (সংকস্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন, সাধনেন ইতি যাবৎ) 'উদগ্রাভেণ' (উর্দ্ধগ্রাহণেন, পরমস্থানপ্রাপণার্থং, যদ্বা—আত্মোন্নতিলাভায় ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'উদগ্রভীত্ব' (উর্দ্ধং নয়তু, চরমোৎকর্ষং সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ) । নম্রোহয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ । সংকস্মসাধনেন আত্মোৎকর্ষং সাধয়িত্বা অহং যেন পরমস্থানং লভানি হে ভগবন! তৎসামর্থ্যং বিধেহি ।

(খ) 'অথা' (অনন্তরমেব) হে ভগবন! তব 'অনুগ্রাহেণ ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেব, যদ্বা—মম কস্মশক্তি ইতি ভাবঃ) 'নে' (মম) 'সপত্নান্' (মম সদ্ভাবাবরোধকান্ অন্তঃশত্রূন ইত্যর্থঃ) 'নিগ্রাভেণ' (শাসনেন, নিপীড়নেন বা ইত্যর্থঃ) 'অধরান্' (অভিভূতান্, বিদূরিতান্ ইতি যাবৎ) 'অকঃ' (অকরোং, করোতু ইতি ভাবঃ) । অয়মপি প্রার্থনামূলকঃ । অত্র কস্ম-প্রভাবেন অন্তঃশত্রূন নাশয়িতুং সমর্থ বর্ততে । মম কস্মপ্রভাবেন অন্তঃশত্রূন অভিভূতান্ বিদূরিতান্ ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(গ) 'ব্রহ্ম' (হে পরব্রহ্ম ভগবন!) ভবদনুগ্রহেণ 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, সদ্ভাবাদয়ঃ ইত্যর্থঃ—হৃদি উপজিতাঃ সন্তঃ ইতি যাবৎ) 'উদগ্রাভেণ' (উর্দ্ধগমনং—মম আত্মোৎকর্ষং) 'নিগ্রাভেণ' (শত্রুণাং নিকর্ষং ইতি ভাবঃ) 'চ' 'চ' (প্রকৃষ্টকপেণ, সুরিশ্চিতেন ইত্যর্থঃ) 'অবীৰুধন' (প্রবীৰ্ণয়ত্ব ইতি যাবৎ) । নম্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । সদ্ভাবাঃ হি অন্তঃশত্রুনাশকাঃ । সর্কস্বৈব মনো হি ভগবদনুগ্রহঃ । ততঃ প্রার্থনা—ভগবদনুগ্রাহেণ হৃদিসদ্ভাবাঃ উপজিতাঃ সন্ত । তেন সর্বশত্রুনাশং সম্ভবতি । শত্রুনাশেন নিম্নলিচিত্তঃ সন্ ভগবন্তং আবাসয়ানি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) 'অথা' (অনন্তরমেন, এতৎ সতি ইত্যর্থঃ) হে ভগবন! ভবদনুগ্রহেণ 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাভাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (স্বস্থানদষ্টাঃ, বিদূরিতাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি 'ইন্দ্রাণী' (মম শক্তিজ্ঞানরূপো দেবো) তথা 'ব্যস্ততাং' (বিশেষেণ বিধায়তাং ইতি শেযঃ) । অথবা 'ইন্দ্রাণী' (হে মম কস্মজ্ঞানশক্তি, যদ্বা হে শক্তিজ্ঞানরূপো ইন্দ্রাণী দেবো!) যথা 'সপত্নান্' (মম জন্মসহজাভাঃ অন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) যথা 'বিষূচীনান্' (অভিভূতাঃ) ভবন্তি তথা 'ব্যস্ততাং' (বিশেষেণ প্রবর্তয়তাং, বিধায়তাং ইত্যর্থঃ) । সংকস্মণা সজ্জ্ঞানেন চ মম অন্তঃশত্রূন নাশং যাস্তু সদয়ং নিশ্চয়ং ভবতু ইতি ভাবঃ ।

২। (ক) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'বস্তুভ্যঃ' (সর্কেষাং নিবাসহেতুভূতভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইতি যাবৎ) নিয়োজয়ামি ইতি শেযঃ ।

(খ) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'বস্তুভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ শাসকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তৃপ্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেযঃ ।

(গ) হে মনঃ! 'দ্বা' (দ্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সজ্জ্ঞান-প্রদাতৃভ্যঃ দেবভ্যঃ ইত্যর্থঃ, তেষাং তৃপ্তিসাধনায় ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি ইতি শেযঃ ।

৩। (ক) হে মনঃ! (শুদ্ধসংসারিতং জ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'রিহাণাঃ' (লিহাণাঃ, আবাদয়ন্তঃ, সম্মিলিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (দেবভাবাঃ) 'বিস্তং' (কাস্তিযুক্তাঃ ভবন্ত ইত্যর্থঃ) ; মম হৃদি দেবভাবাঃ সদ্ভাবাঃ বা প্রদীপ্যন্ত ইতি ভাবঃ ।

৪। অপিচ হে মনঃ! ‘প্রজ্ঞাং’ (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইত্যর্থঃ) ‘যোনিং’ (সদবুদ্ধে-
রাধারং, উপভক্তিমূলং ইত্যর্থঃ) যথা ‘মা নিমৃক্ষং’ (মা বিনাশয়ামি) তথা সাধয়, সদ্ভাবেন
সুপ্রতিষ্ঠঃ ভবঃ ইতি শেষঃ। ‘মম কৰ্ম্ম বন্ধনহেতুভূতং মা ভবতু’ ইতি ভাবঃ।

৫। ‘ওষধয়ঃ’ (হে মম কৰ্ম্মফলক্ষয়কারকাণি কৰ্ম্মাণি!) যুয়ং ‘আপঃ’ (স্নেহসম্ভাবান
ইত্যর্থঃ) ‘আপ্যায়ন্তাং’ (সম্যক্ প্রবর্দ্ধয়ন্তাং ইত্যর্থঃ); যুয়ং ‘মরুতাং’ (সর্বত্রগামিনাং
দেবানাং, প্রাণবলসংরক্ষকানাং দেবভাবানাং ইত্যর্থঃ) ‘পৃষতয়ঃ’ (বাহনরূপাঃ—বাহকাঃ ইতি
ভাবঃ) ‘ঋঃ’ (ভবণ), বায়বদেগেন তান্ আবহ ইতি ভাবঃ। অতঃ যুয়ং ‘দিবং’ (দ্যুলোকং,
ভগবৎসমীপং ইতি ভাবঃ) ‘গচ্ছ’ (গমনং কুরুত); তস্মিন্ (দিবং প্রাপ্য বা) ‘ততঃ’ (তস্ত
ভগবতঃ সকাশাৎ) ‘বৃষ্টিং’ (ভগবতঃ করুণাধারাং ইতি ভাবঃ) ‘প্রিয়ং’ (অশ্মদর্থং আনয়)।
মদ্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কৰ্ম্মং হি কৰ্ম্মক্ষয়কারণং বন্ধনচ্ছেদকং চ। কৰ্ম্মণা যথা ইহলোক-
পরলোকসম্বন্ধিনং কল্যাণং তথা ভগবৎকরুণাধারাং অধিকৰ্ত্তুং শক্রোমি তথা উদবুদ্ধঃ ভবানি
ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়ো ভাবঃ—হে ভগবন্! কৃপয়া কৰ্ম্মবন্ধনং ছেদয় মাং উদ্ধারয় চ।

৬। (ক) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) স্বং ‘আয়ুষ্মা’ (আয়ুষো পালকঃ, সংকৰ্ম্ম-
শীলস্ত্র জীবনস্ত্র সংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘মে’ (মম) ‘আয়ুঃ’ (অকাশ
মৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুদ্ভাং, যদা—সংকৰ্ম্মসাধনশীলং পূর্ণ্যজীবনং ইতি ভাবঃ) ‘পাহি’ (পালয়,
সংরক্ষ, প্রযচ্ছতি বা ভাবঃ)।

‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) স্বং ‘চক্ষুষ্মা’ (সদেবাং দর্শনেন্দ্রিয়াণাং পালকঃ,
দ্রবদৃষ্টিঃ অন্তর্দৃষ্টিঃ বা বিধায়কঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘মে’ (মম) ‘চক্ষুঃ’
(দর্শনেন্দ্রিয়ং, আয়োগকৰ্ম্মসাধনাং দ্রবদৃষ্টিং অন্তর্দৃষ্টিং বা ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (সংরক্ষ)।

৭। হে মনোবৃত্তে! স্বং ‘ঋবা’ (স্থিরা, সদবুদ্ধিপ্রদাত্রী ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)।
অতঃ স্বং ভগবতি অচঞ্চলেন মাং নিয়োজয় ইতি ভাবঃ।

৮। ‘দেব’ (জ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) স্বং
‘পণিভিঃ’ (রিপুশত্রুভিঃ) ‘বীৰ্য্যমাণঃ’ (প্রাপ্যমাণঃ, সংকল্পমানঃ) ‘যং পরিধিং’ (শুদ্ধসম্ব-
ভাবরূপং ব্যবধায়কং ইতি যাবৎ) ‘পর্য্যধথা’ (সাধকানাং হৃদয়ে স্থাপয়সি); ‘তে’ (তব)
‘জোষণং’ (প্রিয়ং) ‘তমেতং’ (শুদ্ধসম্বভাবং) ‘অনুভরামি’ (অনুগ্রহামি, হৃদি পোষণামি
ইতি ভাবঃ); পরং চ ‘এষঃ’ (পরিধিঃ ইত্যর্থঃ) ‘ঋৎ’ (তত্তঃ সকাশাৎ) ‘ন ঈৎ’
(নৈব) ‘অপচেতয়াটৈ’ (দ্বয়ি এব তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)।

অথবা

‘দেব’ (জ্যোতমান্, স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) ‘পণিভিঃ’
(স্তুতিভিঃ) ‘বীৰ্য্যমাণঃ’ (প্রাপ্যমাণঃ, প্রবর্দ্ধমানঃ সন্) স্বং ‘যং পরিধিং’ (জায়মানং শুদ্ধসম্ব-
ইত্যর্থঃ) ‘পর্য্যধথা’ (হৃদি স্থাপয়সি ইতি যাবৎ); ‘ত’ (ভবতাং অনুগ্রহণেন ইত্যর্থঃ)
‘জোষণং’ (তব প্রীতিকরং) ‘তমেতং’ (শুদ্ধসম্বভাবং) ‘অনুভরামি’ (ভবতাং প্রীতিসম্পাদনায়
হয়ি উৎসজ্যামি ইতি ভাবঃ); ‘এষঃ’ (শুদ্ধসম্বঃ) ‘ঋৎ’ (তত্তঃ) ‘অপচেতয়াটৈ’ (অপরতঃ,

ভিন্নঃ পৃথকঃ ইত্যর্থঃ) ‘ন ইৎ’ (মৈব ভবতি ইতি শেষঃ) । ভগবান্ তথা শুদ্ধস্বঃ অভিদ্যো । যঃ ভগবান্ সঃ হি শুদ্ধস্বঃ ইতি ভাবঃ ।

— (২) হে মম কর্মভক্তী ! যুবাং ‘যজ্ঞস্ত’ (সংকর্মণঃ) ‘পাথঃ’ (ফলস্বরূপং শুদ্ধস্বঃ—ভগবৎসামীপাৎ চ ইতি ভাবঃ) ‘উপ সমিতঃ’ (উপগচ্ছতং, প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ) ।

৯। ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) ‘বর্হিষদশ্চ’ (শুদ্ধস্বজ্ঞাঃ) ‘দেবাঃ’ (হে দেবভাবাঃ!) ‘ইষা’ (অরেন, ভক্তিস্বধয়া, অভীষ্টবর্ষণেন ইতি যাবৎ) ‘বৃহন্তঃ’ (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) যুয়ং ‘সংস্রাবভাগাঃ’ (সাধকানাং সংসর্গভাগিনঃ) ‘স্থ’ (ভবতঃ); ‘কিধে’ (হে বিশ্বদেবাঃ, সর্বদেবভাবাঃ!) ‘ইমাং’ (মদীয়ং, অশ্রদ্ধাচারিতাং) ‘বাচং’ (স্তুতিরূপাং বাণীং) ‘অভি’ (সর্বতঃ) ‘গৃণন্তঃ’ (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণুন্তঃ); ‘অপিচ, ‘অশ্বিন্’ (পরিদৃশ্যমানে) ‘বর্হিষি’ (যজ্ঞে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘আসত্’ (উপবেশ্য) ‘মাদয়ধ্বং’ (তৃপ্যধ্বং) ।

অথবা

‘বিশ্বে দেবাঃ’ (হে সর্বদেবভাবাঃ!) যুয়ং ‘সংস্রাবভাগাঃ’ (অশ্রদ্ধাচারিতানাং জ্ঞানভক্তী-সহযুতানাং সংকর্মণাং সংসর্গভাগিনঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্থ’ (ভবতঃ); হে দেবাঃ! যুয়ং ‘বৃহন্তঃ’ (মহান্তঃ, সর্বেষাং আরাধনীয়ঃ) ‘প্রস্তরেষ্ঠাঃ’ (প্রস্তরবৎস্থিরস্থাননিবাসিনঃ) ‘বর্হিষদশ্চ’ (হৃদরূপেব বর্হিষু তিষ্ঠন্তঃ, যদা—সম্ভাবাদিভিঃ সঞ্জাতাঃ) ভবত । অতঃ হে বিশ্বদেবাঃ! যুয়ং ‘ইমাং’ (অশ্রাবাঃ উচ্চাৰ্যমাণাং) ‘বাচং’ (স্তুতিরূপাং বাণীং) ‘অভি’ (সর্বতোভাবেন) ‘গৃণন্তঃ’ (শ্রীতিসহকারেণ শৃণুন্তঃ); এবং ‘অশ্বিন্’ (অশ্বাভিরহুষ্টিয়মানে, যদা—ক্রিষ্টদ্যে) ‘বর্হিষি’ (যজ্ঞে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) ‘আসত্’ (উপবেশ্য) ‘মাদয়ধ্বং’ (হৃষ্টাঃ ভবত ইতি শেষঃ) ।

১০। হে জ্ঞানভক্তী ! ‘বাচং’ (যুবাং) ‘অপন্নগহস্থ’ (অবিনশ্বরনিবাসহেতুভূতস্ত) ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানধারিত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘দদসি’ । স্থানে, সমীপে—ভগবতঃ শ্রীতি-সাধনায় ইতি ভাবঃ) ‘সাদয়ামি’ (স্থাপয়ামি, নিয়োজয়ামি); ‘স্বগ্নিনী’ (হে সুধাধারভূতে জ্ঞানভক্তী!) যুবাং ‘মা’ (মাং) ‘স্বগ্নে’ (স্বধে, পরমস্বধে) ‘ধত্তং’ (স্থাপয়তং) । হে জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ! যুবাং মাং ‘ধুরি ধুর্যো’ (সংকর্মনির্কাহকৌ জ্ঞানভক্তিয়োগৌ ইত্যর্থঃ) ‘পাতং’ (রক্ষতং) । জ্ঞানভক্তিসহযোগায় যথাহং সমর্থঃ ভবামি তথা বিধেমি ইতি ভাবঃ ।

১১। ‘অদক্ষাযোঃ’ (অর্চকানাং মঙ্গলকারিন্) ‘অশীতনোঃ’ (সর্বব্যাপক) ‘অগ্নে’ (জ্ঞানময় হে ভগবন্!) ত্বং ‘অত্’ (অগ্নি দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ); ‘দিবঃ’ (শত্রুপ্রবৃত্তব্রজতুল্যায়ুধাং ইতি ভাবঃ) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘প্রসিঠৈ’ (বন্ধনহেতুভূতাং মায়াপাশাং) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হরিষ্টৈ’ (অশান্তীয়মাগাং, অসদর্শনায়াঃ ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হরয়ন্তৈ’ (হর্যোজনাং) ‘পাহি’ (মাং রক্ষ); ‘হুচরিতাং’ (অসদাচরণাং, পাপাচরণাং ইত্যর্থঃ) ‘পাহি’ (মাং সংরক্ষ); ‘নঃ’ (অশ্রাবকং) ‘পিতুঃ’ (পানীয়ং) ‘অবিষং’ (বিষশূন্যং) ‘কুরু’ (বিধেহি); ‘স্বধা’ (সম্যক্‌হিত্যিযোগাং ইতি যাবৎ) ‘যোনিং’ (বিশ্বোৎপত্তিস্থানভূতং পরমান্বানং মাং প্রাপয় ইতি শেষঃ); ‘স্বাহা’ (স্বহৃতমস্ত মম অহুষ্ঠানং, ভগবদহুগ্ৰহণে অবশ্যমেব স্বহৃতং ভবিতুমর্হতি) ।

১২। ‘গাতুবিদঃ’ (যজ্ঞাদিসংকৰ্ম্বেত্তারঃ) ‘দেবাঃ’ (হে দেবভাবাঃ !) যুগ্ম ‘গাতুং’ (অশ্বাকং সংকৰ্ম্মেচ্চাং) ‘বিদ্বা’ (বিজ্ঞায়) ‘গাতুং’ (তং সংকৰ্ম্মং) ‘ইত’ (প্রাপ্নুহি) ; ‘দেব’ (ত্বোতমান্) ‘মনসম্পাতে’ (মনসি মনসঃ বা অধিষ্ঠিতেঃ হে দেব !) ‘ইমং’ (অনুষ্ঠিতং) ‘যজ্ঞং’ (সৎকৰ্ম্ম) ‘দেবেষু’ (দেবভাবেষু, দেবভাবসংজননায় ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (তুভ্যং সমর্পয়ামি) ‘বাচি’ (স্তোত্রমহেষু, যদ্বা—স্তোত্রমজ্ঞাণং উৎকৰ্ষসাধনেन শক্তিজ্ঞননায় ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (তুভ্যং সমর্পয়ামি—মম কৰ্ম্ম ইতি ভাবঃ) ; এতৎকৰ্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ । হে দেবাঃ যুগ্মান চ ‘বাতৈ’ (প্রাণাপানাদিবায়ুধিষ্ঠিতরি ভগবতি ঈতি ভাবঃ) ‘ধাঃ’ (নিধেহি, হে দেব ! এতৎ কৰ্ম্মফলং বায়ুৰং অনন্তং কুরু) । মমদং সদনুষ্ঠানং মনঃ-প্রাণাধিষ্ঠাত্তদেবযোরৈক্য সম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অনুবাক) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে ভগবন্ ! আপনি সংকৰ্ম্মের প্রেরণা দ্বারা উৰ্দ্ধ-গ্রহণে অর্থাৎ আত্মোন্নতিদানে পরমস্থান প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত আমাকে উৰ্দ্ধে লইয়া যাউন অর্থাৎ আমার চরমোৎকৰ্ষ সাধন করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । সংকৰ্ম্ম-সাধনে আত্মোৎকৰ্ষলাভে আমি যাহাতে পরম স্থান প্রাপ্ত হই, হে ভগবন্ ! কৃপা করিয়া আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন) ।

(খ) অনন্তর হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে ইন্দ্রদেব (আমার কৰ্ম্মশক্তি) আমার সম্ভাবাবরোধক অন্তঃশত্রুসমূহকে শাসনের অর্থাৎ পীড়নের দ্বারা অভিভূত অর্থাৎ বিদূরিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । মন্ত্রে কৰ্ম্মশক্তি-প্রভাবে অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশের জন্য সক্ষম বর্তমান । ভাব এই যে—আমার কৰ্ম্ম-প্রভাবে অন্তঃশত্রুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হউক) ।

(গ) হে পরব্রহ্ম ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে সম্ভাদি দেবভাবসমূহ হৃদয়ে উপজিত হইয়া, আমার উৰ্দ্ধগমন অর্থাৎ উৎকৰ্ষসাধন এবং শত্রুগণের নিকৰ্ষ-সাধন প্রকৃষ্টরূপে (নিশ্চয়রূপে) প্রবাহিত অর্থাৎ সংসাধিত করুক । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । সম্ভাবই অন্তঃশত্রুনাশক । সর্বত্র ভগবদনুগ্রহ-লাভই মূলীভূত । অতএব প্রার্থনা—ভগবানের অনুগ্রহে হৃদয়ে সম্ভাবসমূহ উপজিত হউক । তাহাতেই সর্বশত্রুনাশ সম্ভবপর হইবে । শত্রুনাশে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিতে সমর্থ হইবে) ।

(ঘ) অনন্তর হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে আমার জ্ঞান ও কৰ্ম্ম (জ্ঞানশক্তি ও কৰ্ম্মশক্তি) আমার জন্ম-সহজাত অন্তঃশত্রুদিগকে যাহাতে

স্বস্থানভ্রষ্ট করিয়া বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, আপনি বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন । অথবা, হে আমার কৰ্ম্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অথবা হে শক্তিজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব ! আমার জন্মসহজাত অন্তঃশত্রুগণ যাহাতে অভিভূত হয়, আপনারা উভয়ে বিশেষভাবে তাহা বিহিত করুন । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্ম ও সজ্জ্ঞান প্রভাবে আমার অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক) ।

২ । (ক) হে মন ! তোমাকে সকলের নিবাসস্থানীয় (সকলের নিবাস-হেতুভূত আশ্রয়স্থানীয়) দেবতার পরিতৃপ্তির জন্ম নিয়োজিত করিতেছি ।

(খ) হে মন ! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্ম নিয়োজিত করিতেছি ।

(গ) হে মন ! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ (সজ্জ্ঞানপ্রদায়ক) দেবগণের তৃপ্তি-সাধনার্থ নিয়োজিত করিতেছি ।

৩ । (ক) হে মন ! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আশ্বাদন করিয়া (তোমাতে সম্মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক ; অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সম্ভাব্যতার সহিত মিলিত হইয়া দেবভাব-সমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক) ।

(খ) অপিচ, হে মন ! আমার বিশ্বপ্রীতি (জনানুরাগ) এবং সদৃশতার আধার বা উৎপত্তিস্থল যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তুমি সেইরূপভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হও । (ভাব এই যে,—আমার কৰ্ম্ম যেন আমার বন্ধনহেতুভূত না হয় ।

৪ । হে আমার কৰ্ম্মফলক্ষয়কারী কৰ্ম্মসমূহ ! তোমরা আমার স্নেহসম্ভাব্যসমূহকে প্রবদ্ধিত কর । তোমরা সর্বগামী দেবগণের অর্থাৎ প্রাণবল-সংরক্ষক দেবভাবসমূহের প্রকৃষ্ট বাহক হও (অর্থাৎ বায়ুবেগে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর) । অনন্তর তোমরা ভগবৎসমীপে গমন কর । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । কৰ্ম্মই কৰ্ম্মক্ষয়ের এবং বন্ধনচ্ছেদনের হেতুভূত । কৰ্ম্মের প্রভাবে ইহলোকপরলোকসম্বন্ধি কল্যাণ এবং ভগবানের করুণাধারা অধিগত করিতে সমর্থ হই, তেমনিভাবে যেন উদবুদ্ধ হই । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপা করিয়া আমার কৰ্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাকে উদ্ধার অর্থাৎ আপনাতে স্থাপন করুন) ।

৫ । (ক) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব ! আপনি সকলের আয়ুর পালক অর্থাৎ সৎকৰ্ম্মশীল জীবনের সংরক্ষক হইয়েন ; অতএব আপনি আমার

অকালমরণ পরিহার করিয়া আমার পূর্ণায়ুষ্কাল অর্থাৎ সংকর্ম্মশীল পুণ্যজীবন সংরক্ষিত অর্থাৎ প্রদান করুন।

(খ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের চক্ষু অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করিয়া থাকেন (দূরদৃষ্টি-বিধায়ক হয়েন); অতএব আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের নিমিত্ত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে (দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিকে) রক্ষা করুন।

৩। হে মনোরতি! তুমি স্থিরা অর্থাৎ সদবুদ্ধিদাত্রী ও অচঞ্চলা হও। (অতএব আমাকে অচঞ্চলরূপে ভগবানে নিয়োজিত কর)।

৭। ছোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্তৃক সংরুদ্ধমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে (সাধকগণের হৃদয়ে) যে শুদ্ধ-সত্ত্বভাব রূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি যেন হৃদয়ে পোষণ করি। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ পরিধি আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে না (অর্থাৎ আপনাতেই বিद्यমান থাকে)।

অথবা,

ছোতমান্ স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্! স্ততির দ্বারা প্রবাসিত হইয়া আপনি রূপাপূর্বক জায়মান শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে স্থাপন করেন। আপনার প্রীতিকর সেই শুদ্ধসত্ত্ব আপনারই প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আপনা হইতে পৃথক অর্থাৎ ভিন্ন নহে। ভাব এই যে,—ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব অভিন্ন। যিনি ভগবান, তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব)।

(খ) হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি। তোমরা উভয়ে সংকর্ম্মের ফলস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে (ভগবৎসামীপ্য) প্রাপ্ত হও।

৮। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী, রিপুশত্রুকর্তৃক উপদ্রব পরিশূন্য হৃদয় নিবাসী, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে অথবা অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা পরিবাসিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হয়েন। হে দেবভাব-সমূহ! (আপনারা) মদীয় এই স্ততিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্যেশে) উপবেশন-পূর্বক তৃপ্তিলাভ করুন।

অথবা,

হে দেবভাব-সমূহ ! আপনারা আমাদের জ্ঞানভক্তিসম্ব্যুত সৎকর্মে-
সমূহের সংসর্গভাগী হউন । হে দেবভাব-সমূহ ! আপনারা সকলের
আরাধনীয় প্রস্তুতবৎস্থিরস্থাননিবাসী হৃদয়রূপ বর্হিতে অবস্থানকারী অর্থাৎ
সম্ভাবাদির দ্বারা সমুদ্ভূত হয়েন । অতএব হে বিশ্বদেবগণ ! আপনারা
আমাদের উচ্চারিত স্তুতিরূপ বাক্য প্রীতিসহকারে সর্ববতোভাবে শ্রবণ
করিয়া আমাদের অনুরূপ এই যজ্ঞে অথবা আমাদের নিম্নলিখিত অন্তঃকরণে
উপবেশনপূর্বক হৃষ্ট অর্থাৎ আনন্দিত হউন ।

৯। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি ! তোমাদিগকে আবেশিত নিবাসস্থানীয়
প্রজ্ঞানধার ভগবানের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি । হে
স্থখধারভূতে জ্ঞান ও ভক্তি ! তোমরা আমাকে পরমস্থখে স্থাপন কর ।
হে জ্ঞানস্বরূপ দেব ! হে ভক্তিস্বরূপ দেব ! আপনারা (আমার) সৎকর্ম-
নির্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন । আপনারা স্থখস্বরূপ
হয়েন ; আমাকে স্থখে রাখুন ।

১০। অর্চনাকারিগণের মঙ্গলবিধাতা সর্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ হে
ভগবন ! আপনি নিত্যকাল আমাকে রক্ষা করুন ; শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রতুল্য
আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে
আমাকে রক্ষা করুন ; অসৎ অর্চনা হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; কু-
ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা করুন ; অসদাচরণ অর্থাৎ পাপাচরণ হইতে
আমাকে রক্ষা করুন ; আমাদের পানীয় বিষশূন্য করুন ; সম্যক-
স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মে আমাকে স্থাপন করুন ;
আমার অনুষ্ঠান স্তম্ভরূপে হত হউক—এই অনুষ্ঠান (আপনার অনুগ্রহে)
অবশ্যই স্তম্ভরূপে হত হইবে ।

১১। যজ্ঞাদি সৎকর্মাভিজ্ঞ হে দেবভাবনিবহ ! আমাদের সৎ-
কর্মের বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্মকে প্রাপ্ত হউন । ত্যোতমান, মনের
অধিষ্ঠাতা হে দেব ! এই অনুরূপ সৎকর্ম (সৎকর্মের ফল) আপনাকে,
দেবভাব সংজনন নিমিত্ত, সমর্পণ করিতেছি । উৎকর্ষসাধনের দ্বারা
শক্তিসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমার উচ্চারিত স্তুতিমন্ত্র-সমূহ আপনাকে সমর্পণ

করিতেছি । আমার কর্মফল ভগবানে সমর্পিত হউক) হে দেবভাবনিবহ !
আপনারা আমার সেই কর্মকে (কর্মফলকে) প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতাতে নিহিত করুন (বায়ুবৎ অনন্ত ককন) । অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান
যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুষ্ঠিত হয়) ॥ (১অ—২প্র—১৬অ) ।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্য (সাংখ্যাচাৰ্য্যকৃতং) ।

দ্বাদশেহ্নুবাক আধারবৃত্তে । অথ পঞ্চ প্রযাজাঃ । দ্বাবাজ্যভাগে । ত্রয়ঃ প্রধানযাগাঃ ।
একঃ ষিষ্টকৃৎ । ইড়াভাগভক্ষণং । ত্রয়োহ্নুযাজা ইত্যেতাবদনুষ্ঠাতব্যং । তন্মন্ত্রাস্ত্র হোত্র-
হাদধ্বৰ্য্যুকাণ্ড এতস্মিগ্নাহ্নুযাজাঃ । উপরিতনাস্ত্র কৃধ্যাহ্নাদিমন্ত্রা আধ্বৰ্য্যবজ্জাদিহ ত্রয়োদশেহ্নু-
বাক আশ্রয়তে ।

১ । “বাজস্ত মা প্রসবেনোদগ্ৰাভেগোদগ্রভীৎ । অথা সপত্না৬ ইক্সো মে নিগ্ৰাভেগোধরা৬
অকঃ । উদগ্ৰাভং চ নিগ্ৰাভং চ ব্রহ্ম দেবা অবীৰুধন্ । অথা সপত্নানিস্রাগ্নী নে বিষ্চীনান্
বাস্ততাম্ ॥”—কল্পঃ—“অদোদগ্ৰাভেগোধরা৬ প্রত্যাক্রম্য যথায়তনং ক্রচৌ সাদয়িত্বা বাজবতীভ্যাং
ক্রচৌ বৃহতি বাজস্ত মা প্রসবেনোদগ্ৰাভেগোদগ্রভীদিতি দক্ষিণেন জুহুমুদগ্ৰাহাত্যাথা সপত্না৬
ইক্সো মে নিগ্ৰাভেগোধরা৬ অকরিতি সবেনোপভূতং নিগ্ৰাহাত্যাদগ্ৰাভং চ নিগ্ৰাভং চ ব্রহ্ম
দেবা অবীৰুধম্নিতি প্রাচীং জুহুমুহত্যাথা সপত্নানিস্রাগ্নী নে বিষ্চীনান্যাস্ততামিতি প্রতীচীমুপ-
ভূতং প্রত্নাহতি” ইতি । অম্নস্ত প্রসবহেতুনা মুষ্ঠ্যা জুহ্বা উদগ্ৰাহণেনেতো মামুদ্রনগ্ৰহীৎ ।
অপোপভূতো নীচগ্রহণেন মম বৈরিণো নিরুষ্ঠান্ বন্ধনকরোং । পরং ব্রহ্ম দেবাচ মমোংকৰ্ষং
বৈরিণো নিকৰ্ষং চ বদ্ধিতবন্তঃ । অপেক্সাগ্নী মম সপত্নাষিষগগতয়ঃ স্বস্থানভট্টা যথা ভবন্তি
তথা বিশেষণ প্রবর্তয়তাং । এতন্মন্ত্রব্যখ্যানাং পূৰ্ব্বনিড়াভক্ষণাদিকং বিধীয়তে তস্ত
কৃধ্যাহ্নাং প্রাগ্নুষ্ঠেয়ত্বাৎ । তত্রৈড়াভাগস্ত পুরোডাশাদপচ্ছেদং বিধন্তে—“ধিক্ষিগ্না বা
এতে হ্যুপ্যস্তে । যদব্রহ্মা । ব্রহ্মাতা । যদধ্বৰ্য্যুঃ । যদগ্নীৎ । যজ্ঞমানঃ । তাত্তদন্তরেয়াৎ ।
যজ্ঞমানস্ত প্রাণানুৎসংকৰ্ষেৎ । প্রাণায়ুকঃ স্যাত্ । পুরোডাশমপগচ্চ সঞ্চরত্যধ্বৰ্য্যুঃ । যজ্ঞমানায়ৈব
তল্লোক৬ শি৬ষতি । নাস্ত প্রাণানুৎসংকৰ্ষতি । ন প্রমায়ুকো ভবতি” (বা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৮) ইতি । ধিক্ষিগ্ননামকাঃ কেচন দেবাঃ সোমরক্ষকাঃ । তথা চ শ্রুতং—“ধিক্ষিগ্না
বা অমুগ্নিল্লোকো সোমরক্ষন্” ইতি । তে চ ধিক্ষিগ্নাঃ সোমযাগে বেদিকাসদৃশা যুগ্ময়া
আশ্রয়ন্তে । “চাচ্চালাদ্ধিক্ষিগ্নানুপবপতি” ইতি শ্রুতং । তেষাং চ ধিক্ষিগ্নানামতিক্রমণং
তত্রৈব নিষিদ্ধং—“প্রাণা বা এতে যদ্ধিক্ষিগ্না যদধ্বৰ্য্যুঃ প্রত্যঙধিক্ষিগ্নানতিসর্পেৎ প্রাণানুৎ-
সংকৰ্ষেৎ” ইতি । তদ্বদত্রাপীড়াভাগভক্ষণায় বেদ্যা উত্তরভাগে স্থিতানাং ব্রহ্মাদীনাম মধ্যে
সঞ্চারে প্রাণাপহারং বাধকমুপশস্ত তৎপরিস্ফারায় ভক্ষ্যং পুরোডাশভাগমপচ্ছিত্ব তেষাং
প্রদানায় হস্তে ধৃত্বা সঞ্চারেনিতি বিধীয়তে । তেন যজ্ঞবিজ্ঞাতাবাত্তজ্ঞমানস্ত স্বৰ্গং লোকমবশে-
ষয়তি । ইহলোকেহপি প্রাণবাহো ন ভবতি । অত্র যজ্ঞং—“ইড়াপাত্র উপবতীৰ্থা সর্কেভ্যো
হবিভ্য ইডামবভতি” ইতি । অবাস্তরেড়াং বিধন্তে—“পুরস্তাং প্রত্যঙ্গাসীনঃ । ইড়ান্না

ইড়ামাদধাতি । হস্ত্যা৬ হোত্রে । পশবো বা ইড়া । পশবঃ পুরুষঃ । পশুধেব পশুন্
 প্রতিষ্ঠাপয়তি । ইড়ায়ৈ বা এষা প্রজাতিঃ । তাং প্রজাতিং যজমানোহনু প্রজায়তে ।”
 (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পাত্ৰস্থিতায়া ইড়ায়াঃ পূৰ্ব্ভাগে প্রত্যঙমুখ উপবিদ্ধ
 সৰ্কসাদাবণ্যা ইড়ায়াঃ সকাশাক্ষোত্রে বিভজ্য প্রদাতুং তদন্তুযোগ্যামন্নামিড়ামবদায় হোতৃহস্ত
 আদধাৎ । “গোপ্তা অষ্ট্রে শরীরং” ইতীড়াভিমানিদেবতাকপশ্রবণং পশুং । নয়মেধে পুণ্য-
 স্তাহলভায়াং সোংপি পশুঃ । মহত্যা ইড়ায়া এয়াহবাস্তরেড়া প্রজাতা । ততো যজমানস্ত
 প্রজা ভবতি । অত্র সূত্রং—“পুরস্তাং প্রত্যঙাসীন ইড়ায়া হোতুর্হস্তেহবাস্তরেড়ামবত্ততি” ইতি ।
 হোতুঃ প্রদেশিতা দ্বয়োঃ পৰ্কণোরাজ্ঞোনাঙ্গনং বিধত্তে—“দ্বিরঙ্গলাবনজি পৰ্কণোঃ । দ্বিপাণ্ড-
 জমানঃ প্রতিষ্ঠিত্য” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । দ্বাভ্যাং পাদাভ্যাং স্তৈর্যোগাব-
 স্থানং প্রতিষ্ঠিতিঃ । অবাস্তবেড়ায়াং প্রকারবিশেষং বিধত্তে—“সকৃদুপস্থগাতি । দ্বিাদধাতি ।
 সৰ্কদভিধারয়তি । চতুঃ সম্পাডতে । চত্বারি বৈ পশোঃ প্রতিষ্ঠানানি । যাবানৈব পশুঃ ।
 তন্মুপস্থয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । প্রতিষ্ঠানং পাদঃ । অনেন চতুরবতেন
 তং চতুস্পাদং পশুপুপস্থয়তে । ইড়াভাগভক্ষণায়ানুজ্ঞাপিতবান্ ভবতি । অত্র চতুরবতঃ
 পুরোডাশভাগং হোতা হস্তে ধ্বা ভক্ষণানুজ্ঞাপ্যং হোত্রকাণ্ডে পঠিতমন্নবাকমুপহত৬ রথং
 তরমিত্যাदि পঠেৎ । তন্মধ্যে৬ধ্বর্গুর্জমান৬ প্রতাপস্থানরূপং মন্ত্রান্তরং পঠেৎ । তদিদং
 বিধত্তে—“মুখনিব প্রত্যুপস্থয়তে । সন্মুখানৈব পশুপুপস্থয়তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮)
 ইতি । হোতুর্মুখমেবাভিধীক্য পঠেদিত্যর্থঃ । অধ্বর্গ্যযজমানয়োর্হোতৃহস্তগতেডাংশনং
 বিধত্তে—“পশবো বা ইড়া । তন্মাং সাংসারভ্যা । অধ্বর্গ্যা চ যজমানেন চ” (ব্রাং কাং ৩
 প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পাঠ্যং মন্ত্রান্তরমুৎপাদয়তি—“উপহৃতঃ পশুনানসানীত্যাহ । উপ
 হোনৌ স্থয়তে হোতা । ইড়ায়ৈ দেবতানামুপহবে” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি ।
 অহমধ্বর্গ্যুর্দেবৈবনুজ্ঞাতত ইড়াভক্ষণেন পশুমান্ ভবানি । যজ্ঞমানেহপ্যেনং যোজ্যঃ । কশ্মিন্
 কালেহয়ং মধ্বপাঠঃ । ইড়াংশং দেবতানামনুজ্ঞাপনে হোত্রা ক্রিয়মাণে সতি তন্মধ্য এনাবধ্বর্গ্য-
 যজ্ঞমানৌ যদোপস্থয়তে তদা পঠেৎ । দৈব্যা অধ্বর্গ্যাব উপহৃতা উপহৃতোহয়ং যজ্ঞমান ইতি
 মন্ত্রাবয়বান্ভ্যানাভ্যাং তয়োৰুপহবঃ । তদনন্তরং পঠেদিত্যর্থঃ । তদেদনং প্রশংসতি—“উপহৃতঃ
 পশুমান্ ভবতি । য এবং বেদ” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । অবাস্তরেড়ায়া
 অবদানং তদুপাস্থানং চ বাকু প্রাণদেবভয়োঃ প্রিয়মিতি স্তোতি—“যাং বৈ হস্ত্যামিড়ামাদধাতি
 নাচঃ সা ভাগধেয়ং । যামুপস্থয়তে । প্রাণানা৬ সা । বাচং চৈব প্রাণা৬ চাবক্কে” (ব্রাং
 কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি । পুরোডাশস্ত বর্হিষি স্থাপনং বিধাতুং প্রস্তোতি—“অথ বা এত
 হৃৎপহৃত্যামিড়ায়াং । পুরোডাশস্তেব বর্হিষদো মীমা৬সা” (ব্রাং কাং ৩ প্রাং ৩ অং ৮) ইতি
 ইড়াবদানানন্তরং হোত্রা তন্ত্যামিড়ায়ামপহৃত্যায়ং সত্যামবশিষ্টস্ত পুরোডাশস্তেতন্মিষেব কাণ্ডে
 বর্হিস্থাপনসম্বন্ধিনী কাচিমীমাংসা ভবতি । কিং পুরোডাশো বর্হিষি স্থাপনীয়ো ন বেতি । তঃ
 প্রয়োজনভাবাদস্থাপনমিতি প্রাপ্তে প্রয়োজনং দেবতানাং সভাগস্থমিতি মত্ৰা বিধত্তে—“যজ্ঞমানঃ
 দেবা অক্ৰবন্ । হবিনোঁ নির্ৰপেতি । নাহমভাগো নির্ৰপশ্চামীত্যব্রবীৎ । ন ময়াহভাগয়াহ্ন
 বক্ষ্যামেতি বাগব্রবীৎ । নাহমভাগা পুরোডাশাক্য ভবিষ্যামীতি পুরোডাশাক্য । নাহমভাগ

যাজ্ঞা ভবিষ্যামীতি যাজ্ঞা । ন ময়াহভাগেন বষট্‌করিষ্যথেতি বষট্‌কারঃ । যজ্ঞমানভাগং
নিধায় পুরোডাশং বর্হিসদং কৰোতি । তানেব তদ্ভাগিনঃ কৰোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩
অ० ৮) ইতি । যজ্ঞমানবাগান্তভিমানিদেবতা ভাগরহিতাঃ স্বস্বব্যাপারং ন কুৰ্বন্তি । ততো
যজ্ঞমানৈকং পুরোডাশভাগং পৃথঙনিধায়াবশিষ্টং পুরোডাশং বর্হিষি স্থাপয়েৎ । তেন স্থাপন-
মাত্রেন বয়ং ভাগিন ইতি দেবানাং তুষ্টিৰ্ভবতি । স্থাপিতস্ত বিভাগং বিধত্তে—“চতুর্দা কৰোতি ।
চতস্রো দিশঃ । দিক্ষেব প্রতিতিষ্ঠতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । পুনঃ পূর্ব-
বিধিমনু্য প্রশংসতি—“বর্হিসদং কৰোতি । যজ্ঞমানো বৈ পুরোডাশঃ । প্রজা বর্হিঃ । যজ্ঞমানমেব
প্রজাস্ত প্রতিষ্ঠাপয়তি । তস্মাদস্থাত্বাঃ প্রজাঃ প্রতিতিষ্ঠন্তি । মাৎসেনাঃ” (ব্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । যস্মাৎ কঠিনস্ত বর্হিষি স্থাপিতস্ত পুরোডাশস্ত মূহনো বর্হিষচ
সংযোগস্তস্মাৎ কৃশদেহাঃ কাশিচৎ কঠিনেনাত্মা প্রতিতিষ্ঠন্তি স্থলকায়স্ব মাৎসেন । প্রকারান্ত-
ৰ্বেণ তনেব বিধি প্রশংসতি—“অথো পঞ্চাছঃ । দক্ষিণা বা এতা হবির্গজ্ঞস্তান্তর্কেষু বরুধ্যন্তে ।
যৎ পুরোডাশং বর্হিসদং কৰোতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । পুরোডাশহবিদো
হবির্গজ্ঞাঃ । তস্য বর্হিষি পুরোডাশস্থাপনং যৎ, এতাস্থিবিজাং বেদিমধ্যে দক্ষিণা এবাবকদ্ধাঃ ।
বিদ্যন্তরমনু্য প্রশংসতি—“চতুর্দা কৰোতি । চত্বারো হোত্রে হবির্গজ্ঞস্তান্তর্কেষু । ব্রহ্মা হোতা-
হধ্বয়ুর্বিজাৎ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । তত্তদ্বাগস্ত নির্দেশং বিধত্তে—“তদভিমুশেৎ ।
ইদং ব্রহ্মণঃ । ইদং হোতুঃ । ইদমধ্বর্যোঃ । ইদমগ্নীৰ ইতি । যথৈবাদঃ সোমোহধ্বরে ।
আদেশমুদ্বিগ্ভো দক্ষিণা নীরস্তে । তাদৃগেব তৎ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি ।
যথা সোমবাগে মাধ্যগ্নিনসবনে দক্ষিণার্থান দব্যার্ণ বেদ্যাং কৃষ্ণাজিনে প্রসাৰ্যেদমশ্বেদমশ্বে-
ত্যাदिश्च दक्षिणा नीरस्ते तददिदं निर्देशनं कर्तव्यं । निर्दिष्टानां भागानां योगपञ्चनिवारणाय
কমং বিধত্তে—“অগ্নীবে প্রথমায়াহব্যাতি । অগ্নিমুণা দ্যাক্তি । অগ্নিমুণামেবাক্তি যজ্ঞমান ঋণোতি”
(ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । অগ্নিঃ কৃৎসনবাগহেতুস্বা সমুদ্বিহেতুঃ । তমগ্নিনিক্ত
ইত্যগ্নীং । ততোহস্ত প্রাপন্যং যুক্তং । অগ্নীৰস্ত হস্তে ভাগাধানপ্রকারং বিধত্তে—“সক্লুপস্তীর্থা
দ্বিরাদধৎ । উপস্তীর্থা দ্বিরাভিধারয়তি । যট্‌সম্পত্তস্তে যডুবা ঋতবঃ । ঋত্বেনেব প্রীণাতি” (ব্রা०
কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । অস্ত বিধেস্তাৎপর্যং বোধায়ন একপ্রকারেণাহ—“উপহতা-
রামিড়ায়ামগ্নীৰ আদধাতি যডুবন্তমুপস্তুণাত্যাদধাত্যাভিধারয়তি” ইতি । আপত্তম্ভস্তথা ক্রতে—
“দ্বিরপস্তুণাতি । দ্বিরাদধাতি । দ্বিরাভিধারয়তি” ইতি । বিধত্তে—“বেদেন ব্রহ্মণে ব্রহ্মভাগং
পরিহরতি । প্রাজাপত্যো বৈ বেদঃ । প্রাজাপত্যো ব্রহ্মা । সবিতা যজ্ঞস্ত প্রস্তুতে” (ব্রা०
কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । পরিহারঃ প্রদানং । যথা প্রাজাপতিরন্ত্য্যামিতয়া প্রেরক
এবং ব্রহ্মাহপি তদা তদাহকুজয়া যজ্ঞস্ত প্রবর্তক ইতি ব্রহ্মণঃ প্রাজাপত্যং । বেদব্যতিরিক্ত-
সাধনেন যেন কেনাপি প্রক্রান্তপাত্রেন ভাগান্তরং দেয়মিত্যাহ—“অথ কামমতেন” (ব্রা० কা०
৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । হোতুর্ব্রহ্মানন্তর্গং বিধত্তে—“ততো হোত্রে । মধ্যং বা এতজজ্ঞস্ত ।
যক্কোতা । মধ্যত এব যজ্ঞং প্রীণাতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । সামিধেনী-
রারভ্যোপরিষ্ঠাদেব হোতুর্ক্যাপারাজজমধ্যং । অধ্বর্যোহোত্ৰানন্তর্গং বিধত্তে—“অথাদধ্বর্যবে ।
প্রতিষ্ঠা বা এষা যজ্ঞস্ত । সদধ্বর্যঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৮) ইতি । প্রতিষ্ঠা সমাধিঃ ।

সমিষ্টযজুর্হোমপর্যাপ্তং যজ্ঞমধ্বযুঃ সমাপয়তি । অগ্নীজ্ঞমারভ্যাক্ষযুঃপর্যাপ্তং ক্রমমধ্বাহার্যাদি-
দক্ষিণায়ামতিদিশতি—“তন্মাদ্বিগ্জজ্ঞৈতামেবাহবৃতমহু । অত্মা দক্ষিণা নীরস্তে । যজ্ঞস্ত
প্রতিষ্ঠিতো” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৮) ইতি । আবুৎপ্রকারঃ । অগ্নীজ্ঞং প্রতি প্রৈষ্মুৎ-
পাদয়তি—“অগ্নিমগ্নীংসকুৎসকুৎসংমৃডীত্যাহ । পরাঙিব হ্যেতর্হি যজ্ঞঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩
অং ৮) ইতি । বীপ্সয়া পরিধিসংমার্জনমপি লভাতে । অগ্নিনকালে সমাপ্তপ্রায়ত্বাজ্ঞঃ
পরামুখ ইব বর্ততে । ততঃ সকুৎসংমার্জনং পর্যাপ্তং । অথ হোতারং প্রত্যস্তি কশ্চিং-
প্রৈষমস্তঃ—“ইমিতা দৈব্যা হোতারো ভদ্রবাচ্যায় প্রৈষিতো মানুষ্যঃ হৃত্তবাক্যায় হৃত্তা ক্রহি”
ইতি । ভদ্রং ফলং তস্ত বাচ্যং বচনং তদর্থমগ্নিহোতেত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা দৈব্যা হোতারঃ
পরমেশ্বরেণ প্রৈষিতাঃ । ইদং জ্ঞাপ্যপৃথিবী ভদ্রমভূদিত্যাগ্নুবাক্যঃ হৃত্তং তস্ত বাক্যে বচনং
তদর্থং মানুষ্যো হোতা প্রৈষিতঃ । অতো হে হোতস্বং তংহৃত্তং ক্রহি । তমিমং মন্ত্রমুৎপাণ্ড
তদ্রৈষিতপদস্ত ভদ্রবাচ্যায়ৈতি পদস্ত চ তাৎপর্যং ব্যাচষ্টে—“ইমিতা দৈব্যা হোতার ইত্যাহ ।
ইমিতত্ হি কস্ম ক্রিয়তে । ভদ্রবাচ্যায় প্রৈষিতো মানুষ্যঃ হৃত্তবাক্যায় হৃত্তা ক্রহীত্যাহ ।
আশ্বিনমেবৈতামাশাস্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৮) ইতি । অস্তি হোতারং প্রত্যপরঃ
প্রৈষমস্তঃ—“স্বগা দৈব্যা হোতৃত্যঃ স্বস্তিস্মান্নমেষভ্যঃ শংযোর্কু হি” ইতি । দৈব্যানাং হোতৃণা-
ময়ং যজ্ঞঃ স্বাধীনো মান্নমেষভ্যো হোতৃত্যঃ স্বস্তাস্ত । হে হোতস্বং শংযুদেবস্ত সধ্বজিনঃ তচ্ছং-
সোরাবণীমহ ইত্যনুবাক্যং ক্রহি । অগ্নিনমস্তে স্বগাশদস্বস্তিশদশংযুশদানামভিপ্রায়ং ক্রমেণ
দর্শয়তি—“স্বগা দৈব্যা হোতৃত্য ইত্যাহ । যজ্ঞমেব তং স্বগা করোতি । স্বস্তিস্মান্নমেষভ্যো
ইত্যাহ । আশ্বিনমেবৈতামাশাস্তে । শংযোর্কু হীত্যাঃ । শংযুমেব বার্হস্পত্যং ভাগধেয়েন
সমর্দ্ধয়তি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৮) ইতি । শংযুর্কৃৎস্পতেঃ পুত্রঃ । ইপমিড়াভা-
গাগ্নুষ্ঠানং বিদ্যায়ামিনকাণ্ড অগ্নাতাভ্যাং বাজস্ত মেতোতাভ্যামুগ্ভ্যাং অগ্নব্যচনং বিধস্তে—
“অপ ক্ষচাবনুষ্ঠুগ্ভ্যাং বাজবতীভ্যাং প্যহতি । প্রতিষ্ঠা বা অনুষ্ঠু ক্ । অগ্নং বাজঃ প্রতিষ্ঠিতো ।
অগ্নাত্যাবকট্যো” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । চতুর্ভিঃ পাদৈর্গবাদীনাং প্রতিষ্ঠিত-
হাবদদনুষ্ঠুভঃ প্রতিষ্ঠাহেতুত্বং । বাজশব্দস্তারবাচিত্তাদিত্যাব্যচনং যোগ্যত্মান্নত্বাবরোধায়
ভবতঃ । সানাত্যাকারেণ বিহিতং ক্ষণ্যুহনং বিশেষাকারেণ বিশদয়তি—“প্রাচীং জুহুমহতি ।
জ্ঞাতানেব ভ্রাতৃব্যান্ প্রধুদতে । প্রতীচীমুপভূতং । জনিষ্যমাণানেব প্রতিধুদতে । স বিষৃচ
এবাপোহ সপত্নাত্বজ্ঞমানঃ । অগ্নিলোকে প্রতিষ্ঠিতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি ।
বৈরিণঃ পরস্পরাবযুক্তা বিবিধদিক্পল্যায়িতা এব যথা ভবন্তি তথা তানপোহ প্রতিনিষ্ঠিতি ।
বাজবতীভ্যামিতি দ্বিবচনার্থমনুত্ব প্রশংসতি—“ভ্রাত্যাং । দ্বিপ্রতিষ্ঠো হি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩
অং ৯) ইতি । ভ্রাত্যাং পাদাভ্যাং প্রতিষ্ঠা যত্সারসে দ্বিপ্রতিষ্ঠঃ ।

২ । “বহুভাষ্য রুদ্রেভ্যস্বাহদিত্যেভ্যস্বাহা ।”—কল্পঃ—“জুহু পরীক্ষীননস্তি বহুভাষ্যেতি
মধ্যমং, রুদ্রেভ্যস্বেতি দক্ষিণং, আদিত্যেভ্যস্বেত্যুত্তরং” ইতি । ত্রিষপানজ্ঞীত্যাধাহারঃ ।
স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—বহুভাষ্য রুদ্রেভ্যস্বাহদিত্যেভ্যস্বাহা । যধাযজুর্য়েবৈতৎ” (ব্রাং
কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি ॥

৩ । “অজুর্হিহাণা বিয়ন্ত বয়ঃ ।” ৪ । “প্রজাং যোনিং মা নিশ্বৃক্ষম্ ।”—বোধায়নঃ—

“ঋকু প্রস্তরমনকৃত্যক্ত৭্‌ রিহাণা ইতি জুহ্বামগ্ৰাণি, বিয়ন্ত বয় ইত্যুপভূতি মধ্যানি, প্রজাং যোনিং মা নিশ্বক্ষমিতি ধ্রুবায়াং মূলানি” ইতি । আপস্তম্বস্তাথদ্বিতীয়মজ্জাবেকীকৃত্যাহ—
 “অক্ত৭্‌ রিহাণা বিয়ন্ত বয় ইতি জুহ্বামগ্ৰাং, প্রজাং যোনিং মা নিশ্বক্ষমিত্যুপভূতি মধ্যমা প্যায়স্তামাপ ওষধয় ইতি ধ্রুবায়াং মূলং” ইতি । পক্ষিণ আজ্যোনাক্তং প্রস্তরাগ্ৰং লেলিহানা বিবিধং মার্গং গচ্ছন্ত । অহং তু প্রজাং তৎকারণং চ মা বিনাশয়ামি । আজ্যরূপা আপঃ প্রস্তরমূলরূপা ওষধীরাপ্যায়স্ত । বিধত্তে—“ঋকু প্রস্তরমনক্তি । ইমে বৈ লোকাঃ ঋচঃ । যজমানঃ প্রস্তরঃ । যজমানমেব তেজসাহনক্তি জেধাহনক্তি । ত্রয় ইমে লোকাঃ । এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোহনক্তি । অভিপূর্কমনক্তি । অভিপূর্কমেব যজমানং তেজসাহনক্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । অভিমুখমগ্ৰং পূর্কং যথা ভবতি তথা প্রস্তরমজ্জাং । যজমানোহপি মূখ এব সভাজ বক্তৃষ্মেন তেজস্বী ভবতি । মন্ত্রগতস্থাক্তশব্দস্থাপিতপ্রায়মাহ—
 “অক্ত৭্‌ রিহাণা ইত্যাহ । তেজো বা আজ্যং । যজমানঃ প্রস্তরঃ । যজমানমেব তেজসাহনক্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । বিশদ্ব্যচিৎ দর্শয়তি—“বিয়ন্ত বয় ইত্যাহ । বয় এবৈনং কৃত্বা । স্ববর্ণং লোকং গময়তি” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । মন্ত্রে প্রথমাবহবচনান্তো বিশদ্ব্য পক্ষিবাচী ব্রাহ্মণে তু দ্বিতীয়ৈকবচনান্তো বয়ঃশব্দঃ । মা নিশ্বক্ষ-
 মিত্যেতত্ত্বাপিতপ্রায়মাহ—প্রজাং যোনিং মা নিশ্বক্ষমিত্যাহ । প্রজাটয় গোপীথায়” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি । ওষধয় ইত্যত্র দ্বিতীয়া বিবক্ষিতেত্যাহ—“আ প্যায়স্তামাপ ওষধয় ইত্যাহ । আপ এবৌষধীরাপ্যায়স্ত” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি ।
 অত্র বহুবচনং দৃষ্টব্যং ॥

৫ । “আ প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্ব দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয় ॥”—
 বোধায়নঃ—“তমুপরীব প্রহরতি নাভ্যাগ্ৰং প্রহরতি ন পুরস্তাং প্রত্যস্ততি ন প্রতিশ্ণাতি ন বিধক্ষং বিদ্যোভূক্ষরমুতোয়া প্যায়স্তামাপ ওষধয়ো মরুতাং পৃষতয়ঃ স্ব দিবং গচ্ছ ততো ন বৃষ্টিমেরয়েতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“অনুচ্যামানে স্তুত্বাকৈ মরুতাং পৃষতয়ঃ স্তেতি সহ শাখয়া প্রস্তরমাহবনীয়ে প্রহরতি” ইতি । অত্র প্রস্তরপ্রস্থতো নাভ্যাগ্রমিত্যাদয়ো নিয়মবিশেষাঃ । আহবনীয়াভ্যস্তঃ প্রস্তরাগ্রস্ত ন কার্য্যঃ । প্রস্তরস্ত পুরস্তাদন্ত্যকিমপি ন প্রক্ষিপেৎ । দর্ভস্ত কস্তচিচ্ছেদরূপা হিংসা ন কার্য্য্য । দর্ভাণাং পরস্পরবিস্রোগো ন কার্য্য্যঃ । কিং তু কৃত্বনং প্রস্তরমুজ্জছেৎ । আপস্তম্বস্ত তু মরুতামিতি প্রস্তরমজ্জাদিঃ । সহ শাখয়া বৎসাপাকরণহেতুভূতয়া । হে প্রস্তরাবয়বা দর্ভা যুয়ং বায়ুপ্রেরিতবৃষ্টিজন্ততয়া বায়ুনাং বিন্দবঃ স্ব । হে প্রস্তর ত্বং দিবং গচ্ছা বৃষ্টিং প্রেরয় । ব্যাচষ্টে—“মরুতাং পৃষতয়ঃ স্তেত্যাহ । মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশতে । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে । দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমেরয়েত্যাহ । বৃষ্টিকৈ গোঃ । বৃষ্টিমেবাবরুদ্ধে” (ব্রা० কা० ৩ প্রা० ৩ অ० ৯) ইতি ।

৬ । “আয়ুশ্চা অগ্নেহতায়ুশ্চৈ পাহি চক্ষুশ্চা অগ্নেহসি চক্ষুশ্চৈ পাহি ।”—কল্পঃ—“অথো-
 পোখায়াহবনীয়মুপতিষ্ঠতে—আয়ুশ্চা অগ্নেহতায়ুশ্চৈ পাহি চক্ষুশ্চা অগ্নেহসি চক্ষুশ্চৈ পাহীতি”
 ইতি । আয়ুশ্চক্ষুযোঃ পালনীয়তাং দর্শয়তি—“যাবদা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং প্রহরতি । তাবদস্তা-
 হযুর্জীয়তে । আয়ুশ্চা অগ্নেহতায়ুশ্চৈ পাহীত্যাহ । আয়ুরেবাহ্বয়জ্ঞতে । যাবদা অধ্বর্য্যুঃ প্রস্তরং

প্রহরতি । তাবদশ চক্ষুর্দীয়তে । চক্ষুশ্চ অগ্নেহসি চক্ষুর্শ্বে পাহীত্যাহ । চক্ষুরেবাহস্মক্ন্তে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ॥

৭। “ঋবাহসি ।”—কল্পঃ—“ঋবাহসীত্যন্তর্ক্বেদি পৃথিবীমভিমুশতি” ইতি । ব্যাচষ্টে—
“ঋবাহসীত্যাহ প্রতিষ্ঠিত্যে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ॥

৮। “যং পরিধিং পর্য্যধথা অগ্নে দেব পণিভিকরীয়মাণঃ । তং ত এতমহু জ্যোষং ভরামি
নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ যজ্ঞস্ত পাথ উপ সমিতম্ ।”—কল্পঃ—“মধ্যমং পরিধিমহুপ্রহরতি যং পরিধিং
পর্য্যধথা অগ্নে দেব পণিভিকরীয়মাণঃ । তং ত এতমহু জ্যোষং ভরামি নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ
ইত্যেতেরাবুপসমগ্রতি যজ্ঞস্ত পাথ উপসমিতমিতি” ইতি । ভো অগ্নে দেব স্ততিভিঃ প্রাপ্যমাণস্বং
স্বয়ং যং মধ্যমপরিধিং পশ্চিমে ভাগে স্থাপিতবানসি । তবাহুকুলতয়া প্রিয়ং তমেতং পরিধিং
হসি ভরামি । এষ হৃদোহপরভো নৈব । হে দক্ষিণোত্তরপরিধী যজ্ঞস্ত ফলরূপমহু যুবামুপ-
সম্প্রাপুতং । পর্য্যধথা ইত্যেতং সত্যমিত্যাহ—“যং পরিধিং পর্য্যধথা ইত্যাহ । যথাযজুরেবৈতং”
(ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । পরিধাবয়ঃ প্রীত্বাপাদনায়গ্নিসম্বোধনমিত্যাহ—
“অগ্নে দেব পণিভিকরীয়মাণ ইত্যাহ । অগ্নয় এবেনং জুহুং করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩
অং ২) ইতি । অনুশব্দেন জাতীনামহুরভ্যং সূচ্যত ইত্যাহ—“তং ত এতমহু জ্যোষং
ভবামীত্যাহ । সজাতানোবান্মা অনুকান্ করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি ।
অপরাগনিষেপ আনুকূল্যার্থ ইত্যাহ—“নেদেষ হৃদপচেতয়াতৈ ইত্যাহানুধ্যাত্যে” (ব্রাং কাং ৩
প্রং ৩ অং ২) ইতি । অনেকযোঃ পরিধ্যোঃ সহ কথনং বহুদিব্যানুকূল্যার্থেত্যাহ—“যজ্ঞস্ত
পাথ উপসমিতমিত্যাহ । ভূমানমোবোপৈতি (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । বিধন্তে—
পরিধীন প্রহরতি । যজ্ঞস্ত সমিষ্ট্যে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । সমিষ্টিঃ সম্পূর্তিঃ ॥

৯। “স৩শ্রাবভাগাঃ হেযা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে
গৃণন্ত আসজ্ঞান্নিহিষি মাদয়ধর্ম্ ।”—কল্পঃ—“অথৈনাস৩শ্রাবণাভিজুহোতি জুহ্বামুপভূতং স৩
শ্রাবয়তি স৩শ্রাবভাগাঃ হেযা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠা বর্হিষদশ দেবা ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত
আসজ্ঞান্নিহিষি মাদয়ধর্ম্মিতি” ইতি । হে বিশ্বে দেবা যুয়ং সংশ্রাবভাগাঃ স্ব । জুহুপভূত্যাং
সিচ্যমান আজ্যশেষঃ সংশ্রাবঃ । স এব ভাগো যেযাং তে সংশ্রাবভাগাঃ । কীদৃশা দেবাতং
ভাগং লক্ষ্যমিচ্ছাবস্তো বৃহন্তো মহান্তঃ সর্কৈরারাদনীয়াঃ । তত্র কেচিৎপ্রস্তরমুষ্ঠৌ তিষ্ঠন্তি ।
অন্ত্রে স্বাস্তীর্ণে বর্হিষি সীদন্তি । অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণসিমাং স্ততিমভিবীক্ষ্য সমীচীনেয়মিতি
গৃণন্তো যুয়মস্মিন্বজ্ঞ উপবিষ্টা জ্ঞপ্তা ভবত । বিধন্তে—“স্রুচৌ সংপ্রশ্রাবয়তি । যদেব তত্র
ক্রুরং । তন্তেন শময়তি । জুহ্বামুপভূতং । যজমানদেবত্যা বৈ জুহুঃ । ভ্রাতৃব্যদেবত্যাোপভূতং ।
যজমানায়ৈব ভ্রাতৃব্যমুপতিং করোতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । ব্যাচষ্টে—
“স৩শ্রাবভাগাঃ হেযা । বসবো বৈ রুদ্রা আদিত্যাঃ স৩শ্রাবভাগাঃ । তেষাং তদ্ভাগধেয়ং ।
তানেব তেন প্রীণাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২) ইতি । অগ্নিন্নাম্নে দেবতাসম্বন্ধ-
মুচচ্ছন্দোবিশেষং চ প্রশংসতি—“বৈষদেব্যর্চা । এতে হি বিশ্বে দেবাঃ । ত্রিষ্টুগ্ভবতি ।
ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুক ইন্দ্রিয়মেব যজমানে দধাতি” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ২)
ইতি । এতে বন্দাদিরূপাঃ ॥

১০। “অগ্নেৰ্ক্ষামপন্নগৃহস্ত সদসি সাদয়ামি স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তং ধুরি ধূর্যৌ পাতম্।”—বোধায়নঃ—“অথ প্রদক্ষিণমাবৃত্য প্রত্যঙ্ভাজ্যত্যা ধুরি ক্রচৌ বিষুৎতাগ্নেৰ্ক্ষাম-পন্নগৃহস্ত সদসি সাদয়ামি স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তং ধুরি ধূর্যৌ পাতমিতি” ইতি। হে জুহুপভূতো যুবামবিনশ্বরগৃহস্ত পৃথিব্যভিমানিনো বহুঃ স্থানে শকটরূপে যজমানস্ত স্নায় স্থাপয়ামি। হে স্নখবত্যৌ স্নখে মাং স্থাপয়ন্তং যজ্ঞভারবাহিনাবৌ দম্পতী রক্ষতং। যথোক্তং মন্ত্যর্থং দর্শয়তি—“অগ্নেৰ্ক্ষামপন্নগৃহস্ত সদসি সাদয়ামীত্যাহ। ইয়ং বা অগ্নির-
• পন্নগৃহঃ। অস্তা এবৈনে সদনে সাদয়তি। স্নায় স্নমিনী স্নমে মা ধত্তমিতি। প্রজা বৈ পশবঃ স্নমঃ। প্রজামেব পশুনাম্বন্ধে। ধুরি ধূর্যৌ পাতমিতি। জায়াপত্যোগৌ-পীথায়” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৯) ইতি। অত্রাহপন্তমো মন্ত্ৰভেদমাপ্রিত্যাগ্নেৰ্ক্ষামিতি একটম্ পূৰ্ব্ভাগে ক্রচৌ সাদয়িত্য ধুরি ধূর্যাবিতি যুগধুরেঃ প্রোহেদিতি মন্ত্ৰতে ॥

১১। “অগ্নেহদক্ষায়োহ্নীততনো পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি চশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৭ স্বাহা।”—কল্পঃ—“অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাহ্নীত্যাগ্নিপচন এবোপ্রবৃশ্চনাগ্ন্যভ্যায় ফলীকরণানোপ্য ফলী-করণাঙ্গুহোত্যগ্নেহদক্ষায়োহ্নীততনো পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি চশ্চরিতাদবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৭ স্বাহেতি” ইতি। তথুলেসু গৃহে ক্রিয়মাণেষু পচনো নালিচ্ছাংশাঃ ফলীকরণাঃ। চেহং মাং দিবঃ পাহি জ্যলোকবাসিনো দেবা মযাপরাং যথা ন গৃহ্ণন্তি তথা কুরু। অদক্ষায়োহ্নীততনো জীবিৎ। অশীততনো, উষশ্রীর, প্রসিত্যে প্রকৃষ্টাদক্ষ্যং ফলবিয়াং পাহি। ত্রিষ্ট্যে চষ্টাদয়শাষ্ট্রাঙ্গু-ষ্টানাং পাহি। ত্রয়্যন্তে বাগ্গাধিকারবিরোধিহ্রিবস্তভোজনাং পাহি। চশ্চরিতান্নিষিক্চারণাং পাহি। পিতৃমন্নমন্মদীমবিষমমৃতং কুরু। স্নযদা স্নথোপবেশনে নিমিত্তেন যোনিং স্থানং কুরু। ইদং ফলীকরণদ্রব্যং তুভ্যং স্বাহা হুতমস্ত। মন্তব্যাত্মানপূৰ্ব্বকং হোমং বিধন্তে—“অগ্নেহদক্ষায়োহ্নীততনো ইত্যাহ। যথায়জুরেবৈতং। পাহি মাংস্ত দিবঃ পাহি প্রসিত্যে পাহি ত্রিষ্ট্যে পাহি ত্রয়্যন্তে পাহি চশ্চরিতাদিত্যাহ। আশিমমৈবৈতায়াশাস্তে। অবিষং নঃ পিতৃং কৃণু স্নযদা যোনি৭ স্বাহেতীগ্রসংবৃশ্চনাগ্ন্যভ্যায়পচনেহভ্যায় ফলীকরণহোমং জুহোতি। অতিরিক্তানি বা ইন্দ্ৰসংবৃশ্চনানি। অতিরিক্তাঃ ফলীকরণাঃ। অতিরিক্তমাজ্যোচ্চেষণং। অতিরিক্ত এবাতিরিক্তং দধাতি। অথো অতিরিক্তেন বাতিরিক্তমাপ্তাহবরুদ্ধে” (ত্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ৯) ইতি। ইথে শাস্ত্রোক্তপ্রমাণেন ছিন্নে সতি তচ্ছেষকাষ্ঠানীধিসংবৃশ্চনানি। তানি দক্ষিণাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য তেষামুপরি জুহুগতাজ্যে স্থাপিতান্ ফলীকরণাঙ্গুহাং। যজ্ঞো-পযুক্তদ্রব্যাদধিকমতিরিক্তং। অধিকদ্রব্যহোমনাধিকং ফলং প্রাপ্য তৎস্বাধীনং করোতী-ত্যর্থঃ। ইথং ফলীকরণহোমে নিম্প্নে সত্যানস্তরং পত্ন্যাঃ সমীপে বেদপ্রাসনং বিধাতব্যং। তদ্বিধৌ বুদ্ধিষ্টে সতি, তৎপ্রসঙ্গাদেদম্ প্রাশংসকঃ কশ্চিন্নস্ত উৎপাতিতে। স চ প্রদেশান্তর-বিষয়তয়া বিনিযুক্ত্যতে—“বেদির্দেবেভ্যো নিলায়ত। তাং বেদনাষবিন্দন্। বেদেন বেদিং বিবিদ্ধঃ পৃথিবীং। সা পৃথখে পৃথিবী পার্থিবানি। গৰ্ভং বিভর্তি ভুবনেষন্তঃ। ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বানিরিতি পুরস্তাং শুশ্বযজুষো বেদেন বেদি৭ সংমার্গ্যহবিষ্ট্যে। অথো

যদেদশ্চ বেদিশ্চ ভবতঃ । মিথুনস্য প্রজাতৈঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । কেনাপি কারণেন দেবেভ্যস্তিরোহিতাঃ যেষাভিমানিদেবতাঃ বেদাভিমানিদেবতামুখেন দেবা অলভন্ত । তমেতং বেদস্ত মহিমানং বেদেনেত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রকাশয়তি । অন্ত্যায়মর্থঃ— অমরৈর্দেভ্যঃ পৃথিবীং দেবাঃ পূর্কোত্তরভাগভ্যাং সংস্কৃত্য বেদিমকুর্কন্ । তাং চ বেদিং দেবাঃ পুনর্কোদেনালভন্ত । সা চ বেদিঃ পৃথিবীরূপা সতী পার্থিবানি ব্রীহাদীনি বিস্তারিতবতী । কিং চ সা পৃথিবীদেবতা সর্কেষু ভুবনেষুত্তরদাস্ত্যং(রে) গর্ভং বিভর্তি । তস্মাদানর্ভাং সর্কেষু ফলস্ত দাতা যজ্ঞপুরুষ উৎপন্ন ইতি । অনেন মন্ত্রেণাষ্টমাহুবাকোক্তাং পুরোডাশ- নিষ্পাদনাদৃষ্টং নবমাহুবাকে বক্ষ্যমাণাং স্তবযজুর্হরণাং পুরস্তাদর্ভময়েন বেদেন বেদিস্থানং সংযজাৎ । তচ্চ বেদিলাভায় । কিং চ বেদবেদিকপং মিথুনং প্রজ্ঞননায় ভবতি । প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতমম্বসরতি—“প্রজাপতের্কা এতানি শশ্বনি । যদ্বেনঃ । পত্নীয়া উপহু আস্রতি । মিথুনমেব করোতি । বিন্দতে প্রজাং” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । পত্নীসমীপে প্রাস্তস্ত বেদস্ত পুনরাস্তরণং বিধত্তে—“বেদ ৬ হোতাংহবনীয়াং স্তুগ্নেতি । যজ্ঞমেব তৎসন্তনোত্যোত্তরস্মাদর্ভমাসাং । ত ৬ সন্ততমৃত্তরেহর্ভমাস আলভতে । তং কালেকাল আগতে যজতে” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । বেদস্ত বন্ধনং বিমুচ্য গার্হপত্য- নারভ্যাংহবনীয়পর্যাস্তান্তরণেনাংগামিপর্কপধ্যাস্তং যজ্ঞঃ সন্ততো ভবতি । পুনঃ পর্কণ্যধানাদিকং কৃদ্ধা প্রতিপদি তং সন্ততং যজ্ঞং কর্তুমারভতে । এবং পুনঃ পুনস্তৎকালে সমাগতে সতি যজত ইত্যবিচ্ছিন্নো যজ্ঞো ভবতি ॥

১২ । “দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞ ৬ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ ॥”—বোধায়নঃ—“অথোথায় দক্ষিণেন পদা বেদিমবক্রম্য ঋবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিত মনসম্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞ ৬ স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে ধাঃ স্বাহেতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“দেবা গাতুবিদ ইত্যন্তর্কোদ্যুষ্টিষ্ঠকুবয়া সমিষ্টযজুর্জুহোতি মধ্যমে স্বাহাকারে বহিরমুপ্রহরতি” ইতি । অন্তেষ্হপি বোধায়নেন স্বাহাকারত্যাধ্যাহৃতত্বান্তেনাবশিষ্টং সর্কং হোতব্যমিতি লভ্যতে । জুহ্বাদীনি তু যজ্ঞমানেন যাবদায়ুঃ সম্ভাৰ্য্যানি । তমাহিতাগ্নিময়িভির্দহন্তি যজ্ঞপাত্রৈশ্চেতি শাস্ত্রাৎ । হে গাতুবিদো মার্গবিদো দেবাঃ পূর্কং যং গাতুং মার্গং লব্ধ্বা সমাগতাঃ পুনঃ প্রতিনিবৃত্তা তং গাতুং মার্গং গচ্ছত । হে মনসম্পতে দেব ভবতোক্তেষু দেবেষ্বিমং নো যজ্ঞং নিধেহি । ইদমাজ্যং হতমন্ত । সর্কক্রিয়াপ্রবর্তকে বায়ো নিধেহি । ইদমাজ্যং হতমন্ত । বায়ুবিষয়গানেন মন্ত্রেণ যজ্ঞসমাপ্তিমুপপাদয়তি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি । স স্বা অধ্বৰ্যুঃ শ্রাৎ । যো যতো যজ্ঞং প্রযুক্তে । তদেনং প্রতিষ্ঠাপরতীতি । বাতা স্বা অধ্বৰ্যুঃ প্রযুক্তে । দেবা গাতুবিদো গাতুং বিদ্বা গাতুমিতেত্যাং । যত এব যজ্ঞং প্রযুক্তে । তদেনং প্রতিষ্ঠাপরতি । প্রতিষ্ঠিতি প্রজ্ঞা পণ্ডির্ভজমানঃ” (ব্রাং কাং ৩ প্রং ৩ অং ৯) ইতি । যোহধ্বৰ্যুঃস্বাদেবাত্তজ্জমুপক্রমতে তস্মিন্নেব দেবে যদি যজ্ঞং সমাপরেত্তর্হি স এব মুখ্যোহধ্বৰ্যুঃ শ্রাদিতি ব্রহ্মবাদিনামুক্তিঃ । অজ্যাপ্যধ্বৰ্যুঃ সর্কক্রিয়া- প্রবর্তকাষাণোরেব যজ্ঞমুপক্রমতে । “দেবা গাতুবিদো গাতুং যজ্ঞায় বিন্দত । মনসম্পতিনা

দেবেন বাতাস্তজঃ প্রযজ্যতাং” ইত্যোতশ্চাচ্ছিদ্রকাণ্ডগতস্ত মন্ত্রস্ত প্রথমং জপিতব্যাং । অতঃ
সমাপ্তাবপি দেবা গাতুবিদ ইত্যেয বায়ুবিষয়ো মন্ত্রো যুক্তঃ । যজ্ঞপ্যোতাবতা ত্রয়োদশানু-
বাকোক্তানাং মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং সমাপ্তং তথাহপি দশমানুবাকে পত্নীসম্বনপ্রসঙ্গেন পত্নী-
বিষয়ো যৌ মন্ত্রাবাম্বাতৌ । তদানীমনুপযোগাদ্ব্যাক্রমেন তৌ তত্র ন ব্যাখ্যাতৌ । উপবেষত্যা-
গার্থং মন্ত্রোৎপত্তিরপি কৰ্ত্তব্যেতি তদুভয়মত্র ব্যাক্রিয়তে । প্রথমং তাবতোক্তবিমোকমন্ত্রস্ত
পূর্বাঙ্কং ব্যাচষ্টে—“যো বা অযথাদেবতং যজ্ঞমুপচরাত । আ দেবতাভ্যো বৃশ্যতে ।
পাপীয়ান্ ভবতি । যো যথাদেবতং । ন দেবতাভ্য আবৃশ্যতে । বদীয়ান্ ভবতি । বারুণো
বৈ পাশঃ । ইমং বি ষ্যামি বরুণস্ত পাশমিত্যাহ । বরুণপাশাদেবৈনাং মুক্তি । সবিতৃ-
প্রস্তুতো যথাদেবতং । ন দেবতাভ্য আবৃশ্যতে । বদীয়ান্ ভবতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩
অঃ ১০) ইতি । যোক্তৃপাশস্ত বরুণো দেবতা, তদ্বদন্ত চ সবিতা দেবতা । ততো
বরুণস্ত পাশং যমবয়ীত সবিতেতি পদাভ্যাং যথাদেবতং যজ্ঞোপচারান দেবতাভ্য আবৃশ্যতে
ন বিচ্ছিন্নো ভবতি । নাপি দরিরদো ভবতি । সবিতৃপ্রস্তুতো যথাদেবতমুপচরতীতি শেষঃ ।
তৃতীয়পাদে পদার্থবাক্যার্থো দর্শয়তি—“যাতুশ্চ যোনৌ স্কৃতস্ত লোক ইত্যাহ । অগ্নিরৈবৈ
ধাতা । পুণ্যং কৰ্ম্ম স্কৃতস্ত লোকঃ । অগ্নিরেবৈনাং ধাতা । পুণ্যে কৰ্ম্মণি স্কৃতস্ত
লোকে দধতি” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । হুংখনাশায় স্তুতপ্রাপ্তয়ে চ
চতুর্থপাদোক্তিরিত্যাহ—“যোনং মে সহ পত্যা করোমীত্যাহ । আত্মনশ্চ বহমানস্ত চানাতৌ
সংস্কার” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । পত্ন্যাঃ পূর্ণপাত্রবিমোকার্থো যৌ মন্ত্রস্তং
ব্যচষ্টে—সমাবৃষা সং প্রয়েত্যাহ । ‘আশ্বিনমেবৈতামাশাস্তে পূর্ণপাত্রৈ’ (ব্রাঃ কাঃ ৩
প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । সমানীয়মান ইতি শেষঃ । মন্ত্রগতং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অন্ত-
তোহমুষ্টুভা । চতুষ্পদা এতচ্ছন্দঃ প্রতিষ্ঠিতং পত্ন্যৈ পূর্ণপাত্রৈ ভবতি । অগ্নিলোকে
প্রতিষ্ঠানীতি । অগ্নিরেব লোকে প্রতিষ্ঠিত” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি ।
পত্নীকৰ্ত্তব্যস্তাবদানে বিহিতং যদিৎ পূর্ণপাত্রাভিমন্ত্রণমমুষ্টুভা ক্রিয়তে তদিদং ছন্দঃ পাদ-
চতুষ্টয়োপেতত্বাদপোষিভি প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । কশ্মিষিষয়ে । পত্ন্যাঃ সন্ধকিনি পূর্ণপাত্রৈ
বিষয়ে । মন্ত্রং জপন্ত্যাঃ কোহিতিপ্রায়ঃ । ইহ লোকে প্রতিষ্ঠিতা স্তামিত্যভিপ্রায়ঃ । তত্র
মন্ত্রসামর্থ্যাং সা প্রতিষ্ঠিতত্বাদ । প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“অথো বাগ্না অমুষ্টুক ।
বাস্থিথুনং । আপো রেতঃ প্রচননং । এতস্মাদৈ মিথুনাদ্বিত্যোতমানঃ স্তনয়য়তি । রেতঃ
সিঞ্চন্ । প্রজাঃ প্রজনয়ন্” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০) ইতি । ন কেবলমমুষ্টুভাছন্দো-
রূপত্বং কিং তু বাগ্নপত্নমপ্যস্তি । সা চ বাগ্ন্যোষিচ্ছন্দোৰূপেণ পুরুষেণ সহ মিথুনং সম্প্রদত্তে ।
বাস্ত পূর্ণপাত্রগতা আপস্তাঃ প্রজোৎপত্তিসাধনং রেতঃ । এতস্মাদেব বাগ্নাস্থানগতানিগুণা-
হুংপন্ন আদিত্যপ্রেৱিতো মেঘো বৃষ্টিদ্বারেণ প্রজোৎপত্তৌ পর্যবস্তুতি । তথা চ স্মর্যতে—
“অমৌ প্রাতঃহুতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্হুতেরন্নং ততঃ প্রজাঃ”
ইতি ॥ বিমুক্তয়োক্তস্ত পূর্ণপাত্রোদকস্ত চ সহকারঃ পত্ন্যা কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—“যদৈ যজ্ঞস্ত
ব্রহ্মণা যজ্যতে । ব্রহ্মণা বৈ তস্ত বিমোকঃ । অন্নিঃ শান্তিঃ । বিমুক্তং বা এতর্হি যোক্তব্র-
হ্মণা । আদায়ৈনংপত্নী সহাপ উপগৃহীতে শান্ত্যে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১০)

ইতি । 'যথা মন্ত্ৰেণোপহিতানাং কপালানাং মন্ত্ৰেণৈব বিমোকঃ কৰ্ত্তব্যস্তথা যোক্তৃশ্চাপি যোগবিমোকবত্যা রজ্জা কৃতশ্চোপদ্রবস্তাদিঃ শান্তির্গুক্তা । যোক্তুং চেদানীং মন্ত্ৰেণ যুক্ত-
নতোহঞ্জলৌ তত্শোক্ৰুমানাদয় তেনং সহাপো গৃহীয়াৎ । তদগ্রহণায়াহনয়নং বিধত্তে—“অঞ্জলৌ
পূৰ্ণপাত্রমানয়তি । রেত এবাশ্রাং প্রজাং দধাতি । প্রজয়া হি মনুষ্যাঃ পূৰ্ণঃ” (ব্রা० কা० ৩
প্র० ৩ অ० ১০) ইতি । শোভত ইতি শেষঃ । পূৰ্ণপাত্রোদকেন পঙ্ক্যা মথপ্রক্ষালনং
বিধত্তে—“মথং বিমুচ্ঠে । অবভূথশ্চৈব রূপং কৃছোত্তিষ্ঠতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১০)
ইতি । উত্তিষ্ঠেদিতি বিধিঃ । অথোপবেষো মন্ত্ৰেণ পরিত্যক্তব্যোহতঃ প্রোক্তোতি—“পরিবেষো
বা এষ বনস্পতীনাং যতপবেষঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । পলাশশাখা-
মূলে ত্যক্তো ভাগ উপবেষঃ । স চ সর্কেষাং বনস্পতীনাং পরিতো ব্যাপোতি । বনস্পতি-
ভিত্তংসাপ্যাত্মাক্ষারবিবোজনতন্তুকপালোপধানাদেবনেন কৃতত্বাৎ । বেদনং প্রশংসতি—“স
এবং বেদ । বিন্দতে পরিবেষ্টারং” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । সেবকজন-
নিত্যর্থঃ । মন্ত্ৰোৎপাদনপূৰ্ব্বকমুপবেষতাগং বিধত্তে—“তমুংকরে । যং দেবা মনুষ্যেযু ।
উপবেষমনারয়ন্ । যে অশ্বদপচেতসঃ । তানশ্বভ্যমিহাহকুক । উপবেষোপবিড়্টি নঃ ।
প্রজাং পুষ্টিমপো ধনং । দিপদো নশ্চতুষ্পদঃ । ধ্রুবাননপগান্ কুর্কিতি প্রস্তাৎ প্রত্যক্ষমপ-
গৃহতি । তস্মাৎ পুরস্তাৎ প্রত্যক্ষঃ শূদ্রা অবশস্তি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১)
ইতি । তমুংকর উপগৃহতীত্যয়ঃ । যমিত্যাदिश्म्यঃ । যং পলাশশাখামূলভাগং দেবা মনুষ্য-
সমন্ধিযজ্ঞেযু কপালোপধানাভাগকশ্মকরিণমপবেষমবগ্ধয়ন্, হে উপবেষ স যং যে পত্র-
ভাৰ্যাদরোচশ্চোহপবক্তান্তানশ্বদর্থাগহাহনীয়াম্বরভান্ কুক । হে উপবেষাত্মকং সমীপে
প্রজাদিকং বিড়্টি ব্যাপ্তং কুক । মনুষ্যান্ পশুংচ চিরজীবিনো বিয়োগরহিতাংচ কুক ।
অনেন মন্ত্ৰেণ তমুপবেষমুংকরে মূংননাদিকপে তৃণাদিত্যাগস্তানে পূৰ্ব্বভাগে প্রত্যক্ষুথং গৃঢ়ং
কুৰ্ঘ্যাৎ । সম্বাদেবং তস্মাল্লোকৈপ্যাপদেবৎকশ্মকরাঃ শূদ্রাঃ স্বাভ্যভিনৃথাঃ স্বামিনঃ পুরস্তাৎ
সর্পিদাহবতিষ্ঠন্তে । নিঃশেষেণ গৃহনং বিধত্তে—“স্ববিনত উপগৃহতি । অপ্ৰতিবাদিন
এবৈনান্ কুবতে” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি । অগ্রমুংকরে প্রবেশ্য মূলং
বহিনীবেশেষয়েৎ । কিং তু স্ববিষ্ঠানমূলাদারভ্য কুংহ্রং প্রবেশয়েৎ । তথা সত্যেতান্
ভূতানপ্ৰতিবাদিন উক্ৰকারিণঃ কুংকতে । অভিচারায় নয়ন্তুরমুংপাদয়িতুং প্রোক্তোতি—“স্বষ্টিকী
উপবেষঃ । শুচর্তো বজ্রো ব্রহ্মণা সচ শিতঃ” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি ।
অগ্রমুপবেষঃ স্বত এব দ্বাষ্টীয়ুক্তোহত উৰ্দ্ধং বহিসস্তাপেন যুক্তঃ । পুনরপি মন্ত্ৰেণ
তীক্ষ্ণীকৃতদ্বাদজ্জঃ সম্প্রোহতোহভিচারযোগ্যঃ । তত্র মন্ত্ৰমুংপাথ্য বিনিযুক্তে—“যোপবেষে
শুক । সাহমুমুচ্ছতু যং দ্বিয় ইতি । অথাস্মৈ নাম গৃহ প্রহরতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ०
১১) ইতি । শুকসস্তাপঃ । অমমিত্যত্র যো দ্বৈশ্বস্তশ্চ নাম গৃহীত্ব তমুপবেষমগ্নৌ প্রহরেৎ ।
পুনরপ্যাং ত্রয়মভিচারার্থমুংপাদয়তি—“নিরমুং হুদ ওকসঃ । সপত্নো যঃ পূতশ্চতি ।
নির্কীধ্যেন হবিষা । ইন্দ্র এণং পরাশরীৎ । ইহি তিস্রঃ পরাবতঃ । ইহি পঞ্চজনা ৬ অতি ।
ইহি তিস্রোহতিরোচনা যাবৎ । স্বর্ঘ্যো অসদ্বিবি । পরমাং ত্বা পরাবতং । ইন্দ্রো নয়তু
বৃদ্ধহা । যতো ন পুনরায়সি । শখতীভাঃ সমাভ্য ইতি” (ব্রা० কা० ৩ প্র० ৩ অ० ১১) ইতি ।

যঃ শত্রুর্ন্যুৎসতি অমুং স্বগৃহাং নিঃসারয় । নিঃশেষং জগদ্বাধ্যং যেন তন্নির্বাধ্যং তাদৃশং হবি-
রূপবেষরূপং তেনৈব এনং শত্রুং পরাকৃত্য হিংসিতবান্ । পরাবচ্ছকো দূরদেশবাচী জীলিঙ্গঃ ।
হে শত্রো স্বং ত্রিভ্যো লোকৈভ্যো নির্গত্য ত্রীন্দ্রদেশান্ ব্রাহ্মণাদীনতিক্রম্য চাণ্ডালাদিষু গচ্ছ ।
বাবৎস্বর্যো দিব্যস্তি তাবন্তং কালমগ্নিস্বর্ঘ্যচক্ষুরপাস্তিস্রো দীপ্তিরতিক্রম্য মহত্যাংকারে গচ্ছ ।
বৃহৎস্রোতাস্তদূরদেশং নয়তু । যস্মাদ্দূরদেশাদনেকভ্যঃ সংবৎসরেভ্য উর্দ্ধমপি ন পুনরাগমি-
ষ্যসি । এতাভিস্তিস্তিভির্ন্যুভিরূপবেষং গৃহাদূরতো নিরন্তেনিত্যেবং বিধি (ধিং) স্তাবকেনাথ-
বাদনোন্নয়তি—“ত্রিষদ্বা এষ বজ্রো ব্রহ্মণা সঙ্কীর্ণিতঃ । শুচৈবৈনং বিদধ্বা । এভ্যো
লোকৈভ্যো নির্গচ্ছ । বজ্রেণ ব্রহ্মণা সৃণতে” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১১) ইতি । মন্ত্রত্রয়েণ
তীক্ষ্ণীকৃত এষ উপবেষরূপো বজ্রসিঁদুণো ভবতি । এতন্নিষ্ঠেন শোকেনৈনং বৈরিণং লোকত্রয়া-
নিঃসার্য নম্রায়কেন বজ্রেণাভিহিনস্তি । ত্রিভূমিং খাভ্য তত্রোপবেষং প্রতিক্ষেপ্তুং যজুর্ন্যুৎসতি-
মমুংপাদয়তি—“হতোহসাববদিস্মানুস্মিতাহ স্তো” (ব্রাঃ কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১১) ইতি ।
স্তুতির্ভাসা । অত্র স্ত্রুং—“পঞ্চতি নিরন্তেনিখনেদ্বা” ইতি । উপবেষস্তায়ো ক্ষেপণে দূরদেশে
নিরসনে ভূমৌ গমনে চ ধ্যানং বিধেয়ং—“যং দিয্যান্তং দ্যায়েৎ । শুচৈবৈনমপ্নয়তি” (ব্রাঃ
কাঃ ৩ প্রঃ ৩ অঃ ১১) ইতি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ ।

“বাজ্রদ্বাভ্যাং ক্ষচোর্ব্যহো বস্বজ্যাংপরিবীংসিভিঃ । অক্ৰমাপ্যা দ্বিভিঃ ক্ষকু পস্তরাগ্রাদিকাজ্জনম্ ॥
নক প্রান্তরহোমোহয়মায়রগ্ন্যভিমথণম । কনা ভূমিং স্পৃশেতং প মধ্যস্থ পরিবেছেতিঃ ॥ ২ ॥
যজ্ঞাত্ময়োর্ক্যোর্হোমঃ সংশ্রাব শ্রাবকাহতিঃ । অগ্নেঃ ক্ষচৌ সাদয়িত্বা পুরি তে প্রোহেয়ং ক্ষচৌ ॥ ৩ ॥
অগ্নে কলীকৃতৈর্হোমো দেবা ঈষ্টগচ্ছতিঃ । বাচি বর্হির্হিতির্ক্বাতে সর্বহোমোহত্র বিংশতিঃ ॥ ৪ ॥”

অথ মীমাংসা ।

দশমাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“ক্রয়ায় প্রতিপত্ত্য বা চমসেভাদিভক্ষণং । ক্রয়ায়
পূর্ববদ্নৈব যাগীয়ে স্বত্ববজ্ঞানং ॥ অক্ৰীতযজ্ঞমানস্ত ভক্ষসঙ্ঘাচ্চ তেন সা । প্রতিপত্তিঃ সংস্কৃতি-
স্ত্বাং সত্রেষু ন নিবর্ততে” ইতি ॥ অস্তি সোমে চমসভক্ষঃ । অস্তি চেষ্টাবিভাপ্রাশিত্রাদিভক্ষঃ ।
তত্র ভক্ষণে ক্রীতানামুজ্জিৎ স্বাধীনত্বসম্ভবাং । দক্ষিণেব ক্রয়ার্থং ভক্ষ ইতি পূর্বঃ পক্ষঃ ।
যাগদেবতায়ৈ সঙ্কল্পিতে দ্রব্যে স্বত্বমলভমানো যজ্ঞমানো ন তেন ক্রেতুং শক্নোতি । কিং চ যজ্ঞমান-
পক্ষমাঃ সমুপহৃয়েভাং প্রাপ্তস্তীত্যক্রীতস্যাপি যজ্ঞমানস্ত ভক্ষঃ শ্রুয়তে । তৎসাহচর্যাদৃজ্জিৎমপি
ভক্ষণং ন ক্রয়ার্থমিতি গম্যতে । তস্মাৎ প্রতিপত্ত্যর্থো ভক্ষঃ । তেন ক্রয়ার্থস্বাভাবেন
পরিশিষ্টমাণা সা প্রতিপত্তির্যোগোপযুক্তদ্রব্যসংস্কারত্বেন সত্রেষু ন বাধ্যতে । তৃতীয়াধ্যায়স্ত
প্রথমপাদে চিস্তিতং—“চতুর্ধা কার্য আগ্নেয়ঃ পুরোডাশ ইতীরিতং । চতুর্ধা করণং সর্বশেষো
বাহগ্নেয়মাত্রগং । উপলক্ষণতাহগ্নেয়ে যুক্তাহতঃ সর্বশেষতা ॥ অগ্নীষোমীয় ঐক্যাগ্নে যতোহ-
স্ত্যাগ্নেয়তা ততঃ । নহেগ্নেয়ত্বং তদ্যোম্মুখং কেবলাগ্ন্যুপাশ্রয়াং । তেনৈকস্মিন পুরোডাশে
চতুর্ধাকরণস্থিতিঃ” ইতি । দশপূর্ণমাসয়োঃ শ্রুয়তে—“আগ্নেয়ং চতুর্ধা করোতি” ইতি ।
তত্রাহগ্নেয়বদেক্সাগ্নীষোমীয়য়োরাপি পুরোডাশয়োরাগ্নিসম্বন্ধাদাগ্নেয়শব্দেন পুরোডাশত্রয়সুপ-

লক্ষ্যতে । ততঃশ্রাব্যং শেষ ইতি চেন্নৈবং । ন হ্যগ্নেয় ইত্যয়ং তদ্বিত্তঃ সখক্ষমাত্রেহিহিতঃ
 কিং তু দেবতাসম্বন্ধে । অগ্নিশ্চ কেবলো দ্বিদেবতায়োঃ পুরোডাশয়োঁ দেবতা । অতো
 দেবকৈকদেশেন কৃৎসদেবতোপলক্ষণাদগ্নেয়ত্বং তয়োঁ মধ্যমিতি মুখ্য এবাহগ্নেয়ে চতুর্ধাকরণং
 ব্যবতিষ্ঠতে । তত্রৈব চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“ইদং ব্রহ্মণ ইত্যুক্তিঃ ক্রমার্থা ভক্ষণায় বা ।
 ভক্ষাক্রমতঃ ক্রমার্থাহতো যথেষ্টং তৈনি যজ্ঞাতাং ॥ দেবতায়ৈ সমস্তস্ত কৃৎসত্বাং স্বামিতা ন হি ।
 শেষস্ত প্রতিপত্ত্যর্থং ভক্ষণং তত্র যজ্ঞাতে” ইতি ॥ চতুর্ধাকৃতস্ত পুরোডাশস্ত ভাগান্বজমান
 এব নির্দেশে—“ইদং ব্রহ্মণঃ । ইদং হোতুঃ । ইদমধ্বর্যোঃ । ইদমীশ্বরঃ” ইতি । সোহয়ং
 নির্দেশো ন ভক্ষণার্থঃ । ভক্ষণশ্রাশ্রতত্বাং । ততো ভূতিনানেন তান্বিজঃ পরিক্রময়ং
 নির্দেশঃ । ক্রমশ্চ তদঙ্গীকারানুসারেণ স্বল্পোপ্যুপপত্ততে । তস্মাৎ স্বকীয়ভাগান্তিরিচ্ছয়ো-
 পমোক্তুং শক্যা ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অগ্নয়ে জুষ্টং নির্বপামীতি কৃৎসন্ত ইবিষো দেবতার্থং
 সংকল্পিতয়েন তত্র যজমানস্ত স্বামিত্যভাবায় যুক্তঃ পরিক্রমঃ । ভক্ষণং তু প্রতিপত্ত্যত্বাদযুক্তং ।
 অবশিষ্টস্ত যঃ কোহপ্যুপযোগঃ প্রতিপত্তিঃ । পুরোডাশস্ত ভক্ষণাহিত্ত্বক্ষণেন কর্ম্মকরণামুৎ-
 সাহজননাচ্চ তদ্বক্ষণার্থো নির্দেশো যজ্ঞাতে । তত্রৈবষ্টনপাদে চিস্তিতং—“বাজস্ত মেতামুং
 ক্রয়াদেকো দ্বৌ বা কৃতার্থতঃ । একঃ কাণ্ডদ্বয়ে পাঠাদধ্বর্যুস্বামিনাবুভৌ” ইতি ॥
 দর্শপূর্ণমাসরৌকীজস্ত মেতায়ং নল্লোহধ্বর্যুকাণ্ডে বজমানকাণ্ডে চাহ্নাতঃ । তত্রৈকেন পঠিতে
 সতি মন্ত্রস্ত চরিতার্থত্বাদিতরস্তং ন পঠেদिति চেন্নৈবং । কাণ্ডান্তরপাঠবৈবধ্যপ্রসঙ্গাৎ ।
 তস্মাজুতাভ্যাং পঠনীয়ঃ । তয়োঃ পঠতোরাশয়ভেদোহস্তু । জনেন মন্ত্রেণ প্রকাশিতমর্থম-
 মুষ্ঠান্ত্রামীতাদধ্বর্যুশ্রুতে । অত্র ন প্রমদিত্যমীতি যজমানঃ ।

চতুর্থস্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“প্রস্তরং শাখায়াং সাদ্ধং গ্রহবেৎ প্রহ্নতিস্থিয়ং । শাখায়া
 অর্থকর্ম্ম শ্রাং প্রতিপত্তিরতোচিতা ॥ প্রহ্নতিঃ প্রস্তরে যাগঃ শাখায়াঃ সাহচর্য্যতঃ ।
 তথাহাদর্থকর্ম্মদ্বয়ে হতিঃ শাখা প্রযোজয়েৎ ॥ হরতিগাংবাচী নো প্রতিপত্তিস্ততো ভবেৎ ।
 পৌর্ণমাস্তাং ততো নৈব হতিঃ শাখাং প্রযোজয়েৎ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসয়োঃ
 শ্রয়তে—“সহ শাখয়া প্রস্তরং গ্রহরতি” ইতি । তত্র শাখাপ্রহরণমর্থকর্ম্ম । কৃতঃ ।
 প্রহ্নতিশব্দেন যাগস্তাভিধানাৎ । এতচ্চ সূক্তবাকেন প্রস্তরং গ্রহরতীত্যেতদ্বাক্যমুদাহৃত্য
 চিস্তিতং । প্রস্তরগ্রহরণস্ত যাগদ্বয়ে তৎসাহচর্য্যচ্ছাখাপ্রহরণমপি যাগ এবৈত্যর্থকর্ম্ম
 শ্রাৎ । অর্থায় ক্রতুসাকল্যপ্রয়োজনায় ক্রিয়মাণমর্থকর্ম্ম । ততঃ প্রহরণেন পৌর্ণমাস্তা-
 মপি পলাশশাখা প্রযজ্যত ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সূক্তবাকেন প্রস্তরং গ্রহরতীত্যত্র
 হরতিধাতোর্থগবাচিৎ নোক্তং কিং তু মাস্ত্বর্গিকদেবতামুপলভ্য দ্রব্যদেবতাভ্যাং যাগঃ
 কল্পিতঃ । শাখাপ্রহরণে তু নাস্তি দেবতা । ততো যাগস্ত কল্পয়িতুমশক্যতয়া হরতিধাতুরত্র
 স্ববাচ্যার্থপরিভাগমেবাহচষ্টে । তথা সতি বৎসাপাকরণ উপযুক্তায়াঃ পলাশশাখায়া উপযোগান্ত-
 রাভাবাদ্যাগদেশেহবকাশশাভায় যত্র কাপ্যবগ্নং পরিত্যাগে প্রাপ্তে শাশ্বেগাহবর্নীরে ত্যাগো
 নিয়মাত্তে । তেন চ শাস্ত্রীয়ত্বাগেন শাখায়াঃ প্রতিপত্তির্ভবতি । প্রতিপত্তিনাম সংস্কাররূপো দৃষ্টার্থঃ ।
 যথা রাজা চর্ষিতস্ত তাঙ্কূলস্ত সৌবর্ণে এতদগ্রহে প্রক্ষেপন্তত্বৎ । ততঃ প্রহরণং প্রতিপত্তি-
 কর্ম্মতয়া তদভাবে ক্রতুবৈকল্যাভাবাৎ পৌর্ণমাস্তাং অসিদ্ধ্যহেতুত্বাৎ শাখাং ন প্রযোজয়তি ।

যষ্ঠাধ্যায় প্রথমপাদে চিহ্নিতং—“স্মিতা নাস্তি স্বামিতাবঃ পুংলিঙ্গেন তদীরণাৎ ।
প্রকৃত্যর্থস্তা লিঙ্গং সংখ্যাব্যবস্থাবিবক্ষিতং ॥ অন্ত্যাদ্বেশগতং সংখ্যা সদৃশত্বতঃ । টাক্ষিভক্তি-
বিকারাদেবপুংলিঙ্গেন তু” ইতি ॥ স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি পুংলিঙ্গশব্দেনাধিকারিণো
বিধানাৎ নোহধিকারঃ স্মিতা নাস্তি । ন চ গ্রহৈকত্ববল্লিঙ্গমবিক্ষিতমিতি বাচ্যং । একত্ব-
বল্লিঙ্গস্ত প্রত্যয়ার্থত্বাভাবাৎ প্রকৃত্যর্থত্বং । তু গ্রহত্ববল্লিঙ্গত্বং পুংলিঙ্গমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অস্তি
স্মিতাঃ কৰ্ম্মস্বধিকারঃ । কৃতঃ । পুংলিঙ্গ স্থাবিবক্ষিতত্বাৎ । ন হোকত্বস্ত প্রত্যয়ার্থত্বমবিক্ষায়াং
নিমিত্তং কিং তুদেগতত্বং । ইহাপি বা স্বর্গকামঃ স যজ্ঞেতেতি বচনব্যক্তৌ পুংলিঙ্গ-
ত্বোদেগতত্বেনৈকত্বসদৃশ স্বামিতাবি বিবক্ষিতত্বং । ন চ প্রকৃত্যর্থো লিঙ্গং । স্মিতা লিঙ্গং তাবট্টা-
বাদিভিঃ স্মিত্যর্থায়ৈকত্বীয়তে । পুংলিঙ্গং তু বৃক্ষানিত্যস্মিন্ দ্বিতীয়াবহবচনে বিভক্তিবিকারেণ
নকারাদেশলক্ষণেনাভিব্যজ্যতে । এবং বুলমিত্যস্মিন্ প্রথমৈকবচনে নপুংসকাভিব্যক্তিঃ ।
তস্মাল্লিঙ্গস্ত প্রকৃত্যর্থত্বাভাবাহুদেগতত্বেনাবিবক্ষিতত্বাচ্চ স্মিতা অন্ত্যাদিকারঃ ।

তত্রৈবাত্তচিহ্নিতং—“দম্পতিভ্যাং পৃথক্কাৰ্য্যং সহ বাহুখ্যাসংখ্যায়া । পৃথগ্গৈবমবৈশুণ্য-
কত্ৰৈক্যং দেবতৈক্যবৎ” ইতি ॥ যজ্ঞেতেত্যাখ্যাতপ্রত্যয়গতায়ঃ সংখ্যায়া উদেগতত্বাভাবেন
বিবক্ষায়া বারয়িতুমশক্যত্বাদেককর্তৃহায় দম্পতিভ্যাং পৃথগ্গৈব কৰ্ম্মাভ্যন্তর্যমিতি চেন্নৈবং । বৈশুণ্য-
প্রসঙ্গাৎ । কৰ্ম্মণি তত্র পত্ন্যাবেক্ষণং যজমানাবেক্ষণং চেতু্যভয়মপ্যাম্মাতং । তত্র যজমানপ্রয়োগে
পত্ন্যাবেক্ষণং লুপ্যত পত্নীপ্রয়োগে যজমানাবেক্ষণং লুপ্যেতেত্যবৈশুণ্যায় দ্বয়োঃ সহাধিকারঃ ন চ
যজ্ঞেতেত্যেকবচনং বিরুদ্ধং । অগ্নীষোগৌ দেবতেত্যত্র যথা ব্যাসক্তয়োদেবতাদেবতৈক্য-
ত্থা দম্পত্যোঃ সহাধিকারঃ । তথা সত্যুনেহতিরিক্তং ধীমাতা ইতি বাক্যেন কৰ্ম্মণি ন্যূনান্নপূরণং
পত্ন্যা ক্রিয়ত ইতি যজ্ঞত্বং তৎস্থস্থিতং ॥

অথ ব্যাকরণং ।

বাজস্তেত্যত্র ‘বজ ব্রজ গতো’ ইত্যস্মাক্কাতোকুংপন্নঃ কৰ্ম্মণি বজ্রপ্তঃ (বাজশব্দঃ) । ততো
ক্রিয়াদানাহাদান্তঃ । প্রসবশব্দোহপ্ প্রত্যয়ান্তঃ । ততস্তত্র থাখাদিস্বরঃ । এবং সর্বং যথাযোগ্য-
মুদ্রয়ে ॥” ইবে তাত্তা যজুর্শব্দাঃ কাচিংকাচির্গীৰিতা । তাসামৃচাং বিবিচ্যাণ বচি চ্ছন্দোং-
ববুদ্ধয়ে ॥ সাবিত্রিয়চ্চা, অমৃষ্টুভচ্চা, বৈশ্বদেব্যর্চেতি ব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ সর্ববজ্রবাং মধ্যে
সমাস্তাতা ঋচঃ । দেবো বঃ সবিতা প্রাপন্নস্বিতি দ্বিপদা বিরাড্ গায়ত্রী । আ প্যায়স্বমিতি
মধ্যেজ্যোতিষ্ঠিষ্টপ্ । রুদ্রস্ত হেতিরিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । ঐবা অন্নিমিত্যপি তত্বং ।
প্রথমগাদিতি ত্রিষ্টপ্ । সহস্রবল্লী ইত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । উর্বস্তুবিক্মিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
সম্পূচ্যস্বমিতি গায়ত্রী । দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বিতি গায়ত্রী । অবধূতমিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
পরাপূতমিত্যপি । দীর্ঘামস্বিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । যোনি বশ্ম ইত্যমৃষ্টপ্ । সমাপো
অভিরিভ্যাপরিষ্টাদবৃহতী । অত্য়ঃ পরীত্যেকপদা গায়ত্রী । অন্তরিতমিত্যেকপদা গায়ত্রী ।
দেবস্ত সবিত্তঃ সব ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী । পুরা ক্রুরস্তেত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । উদাদাগ্নেতি
ত্রিপদা ত্রিষ্টপ্ । আশাসানা স্ত্রপ্রজসস্তুতামৃষ্টভো । ইমং বি স্মামীতি ত্রিষ্টপ্ । সমায়
বেত্যমৃষ্টপ্ । দেবো বঃ সবিতোংপুনাস্বিতি গায়ত্রী । বীতিহোত্রমিতি গায়ত্রী । এতা অসদ-
মিত্যেকপদা ত্রিষ্টপ্ । অগ্নে বটরিত্যেকপদা গায়ত্রী । পাহি মাহয় ইতি দ্বিপদা গায়ত্রী ।

বাজস্ত্র মোদ্গ্ৰাভং চেত্যম্বষ্টুভৌ । যং পরিধিমিতি পুরস্তাজ্যোতিষ্ঠিপু । সৗশ্রাবভাগা
ইতি দ্বিষ্টপু । নম্বিতরেবামপি মন্ত্রাণামনেন ত্র্যয়েনাক্রমাত্রসংখ্যাবিশেষমুপজীব্য যৎকিঞ্চিচ্ছন্দঃ
কল্যাতামিতি চেষ্টে । যজুর্বাং ছন্দঃকলেন শ্রুতিবিরোধপ্রসঙ্গাৎ । তথা চ ব্রাহ্মণং পূর্বমেবোদা-
হতং—“তত্রোভয়ৌর্দ্বীমাংসা । জামি স্ত্রাং । যদযজুর্বাং জ্যং যজুর্বাংপ উৎপুনীয়াৎ ।
ছন্দসাহপ উৎপুনাত্যজামিহ্মায়” ইতি । তত্র যজুর্নিষেধা ছন্দোহভিধীয়তে । ততো যজুর্বাং
ছন্দো ন শ্রুতেরভিমতং । তথা সতি স্বশক্ত্যা কিঞ্চিন্নূতনং ছন্দঃ কল্পয়িতুং ন শক্যতে ।
কিং তু পূর্বসিদ্ধসম্প্রদায়গতং ছন্দোলক্ষণং যত্র যত্রাস্তি তস্তাং তস্তামৃচি ছন্দো জানীয়াৎ ।
ঋচামেব ছন্দোবিধানাৎ ॥ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৩ অম্ববাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীর্তৈত্তিরী-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রপাঠকে ত্রয়োদশোহম্ববাকঃ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

ত্রয়োদশ অম্ববাকের মন্ত্র-সমূহে অধ্যায়্য এবং ঋকবৃহন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় বিবৃত
হইয়াছে । দ্বাদশ অম্ববাকের মন্ত্র-সমূহে আধার পরিগৃহীত হইবার পর অর্থাৎ বেদীতে
আধারস্থাপনান্তর অন্তর্গত কি ভাবে যাগনিষ্পাদন করিবেন এবং কি ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-
পদ্ধতির অন্তঃসরণে বেদিস্থিত সেই আধার-পাণ্ড্রে ঋক বৃহন করিতে হইবে, ত্রয়োদশ অম্ববাকে
যথাক্রমে সেই পদ্ধতির বিবৃতি দেখি । তদন্তঃসরণেই ভাষ্যকার অম্ববাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা
নিষ্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি ।

বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে ত্রয়োদশ অম্ববাকে কড়িটা মন্ত্রের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে
“বাজস্ত্র...বাস্ত্রতাং” প্রভৃতি দুইটা মন্ত্রে ঋকবৃহন, ‘বস্তুভ্যস্তা’ প্রভৃতি তিনটা মন্ত্রে উত্তর দক্ষিণ
ও মধ্যম তিনটা পরিধি অঙ্গন, ‘অন্তঃ রিহাণা’ এবং ‘আপ্যারতামাপ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋক
এবং প্রস্তরপ্রাদি ধৌত করিতে হয় । ‘মরুতাং পৃষতঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে প্রস্তরহোম, ‘আয়ুস্পা’
প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ, ‘ঋবাসি’ মন্ত্রে ভূমিস্পর্শন, ‘যং পরিধিং’ প্রভৃতি মন্ত্রে মধ্যম
প্রভৃতি পরিধিতে অহতি দান এবং ‘বজ্জানঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে হোমদয় সম্পাদন । তার
পর ‘মংস্ত্রাব’ অহতি প্রদানান্তর ‘অগ্রে বাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋক গ্রহণ করিয়া ‘ধূনি’ প্রভৃতি
মন্ত্রে ঋক-স্থাপন, ‘অগ্রেহদক্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে কলীকৃত-হোম, তার পর ‘দেবগাতুবিদো’
প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টযজুঃ অহতি প্রভৃতি—ত্রয়োদশ অম্ববাকের মন্ত্র-সমূহে বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতির
উল্লেখ বিবৃত হইয়াছে । এইরূপ বিনিয়োগ ও ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ
অধ্যাহার করিয়াছেন, আমাদের মন্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে যথাক্রমে তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেছি ।

আমাদের মতে প্রথম মন্ত্রে অন্তঃশক্রনাশে আয়োৎকর্ষ-সাধনের আকাজক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ।
জ্ঞান ও কর্মশক্তিই যে তৎপক্ষে প্রধান সহায়, তাহাতে সেই প্রসঙ্গ প্রথ্যাত হইয়াছে ।
ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই । ভাষ্যমতে

মন্ত্রের অর্থ—‘অন্নপ্রাপ্তির জন্ত মুষ্টিবদ্ধ জুহু উর্দ্ধগ্রহণে আমরাও উর্দ্ধগ্রহণ সম্পন্ন হউক ; আর উপভুক্তকে নীচগ্রহণে আমার বৈরিসমূহ অধোগামী হউক । পরব্রহ্মদেব আমার উৎকর্ষ এবং বৈরিগণের নিকর্ষ সাধিত করুন । অনন্তর ইন্দ্রাণী দেবতাদ্বয় আমার সপত্নদিগকে (শত্রুদিগকে) বিশেষভাবে স্বস্থানভ্রষ্ট করুন ।’ ভাষ্যকার বলেন—এই মন্ত্র-ব্যাখ্যানের পূর্বে ইড়াভক্ষণাদি বিধি । প্রথমেই সে অস্থান বিধেয় । যাহা হউক, আমরা মন্ত্রটিকে চারিটা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । চারিটা অংশেই ভগবৎসম্বোধনে কৰ্ম ও জ্ঞান প্রভাবে সদ্ভাবসঙ্কয়ের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরমস্থান-প্রাপ্তির বিষয় হৃচিত দেখিতে পাই । ফলতঃ, সদ্ভাব ও সংকর্ষই সকলের মূলীভূত । তদ্বারাই হৃদয়ের শত্রুসমূহ বিদূরীত হয় । শত্রু বিদূরিত হইলেই আত্মোৎকর্ষ-সাধনে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তখনই ভগবদারাধনায় সফল-প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে । আমরা মনে কবি, ভগবৎসম্বোধনে, জ্ঞান ও ভক্তির মাহাত্ম্য-খ্যাপনে মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে ।

তার পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন । দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটি অংশে পর পর পরিবিত্রয়কে জুহু দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হয় । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে মধ্যম পরিবি, হে দক্ষিণ পরিবি, হে উত্তর পরিবি, বসু-দেবতার প্রীতির জন্ত, ক্রদ-দেবতার প্রীতির জন্ত এবং আদিত্যদেবতার প্রীতির জন্ত তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছি । ভাব এই যে, পরিবিত্রয়কে অভিষিক্ত করিলে সর্বজনপ্রিয়ভিমানে দেবগণ প্রীত হইবেন । ‘অত্রং রিহাণা’ এবং ‘প্রজ্ঞাং বোনিং’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহুতে, মধ্যভাগ উপভূতে এবং মূলভাগ ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিতে হয় । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পক্ষিগণ এই দ্ব্যতলিপ্ত প্রস্তরাগ্রভাগ আবাদনপূর্বক বিবিধ মার্গে গমন করুক । আমি যেন প্রজা এবং তৎকারণকে বিনষ্ট না করি । ‘আপ্যায়স্তাং...মরুতাং...’ প্রভৃতি চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তরহোম অর্থাৎ নীচহস্তে প্রস্তর হইতে ভূগ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্রের অর্থ—‘হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ ! তুমি মরুদেবতার সশব্দী বাহনরূপে বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও । অর্থাৎ, বায়ু-বাহনের গ্রায় বেগে অন্তরিক্ষ-প্রদেশে গমন কর । স্বাধীনা অরতনু গো হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর গ্রায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর । স্বর্গপ্রাপ্তির পর, আমরাগিরের জন্ত ভুলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর । অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গে যাও অর্থাৎ পৃথিবী সশব্দী ভাগসমূহ গ্রহণ পূর্বক স্বর্গের তর্পণ কর ।’ ভাবার্থ এই যে,—‘হে প্রস্তরাবয়ব দর্ভ ! তুমি অন্তরিক্ষে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাহন মরুদগণকে তর্পণ পূর্বক পৃথিবীতে বারিবর্ষণ কর । ‘আয়ুস্পা’ প্রভৃতি পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রণ করিতে হয় । কোনও মতে এই মন্ত্রে আত্মাকে স্পর্শ করিতে হয়, কোনও মতে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তর-গ্রহণ বিহিত হয় । যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি আয়ুর পালক, স্তব্রাং আমার আয়ুকে আপনি পালন করুন । হে অগ্নিদেব ! যেহেতু আপনি চক্ষুর পালক, স্তব্রাং আমার চক্ষুকে আপনি পালন করুন ।’ অর্থাৎ, প্রস্তর-গ্রহণ-জনিত আয়ুর ও চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর ।’

মন্ত্র-কয়েকটিতে ভাষ্যে যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইল । বলা

বাহু, ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নির্দ্বারিত করা হইয়াছে ! দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশ ‘বসুভাষা’, দ্বিতীয় অংশ ‘রুদ্রেভাষা’, তৃতীয় অংশ ‘আদিত্যেভাষা’ মন্ত্রোক্ত এই তিনটি পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটি পরিধিকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোথাও ‘পরিধি’ শব্দের নাম গন্ধ বা তাহাকে জুহুর দ্বারা অভিষিক্ত করিবার ভাব পাওয়া যায় না। ‘অক্লেং রিহাণা’ প্রভৃতি তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর শব্দের কোনই উল্লেখ নাই অথবা পাষণ-বোধক ভাবের উদ্দীপক কোনও ভাবেরও আভাষ পাই না। অথচ ভাষ্যকার প্রস্তরের অগ্রভাগকে জুহুতে, মধ্যভাগকে উপভুতে এবং মূলভাগকে ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন ! পঞ্চম মন্ত্রেও প্রস্তরের সুবন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে, দেখিতে পাই। এ সকল ভাবকে বা শব্দকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন—বহির্বিজ্ঞের জন্ত বাহ্য জড়ের সত্ত্বা সংস্থানের জন্ত। মন্ত্রসমূহের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ভাব এবং সকল মন্ত্রই, এইরূপ বাহ্য ব্যাপারের স্থূল উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্তই ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে মন্ত্রে যে ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে মন্ত্র-কয়েকটির মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রসমূহে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ-সাধনের স্তর-পর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমার্শে বলা হইয়াছে,—‘হে মন ! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্বভূতের আধার ও অধিপতি একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও।’ এই মন্ত্রে বিবেক-বৈরাগ-মনুষ্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই জ্ঞোতনা করিতেছে। তমোময় নিদ্রিত মনকে যে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—‘রে অবোধ অচেতন মন !’ সকলই তো অসার কণ্ঠজ্বর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই ! তবে আর কেন ? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও ?’—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র ! তৎপরে বলা হইতেছে,—‘হে মন ! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ চালিয়া দেও।’ ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে ? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা গুনিবার পাত্র নহে ! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল ! তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন ! অতি অস্থির মনের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সম্পাদন যে বড়ই স্নহকর ! এই কথা মনে করিয়াই, মরনারায়ণ অর্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—‘বায়োরিব স্নহকরম্।’ সত্যই বটে ! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য ! মদমত্ত বারগতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে ? কে শাস্তি-সংযমের

নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—‘রুদ্রেভ্যস্বা ।’ অর্থাৎ,—‘হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাঁহারই প্রীতিসাধন অল্প বিনিযুক্ত হও ।’ বলা হইতেছে,—‘হে সাধক আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি সাধনার জন্ত যোগযুক্ত হও । অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুষংযত কর!’

• বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যায়-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাস প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সন্মোহন করিয়া বলিয়া থাকেন,—‘হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্ত নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।’ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘আদিত্যোভ্যস্বা’ পদে সেই স্তরের বিষয় ব্যাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই ছোতনা রিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—‘মন! তোমার কর্মের দ্বারা তুমি এখনই ভূমি ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমায়িকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট রূদ্র হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার’—এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মন্ত্রে আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—‘হে মন! এখন তুমি ভগবানের আশীর্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন তোমার প্রতি ভগবান ‘প্রেমা’ রূপ পরমকরণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরমভক্ত ও প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ভগবৎ-কার্যে বিনিযুক্ত হও।’ পঞ্চম মন্ত্রে সেই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই বলা হইয়াছে—‘হে মন! কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধসত্ত্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সম্মিলিত হউক এবং সমধিক সমুজ্জল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।’ ষষ্ঠ মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন্! আপনি সংকর্ষণপালক ও পরমজ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনিই জীবের সংকর্ষণশীল জীবনের এবং জ্ঞানচক্রুর পরিরক্ষক ও প্রতিপালক। আমার তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে দিব্যদৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে, এবং কর্ম-শক্তিরূপ যে পুণ্যজীবনের বিকাশ হইয়াছে, আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।’ সাধনক্ষেত্রে এই এক স্তর-পর্যায় মনে করা যাইতে পারে। অগ্নিকে যখন শক্তিদাতা আয়ুর্দাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্বতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল, তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে

পর্যন্ত টান গড়িয়া গেল । যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি পালক, যখন তিনি আয়ুর্কৃদ্ধিকারক, যখন তিনি দূরদৃষ্টি-সম্পাদক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তি সঞ্চারক, যখন তিনি সর্বাস্থের পূর্ণতা-বিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ অলস্ত অগ্নিকুণ্ডের গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় ? তখন অগ্নি নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাষ্ট প্রতিপন্ন হয় । আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার আরাধ্য ।

পঞ্চম মন্ড্রে কর্মের দ্বারা কর্মফল ক্ষয়েব আকাজ্জিত প্রকাশ পাঠিয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় । কর্মই কর্মক্ষয়ের হেতুভূত ; কর্মই ভববন্ধনচ্ছেদক । এখন বিচার্য্য—যে কর্মের দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন হয়, সে কর্ম কোন কর্ম । সংসারে এমন কি কর্ম থাকিতে পারে, যে কর্ম মানুষের ভববন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয় ? এখানে কর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে । কর্মতত্ত্ব নিরতিশয় চম্ভেয় । গীতা-শাস্ত্রে তাই ভগবান কর্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—‘কোনটী কর্ম, কোনটী অকর্ম এবং কোনটী বিকর্ম, এই বিষয় বুঝিতে বিবেকিজ্ঞানও মোহাচ্ছন্ন হন । অতএব আমি তোমাব নিকট কর্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত করিতেছি । সে তত্ত্ব অবগত হইলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মক্ত হইতে পারিবে ।’ এটি বলিয়া তিনি অর্জুনকে বুঝাইলেন,—

“কর্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ । অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনং কর্মণো গতিঃ ॥

কর্মণ্যাকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ । স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষ্ণ স যত্ন ক্লেশকর্মক্লেশং ॥”

অর্থাৎ,—‘শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ বিকর্ম) এবং তুষ্টীস্তাবরূপ অকর্ম—এই তিনের সম্যক তত্ত্ব অবগত জ্ঞাতব্য ! কারণ, তৎসমস্তের নিগূঢ়ভাব অতিশয় চম্ভেয় । যিনি দেহাদি চেষ্টারূপ কর্ম-মধ্যেও কর্মহীনতা ও কর্মাভাবেও কর্মের বিগ্ৰহানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত । তাদৃশ ব্যক্তি আহাব-বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্যে লিপ্ত থাকিলেও বস্তৃতঃ যোগী পুরুষের ন্যায় সর্বব্যাপারে নির্লিপ্ত ।’ এই ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কর্মতত্ত্ব বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে । ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—কোনটী কর্ম আব কোনটী অকর্ম, তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণও মূহমান হন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ । দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না । স্রোতোভিমুখে তরণী প্রবাহিতা ; তীরস্থিত তরু-রাজি নিশ্চল । অথচ আরোহীর মনে হয়, যেন তরণী স্থির রহিয়াছে ; আর তীরস্থিত তরু-রাজি বিপরীত দিকে চলিয়াছে । এইরূপ অতি দূরে একটি মানুষ চলিয়া যাইতেছে, অথচ দূর হইতে দর্শকের মনে হইতেছে,—পথিক যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে । এতদুভয় ক্ষেত্রেই কর্মবিষয়ে মানুষ বিভ্রমগ্রস্ত । যে গতিশক্তি-বিশিষ্ট, মানুষ তাহাকে গতিহীন বলিয়া মনে করিতেছে, আর যে গতিহীন মানুষের দৃষ্টিতে সে গতিশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । একরূপ ভ্রান্তি পদেপদেই উপস্থিত হয় । সুতরাং ভগবান বলিয়াছেন,—“কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ”—এ বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না ।

কর্ম-তত্ত্ব হ্রদধিগম্য বলিয়াই কর্মকে তিনটী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভগবান বলিলেন,—‘শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ-কর্মের নাম—কর্ম ; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অবৈধ-কর্মের নাম—বিকর্ম ; এবং নিকর্ম বা কর্মহীনতার নাম—অকর্ম । এই কর্ম বিভাগে সাধারণতঃ মনোমধ্যে একটি প্রশ্নের উদয় হয় । কর্ম ও বিকর্ম এতদুভয়ের মধ্যে কর্মের সত্তা উপলব্ধি হয় বটে ; কিন্তু অকর্মের

বা নিষ্কর্মের মধ্যে কর্মের সত্তা কোথায় ? ‘নৈষ্কর্ম্য’ শব্দে কর্ম-বাহিত্য বা তুষ্টীস্তাব বুঝাইতে পারে। কিন্তু সেখানে কর্ম বা কর্মের সত্তা কিরূপে বুঝিতে পারি। শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকা-কারগণ সে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন,—একটু অমুখাবন করিলে, কর্মরাহিত্যের বা তুষ্টীস্তাবের মধ্যেও কর্মের সত্তা উপলব্ধি হয়। আমরা যখন মনে করি,—‘আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব ; আমরা কোনও কর্ম করিব না ; তুষ্টীস্তাব অবলম্বনে আমরা দিন কাটাঁইব’ ; তখনও কি কর্ম্যভাব উপস্থিত হয় ? চুপ করিয়া থাকা, তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করা,—সেও কি এক প্রকার কর্ম নহে ? কর্মের প্রকার-ভেদ হইতে পারে ; কিন্তু সে অবস্থাও যে কর্মের অবস্থা, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। যখন আমরা মনে করি, আমি কিছু করিতেছি না ; তখনও আমাতে অহঙ্কার আছে। অহঙ্কার থাকিলেই কর্ম থাকিবেই। অহঙ্কারাভিভূত মানুষই মনে করে,—‘আমি ; আমার কাজ আমি করিতেছি।’ আবার অহঙ্কারাভিভূত ব্যক্তিরই মনে হয়,—‘আমি নিষ্ক্রিয় বসিয়া আছি ; কর্ম আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।’ ফলতঃ, কর্ম না করার চেষ্টাতেও কর্মের একটা সত্তা আছে। তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা নৈষ্কর্ম্য ভাবের মধ্যেও কর্ম দেখিতে পান। স্মৃতির কোন্টী কর্ম, কোন্টী অকর্ম, তাঁহারা তাহা নির্দেশ করিতে পাবেন। তাঁই ভগবান বলিয়াছেন,—‘তাঁহারা কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম, তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্যমুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ই বুদ্ধিমান ; তাঁহারা ই কংসকর্ম্যক্লং, অর্থাৎ তাঁহাদের কোনও কর্মই অবশিষ্ট নাই ; তাঁহারা ই মন্ত্রির অবিকারী।

কর্মের দ্বারা কর্মফল ফল করিতে হইলে, কর্ম অকর্ম ও বিকর্ম—তিনের সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। কারণ, বুঝিবাব দোষে কর্ম ও অকর্ম অনেক সময় বিকর্মে পর্যাবসিত হয়। বজ্র বা দেব-পূজা প্রভৃতি কর্ম, শাস্ত্র-নিহিত কর্ম মধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু যজ্ঞ বা দেব-পূজায় তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, এমন ব্যক্তিও সময় সময় বজ্র বা দেব-পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠানের মনে ধর্ম-ভাব আদৌ নাই ; অথচ, তাঁহার গৃহে লোক-দেবান-হিসাবে পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, অনুষ্ঠানের মনে দাস্তিকতা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার কর্ম—বিকর্ম মধ্যে পরিগণিত অর্থাৎ করা আর না করা উভয়ই সমান হইবে। এইরূপ, সংসার-ত্যাগী সাধু পুরুষ তুষ্টীস্তাব অবলম্বন করিয়া আছেন, এমন সময় দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কোনও ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তিনি চেষ্টা করিলে তখন অনায়াসে আশ্রিত ব্যক্তিকে দস্যুহস্ত হইতে ত্রাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া,—‘আমি কর্ম্যত্যাগী’—এই অহঙ্কারে তিনি যদি দস্যু-হস্ত হইতে আশ্রিতকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার তুষ্টীস্তাব-রূপ অকর্ম নিশ্চয়ই বিকর্মে পর্যাবসিত হইবে। শরণাগত আশ্রিত জনকে রক্ষা করা এবং বিপন্ন-জনের বিপন্মুক্তির পক্ষে যত্নপর হওয়া—ধর্ম-কর্ম। এ ক্ষেত্রে সেই ধর্ম-কর্মের অনুল্লভানে, তাঁহার অকর্ম বিকর্মে পরিণত হইবে। এইরূপ অহিংসা কর্ম হইয়াও বিকর্মে পরিণত হইতে পারে। সত্য কর্ম হইয়াও বিকর্মে পরিণত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেখিতে পাই। তপস্বী কৌশিক সত্যপরায়ণ ছিলেন। দস্যু ভয়ে ভীত কয়েক জন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করে ; এবং সমীপস্থ লতাকুঞ্জ মধ্যে লুকায়িত থাকে।

অমুসরণকারী দম্ভ্যগণ বনমধ্যে কৌশিক ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পলায়িত ব্যক্তি-
গণের সন্ধান জানিতে চায় । কৌশিক দম্ভ্যগণের নিকট মিথ্যা কহিতে সচ্ছচিত হন । অপিচ,
সত্যরক্ষার্থ দম্ভ্যগণকে লুকায়িত ব্যক্তিগণের সন্ধান বলিয়া দেন । তাহাতে লুকায়িত ব্যক্তিগণ
দম্ভ্যহস্তে নিহত হয় । ফলে, সত্য কহিয়াও কৌশিক সত্যকথনের ফলভাগী হইতে পারেন না ।
তাঁহার কর্ম বিকর্মে পর্যাবসিত হয় । আর সেই বিকর্মের ফলে কৌশিক নিরয়গামী হন ।
শাস্ত্রে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত আছে । ব্যাধবালক একটা হিংস্র জন্তু বধ করিয়াছিল বলিয়া
প্রাণি-বধে তাহার স্বর্গলাভ হয় । সেখানে পশু-বধ-রূপ তাহার বিকর্ম কর্ম-মধ্যে গণ্য হইয়াছিল ।
কারণ, হিংস্র জন্তু বধ অধর্ম্য নহে । এইরূপ প্রতি কার্য্যই বিচার-সাপেক্ষ । কর্ম্মাকর্ম্মের
কর্তব্য-নির্দ্ধারণ এতই গভীর সমস্তা-মূলক ! কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম বিকর্ম্ম—শাস্ত্র
প্রায়ই তাহা নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন । কিন্তু সকলে সকল সময়ে সকল বিষয়ে
শাস্ত্রোপদেশের অমুসরণ করিতে সমর্থ নহেন । স্মৃতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে অনেক সময়
মামুষকে মুহমান হইতে হয় ।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম প্রভৃতির স্বরূপ-তত্ত্ব-নির্ণয়ের পক্ষে জ্ঞান প্রধান সহায় । শাস্ত্র সেই
জ্ঞান প্রদান করেন । গুরুর নিকটও এই জ্ঞান লাভ করা যায় । ব্রহ্ম এবং কর্ম্ম উভয়কেই
জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয় । উভয়কে জানিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে মিশ্রিত করিতে
হইবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিমত । আর তাহাতে সমর্থ হইলেই মামুষের সকল ভ্রমের অবসান
হইবে, মামুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্সর্গফল লাভ করিতে পারিবেন । কর্ম্ম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে
নিযুক্ত করার তাৎপর্য্য ভক্তি । অর্থাৎ,—জ্ঞান সাহায্যে কর্ম্মাকর্ম্ম ব্রহ্ম প্রভৃতির স্বরূপতত্ত্ব
অবগত হইয়া, ব্রহ্মের প্রতি ভক্তিভাবে আকৃষ্ট থাকিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মকে নিযুক্ত করিতে
পারিলেই সিদ্ধিলাভ অবশ্যতাবী । শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবদ্ভক্তিতে সেই কথাই বিশদভাবে
বুঝান হইয়াছে । ভগবান ক্রীকৃষ্ণ প্রথমে কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদতত্ত্ব বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—
“যশ সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ । জ্ঞানান্নিদ্ধকর্ম্মাণাং তমাহঃ পণ্ডিতঃ বুধাঃ ॥

তাত্ত্ব্য কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ । কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কুরোতি সঃ ॥
নিরানীর্ণতচিতাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ । শরীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্স্বম্মাপোতি কিঞ্চিৎ ॥”
অর্থাৎ,—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জিতভাবে অনুষ্ঠান করেন,
তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ-সমূহ তস্মীভূত হইয়া থাকে । ব্রহ্মবিদগণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই
পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন । সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জনপূর্ব্বক
আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা-হেতু পরিতুষ্টি ও দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান বিহীনতা হেতু নিরবলম্ব । তিনি
তাদৃশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও বাস্তবিক কোনও কর্ম্মই করেন না । ফলাকাঙ্ক্ষা-
পরিশ্রু-হ্রদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন সামগ্রী পরিত্যাগ
করিয়া কেবলমাত্র শরীরধাত্রী নির্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন
বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় ।

ফলতঃ, ঈশ্বর-সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয় ;—সেই কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানকে
প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভগবৎ-প্ৰীতিকামনায় প্রযুক্ত কর্ম্মই—কর্ম্ম । শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত

হইয়াছে,—“তৎকর্ষং হরিতোষণং যৎ ।” যে কর্ষে ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কর্ষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যে কর্ষ সংকর্ষ, সেই কর্ষই—কর্ষ ; সেই কর্ষ-সাধনেই কর্ষক্ষয় হইয়া থাকে । এখন, ভগবানে সংশ্রবযুক্ত কর্ষ বলিতে আমরা কোন কর্ষকে বুঝি ? কোন কর্ষে ভগবানকে লাভ করা যায় ? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—“মৎকর্ষকৃতং” ইত্যাদি । অর্থাৎ,—সেই আমাকে পায়, যে আমার কর্ষ করে । বাহার সকল কর্ষ আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই আমার লাভ করে ।’ সেই নিমিত্তই ভগবান্ বার বার উপদেশ দিয়াছেন,—যে কোন কর্ষই কর না কেন, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর ।’

“যৎ করোষি যদগ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যৎ তপন্তাসি কোন্তেয় ! তৎ কুরুধ মদর্পণম্ ॥

অত্ৰ আবার এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

“কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্কা বুদ্ধ্যায়না বাহুহতস্তথাবাং ।

করোতি যৎ যৎ সকলং পরম্য়ে নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥”

কর্ষ ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ সংঘটিত হয় । হৃদ্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য ; কিন্তু হৃদ্যরশ্মি-সম্বন্ধ লাভ করিলে, তাহাতে দাহিকা-শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে—হৃদ্যের শক্তিতে সেও শক্তিসম্পন্ন হয় । কর্ষও তদ্রূপ ভগবানে সমর্পিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তি লাভ করিয়া থাকে । সেই কর্ষের দ্বারাই কর্ষক্ষয় হইয়া থাকে । মন্ত্রে কর্ষক্ষয়কারী সেই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত কর্ষকেই সম্বোধন করা হইয়াছে । আর সেই কর্ষের দ্বারা কর্ষক্ষয়ে ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা মন্ত্র মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি ।

সপ্তম—‘ঋবাসি’—মন্ত্রে এক অপূর্ব ভাবের বিকাশ হইয়াছে । ভাষ্যমতে ভূমিকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । কিন্তু আমাদের মতে এখানে মনকে দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে । মন যদি দৃঢ় হয়, মন যদি স্থির হয়, তাহা হইলে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দিত হইতে পারে । মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় শ্রুত করিতে পারিলে, সকল অভীষ্ট পূরণ হয় । মন্ত্রের তাই লক্ষ্য—‘পরমার্থসাধন জ্ঞাত আমি যেন অবিচলিতভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই ।’

অষ্টম—‘যং পরিধিঃ’ প্রভৃতি—মন্ত্রের দ্বারা পরিধি-সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয় । ইহাই হইল—ইষ্টিসংপূর্তি । প্রথম পরিধিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ-কালে এই মন্ত্র পাঠের বিধি । সে মতে ভাষ্যের অর্থ হয়,—‘হে আহবনীয অগ্নিদেব ! পাণিনামক অম্বুরগণ কর্তৃক সম্যক অবরুদ্ধ হইয়া অম্বুরগণের উপদ্রব-নাশের জ্ঞাত যে পরিধিকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনাদি প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি । এই পরিধি আপনার নিকট হইতে যেন অপগত হইতে না জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক) । অনন্তর দক্ষিণ ও উত্তর পরিধিধ্বংসকে “যজ্ঞস্ত পাথং” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা একেবারে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । তাহাতে অর্থ হয়,—‘হে দক্ষিণোত্তর পরিধিধ্বংস ! তোমরা যজ্ঞের কলস্বরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হও ।’

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অগ্নিস্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি কখনই ‘পনি’ নামক বিশেষ কোনও অম্লর কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন না। জ্ঞানাগ্নি রিপুশত্রুর দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং অগ্নিকে জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া, ‘পনি’ পদকে রিপুশত্রুরূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগূঢ় অসঙ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার ‘পরিধি’ পদে স্থূল বস্তুবিষয়ক বেষ্ঠনীকে অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, পরিধির প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব-স্বরূপ বাবধায়ক ভিন্ন, স্থূল জড়ায়িকা বেষ্ঠনী কখনই অসঙ্গতরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপু-শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সাধক হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করেন। সাধক আপনার সেই প্রিয় সানগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।’ সাধক যখন বিবেক-বহিক্রে প্রজ্জ্বলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টাশ্রিত হন, রিপুকুল তখন তাহাকে নির্দীপিত করিতে যত্নবান হয়,—কিছুতেই সেই জ্ঞানবাহিকে উদ্দীপিত হইতে দেয় না। তখন সাধক কাতর কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,—‘হে দেব! হে অন্তরাঙ্গার প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা! আপনি একবার আমার প্রতি রূপাকটাক্ষপাত করুন। দেখুন,—যে শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার পবন প্রিয়, বাহা কেবলমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে প্রাণে পোষণ করিতেছি। কিন্তু রিপুশত্রুকুল নিমজ্জিত করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আমার রক্ষা করুন—যোর রিপুশত্রু-গণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।’

ভাষ্যকার ‘পাথঃ’ শব্দ ‘অন্ন’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ‘পাথ’ শব্দের অথে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে গ্রহণ করিলাম। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অভ্যন্তরে দ্বিবাচনাস্তক ‘উপসমিতং’ ক্রিয়া পদ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা সাধনক্ষেত্রের দুই মুখ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য করি। অর্থ হয়,—‘হে আমার কৰ্ম্ম ও ভক্তি, তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই (সংকল্পের সফল-স্বরূপ) শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হও।’

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধক-হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহার ভাগ্যে পরম জ্যোতির সন্দর্শন সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন সাধক স্বীয় কৰ্ম্মকে ও ভক্তি-ভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে কৰ্ম্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবন্ধিত হইতে পারে না। যে কৰ্ম্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কৰ্ম্ম কন্মই নহে—অকৰ্ম্ম। যে ভক্তি জ্ঞানসম্বিত নহে, সে ভক্তি অস্বায়ী। তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে বলিয়া থাকেন,—‘হে আমার কৰ্ম্ম, হে আমার ভক্তিভাব, এখন তোমরা জ্ঞানময় জ্যোতিঃস্বরূপ দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। তাঁহার শুদ্ধভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কর।’ শুদ্ধ-সত্ত্ব ও ভগবান যে অভিন্ন,—দ্বিতীয় অক্ষরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যেও সেই ভাবেরই আভাষ আছে। ভাষ্যে আছে,—‘এষ তন্তোঃপরন্তো নৈব।’ ইহা হইতেই ঐ

অভিন্ন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যয়েও ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। সে ভাব এতৎপ্রসঙ্গে প্রথম অধ্যয়ের বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে পূর্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তার পর নবম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ‘সংস্রাবভাগাঃ’ প্রভৃতি এই নবম মন্ত্রে ভাষামুসারে সংস্রাবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। এ মতে ‘সংস্রাব’ শব্দে বিলীন আজ্যকে বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে বিশ্বদেবগণ! আপনারা সংস্রাবভাগী হউন, সেইরূপ সংস্রাব অগ্নির দ্বারা মহৎ অর্থাৎ সকলের আরাধনীয় হউন। এবং যে দেবগণ প্রস্তরের বর্ত্তমান, এবং বাহারা আশ্রয় বর্হিতে সমাসীন,—সেই বিশ্বদেবগণ মদীয় এই বাক্যকে সর্বত্র বর্ণন করিতে করিতে (অর্থাৎ—এই যজ্ঞমান সম্যক্ অর্চনা করিতেছেন—এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত এবং হর্ষান্বিত হউন। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্ৰটির যেকপ অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্ৰস্থিত ‘প্রস্তরেষ্টাঃ’ পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—‘প্রস্তরস্থিত দেবগণ!’ আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষামুসারেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—‘প্রস্তরের ত্রায় স্থিৎ-স্থাননিবাসী’। অর্থাৎ,—যে দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুত উপদ্রবরহিত স্থির দৃঢ় হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতেই ঐ পদ দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশ্লেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আরও, ‘পরিধেয়াশ্চ’ এই পদের চ-কারটিকে ভাষ্যকার ভেদহৃৎক বলিয়া অর্থ-নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ। ইহাতে আমরা বলি,—চ-কারটি যদি ভেদহৃৎক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিকাশিত হইতে পারে, অর্থাৎ ‘প্রস্তরেষ্টাঃ’ পদ ‘পরিধেয়াশ্চ’ পদের গুণত্বোক্তক মাত্র। ‘পরিধি’ শব্দের শুদ্ধসংভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধসংস্রাব উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসংস্রাবই একমাত্র দেবভাবের জনক।

‘সংস্রাব’ পদের অর্থ ‘সিচ্যমান আজ্যশেষঃ’ অর্থাৎ বিলীন আজ্য না ধরিয়া উহার প্রচলতি অর্থ ‘সংসর্গ’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—‘প্রস্তরবৎস্থিরস্থান-নিবাসী শুদ্ধসংস্রাবগণ হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।’ মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই মতবৈধ নাই। তবে ‘গৃগন্তঃ’ পদের ভাবার্থ—‘সমাদরে শ্রবণ করিয়া’ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—‘হে দেবভাব-সমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদয়ে) উপবেশন পূর্বক তৃপ্তি লাভ করুন।’ একটু অভিনিবেশ পূর্বক মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়,—হৃদয়ে কামক্রোধাদি ছন্দ্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়-ক্ষেত্র যখন সেই কামক্রোধাদি রিপু-বর্ষের উপদ্রব-পরিশূণ হয়, তখনই শুদ্ধসংস্রাবের উদয় হইয়া থাকে—দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকে। অথবা আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়েন, অর্থাৎ আমাদেরই অভীষ্টপূরণেই হৃদয়ক্ষেত্রে তাহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাতে সাধকের

সহিত দেবভাবসমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় ; অর্থাৎ তখনই শুদ্ধসত্ত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে সাধকের সহিত সম্মিলিত হন । ইহাই হইল—মন্ত্রের তাৎপর্য ।

‘অগ্নেধ্বাং’ প্রভৃতি দশম মন্ত্রে ভাষ্যকার জুহু এবং উপভূৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে—‘হে জুহু ও উপভূৎ ! পৃথিবী অভিমাত্রী অবিদ্যার গৃহরূপ অগ্নির শব্দরূপ হানে যজমানের স্রুতের নিমিত্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিতেছি । হে স্রুত-স্বরূপ জুহু ও উপভূৎ ! তোমরা আমাকে স্রুতে স্থাপন কর । যজ্ঞভারবাহী বৃষদ্বয়কে (দম্পতীকে) রক্ষা কর ।’ আমরা এই মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিম্ন করিয়াছি । ‘ধূর্যো পাতং’ পদদ্বয়ে কোনও সম্বোধনের নাম গন্ধ নাই । এখানেও ভাষ্যকার জুহু ও উপভূৎকে টানিয়া আনিয়াছেন । এবং ‘ধূর্যো’ পদে শব্দটবাহী বৃষদ্বয় অর্থ আমনন করিয়াছেন । অর্থ হইয়াছে,—‘হে জুহু ও উপভূৎ ! তোমরা শব্দটবাহী বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর ।’ এবিধ অর্থ কি সম্ভাব্যের হুচনা করে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন । আপত্যের মতে শব্দটের পূর্বভাগে স্রুত স্থাপন করিয়া যুগধ্বকে প্রোক্ষণ করিতে হয় । বাহা হউক, আমরা ‘ধূর্য’ শব্দের প্রকৃতি অনুসরণে ‘সংকল্পনির্বাহক’ অর্থ গ্রহণ করিলাম । সংকল্পের নির্বাহক দুই জন—জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে ? তাই এখানে জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—‘হে দেবদ্বয় ! আপনারা আমার সংকল্পের নির্বাহক দুই জন, জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন ।’ জ্ঞান ও ভক্তিকে, মন্ত্রের প্রথমার্শে, অবিদ্যার-নিবাসহেতুক ভগবানে নিয়োজিত করা হইয়াছে । জ্ঞান ও ভক্তি যখন ভগবানে গ্রস্ত করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই তাহাকে অনন্ত-ভক্তি এবং দিব্য বিপুল জ্ঞান বলা যায় । সেট দিব্য বিপুল জ্ঞান ও অনন্ত-ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । সেট জ্ঞান ও সেই ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রথমার্শে প্রকাশ পাইয়াছে ।

একাদশ মন্ত্র—ফলীকরণ মন্ত্র । তত্ত্ব হইতে মালিন্যশ অপনীত করাকে ফলীকরণ কহে । ‘অগ্নে অদকায়ঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘স্রুত’ গ্রহণ করিতে হয় । মন্ত্রের অর্থ হয়,—যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাকারী, অতিশয় ব্যাপক গার্হপত্য নামক হে অগ্নি ! আমাদের বজ্র হইতে রক্ষা কর অর্থাৎ শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; বন্ধন-হেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর ; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; বাগাদির অধিকারের বিরোধী হুষ্টবস্ত্র ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর ; অসংকল্প পাপাচরণ হইতে আমাকে রক্ষা কর ; আমাদের হবিস্বরূপ অগ্নকে বিষরহিত কর ; সম্যক অবস্থান বোধ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর, অথবা গৃহে স্থিত আমাদের অগ্নকে বিষরহিত কর । আমার অমুষ্ঠান স্রুত-হউক ।’ ‘বাহা’ শব্দ দেবোদ্দেশ্যে হবির্দান করে প্রযুক্ত হয় । আদর প্রদর্শন জন্ত ঐ শব্দের প্রয়োগ । এখানেও দেবগণকে সমাদর পূর্বক হবির্দান জন্ত এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি । যে সকল রিপুশত্রু সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা

জানান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমে প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে হিংসা’ হইতে রক্ষাকারী সর্বব্যাপক দেবতা, আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।’ শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র—কোন ভাব ছোঁতনা করে? আমরা বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিবার অস্ত্র দ্বিগুণত্বগণের যে প্রবল প্রচেষ্টা, তাহাই তাহাদিগের বজ্রবৎ কঠিন অস্ত্র-প্রয়োগ। অস্ত্র প্রার্থনা—‘বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।’ মায়া যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সাধক যখন মায়ার করাল গ্রাস হইতে অব্যাহতি-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করার পথও সুগম হইয়া আসে। ইহা সর্বশাস্ত্রের প্রধান মত। মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎ-সাম্রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরূপে মন্ত্রাভ্যাস্তরস্থিত এক একটা প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—সাধক অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে মানসচক্ষে যাহাদিগকে সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে আশ্রয়ক্ষার উদ্দেশ্যে দেবতাব নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরূপ প্রার্থনার পর শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘সুখদা যোনৌ’। আমরা এস্থলে ‘যোনৌ’ শব্দের লক্ষ্য—সেই একমাত্র বিশেষ উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মকেই নির্দেশ করি। অর্থাৎ সাধক বলিতেছেন,—‘হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা—আমাকে পরব্রহ্মে লীন করুন।’

ছাদশ (দেবা গাতুবিদো) বা শেষ মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধ দ্বারা যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জন করিতে হয়। এ মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—‘হে মার্গবিৎ দেবগণ! যজ্ঞরন্তের পূর্বে আপনারা যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, পুনরায় আপনারা সেই মার্গ বা পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন।’ এইরূপে দেবগণকে বিসর্জন করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে মনসম্পত্তি দেবতাকে সন্মোদন করিয়া বলিতে হয়,—‘দেবসজ্জন বিষয়ে মনের প্রবর্তক হে মনসম্পত্তি পরমেশ্বর! এই বস্তু আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি; আপনি এই বস্তুকে দেবগণে এবং সর্বক্রিয়ার প্রবর্তক বায়ু-দেবতাতে স্থাপন করুন। এই আজ্য সূচত হউক।’ ইহাই ইহল ভাষ্যানুমোদিত বর্ণ।

আমরা এই মন্ত্রটিকে অতি উচ্চভাবজাতক বলিয়া মনে করি। একটু স্থির-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখিতে পাইবেন,—এই মন্ত্রের মধ্যে কি এক গভীর মহান্ উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক প্রথমতঃ দেবভাবনিবহকে সন্মোদন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে দেবভাবনিবহ! আপনারা যজ্ঞাদি সংকর্মাভিজ্ঞ। আমাদের সংকর্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।’ ইহাতে ছই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সংকর্মাভিজ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবেই অনুষ্ঠিত হউন না কেন,—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সংকর্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে ‘অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি স্বমুষ্ঠিত হইয়া থাকে।’ ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ঐকান্তিকতা, কর্মফলভাগ প্রভৃতি নিকাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেব, আমার কর্ম যেন প্রাণ মনের একতা অবস্থায় সাধিত হয়। আমি সকল কর্মফল

আপনাতে সমর্পণ করিতেছি। আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।’ ‘বায়ুতে মিশাইয়া দেন’ বলিতে কি ভাব প্রকাশ পায়। বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্বত্রগ। বায়ু বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিস্তৃত রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অন্তর্ধান মিলিত হইলে—আপনি আমার এই হস্ত কর্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্মফল ইচ্ছা করি না। হে দেব! আপনি এই কর্মফলকে বায়ুর হায়ে অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।’ ইহার অপেক্ষা আর উদার নিদান নহে কামনা—মহৎ প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, অন্ত্রবাকের উপসংহারে সাধক “সর্বকর্মফলং ত্যক্তা শান্তি-মাগোতি নৈষ্টিকীং”—ভগবানে সকল কর্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরাশান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—কর্মফল-ত্যাগই প্রধান ধর্ম। কর্মফল ত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

“অথৈতদপ্যশক্তোহসি কৰ্ত্ত্বং মদ্বোগমাশ্রিতঃ । সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুৰ্ব যতাস্ববান ॥
 ইমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত । তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ স্তুসি শাস্বতম্ ॥
 মননা ভব নদ্বক্তো মদবাস্তী মাং ননশুক । মামৈবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানি প্রিয়োহসি মে ॥
 সৰ্বধৰ্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং হ্যং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥”
 ভগবান সেই সর্বকর্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই আশ্রয় লইতে উপদেশ দিয়াছেন। ‘কায়েন মনসা বাচা’—সর্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে আর ভাবনা থাকে কি? মধ্য সেষ্ট উপদেশটি প্রদান করিতেছেন। সর্বকর্মফল ভগবানে হস্ত করিয়া কায়মনোবাক্যে—সর্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; সকল ছুৎখের অবসান হইবে, সকল অভিষ্ট পূর্ণ হইবে,—মস্ত্রে এই উদ্বোধনটি বর্তমান ॥ * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১ অম্লবাক) ॥

চতুর্দশঃ স্তোত্রঃ ।

(প্রথমোহষ্টকঃ । প্রথমঃ প্রপাঠকঃ । চতুর্দশোহম্লবাকঃ ।)

(১) উভা বামিদ্রাঘ্নী আহবধ্যা উভা রাধসঃ সহ গাদয়ধৈ । উভা

দাতারাবিষাৎ রয়ীণামুভা বাজস্ত্র সাতয়ে হুবে বাম্ ।

* এই অম্লবাকের কয়েকটি মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় একটু রূপান্তরে পরিদৃষ্ট হয়। সেই মন্ত্র কয়েকটি; যথা,—(১) ‘বহুভাষা’ প্রভৃতি; (২) ‘অন্তঃ রিহাণাঃ’ প্রভৃতি; (৩) ‘আয়ুশা’ প্রভৃতি; (৪) ‘যং পরিধিঃ’ ইত্যাদি; (৫) ‘সংস্রাবতাগাঃ’ প্রভৃতি; (৬) ‘অশ্বৈঃস্রাবাঃ’ প্রভৃতি; (৭) ‘দেবা গাতুবিনো’ প্রভৃতি।

(২) অশ্রবৎ হি ভূরিদাবন্তরা বাং বিজামাতুরূত বা বা স্থালাং ।

অথা সোমস্য প্রযতী যুবভ্যামিন্দ্রায়ী স্তোমং জনয়ামি নব্যম্ ।

(৩) ইন্দ্রায়ী নবতিং পুরো দাসপত্নীরধুনুতং । সাকমোকেন কর্ম্মণা !

(৪) শুচিং নু স্তোমং নবজাতমগ্নেন্দ্রায়ী বৃত্তেহগা জুমেথাম্ । উভা

হি বাৎ স্তহবা জোহবীমি তা বাজৎ সগ্গ উশতে ধেষ্টা ।

(৫) বয়মু ত্বা পথস্পাতে রথং ন বাজসাতয়ে । ধিয়ে পৃষ্ময়ুজুহি ।

(৬) পথস্পাথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কুতো অভ্যানডর্কম্ ।

স নো রাসচ্চুরুধশ্চন্দ্রাগ্রা ধিয়ংধিয়ৎ সীমধাতি প্র পৃষা ।

(৭) ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ৎ হিতেনেব জয়ামসি । গামশ্বং

পোষয়িত্বা স নঃ মৃড়াতীদৃশে ।

(৮) ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তুমর্ষিং ধেনুরিব পয়ো অশ্বাশ্ব ধুক্ ।

মধুশ্চুতং যতমিব স্পৃতমুতস্য নঃ পতয়ো মৃডয়ন্ত ।

(৯) অগ্নে নয় হুপথা রায়ে অগ্নাদ্বিধ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাগমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ।

(১০) অা দেবানামপি পশ্চামগম্ম যচ্ছরবাম তদমু প্রবোচুম্ ।

অগ্নির্বিদ্বান্ৎস যজাৎ সেতু হোতা সো

অধ্বরান্ৎস ঋতুন কল্পয়াতি ।

(১১) যদ্বাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো । মহিমীব

ঋদ্রয়িত্ববাজা উদীরতে ।

(১২) অগ্নে ঋং পারয়া নবো অগ্ন্যান্ৎসস্তিভিরিতি হুর্গাগি

বিধ্বা । পৃষ্ঠ পৃথ্বী বহ্না ন উর্বা ভবা

তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ।

(১৩) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা । ঋং যজ্ঞেষীভ্যঃ ।

(১৪) যমো বয়ং প্রমিনাম ত্রতানি বিভুষাং দেবা অবিভুষ্টরাসঃ ।

অগ্নিস্তদ্বিশ্বমাপৃণাতি বিদ্বান্যেভির্দেবাঃ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) উভা বাম ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী আহবধৌ উভা রাধসঃ সঃ ।

নাদয়ধৌ উভা দাতারৌ ইষাম্ রয়ীণাম্ উভা ।

বাজন্ত সাতয়ে হবে বাম্ ।

(২) অশ্রবম্ হি ভুরিদাবন্তরেতি ভুরিদাবৎ—তরা বাম্ বিজামাতুরিতি

বি—জামাতুঃ উভা বা ঘা স্থালাং অথ সোমন্ত প্রযতীতি প্র—যতী ।

যুবভ্যামিতি যুব—ভ্যাম্ ।

(৩) ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী স্তোমম্ জনয়ামি নবাম্ ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—অগ্নী ।

নবতিম্ পুরঃ দাসপত্নীরিতি দাস—পত্নীঃ অধুহুতম্ সাকম্ একেন কৰ্ম্মণা ।

(৪) শুচিম্ হু স্তোমম্ নবজাতমিতি নব—জাতম্ অত ইন্দ্রাগ্নী ইতীজ্ঞ—

অগ্নী। বৃত্রহণেতি বৃত্র—হনা। জুবেথাম। উভা। হি। বাম। সুহবেতি

সু—হবা। জোহবীমি। তা। বাজম্। সত্যঃ। উপতে। ধোতা।

(৫) বয়ম্। উ। স্বা। পথঃ। পতে। রথম্। ন। বাজসাতয় ইতি বাজ—সাতয়ে।

ধিয়ে। পূষন্। অযুজ্জাহি।

(৬) পথম্পথ ইতি পথঃ—পথঃ। পরিপতিমিতি পরি—পতিম্। বচশ্চ। কামেন। কৃতঃ।

অভীতি। আনট্। অর্কম্। সঃ। নঃ। রাসং। গুরুধঃ। চন্দ্রাগ্না ইতি চন্দ্র—

অগ্নাঃ। ধিয়ংধিয়মিতি ধিয়ং—ধিয়ম্। সীমধাতি। প্রেতি। পূষা।

(৭) ক্ষেত্রশ্চ। পতিনা। বয়ম্। হিতেন। ইব। জয়ামসি। গাম্। অশ্বম্।

পৌষয়িদ্। এতি। সঃ। নঃ। যুড়াতি। ঈদুশে।

(৮) ক্ষেত্রশ্চ। পতে। মধুমন্তমিতি মধু—মন্তম্। উর্শ্মি। ধোহুঃ। ইব।

পয়ঃ। অশ্বাস্ত্র। ধুক্। মধুশ্চতমিতি মধু—শ্চতম্। যতম্। ইব।

সুপ্তমিতি সু—প্তম্। ঋতশ্চ। নঃ। পতয়ঃ। যুড়য়ন্ত।

(৯) অগ্নে। নদ। সুপথেতি সু—পথা। রায়ে। অশ্বান্। বিশ্বানি। দেব।

বয়ুনানি । বিদ্বান্ । যুবোধি । অশ্বং । জুহবাণম্ । এনঃ । ভূয়িষ্ঠাম্ । তে ।

নমউক্তিমিতি নমঃ—উক্তিম্ । বিধেম ।

(১০) এতি । দেবানাম্ । অপীতি । পদ্যাম্ । অগ্নয় । যং । শরুভাম্ । তং ।

অস্বিতি । প্রবোচুমিতি প্র—বোচুম্ । অগ্নিঃ । বিদ্বান্ । সঃ । যজ্ঞাং । সঃ ।

ইং । উ । হোতা । সঃ । অধবরান্ । সঃ । ঋতূন্ । কল্পয়াতি ।

(১১) যং । বাহিষ্ঠম্ । তং । অগ্নয়ে । বৃহৎ । অর্চ । বিভাবসো ইতি বিভা—

বসো । মহিষী । ইব । ত্বং । রয়িঃ । ত্বং । বাজাঃ । উদিতি । ঈরতে ।

(১২) অগ্নে । স্বম্ । পায়য় । নব্যঃ । অস্মান্ । স্বস্তিভিরিতি স্বস্তি—তিঃ ।

অভীতি । হুর্গানীতি হুঃ—গানি । বিশ্বা । পূঃ । চ । পৃণী । বহলা ।

নঃ । উক্বী । ভব । তোকায় । তনয়ায় । শম্ । যোঃ ।

(১৩) স্বম্ । অগ্নে । ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ । অসি । দেবঃ । এতি ।

মর্ত্যেযু । আ । স্বম্ । যজ্ঞেযু । ঈভ্যঃ ।

(১৪) যৎ । বঃ । বয়ম্ । প্রমিনামেতি প্র—মি নাম । ত্রতানি । বিহ্বাম্ ।

দেবাঃ । অবিহ্বাস ইত্যবিহ্বঃ—তরাসঃ । অগ্নিঃ । তৎ । বিহ্বম্ । এতি ।

পূণাতি । বিশ্বান্ । যেভিঃ । দেবান্ । ঋতুভিরিত্যতু—ভিঃ । কল্পয়াতি ॥ ১৪ ॥

* * *

মন্ত্রাসুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘ইজ্জাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ !) ‘বাং’ (যুবাং) ‘উভা’ (উভৌ) ‘আহবধ্যা’ (আহবধৌ, আহ্বাতুমিচ্ছামি ইতি শেষঃ) ; ‘উভা’ (যুবাং উভৌ) ‘রাধসঃ সহ’ (হবির্লক্ষণেন ধনেন সহ, অস্মাকং আরাধনয়া সহ ইতি ভাবঃ) ‘মাদয়িধে’ (মাদয়িতুং হরিতুং বা সঙ্কল্পয়িত্ব ইতি শেষঃ) ; যতঃ ‘উভা’ (উভৌ যুবাং) ‘ইবাং’ (ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানাং অন্নানাং ইতি যাবৎ) ‘রদ্বীণাং’ (পরলোকে পরমার্থ-প্রদানাং ধনানাং ইতি ভাবঃ) ‘দাতারা’ (দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ) ভবথ ইতি শেষঃ । অতঃ ‘উভা’ (উভৌ) ‘বাং’ (যুবাং) ‘বাজস্ত’ (ইহলোকে শক্তিজ্ঞানপ্রদস্ত পরলোকে পরমার্থপ্রাপকস্ত ইতি ভাবঃ) ‘সাতয়ে’ (সাতায়, দানায় বা) ‘হবে’ (আহ্বয়ামি) । শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইজ্জাগ্নীরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতং । শক্তিজ্ঞানঞ্চ অশ্রভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ।

২। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ ! ‘বাং’ (যুবাং) ‘ভুরিদাবত্তরা’ (প্রকৃষ্টদান-শীলৌ ইত্যর্থঃ) ‘অশ্রবং হি’ (ইত্যেবং অশ্রৌষং, শৃণোমি বা) ; ‘উত বা’ (অপচ) ‘বিজ্জামাতুঃ’ (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদয়িতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ) ‘শ্রালাং’ (শালাং, গৃহাং, স্বদমাং ইতি ভাবঃ) ‘বা’ (রিপুণাং হস্তারৌ ভবথঃ ইতি ভাবঃ) । ‘অথ’ (অনন্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) ‘ইজ্জাগ্নী’ (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপতী হে দেবৌ !) ‘যুবত্যাং’ (যুবাত্যাং) ‘সোমস্ত’ (সম্ভাবস্ত—অংশঃ ইতি যাবৎ) ‘প্রযতী’ (উৎসর্গায়) ‘নব্যং’ (অভিনবং—চিরনূতনং ইতি ভাবঃ) ‘স্তোমং’ (স্তোত্রং—মন্ত্রং) ‘জনয়ামি’ (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং দেবমাহাধ্যাত্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পস্থচকশ্চ । তাৎপর্য্যার্থঃ—দেবৌ পরমদাতারৌ শক্রনাশকৌ চ । হৃদি তয়োঃ প্রতিষ্ঠার্থং অহং সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি ইতি ভাবঃ ।

৩। ‘ইজ্জাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ !) যুবাং ‘দাসপত্নীঃ’ (সৎকর্মাণাং উপকল্পিতৃণাং শক্রণাং ইতি যাবৎ) ‘অধুহুতং’ (অধুবিভং ইত্যর্থঃ) ‘নবতিং’ (বহু-সংখ্যাকং) ‘পূরঃ’ (গৃহং), অথবা ‘নবতিং পূবঃ’ (নবদ্বারবিশিষ্টং অসংখ্যশক্রপরি-

বেষ্টিতং অম্বাকং দেহরূপং গৃহং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্বান্ শক্রান্ নাশয়িষ্যি নবদ্বারবিশিষ্টং দেহরূপং গৃহং রক্ষসি পালয়সি চ ইতি তাৎপর্যার্থঃ) । তস্মাৎ ‘কৰ্ম্মণা (শক্রনাশরূপেণ মহৎ কৰ্ম্মণা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—সর্বযু কৰ্ম্মসু ইতি ভাবঃ) ‘একেন’ (অদ্বিতীয়ত্বেন, অদ্বিতীয়ো: যুবাং ইতি যাবৎ) ‘সাকং’ (যুবয়ো: মহিমানং পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা—অশেষমহিমাযিতৌ ভবণঃ ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ । অত্র ভগবতঃ মহিমা প্রদর্শয়তি । সৰ্ব্বকৰ্ম্মসম্পাদকঃ সৰ্ব্বেষু কৰ্ম্মসু বিद्यমান্ পরমেধরঃ সর্বান্ সংকৰ্ম্মসু নিয়োজয়তি । তস্মিন্ কৰ্ম্মণি শক্রমাংশং সম্ভবতি । এবং সতি শক্রনাশেন লোকাঃ ভগবতঃ অশেষকীর্ত্তিং প্রথাপয়তি ভগবন্তং চ প্রাপোতি ইতি ভাবঃ ।

৪ । ‘বুজ্জহা’ (সৰ্ব্বশক্রনাশকৌ হে শক্তিজ্ঞানরূপৌ দেবৌ !) যুবাং ‘অন্ত’ (অগ্নিন দিনে, সৰ্ব্বস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাভিরনুষ্ঠিতে অগ্নিন কৰ্ম্মণি—সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি ইতি ভাবঃ) ‘শুচিং’ (প্রকৃষ্টং বিশুদ্ধং, যদ্বা—ভক্তিসহযুতং ইতি ভাবঃ) ‘নবজাতং’ (চিরনূতনং) ‘স্তোমং’ (স্তুতিং, সদ্ভাবসমন্বিতং সংকৰ্ম্ম ইতি ভাবঃ) ‘জুষেধাং’ (গৃহীতং) । ‘বাং’ (যুবাং) ‘উভে’ (উভৌ) ‘হি’ (নিশ্চিতং) ‘সুহবা’ (প্রকৃষ্টবিন্ধ্যায়কৌ, সদ্ভাব-প্রবৰ্ত্তকৌ ইত্যর্থঃ) ভাতং ইতি শেষঃ । অতঃ যুবাং উভৌ ‘জোহবীমি’ (পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠায়ামি ইত্যর্থঃ) । ‘তা’ (তৌ উভৌ যুবাং) ‘উশতে’ (মোক্ষকামিনে সাধকায়,— তত্ত্ব মঙ্গলসাধনায় ইত্যর্থঃ) ‘নদ্যঃ’ (নিত্যকালং ত্বরয়া বা) ‘বাজং’ (অভীষ্টং—শ্রেষ্ঠং পরমার্থং ইতি ভাবঃ) ‘ধেষ্ঠা’ (দিব্যতং ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবতঃ করুণাং বিনা কোহপি তৎপ্রসাদং লব্ধুং ন শক্নোতি । অতি অভাজনোহপি যদি ভগবৎসুসারী ভবেৎ নিশ্চিতমেব সংপরিভ্রাণং লভতি । অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানেন কৰ্ম্মশক্ত্যা চ সৰ্ব্বশক্তে-রাধারম্ভ ভগবতঃ করুণাং লব্ধ্বা পরাগতিং প্রাপ্যামঃ ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৫ । ‘পথস্পতে’ (সন্মার্গপালক, সংপথি প্রবর্ত্তক বা ইত্যর্থঃ) ‘পৃধন্’ (পোষক, সদ্ভাবপোষক হে দেব দেবভান বা !) ‘বয়ং’ (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) ‘বাজসাতয়ে’ (পরমধন-প্রাপ্তয়ে) ‘মিষে’ (সদবুদ্ধিসাতায়, আত্মজ্ঞানজননায়) অথবা ‘বাজসাতয়ে’ (পরমধন-প্রাপকে) ‘মিষে’ (সংকৰ্ম্মণি) ‘রথং ন’ (রথমিব সংবাহকঃ পরিভ্রাণকারকঃ—যদ্বা ভগবৎ-প্রাপকঃ যথা ভবসি তথা) ‘বা’ (স্বাং) ‘অযুজ্জুহি’ (নিয়োজয়ামি) । মন্ত্রোহয়ং আত্মো-দ্বোধকঃ । মম কৰ্ম্ম যথা পরার্থপ্রাপকং ভবতি তথা তং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৬ । (ক) ‘পথস্পথঃ’ (সৰ্ব্বস্ত শোভনমার্গস্ত) ‘পরিপতিং’ (অধিপতিং, শ্রেষ্ঠ-পথপ্রদর্শকং ইত্যর্থঃ) ‘অর্কং’ (সৰ্ব্বদ্রষ্টারং, সৰ্ব্বেষাং আকাজ্ঞকীয়ং) তং দেবং দেবভাবং বা ‘কামেন’ (কৰ্ম্মফলদানেন, তন্মুদিত কৰ্ম্মফলং সমর্পয়িষ্য ইতি যাবৎ) ‘ক্লতেঃ’ (কৰ্ম্মফলসমর্পণেচ্ছয়া প্রেরিতঃ অহং) ‘বচসা’ (জ্ঞানভক্তিসমন্বিতেন স্তোত্রেণ কৰ্ম্মণা বা) ‘অভ্যানটু’ (অভিযান্ত্রবানস্মি, প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ । প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । কৰ্ম্মফলপ্রদানেন ভগবৎসম্মিলনলাভঃ অত্র হৃদয়তি । ভাবার্থঃ—সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-ফলং ভগবতি সংগ্ৰহ্য অহং তদনুগ্রহং লভেয়ং ।

(খ) অপিচ, ‘সঃ’ (সঃ চ সন্মার্গপালকঃ দেবঃ) ‘নঃ’ (অম্বাকং) ‘শুক্রঃ’

(শত্রুপ্রতিবন্ধকং) ‘চক্রাণাঃ’ (চক্রবৎ পরমানন্দসাধকং ইত্যর্থঃ) ‘রাসং’ (পরমধনং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ । অথবা, ‘সঃ’ (সঃ চ পোষকঃ ভগবান—তদ্ব্যগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘শত্রুং’ (শত্রুপ্রতিবন্ধকঃ) ‘চক্রাণাঃ’ (চক্রবৎ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধস্ব ইতি যাবৎ) ‘রাসং’ (পরমধনপ্রাপকঃ) ভবতু ইতি শেষঃ । অপিচ সঃ ‘পুষা’ (সদ্ভাবপোষকঃ দেবঃ) ‘ধিয়ং ধিয়ং’ (অস্বদীয়ং সর্বং সংকর্ষ্য প্রজ্ঞাং বা ইত্যর্থঃ) ‘দীবধাতি’ (প্রসাধয়তু) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবদব্যগ্রহেণ অস্মাকং কৰ্ম্ম সফলসমন্বিতং ভবতু । অস্মান্ সংপথি প্রবর্তয়িত্বা সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রুপ্রতিবন্ধকং পরমানন্দপ্রদং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ।

৭। ‘হিতেনেব’ (সর্বপ্রাণিনিতার, বিশ্বহিতকামনয়া উদ্ভুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ‘বয়ং’ (অর্চকঃ বয়ং ইতি যাবৎ) ‘ক্ষেত্রস্ত্র পতিনা’ (হৃদরূপস্ত্র ক্ষেত্রস্ত্র স্বামিনঃ ভগবতঃ অব্যগ্রহেণ ইতি ভাবঃ) ‘গাং’ (জ্ঞানজ্যোতিং) ‘অশ্বং’ (কৰ্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) ‘জয়ামসি’ (জয়ামঃ, লভাম ইত্যর্থঃ) । ‘সঃ’ (সঃ ক্ষেত্রস্ত্র পতিঃ পরব্রহ্মঃ ইতি ভাবঃ) ‘পোষয়িত্বা’ (সদ্ভাবাদিভিঃ প্রবর্তয়িত্বা) ‘ঐদৃশে’ (জ্ঞানশক্তিদানেন ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘মৃড়াতি’ (স্তথয়তি, পরমস্বং প্রযচ্ছতু ইতি শেষঃ) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অস্মাকং জ্ঞানং কৰ্ম্মশক্তিং চ অস্মাকং পরমস্বংহেতুভূতৌ ভবতং ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘ক্ষেত্রস্ত্র পতে’ (হৃদরূপস্ত্র আধাবক্ষেত্রস্ত্র স্বামিন্ হে ভগবন্ !) ‘ধেহুঃ পয়ঃ ইব’ (ধেহুঃ যথা পয়ঃ দোদ্ধি তথা) স্বং ‘অস্মাসু’ (প্রার্থনাপরায়ণেষু অস্মাসু ইত্যর্থঃ) ‘মধুশ্রুতং’ (মধু ইব মূল্যমুৎকৃষ্টরশ্মীলং, মধুস্রাবি ইত্যর্থঃ) ‘স্বতমিব স্পৃশতং’ (স্বতমিব কনুস্বরহিতং বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) নধুমন্তং’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘উশ্মিং’ (শুদ্ধস্বপ্রদাহং) ‘ধুক্’ (দোদ্ধি, সম্পাদয়তু ইতি ভাবঃ) । অপিচ, হে ভগবন্ ! ‘ঋতস্ত্র’ (সংকৰ্ম্মণঃ) ‘পত্যঃ’ (অনুষ্ঠাতারঃ অস্মান্ ইতি যাবৎ) ‘মৃড়য়ন্ত’ (স্তথয়তু,—নিত্যমস্মান্ রক্ষতু ইতি ভাবঃ) । মন্বোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান্ অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ করোতু এবং সঃ শুদ্ধস্বঃ অস্মাকং স্তথহেতুভূতঃ ভবতু ।

৯। ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্ !) ‘বিধানি’ (সর্বাণি) ‘দেব’ (দানাদি গুণযুক্তানি অপিতু শুদ্ধস্বজনকানি) ‘বয়ুনানি’ (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কৰ্ম্মমার্গান্ ইত্যর্থঃ) ‘বিদান্’ (জ্ঞানঃ, বেদয়িতারঃ—সর্বজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাবঃ) ঃ ‘অস্মান্’ (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) ‘রায়ে’ (পরমধনদানায়) ‘স্বপথা’ (শোভনমার্গেণ) ‘নয়’ (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ) । ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি । সঃ ভগবান্ অস্মান্ সন্মার্গেণ পরিচালয়তু সংকৰ্ম্মণি চ নিযোজয়তু ইতি ভাবঃ । অপিচ, হে দেব ! ‘অশ্বং’ (মন্তঃ, মদমুষ্টিতেভ্যঃ আরক্ষকর্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ‘জহরাণং’ (কুটিলীকর্তৃমিচ্ছন্, অভিলষিতক্রিয়াবিষাতকং ইতি যাবৎ) ‘এনং’ (পাপং) ‘যুযোধি’ (বিযোজ, পৃথক্কর ইত্যর্থঃ) । কিঞ্চ হে দেব ! ‘তে’ (হৃদয়ং, ভবং স্রীত্যর্থঃ) ‘ভূয়িষ্ঠং’ (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) ‘নম উক্তিং’ (নমস্কৰ্ম্মণা সহযুতঃ স্ততিবার্কাং) ‘বিধেম’ (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ) । ন হি সংকৰ্ম্মবোধকানাং

প্রমাণং অস্তি । প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেন সৰ্বে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তি । অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মাকং সংকৰ্ম্মণঃ বিরোধিনঃ অন্তঃশত্রুন্ বিনাশয় সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রযচ্ছ ।

১০ । ‘দেবানাং’ (দেবভাবানাং স্বভূতং ইত্যর্থঃ) ‘পস্থান্’ (শোভনমার্গং) ‘অপি’ ‘যৎ’ (যথা) ‘অগ্নয়’ (প্রাপ্তবস্তুঃ ভবেম, প্রাপ্তায়াম ইত্যর্থঃ) তথা বয়ং ‘শক্ৰবাম’ (শক্রুঃ, সমর্থ্যঃ ভবান) । যেন কৰ্ম্মসম্পাদনে বয়ং দেবান প্রাপ্নুম, ‘তৎ’ (তৎ কৰ্ম্ম) ‘অহু’ (অহুক্রমেণ, প্রকৃষ্টজ্ঞানে ভক্তিসময়িতেন চিত্তেন অবিচ্ছেদেন চ ইতি ভাবঃ) ‘প্রবোচুঃ’ (প্রকৰ্ষেণ সমাপ্তিং প্রাপয়িতু সম্পাদয়িতুং বা সমর্থ্যঃ ভবাম—বয়মিতি ইতি শেষঃ । তদনন্তরং ‘বিদ্বান্’ (তৎ পস্থানং জানানং, বেদয়িতারঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ‘অগ্নিঃ’ (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান) ‘যজ্ঞাৎ’ (দেবানাং প্রীতিসাধকং দেবযজ্ঞং বিজ্ঞাপয়তু ইতি ভাবঃ) । ‘সেৎ উ’ (সঃ খলু জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ) ‘হোতা’ (দেবানাং আশ্রিতা, দেবভাবজনয়িতা ইতি ভাবঃ) ভবতি ; অতঃ ‘সঃ’ (সঃ দেবঃ) ‘ঋতুন্’ (যজ্ঞান্, সংকৰ্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) ‘অধবরান্’ (হিংসারহিতান্, শত্রোরূপদ্রবরহিতান্) ‘কল্লয়াতি’ (করোতু ইতি ভাবঃ) । অয়ং ময়ঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । পথমার্গে সঙ্কল্পঃ শেষার্গে প্রার্থনা বর্ত্তেতে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদেব অস্মান্ সংপতি প্রবর্ত্তয়তু । তদনুগ্রহেণ অস্মাকং অন্তঃশত্রুন্ বিনাশং যাস্ত্ব । তেন সংকৰ্ম্ম-সম্পাদনে বয়ং পরমভীষ্টং লভেম ।

১১ । ‘বৎ’ (সংকৰ্ম্ম) ‘বাহিষ্ঠং’ (বোতুতনং, সদ্ভাববদ্ধকং ভগবৎপ্রীতিসাধকং চ) ‘তৎ’ (তৎ সংকৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ) ‘অগ্নয়ে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে—ভগবৎপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) সম্পাদয়িতুমিতি । ‘বিভাবসো’ (পরমধনবিপতে হে ভগবন্ !) অগ্নভাং ‘বৃহৎ’ (শ্রেষ্ঠধনং) ‘অর্চ’ (প্রযচ্ছ) । ‘বৃৎ’ (বৃন্তঃ সকাশাৎ) ‘মহিষী’ (মহতী, পরমার্থদায়কং) ‘রয়িঃ’ (ধনং) ‘উদগচ্ছতি’ (উদগচ্ছতি) ; অপিচ, ‘বৃৎ’ (বৃন্তঃ সকাশাৎ) ‘বাজা’ (অন্নানি, বলপ্রাপকপাণি ইতি ভাবঃ) উদগচ্ছতি ইতি শেষঃ । ভগবান সৰ্কেষাং অধীপঃ পরমধনবিধাতা । যঃ যৎ কাময়তি, ভগবদনুগ্রহেণ সঃ তৎ প্রাপ্নোতি । ভগবতঃ মহিমহিঃ পারং নাস্তি ইতি ভাবঃ ।

১২ । ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ !) স্বং ‘অস্মান্’ (তব শরণাগতান উপাসকান্ অস্মান্ ইতি ভাবঃ) ‘পারয়’ (ভবাক্ষিপাবে—নয়তু ইতি ভাবঃ) । ‘নব্যঃ’ (চিরনূতনৈঃ স্তুতিভিঃ) অপিচ ‘স্তুতিভিঃ’ (অত্যন্তং পূজিতৈঃ যজ্ঞাদিসাধনৈঃ—অস্মাভিঃ স্বচেষ্টিতেন সংকৰ্ম্মণা ইত্যর্থঃ) পরিতুষ্টঃ সন্ ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সৰ্কাণি) ‘হুর্গাণি’ (হুর্গমনানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) ‘অতি পারয়’ (অতিক্রময়—অস্মান্ ইতি ভাবঃ) । কিঞ্চ ভবদনুগ্রহেণ ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘পুঃ’ (শত্রোরবরোধকং হুর্গং—সামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) ‘পৃথ্বী’ (পৃথুতরং—বহুলাং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ । অপিচ ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘উকী’ (নিবাসস্থানং—পরমস্থানং ইত্যর্থঃ) বিস্তীর্ণং ভবতু । কিঞ্চ স্বং ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘তোকায় তনয়ায়’ (সদ্ভাববর্দ্ধনায় ইতি ভাবঃ) ‘শং যোঃ’ (স্তম্ভসম্বন্ধযুতঃ) ‘ভবা’ (ভবতু ইতি যাবৎ) । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । ভগবান অস্মাকং মঙ্গলাং বিধায়তু অস্মান্ প্রতি করুণাং প্রকাশয়তু ইতি ভাবঃ ।

১৩ । ‘অগ্নে’ (জ্ঞানময় হে ভগবন্ !) ‘স্বং দেবঃ’ (জ্যোতামানস্বং, স্বপ্রকাশস্বং) ‘আ

মর্ত্যেযু' (মহুশ্যপর্ধ্যন্তেষু সর্কপ্রাণিষু) 'ব্রতপা' (সংকর্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি);
তথা 'হং আ' (হং সমস্তাং, সর্কতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞেযু' (সংকর্মসু) 'ঈভাঃ'
(পূজিতব্যো ভবসি)। সর্ককর্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবঃ বিদ্যতে ইতি ভাবঃ ।

১৪। 'অবিদুষ্টেরাসঃ' (ভগবৎকর্মানভিজ্ঞাঃ অকিঞ্চনাঃ ইতি ভাবঃ) বয়ং (শরণাগতাঃ উপা-
সকাঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুগকাং সম্বন্ধি) 'ব্রতানি' (কর্মাণি—কর্মসু ইতি যাবৎ)
'বিদুবাং' (ভবতাং জ্ঞানতাং কিন্তু অস্মাকং অজ্ঞানতাং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যৎকিঞ্চিৎ) 'প্রমিণাম'
(প্রহিস্তিবন্তঃ—প্রত্যবায়ং সংজনয়াম, ক্রটিবিচ্যুতিং সম্বটয়াম ইতি ভাবঃ) 'বিদ্বান্' (এতৎ-
সর্কং জ্ঞানানঃ—সর্কজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানময়ঃ ভগবান) 'তং' (স্থিষ্টকৃতং)
'বিশং' (সর্কং কর্মজাতং প্রত্যবায়ং ক্রটিবিচ্যুতিং চ ইতি ভাবঃ) 'আ পৃণাতি' (সর্কপ্রকারেণ
পূরয়তু)। অকিঞ্চনাঃ বয়ং অজ্ঞানাং যদি বা মোহাৎ ভগবৎকর্মসু যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যবায়ং
ক্রটিবিচ্যুতিং সম্বটয়ানি, ভগবান তং সর্কং ফলসমমিতং পরিপূর্ণং করাতু ইতি ভাবঃ । অপিচ,
'বেভিঃ' 'ঋতুভিঃ' (যেষু কর্মসু যদিপি অজ্ঞানানি ভবতি ইতি যাবৎ) 'দেবান্' (সর্কে দেবোঃ)
তৎসর্কং আপূরয়তু ইতি শেষঃ । অয়ং মন্ত্রঃ প্রত্যবায়পরিহারমূলকঃ । প্রত্যবায়ৈষপি
ভগবদনুগ্রহেণ কর্ম ফলসমমিতং ভবতি ইতি ভাবঃ । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়ক হে ইন্দ্রায়ীদেবতা ! আপনাদের উভয়কে
আহ্বান করিতে (পূজা করিতে) ইচ্ছা করিয়াছি ; আপনাদিগের আরাধনা-
রূপ ধনের দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব সঙ্কল্প করিয়াছি ; আপনারা
উভয়ে ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদ অম্মের এবং পরলোকে পরমার্থপ্রদ
ধনের দাতা হইবেন । অতএব আপনাদের উভয়কেই, জয়-দানের জন্য আহ্বান
(পূজা) করিতেছি । (ভাব এই যে,—জ্ঞানশক্তিপ্রদায়ক ইন্দ্রায়ীদেবদ্বয়
পরিতৃপ্তিলাভ করুন এবং আমাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান প্রদান করুন)

২। শক্তিপ্রদায়ক হে দেবদ্বয় ! আপনারা প্রকৃষ্টদানশীল—এইরূপ
শুনিয়াছি বা শুনিতে পাই ; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাদয়িতা হইতে
অর্থাৎ বিশিষ্টধনপ্রদাতা হৃদয়রূপ গৃহ হইতে আপনারা রিপুশক্রদিগের
হস্তারক হইবেন । অনন্তর অর্থাৎ আপনারা তাদৃশ গুণোপেত জানিয়া,
জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের জন্য সম্ভাব্যের
অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি,
প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছি । (এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক । প্রার্থনামূলক

এবং সঙ্কল্পসূচক । তাই প্রার্থনা এই যে,—দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রু-নাশক ; হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি) ।

৩ । জ্ঞান ও শক্তি-দায়ক হে দেবদ্বয় ! আপনারা সৎকর্মের উপক্ষয়িতা (প্রতিবন্ধক) শত্রুদিগের অধ্যুষিত অসংখ্য শত্রুপুরীকে (ভাব এই যে,—নবদ্বারবিশিষ্ট অসংখ্য-শত্রুপরিবেষ্টিত আমাদিগের এই দেহরূপ গৃহকে) সকল শত্রুনাশের দ্বারা রক্ষণ ও পালন করেন । শত্রুনাশরূপ কর্মের দ্বারা অদ্বিতীয়ত্ব হেতু আপনাদের মহিমার অন্ত নাই অথবা সকল কর্মে অদ্বিতীয় আপনারা উভয়েই অশেষ মহিমান্বিত হয়েন । (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক । মন্ত্রে ভগবানের মহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে । সকল কর্মের মধ্যে বিগ্ৰহমান সৎকর্মসম্পাদক পরমেশ্বর সকলকে সৎকর্মে নিয়োজিত করেন । তাহাতে সৎকর্মসাধনে শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয় । শত্রুনাশের দ্বারাই লোকে ভগবানের অশেষ কীর্তি বিঘোষিত হইয়া থাকে এবং সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন) ।

৪ । সর্বশত্রুনাশক হে শক্তিজ্ঞানদায়ক দেবদ্বয় ! আপনারা সর্বকালে আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল সৎকর্মে (প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভক্তিসংযুত সকল সৎকর্মে) চিরনূতন স্তুতি বা প্রার্থনা (সদ্ভাবসম্মিত সৎকর্ম) গ্রহণ করুন (সম্পাদন করুন) । হে দেবদ্বয় ! আপনারা উভয়েই প্রকৃষ্ট হবির্দায়ক অর্থাৎ সদ্ভাবপ্রবর্তক হয়েন । অতএব আপনাদের উভয়েক পূজা (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) করিতেছি । আপনারা উভয়ে মোক্ষকামী সাধকের (অর্চনাকারী শরণাগত আমাদিগের) অভীষ্টপূরণ জন্য শ্রেষ্ঠ পরমার্থধন প্রদান করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । ভগবানের করুণা ভিন্ন কেহই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না । অতি অভাজনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেই নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করে । অতএব প্রার্থনা—জ্ঞানের এবং কর্মশক্তির দ্বারা সকল শক্তির আধার ভগবানের করুণা লাভ করিয়া বেন পরাগতি প্রাপ্ত হই । মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৫ । সম্মার্গপালক অথবা সৎপথের প্রবর্তক হে পোষক (সদ্ভাব-পোষক) দেব বা দেবভাব ! প্রার্থনাকারী আমরা পরমধন লাভের নিমিত্ত এবং সদ্বুদ্ধি লাভের জন্য (অথবা পরমধনপ্রাপক সৎকর্ম-সাধনের নিমিত্ত) রথের ন্যায় সংবাহক (অর্থাৎ যেক্রমে তুমি রথের ন্যায় পরিত্রাণ-

কারক ও ভগবৎপ্রাপক হও, সেইরূপভাবে) তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক । সঙ্কল্প এই যে,—আমার কৰ্ম্ম যাহাতে পরমার্থপ্রাপক হয়, সেই ভাবে যেন তাহাকে নিয়োজিত করিতে পারি ।)

৬। (ক) সৰ্ববিধ শোভনমার্গের অধিপতি অর্থাৎ সৰ্বশ্রেষ্ঠ সংপথ-প্রদর্শক সৰ্বদ্রষ্টা (সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়) সেই দেবতাকে বা দেবভাবকে, কৰ্ম্মফলদানে এবং জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত স্তোত্রের বা কৰ্ম্মের দ্বারা, কৰ্ম্মফল-সমর্পণেচ্ছা আমরা যেন অভিব্যাপ্ত করিতে পারি বা প্রাপ্ত হই । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক । সৰ্বকৰ্ম্মফলসমর্পণে ভগবৎসম্মিলন-লাভের ইচ্ছা মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে । প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৰ্বকৰ্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিয়া যেন তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই) ।

(খ) অপিচ, সমার্গপালক সেই দেবতা, আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক, চন্দ্রের ন্যায় পরমানন্দসাধক পরমধন প্রদান করুন । অথবা, সেই পোষক ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক চন্দ্রবৎ-পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরমধনপ্রাপক হউক । অপিচ, সদ্ভাবপোষক সেই দেবতা অস্মদীয় সকল সংকৰ্ম্ম বা প্রজ্ঞা প্রসাধন করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের কৰ্ম্ম সুফলমণ্ডিত হউক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগকে সংপথে প্রবর্তিত করিয়া ভগবান আমাদিগের শত্রুপ্রতিবন্ধক পরমানন্দপ্রদ পরমধন প্রদান করুন) ।

৭। সৰ্বপ্রাণির হিতের নিমিত্ত বিশ্বের মঙ্গল-সাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্চনাকারী আমরা হৃদয়রূপ ক্ষেত্রের অধিস্বামী ভগবানের অনুগ্রহে যেন জ্ঞানজ্যোতিঃ ও কৰ্ম্মশক্তি লাভে সমর্থ হই । সেই ক্ষেত্রপতি পরব্রহ্ম সদ্ভাবাদির দ্বারা প্রবর্তিত করিয়া, জ্ঞানশক্তিদানে আমাদিগের সুখবর্দ্ধন করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞান ও কৰ্ম্মশক্তি আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক) ।

৮। হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের অধিস্বামিন্ হে ভগবন্ ! ধেনু যেমন দুগ্ধ দোহন (প্রদান) করে, সেইরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগের মধ্যে মধুর ন্যায় মুহূৰ্ম্মুহুঃ ক্ষরণশীল, স্বতের ন্যায় বিশুদ্ধ ও পরমানন্দপ্রদ, শুদ্ধসত্ত্বপ্রবাহ দোহন (উপাদান) করুন । অপিচ, হে ভগবন্ ! সংকৰ্ম্মের অনুরূপতা আমাদিগকে সুখে স্থাপন করুন (নিত্যকাল আমাদিগকে রক্ষা

করুন) । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগকে সন্তোষসম্পন্ন করুন এবং আমাদিগের হৃদিসংজ্ঞাত সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সুখহেতুভূত হউক) ।

৯। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! শুদ্ধসত্ত্বজনক দাঁপিদানাদিগুণযুক্ত বস্তুর সর্ববিধ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষণকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের নিমিত্ত আমাদিগকে শোভনমার্গে (সংপথে) পরিচালিত করুন । (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই । সেই ভগবান আমাদিগকে সংপথে পরিচালিত এবং সংপথে নিয়োজিত করুন) । যপিচ, হে দেব ! আমাদিগ হইতে অর্থাৎ আমাদিগের অনুষ্ঠিত আরন্ধ কৰ্ম্ম হইতে অভিলষিত ক্রিয়া প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ মুক্ত করুন । হে দেব ! আপনার প্রীতির নিমিত্ত নমস্কৰ্ম্ম-সহযুত প্রতিব্যক্তি উচ্চারণ করিতেছি । (সংকৰ্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই । প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় । অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্ ! আমাদিগের সংকৰ্ম্মের বিরোধী অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করুন এবং সন্তোষ উন্মেষণে আমাদিগকে অশীষ্ট ফল প্রদান করুন) ।

১০। দেবগণের স্বভূত শোভনমার্গ যাহাতে আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমরা যেন তদ্রূপ সাধনায় সমর্থ হই । (যে কৰ্ম্ম সম্পাদনের দ্বারা আমরা দেবগণকে পাইতে পারি, প্রকৃষ্টজ্ঞানে ভক্তিসমপ্নিত চিত্তে অবিচ্ছেদে যথানুক্রমে আমরা যেন সেই কৰ্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হই) । তদনন্তর সেই দম্মার্গের প্রদর্শক (বিজ্ঞাপক) প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান (আমাদিগকে) দেবগণের প্রীতিসাধক অনুষ্ঠানের বিষয় জানাইয়া দিউন । সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান দেবগণের আশ্রিত—দেবভাবজনয়িতা হয়েন । অতএব ভগবান (আমাদিগের) সংকৰ্ম্মসমূহকে শত্রুর উপদ্রবরহিত করুন । (মন্ত্রটী দক্ষলজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক । প্রথমার্ধে সঙ্কল্প এবং শেষার্ধে প্রার্থনা বর্তমান । প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাদিগকে সংপথে প্রবর্তিত করুন । তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক । তাহাতে, সংকৰ্ম্মসাধনে আমরা যেন পরমশীষ্ট-লাভে সমর্থ হই) ।

১১। যে কৰ্ম্ম সন্তোষবদ্ধক ও ভগবৎপ্রীতিসাধক, প্রজ্ঞানস্বরূপ

ভগবানের পরিতৃপ্তির (তাঁহার অনুগ্রহ লাভের) নিমিত্ত সেই কৰ্ম্মই সম্পাদন করা অবশ্য কর্তব্য । পরমধনাধিপতে হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন ! আপনার নিকট হইতেই পরমার্থপ্রদ ধন আগমন করে এবং আপনার নিকট হইতেই বল প্রাণ উপজিত হয় । (ভগবান সকলেরই অধিপতি পরমধন-প্রদাতা । যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার অনুগ্রহে তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন ; ভগবানের মহিমার অন্ত নাই) ।

১২ । প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! আপনি আপনার শরণাগত উপাসক আমাদিগকে ভবাক্ষিপারে লইয়া যাউন । অপিচ, আমাদিগের অনুষ্ঠিত চিরনূতন স্তুতির (স্মৃতিত সংকল্পের) দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাবতীয় পাপাচরণ অতিক্রমণের সামর্থ্য দিউন । আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের নিবাসহেতুক পরমস্থান বিস্তার হউক । আমাদিগের সন্ধ্যা-সম্বন্ধনের নিমিত্ত আপনি আমাদের স্তুতসম্বন্ধযুক্ত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভগবান আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন ! আমাদিগের প্রতি করুণারাদা বর্ষণ করুন) ।

১৩ । হে জ্ঞানময় দেব ! স্বপ্রকাশ আপনি সকল প্রাণীর সংকল্পের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সংকল্পানুষ্ঠানে—আপনি পূজনীয় হয়েন । (ভাব এই যে,—সকল কৰ্ম্মেই ভগবানের প্রভাব বিद्यমান) ।

১৪ । হে দেবগণ ! ভগবৎকৰ্ম্মে অনাভিষ্ঠ অকিঞ্চন শরণাগত আমরা, আপনাদিগের সম্বন্ধি কৰ্ম্মে, আপনার জ্ঞাতসারে অথচ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞানতা বশতঃ) যদি কোনও প্রত্যবায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, সৰ্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময় ভগবান স্মিক্তকৃত অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মজাত প্রত্যবায় সৰ্ব্বপ্রকারে পূরণ করুন । (ভাব এই যে,—অকিঞ্চন আমরা অজ্ঞানতা বা মোহ বশতঃ ভগবৎ-কৰ্ম্মসম্পাদন-কালে যে কিছু প্রত্যবায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়া ফেলি, ভগবান সে সকল পূরণ করিয়া, আমাদিগের কৰ্ম্মকে ফল-সমপ্নিত করুন) । অপিচ, যে কৰ্ম্মে যে কিছু অঙ্গহানি ঘটে, সকল দেবগণ তাহা পূর্ণ করুন । (ভাব এই যে,—প্রত্যবায় সংঘটিত হইলেও—ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও—ভগবানের অনুগ্রহে কৰ্ম্ম ফলসমপ্নিত হউক) । (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—১৪ অনুবাক) ॥

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাংখ্যাচার্যাকৃতং) ।

ত্রয়োদশানুবাকে দর্শপূর্ণাসমজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ । অথ তদ্বিক্রতিময়া বক্তব্যঃ । বিকৃতিষু চাহপূর্ণ্যবমজ্ঞাণামতিদেশে বৈধপ্রাপ্তব্রাহ্মকৌতুকা এবানুশিষ্যন্তে । ততঃ প্রপাঠকানামন্ত্যানুবাকেষু কাম্যেষ্টীনাং যাজ্ঞাপুরোহিত্যাক্যাঃ ক্রমেণোচ্যন্তে । তাশ্চেষ্টয়ো দ্বিতীয়কাণ্ডস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থ-প্রপাঠকেষু ক্রমেণ বিধীয়ন্তে । তত্রাশ্বিনম্নুবাকে দ্বিতীয়কাণ্ডস্তদ্বিতীয়প্রপাঠকস্ত সার্বপ্রথমানু-বাক্যোক্তকাম্যেষ্টীনাং যাজ্ঞাপুরোহিত্যাক্যা উচ্যন্তে । কাম্য যাজ্ঞা ইতি যাজ্ঞিকসমাখ্যাবাদিষ্টি-
• কাণ্ডস্য যাজ্ঞাকাণ্ডস্ত চ পরস্পরং সম্বন্ধঃ । ইষ্টবিশেষয়ময়বিশেষসম্বন্ধস্ত লিঙ্গকন্যভাষ্যমবগম্যব্যঃ । যজ্ঞপৌরৈক এব মন্ত্রঃ স্বস্বদেবতাপ্রকাশকস্তথাহপি দর্শিতোমত্বব্যাবৃত্তয়ে প্রতীষ্টি মন্ত্রদ্বয়ং প্রযোক্তব্যং । এতচ্চ বাস্তোষ্পতীয়হোমপ্রস্তাবে সমান্নাস্ততে—“যদেকয়া জুহুয়াদর্শিহোমং কৃণ্যৎ । পুরোহিত্যাক্যামনুচা যাজ্ঞা জুহোতি সদেবহায়” ইতি । এতয়োচ লক্ষণমাজ্ঞাতাগ্রাক্ষণে পঠিয়াতে—“পুরস্তান্নজ্ঞা পুরোহিত্যাক্যা ভবতি । জাতানৈব ভাতৃব্যান্ প্রণদতে । উপরিষ্টান্নজ্ঞা যাজ্ঞা জনিগ্ধমাণানৈব প্রতিলুদতে” ইতি । যত্র ঋচঃ পূর্বার্ধে দেবতালিঙ্গং সা পুরোহিত্যাক্যা । উত্তরার্ধে তল্লিঙ্গং চেছাজ্ঞা সা ভবতি । এতস্য লক্ষণস্য প্রদর্শনার্থং কচিদেতদ্ব্যভিচারতি । তত্র সর্কজাহমানক্রমো নিম্নাক্ষঃ । পুরস্তাদান্নাতাঃ পুরোহিত্যাক্যাঃ, পশ্চাদান্নাতা যাজ্ঞাঃ । তত্রাদিষ্টক্রমং মন্ত্রক্রমং চ পবিত্রৈক্যৈককস্তামিষ্টাবৈক্যকং মন্ত্রযুগ্মং প্রযোজ্যং । নম্র যত্র যুগ্মা-দধিকস্তত্ৰাগ্ন্যসমানলিঙ্গকো যত্র আহারতে তত্র ক্রমানুসারেণোত্তরেষ্টৌ মন্ত্রযোজনে লিঙ্গং বাধ্যত, পূর্বেষ্টৌ তজ্জোজনে ক্রমো বাধ্যতোতি চেম । বাধ্যতাং নাম ক্রমোহস্য ত্বর্কলভ্যঃ । যদি ন পূর্বেষ্টৌ তৃতীয়মন্ত্র পৃথক্‌প্রয়োজনতা তর্হি তত্র যাজ্ঞা বিকল্পতাং । যত্র তু যুগ্মান্তরং পূর্ক-যুগ্মেন(ণ) সমানলিঙ্গং তত্র যাজ্ঞাপুরোহিত্যাক্যায়ুগ্মশ্চৈব বিকল্পোহস্ত । যদিদ্বিষ্ট্যেক্যে মন্ত্রযুগ্মাদিক্যে যজ্ঞাবিকল্পস্তমন্ত্রযুগ্মস্যৈকত্বং সতি তদীয়দেবতাবিষয়াণামিষ্টীনামাদিক্যে তা ইষ্টয়োহপি বিকল্পতাং । তত্থা । ইহৈব তাবদ্বাদৃশমপলভ্যতে । উভা বামিন্দ্রাদী ইত্যদয় ইন্দ্রাণিলিঙ্গকাস্তদ্বারো মথ্যঃ । ঐন্দ্রায়েষ্টয়স্ত ফলভেদেন ষড়ান্নাতাঃ । তত্র প্রথমমন্ত্রযুগ্মবিষয়ে তিস্র আত্মা ইষ্টয়ো বিকল্পন্তে । তাসু তিস্রু প্রথমান্নিষ্টিং বিধাতুং প্রস্তোতি—“প্রজাপতিঃ প্রজা অশ্রজত তাঃ সৃষ্টা ইন্দ্রাদী অপাগূহতাৎ সোহিচ্যায়ং প্রজাপতিরিন্দ্রাদী বৈ মে প্রজা অপাবৃক্ষতানিতি স এতমৈন্দ্রা-গ্নমেকাদশকপালমপশ্রুতং নিরবপত্তানৈম প্রজাঃ প্রাসাধয়তাং” (তৈঃ সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি । অপাগূহতামাচ্ছাদিতবন্তো । অচায়দচিস্তয়ং । প্রাসাধয়তাং প্রকটী কৃতবন্তো । প্রস্তুতানিষ্টিং বিধন্তে—“ইন্দ্রাদী বা এতস্ত প্রজামপগূহতো যোহলং প্রজায়ৈ সন্ প্রজাং ন বিন্দত ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্কপেৎ প্রজাকাম ইন্দ্রাদী এব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবৈবান্নৈম প্রজাং প্রাসাধয়তো বিন্দতে প্রজাং” (সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি যঃ পুরুষো যোবনাদিনা প্রজোৎপাদনসমর্থোহপি প্রজাং ন লভতে তন্ত্বেন্দ্রাদী প্রতিবন্ধকো । তয়োৱকৃতঃ পুরোডাশো ভাগস্তেন তৌ সেবতে । দ্বিতীয়ানিষ্টিং বিধন্তে—“ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্কপেৎ স্পর্ধমানঃ ক্ষেত্রে বা সজাতোষু বেজাদী এব স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাভ্যামেবেজিয়ং বীৰ্যং ভাতৃব্যস্য যুক্তে বি পাপ্‌মনা ভাতৃব্যেণ জয়তে” (সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ২ অঃ ১) ইতি । সজাতাঃ সমান-জ্ঞানো বদ্ধভূতাদয়ঃ । অচেতনং ক্ষেত্রবিষয়ং চেতনং ভূতাবিষয়ং চ বৈরিণো যৎসামর্থ্যং

তত্ত্বয়মিন্দ্রাগ্নী বলাদিনাশয়তঃ । স্বয়ং তু পাপিষ্ঠেনৈব বৈরিণা বিরুদ্ধমানো জয়ং প্রাপ্নোতি
তৃতীয়ামিষ্টিং বিধতে — “অপ বা এতস্মাদিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ক্রামতি যঃ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাতৈজ্জাগ্রমেক
দশকপালং নির্বপেৎ সঙ্গ্রামমুপপ্রযাস্যমিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দি
বীৰ্য্যং ধত্তঃ সহেক্রিয়েণ বীৰ্য্যেণোপপ্রযতি জয়তি তচ্ সঙ্গ্রামং” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১
ইতি । যুদ্ধার্থং পরসৈন্তসমীপং প্রযাত্ততো ভয়াবেশাদ্ভক্তপাদাদীন্দ্রিয়গতা শক্তিরপক্রামতি । ইন্দ্রা
তস্ত দৈৰ্ঘ্যমুৎপাতেজ্জিয়শক্তিং সমাধত্তঃ । এতাস্থ তিস্থমিষ্টিশ্চ পুরোহুবা ক্যামাহ—

১ । “উভা নামিন্দ্রাগ্নী আহবধ্য উভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ । উভা দাতারাবিবাং রয়ীগামু
বাজস্ত সাতয়ে হবৈ বাম্ ॥” ইতি ।—হে ইন্দ্রাগ্নী যুবামুভৌ হব আহবয়ামি । কিমর্থং । আহবট
সাকল্যেন হোতুং । ন চাত্ৰাশ্বমেধপুরুষমেধাদাবস্থাৎদেব যুবয়োহৌমদ্রব্যস্বঃ শক্নীয়ং । অ
হ্যত্র রাধঃশদবাচ্যং পুরোডাশদ্রব্যরূপমন্নং । তেনান্নেন যুবামুভৌ পরম্পরং যুক্তৌ হৰ্ষয়িতু
হবয়ামি । অষ্টাভ্যামাবাভ্যাং কিং তদেতি চেৎ । যবামভাবন্নানাং ধনানাং চ দাতারাবতোহঃ
লাভায় যবামভাবান্বয়ামি ॥ অথ বাজ্যামাহ—

২ । “অশ্রবচ্ছি ভূরিদাবত্তরা বাৎ বিজামাতুকত বা বা স্তালাৎ । অথা সোমস্ত প্রথ
যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি নবাম্ ॥” ইতি ।—লোকে হি স্বহুহিতুরতান্তপ্রিয়ো বিশি
জামাতা দৌহিত্রাদিরূপাঃ প্রজা বহ্নীদ্বাদতি, স্তালাচ্চ স্বয়ং দক্ষো ভগিনীস্নেহেন গৃহধনরক্ষণ
দাসদানীকপাঃ প্রজা বহ্নীঃ প্রদদাতি । তাভ্যামপি বাৎ ভূরিদাবত্তরাবতিশয়েন বহুপ্রজাপ্রা
যুবামিত্যাশ্রবৎ । অথাহতো হে ইন্দ্রাগ্নী যুবভ্যাং যুবভ্যাং সোমস্ত প্রযতী সোমসদৃশস্ত পুরোডা
প্রদানেন ভবদীয়ে চিত্তে নৃতনং হর্ষকপটিভবৃদ্ধানাং স্তোমং সম্পাদয়ামি । অত্রোদাহৃতয়োরা
মন্ত্রঃ পুরোহুবা ক্য । বাগাৎ পুরস্তাদেবতাহবানারাদর্গ্যৈঃপ্রথমহু হোত্রা বক্তব্যাহ্বাৎ । ইন্দ্রায়িত
মন্ত্রক্ৰতীত্যেতাদৃশোহপ্লব্যাঃ । দ্বিতীয়ো ময়ৌ বাজ্য । ইজ্যতেহনয়তি তদব্যাৎপতি
অত এবান্ন যজেরি পৈষঃ প্যতে ॥ উক্তরাস্থ তিস্থমিষ্টিশ্চ প্রথমাং বিধতে—“বি বা এষ ইন্দ্রা
বীৰ্য্যেণক্রাতে যঃ সঙ্গ্রামং জয়তৈজ্জাগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেৎ সঙ্গ্রামং জিত্বৈজ্জাগ্রী এব
ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ধত্তো নেক্রিয়েণ বীৰ্য্যেণ ব্যাধ্যতে” (সং০ কা০
প্র০ ২ অ০ ১) ইতি । যুদ্ধশ্রমেণেন্দিয়গত্য বীৰ্য্যস্ত ব্যাধিঃ । দ্বিতীয়ামিষ্টিং বিধতে—
“বা এতস্মাদিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ক্রামতি যঃ এতি জনতামৈজ্জাগ্রমেকাদশকপালং নির্বপেজ্জনতা
মিন্দ্রাগ্নী এব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি তাবেবাস্মিন্দিয়ং বীৰ্য্যং ধত্তঃ সহেক্রিয়েণ বী
জনতামেতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ১) ইতি । বিজিগীষুকথাস্থ স্ববিজ্ঞাপ্রকটনায় বা স
জিগমিষোদৈর্ঘ্যদ্বন্দ্বশরূপং বীৰ্য্যাপক্রমণং ভবতি । তৃতীয়া বৈজ্ঞাগ্নেষ্টিঃ পৌষচরুক্ষেত্রপত্যচরু
মপরিষ্ঠাধ্বিষাত্তে ॥ তাস্থ তিস্থমিষ্টিশ্চ পুরোহুবা ক্যামাহ—

৩ । “ইন্দ্রাগ্নী নাবিৎ পুরো দাসপত্নীরধুতম্ । সাকনেকেন কশ্মণা ॥” ইতি ।—দা
প্রজানামপক্ষপয়িতারস্তস্বঃপ্রভবস্তে পত্যয়ে বাসাং পুরীগাং তা দাসপত্ন্যাঃ । হে ইন্দ্রাগ্নী তাদৃশী
বতিসংখ্যাকাঃ পুরো যুগ্মপদেকেনৈব প্রহারকশ্মণা যুবাং ক্ষপয়তং ॥ বাজ্যামাহ—

৪ । “শুচিৎ হু স্তোমং নবজাতমজ্জাগ্নী বৃত্রহণা জুবেথাম্ । উভা হি বাচ্ সূহবা জোহব
তা বাজচ্ সত্ব উশতে ধেষ্ঠা ॥” ইতি ।—হে বৃত্রহণাবিন্দ্রাগ্নী অত স্তোমং জুবেথাং সেবেতা

কীদৃশং শুচিং নির্দোষং নবৈরন্নবিশেষৈর্জ্ঞাতং জন্ম যন্ত তং নবজাতং সূহবা রৌষণর্কাদিরহিততয়া
সূতেন হোতুং শক্যো যুবানুভৌ যস্মাচ্ছোহবীম্যাস্থ্যামি তস্মাত্তাবুভৌ যুবাং কাময়মানায় যজ-
মানায় বাজং সজ্ঞো ধত্তং । তদিদমুত্তরান্দোক্তমনং ন স্তোত্রং ॥ যথোক্তকর্মপ্রয়োগান্তঃপাতিনম-
পরং যাগং বিধত্তে—“পৌষং চক্ৰমহু নির্বপেং পূষা বা ইন্দ্রিয়ন্ত বীৰ্য্যস্তানুপ্রদাতা পূষণমেব স্নেন
ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবাস্মা ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমহু প্রযচ্ছতি” (সং. কা. ১ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।
বীৰ্য্যং প্রদদানাবিল্লাগ্নী অহু পূষা প্রযচ্ছতি ॥ তত্র পুরোহুবাক্যামাহ—

৫। “বয়মু ত্বা পথম্পতে রথং ন বাজসাতয়ে । ধিয়ে পূষন্নযজুহি ॥” ইতি ।—হে
সুমার্গপতে পুষষম্বেব ত্বাং রথমিব যোজয়ামঃ । কিমর্থং । ধিয়ে ধীয়তেহ্নুষ্ঠীয়ত ইতি ধীঃ কর্ম ।
কীদৃশে ধিয়ে । বাজস্তানু সাতিলীভো যন্তাঃ সা বাজসাতিস্তে ॥ যাজ্ঞ্যামাহ—

৬। “পথম্পথঃ পরিপতিং বচস্তা কামেন ক্লতো অভ্যানডরুম্ । স নো রাসচ্চুধ-
শ্চক্ৰাগ্রা ধিয়ংধিয় ৩ সীষবাতি প্র পূষা ॥” ইতি ।—ফলকামেন প্রেরিতোহহং তস্ত তস্ত
মার্গস্ত পরিপালকং পূষাপরপর্যায়মকং স্তোত্ররূপেণ বচসাহিবিব্যানুবানস্মি । সোহম্মভ্যং
শোকনিরোধিকা রাসং প্রযচ্ছতু । কাস্তাঃ । চক্ৰাগ্রাশ্চন্দ্রবদান্দানসাপনমগ্রং যাসাং তা
ওষবীঃ । কিং চ পূষা ধিয়ংধিয়ং তত্তদ্বিষয়াং প্রজ্ঞাং প্রসীষবাতি প্রকর্ষণে সাধয়তু ॥
ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“ক্ষৈত্রপত্যং চরং নির্বপেজ্জনতামাগতোয়ং বৈ ক্ষৈত্রস্ত পতিরস্তামেব
প্রতিষ্ঠতি” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ১) ইতি । ক্ষৈত্রাণং ভূভাগস্বাদ্ভ্যমে ক্ষৈত্রপতিত্বং ।
অর্থবাদগতপ্রতিষ্ঠাকামোহত্রাধিকারী ॥ তত্র পুরোহুবাক্যামাহ—

৭। “ক্ষৈত্রস্ত পতিনা বয় ৬ হিতেনেব জয়ামসি । গানম্বং পোষয়িত্বা স নো
মৃড়াভীদৃশে ॥” ইতি ।—হিতেন পুত্রাদিনা যথা গবাদিজয়ন্তথা ক্ষৈত্রস্ত পতিনা গানম্বং
পোষকমন্নাদিকং চ বয়মা সমস্তাস্ক্রয়ামঃ । স ক্ষৈত্রস্ত পতিরীদৃশে গবাদৌ ভাং স্তথয়তু ॥
যাজ্ঞ্যামাহ—

৮। “ক্ষৈত্রস্ত পতে মধুমন্তুম্মিৎ ধেনুরিব পয়ো অস্মাস্থ ধুক্ । মধুশ্চুতং যতমিব
স্পৃতমুতস্ত নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্ত ॥” ইতি ।—হে ক্ষৈত্রস্ত পতে ধেনুঃ পয় ইব ত্বমস্মাস্থ
মাধুর্য্যরসোপেতমুন্নিবং পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যুপেতং দ্রব্যাস্তরেষপি স্মমাধুর্য্যস্রাবিণং যতবৎ
পর্য্যুষিতত্বদোষাভাবেন স্পৃতং নালিকেরফলেক্ষুখণ্ডগুড়াদিভোগ্যপদার্থসমূহং ধুক্ । যজ্ঞস্ত
পতয়োহস্মাস্থ ডয়ন্ত ॥ অবশিষ্টমৈক্সাগ্রেষ্টিং বিধত্তে—“ঐন্দ্রাগমেকাদশকপালমুপরিষ্ঠান্নির্বপেদ-
স্তামেব প্রতিষ্ঠায়েজ্জিয়ং বীৰ্য্যমুপরিষ্ঠাদায়কৃত্তে” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ১) ইতি । ক্ষৈত্রপত্য-
চরোক্তকর্মিয়মিষ্টিঃ । অত্রাপি বীৰ্য্যকামোহধিকারী । জনতামাগতোতি ক্ষৈত্রপত্যস্ত কাল
উপরিষ্ঠাদিত্যস্ত কালঃ । অত্র যাজ্ঞানুবাক্যে পূর্বমেবোক্তে ॥ ইষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়ে
পথিকৃত্তে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্বপেস্তো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্তাং বা পৌর্ণমাসীং
বাহতিপাদয়েৎ পথো বা এষোহধ্যপথেনৈতি যো দর্শপূর্ণমাসযাজী সন্নমাবাস্তাং বা পৌর্ণ-
মাসীং বাহতিপাদয়ত্যমিমেব পথিকৃত্ত ৩ স্নেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনমপথাং
পস্থ্যমপি নয়তানডবান্দক্ষিণাবহী হেষ সমৃদ্ধো” (সং. কা. ২ প্র. ২ অ. ২) ইতি ।
পর্কণি পর্কণ্যপ্রমাদেন তদিষ্টেরহুষ্ঠানং বিত্তমানং পস্থাঃ । কস্মিংশ্চিৎ পর্কণি প্রমাদেনাহুষ্ঠা-

নাভাবোহপথঃ । অগ্নিগ্নিষয়ে প্রায়শ্চিত্তরূপেয়মিষ্টিঃ । যস্মাদেযোহনড্বান্ ভারং বহতি তস্মাৎ সমৃদ্ধৌ ভবতি ॥ তত্র পুরোহিত্বাক্যামাহ—

৯। “অগ্নে নয় স্তপথা রায়ে অস্মাদিগ্নানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ । যুয়োধ্যান্জুহ-
রাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউজ্জিং বিধেম ॥” ইতি।—হেহগ্নে ত্বং দর্শপূর্ণমাসেষ্টিফল-
রূপায় ধনায়ান্নানতিপাদদোষরহিতেন স্তমার্গেণ নয় । হে দেব ত্বং বিশ্বান্নার্গাশ্বেংসি ।
নরকহেতুতেন কুটিলমতিপাদরূপং পাপমস্মন্তো বিবোজয় । বহতমাং নমস্বারোক্তিং তব
করবাম ॥ তত্র যাজ্যামাহ—

১০। “আ দেবানামপি পশ্চামগম্য যচ্ছক্ৰবাম তদনু প্রবোঢ়ুম্ । অগ্নির্বিদ্বান্ৎস যজাৎ
সেদুহোতা সো অধ্বরান্ৎস ঋতুন কল্পয়াতি ॥” ইতি।—যস্মাৎ পথো বয়ং পূর্কং ত্র্যষ্টান্তমপি
দেবানাং পশ্চান্নিদানীমাগতাঃ । কিং কৰ্ত্ত্বং, যৎকস্মান্নুষ্ঠাতুং শকুমন্তদমুক্রমেণ প্রবোঢ়ুম্ ।
অবিচ্ছেদেনান্নুষ্ঠানং প্রবাহঃ । যত্পাৎ ন জ্ঞানামি তথাইপ্যয়ং পণিকৃদগ্নিরপরাধং সমাধাতুং
বেত্তি । অতঃ সোহস্মদর্থং যক্ষ্যতি । স এন দেবানামাহ্বাতা । স এবাতিপন্নাত্ত্র্যষ্টান্নাদি-
কালান্শ্চ কল্পয়িষ্যতি ॥ ঈষ্ট্যন্তরং বিধত্তে—“অগ্নয়ে ব্রতগত্যে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্কপেত
আহিতাগ্নিঃ সন্নব্রতমিব চরেদগ্নিমিব ব্রতপতিত্বেন ভাগদেয়েনোপধাবতি স এনৈবং ব্রত-
মালম্বয়তি ব্রতো ভবতি” (সং০ কা০ ২ প্র০ ২ অ০ ২) ইতি । অত্রত্যং যাগব্রতবিরোধ্য-
নুতবাদাদিকং সোহগ্নিরেবৈবমব্রতচ্যারণং ব্রতং প্রাপয়তি । তত উত্তরেষু যাগব্রতেষু যোগ্যো
ভবতি । অত্র মন্ত্রকাণ্ডে পণিকৃদগ্নিকং মন্ত্রগ্ণং পূর্বম্নাত্মদাস্তং । ব্রতলিঙ্গমুপর্য্যুদা-
হরিষ্যতে । মধ্যবর্তি তু যগ্নে বিশেষলিঙ্গাভাবংপ্ৰত্যয়সাধারণলিঙ্গদর্শনাৎ পূর্বত্র বিকলিত-
মিত্যভঃ কেচিৎ । অপরে তুত্তরত্র বিকলিতমিতি মতস্তে । আচাৰ্য্যাস্ত পূর্বত্রৈব স্থিষ্কৃতঃ
সংযাজ্যে ইতি মতস্তে ॥ তত্র পুরোহিত্বাক্যামাহ—

১১। “বদাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে বৃহদর্চ বিভাবসো । মহিযীব ত্বদগ্নিষ্বদাজা উদীরতে ॥” ইতি।—
যৎ প্রায়ণীয়ং হবিশ্বদগ্নয়ে বৃহদ্ববতু । হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয় । যথা মহিষী
ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহক্ষীরাদিনা পূজয়তি তদ্বৎ ॥ তথা সতি
ত্বদনুগ্রহাদ্বনং লভ্যতেহন্নানি চোৎকর্ষণে সম্পদস্তে । যাজ্যামাহ—

১২। “অগ্নে ত্বং পারয়া নব্যা অস্মান্ৎস্বস্তিভিরিতি তুর্গাণি বিধা । পূশ্চ পৃথী বহলা
ন উকী ভবা তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥” ইতি।—হেহগ্নে মদীয়াপরাধপরিহারায়ৈদানীং
প্রবৃত্তদ্বারতনস্বমস্মান্ ফলপর্য্যন্তানাং কৰ্ম্মণাং পারং নয় । কিং কৃষা । স্বস্তিভির্ঘাশাস্ত্রা-
নুষ্ঠানৈরতিপাদরূপাণ্যব্রতরূপাণি বা তুর্গাণি পাপানি বিখ্যাত্তিক্রমযা । কিং চান্নাকং নিবাসায়
নগরী বিষ্ণুতা ভবতু । সন্তসম্পত্ত্যর্থমুকী বহলা ভবতু । কিং চ ত্বমস্মদীয়ায় পুত্রায় হুহি-
রূপাপত্যায় চ স্তবপ্রদো ভব ॥ অথ ব্রাতপত্যযাগস্তাসাধারণে যুগ্মে পুরোহিত্বাক্যামাহ—

১৩। “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যোহা । ত্বং যজ্ঞেঋষিডাঃ ॥” ইতি।—হেহগ্নে
ত্বমাগত্য মনুষ্যেষু ব্রতপালকো দেবোহসি । আ সমস্তাজ্ঞেযু ত্বং স্তব্যোহসি ॥ যাজ্যামাহ—

১৪। “যদো বয়ং প্রমিনাম ব্রতানি বিদ্বাং দেবা অবিহুষ্ঠাসঃ । অগ্নিষ্টদ্বিধমাপুণাতি
বিদ্বান্তেভির্দেবাণ্ ঋতুভিঃ কল্পয়াতি ॥” ইতি।—হে দেবা বিদ্বাং যস্মাকং সধক্ষীত্বম-

দমুষ্ঠৈয়ত্রাতাত্যন্তমবিধাংসো বয়ং প্রকর্ষণে বিনাশয়াম ইতি যত্তং সর্বং বিধানগ্নিরা-
 পূরয়তু ॥ যৈশ্চ তুপলক্ষিতকালবিশেষৈর্দেবান্ হবির্ভোক্তুং কল্পয়তি তৈঃ কালবিশেষৈত্রাতং
 পূরয়তু ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অন্ত্যাম্বাকে যাজ্যাম্বাক্যাঃ কাম্যোষ্টিসঙ্কতাঃ ।
 কাণ্ডস্ত তু দ্বিতীয়স্ত দ্বিতীয়ে প্রঙ্গ ইষ্টয়ঃ ॥ ১ ॥ উভৈর্জাগ্রত্রে যুগ্মমিদ্ভৈর্জাগ্রত্রে তথা ।
 বয়ং পৌষে চরৌ ক্ষেত্র ক্ষেত্রপত্যচরৌ তথা ॥ ২ ॥ অগ্নে পাথিকৃতে যদ্বা ত্রাতপত্যে
 দ্বিযুগ্মকং । বিকল্পেনেতি মন্তাঃ স্যারম্বাকে চতুর্দশ ॥ ৩ ॥”

* . *

অথ মীমাংসা ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিন্তিতং—“ঐন্দ্রায়াদীষ্টয়ঃ কাম্যা যাজ্যা অপূদিতাঃ ক্রমাং ।
 কাণ্ডরোস্তা যথালিঙ্গং সঞ্চাৰ্য্যা নিয়মোহথ বা ॥ লিঙ্গং ক্রমসমাখ্যাভ্যাং প্রবলং তদ্বাদমুং ।
 অকাম্যাস্বপি সঞ্চাৰ্য্যা যাজ্যাঃ সর্বত্র কা ক্ষতিঃ ॥ সমাখ্যানাং কাণ্ডযোগঃ ক্রমাদিষ্টিস্থ
 যোজনম্ । অপেক্ষতে দৈ(দে)বমাত্রসক্তিঃ কাম্যৈকগাস্ততঃ” ইতি ॥ কাম্যোষ্টয়স্তংকাণ্ডে
 ক্রমেণাহ্নাতাঃ—“ঐন্দ্রায়াংকাদশকপালং নির্বপেত্তত্ত সজাতা বি(বী)য়ুঃ” ইত্যাদিনা । সজাতা
 জাতয়ো বি(বী)য়ুর্বিদ্যতা বিপ্রতিপন্ন ইত্যর্থঃ । ইন্দ্রায়া রোচনেত্যাদিকে মন্তকাণ্ডে
 যাজ্যাম্বাক্যাঃ ক্রমেণাহ্নাতাঃ । তত্রৈদং কাম্যযাজ্যাম্বাক্যাকাণ্ডমিতি যাজ্ঞিকানাং সমাখ্যাংহব-
 গম্যতে । তয়োঃরিষ্টিকাণ্ডমন্ত্রকাণ্ডয়োঃ প্রথমায়ামিষ্টৌ প্রথমপঠিতে যাজ্যাম্বাক্যে ইত্যাদিব্যবস্থা ।
 কন্মস্বরূপমাত্রপ্রকাশনং লিঙ্গং । ন চ তাবদ্যাত্রেণ মন্তকস্মরণপ্রসঙ্গাভাবঃ । ততঃ
 সমাখ্যাবলান্মন্তকাণ্ডকন্মকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধাবগমেন সামায়েন মন্তককন্মণোঃ সম্বন্ধোহবগম্যতে ।
 বিশেষতস্ত্বস্মিন্ প্রথমে কন্মণ্যয়ং মন্ত ইতি ক্রমাদবগম্যতে । ঐন্দ্রায়েষ্টাবৈজ্ঞানমন্তো বৈশ্বান-
 রেষ্টৌ বৈশ্বানরমন্ত ইত্যেতাদৃশো বিশেষো লিঙ্গাদবগম্যত ইতি চেন্ন । লিঙ্গসাধারণ্যে
 ক্রমাপেক্ষণাং । ঐন্দ্রায়াংকাদশকপালং নির্বপেদ্রত্নব্যবানিতি দ্বিতীয়েষ্টিরপি । তত্রৈন্দ্রায়া
 পঠিতৌ । মন্তকাণ্ডেপীন্দ্রায়া নবাতমিত্যাদিকমপরমৈন্দ্রায়াং যাজ্যাম্বাক্যায়ুগ্ধলান্নাতং ।
 ন হি তত্র ক্রমমন্তরেণ নির্ণেতুং শক্যং । ন চ ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধিলিঙ্গমপ্রযোজকমিতি
 বাচ্যং । কচিল্লিঙ্গস্তেব ব্যবস্থাপকত্বাং । ঐন্দ্রাবাহীস্পত্যোষ্টিরেকৈবাহ্নাতা—“যং কাময়েত
 রাজত্মনপোকো জায়েত ব্রতানয়ুচ্চরেদিতি তস্মা এতমৈন্দ্রাবাহীস্পত্যং চরুং নির্বপেৎ”
 ইতি । যং রাজপুত্রং জায়মানং রাজঃ প্রোহিতস্ত বা কাম এবং ভবতি । অয়ং মাতৃগর্ভে
 দেবকৃতবিগ্নেন কেনাপ্যপ্রতিবন্ধো জায়তাং জাতশ্চ শক্রায়রয়ন্ সঞ্চরেদিতি । তদ্রাজ-
 পুত্রার্থেয়মিষ্টিঃ । মন্তকাণ্ডে তদিষ্টিক্রমে যাজ্যাপুরোহিত্যক্যে ঐন্দ্রাবাহীস্পত্যে দ্বিবিধে আশ্রিতে ।
 ইদং বামাশ্রে হবিরিত্যেকং যুগ্ধলং । অগ্নে ইন্দ্রাবৃহস্পতী ইত্যাদিকমপরং । তয়োঃ
 প্রথমযুগ্ধলস্ত ক্রমেণ বিনিয়োগেহপি দ্বিতীয়যুগ্ধলং লিঙ্গেনৈব বিনিয়োক্তব্যং । তস্মাৎ
 ক্রমসমাখ্যাসহকৃতেন লিঙ্গেন কাম্যোষ্টিষেবৈতা যাজ্যা নিয়ম্যন্তে ।

দ্বাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতং—“ইদং বায়ুগ্ময়োঃ কিং শ্রাং সাহিত্যং বা বিকল্পনং ।
 সাহিত্যং পূর্ববস্মৈবং দেবতাবোধনৈক্যতঃ” ইতি । ঐন্দ্রাবাহীস্পত্যে কন্মণি “ইদং বামাশ্রে
 হবিঃ প্রিয়মিন্দ্রাবৃহস্পতী” ইতি যাজ্যাম্বাক্যে দ্বিবিধে আশ্রিতে । তয়োঃ সারস্বত্যাধিবং

সমুচ্চয়ঃ । যথা সারস্বতীমনুচ্য বাগ্যন্তব্য্য বৈষ্ণবীমনুচ্য বাগ্যন্তব্যোত্যত্রাদৃষ্টার্থত্বাৎ সমুচ্চয়স্তদ্বিতি চেম্বেবং । দৃষ্টপ্রয়োজনশ্চ দেবতাবোধনশ্চৈকত্বাৎ । তস্মাদিকল্পঃ । তত্রৈবাত্মচিস্তিতম্— “পুরোহুবাক্যায় যাজ্ঞ্য বিকল্প্য বা সমুচ্চিতা । পুরেবাহুঃ সমাখ্যানাধচনাত্তু সমুচ্চয়ঃ” ইতি ॥ দেবতাপ্রকাশনরূপকার্য্যশ্চৈকত্বাহুগ্নায়োর্থা ন সমুচ্চয়ঃ কিং তু বিকল্প এব তথৈবৈক- যুগ্মগতয়োঁরিতি চেম্বেবং । পুরোহুবাক্যোতি সমাখ্যায় উত্তরকালীনযাজ্ঞ্যামন্তরোপস্থাপপত্তেঃ । কিং চ পুরোহুবাক্যামনুচ্য যাজ্ঞ্য জুহোতীতি প্রত্যক্ষবচনেন দেবতাপলক্ষণং হিঃ প্রদান- কার্য্যভেদোক্তিপুংসরং সাহিত্যং বিধীয়তে । তস্মাৎ সমুচ্চয়ঃ ।

দশমাধ্যায়শ্চ চতুর্থপাদে চিস্তিতম্—“পর্য্যায়োণাপি দেবোক্তির্কেধেনৈব পদেন বা । অর্থ্য- ভেদাদাদিমোহন্ত্যঃ শব্দপূর্ব্বাশ্রয়িত্বতঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসম্বোধে নিয়মাস্তেষ্মগ্ন্যাদিদেবতাঃ কিং পাবকগুচ্যাদিনা যেন কেনাপি পর্য্যায়োণাভিধাতব্যঃ কিং বা তত্তদ্বিধ্যুদ্দেশগতেনাগ্ন্যাদিপদেনৈ- বেতি সংশয়ঃ । তত্র শব্দস্বার্থপ্রত্যায়নার্থত্বাৎ পর্য্যায়ানাং স্বরূপেণ ভেদেহপর্য্যাবেদ্রাত্মেন কেনাপ্যভিধানমিতি পূর্ব্বপক্ষঃ । যত্র হার্থে কার্য্যমাসাথ্যতে তত্র শব্দোহর্থপ্রত্যায়নার্থো ভবতি । যত্র পুনঃ শব্দ এব কার্য্যং তত্র কার্য্যসম্বন্ধার্থঃ শব্দ এব প্রত্যায়য়িতব্যঃ । তদ্বাথা দেবদত্তে গৌরবাতিশয়মাপদয়িতুং রাজসভায়ামাচার্য্যোপাধ্যায়াদিশব্দৈস্তং ব্যবহরন্তি । পিতৃমাতৃমাতুল- দয়শ্চ তত্তৎসম্বন্ধবিশেষবাচিশব্দেন যথা তৃণ্যন্তি তথা ন নামগ্রহণেন । প্রত্যুত কুপ্যন্তি, তদ্বদ্রাপ্যধ্যাদিবৈধশব্দ এব কার্য্যমাসক্তং বিধিং বিনা যাগদেবতয়োঃ সম্বন্ধাতাবাৎ । বিধি- কৃতে তু তৎসম্বন্ধে বৈদশব্দশ্চ প্রযোজকত্বং হুর্কারং । অত এবায়াট্‌স্বাহাকারোজ্জিত্যাदिनि- গমেসু নিয়মেন বৈধা এবাগ্ন্যাদিশব্দাঃ প্রযুক্ত্যন্তে “অয়াডগ্বেঃ প্রিয়া ধামানি, অয়াট্‌সোমশ্চ প্রিয়া ধামানি, স্বাহাহগ্নিঃ স্বাহা সোমং, অগ্নেরহমুজ্জিতমন্জ্জেষং, সোমশ্চাহমুজ্জিতমন্জ্জেষং” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্বৈধপদৈরেব তত্তদেবতাভিধানং । তত্রৈবাত্মচিস্তিতম্—“নিগমে পাবকাগ্ন্যোঃ কিমগ্নিঃ শ্রাদ্ধ বোভয়ং । অগ্নিশোদকতো মৈবং বৈধোহগ্নিঃ সগুণো যতঃ” ইতি ॥ আধানে ক্ষয়তে—“অগ্নয়ে পবমানায় পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্কপেদগ্নয়ে পাবকাগ্ন্যগ্নয়ে শুচয়ে” ইতি । তত্র গুণগুণিনোঃ পাবকাগ্ন্যোশ্চোহগ্নিশব্দ এব নিগমেসু প্রযোক্তব্যঃ । কৃতঃ । তত্শ্চৈব চোদক- প্রাপ্তমজ্ঞপঠিতত্বাৎ । মৈবং । পাবকগুণযুক্তত্বাথেকেধেত্বেন সর্ব্বপ্রযোগেসু তথৈব প্রাপ্তত্বাৎ । তস্মাদ্জ্ঞপদং পঠিতব্যং । অনেন জ্ঞানেন প্রকৃতেহপ্যজ্ঞানব্যাগ ইজ্ঞাগ্নিশব্দেনৈব নিগদেহু দেবতাহিভিধাতব্য্য । পাথিকৃতবাগে ত্রিগ্নপথিকৃচ্ছদ্বয়েনেতি দ্রষ্টব্যং ।

* * *

অথ ব্যাকরণং ।

উভেত্যত্র পূর্ব্বসর্ব্বৈকদেশস্বরো । ইজ্ঞাগ্নিশব্দে ষাষ্টমিকামস্ত্রিতনিষাতঃ । আছবধ্য ইত্যত্র তুমর্থে বিহিতশ্চ কথ্যপ্রত্যয়ত্বাহদিরকার উদাত্তঃ । ততঃ সমাসে কৃত্বস্বরঃ । এবং সর্ব্বমুদ্রয়ঃ । অগ্নিনপ্রথমপ্রপাঠকে শব্দস্বরপ্রক্রিয়া লেশতঃ প্রদর্শিতা । সাকল্যেন তু প্রকৃতিপ্রত্যয়বিকরণ- তত্ত্বাদেশাদিপরিক্রমস্তুরেণ হুর্কোষদ্ব্যন্তশ্চ চ সর্ব্বস্মাভির্বেদিকশব্দপ্রকাশে নিরূপিতত্বাদ- ত্রাপি তন্নিরূপণে গ্রন্থগৌরবপ্রসঙ্গাত্তত্রৈব সর্ব্বমবগন্তব্যং । তদিতং যাজ্ঞ্যাকাণ্ডং বৈষদেবং । তথা চান্নক্রমণিকারায়ুক্তং—“রাজস্বয়ঃ সত্রাক্ষণঃ পশুবন্ধঃ সহোষ্টিকঃ । উপাহুবাক্যং যাজ্ঞ্যশ্চ

অশ্বমেধঃ সত্রাক্ষণঃ ॥ সত্রায়ণং চ হোমানি চ সহোষ্টিভিঃ । সোত্রামণী সহ্যচ্ছিত্রৈঃ
পশুর্শ্বৈধশ্চ যোড়শ” ইতি । অহুমতৌ পুরোডাশমিত্যাদিকো মন্ত্রকাণ্ডস্থোষ্টমপ্রাণঠকে
রাজস্বয়ঃ । অহুমত্যা ইত্যাদিকা বিধিকাণ্ডস্থাঃ ষষ্ঠসপ্তমাষ্টমপ্রাণঠকান্তরো রাজস্বয়স্ত্র ত্রাক্ষণং ।
বায়ব্যাৎ ষেতমালভেতেত্যাদিপ্রাণঠকোক্তাঃ পশুবন্ধাঃ । প্রজাপতিঃ প্রজা অমৃজতেত্যাদি-
প্রাণঠকত্রয়োক্তা ইষ্টয়ঃ । প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যাদিকমুপাভুবাক্যং । উভা
বামিন্দ্রায়ী ইত্যাদয়ো যাজ্ঞাঃ । জীমূতন্তেত্যাদিকস্তত্র তত্রোক্তোহশ্বমেধঃ । সাংগ্রহণোষ্ট্যা,
ইত্যাদিকং তদ্রাক্ষণং । প্রজননং জ্যোতিরিত্যাদিপ্রাণঠকপঞ্চকং সত্রায়ণং । জুষ্টো দমুনা
ইত্যাদিপ্রাণঠকদ্বয়োক্ত মন্ত্রা হোমাঃ । পীবোহস্মাৎ রয়িবৃধঃ স্তুমেধা ইত্যাদিসাক্ষপ্রাণঠকোক্তানি
হুক্তানি । অগ্নির্বা অকাময়তেত্যাদিপ্রাণঠকোক্তা ইষ্টয়ঃ । স্বাদীং ত্বা স্বাহনেত্যাদিঃ
সোত্রামণী । সর্করাযা এমোহগৌ কামান্ প্রবেশয়তীত্যাদীশ্চিহ্নাণি । অজন্তি ষামিত্যাদিকঃ
পশুঃ । ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভত ইত্যাদির্শ্বৈধঃ । অত্র যাজ্ঞান্যং বিধৌ দেবা ঋষয়ঃ । উভা
বামিতি ধ্রে ত্রিষ্টুভৌ । ইন্দ্রায়ী নবতিমিতি গায়ত্রী । শুচিং হু স্তোমমিতি ত্রিষ্টুপ্ । বয়ম্-
য়েতি গায়ত্রী । পশুস্পপ ইতি ত্রিষ্টুপ্ । ক্ষেত্রস্ত পতিনেত্যহুষ্টুপ্ । ক্ষেত্রস্ত পত ইতি
তিশ্রিত্রিষ্টুভঃ । যদাহিষ্ঠমিত্যহুষ্টুপ্ । অগ্নে ত্বমিতি ত্রিষ্টুপ্ । তমগ্নে ব্রতপা ইতি গায়ত্রী ।
যদো বয়মিতি ত্রিষ্টুপ্ । দেবতাশ্চ তত্তত্ত্বব্যাখ্যানেনৈব প্রকাশিতাঃ । তা এতা ঋষিচ্ছন্দো-
দেবতা অনুষ্ঠানকালে স্মরণীয়াঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসারণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-

ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমপ্রাণঠকে চতুর্দশোহনুবাকঃ ॥ ১৪ ॥

* * *

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারণন্ ।

পূমর্থান্চতুরো দেয়াদিত্বাতীর্থমহেখরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্বিত্বাতীর্থমহেখরাপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত্র শ্রীবীরবুদ্ধমহারাজ-

স্যাংজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিতো বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-

তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে প্রথমঃ প্রাণঠকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ আলোচনা ।

প্রথম প্রাণঠকের উপসংহারে, চতুর্দশ অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে, চরম প্রার্থনার হুচনা ইহা আছে ।
ভাষ্যের অনুক্রমগিকার প্রকাশ,—ত্রয়োদশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের মন্ত্র কথিত হইয়াছিল ।
এক্ষণে, এই চতুর্দশ অনুবাকে দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিকৃতি-মন্ত্র-সমূহ উল্লিখিত হইল । এইরূপ
অনুক্রমগি করিয়া, মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার তৎসাধনোপযোগী বিবিধ পত্রিয়া-

পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যেই তাহার বিবৃতি পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, পরস্পরাক্রমে পরবর্তী আলোচনায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিতেছি।

অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘উভা বামিক্রাগ্নী’ প্রভৃতি। গার্হপত্য অগ্নি-স্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং অগ্নি পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যানুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে। দেবোদ্দেশ্যে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এইজন্ত অগ্নিকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাক্ষত হয় নাই। মন্ত্রটী ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—‘হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আস্থান করিতেছি। তোমরা উভয়ে একত্র আমাদিগের হবিঃ-রূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও। তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধনদানে সমর্থ; অতএব তোমাদিগকে অন্ন-লাভের নিমিত্ত আস্থান করিতেছি।’

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা শব্দ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহা মধ্যে অন্ত সামগ্রী লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের ‘মন্ত্যানুসারিণী-ব্যাখ্যায়’ এবং ‘বঙ্গানুবাদে’ প্রকাশ করিয়াছি। তথাপি তদ্বিষয় সজ্ঞেপে একটু আলোচনা করিতেছি। ‘ইন্দ্রাগ্নী’ পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশরূপ; তাই তিনি জ্ঞানাদার বলিয়া পরিকল্পিত। ‘আহবন্যে’ (আহবন্য) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আস্থানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে ‘আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি’—এই অর্থ ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে,—‘রাধসঃ সহ নাদয়ধৈ’। প্রচলিত অর্থে ‘রাধসঃ’ পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন—কোন ধন? ‘আরাধনা’ অর্থ-মূলক ‘রাধ’ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং ‘আরাধনা-রূপ’ পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত ও পরিতৃপ্ত করিব’—এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবশ্বিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে ‘ইষাং’ ও ‘রয়ীণাং’ পদ দুইটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ‘ইষাং’ পদের সাধারণ অর্থ—অন্ন; ‘রয়ীণাং’ পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণ-শক্তি প্রদান করুন, ‘ইষাং’ পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। ‘রয়ীণাং’ পদ আরাধনা অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থপ্রাপ্তিরূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণ-শক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা,—‘তাঁহাদের উভয়কে আস্থান করিতেছি—কেন? ‘বাজন্ত সাতয়ে।’ ‘বাজ’ শব্দে ‘অন্ন’ ও ‘জয়’ বুঝায়। তাহাতে জয় অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্নোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই; পর-লোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ লাভ-রূপ

জয়, পরলোকে পরমধন লাভ-রূপ জয়। এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে একটু দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—‘হে ভগবন! আমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।’ *

অনুবাকের দ্বিতীয় মন্ত্র—“অশ্রবং হি” প্রভৃতি। ভাষ্যে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ কোতুকপ্রদ। ভাষ্যোক্ত সে ব্যাখ্যা এই,—‘লোকে কত্কার অত্যন্ত প্রিয় বিশিষ্ট জামাতা দৌহিত্রাদিরূপ প্রজা বহুরূপে বুদ্ধি করে। ত্রাতা ভগ্নী-স্নেহবশতঃ ভগ্নীর গৃহধন রক্ষার নিমিত্ত দাসদাসী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রদান করে। আপনারা উভয়ে তাহাদিগকেই বহু ধন এবং বহু প্রজা প্রদান করেন শুনিয়াছি। অতএব হে ইন্দ্রাণী! সোমসদৃশ পুরোডাশ প্রদানে আপনাদিগের চিত্তে নূতন হর্ষরূপ চিন্তাবৃত্তি উৎপাদন করিয়া স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।’ ভাষ্যমতে আমি মন্ত্র পুরোহিতব্যাক্য এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র বাজ্য।

ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা দি হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখিতে পাইবেন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বিজামাতুঃ’ ‘স্ত্রালাং’ ‘সোমস্ত’ ‘জনয়ামি’ প্রভৃতি পদ মন্যার্থ-নিকাশনে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, প্রচলিত কি প্রকার অর্থ হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্ত এ স্থলে দুই প্রকারের দুইটি প্রচলিত অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) “হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্রালক অপেক্ষাও বহুধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোম প্রদান কালে পঠনীয় একটা নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।”

(২) “For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse’s brother.

“So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn, Indra and Agni.”

এবম্বিব ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, এই মন্ত্র হইতে পুরাতত্ত্বের দুইটি তথ্য নির্দেশ করা যায়। মন্ত্র যে মনুষ্যের রচিত এবং মনুষ্যের উপাসনায় প্রযুক্ত, ঐ ব্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ প্রথা যে আজিকালিকার নিয়ম নহে; পরন্তু এ কালের ছায় সেকালেও যে পুত্রকন্যার বিবাহে আদান প্রদানের বা পণ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। বেদরূপ দর্পণে আয়তচিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল কালের সকল ভাবই উহার মধ্য হইতে অধ্যাহার করা যায়।

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা গাইতেছে। তদুপলক্ষে সমস্তমূলক পদাবলির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি। “বিজামাতুঃ” পদে ‘বিশিষ্ট-ধন-প্রদানকারী’—এরূপ ভাব গ্রহণ করি। ‘স্ত্রালাং’ পদে ‘শ্রালা—গৃহ বা হৃদয়’ অর্থে সঙ্গত দেখি। ‘দা’ পদে

* কৃষ্ণ-যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি শুক্ল-যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে, ত্রয়োদশ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়।

‘রিপুগণের হস্তা’ অর্থই সুস্কি হয়। ‘স্তোমং জনয়ামি’ পদদ্বয়ে ‘মন্ত্রের রচনা করা’ অপেক্ষা ‘মন্ত্রকে জন্মে প্রতিষ্ঠিত করি’—এইরূপ ভাবেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটাকে যুগপৎ দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনামূলক এবং সঙ্কল্পসূচক বলিয়া মনে হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষকে এমন কোনও জিনিষ দিতে পারে না—যাহা সত্য, যাহা সনাতন। অতএব দেবতাই—দেবতাই বিশিষ্ট দাতা; দেবতার সাহায্যেই জন্মরূপ গৃহ হইতে রিপুগণ নিতাড়িত হয়। তাঁহারাই জ্ঞানের ও ঐশ্বর্যের অধিপতি, তাঁহাদিগকে জন্মে প্রতিষ্ঠার জন্ত আমরা যেন সম্ভাব্যের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হই।* *

তৃতীয় মন্ত্রের (‘ইন্দ্রায়ী নবতীং পুরঃ’ প্রভৃতি) ব্যাখ্যা নিকাশনেও ভাষ্যকারের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিশ্চয় হইয়াছে, তাহা এই,—‘প্রজাগণের উপকরিতা তত্ত্বাদির অধিপতি যিনি, ভাষ্যমতে তিনিই দাসপত্নী। হে ইন্দ্রায়ী! দাসপত্নীদিগের সেই নবতিসংখ্যক পুরীকে আপনারা যুগপৎ একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।’ ভাষ্যের অনুসারী প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও ঐ একই ভাব উপলব্ধি করি। সে ব্যাখ্যা এই,—‘হে ইন্দ্রায়ী! তোমরা একই উদ্দেশ্যে দ্বারা দাসগণের নবতি-সংখ্যক পুরী কম্পিত করিয়াছিলে।’

বলা বাহুল্য, আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রটাকে ভগবন্মাহাত্ম্যমূলক বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য এবং নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তিই মোক্ষলাভের হেতুভূত। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম সূচক সম্পন্ন হয়। মানবদেহ নানা শত্রুর আগার। অসংখ্য শত্রু এই দেহে বাস করিতেছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সাহায্যে তাহারা বিদূরিত হইতে পারে। ভগবান সেই জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ। জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র তাই কহিতেছেন,—‘হে ভগবন্! আমাদের এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অসংখ্য শত্রুর বসতি। আপনি সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদের এই দেহরূপ গৃহকে রক্ষা করুন। আপনি অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই সকল শত্রুকে নাশ করেন বলিয়াই আপনার মহিমা প্রখ্যাত। আপনি আমার অন্তরের সেই সকল শত্রুকে নাশ করিয়া আমাকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আপনার মহিমার অন্ত নাই; আপনি অশেষ মহিমাম্বিত—আপনি সকল কর্ম্মে অদ্বিতীয়। অতএব আপনি আমার আপনার মহিমার বিষয় বুঝাইয়া দিউন।’

মন্ত্রের অন্তর্গত সমস্তামূলক ‘নবতিং পুরঃ’ এবং ‘সাকং একেন কর্ম্মণা’ এই অংশদ্বয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বেদ-মন্ত্রের মধ্যে ‘নব’, ‘সপ্ত’ এবং ‘ত্রি’ প্রভৃতি পদের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষ্য হয়। ঐ সকল পদ সংখ্যা-পরিমাণের

* এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্ণের (প্রথম মণ্ডল, ১০৯ম সূক্তের দ্বিতীয় শ্লোক) অন্তর্ভুক্ত।

বহুত্ব সূচিত করে। ঋগ্বেদের এবং অথ্রাঋগ্বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা নানা স্থানে এই সকল পদের বিশ্লেষণ করিয়াছি। ‘নবতিং’ পদে মন্ত্রের পূরণ বুঝায়। মানবশরীর নবদ্বার-বিশিষ্ট। সেই নয়টি দ্বার—কর্ণদ্বার, চক্ষুদ্বার, নাসিকাদ্বার, মুখ, পায়ু ও উপস্থ। এই নয়টি ইন্দ্রিয় হইতেই মানুষের পদস্থলন হয়। মানুষের অন্তঃশত্রুসমূহ ঐ নয়টি দ্বারেই মানুষকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে। এই নয়টি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই—শত্রুর আবাসস্থল নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহরূপ পুরীকে উদ্ভিন্ন করিতে সমর্থ হইলেই—মানুষ পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ‘নবতিং পুরঃ’ বলিতে আমরা এই নবদ্বারবিশিষ্ট সেই দেহরূপ তর্গ হইতে শত্রুদিগকে (দাসপত্নীঃ) বিতারিত করেন বলিয়াই তাঁহার প্রসিদ্ধি এবং তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। সেই শত্রুনাশরূপ কর্মের জগুই তাঁহার মহত্ব। অন্তঃশত্রুনাশ করিয়া যিনি মানুষকে মোক্ষদান প্রদান করেন, তাঁহার শ্রায় আশ্চর্য্যকর্য্য বিধ্বংসী দ্বিতীয় কেহ থাকিতে পারে কি? সেই একই কার্য্যের জগুই তাঁহার মহিমা জগদ্বিশত। সেই একই কার্য্যের জগুই তিনি অদ্বিতীয়—মহামহিমামিত। জ্ঞানরূপে দিব্য-জ্ঞান প্রদানে, এবং কর্মরূপে কর্মশক্তিপ্রদানে ভগবান মানুষকে সংপথে প্রবর্তিত করিয়া তাহাকে যোগের অধিকারী করেন। এইরূপ ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা এই চতুর্দশ অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের পূর্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। *

তার পর পঞ্চম (‘শুচিং হু’ প্রভৃতি) মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। কর্ম যখন ভক্তি-সহযুত হয়, যখন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠে, তখনই তাহা ব্রহ্মরূপ অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম শক্তিই—সকল সংকল্পের মূলীভূত। তাহারাই আকুল অন্তরের তন্ত্রির পূজা ভগবানের নিকট পৌছাইয়া দেয়। স্থূলতঃ মন্ত্রে এই ভাবই সূচিত বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এত,—‘ব্রহ্মনাশক হে ইন্দ্রাগ্নী! আজ আপনাবা আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন। সে স্তুতি—নূতন অগ্নের দ্বারা সঞ্জাত ও নির্দোষ হইয়াছে। বোধ-গর্সাদি রহিত বলিয়া আপনারা উভয়েই হৃদে হোম নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ। আমরা সেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা উভয়ে কাময়মান যজমানদিগকে সত্ত্ব অন্ন প্রদান করুন।’ ভাষ্যে এই মন্ত্রটি যাজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যামুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গামুদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘নবজাতং’ ‘ব্রহ্মহনা’ এবং ‘স্বহবা’ এই তিনটি পদ বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়। ‘নবজাতং’ বলিতে ভাষ্যের ভাবে এবং মন্ত্রের বাক্য-বিশ্বাসে বোধ হয়—যেন ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পূজার জগু নূতন নূতন স্তোত্র বিরচিত হইতেছে, বেদ-মন্ত্র যেন নবকালের পরিগ্রহ করিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি-দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতেছেন। প্রচলিত ব্যাখ্যানের আলোচনায় ‘নবজাতং’ পদে কাল-বিশেষে লোক-বিশেষ কর্তৃক অগ্নি ও ইন্দ্র নামক কোনও

* কৃষ্ণযজুর্বেদের এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গে (তৃতীয় মণ্ডল, দ্বাদশ স্তক, ষষ্ঠ ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

ঋষি বা মনুষ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও দেবতা যে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বের বিষয় এবং অপৌরুষেয়ত্বের বিষয় স্বীকার করিলে, এই ‘নবজাত’ পদের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ভাব বিষয়ে যেন ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আমাদের দৃষ্টিতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি,—‘এ তো তাহা নহে! এখানে যে নিত্য সত্যত্ব প্রকটিত রহিয়াছে!’

নিত্য সত্য-সনাতন অবিনশ্বর পরমাত্মা সর্বকালে সমভাবে সর্বত্র বিद्यমান রহিয়াছেন। তিনি সর্বকালে সমভাবে সম্পূজিত হইবেন। তাঁহার আরাধনা-উপাসনার কালাকাল নাই; তাঁহার স্বতি-বন্দনাও আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। যিনি যখনই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন, যিনি যখনই তাঁহার সমীপস্থ হইবার প্রয়াস পাঠবেন, তিনি তখনই বুঝিতে সমর্থ হইবেন,—‘তিনি তো নূতন নহেন—তিনি যে পুরাতন—তিনি সনাতন! তিনি যে—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজো নিত্য ঋক্সতোহয়ং পুরাণো ন হততে হত্মানে শরীরে ॥”

তাঁহার জন্ম নাই, তিনি অজ; তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি ঋক্সত। তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই, তাই কথিত হইয়াছে,—‘ন হততে হত্মানে শরীরে।’ তিনি চিরদিনই আছেন, তাই তাঁহার স্বতি-বন্দনা চিরদিনই চলিয়াছে। আজ যে কেবল আমিই তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তাহা তো নহে। আজ যে কেবল আমিই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা তো নহে! পূর্বতন মনি-ঋষিগণ—আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ—সকলেই তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন,—সকলেই তাঁহার সন্নিধি লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্মরণ্য আমিই কেবল যে সে পথের নূতন পথিক, তাহা নহে। অধুনাতন সাধকগণই যে তাঁহাকে পাইবার জন্ত নূতন ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা নহে; ‘অনাদি অনন্ত কাল অনাদি অনন্ত কোটা সাধক, তাঁহার মহিমায় বিভোর হইয়া, তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার, অনাদি অনন্ত কাল—অনাদি অনন্ত কোটা সাধক তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইবেন। মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি অসীম অনন্তকে ধাবণা করিতে পারে না; তাই তাহার অসীম অনন্তের একটা সীমা কল্পনা করিয়া লয়। তাই যখনই বলিবে নূতন; তখনই তাহা সেই একই ভাবের স্তোতনা করিবে; তখনই তাহা সেই চিরনূতন—পুরাণ পুরুষকে নির্দেশ করিবে। এই ভাবেই এ নূতনের নিত্যত্ব ও নূতনত্ব অনুভূত হয়। আবার স্বতি বা স্তোত্র—ভগবানের আরাধনা উপাসনা—নবকলের পরিত্রাণ করে তখনই, যখন তাহা জ্ঞান ও কর্ম শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশে অদ্বিতীয়। যে পূজা উপাসনার অনুষ্ঠান আমরা করিয়া থাকি, জ্ঞান ও ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে, তাহাই ভগবানের নিকট পৌছইয়া থাকে। তখনই তাহার অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়। এ ভাবেও ‘নবজাতঃ’ পদের সার্থকতা সপ্রমাণ হইতে পারে।

মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ব্রহ্ম’ পদে, ‘ব্রহ্মপ্রমুখ শত্রুগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা বিনাশ করেন’—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা দিতে তাহাই উপলব্ধ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে একটা উপাখ্যানের

অবতারণা করা হইয়া থাকে। ঐ পদের সাধারণ ভাব এই যে,—বৃত্র নামক একজন অশুর ছিল। ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। আবার রূপকে ‘ইন্দ্র’ বলিতে সূর্য্য বুঝায়, আর ‘বৃত্র’ বলিতে সূর্য্যের আবরক ‘মেঘকে’ বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে উত্তাপে পৃথিবীতে জীবজন্তু বৃক্ষ-লতা-তরু-গুহাদি নবজীবন প্রাপ্ত হয়। মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া পৃথিবীকে অন্ধকারময় করিয়া ফেলে; তাহাতে এই পৃথিবীতে নানা অনর্থের স্বত্রপাত হয়। এইরূপে এ সংসারে আলোকের আধার ইন্দ্রের ও অগ্নির সহিত অন্ধকারের জনয়িতা বৃত্রের বা মেঘের অবিরত দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। যখন বৃত্র জয়লাভ করে, সূর্য্য ও অগ্নি অদৃশ্য হইয়া পড়েন; পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে সূর্য্যরশ্মি ও উত্তাপ বাধা প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষতরুলতাগুল্য, এমন কি প্রাণি পর্য্যন্ত, গতজীবন হয়। যাহা হউক, অবশেষে সূর্য্যরশ্মি বা উত্তাপ প্রতিষ্ঠা পিত হয়, ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করেন। বৃত্র বা মেঘ নিহত হইলে বর্ষার বারিধারা ভূতলে পতিত হয়; তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে শত্রু বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহাদের জ্যোতিঃ বহুগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাহারা ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধপ্রসঙ্গে এইরূপ রূপকেব কল্পনা করেন, তাহারা এই প্রকার অর্থই নিশ্চয় করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু যাহারা একটু উচ্চস্তরের সাধক, তাহাদের নিকট বৃত্রবধেব তাৎপর্য্য অগুরূপ। তাহাদের মতে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে, তিনি আলোক-দাতা, তিনি সকল জ্ঞানের—সকল কন্মের—সকল সত্যের আধারস্থান। সজ্জেকপতঃ, তিনি সংস্করণ। সে অর্থে বৃত্র বিরুদ্ধপ্রকৃতিসম্পন্ন; বৃত্র—মুষ্টিমান অন্ধকার ও কুরুশ্য; বৃত্র সকল অসম্ভাবের—সকল অনর্থের জনক। সংসারে আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, নৈতিক জগতেও সেইরূপ সত্যের ও অসত্যের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম নাই। সূর্য্য ও অগ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে আলোক-রশ্মিতে উত্তাপ বিতরণে পুলাকিত করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই সং পবিত্র আধ্যাত্মিক আলোকের স্বাকর ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে সংপথে পরিচালিত করিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করেন। সূর্য্যদেব যেমন সময় সময় মেঘ-মধ্যে লুকাইয়া হন এবং তাহাতে যেমন পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞান-সূর্য্য বা জ্ঞানাগ্নি কখনও কখনও কু-প্রবৃত্তিরূপে মেঘ দ্বারা আবৃত হন এবং তাহাতে হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্য প্রভৃতি রিপুগণ এবং অজ্ঞাত অসংখ্য কু-প্রবৃত্তি তখন বৃত্রের সৈন্ত-সামন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়-হর্গ আক্রমণ করে,—ঈশ্বরের মহিমা হৃদয়ে যে জ্ঞানালোক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্ত তাহারা প্রয়াস পায়। ইন্দ্রের ও অগ্নির এবং বৃত্রের সৈন্তগণ যখন এইরূপভাবে সমর-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়; আত্মা কখনও কখনও সেই চতুর সর্প-প্রকৃতি ধূর্ত বৃত্রের বশতাপন্ন হইতে প্রলুব্ধ হন। ফলে, হৃদয়ে—নৈতিক-রাজ্যে অরাজকতা ও যথেষ্টাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রের ও অগ্নির সমস্ত ক্ষমতা অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সম্ভাব-সমূহ হৃদয় হইতে অপস্থত হয়;—কু-প্রবৃত্তি-সমূহ তখন হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। হৃদয়

তখন আর ইন্দ্রের বা অগ্নির পবিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। তখন গভীর অন্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ;—পাপের ও দৈত্যের অন্তর্ভুক্ত নিমজ্জিত হইয়া আত্মা সদসংস্কারে একেবারে অসমর্থ হয়। এইরূপে বৃত্তের পাপ-প্রলোভনে প্রলুদ্ধ হইয়া আত্মা আপনার কৃত-কর্মের ফল ভোগ করিলে, অবশেষে ইন্দ্র ও অগ্নিরূপী ঈশ্বর (ভগবান) সেই পতিতের উদ্ধার সাধন করেন। অন্তরে অহরহ সদবৃত্তির সহিত অসদবৃত্তির সংঘর্ষই এবং সদবৃত্তির উন্মেষণে অসদবৃত্তির বিনাশ সাধনই—ইন্দ্রাণীর বৃত্ত-বধ। মানুষের অন্তর অজ্ঞানতায় চির-সনাচ্ছন্ন। কর্মের প্রভাবে, জ্ঞান-জ্যোতির বিচ্ছরণে সেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে মানুষ ভগবৎরূপা-লাভে সমর্থ হয়। ভক্ত যখন বিপন্ন হয়, বিপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে যখন তাঁহাকে ডাকে, ভক্তের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি ক্ষিপ্ৰ-গতিতে আগমন করিয়া, তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি—আয়ুর্দর্শিজনকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। ‘বৃত্তহনা’ পদ অন্তঃশত্রুনাশে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছরণ এবং কর্ম-শক্তির পরিদুরণের বিষয়ই ব্যক্ত করিতেছে। ভাব এই যে,—‘সেই পরম-পুরুষ, ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব রূপে, সংসার-ভয় নিবারণ করেন ; তিনি সর্ব্বরক্ষণক্ষম। তাঁহার রূপা-লাভ করিলে, তোমার অন্তরের সকল শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তিনি শত্রু-নাশক—রিপু-নাশক। তুমি তাঁহার শরণ লও। তোমার ভক্তি-রসামৃত তাঁহাকে উৎসর্গ কর। তাহাতে তিনি প্রীত হইয়া তোমার অজ্ঞানতা দূর করিবেন। জানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। তুমি তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।’

‘সুহবা’ পদের তাৎপর্য—‘প্রকৃষ্ট হবির্দায়কো, সদ্ভাব-বর্দ্ধকো’ আমাদের মন্মাদুসারিণী-ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্মের সহিত যদি জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে, জ্ঞান-বলে যদি কর্মের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে, তাহা হইলে সেই কর্মই ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়—সেই কর্মের দ্বারাই হৃদয়ে সদ্ভাব-রাজি ফুটিয়া উঠে। আমাদের মতে তাই ‘সুহবা’ পদে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে জগজ্জীবন! আর কেন নোহ-পক্ষে ডুবাঁইয়া রাখেন? সারাজীবন নিমজ্জিত রহিলাম; এইবার উদ্ধার করুন। চারিদিকে অন্ধকার ঘেরিয়া রহিয়াছে। জ্যোতিষ্মানু আপনি; একবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রকাশমান হউন। অন্ধ আঁখি উন্মীলিত হউক;—যেন আপনার মধ্যেই আপনাব স্বরূপ দেখিতে পাই। আমার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হউক। যজ্ঞের ফলে আমাকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন—আমার কর্ম-শক্তি প্রবর্তিত হউক। আপনি বিশ্বপাতা, আপনি বিশ্ববিধাতা, আপনি বিশ্বরূপ, আপনি বিশ্বেশ্বর—কর্মের ফলে যেন সেই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। অধমকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার প্রভাবে, জ্ঞানানুমোদিত সংকর্মের ফলে, আমি যেন দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত হই, আমি যেন দেবত্ব-লাভ করি।’ ভগবানকে যে বিবিধ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হয়, তাহার তাৎপর্যই এই বলিয়া মনে করি। প্রথম অবস্থায় মনোভূতকে চরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবার জন্তই বহিরঙ্গের সাধনার আবশ্যক হয়। মধু-পানে মত্ত ভ্রমরের শায় ক্রমশঃ তাহাতে তন্ময়তা আসে। সাধনার এই প্রথম স্তর অনুসরণে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলেই সাধনার সিদ্ধি-লাভ ঘটে,—কর্ম-কাণ্ডের মধ্য দিয়াই জ্ঞান-কাণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়,—প্রথমে ইন্দ্র ও পরে অগ্নি পদের সমাবেশ এবং তাঁহাদিগের ‘সুহবা’ গুণ-বিশেষণে তাহাই বুঝিতে পারি। ভক্ত সাধক

যখন অগ্নির ও ইন্দ্রের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার অন্তরের বৃহৎরূপ অজ্ঞানাককারকণী ব্রহ্ম দূর হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিঃতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত হইতে থাকে। যে সংসারের কুস্মটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়াছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল কৰ্ম্ম, সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মার পবনাত্মীয় ভেদ থাকে না। ইন্দ্রাণিহঁ যে সেট সচ্চিদানন্দরূপ, ইন্দ্রাণিহঁ যে সেই পরমাত্মা, আর তাঁহারাই যে ‘স্বহৃদা’—তাঁহারাই যে ব্রহ্মের স্রষ্টা সম্পাদক এবং সদ্ভাবের জনক, প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-কৰ্ম্মাশ্রিত সাধক তখন তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

ফলতঃ, মন্ত্রটী অতি উচ্চতাব্যবলক। উচ্চনীচ-নির্দেশে ভগবান যে শরণাগতকে পরিচাল্য করেন, মন্ত্রে সেট বিষয়ট পরিব্যক্ত। অতি অকিঞ্চনও যদি তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সেও যদি তাঁহার করুণার ভিখারী হয়, তাঁহাব অমুগ্ধ-লাভে সন্মত হইতে পারে। তাই সৰ্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে তাহাবট শ্রীচরণে শরণ লওয়ার উপদেশ এই মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্চম (‘বয়ম্ আ’ প্রভৃতি) মন্ত্রে সংপথে চলিয়া সদ্ভাবে মগ্নিত হইয়া সংস্করণকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রেব অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের দৃষ্টি বিশেষ নতাইনক্য সংঘটিত হয় নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রটী সত্র-পুরোহিতবাক্য। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—‘হে স্রমার্গপতি পুৰুষ (দেবতা) ! আপনাকে রথের গায় সংযোজিত করিতেছি। আমাদিগের অনুরুদ্ধিত কৰ্ম্ম যাহাতে অল্পপ্রাপক হয়, সেই জন্ত।’ অর্থাৎ ধনবনলাভের নিমিত্ত পুৰুষদেবতাকে রথের গায় নিযুক্ত করা হইতেছে—ভাষ্য হইতে এই ভাব উপলব্ধি করি। মাহুঘের হৃদয় অনন্ত কামনার সমুদ্র। সমুদ্রে বাঁচিবিফোঁড়ের গায়, কামনার পব কামনা মানব হৃদয়ে উথিত হইতেছে। সেই কামনা পূরণের জন্তই বাস্তবের বত কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন। মন্ত্রে পুৰুষদেবতাকে যে অধ্বন লাভের নিমিত্ত বাস্তবের গায় নিযুক্ত করা হয়—সেও সেই কামনা-পূরণ জন্তই। ভগবানের নিকট প্রার্থনার সময় মাহুঘেব অন্তরে প্রবানতঃ দ্বিবিধ স্তম্ভভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগরক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, - তাহার ভোগের উপযোগ্য ধনৈর্ধর্য্য চায়; দ্বিতীয়তঃ,—সেই ধর্য্যপ্তেরও অধিক—পার্থিব ধনৈর্ধর্য্যেরও অতীত—অগ্ন ধন (মোক্ষ ধন) তাহার পাইবার কামনা করে। ভোগের আকাঙ্ক্ষা অনন্ত প্রকারের। সে আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। তাই ধনাদির প্রকারভেদেরও অন্ত নাই। চাই—অর্থ; চাই—মণিমাণিক্য হীরক জহরত; চাই

“ চতুর্দশ অমুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গে (সপ্তম মণ্ডল, ত্র্যম্বিক নবতিতম সূক্তের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—“হে ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শুদ্ধ নবজাত স্তোম অগ্ন সেবা কর, তোমরা স্নেহে আহ্বানযোগ্য, তোমাদের দুই জনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছি। যজ্ঞমান কামনা করিতেছেন, তাঁহাকে সত্ত্ব অগ্ন প্রদান কর।”

ধরবাড়ী গাড়ীজুড়ি ; চাই—আসবাব পোষাক অট্টালিকা ; চাই—মনোরমা বনিতা, আজাবাহী দাসদাসী ; চাই—আরও কত কি সুখসাধক সামগ্রী ! আকাজক্ষা বিচিত্র ; আকাজ্কিত ধনেরও তাই বিচিত্রতা ! কেবল কি বৈচিত্র্যে-বিবিধ ধনভোগেই—আকাজক্ষার নিবৃত্তি আছে ? তাহা তো নহে ! মানুষ চায়—পর্যাপ্ত । তুমি কত চাও ? কত ভোগ করিবে ! পর্যাপ্ত পাইবে । কিন্তু কি প্রহেলিকা ! তাহাতেও তো আকাজক্ষা মিটে না । ক্ষুধিত হইয়াছ ? উদর পুরিয়া আচাব কর । মিষ্টান্ন চাও ? এত পাইবে যে, উদরে স্থান হইবে না ! কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন আকাজক্ষা কর ? তোমার দর্শনেন্দ্রিয় সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চায় ? সম্মুখে চাহিয়া দেখ- সৌন্দর্যের অনন্ত পারাবার এই বিধ, তোমার নয়ন ছুইটাকে এখনই সৌন্দর্য-সাগরে ডুবাইয়া রাখিবে । তোমার শ্রোত্র ? বেই বা কতটুকু স্বসব শ্রবণের আকাজক্ষা করতে পারে ? পর্যাপ্ত—পর্যাপ্ত—সকলই তো তোমার পুরোভাগে রহিয়াছে । তবু তো তোমার আকাজক্ষা মিটে না ! হোঁগসামগ্রী পর্যাপ্ত প্রাপ্ত হইলেও তো তোমার আকাজক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না ! যতই কামনার পূরণ হয়, ততই নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয় । কামনার—তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে ? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—

“নিম্নো বস্তু শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাদীপো ;

লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিচক্রশ্বরং পুনঃ ॥

চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতিত্রিল্পদং বাহুতি ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিহরপদং তৃষ্ণাবহিং কো গতঃ ॥”

ফলতঃ, তৃষ্ণার—কামনার কখনই অন্ত নাই । যতই প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যবস্তু প্রদত্ত হউক, কামনা কখনই মিটিবে না ! নিত্য নূতন কামনা আসিয়া নিত্য নূতন বাসনার উদয় হইয়া, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে !

তবে চাই—পর্যাপ্তেরও অতীত ধন ! কিন্তু বিচিত্র পর্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু ধনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেও তো আকাজক্ষার পরিতৃপ্তি নাই !—কামনার নিবৃত্তি নাই ! তখন সেই পর্যাপ্তেরও অতীত ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে । সে ধন প্রাপ্ত হইলে আব কোনও আশা-আকাজক্ষার উদ্বেগ থাকিবে না—তখন সকল কামনার অবসান হইবে—সকল তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি আসিবে । ফলতঃ, প্রার্থী হও—তাহার দ্বারে । সকল ধনই তাহার নিকট আছে । তোমার যে ধনের প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট তাহাই পাইবে । অসার মণিমুক্তারূপ ধনের প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তিনি তোমায় সার ধন শ্রেষ্ঠ ধন—মৌলিক ধন পর্যাপ্ত প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন । সংসারী সাধারণ মানুষ, ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া, ধনের অধিপত্যকে উপেক্ষা করিয়া, ধনার্জনের প্রয়াস পায় । তাহাতে তাহাদের কন্মফলানুরূপ ধন তাহারা যে প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে । তবে তাহারা যত ধনই প্রাপ্ত হয়, ততই আকাজক্ষা বাড়িয়াই যায় ; আর সেই আকাজক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকের উপর নূতন হৃৎকর আসিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করে । শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায় । কেবলমাত্র

আপন পৌরুষ প্রাধাত্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে সূর্যৈশ্বর্য্য সন্তোষে প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য উপভোগের এই এক দিক্। আর এক দিক্। আর এক দিক্—ভগবানে শ্রুতিচিন্ত হইয়া তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল-লাভের জন্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া! বিচিত্র ধন, বিবিধ ধন, পর্যাাপ্ত ধন. আর পর্যাাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর; ভগবানের শরণাগত হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্ত মনুষ্য হইয়া আছেন। পরন্তু যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্যাাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্যাাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে।

ছই দিকে ছই পথ। এক পথ ডাকিতেছে,—চলিয়া আইস! কাহারও অপেক্ষা করিও না। আপন পৌরুষ-প্রভাবেই তুমি ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে।’ কিন্তু অত্র পথ কহিতেছে,—‘না—না, তেমন কাজ করিও না! অজানা অচেনা পথে একাকী অগ্রসর হইও না; পথে কত বিপদ-বিপত্তি আছে। একজনের আশ্রয় লইয়া অগ্রসর হও।’ এ মত সেই আশ্রয় লওয়ার কথাটি বলিতেছে। বলিতেছে,—‘তাঁহার আশ্রয় লও; তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; আত্মপৌরুষ-রূপ অহমিকা পরিত্যাগ কর; তিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।’ একটু ভ্রমচিন্তে বুঝিলেই বলা যাইবে—এখানে সকাম ও নিষ্কাম—কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—‘তোমার ঐ সকল প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি নিষ্কামার্গে উপনীত হইতে পাবিবে। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট প্রার্থী হও; তিনি পথ পদর্শন করিবেন—তিনি যে শোভন মার্গের—সন্মার্গের পালক বক্ষক—প্রদর্শক। তিনি সকল ধনের অধিপতি। পর্যাাপ্ত, পর্যাাপ্তের অতীত—সকল ধনই তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন। যে ধনে তোমার আকাঙ্ক্ষা নিরুত্তীর্ণ হইবে, সে ধনও তিনি তোমাকে প্রদান করিবেন।’

অম্বাবাকের ষষ্ঠ মন্ত্র—‘পথ-পথঃ পরিপাতিং’ প্রভৃতি। এই মন্ত্রেও শোভন-মার্গের অধিপতি পুণ্য-দেবতার অনুগ্রহে সংপথে পরিপাতি হইয়া কর্ম্মফল লাগু করিবাব এবং আত্মীয়-স্বজন-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। নিদাম-কর্ম্মে—কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের অন্তরং মন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত দেখিতে পাই। ভ. মতে ময়েব মে অর্গ হয়, তাহা এই,—‘আমি ফল-কামনায় প্রবৃত্ত। সেই সেই (কর্ম্মে) পথের পরিপালক পুণ্য-দেবতাভিমাত্রী অর্ককে স্তোত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করিতেছি। সেই অর্ক আমাদের শোকনিরোপিকা রাসং অর্থাৎ চন্দ্রবৎ অহ্লাদন-সমর্থ ওষধী প্রদান করেন। অপিচ, তথাবিব সেই পুণ্য-দেবতা আমাদের তত্ত্বদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করেন।’ ভাষ্যকারের মতে আমাদের কয়েকটা বিষয়ে কথঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। ‘কৃষ্ণঃ’ পদের অর্থ-নিদামে ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—‘শোক-

• এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গে (ষষ্ঠ মণ্ডল ঐশ্বর্য্যশং স্তোত্রের প্রথম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার প্রচলিত-বঙ্গানুবাদটী এই,—“হে মার্গ-পতি পুণ্য! আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান ও অনলাভের নিমিত্ত বণশুলে রথের দ্বায় তোমাকে আমাদের অভিযুগবর্ত্তী করিতেছি।”

নিরোধিকা ।’ আমাদের অর্থ, সেই ভাব হইতে—‘শত্রুপ্রতিবন্ধকাঃ ।’ শত্রুর প্রতিবন্ধক যে ‘রাসৎ’ উৎপাদন করিতে সমর্থ, সে ‘রাসৎ’ বা ধন কিরূপ ধন ? আমরা তাহাকে ‘চন্দ্রাগ্রা’ অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক সেই শুদ্ধস্বকেই লক্ষ্য করি । অজ্ঞানতিমিরাজ্বর অন্তরে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে, অজ্ঞানতা-নাশে যে বিমল জ্ঞানের উদয় হয়, আর যে জ্ঞানের উদয়ে সকল কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা মনে করি পবন কল্যাণ-বিদায়ক মোক্ষ-পাপক সেই জ্ঞান-ধনই—‘শুদ্ধঃ চন্দ্রাগ্রা রাসৎ’ পদ-সমুহেব লক্ষ্য ।

‘পথস্পথঃ পরিপতিং’ পদদ্বয়ে ভগবান যে অদ্বিতীয় সন্মার্গ-প্রদর্শক, তাহাই বুঝা যায় । তিনি সৰ্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পথেরই অধীশ্বর । মানুষকে সংপথে প্রবর্তিত কবিবার জন্ত তিনি স্বতঃপরতঃ প্রয়াস পান । কিন্তু মোহাচ্ছন্ন মানব, তাঁহার প্রদর্শিত সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা সর্বথা অনুবর্তন করিতে পারে কি ? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার যত কিছু দুঃখ-যন্ত্রণা ! কিন্তু পরম দয়াল ভগবান তো তাহাতেও নিশ্চিন্ত হন না । সন্তানকে সংপথে আনিবার জন্ত কতই না প্রবহ তাঁহার ! তাই ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতট দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্ত যতই তাহা বা বাগ হইতেছে ; করুণাময়ের করুণাব ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে । তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ কবিতেছেন, তিনি যে সাধু-মহাত্মাদিগেব অমৃত-বাণীর মনো নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সংকৰ্ম্ম-সদন্তষ্ঠানের মধ্যে সংস্করণে বিরাজমান রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্ত তোমাব কর্ণ-কুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন ;—এ সকল কি তাঁহার করুণা-বর্ষণ নহে ? তুমিও যতই উদ্ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে ।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অদঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানা প্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান ; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারেব চেষ্টায় যেমন তাঁহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন ; ককণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের গকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাউতেছেন । ‘পুত্র বিপথগামী হইয়াছে ! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে ।’ ব্যঞ্জন্যং সেই কারণের বিষয়টা মনে উদয় হইল, অমনি যেহেতু জনক-জননী সে কাণটা দর করিবার পক্ষে প্রবৃত্ত হইলেন । কারণের জন্ত কৰ্ম্ম নষ্ট হইল । সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায় । অমুগ্রহ-প্রকাশের কত কাণট না তিনি পরিগ্রহ কবিতেছেন ! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অন্ন-আয়ু অন্ন-বুদ্ধি হইতেছে ; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন । দেখিতেছেন—সন্তানের গম্ভীর পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে : সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্জিকা প্রদর্শন করিতেছেন । দেখিতেছেন—সন্তান কুকৰ্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইচ্ছিত মানিতেছে না ; সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন ! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে । গর্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে পাবার মধ্যে সকলই আছে ! লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে

পরিচালন। তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সংপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্ম চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বপাদ-সলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, ‘তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?’—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ করি। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, ‘তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্ত সঞ্চিত রহিল’—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া-ছিলেন! সেদিকে অগ্রসর না হইয়া, প্রলুদ্ধ পতঙ্গের ছায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে; তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবাব, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাট অবশ্যসত্যদী ফল। এ ময়ে, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাঠিতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবাস্তব প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উপাধন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—‘ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর এত কারণ অনুসন্ধান করেন; তখন কেন তিনি, সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সংপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আবার ফেলা হয় কেন?’

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান চিরকালই উঠিবে। নীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে এই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের নীমাংসা হওয়া স্বকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, এই একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে দঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শাস্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা-রূপ বিচার-বিতর্ক-নীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্তনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান-প্রবর্তনারই লক্ষ্য—রাজ্যে শাস্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—‘ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন!’ তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিজ্ঞানে স্তরগত উচ্চাচল বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মাল্য প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে। এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়।

কতকগুলি নিয়মের গভীর মধ্যে আবদ্ধ কবিতা জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মন্ত্রের অধিকারী হইবে; যে তাহা না পারিবে, পরন্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্গ্যাতন-ভাগী হইতে হইবে।

যাহা হউক, মন্ত্রের ভাব এট যে,—‘ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্ত অশেষ প্রকার করুণার নিব্বার উন্মুক্ত কবিতা রাখিয়াছেন। দেখ—বৃক্ষ—অনুসরণ কর। সে নিব্বার-ধারায় পরিমিত হও! সকল জালা-মালায় শান্তি পাইবে। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণে শরণ লও; তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার উদ্ধার করিবেন। তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি না শুচাং” ফলকাজ্জা-পরিশৃঙ্খ হইয়া, তাঁহার প্রদর্শিত পথে কায়মনোবাক্যে অনুবর্তন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে জীবের ভাবনা থাকে কি? *

তার পর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের (‘ক্ষেত্রপতিনাং বয়ং’ এবং ‘ক্ষেত্রপতি’ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়) বিষয় অনুবাদন করুন। এখানে ভগবানকে লক্ষ্য রহিয়াছে। ‘ক্ষেত্রপতি’, ‘ক্ষেত্রপতিনাং’ প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্বরূপ পবিত্র বলিয়া মনে করি। মন্ত্রদ্বয়েই ভাষ্য-সম্মত তর্কের বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে সপ্তম মন্ত্র পুরোহিতবাক্য এবং অষ্টম মন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত। তদনুসারে ‘ক্ষেত্রপতিনাং’ প্রভৃতি সপ্তম মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘পুত্রাদির হিতের নিমিত্ত যেমন গবাদি জন্তু, তেমনি ক্ষেত্র-পতির সাহায্যে আমরা গো, অশ্ব এবং পোষক জন্তাদি দ্বারা জয়যুক্ত হই। সেই ক্ষেত্র-পতি তাদৃশ গবাদিদের দ্বারা আমাদের সু-সাদন করুন।’ ‘ক্ষেত্রপতি’ প্রভৃতি অষ্টম মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে ক্ষেত্রপতি! যেহু যেমন পয়ঃ প্রদান করে, সেইরূপ আপনি মানুষ্যোপেত উর্ধ্বৈব ত্বায় পুনঃপুনঃ আবৃত্তি-সম্পন্ন, দব্যান্তরে দ্যুগাংসানী, পৃথ্বীষিতত্ত্ব-দোহ-বহিত ঘৃতেব ত্বায় সুপুত নাবিকেলফল-ঈক্ষুখণ্ড-গুড়াদি-ভোগপদার্থ সমূহ প্রদান করুন। যজ্ঞকর্ত্তা আমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করুন।’

শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্রীভগবান ‘ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-বোগ’ বিষয়ে অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এই মন্ত্র মধ্যে তাহারই বীজ নিহিত দেখিতে পাঠ। ভাষ্যকার ‘ক্ষেত্রপতি’ পদে ‘ফল-শস্যের অধিপতি’ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞসাধনোপযোগী ঈক্ষুখণ্ড নারিকেলফল গুড় প্রভৃতি সামগ্রী প্রার্থনা করিয়াছেন। ক্রিয়া-কর্মের পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞ-কর্মের উপযোগী সামগ্রী সাধারণ লৌকিক-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারীর শ্রেয়ঃসাধক হইতে পারে; কিন্তু যিনি একটু উচ্চস্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহার যজ্ঞের উপকরণ অল্পরূপ, তাঁহার প্রার্থনা অল্পরূপ, তাঁহার ক্ষেত্রপতিও অল্পরূপ। এখানে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞের সাধনোপযোগী যে উপকরণ-সমূহ—জ্ঞান কর্ম ভক্তি; এখানে তাহারই প্রার্থনা রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ঐ সকলের

* চতুর্দশ অনুবাকের এট (ষষ্ঠ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গে পরিদৃষ্ট হয়।

যিনি উৎপাদক, তাঁহারই নিকট সাধক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই যে ‘ক্ষেত্রস্য পতি’—তাঁহাকে বুঝিতে পারিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিতণ্ডার মীমাংসা হইয়া যায়। ‘ক্ষেত্র’ ও ক্ষেত্র-পতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন উপাধিত হওয়ায়, অর্জুনের সংশয় নিরসন জন্ত ভগবান ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বিষয়ে অর্জুনকে দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন। ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ প্রসঙ্গ উপাধন করিয়া, ক্ষেত্র বুঝাইতে ভগবান যাহা বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল : যথা,—

“মহাভূতাত্ত্বঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চৈন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছাদেবস্বখং দুঃখং সংবাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎক্ষেত্রসমানাসেন সবিকারমদাহতম্ ॥”

অর্থাৎ,—‘পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, তাহাদের কারণভূত অহঙ্কার বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চতন্মাত্র (শব্দস্পর্শকপ্ৰসঙ্গ) এই চতুর্কিংশতি তত্ত্ব, ইচ্ছা, দেহ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, বৈধী—ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।’ বলতঃ, আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত জগৎচরাচর সকলই ক্ষেত্র নামে অভিহিত। এই সকলের অধিপতি যিনি, তিনিই ক্ষেত্রপতি, এবং ইহাদের তত্ত্ব যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। এখন এই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে কাহাকে বুঝিব ? গাতায় ভগবান তাহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

“জ্ঞেয়ং বস্তুং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে। অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সং তন্মাসদ্রুচ্যতে ॥

সর্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তনিব চ স্থিতম্। ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রাসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বত্র বিষ্টিতম্ ॥”

অর্থাৎ,—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি পরব্রহ্ম, সংও নহেন অসংও নহেন। তিনি সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট সর্বত্র শ্রবণেজ্ঞিযবিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান কবিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-গুণসমুদয়ের আভাসবিশিষ্ট অথচ সর্বোজ্ঞবর্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারভূত, সত্যদি গুণরহিত অথচ সত্যদিগুণের পালক। তিনি জীবগণের বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্বাবর ও অঙ্গম তিনি, সূক্ষ্ম জন্ত অর্থাৎ রূপাদি বিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; অজ্ঞানগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানগণের নিত্যসম্বিত। জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান); সেই জ্ঞেয়বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ স্বয়ং নানা কার্যরূপে উৎপত্তিলাল। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্তৃক অস্পষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য এবং সর্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্ত্বরূপে অবস্থিত।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে যে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ পতির’ উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা সেই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ পতি’ বলিতে এই ভাবই উপলব্ধি করি। তাঁহা হইতেই জ্ঞানের আলোক আসে; তিনি কর্মশক্তি প্রদান করেন; তিনিই শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী; তিনি মোক্ষবিধায়ক, তিনিই সংপথের

প্রবর্তক ও প্রদর্শক। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘গাং’ ‘অং’ প্রভৃতি পদে সাধারণ গো ও অং প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এখানে কৃষিকার্যের উল্লেখ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা গো ও অং পদদ্বয়ে জ্ঞান ও কর্ম শক্তি বুঝিয়া থাকি। ‘গাং অং জয়ামসি’ বলিতে ‘আমরা যেন দিব্যজ্ঞান এবং সংকল্পসাধনসামর্থ্য জয় করিতে পারি এই ভাবই উপলব্ধ হয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সেই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদের অন্তর জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করুন। সম্ভাবে মণ্ডিত হইয়া, সংকল্পের সাধনে ভগবানের অনুগ্রহে আমরা যেন পরমধন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই।’ *

নবম (‘অগ্নে নয় স্বপথা’ প্রভৃতি) মন্ত্রে শোভন-মার্গে গমন করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম মার্গের সাধনায় ভগবৎসন্নিকর্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ নতাস্তর ঘটয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রটী দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের পুরোহিত্যাক্য। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে অগ্নি! আপনি দর্শপূর্ণমাস ইষ্টির ফলরূপ ধনলাভের নিমিত্ত আমাদের অতিপাদদোষরহিত স্ত্রমার্গে পরিচালিত করুন। হে দেব! আপনি সর্ববিধ পথের বিষয়ই অবগত আছেন। নরকহেতুক কটিল অতিপাদরূপ পাপকে আমাদের সঞ্চর হইতে বিয়ুক্ত করুন। তাহা হইলে আমরা বহুপ্রকারে আপনার নমস্কার উক্তি করিব।’ আমরা যেমন মানসিক করি, দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া থাকি,—‘হে দেবতা! আমাদের এ অভীষ্ট পূরণ কর; আমরা বোড়শোপচারে মেঘমহিষাদি বলিদানে তোমায় পূজা করিব; এ যেন সেই ভাবেরই প্রার্থনা। ভাষ্যপাঠে সেই ধারণাই মনে আসে। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চ-ভাবের জ্যোতনা রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আমাদের মতে মন্ত্রটী অগ্নিরূপী—জ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব-সংসারের হিতের জ্ঞাত ভগবানেব ককণাধারা সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সম্ভাব-সংপ্রবৃত্তির স্বধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ‘ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদগম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি

* চতুর্দশ অনুবাকের সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে নবম বর্গে দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটী মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব। তিনি আমাদের গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদের স্থখী করেন।”

“হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু বৈরূপ ছদ্ম দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, স্বপবিত্র, ঘৃততুল্য মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদের স্থখী করুন।”

টীকায় ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—“ক্ষেত্রপতি কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এ যজ্ঞটী সমুদায় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ-হুত্রে লিখিত আছে যে, লাদ্রল দিয়া চাষ করিবার পূর্বে হুত্বের প্রত্যেক ঋক উচ্চারণ করা কর্তব্য।”

জ্ঞান-ভক্তির ও সদ্ভাব-সদবৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদগম ও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাদির ভগবানের অমুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসম্বিত জ্ঞানাদি প্রজ্জলিত হউক ; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সংপথে গমন করিয়া সংস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই ।’

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতন্ত্রাদির উপদ্রব, অতৃদিকে তেমনি হিংস্র ঋপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্যস্ত হইতে হয় ; ঋপয়রূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাধন-মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিদ্রতি-লাভের জন্ত মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সার্থক হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূষিত হয়। সে ভয় বিদূষণের একমাত্র উপায়—সজ্জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানস্কুর-সদ্ভাব-সংপ্রতি মানুষকে জন্মসহজাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। বৃষ্টাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রাপ্তি বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, ঔৎকর্ষাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরেই অন্তরিত হইয়া যায়। ভগবানের ককণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভবপর হয় না। যে তিনিই সেই তিনিই সে ছুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। বাহ্যার আয়-জ্ঞানলাভে পরাস্ত, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ সুদূরপর্যন্ত। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সংপ্রবৃত্তিই একমাত্র সহায়। অন্তরকে সদ্ভাব-সংপ্রবৃত্তির এবং সজ্জ্ঞানের আদারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের ককণালাভ ও আরাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সংপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে ; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনারই মূলীভূত। যে কন্সেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্দোষতার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কন্সই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসং-নির্দোষতা প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সংপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশ করুন, সংপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট-পূরণে যোগ্যফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্য-মধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্বথা পরিবর্জন করিয়াছি বটে ; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে।

দশম (‘আ দেবানামপি’ প্রভৃতি) মন্ত্র যাওয়া। যে কন্সে ভগবান পরিতুষ্ট হন,

যে কশ্মের সম্পাদনে হৃদয়ে সন্ডাবের সমাবেশ হয়, সেই কশ্ম সম্পাদন জন্ত মস্ত্রে উদ্বোধন প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে কশ্ম সম্পাদন করিবার সামর্থ্য তো নাই! এই অসামর্থ্য বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সাধক পরক্ষণেই কহিতেছেন,—‘দেবকার্য সম্পাদন করিব, সামর্থ্য কি আমার! আমার সে সামর্থ্য কোথায় যে, ভগবানকে আমার ভক্তি-কুসুমাজলি প্রদানে সমর্থ হইব? কিন্তু তিনি তো সর্বজ্ঞ, তিনিই তো প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক! তিনি তো সাধন-প্রণালী বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ! তাঁহাকে কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, তিনি স্বয়ংই তো তাহা অবগত আছেন। তিনি যদি জানাইয়া দেন, তবেই তো তাহা জানিতে পারিব! তিনি যদি শিখাইয়া দেন, তবেই তো শিখিতে পারিব! তিনি যদি দেখাইয়া দেন, তবেই তো সে পথ দেখিতে পাইব! নচেৎ, কি সামর্থ্য আমার, কোণায় সে শক্তি আমার যে, তাঁহাকে পূজা করিব!’ সাধক কহিতেছেন,—‘আপনি দেবগণের আত্মাতা, আপনি দেবভাবজনয়িতা; যজ্ঞের কালাকাল দিব্যে আপনিই অভিজ্ঞ। তাই প্রার্থনা—‘হে ভগবন্! আপনি পথ প্রদর্শন করুন। শিখাইয়া দিউন—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিব? বুঝাইয়া দিউন—কি উপায়ে কি সূত্র ধরিয়া সে পথে অগ্রসর হইব! আপনি সর্বজ্ঞ—আপনি সর্বনিয়ন্তা—আপনি সর্বদ্রষ্টা। বুঝাইয়া দিউন—দেখাইয়া দিউন—শিখাইয়া দিউন! আপনার প্রদর্শিত পথে চলিয়া—আপনার কন্ডে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারই কৃপায় আপনার সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন ধন্য করি।’ হুলতঃ, এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—এই উৎকট সঙ্কল্প লইয়াই মন্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি, আর সেই ভাবেই ‘মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়’ ও ‘বঙ্গানুবাদে’ আমাদের মন্তব্য প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব অনুরূপ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘আমরা পূর্বে যে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, দেবগণের সেই পথ ইন্দ্রানীং আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কি জন্ত? সেই পথে আমরা যে কশ্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব, সেই কশ্ম সাধন জন্ত।’ অবিচ্ছেদে আমরা কশ্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইব। যদি আমরা তাহাতে সমর্থ না হই, তথাপি পথের কর্তা আমাদেরই সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। তিনি দেবগণের আহ্বানকারী। তিনি আমাদেরই নিমিত্ত তাহা বিজ্ঞাপন করুন। তিনি যজ্ঞের ঋতু কাল প্রভৃতি বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন।’ আমাদের অর্থ হইতে ভাষ্যের অর্থ কি ভাবে কিরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে, মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথম ভাগে সঙ্কল্প, দ্বিতীয় অংশে নিত্য-সত্য এবং তৃতীয় অংশে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে যখন সাধকের মনে ভগবৎ কশ্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জাগরুক হইল; অসামর্থ্যের বিষয় উপলব্ধি করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে এক সত্য তত্ত্ব প্রকট হইল। তিনি বুঝিলেন,—হতাশ হইবার তো কোনও কারণ নাই! আমি যাহার কন্ডে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি,—তিনিই তো সকল যজ্ঞের অধিপতি! তিনিই তো পথ প্রদর্শন করিবেন—তিনিই তো আমাকে সে কশ্ম সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করিবেন! তিনি যে দেবগণের স্তূত আহ্বানকারী! অর্থাৎ, তাঁহাই করুণায় হৃদয়ে সন্ডাবের সমাবেশ হয়। তাঁহার দ্বায় দয়াল আর কেহ থাকিতে পারে কি?

তাঁই শেষ প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—‘হে ভগবন, আপনি আমাদেরকে আপনার পূজার পণালী শিখাইয়া দিউন। আপনার পূজা করিতে করিতে আপনার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হই—আমায় আমার সম্মিলন সংঘটন করি।’ এই মন্ত্রে অগ্নি-দেবের কয়েকটা বিশেষণ আছে ;—তাঁহাকে ‘হোতা’, ‘বিদ্বান’ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিবিধ ভাবে পদদ্বয়ের অর্থ নিরূপিত হইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘হোতারং’ পদের বিশ্লেষণে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ঐ পদে বুঝা যায়, জ্ঞান-দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বাবের সমাবেশ হয়, আবার সেই জ্ঞানের প্রভাবেই সত্ত্বাকে ভগবানে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই। ‘বিদ্বান’ পদেও ঐকপ দ্বিবিধ ভাব বৃত্তিতে পারি। ভগবান জানাইয়া দেন, আবার তাঁহারই করুণায় তাহাকেও জানাইতে পারা যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। এখানে সাধকের লক্ষ্য—পরমপদ প্রাপ্তি। সেই লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়া—ভগবৎ কৰ্ম সাধনের প্রচেষ্টায়—ভগবৎ-সম্মিলনে অগ্রসর হইয়াছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘হোতা’ পদে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, যজ্ঞ বা আরন্ধ কৰ্ম যেন দেব-সম্মিলনে গমন করে অর্থাৎ সে কৰ্মে ভগবান যেন স্নিহিতলাভ করেন।

যাঁহার উদ্দেশ্যে কয়েক অনুষ্ঠান, তাঁহার নিকট সে যজ্ঞ সংবাহিত হইলেই যাজ্ঞিক ষাপনাকে কৃতার্থমুক্ত মনে করেন। তিনি রূপ চাহেন না, ধন চাহেন না। তিনি কেবল চাহেন—তাঁহার বর্ষ যেন ভগবানেরই কৰ্ম হয় ; তাঁহার কার্য যেন ভগবানেরই উদ্দেশ্যে বিহিত হয়। এখানে ফলের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই। যাঁহার কার্য তাঁহাকে অর্পণ করিয়াই এখানে যাজ্ঞিক পরিতৃপ্ত। তাব পর কৰ্মকে ‘অধ্বরান’ অর্থাৎ হিংসা রহিত ও শত্রুর উপদ্রব পরিশ্রুত করিবার প্রার্থনা আছে। সাধক দেখিতেছেন,—রিপু-শত্রুর উপদ্রবে তাঁহার কৰ্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে জ্ঞানদেব, জ্ঞানায়িক্রমে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের বিপুলশত্রুদিগকে ভস্মীভূত করিয়া দিউন। দিব্য-জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হইয়া আমার অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া দিউন। পাপ রিপু-কুল ধ্বংস করুন। হৃদয়ে বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক। আলোক-রশ্মি অন্তরগে দিব্য-আলোকে মিশিয়া যাই।’ *

তার পর একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। একাদশ মন্ত্র পুরোহিতবাক্য। এবং দ্বাদশ মন্ত্র যাজ্ঞ্য। ভাষ্যমতে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ যথাক্রমে,—(১১) প্রার্থনীয় হবিঃ অগ্নির উদ্দেশ্যে বৃহৎ হউক। হে বিভাবসো ! আমার প্রদত্ত কাপাসবীজ এবং তিলপিষ্টকাদি (ঠৈল)

* এই মন্ত্রটা ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, তৃতীয় ঋক)। এই মন্ত্রের একটি প্রচলিত অনুবাদ ; যথা,—“যেন আমরা দেবতাদিগের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই, যেন যজ্ঞানুষ্ঠান উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই। অগ্নিই যজ্ঞের বিষয় জানেন, তিনিই যজ্ঞ ককন। তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, যজ্ঞের ফল নিকণ করেন।”

ভক্ষণ করিয়া মহিষী যেমন বহুক্ষীরাদি দ্বারা আমাকে সন্তজন করে, আপনিও সেইরূপভাবে ফলপ্রদানে আমাকে প্রবুদ্ধিত করুন। আপনার প্রসাদে ধন লাভ করিলে, অন্যদের উৎকর্ষ-সাপনে সমর্থ হইব।’ (১২) হে অগ্নি! আমাদের অপরাধ-পরিহারের নিমিত্ত ইদানীং প্রবর্তিত নতন স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া আমাদের কশ্মের ফল প্রদান করুন। আমরা যেন শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠানে অতিপাদ এবং অত্রত-রূপ যাবতীয় পাপ অতিক্রম করিতে পারি। অপিচ, আমাদের নিবাসের জন্ত নগর-জনপদাদি বিস্তৃত হউক; শস্য-সম্পত্তি পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদের জুসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইক। এবং আমাদের পূজ-ছাতি প্রভৃতি অপত্যের নিমিত্ত আপনি, স্বথপ্রদ হউন।’ ইহলৌকিক স্বথ-সাদক যে সকল সামগ্রী প্রার্থনীয়, মন্ত্রদ্বয়ে সেইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই ভাষ্যে সূচিত হইয়াছে। লৌকিক যজ্ঞ-কশ্মে যেরূপ কামনা প্রকাশ পায়, এখানেও সেইরূপ কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। যজ্ঞে ঋটি বিচ্যুতি না ঘটে, যজ্ঞের ফলে ধন-বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং বাস্তবিক ঐহিক স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ হইয়া কালান্তিপাত করিতে পারেন,—ভাষ্যেব ইহাট লক্ষ্য।

আমাদের মতে মন্ত্রের ভাব অত্র রূপ। একাদশ মন্ত্রের প্রথম অংশে সদ্বৎস এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানই যে সকল ধনের অধিপতি, তিনিই যে পবন-ধন-দাতা, আর তাঁহার শ্রীতি-সাদক কশ্মই যে সে ধন অধিগত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় অংশে সংকশ্মের দ্বারা সজ্ঞাত সদ্ভাবেন প্রভাবে পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। এখানে সংকশ্মের স্বফল লাভের জন্ত প্রার্থনাকারীর উদ্বোধনা বর্তমান। সংকশ্ম-সাপনে ভগবানের শ্রীতি-সাদনে সদ্ভাবেন সমাবেশ হইলে, ভবাক্ষিপাবেব কোনও ভাবনা থাকে কি? তখন, সেই কশ্মই কশ্ম-ক্ষয়েব হেতুভূত হয়। তখন শত্রুর অবরোধক ক্ষয়-ভগ্নের অবিস্মারী আবির্ভূত হইয়া সকল শত্রুর সংহার-সাধন করেন। ফলতঃ, ভগবৎ-শ্রীতি-সাদক কশ্মই মূল। তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণে প্রবান সহায়। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি আমাদের সংসার-সমুদ্র উত্তরণে সহায় হউন। আমাদের অন্তর বিস্তৃত কবিতা দিউন। আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।’ ‘উর্কী’—বিস্তৃত হউক বলিতে, অন্তর পসারিত হওয়ার ভাব আসে। তাহা হইতেই বিশ্ব-হিত-সাধনের আকাঙ্ক্ষার আভাস পাই। *

* একাদশ মন্ত্র চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (পঞ্চম মণ্ডল পঞ্চবিংশ সূক্ত সপ্তম ঋক্)। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—“অগ্নির উদ্দেশে উৎকৃষ্টতম (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়; হে তেজঃ-সম্পন্ন! আমাদের প্রচুর ধন দান কর; কারণ তোমাই হইতে বিপুল ধন ও অন্ন উৎপন্ন হয়।”

দ্বাদশ মন্ত্র—দ্বিতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে দশম বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডলে ১৮০ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)। ইহার যে একটি বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—“হে অগ্নি! তুমি নতন; তুমি স্বতির দ্বারা সমস্ত ভ্রম পাপ হইতে উদ্ধার কর।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ (‘সমগ্রে ব্রতপা’ ইত্যাদি এবং ‘বদো বয়ং’ প্রভৃতি) মন্ত্রদ্বয়, ভাষ্যে ব্রাতপত্য বাগে যথাক্রমে পুরোহিতব্যাক্য ও বাজ্য রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দীক্ষা-গ্রহণ কালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান; ব্রাত্য-দোষ পরিহার-কল্পেই এই যজ্ঞের পরিকল্পনা। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ মন্ত্রদ্বয়ের ভাষ্যকর যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, যথাক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে অগ্নি! আপনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রতপালক দেবতা হইবেন। আপনি সকল যজ্ঞেই স্তব হইবেন।’ চতুর্দশ মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধী আনাদিগের অন্তর্গত ব্রত-সমূহ অত্যন্ত অজ্ঞান আমরা যদি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে না পারি, যজ্ঞবিৎ অগ্নিদেব সে সকল পূরণ করুন। ঋতু উপলক্ষিত কাল-বিশেষে অর্থাৎ যে কালে যে দেব-পূজার বিধি সেই সেই কালোচিত ব্রতও অগ্নিদেব পূরণ করুন।’ ফলতঃ, ত্রয়োদশ মন্ত্র অগ্নির ধ্বং-ব্যাপ্যানে প্রযুক্ত এবং চতুর্দশ মন্ত্রে অপূরণ পূরণে অগ্নির অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এখন আনাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। আমরা মনে করি, ত্রয়োদশ মন্ত্র জ্ঞান-দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সংকল্পের পালক ও রক্ষক এবং সকল সংকল্পের অনুষ্ঠানই যে জ্ঞানদেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। ত্রয়োদশ মন্ত্রে জ্ঞান-দেবতার সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রে আয়োজ্যোদ্ধোদনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চাবেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, মন্ত্রে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের তাই উপদেশ,—‘মানুষ, তুমি সংকল্পান্বিত হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবে গণ্ডিত হও। জ্ঞানদেব তোমার পরম ধন প্রদান করিবেন।’

চতুর্দশ মন্ত্রে ক্রটি-বিচ্যুতি পরিহার এবং প্রত্যবায় নিরাকরণ হইয়াছে। ইহাই আমাদের শিক্ষাস্ত। পূজা উপাসনা শেষে অর্চনাকারী ভগবানকে যে প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন, নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনায় আমরা ক্রটিবিচ্যুতি পরিহার-মূলক যে “বদক্ষরং পরিভ্রষ্টং হাত্রাহীনস্ত বদ্রবেৎ। দিক্চির্ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী” প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা সাক্ষ্য করি, এ মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘অজ্ঞান আমরা, আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি পদে পদে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। ভগবানের পূজায়, তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনে অজ্ঞাতে যদি কোনও ক্রটি ঘটিয়া গেলি, অনুষ্ঠানে যদি কোনও প্রত্যবায় সংঘটিত হয়, দেব! সর্বজ্ঞ আপনি; আপনি তাহা যেন পূরণ করিয়া লয়ন। আমরা, আমাদের অজ্ঞতা নিবন্ধন হয় তো তাহা বুঝিতে সর্বথ্য হইব না। কিন্তু আপনি তো দেব—সর্বজ্ঞ! আমরা না জানিলেই আপনি তো তাহা জানিতে পারিবেন! তাই প্রার্থনা—‘আপনি আমাদের দে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদের

আমাদিগের নগরী অত্যন্ত প্রশস্ত হউক; আমাদিগের ভূমিও প্রশস্ত হউক; তুমি আমাদের পুত্র ও অপত্য সকলকে সুখ প্রদান কর।”

যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া লউন এবং যজ্ঞের ফল আমাদিগকে প্রদান করুন ।’ চতুর্দশ অম্বুবাকের উপসংহারে আমরা এই মন্ত্রে সেই প্রত্যবায় পরিহারে—ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধনে যজ্ঞ সম্পাদনে ভগবৎ-কৃপা লাভের ভাবটী উপলব্ধি করি । * (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৭৪ অম্বুবাক) ॥

* চতুর্দশ অম্বুবাকের ত্রয়োদশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গে এবং ঋকযজুর্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয় । ঋগ্বেদে উহার যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা এই,—“হে অগ্নিদেব, তুমি মর্ত্যগণের মধ্যে কর্মপাতা, অতএব যজ্ঞে স্তুতিযোগ্য ।” (অষ্টম মণ্ডল, একাদশ সূক্ত, প্রথম ঋক) ।

চতুর্দশ অম্বুবাকের শেষ (চতুর্দশ) মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ বর্গে পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে এই মন্ত্রের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে ; যথা,— ‘হে দেবতাবর্গ ! আমরা নিতান্ত অজ্ঞান ; তোমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই ; যদি আমরা তোমাদিগের কোনও কার্য নষ্ট করি অর্থাৎ উত্তমরূপে সম্পন্ন না করি, তবে যে যে সময়ে অগ্নি দেবার্চনা করিয়া থাকেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদিগের সমস্ত ক্রটি পূর্ণ করিয়া দিন ।’ (দশম মণ্ডল, দ্বিতীয় সূক্ত, চতুর্থ ঋক) ॥

চতুর্দশ অম্বুবাকের অবিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সংগৃহীত । উভয়ত্রই ভাষ্যকার—সায়ণ । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল মন্ত্রের ভাষ্য ঋগ্বেদে একরূপ এবং কৃষ্ণযজুর্বেদে অন্মরূপ পরিদৃষ্ট হয় । কোনও কোনও স্থলে কাহারও সহিত কাহারও আদৌ মিল নাই । চতুর্দশ অম্বুবাকের একাদশ মন্ত্র (‘যদাহিষ্ঠং তদগ্নয়ে’ প্রভৃতি মন্ত্র) ঋগ্বেদের চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গে দৃষ্ট হয় । সেখানে সায়ণাচার্য্যের যে ভাষ্য আছে, আর এই কৃষ্ণযজুর্বেদে যে ভাষ্য হইয়াছে, নিম্নে সেই দুইটা ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি । তাহা হইতেই পার্থক্য বঝিতে পারা যাইবে । ঋগ্বেদে ঐ মন্ত্রের ভাষ্য ; যথা,—

“বাহিষ্ঠং বোতুতমং যং স্তোত্রং তদগ্নয়ে ত্রিয়তে । আতো হে বিভাবসো প্রভাদনাধে ! বৃহদ্রব্রহ্ম ধনং অর্চ । অশ্বভাং প্রযচ্ছ । কথমশ্বাশ্বধনপ্রদাতুত্বমিত্যহপেক্ষ্যমাংহ । যতস্তং ত্বন্তঃ সকাশাশ্বহিবী মহতী রয়ির্ধনমুদীরতে উদগচ্ছতি । বাজা অমানি চ ত্বং উদীরতে উদগচ্ছন্তি । ইবেতি পূরণঃ ।”

কিন্তু দেখুন—কৃষ্ণযজুর্বেদে কি ভাষ্য আছে,—“পংপ্রায়নীয়ং হবিস্তগ্নয়ে বৃহদ্রবতু । হে বিভাবসো ফলপ্রদানেন মাং পূজয় । যথা মহিবী ময়া দত্তং কার্পাসবীজং তিলপিষ্টাদিকং ভক্ষয়িত্বা বহুকীরাদিনা পূজয়তি তদং । তথা সতি যদমুগ্রহাদ্ধনং লভাতেহমানি চোৎকর্ষণে সংপত্তস্তে ।”

‘মহিবী’ পদের অর্থ ঋগ্বেদে হইল—‘মহতী’; আর কৃষ্ণযজুর্বেদে হইল—পশু । অর্থের কত পার্থক্য ! ইহা হইতে মনে হয়, স্বয়ং সায়ণাচার্য্য সর্বত্র ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই । বিভিন্ন জনের প্রণীত ভাষ্যাদি সায়ণাচার্য্যের নামে প্রচারিত হইয়াছে, আর কেহ কাহারও ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, তাই এই পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে । নচেৎ একই ব্যক্তির রচিত একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ।

ॐ যজুর্বেদ-সংহিতা।

— — ॐঃ ॐঃ — —

কুমারযজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা।

— — ॐঃ ॐঃ — —

প্রথমঃ কাণ্ডঃ।

— . —

(প্রথমঃ অষ্টকঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ। প্রথমোহুৎসাহকঃ।)

* * *

প্রথমঃ মন্ত্রঃ।

(১) আপ উন্দন্ত জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চস।

(২) ওষধে ত্রায়শ্চেন্, স্বধিতে মৈন, হি, সৌর্দেবপ্ররেতানি

প্র বপে। (৩) স্বস্ত্যন্তরাণ্যলীয়া।

(৪) আপো অশ্মাতরঃ শুক্লন্ত যতেন নো যতপুং পুনন্ত

বিশ্বমশ্মৎপ্র বহন্ত রিপ্রম্।

(৫) উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ।

(৬) সোমস্য তনুর্নসি তনুং মে পাহি ।

(৭) মহীনাং পয়োহসি বর্চোনা অসি বর্চঃ ময়ি ধেহি ।

(৮) বৃত্রস্য কনোনিকাহসি চক্ষুশ্চা অসি চক্ষুশ্চো পাহি ।

(৯) চিৎপতিত্বা পুনাত্বা বাক্‌প্রতিত্বা পুনাত্বা দেবত্বা সবিতা ।

পুনাত্বচ্ছিদেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ।

(১০) তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যন্তে কং পুনে তচ্ছকেয়ম্ ।

(১১) অা বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্মাণো অধ্বরে যদ্বো

দেবাস আগ্নরে যজ্জিগ্যাসো হবামহ ।

(১২) ইন্দ্রাগ্নৌ ঞাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ ।

(১৩) ত্বং দীক্ষাণামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি ॥ ১ ॥

পদ-পাঠঃ ।

(১) আপঃ । উন্দন্ত । জীবসে । দীর্ঘায়ুহ্মায়েতি দীর্ঘায়ু—হ্মায় । বর্চসে ।

(২) ওষধে । জায়স্ব । এনম্ । স্বধিত ইতি স্ব—ধিতে । মা । এনম্ । হি৩সীঃ ।

দেবশ্রুতি দেব—শ্রুঃ । এতানি । প্রেতি । বপে ।

(৩) স্বস্তি । উত্তরাণীত্যুৎ—তরাণি । অশীয় ।

(৪) আপঃ । অশ্মান্ । মাতরঃ । শুদ্ধন্ত । যুতেন । নঃ । যুতপুং ইতি

যুত—পুংঃ । পুনন্ত । বিশ্বম্ । অশ্মৎ । প্রেতি । বহন্ত । রিগ্রম্ ।

(৫) উদিতি । আভ্যঃ । শুচিঃ । এতি । পুতঃ । এষি ।

(৬) সোমস্ত । তনুঃ । অসি । তনুবম্ । মে । পাহি ।

(৭) মহীনাশ্ । পয়ঃ । অসি । বর্চোহা ইতি বর্চঃ—ধাঃ ।

অসি । বর্চঃ । ময়ি । ধেহি ।

(৮) বৃজস্ত । কনীনিকা । অসি । চক্ষুশ্চ ইতি চক্ষুঃ—পাঃ

অসি । চক্ষুঃ । মে । পাহি ।

(৯) চিৎপতিরিতি চিৎ—পতিঃ। স্বা। পুনাতু। বাক্পতিরিতি বাক্—পতিঃ।

স্বা। পুনাতু। দেবঃ। স্বা। সবিতা। পুনাতু। অচ্ছিদ্রেণ। পবিত্রেণ।

বসোঃ। সূর্য্যস্ত। রশ্মিভিরিতি রশ্মি—ভিঃ।

(১০) তস্ত। তে। পবিত্রপত ইতি পবিত্র—পতে। পবিত্রেণ। যস্মৈ।

কম্। পুনে। তৎ। শকেষম্।

(১১) এতি। বঃ। দেবাসঃ। ঈমহে। সত্যধর্মাণ ইতি সত্য—ধর্মাণঃ। অধ্বরে।

যৎ। বঃ। দেবাসঃ। আগুর ইত্যা—গুরে। যজ্ঞয়াসঃ। হবামহে।

(১২) ইত্ৰাণী ইতীজ্র—অণী। ঋবাপৃথিবী ইতি ঋবা—পৃথিবী। আপঃ। ওষধীঃ।

(১৩) স্বম্। দীক্ষণাম্। অধিপতিরিত্যধি—পতিঃ।

অসি। ইহ। মা। সন্তম্। পাহি ॥ ১ ॥

* * *

মর্শামুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ভবতাং অমুগ্রাহেণ 'বর্চসে' (কর্মান্তিপ্রাপণায়) 'দীর্ঘায়ুস্বায়' (সৎকর্ম্মশীলায় জীবনায়) অপিচ 'জীবসে' (জীবহিতসাধনায়—বিশ্বহিতায় ইত্যর্থঃ) 'আপঃ' (দেববিভূতয়ঃ) অস্মান্ 'উন্দম্' (অভিবিধম্)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনারাভাবঃ—সঙাবপ্রভাবেন বয়ং অক্ষয়জীবনং লভেম্।

২। (ক) ‘ওষধে’ (কর্ষফলদায়ক হে দেব !) ‘দ্রায়স্ব’ (অজ্ঞানাং উদ্ধারয়) মাং ইতি শেষঃ । ভাবার্থঃ—হে দেব ! ঋটিতি মম কর্ষফলক্ষয়ং বিধেহি ।

(খ) ‘স্বধিতে’ (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব !) ‘এনং’ (জনং—মামিতি ষাবৎ) ‘মা হিংসীঃ’ (ন হিংস্তাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো মা ভব, মাং প্রতি বিরূপো মা ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ) । অথবা, হে দেব ! ‘এনং’ (পাপশত্রুঃ) মাং ‘মা হিংসীঃ’ (কর্ষবিঘাতকঃ মা ভবতু ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ।

(গ) অপিচ হে ভগবন্ ! ভবতাং অন্ত্রগ্রহেণ ইতি ষাবৎ ‘দেবশ্রুঃ’ (দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং) ‘এতানি’ (মম কর্ষফলানি) ‘প্র বপে’ (ত্বয়ি সমর্পয়ামি ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভাবার্থঃ—মম সর্ষকর্ষফলং ভগবতি সমর্পয়েম ।

৩। ‘উত্তরানি’ (পরমার্থসাধকানি মম কর্ষাণি ইতি ভাবঃ) ‘স্বস্তি’ (সিদ্ধিং, সম্পূর্ণানি) ‘অশীয়’ (আগ্নোক্ত, ভবন্ত ইতি ভাবঃ) । অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ষাণি অস্মান্ ভগবতা সহ সংমিশ্রয়ন্তু ।

৪। ‘মাতরঃ’ (মাতৃস্থানীয়াঃ, মাতৃবৎকরণাপরায়ণাঃ) ‘আপঃ’ (দেববিভূতয়ঃ) ‘অস্মান্’ (শরণাগতান্ অস্মান্) ‘শুক্ল’ (পুনস্ত) । ‘স্বতপুবঃ’ (স্বতবৎ পবিত্রতাসম্পন্নাঃ, বিশুদ্ধতা-সাধকাঃ ইত্যর্থঃ—দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘স্বতেন’ (সত্ত্বাদিনিভিঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘পুনস্ত’ (অভিশুদ্ধ) ; অপিচ, তে দেববিভূতয়ঃ ‘অস্মাৎ’ (অস্মভ্যঃ, সকাশাং) ‘বিশ্বং’ (সর্ষাণি) ‘রিপ্রং’ (পাপানি) ‘প্রবহন্ত’ (অপনয়ন্ত ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । পাপনাশেন সত্ত্বাবোধয়েন পরমমঙ্গললাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ততে । প্রার্থনায়ো ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মান্ সত্ত্বান্ জনয়ন্তু পরমপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু ।

অথবা,

‘মাতরঃ’ (জগন্নিষ্ঠাত্র্যঃ, মাতৃবৎ পালয়িত্র্যঃ বা) ‘স্বতপুবঃ’ (সত্ত্বভাবেন পবিত্র-কারিণ্যঃ) ‘দেবীঃ’ (দেব্যঃ, ছোতমানাঃ) ‘আপঃ’ (অপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃ, দেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মাকং) ‘বিশ্বং হি’ (সর্ষমেব) ‘রিপ্রং’ (পাপং) ‘প্রবহন্তি’ (প্রবহন্ত, প্রকর্ষণেণ অপনয়ন্ত) ; ‘স্বতেন’ (স্বতবৎ আর্দ্রকারিণ্যঃ, সত্ত্বভাবেনেতি ভাবঃ) ‘পুনস্ত’ (পবিত্রীকরুন্ত) অস্মান্ ইতি শেষঃ ; এবং ‘অস্মাৎ’ (জন্মমৃত্যুরূপাং সংসারাং) অথবা ‘অস্মাৎ’ (অজ্ঞানিনঃ জনান্ ইতি ভাবঃ) ‘শুক্ল’ (শোধয়ন্ত, সমুদ্ধারয়ন্ত ইতি ষাবৎ) । অয়ং ভাবঃ—দেববিভূতয়ঃ অস্মাকং পাপানি বিনাশ্য সত্ত্বভাবেন অস্মান্ সংসারাং উদ্ধারয়ন্তু ইতি প্রার্থনা ।

৫। ‘উদাত্তাঃ’ (দেববিভূতীনাং স্নেহধারাবিঃ অভিশুদ্ধিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ‘আ’ (সর্ষতোভাবেন) ‘শুচিঃ’ ‘পুতঃ’ (বহিরন্তরয়োঃ বিশুদ্ধতাং ইতি ভাবঃ) ‘এমি’ (গচ্ছামি, প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ) । শুদ্ধসত্ত্বং বহিরন্তরশুদ্ধিং বিধায়তু ইতি ভাবঃ ।

অথবা,

‘আভ্যঃ’ (অভ্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃদেববিভূতয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুচিঃ’ (স্নানেন শুদ্ধঃ, বহিঃ-শুদ্ধঃ ইতি ভাবঃ) ‘আ’ (সম্যক্) ‘পুতঃ’ (অচমনাদিভিঃ অন্তরশুদ্ধঃ, সত্ত্বত্বাপন্নঃ

ইতি ভাবঃ) সন্ 'উৎ এমি' (উদ্গচ্ছামি এব, উক্ং ব্রহ্মলোকং পাপুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম এব ইতি ভাবঃ)। দেববিভূতিপ্রসাদাৎ বহিরন্তঃশুদ্ধঃ সন্ অহং ব্রহ্মলোকং প্রাপুয়াম মুক্তিং অধিগচ্ছাম ইতি ভাবঃ।

৬। হে মম হস্মিহিত শুদ্ধসব! ত্বং 'সোমস্ত' (সংস্বরূপস্ত ভগবতঃ) 'তন্' (শরীরং, প্রকাশরূপঃ ধারকঃ বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'তন্বং' (সম্ভাবাবরোধ-কানাং শক্রানাং উপদ্রবাৎ ইতি ভাবঃ) 'মে' (মাং) 'পাহি' (পরিজায়স্ব)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্তঃ। যথা ত্বাং পরিকীর্ণং ন করোমি তথা সাধয় ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৭। (ক) হে মনঃ! ত্বং 'মহীনাং' (বিধানাং লোকানাং ইতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মনঃ এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু—সকলস্ত অয়মেব তাৎপর্যঃ ইত্যেবং মতামহে।

(খ) হে জ্ঞানদেব! ত্বং 'বর্চোধাঃ' (তেজসো ধারকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ময়ি' (মহাং) 'বর্চঃ' (তেজঃ, কর্মশক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

অথবা,

হে দেব! ত্বং 'মহীনাং' (ভূমীনাং, মর্ত্যালোকানামিতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (জলরূপঃ—জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); জলং ভূমিনামীব ত্বং লোকানাং ভক্তিরসাদিভাব-জনয়সি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'বর্চোধাঃ' (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতএব 'ময়ি' (মহাং) 'বর্চঃ' (জ্ঞানতেজঃ) 'দেহি' (বিতর ইতি প্রার্থনা)।

৮। হে দেব! ত্বং 'বৃহস্ত' (অম্বরস্ত—অজ্ঞানরূপস্ত বহিরন্তঃশত্রুরূপস্ত) 'কনীনিকা' (তস্ত নাশশক্তিরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্তের্মূলীভূতঃ তথা ত্বং অজ্ঞানস্ত বহিরন্তঃশত্রুনাশস্ত মূলকারণং ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে দেব! 'চক্ষুশ্চ' (সর্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়ানাং পালকঃ, হ্রদদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা বিধায়কঃ, যদা—শত্রুনাশকত্বাৎ অজ্ঞানতানাশ-কাহা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং 'মে' (মহাং) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানচক্ষুঃ, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং অন্তর্দৃষ্টিং বা) 'পাহি' (সংরক্ষ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরন্তঃশত্রুনিশাকঃ বা অসি। অতঃ অস্মাকং অজ্ঞানরূপং অন্তঃশত্রুং বহিঃশত্রুং চ বিনাশয়িত্বা জ্ঞানচক্ষুঃ প্রযচ্ছ।

৯। (ক) হে মম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্ম! 'চিৎপতিঃ' (চিত্তস্ত স্বামী, হৃদয়স্বামী সঃ ভগবান) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পবিত্রং করোতু, পরিব্রায়তু ইতি ভাবঃ); 'বাক্পতিঃ' (বাকস্ত অধিপতি, জীবনস্বামী ইতি ভাবঃ—সঃ ভগবান ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পরিব্রাণং সাধয়তু)।

(খ) হে মম কর্ম্মণি। 'সবিতা' (জগৎপ্রসবিতা, জগতঃ আদিকারণঃ) 'দেব' (স্বপ্রকাশঃ সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুয়ান্) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ত্রুটিপরিশৃঞ্চেৎ, বিঙন্ধেৎ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রেণ' (পবিত্রতাসাধকেৎ, বিমলেন বায়ুরূপেণ ইতি ভাবঃ জ্ঞানজ্যোতিষা ইত্যর্থঃ) অপিচ, 'বসোঃ' (সর্বেষাং নিবাসস্থানীয়স্ত) 'স্ব্যাস্ত' (প্রজ্ঞানময়স্ত বিশ্বপ্রকাশকস্ত বা দেবস্ত—ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'রশ্মিভিঃ' (বিশ্বপ্রকাশকৈঃ জ্যোতির্নিবহৈঃ ইতি ভাবঃ) 'উৎপুণাতু' (উৎকর্ষ-সাধনেৎ পরিব্রাণং করোতু, যদা—যুয়াকং পবিত্রতাং বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । বারোঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুঃ প্রসিদ্ধঃ । তয়োঃ প্রভাবেন মম সদসৎকর্ম পবিত্রমন্ত ইত্যেবং প্রার্থনা ।

১০। ‘পবিত্রপতে’ (হে জ্ঞানাপিতে!) ‘পবিত্রেণ’ (জ্ঞানময়েন,—জ্ঞাতপূত্ৰ ইতি ভাবঃ) ‘তন্ত্ৰ’ (সাধকৈরমুভূতন্ত্ৰ ইতি ভাবঃ) ‘তে’ (তব) ‘যস্মৈ’ (যৎ স্বরূপং, জ্ঞানময়ং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ‘কং’ (কাময়ামি, প্রার্থয়ামি); অপিচ, ‘তৎ’ (তব স্বরূপং) ‘শক্যং’ (প্রাপ্তুং শক্যমি) এবং ‘পুনে’ (পুনামি, পূতঃ ভবামি) । হে ভগবন্! তবজ্ঞানভিলাষী অহং যথা স্বাং প্রাপ্য পূতো ভবিতুমর্হামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ।

১১। ‘দেবাসঃ’ (হে দেববিভূতয়ঃ!) ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ (সত্যন্ত্ৰ ধর্ম্মন্ত্ৰ চ বিজ্ঞাপকে ইতি ভাবঃ) ‘অধ্বরে’ (হিংসারহিতে অন্তর্যজে, আত্মোদ্বোধনযজে বা ভগবৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (যুয়ান্) ‘আ জৈমহে’ (সম্যক্ প্রার্থয়ামঃ—বয়মিতি শেষঃ); অপিচ, ‘দেবাসঃ’ (হে দেববিভূতয়ঃ!) ‘যজ্ঞিযাসঃ’ (এতৎযজ্ঞসম্বন্ধিনঃ) ‘আগুরে’ (সৎকর্ম্মফলানি ইতি ভাবঃ প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ) ‘যৎ’ (যদা, নিত্যং ইতি ভাবঃ) ‘বঃ’ (যুয়ান্) ‘হবামহে’ (আশ্রয়াম—বয়ং ইতি শেষঃ) । অত্রায়ং ভাবঃ—হে দেবাঃ! অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি—আত্মোদ্বোধনরূপে যজে ভবতাং অনুগ্রহং প্রার্থয়ামঃ । হে দেবাঃ! অভীষ্টং প্রব্রত, এতদ্যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা প্রযচ্ছত । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ ।

১২। সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ‘ইন্দ্রাগ্নী’ (শক্তিজ্ঞানং) প্রযচ্ছত্; ‘ত্বাপৃথিবী’ (ইহলোক-পরলোকয়োঃ মঙ্গলং বিধায়তু ইতি ভাবঃ); অতঃ ‘আপঃ’ (সদ্বাব সঞ্চারয়িত্বা ইত্যর্থঃ) ‘ওষবীঃ’ (কর্ম্মফলক্ষয়ং সাধয়তু ইতি শেষঃ) ।

১৩। হে শুদ্ধস্বরূপিন্ ভগবন্! ত্বং ‘দীক্ষাণাং’ (সৎকর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) ‘অধিপতিঃ’ (স্বামী) ‘অসি’ (ভবসি); ‘ইহ’ (অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি) ‘সন্তং’ (প্রব্রতং) ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ) । মম কর্ম্ম সম্পূর্ণ ফলদনদ্বিতং কৃদা নাং তৎ কর্ম্মফলং প্রদেহি ইতি ভাবঃ । (প্রথমঃ অষ্টকঃ—দ্বিতীয়ঃ প্রাণিকঃ—প্রথমঃ অনুবাকঃ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে কর্ম্ম-শক্তি প্রাপ্তির জন্য, সৎকর্ম্মশীল জীবন-লাভের নিমিত্ত এবং বিশ্ব-হিতসাধনের উদ্দেশ্যে, দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগকে অভিষিদ্ধিত করুক । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্বাব-প্রভাবে আমরা যেন অক্ষয়-জীবন লাভ করিতে পারি) ।

২। (ক) হে কর্ম্মফলপ্রদানকারিন্! আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করুন । (ভাব এই যে,—হে দেব! শীঘ্র আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন) ।

(খ) হে ভববন্ধনচ্ছেদনকারী দেব ! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতি-
কূল হইবেন না । (ভাব এই যে—আমার ভববন্ধন মোচন করুন) ।
অথবা হে দেব ! পাপ-শত্রু যেন আমাদিগের কৰ্ম্মবিঘাতক না হয় ।

(গ) অপিচ, হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-পোষণকারী
শরণাগত আমি যেন কৰ্ম্ম-ফলসমূহ আপনাতে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই ।
(মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে, - আমার কৰ্ম্মফল যেন
ভগবান প্রাপ্ত হন) ।

৩ । পরমার্থসাধক আমার কৰ্ম্মসমূহ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হউক অর্থাৎ সম্পূর্ণ
হউক । (ভাব এই যে,—আমাদিগের কৰ্ম্ম-সমূহ আমাদিগকে ভগবানের
মহিত সম্মিলিত করুক) ।

৪ । মাতৃ-স্থানীয় (মাতৃবৎ করুণাপরায়ণ) দেববিভূতি-সমূহ
আমাদিগের বিশুদ্ধতা সাধন করুন । দ্ব্যতবৎ পবিত্রতাসম্পন্ন অর্থাৎ
বিশুদ্ধতাসাধক সেই দেব-বিভূতিসমূহ সদ্ভাবাদির দ্বারা আমাদিগকে
অভিষিদ্ধিত করুন । অপিচ, সেই দেব-ভাবসমূহ আমাদিগের সর্ববিধ
পাপ অপনীত করুন । (মন্ত্র প্রার্থনামূলক । পাপ-নাশে সদ্ভাবের উদয়ে
পরমানন্দলাভের প্রার্থনা এখানে বর্তমান রহিয়াছে । প্রার্থনার ভাব
এই যে,—দেব-বিভূতিসমূহ আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি করিয়া
আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন) ।

অথবা,

জগতের নিষ্কাশকত্রী (অথবা মাতার ন্যায় পালনকত্রী), সত্ত্বভাবের
দ্বারা পবিত্রকারিণী এবং দ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ,
আমাদের পাপসমূহকে অপনীত করুন ; সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র
করুন ; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা অজ্ঞান
আমাদিগকে) উদ্ধার করুন । (ভাব এই যে,—দেববিভূতিগণের পাপ-
সমূহকে বিনষ্ট করিয়া সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে
উদ্ধার করুন,—এই প্রার্থনা) ।

৫ । দেব-বিভূতিসমূহের স্নেহ-ধারা-সমূহে অভিষিদ্ধিত হইয়া সর্বতো-
ভাবে বহিরন্তরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনে যেন সমর্থ হই ।

অথবা,

আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা (বহিঃশুদ্ধ) এবং আচমন দ্বারা (অন্তঃশুদ্ধ) শুদ্ধসত্ত্বত্বাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—দেববিভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ হইয়া আমরা যেন ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই,—এই প্রার্থনা)।

৬। হে আমার হুম্মিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সংস্করূপ ভগবানের শরীর অর্থাৎ প্রকাশরূপ বা ধারক হও। অতএব সদ্ভাবাবরোধক শত্রুর উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা কর। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ের সদ্ভাবকে যেন আমি নষ্ট না করি)।

৭। হে মন! তুমিই বিশ্ববাসীর অমৃতস্বরূপ হও। অর্থাৎ—আমাদের মন সকল সংকর্ষের সাধক হউক—সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য।

(খ) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি তেজের (শক্তির) ধারক হয়েন; অতএব আমায় তেজঃ (কর্মশক্তি) প্রদান করুন।

অথবা,

হে দেব! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মর্ত্য-লোকের জল-রূপ (জ্ঞান-ভক্তি-রূপ) হয়েন; (ভাব এই যে,—জল যেমন ভূমির আর্দ্রতাব জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্য-লোকের রসার্দ্ভাব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন। অতএব আমাকে (জ্ঞানতেজোহীনকে) জ্ঞান-রূপ তেজঃ বিতরণ করুন।

৮। হে দেব! আপনি অজ্ঞান-রূপ অথবা বাহ ও আন্তর শত্রু-রূপ অহুরের নাশে শক্তি-স্বরূপ হয়েন; (ভাব এই যে,—যেমন কনানিকা দৃষ্টি-শক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞান-নাশের অথবা বাহ ও আন্তর সকল শত্রু-নাশের মূল কারণ। হে দেব! আপনি সকলের দর্শনেন্দ্রিয়ের পালক অর্থাৎ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি বিধায়ক অথবা অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু-নাশক বলিয়া জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদ হয়েন। অতএব আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ-সাধন-সমর্থ দূর-দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি সংরক্ষণ অর্থাৎ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—‘হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিঃশত্রু-নাশক। অতএব আপনি আমাদের অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিনাশ করিয়া আমাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রদান করুন)।

৯। (ক) হৃদয়-স্বামী সেই ভগবান তোমার পরিত্রাণ সাধন করুন ;
জীবনস্বামী সেই ভগবান তোমাকে পরিত্রাণ করুন ।

(খ) হে আমার ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মসমূহ ! জগৎপ্রসবিতা জগতের
আদিকারণ স্বপ্রকাশ ভগবান বিশুদ্ধ পবিত্রকারক বায়ুরূপে জ্ঞানজ্যোতির
দ্বারা এবং সকলের নিবাসহেতুভূত প্রজ্ঞানময় বিশ্বপ্রকাশক ভগবানের
বিশ্বপ্রকাশক জ্যোতিঃনিবহের দ্বারা তোমাদিগের উৎকর্ষসাধনে পবিত্রতা
সম্পাদন করুন । অথবা তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতাদেবের প্রেরণায়—
অনুকম্পায়—ত্রুটিপরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায়
জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষসাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর ।
(বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক । তাহাদের প্রভাবে আমাদের
সদসৎকৰ্ম্মসমূহ পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক,—ইহাই প্রার্থনা) ।

১০। হে জ্ঞানাধিপতে ! আপনি জ্ঞানপূত (জ্ঞানময়) ও প্রসিদ্ধ ;
(সাধকগণ কর্তৃক অনুভূত) আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়—জ্ঞান) আমি
কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ-জ্ঞান যেন পাইতে পারি ; এবং তাহার
দ্বারা পুত হইতে সমর্থ হই । (ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমি তত্ত্ব-
জ্ঞানাভিলাষী । যাহাতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পুত পবিত্র হইতে পারি,
আপনি তাহার বিধান করুন) ।

১১। হে দেববিভূতিসমূহ ! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সত্যের ও ধর্ম্মের
বিজ্ঞাপক এই অন্তর্যজ্ঞে (ভগবৎকার্য্যে) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য
প্রার্থনা করি । আর হে দেববিভূতিগণ ! এই যজ্ঞসম্বন্ধী আশীর্ব্বাগী (অর্থাৎ
এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্ত আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।
(ভাব এই যে—হে দেবগণ ! আমাদিগের এই মানসযজ্ঞে অথবা আমা-
দিগের এই উদ্বোধন যজ্ঞে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ।
আপনারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া দিউন এবং সৎকর্ম্মের শুভফল
প্রদান করুন) ।

১২। আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ জ্ঞানশক্তি প্রদান করুক ; ইহকাল-
পরকালের মঙ্গলবিধান করুক এবং সদ্ভাবের সঞ্চারণ করিয়া আমাদিগের
কর্ম্মফল সাধন করুক ।

১৩। হে শুক্রসত্ত্বরূপিন্ ভগবন্! আপনি সংকর্ম্মসমূহের স্বামী
হয়েন। এই সংকর্ম্মে প্রবৃত্ত আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া
কর্ম্মফল প্রদান করুন। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যাকৃতং) ।

যন্ত নিঃস্রুতিং বেদা যো বেদেভ্যোহখিলং জগৎ ।

নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিত্তাভীর্থমহেৎস্বরম্ ॥ ১ ॥

আত্মপ্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাসেষ্টিরীরিতা ।

প্রপাঠকত্রয়েণাথ সোমবাগ প্রবক্ষাতে ॥ ২ ॥

তদ্বিদং সৌম্যাকাণ্ডং । তথা চাহুক্রমণিকায়ামুক্তং—“অধ্বরপ্রভৃতিত্রীণি তদ্বিধির্বাজপেয়কৌ ।
সবাঃ শুক্রিয়কাণ্ডে চ নবেন্দোরিতি ধারণা” ইতি ॥ আপ উন্দ্বিত্যাদিকমধ্বরকাণ্ডং । আ
দদে গ্রাবাহসীতাদিকং গ্রহকাণ্ডং । উহু ত্যাং জাতবেদসমিত্যাদিকং দক্ষিণাকণ্ডম্ । তাহে-
তানি ত্রীণি । প্রাচীনবংশং কুরৌতীতাদিকং ত্রয়াণামেতেষাং বিধিঃ । দেব সবিতঃ প্র
হবেতাদিকং বাজপেয়স্ত মন্ত্রকাণ্ডং । দেবা হে বখাদর্শং যজ্ঞানাহরন্তেতাদিকং বাজপেয়স্ত
বিধিকাণ্ডং । ত্রিবৃৎস্তোমো ভবতীতাদিকঃ সত্রাঃ । নমো বাচে যা চোদিত্যেতাদিকং
শুক্লমন্ত্রকাণ্ডং । দেবা বৈ সত্রমাসতেতাদিকং তদ্বিধিকাণ্ডং । তাহেতানি নবসংখ্যাকানি
চন্দ্রস্ত কাণ্ডানি । অতন্তেষু চন্দ্র ঋষিরিতি ধ্যয়েৎ । “সোমাদ্বে দীক্ষণীয়াদৌ দর্শমজ্ঞাতিদেশনাং ।
দর্শোধ্বং তত্র যুক্তমগ্নিষ্টোমোহত্র বর্ণ্যতে” ॥

ত্রিবিধঃ সোমবাগ একাহানীসত্রনামকঃ । একগ্নিরেবাহনি সবনত্রয়েণ নিষ্পাশ্ব একাহঃ ।
দ্বিরাত্রমারভ্যেকাদশরাত্রপর্য্যস্তা অহীনাঃ । ত্রয়োদশরাত্রমারভ্য সহস্রসংবৎসরপর্য্যস্তানি সূত্রাণি ।
ষাদশাহস্ত দ্বিরূপঃ । তত্রাহীনরূপেণ দ্বিরাত্রাদীনাং প্রকৃতিঃ, সত্ররূপেণ ত্রয়োদশরাত্রাদীনাং ।
তস্ত চ দ্বাহশাহস্তেকাহরূপো জ্যোতিষ্টোমঃ প্রকৃতিঃ । অত এবান্নায়তে—“এষ বাব প্রথমো
যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্ঞোজ্যোতিষ্টোমঃ” ইতি । যত্বপি সপ্তসংস্থো জ্যোতিষ্টোমোহগ্নিষ্টোমোহত্যাগ্নিষ্টোম
উক্ধ্যাঃ বোড়শ্রতিরাত্রোহষ্টোমো বাজপেয়শ্চেতি, তথাইপ্যাগ্নিষ্টোমে ক্লুৎস্নাজাতস্তোপদিষ্ট-
যাং স এবোতরেষাং প্রকৃতিঃ । অতঃ প্রথমং স এবাভিধীয়তে । তত্র প্রপাঠকত্রয়ানু-
বাকানাং চার্ঘ্যভেদো বিনিয়োগসংগ্রহে দর্শিতঃ—

“দ্বিতীয়প্রশ্নমারভ্য প্রশ্নত্রয় উদীয়তে । সোমবাগে মন্ত্রজাতং ত্রাবাস্ত্রয়ভেদতঃ ॥ ১ ॥

ত্রয় পত্তগ্রহশ্চেতি প্রশ্নভেদোইবগম্যতাম্ । ক্রয়প্রশ্নেহুবাচাঃ স্থারথভেদাকৃতদৃশ ॥ ২ ॥

প্রাণংশাবেশনং দীক্ষা ত্রাদ্বেবযজ্ঞনগ্রহঃ । সোমক্রয়ণানয়নং তদীরপদসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥

সোমোন্নানং ক্রয়স্তস্ত শকটারোপণং গতিঃ । আতিথ্যোপসদন্তব্রতবেহস্ত্রবেদিকা ॥

হবির্দানং কাম্যবাক্যা ইত্যর্থা অনুবাকগাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি ॥

তত্র প্রশ্নানুবাকে ফৌরাদিভিঃ সংস্কৃতস্ত যজ্ঞমানস্ত প্রাচীনবংশাধ্যশালাপ্রবেশোহভি-

দীয়তে । আপ উন্দস্থিতাদয়ঃ ক্ৰৌরমস্তাঃ । ক্ৰৌরাং প্রাগেব শালা নিষ্ঠ্যাতব্যা । ততো বোধায়নো দীক্ষাসাধনদ্রব্যসম্পাদনপূর্বকং শালানিষ্ঠ্যাণমাহ — “অগ্নিষ্টোমেন যক্ষ্যমাণো ভবতি স উপকল্পয়তে কৃষ্ণাজিনং চ কৃষ্ণবিধাণং চ বাসশ্চ মেখলাং চ” ইতি । “জুষ্টে দেবযজনে শালা কারিতা ভবতি” ইতি চ । আপস্তম্বোহপি “সোমেন যক্ষ্যমাণো ব্রাহ্মণানার্হেয়ানৃষিজো বৃণীতে” ইতুপক্রম্য বরণং দেবযজনাধ্যবসানং দীক্ষনীয়েষ্টং চাভিধায়েদমাহ—“প্রাচীনবংশং করোতি পুরস্তাছন্নতং পশ্চাঙ্গিনতং সর্বতঃ পবিশ্রিতম্” ইতি । এতদেবাভিপ্রেত্য বপনবিধেঃ পূর্বং শালাং বিধত্তে—“প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্ঠা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্ঠা উদীচীং বজ্রা যং প্রাচীনবংশং করোতি দেবলোকসেব তদ্ব্যজমান উপাবর্ততে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ।

প্রাগায়তঃ পৃষ্ঠবংশো যন্ত গৃহবিশেষশ্চ স প্রাচীনবংশঃ । কোচিৎ যন্ত দেবযজনশ্চেতি বিদুঃ কৃৎসদেবযজনবিধিনেতমাহঃ । দেবযজনৈকদেশরূপগৃহসম্বন্ধো বংশো দেবযজনসম্বন্ধো ভবতি । বংশশ্চ প্রাগগ্রহেন তদগ্ৰহং যজমানো দেবলোকং করোতি ॥ গৃহশ্চ কুড্যস্থানীয়মা বরণং বিধত্তে—“পরিশ্রত্যন্তহিতো হি দেবলোকো দেবলোকো মনুষ্যালোকো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । স্বর্গশ্চ মনুষ্যৈরদৃশ্যতাদহপি তদর্থং পরিশ্রয়ণং । দ্বারাণি বিধত্তে—“নাম্নাল্লোকং স্বেতবামিবেত্যাহঃ কো হি তদেদ বহুমুগ্নিল্লোকোহতি বা ন বোতি দিক্ষুতীকাশান্ করোত্যুভয়োল্লোকয়োরভিজিতো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি । ইহলোকে তাবং স্রুং প্রত্যক্ষসিদ্ধং । গৃহক্ষেত্রপুত্রমিত্রাদিত্তিত্ত্বংপাদাং । স্বর্গে তু সন্দিধং । যন্তবিয়েনেদং কৰ্ম সাঙ্গং সমাপ্যত তদা স্রুতমন্তি নাত্থথা । ভবদপি তং স্রুং নেদানীং যন্তবিয়েনেদং কৰ্ম সাঙ্গং সমাপ্যত তদা স্রুতমন্তি নাত্থথা । ভবদপি তং স্রুং নেদানীং ভবতি কিং তু মরণাদৃদ্ধং । তদাহপি প্রবলেন কেনচিন্নরকপ্রদেন কৰ্মণা প্রতিবন্ধে সতি ততোহপি বিলম্ব্যত । তস্মাদিদানীমেবান্নাল্লোকায় সর্গাঘনা নির্গন্তবামিতি বুদ্ধিমন্ত আতঃ তত এতল্লোকদর্শনায় দ্বারেষু কৃতেষু লোকদ্বয়জয়ো ভবতি ॥

১। “আপ উন্দস্ত জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চসে ।”—কল্পঃ—“অথাগ্র পাজুথস্য দক্ষিণঃ গোদানমস্তিরনুবধ্যাহপ উন্দস্ত জীবসে দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চসে ইতি” ইতি । গোদানং শিরসো ভাগঃ জীবনায়ুর্জ্বিত্ববর্চসেভ্য আপঃ শির আর্জীং কুর্কস্ত ॥

২। “ওষধে ত্রায়শ্বেন ৬ স্বধিতে মৈন ৬ হিংসীর্দেবশ্রেতানি প্র বপে ।”—কল্পঃ—“উধ্বাগ্রং বহ্নিরনুচ্ছুরতি ওষধে ত্রায়শ্বেনমিতি স্বধিতে তিৰ্য্যকং নিদধতি স্বধিতে মৈন ৬ হি ৬ সীরিতি প্রবপতি দেবশ্রেতানি প্র বপ ইতি” ইতি । স্বধিতেঃ ক্ষুরঃ । দেবেষু প্রসিদ্ধে ন শ্রুত ইতি দেবশ্রেতবনাপিতস্তদ্রূপোহং বপনং কুর্কে । এতানি কেশাদীন ।

৩। “স্বস্ত্যন্তরাণ্যশীয়েত—বোধায়নঃ—“স্বস্ত্যন্তরাণ্যশীয়েতাজ্ঞানং তং প্রত্যভিমুশতে” ইতি । আপস্তম্ব—“স্বস্ত্যন্তরাণ্যশীয়েতি যজমানো জগতি” ইতি । অবিয়েনোন্তরাণি কৰ্ম্মাণি প্রাপ্নুয়াং ॥ বিধত্তে—“কেশশাশ্র বপতে নথানি নিকৃন্ততে মৃত্য বা এষা হ্রগমেধ্যা যং কেশ শাশ্র মৃত্যমেব স্রুচমমেধ্যামপহত্য যজ্ঞয়ো ভূত্বা মেধমপৌতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ॥

৪। “আপো অন্মাতরঃ শুক্লস্ত ঘৃতেন নো ঘৃতপুং পুনস্ত বিশ্বময়ং প্র বহা রিপ্রম্ ।”—বোধায়নঃ—“অথেনমস্তিরভিষিক্ত্যাপো অন্মাতরঃ শুক্লস্ত ঘৃতেন নো ঘৃতপুং

পুনস্তি সস্ত্রধাবা রজঃ প্রকাশয়তি বিশ্বমশ্বং প্র বহন্ত রিপ্রমিতি” ইতি । আপস্তম্বশ্বেক-
নস্ত্রতাং মন্ততে । অশ্বানয়দীয়ান্ বজ্রমানান্ । ক্ষরহৃদকমত্র য়তং । তেন পুনস্তি পজ্জ্ঞাদায়ো
ব্রুতপুং । রিপ্রং পাং । ইমা আপঃ সর্বং পাপমশ্বতোহপনয়ন্ত ॥

৫। “উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি ।”—কল্পঃ—“উদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমীত্যাশ্বাহমানো
জপতি” ইতি । স্নানচমনাভ্যাং বহিরন্তশ্চ শুদ্ধঃ সন্নৃত্য উদগম্যাংগচ্ছামি ॥” বিধন্তে—
“অগ্নিরসঃ স্ববর্গং লোকং যন্তোহপস্ব দীক্ষাতপসী প্রাবেশয়ন্নপস্ব স্নাতি সাক্ষাদেব দীক্ষাতপসী
‘অবরুদ্ধে’ (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । মুণ্ডনাদিসংস্কারো দীক্ষা । আহারাদিনিয়ম-
স্তপঃ । অগ্নু স্নানেন তদ্বতয়মব্যবধানেনৈব প্রাপ্নোতি ॥ অবতরণপ্রদেশং বিধন্তে—“তীর্থে
স্নাতি তীর্থে হি তে তাং প্রাবেশয়ন” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥ উক্তমেবার্থমনু
স্তোতি—“তীর্থে স্নাতি তীর্থমেব সমানানাং ভবতি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ।
সম্যাদীনাং সমানানাং তীর্থবৎ সেব্যো ভবতি । আচমনং বিধন্তে—“অপোহস্নাত্যন্তরত এষ
মেধ্যো ভবতি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥

৬। “সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহি ।”—কল্পঃ—“অথ প্রদক্ষিণমহতং বাসঃ পবিধন্তে
সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহীতি” ইতি । ক্ষৌদ্রবস্ত্রস্ত সোমোহভিমানী দেব ইতি তস্ত বস্ত্রঃ
শরীরং ॥ বিধন্তে—“বাসসা দীক্ষয়তি সোম্যং বৈ ক্ষৌমং দেবতয়া সোমমেব দেবতামুপৈতি যো
দীক্ষতে” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । দীক্ষয়তি সংস্করোতি ॥ মন্ত্রস্ত পুর্বোক্তরভাগৌ
ব্যচষ্টে—“সোমস্ত তন্বসি তন্বং মে পাহীত্যাহ স্বামেব দেবতামুপৈত্যাথো আশিষমেবৈতামা-
শান্তে” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । বস্ত্রপরিহিতস্ত সোম এব স্বা দেবতা ॥ প্রকারান্তরেণ
প্রস্তোতি—“অগ্নেত্বষাধানং বায়োকীতপানং পিতৃণাং নীবিরোষনীনাং প্রঘাত আদিত্যানাং
প্রাচীনতানো বিবেষাং দেবানামোতুন্ কত্রাগামতীকাশান্ত্বা এতৎসর্বদেবতাং যদ্বাসো যদ্বাসসা
দীক্ষয়তি সর্বাভিরেবৈনং দেবতাভির্দীক্ষয়তি” (সং কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । শলা-
কোপবানং ত্বাঃ । তত্র তত্বনাং পূরণং ত্বাবানং । বায়ুনা শোষণং বাতপানং । নীবির্কদ্ধ-
বিশেষঃ । প্রঘাতো দণ্ডেন শলাকোপবানেন বা প্রহাং । প্রাচীনতানো দীর্ঘতত্ত্বপ্রসারণং
ওতুর্ভির্ভুক্তপ্রসারণং । অতীকাশাশ্চিদ্রাণি । এতেষু ক্রমেণায়াদয়োহভিমানিদেবতাঃ ॥
ভোজনং বিধন্তে—“বহিঃ প্রাগো বৈ মনুষ্যস্তস্তাশনং প্রাগোহস্নাতি স প্রাণ এব দীক্ষতে” (সং
কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । প্রাণস্থিতিহেতুস্বাদশানস্ত প্রাণত্বং । মিত্রবন্ধাদিভিঃ প্রার্থিতো
বহু ভূঞ্জাতেতি ॥ বিধন্তে—“আশিতো ভবতি যাবানেবাস্ত প্রাণন্তেন সহ মেধমুপৈতি” (সং কা०
৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি ॥

৭। “মহীনাং পরোহসি বর্জোহসি বর্জো ময়ি ধেহি ।”—বোধায়নঃ—“অথাস্তিতত্ত্ববনীতাং
বিচিত্তমুদশরাং উপশেরতে তস্ত পাণিভ্যাং সস্ত্রমায় মুখমেব প্রথমমভ্যঙ্ক্রে মহীনাং পরোহসি
বর্জোহসি বর্জো ময়ি ধেহীত্যুল্লোলোমাপাদাভ্যাং” ইতি । আপস্তম্বো মন্ত্রভেদমাহ—“মহীনাং
পরোহসীতি দৃড়পুঞ্জীভ্যাং নবনৌমুশোতি বর্জোহসীতি তেন পরাচীনং ত্রিভ্যঙ্ক্রে” ইতি ।
হে নবনৌত্বং গবাং পরঃ কার্যমসি । স্নিগ্ধতারূপং বর্জো ধারয়সি । অতো ময়ি ব্রহ্মবর্চসং
ধেহি ॥ অভ্যঙ্কং বিধন্তে—“যুতং দেবানাং মন্ত্রপিতৃণাং নিম্পকং মনুষ্যাণাং ত্বা এতৎ সর্বদেবতাং

যন্নবনীতং যন্নবনীতেনাভ্যঙক্তে সৰ্ব্বা এব দেবতাঃ প্রীগতি” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । নবনীতস্ত পাকজ্ঞাত্বোহবহাঃ পকং কিঞ্চিৎ পকং নিঃশেষপকং চ । ত্রব্যাস্তরপ্রক্ষেপেণ সুরভি নিঃশেষপকং । অত এব বহুচঃ পঠন্তি—“আজ্যং বৈ দেবানাং সুরভি যুতং মনুষ্যাণামায়ুতং পিতৃণাং নবনীতং গৰ্ভাণাম্” ইতি । প্রকারান্তরেণ নবনীতাভ্যঙ্গং প্রোক্তোতি—“প্রচ্যতো বা এবোহম্মল্লোকাদাগতো দেবলোকং যো দীক্ষিতোহস্তরেব নবনীতং তন্মামবনীতেনাভ্যঙক্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । দীক্ষিতস্ত সৰ্ব্বসাধনে প্রবৃত্ত্বাদেতল্লোকপ্রচ্যুতিঃ । যাগস্তাসমাপ্ত্বাদেবলোকপ্রাপ্ত্যভাবঃ । নবনীতমপি ক্ষীরভাবাৎ প্রচ্যুত যত্ভাবং ন প্রোদোতি । অতোহস্তরালবর্জিতস্যাম্যাদেন তত্ভাভ্যঙ্গো যুক্তঃ ॥ গুণদ্বয়ং বিধত্তে—“অমুলোমং যজুযা ব্যারুত্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । মনুষ্যাণাং নাস্ত্যামুলোমো নিয়মঃ । ন বাহভ্যঙ্গে মন্ত্রোহস্তু । তন্মাদ্যাবুত্তে তত্ত্বভয়মত্রেতি নিয়ম্যতে ॥

৮ । “ব্রতস্ত কনীনিকাহসি চক্ষুশ্চ অসি চক্ষুশ্চৈব পাহি ।”—কল্পঃ—“অথাত্মৈতদাজ্ঞনং পিষ্টং দৃশ্বপলে সতুলয়া চ শরেঘীকয়া চাত্ৰা প্রাণ্ডমুখস্ত প্রাত্যঙমুখ উপবিশ্ত সবেদন পাণিনা দক্ষিণমক্ষা-
নস্তি ব্রতস্ত কনীনিকাহসি চক্ষুশ্চ অসি চক্ষুশ্চৈব পাহীতি” ইতি । মন্ত্রার্থং বিশদয়ঙ্গনং বিধত্তে—
“ইক্ষো ব্রতমহস্তস্ত কনীনিকা পরাং পতন্তদাজ্ঞনমভবদাভ্যঙক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতব্যস্ত বৃঙক্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । বিনাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ক্রমেণ গুণাশ্বিধত্তে—“দক্ষিণং পূৰ্ব্বমাহকে সব্যং হি পূৰ্ব্বং মনুষ্যা আঞ্জতে ন নি ধাবতে নীব হি মনুষ্যা ধাবন্তে পঞ্চ কৃত্ব আহকে পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুদ্ধে পরিমিতমাহঙক্তেহপরিমিতং হি মনুষ্যা আঞ্জতে সতুলয়াহঙক্তেহপতুলয়া হি মনুষ্যা আঞ্জতে ব্যারুত্তে” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । মনুষ্যস্ত যোষিতামঞ্জনে বামভাগপূৰ্ব্বত্বং প্রসিদ্ধং । অঞ্জনোপেতাশুলেচক্ষুশ্চি সহসা পুনঃপুনঃ পর্যাবৰ্ত্তনং নিধাবনং তচ্চ মনুষ্যাঃ কুৰ্ব্বন্তি । যজ্ঞে সবনীয়পুরোডাশত্ৰবাণাং পঞ্চ-
সংখ্যয়া পঙক্তিচ্ছন্দোগতাক্ষরসাম্যাদ্যজ্ঞস্ত পাঙক্তত্বম্ । তথা চ পঞ্চমপ্রপাঠকে বক্ষ্যতি—
“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি নর্চা ন যজুধা পঙক্তিরাপ্যতেহথ কিং যজ্ঞস্ত পাঙক্তত্বমিতি ধানঃ করন্তঃ পরিবাপঃ পুরোডাশঃ পয়স্তা তেন পঙক্তিরাপ্যতে তদ্যজ্ঞস্ত পাঙক্তত্বম্” (সং কাং ৬ প্রং ৫ অং ১০) ইতি । পরিমিতমন্ত্রং পঞ্চসংখ্যানিয়মো বা । ন হয়ং নিয়মো মনুষ্যেষু স্তু । অগ্র-
সংহিতা শরেঘীক সতুল্য । মনুষ্যাণামিঘীকানিয়ম এব নাস্তি কুতঃ সতুল্যনিয়মঃ ॥ বিপক্ষে বাধকপূৰ্ব্বকং স্বপকং নিগময়তি—“যদপতুলয়াহঞ্জীত বজ্র ইব স্তাৎ সতুলয়াহকে মিত্রস্বায়” (সং কাং ৬ প্রং ১ অং ১) ইতি । তুল্যরহিতশরকাঠস্ত তীক্ষ্ণাগ্রদ্বায়জ্ঞসমত্বম্ ॥

৯ । “চিংপতিষ্মা পুনাতু বাক্পতিষ্মা পুনাতু দেবষা সবিতা পুনাতুজিহ্মেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ ।”—কল্পঃ—“অথেনমেকবিংশত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি চিংপতিষ্মা পুনাতু বাক্পতিষ্মা পুনাতু দেবষা সবিতা পুনাতুজিহ্মেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিরিতি” ইতি । প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ জিহ্মেণৈতান্নুযজ্যতে । হে যজমান চিত্তাং জ্ঞানানাং পতির্দেনো দেবদ্বাং পুনাতু । বাচাং শবানাং পতিঃ সনস্বত্যাসৌ বা আদিত্যোহজিহ্মেণ পবিত্রে তজ্জপোহস্ম দর্ভস্তোমঃ জগদ্রিবাসহতোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিরূপা দর্ভাঃ ॥ দর্ভস্তোমবিংশইং মার্জনং বিধত্তে—“ইক্ষো ব্রতমহবৎ-
সোহপোহজ্যদ্রিত্য তাসাং যমোধ্যাং যজিরৎ সদেবমাসীদদপোদক্রামন্তে দর্ভা অভবন্তদর্ভপুঞ্জীলৈঃ

পবয়তি যা এব মেধ্যা যজিরাঃ সদেবা আপস্তাভিরেবৈনং ‘পবয়তি’ (সং কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি। মেধ্যাং শুক্লং যজিরাং যজার্বং সদেবাং দেবতাপ্রিয়ং। উৎপবনব্রাহ্মণে দর্ভোৎপত্তিব্যাখ্যাতা ॥ দর্ভস্তোমস্ত সংখ্যাবিশেষাষিধস্তে—“দ্বাভ্যাং পবয়ত্যহোরাভ্যাভ্যা-
মেবৈনং পবয়তি ত্রিভিঃ পবয়তি ত্রয় ইমে লোকা এভিরেবৈনং লোকৈঃ পবয়তি পঞ্চাভিঃ পবয়তি পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাণ্ডুস্তো যজ্ঞো যজ্ঞায়ৈবৈনং পবয়তি ষড়্ভিঃ পবয়তি ষড্ভা ঋতব ঋতুভিরেবৈনং পবয়তি সপ্তভিঃ পবয়তি সপ্ত ছন্দাঃ সি ছন্দোভিরেবৈনং
পবয়তি নবভিঃ পবয়তি নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ সপ্রাণমেবৈনং পবয়ত্যেকবিংশত্যা পবয়তি দশহস্ত্যা অঙ্গুলয়ো দশপতা আত্মৈকবিংশো যাবানেন পুরুষস্তমপরিবর্গং পবয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি। “গায়ত্রী ত্রিষ্টুভ্জগত্যম্বুপ্পঙক্ত্যা সহ। বৃহত্যক্ষিহা ককুং-
সূচীভিঃ শিম্যন্ত ত্বা” ইতি কশিমন্ত্র আয়াতে। তত্রোক্ষিককুভোরবাস্তরভেদপরিত্যাগেন সপ্তচ্ছন্দাংসি। সঞ্চারস্থানভূতচ্ছিত্তাভিপ্রায়েণ প্রাণানাং নবত্বং। অপরিবর্গং নিঃশেষং। একবিংশতিপক্ষ একত্রায়ুষ্ঠেয়ঃ। “একবিংশত্যা দর্ভপুঞ্জীলৈঃ পবয়তি” ইতি বহুচত্রাক্ষণ জ্যোতিষ্যৎ। তৎপ্রশংসার্থমিতরে পক্ষা অবযুত্যানুবাদঃ ॥ মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—“চিংপতিত্বা
পুনাক্তিত্যাহ মনো বৈ চিংপতিত্বনসৈবৈনং পবয়তি বাক্পতিত্বা পুনাক্তিত্যাহ বাটৈবৈনং পবয়তি দেবত্বা সবিতা পুনাক্তিত্যাহ সবিতৃপ্রসূত এবৈনং পবয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ॥

১০। “তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়ম্” —করঃ—“যজমানং বাচয়তি তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিতি” ইতি। আদিত্যরূপ-
স্তাচ্ছিত্রপবিত্রস্ত পতিঃ প্রেরকোহস্তর্ঘামী। হে পবিত্রপতে তাদৃশস্ত তব পবিত্রেণ যস্মা অগ্নি-
ষ্টোমকর্ষণে কমান্বানং শোধয়ামি তৎ কর্তুং শক্তো ভূয়াসং ॥ এতমভিপ্রাণং দর্শয়তি—
“তস্ত তে পবিত্রপতে পবিত্রেণ যস্মৈ কং পুনে তচ্ছকেয়মিত্যাহা শিষ্যমেবৈতামাশান্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১) ইতি ॥

১১। “আ বো দেবাস ঈমহে সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজিরাসো হবামহে।”—বোধায়নঃ—“অথেনং সবে্য পাণাবভিপাশ্ত শালামানয়তি আ বো দেবাস ঈমহে
সত্যধর্ম্মাণো অধ্বরে যদ্বো দেবাস আগুরে যজিরাসো হবামহে ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—
“আ বো দেবাস ঈমহে ইতি পূর্ব্বয়া দ্বারা প্রাথ্যংশে প্রবিশ্ত” ইতি। হে দেবা যুয়াকং
সম্বন্ধিত্ত্বিন্নধ্বরে বয়ং সত্যধর্ম্মাণোহবস্ত্রাব্যমুষ্ঠানপরা আগচ্ছামঃ। হে যজ্ঞসম্বন্ধিনো দেবা
যস্মাদাগুরে কর্ষোত্মে যুয়ানাহবাস্ত্রামস্ত্রাধ্বয়মত্রাহগচ্ছামঃ ॥

১২। “ইক্ষ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ ওষধীঃ।”—বোধায়নঃ—“পূর্ব্বয়া দ্বারা শালাং প্রপা-
দয়তি, ইক্ষ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ ওষধীরিতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ইক্ষ্রাগ্নী ত্বাবাপৃথিবী আপ
ওষধীরিত্যপরেণাহবনীয়ঃ দক্ষিণাহতিক্রম্য” ইতি। হে ইক্ষ্রাদয় এনমমুজানীতেতি শেষঃ ॥

১৩। “ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসীহ মা সন্তং পাহি।”—বোধায়নঃ—“অথেনমগ্রেণাহবনীয়ং
পর্য্যাহত্ব দক্ষিণত উদম্বুধমুপবেশ্তাহবনীয়মীক্ষয়তি ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসীহ মা সন্তং
পাহীতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“ঋং দীক্ষাগামধিপতিরসী ত্যাহবনীয়মুপোপবিশতি” ইতি। হে

আহবনীয়ং স্বং দীক্ষারূপাণাং নিয়মানাং পালকোহস্ততস্বংসমীপে স্থিতং মাং পুলায় ॥ পূৰ্ব্বোক্ত-
পুত্ৰপ্রশংসাপূৰ্ব্বকং প্রাচীনবংশপ্রবেশং বিবস্তে—“যাবন্তো বৈ দেবো যজ্ঞায়্যাপুনত ত এবা-
ভবন্ত এবং বিদানবজ্ঞায় পুনীতে ভবত্যেব বহিঃ পবয়িত্বাহন্তঃ প্রপদয়তি মনুষ্যলোক এবৈনং
পবয়িত্বা পুতং দেবলোকং প্রপদয়তি” (সংঃ কাঃ ৬ প্রঃ ১ অঃ ২) ইতি । অভবনৈশ্বৰ্য্য-
প্রাপ্তাঃ । ভবত্যৈশ্বৰ্য্যং প্রাপ্নোত্যেব ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“আশঃ শির উনন্তোষ দর্ভোহত্রাস্তর্হিতাঃ স্ববি । ক্ষুরং নিধায় দেবশ্রকৃপেং স্বস্তি তদা জপেৎ ॥ ১ ॥
আপঃ জ্যায়ান্না জপাং সোম বস্তুপরিগ্রহঃ । মহীতি নবনীতস্ত গ্রহো বর্চোহতিলেপনম্ ॥ ২ ॥
বৃত্তেত্যাক্তেঃ চিৎপতিস্বাক্রিতির্দর্ভেণ পাবয়েৎ । তস্ত্রেতি জপতি স্বামী হ্যাবঃ প্রাশংশবেশনম্ ॥ ৩ ॥
ঈন্দ্রায়ী দক্ষিণে গত্তা ভূমিতাপবিশোধিহ । প্রথমেহ্যহ্নবাকেহয়িম্নায়্য অষ্টাদশেরিতাঃ ॥ ৪ ॥” ইতি

অথ মীমাংসা ।

চতুর্থধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“কিং দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন যাগকঃ ।
অঙ্গাঙ্গিতা বা কালো বা হৃষাবাথায় চাস্ততা ॥ দর্শাদিলক্ষিতে কালে সোমযোগো বিদীয়তে ।
স্বতস্কলবস্তেন ন যজ্ঞাহঙ্গাঙ্গিতা তয়োঃ” ইতি ॥ ইদমায়াতে—“দর্শপূর্ণমাসাত্যামিষ্টা সোমেন
যজতে” ইতি । তত্রোভয়োরগ্নিমানকতানুযাজবদগ্নান্নান্নান্নাদর্শপূর্ণমাসোক্তেঃ পার্থার্য্যপরি-
হারায় সোমস্ত দর্শপূর্ণমাসাস্ত্রলোপকোহয়ং সংযোগ ইতি চৈম্বেবম্ । স্বতস্কলবতঃ সোমযোগ-
স্তাস্ত্রাস্ত্রাস্ত্রবাস্ত্র । কলবৎসম্মিবাংকলং তদঙ্গমিতি গায়ান্ ন চাত্র বৃহস্পতিসবচ্ছায়েন সোমদক্ষ-
কস্কলং কস্কাস্ত্রং বিদীয়ত ইতি শকাং বক্তৃৎ । সোমশব্দস্ত বৃহস্পতিসবচ্ছায়েন সোমদক্ষ-
বস্ম্যতিদেশকত্বাবানুপ্রত্যয়স্ত অসত্যঙ্গাদিভাবে কত্বৈকমাত্রোপপত্ততে । তস্মাদর্শ-
পূর্ণমাসশব্দস্ত পারার্থমভ্যুপেত্যপি তদিষ্টাপলাকৃত উত্তরকালে সোম বিধিবয়ং । এতদেবাভি-
প্রোতা রথরূপকমায়াতে—“এম বৈ দেববথো যদর্শপূর্ণমাসৌ বো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টা সোমেন
যজতে রথপৃষ্ঠ এবাবসানে বথো দেবানামবস্ততি” (সংঃ কাঃ ২ প্রঃ ৫ অঃ ৬) ইতি ।
অবসানে নিশ্চিতং বরে মার্গে যথা বথেন ক্ষুণ্ণে মার্গে গন্তুঃ কণ্টকপাষাণাদিবাদবস্ত্যহিতেন
সুখং ভবতি তথা প্রথমং দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টবত উত্তরকালে তদিষ্টবিক্রতিষু সোমাস্ত্রভূতদীক্ষণীয়া-
প্রাণীয়াসাদিষু কস্কাস্ত্রানং স্ককরং ভবতীত্যর্থঃ । তস্মাৎ কালার্থঃ সংযোগঃ ।

পঞ্চমাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“দর্শাদীষ্টা সোমযোগঃ ক্রমোহয়ং নিয়তো ন বা ।
উক্তেরাছো ন সোমস্তাহধানানন্তরতা শ্রতেঃ” ইতি ॥ দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টা সোমেন যজ্ঞেতেতি
ত্বাপ্রত্যয়েনাবগম্যানানঃ ক্রমো নিয়ত ইতি চৈম্বেবং । সোমেন যজ্ঞমাগোহয়ানাদ-
বীতেত্যাধানানন্তরতাস্ত্র অপি শ্রবণাৎ । তস্মাদিষ্টিসোময়োঃ পৌর্কায়ং ন নিয়তং ।
তত্রৈবাত্চিস্তিতং—“বিপ্রস্ত সোমপূর্ব্বং নিয়তং বা ন বাহগ্রিমঃ । উৎকর্ষতো নৈবমগ্নী-
ষোমীয়স্তেব তজ্জুতেঃ” ইতি ॥ ইটিপূর্ব্বং সোমপূর্ব্বং চ বিকল্পিতমিতি যদ্বত্তং তত্র
ব্রাহ্মণস্ত সোমপূর্ব্বমেব নিয়তং । কৃতঃ । উৎকর্ষশ্রবণাৎ । “আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণো দেবতয়া
স সোমেনেহ্মীষোমীষো ভবতি যদেবাদঃ পৌর্ণমাসং হবিগুন্তর্য্যাহ্ন নির্কপেত্তজ্জুভয়দেবতো
ভবতি” ইতি । অন্ত্যায়মর্থঃ—প্রজ্ঞাপতেষু খাদয়িত্বাক্ষণশ্চেতুভাবুপদ্রো । ততো ব্রাহ্মণ-

তৈকৈব দেবতেত্যায়েৎ এত্ৰ ব্রাহ্মণে ন তু সৌম্যঃ সৌমস্ত তদেবতাত্ত্বাভাবাৎ । যদা স ব্রাহ্মণঃ সোমেন বজ্জতি তদা সোমোহপ্যস্ত দেবতেত্যাগ্নীষোমীয়ো ভবতি । তস্তাক্ষী-
ষোমীয়স্ত ব্রাহ্মণস্তানুরূপং পৌর্ণমাসমগ্নীষোমীয় পুরোডাশকপং হবিঃ সোমাদূধ্বমমুনির্কপেৎ ।
তদা স ব্রাহ্মণে দেবতাদ্বয়সংবন্ধী ভবতীতি যজ্ঞপাত্র্য কস্মাস্তরং কিঞ্চিদ্বিধীয়ত ইতি কশ্চিন্ম-
ন্ত্রেত তথাঃশি পৌর্ণমাসং হবিরিতি বিস্পষ্টং প্রত্যভিজ্ঞানান্ন কস্মাস্তরং কিং তু দর্শপূর্ণ-
মাসয়োঃ সোমাদূধ্বপুংকধঃ । তস্মাদ্বিপ্রস্ত সোমপূর্ব্বম্বেব নিয়তমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—
নাত্র দর্শশব্দঃ পূর্ণমাসশব্দো বা কশ্চিদ্ব্যাগবাচী শ্রয়তে । পৌর্ণমাসমিত্যেয তদ্ধিতাত্ত্বো
হবির্কিংশেষণভেদোপপত্ততে । তচ্চ হবিরগ্নীষোমীয়পুরোডাশকপমিতি দেবতাদ্বয়েন সংস্ক-
বাদবগম্যতে । তস্মাদেকস্তেব হবিষ উৎকর্ষো ন তু কৃৎস্নয়োর্দর্শপূর্ণমাসয়োঃ । তথা সতি
* ব্রাহ্মণৈশ্চ কস্মিন্নেবাগ্নীষোমীয়পুরোডাশে সোমপূর্ব্বমনিয়মঃ । ইতরত্র ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরিবাস্ত্রা-
শীষ্টীপূর্ব্বমসোমপূর্ব্বম্বে বিকল্যেতে ।

তৃতীয়াধ্যায়স্তা চতুর্থপাদে চিস্তিতং—“দিশং প্রতীচাঃ মনুজা ব্যভজন্তেত্যস্তৌ বিধিঃ ।
‘বাদো বাহত্র পুরাকল্পস্ত্যর্থো বিবিদহতি ॥ প্রাচীনবংশব্যাক্যোক্তের্ব্বাননুশ্রুতকব্যাক্যতঃ ।
দিক্ধিবাবর্থবাদোহয়মুপবীতে ‘নিবীতবৎ’ ইতি । জ্যোতিষ্টোমে ংয়তে—“প্রাচীনবংশঃ
করোতি দেবমনুজা দিশো ব্যভজন্ত প্রাচীং দেবা দক্ষিণা পিতরঃ’ প্রতীচাং মনুজা উদীচীচ্-
কুজা যং প্রাচীনবংশঃ করোতি দেবলোকসেব তদাজমান উপাবর্ততে” (সংঃ কাঃ ৬
প্রঃ ১ অঃ ১) ইতি । তত্র দেবাদীনাং কস্মানবিকারান্ন বিবিশঙ্কা । মনুজাঃ প্রতীচীঃ
বিভজ্যুরিত্যেব বিধিঃ স্তাৎ । কৃতঃ । পুরাকল্পকপেণার্থবাদেন ভূয়মানস্বাৎ । পূর্ব্বপুরুষাচ-
রিতত্বাভিধানং পুরাকল্পঃ । ব্যভজন্তেত্যনেন ভূতার্থবাচনা তদভিধীয়তে । তস্মাদ্বিধিরয়মিতি
পূর্ব্বঃ পক্ষঃ । যজ্ঞ মণ্ডপবিশেষস্তোপগি বংশাঃ প্রাগগ্না ভবন্তি স প্রাচীনবংশঃ তদ্বিধোক-
ব্যাক্যাত্যুপগমাদর্থবাদঃ । সাংকলীনাব্যাদৌ প্রতীচী প্রাপ্তা । তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে
চিস্তিতম্—“বপনতীতু্যপকারঃ কিং দ্বয়োশ্চুখ্যঙ্গয়োৰুত । মুখ্য এব দ্বয়োৰস্ত কৃৎস্নকৰ্ভুগতত্বতঃ ॥
যুক্তঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারো মুখ্যেহস্ত ফলভোগিনঃ । বিনাহপি সংস্কৃতিং দৃষ্টং কৰ্ভুত্বং তস্ত নাস্তি সঃ”
ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে কেশশ্রবণনপয়োত্রাদয়ো যজমানসংস্কারা আয়্যাতাঃ । গ্রহৈঃ সোমহোমে
জ্যোতিষ্টোমে মুখ্যঃ । অগ্নীষোমীয়পথাদিকল্পঃ । তত্র দ্বয়োশ্চুখ্যঙ্গয়োরেতে বপনাদয়
উপকূৰ্ণন্তি । কৃতঃ ? কৰ্ভুধমস্বাৎ । যজমানো হি কৰ্ভুতয়া বপনাদিভিঃ সংস্কৃত্যতে ।
কৰ্ভুত্বং চ যথা মুখ্যং প্রাতি তস্ত বিযতে তথাঃশং প্রত্যপ্যন্তি । তস্মাদুভয়োৰুপকার
ইতি চেষ্টম্বেব । যৌ হি যজমানস্তাহকারৌ ক্রিয়াকৰ্ভুত্বং ফলভোক্তৃত্বং চেতি । তয়োৰদৃষ্টঃ
* ফলভোগ্যঃ ক্রিয়ানিষ্পত্তিচ্চ দৃষ্টা । তথা সতি বপনাদিকৃতোপকারস্তাপ্যদৃষ্টত্বাভোক্তৃশেষা
বপনাদয়ঃ ফলভোগসাধনে মুখ্য এব পথ্যবস্তন্তি । বপনাদিসংস্কারাহতৈর্ধ্বাঙ্গিভিঃ
ক্লষীবালাদিভিচ্চ ক্রিয়া নিষ্পাদ্যমানা দৃষ্টতে । ততস্তত্র কৰ্ভুত্বাকারে বপনাদিকৃতঃ স
উপকারো নাস্তি । তস্মাদদৃষ্টফলভোগিনো যজমানস্ত যোহয়মদৃষ্টরূপঃ শাস্ত্রীয়সংস্কারঃ সোহয়ং
মুখ্যে কস্মপি যুক্তো নাস্তেষ্ণু । নাত্র পূর্ব্ববদ্ব্যক্যমন্তি । যেন পরস্পরয়া ফলসাধনাস্তেষ্ণু
বপনাদ্যুপকারঃ শঙ্ক্যেত । প্রকরণং তু মুখ্যত্বেন ন ত্তদানং । তস্মান্ন তেষ্ণুপকারঃ ।

তত্রৈবাহিমে পাদে চিস্তিতম্—“সংস্কারা বপনাত্মাঃ স্ক্রিয়ধ্বৰ্য্যোঃ স্বামিনোহথ বা ।
স্ক্রিয়ধ্বৰ্য্যোস্তত্র শক্ত্যাত্তদ্বোদোক্তেচ তত্ৰ তে ॥ সংস্কারৈর্যোগ্যতাং প্রাপ্য স্বকাৰ্য্যং কৰ্ত্তুং মুক্তিজঃ ।
ক্ৰীণাতাত্তক্রিয়া তেবাং সংক্রিয়া যজমানগা” ইতি ॥ আপ উদন্ত জীবস ইত্যাত্মাঃ
সংস্কারমজ্ঞাঃ । তদ্বিধয়শ্চাধ্বৰ্য্যাবেদে সমান্নাতাঃ—“কেশশ্রুশ্র বপতে নথানি নিরুন্ততে” ইতি ।
শক্তশ্চাধ্বৰ্য্যুৰ্দ্ধপনাদৌ । তস্মাত্তাত্তাধ্বৰ্য্যোৰ্দ্ধপনাদিসংস্কারা ইতি চেন্নৈবং । বপনাদি-
সংস্কারা যজমানগতমালিগ্ৰমপনীয় যাগযোগ্যতামুৎপাদয়িতুং ক্রিয়ন্তে । তথা চ ব্রাহ্মণঃ—
“কেশশ্রুশ্র বপতে নথানি নিরুন্ততে মৃত্য বা এষা স্বগমেধা যৎকেশশ্রুশ্র মৃত্যমেব স্বচম-
মেধ্যামহত্য যজ্ঞিয়ে ভূত্বা মেঘমুপৈতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১) ইতি । ন
স্ক্রিয়ধ্বৰ্য্যুবপনেন যজমানগতা মৃত্য স্বগপৈতি । যোগ্যশ্চ হি কৰ্ম্মাধিকারে সতি পশ্চাৎপ্রয়াস-
রূপেণ ব্যাপারেষু স্বয়মশক্তঃ সন্ কৰ্ম্মকরানুজিজঃ পরিক্রীণাতি । লোকেহপি রোগিণঃ স্বামিন
ঔষধাচ্ছানয়ন এব ভূত্যা জীবিতদানেন পরিক্রীয়ন্তে । ন তু তদৌষধং ভূত্যা সেবন্তে ।
তস্মাদিতরক্রিয়স্তিজাঃ সংস্কারস্ত যজমানস্ত । কচিন্তু বচনানুজিজামপি সংস্কারোহস্ত ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“জুহবাঃ পূৰ্ণময়ীত্বেন ন পাপশ্রুতিরজ্ঞনাং ।
বৈরিদুর্গজ্ঞনং বর্ষ প্রযাজৈঃ পুরুষায় কিম্ ॥ ক্রতবে বাহগ্রিমো ভানাং ফলস্ত ন হি সাধ্যতা ।
বিভাতি ক্রতবে তস্মাদবর্ষবাদঃ ফলং ভবেৎ” ইতি ॥ ইদমায়ত্তে—মন্ত পূৰ্ণময়ী জুহুর্ভবতি
ন পাপ৬ শ্লোক৬ শৃণোতি যদাঙ্ক্রে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্ত বৃঙ্ক্রে যৎপ্রযাজানুযাজ ইজ্যন্তে
বর্ষেব তদবজ্ঞায় ক্রিয়তে বর্ষ যজমানায় ভ্রাতৃব্যভিত্তৈ” ইতি । তত্র যজ্ঞহবাঃ প্রকৃতিভূতং
পূৰ্ণব্রহ্ম যশ্চাজ্ঞনে চক্ষুঃ সংস্কারো বচ প্রযাজানুযাজরূপং বর্ষ তত্রিতয়ং পুরুষাথত্বেন
বিদীয়তে । কৃতঃ । পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদেঃ পুরুষসম্বন্ধিফলস্ত প্রতিভানাদিতি চেন্নৈবং ।
ফলং হি সাধ্যং ভবতি । ন চাত্র সাধ্যতা প্রতিভাসতে । ন শৃণোতি বৃঙ্ক্রে বর্ষ
ক্রিয়ত ইতি বর্তমানস্বনির্দেশাৎ । অতঃ ক্রত্বর্থা এতে বিধয়ঃ । তত্র পূৰ্ণময়ীত্বস্তানার-
ভাষীতাত্মাপি বাক্যেন ক্রতুসম্বন্ধঃ । সংস্কারকৰ্ম্মণোস্ত প্রকরণেন । ক্রত্বর্থানাং ক্রতু-
নিষ্পাদনব্যতিরেকেণ ফলাকাজ্জায়া অসম্ভবাহত্বমাননির্দেশস্ত বিপরিণামং কৃত্বাহপি ফলং
কল্পয়িতুং ন শকাৎ । তস্মাৎ ফলবত্ত্বভ্রমহেতুঃ পাপশ্লোকশ্রবণরাহিত্যাদিরর্থবাদঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“নানুযজ্ঞোহনুযজ্ঞো বাহচ্ছিদ্রেণেত্যস্ত শোষিণো ।
চিংপতিশ্বেত্যানাকাজ্জাবতো নাত্রানুযজ্ঞাতে ॥ করণস্বঃ ক্রিয়াপেক্ষং ক্রিয়া চৈকা পুনাস্বিতি ।
মন্ত্রহ(ত্র)য়েহতন্ত্ৰদ্বারা সৰ্বশেষবোহনুযজ্ঞাতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে পঠ্যন্তে—
“চিংপতিষ্মা পুনাতু, বাকপ্রতিষ্মা পুনাতু, দেবস্মা সবিতা পুনাতুচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ
স্ব্যস্তা রশ্মিভিঃ” ইতি । তত্র তৃতীয়মন্ত্রশেষোহচ্ছিদ্রেণেত্যাদিভাগঃ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োর্না-
নুযজ্ঞাতে । কৃতঃ ম হি চিংপতিষ্মা পুনাতু বাকপ্রতিষ্মা পুনাস্বিতানয়োর্মন্ত্রয়োঃ শেষিণো
সম্পূর্ণবাক্যয়োঃ কাচিচ্ছেবাকাজ্জাহতীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—মা ভূছেষিণোরাকাজ্জা তথাপি
শেষস্তাহকাজ্জাহতি । পবিত্রেণ রশ্মিভিরিত্যুক্তং করণস্বঃ ক্রিয়ামপেক্ষতে । ত্রিরা চ
পুনাস্বিতোষা ত্রিষপি মন্ত্রেষেকা । তথা চ ক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ শেষঃ ক্রিয়াধারা তৃতীয়মন্ত্রে
নিরপেক্ষেহপি যথাহষেতি তথা পূৰ্ণয়োঃপাধ্যত্বং । তস্মাদনুযজ্ঞঃ ।

অথ চন্দঃ ।

আপ উন্দস্থিতি দ্বিপদা গায়ত্রী । আপো অন্মানিতি দ্বিপদা বিরাট । বিশ্বমিত্যেকপদা বিরাট । উদাভা ইতি তদ্বৎ । চিৎপতিরিত্যম্বুষ্পে সতি ত্রিশ্রো গায়ত্র্যঃ । আ বো দেবাস ইতানুষ্টপ্ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা-

ভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে প্রথমোহমুবাকঃ ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-তালোচনা ।

ভাস্করানুক্রমণিকা অনুসারে প্রথম প্রপাঠকে দর্শপূর্ণমাস ঈষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে । আর দ্বিতীয় প্রভৃতি তিনটি প্রপাঠকে সোম-যাগের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত মন্ত্রাদি বর্ণিত হইতেছে । সে মতে ‘আপ উন্দস্থ’ প্রভৃতি মন্ত্রায়ক প্রথম অমুবাক মন্ত্র-কাণ্ড, ‘আদদে গ্রাবাহসি’ প্রভৃতি গ্রহ-কাণ্ড, এবং ‘উদ্যৎ জাতবেদসং’ প্রভৃতি দক্ষিণাকাণ্ড । ‘দেব সবিতঃ প্র স্তব’ ইত্যাদি বাজপেয় যজ্ঞের মন্ত্র-কাণ্ড । ‘দেবা বৈ যথাদর্শং যজ্ঞানাহরন্ত’ ইত্যাদি বাজপেয়-যজ্ঞের বিধি-কাণ্ড, ‘ত্রিষুং স্তোমঃ’ প্রভৃতি সবা, ‘নমো বাচে যা চোদিত্য’ ইত্যাদি শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ড, ‘দেবা বৈ সত্রমাসত’ ইত্যাদি সেই শুক্রিয় মন্ত্র-কাণ্ডের বিধি-কাণ্ড । এই নয়টাই চন্দ্র বা চন্দ্রসম্পর্কীয় কাণ্ড নামে অভিহিত । সেইজন্ত সেই কাণ্ড সমূহের ঋষির নাম—চন্দ্র ।

সোম-যাগ ত্রিবিধ—একাহ, অহীন এবং সত্র । একই দিনে সর্বত্রয়ে নিষ্পাণ্ড—একাহ সোম-যাগ ; দ্বিতীয় রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রাত্রি পর্যন্ত নিষ্পাণ্ড—অহীন সোম-যাগ । আর ত্রয়োদশ রাত্রি হইতে আবস্ত করিয়া সহস্র সপ্তংসরে নিষ্পাণ্ড সত্রাখ্য সোম যাগ । এই ত্রিবিধ সোম-যাগের আবার প্রকার-ভেদ আছে । দ্বাদশাহ-নিষ্পাণ্ড সোম-যাগের দ্বিবিধ রূপ বা প্রকৃতি পরিকল্পিত হয় । প্রথম, দ্বিরাত্রি-নিষ্পাণ্ড অহীনরূপ প্রকৃতি ; এবং দ্বিতীয়, ত্রয়োদশরাত্র্যা-নিষ্পাণ্ড সত্ররূপ প্রকৃতি । ইত্যাদি ।

এইরূপ অনুক্রমণে ভাস্কর্য্যকার দ্বিতীয় প্রপাঠকের অন্তর্গত অমুবাক-সমূহের প্রয়োগ-বিধি ‘বিনিয়োগ সংগ্রহ’ হইতে প্রদর্শন করিয়া, প্রথম অমুবাকের মন্ত্র-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তদনুসারে মন্ত্র-সমূহের প্রয়োগ নিম্ন-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—প্রথম অমুবাকের মন্ত্রাদি পাঠে, ক্ষৌরাদির দ্বারা সংস্কৃত যজমান ‘প্রাচীন বংশ’ নামক যজ্ঞ-শালায় প্রবেশ করিবেন । তদনুসারে, ‘আপ উন্দস্থ’ প্রভৃতি ক্ষৌর-মন্ত্র বলিয়া অভিহিত । ক্ষৌর-কার্য্যের পূর্বে শালা-নির্মাণের বিধি । বংশ-নির্ম্মিত সেই যজ্ঞ-শালায় সমুখভাগ উন্নত এবং পশ্চাভাগ নিম্ন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পন্নত হয়—এইরূপ ভাবে যজ্ঞ-শালা নির্মাণ করিতে হইবে । পূর্বভাগে আয়ত সেই গৃহ ‘প্রাচীন-বংশ’ নামে অভিহিত । সেই শালায় সোম-যাগের বিধি হস্ত-গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ আছে । যজ্ঞ-নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইলে স্বর্গ-সুখ লাভ হয়, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত ।

দ্বিতীয় প্রপাঠকের “আপ উন্দন্ত” প্রভৃতি প্রথম মন্ত্র । ক্ষৌর-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ভাষ্য-পাঠে বুঝা যায়,—ক্ষৌর-কার্যে মন্তকাদি মুণ্ডনে প্রথমতঃ জলের দ্বারা মন্তকাদি আর্দ্র করিবার যে বিধি আছে, প্রথমে সেই বিধান অনুসারে মন্তকাদি আর্দ্র করিয়া লইবে । জল দ্বারা মন্তক আর্দ্র করিতে করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘জীবন ও আয়ুঃ প্রভৃতি পরিবৃদ্ধির জন্ত এই জল মন্তককে আর্দ্র করুক ।’ আমাদের মতে মন্ত্রটী ভগবৎ-সংস্পর্শে বিনিযুক্ত । প্রার্থনাকারী এই মন্ত্রে ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া কহিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে যেন আমরা কর্ম-শক্তি প্রাপ্ত হই ; আর সেই শক্তি লাভ করিয়া যেন সংকর্মনীল জীবন যাপন করিতে পারি । বিশ্বহিত-সাধনে যেন সেই কর্ম-শক্তির নিয়োগে সমর্থ হই । আপনার বিভূতি-রূপ দেব-ভাব হৃদয়ে সজ্জাত হইয়া আমাদের সেই সামর্থ্য যেন প্রদান করে ।’ ফলতঃ, সম্ভাব-সংস্পর্শে কর্ম-শক্তির উন্মেষণই যে মন্ত্রের লক্ষ্য, তাহাই উপলব্ধি হয় । মন্ত্রে, অনুবাকের প্রথমে, বিশেষ ভাবে কর্ম-শক্তি-উন্মেষণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এই যে,—‘এখানে ভগবৎকর্ম-সাধনের সানর্থ্যের কথা বলা হইয়াছে । মানুষের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ভগবানের প্রীতি-সাধক কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে ; তাই সম্ভাব-শুদ্ধসংস্পর্শে বিশেষ শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা । সম্ভাবের প্রভাবে সজ্জ্ঞানের উদয়ে ভগবৎপ্রীতি-সাধক কর্মের নির্বাচনে সানর্থ্য আসে । ভগবৎকর্মে চিত্ত বিনিবিষ্ট হইলেই বিশ্ব-প্রীতি উদয় হয় । আর বিশ্ব-হিত-সাধনেই মানুষ অক্ষয়-জীবনের অধিকারী হইতে পারে । পরম-ধন মোক্ষ-লাভ মন্ত্রের উদ্দেশ্য । সেই ভাবের প্রার্থনাই মন্ত্রে কুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করি ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—ক্ষুর । মন্তক জলের দ্বারা আর্দ্র করিয়া লইয়া যে ক্ষুর দ্বারা মন্তক মুণ্ডন করিতে হয়, সেই ক্ষুরকে মন্ত্রে সম্বোধন করা হইয়াছে । ‘স্বধিতি’ পদে সেই ক্ষুরকে বুঝাইতেছে । আর ‘ওষধি’ পদে কুশ-তরুণ (বহি) বুঝায় । যজ্ঞমান বা ক্ষৌরকার (পরামাণিক) কর্তৃক এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে কুশতরুণ ! তুমি যজ্ঞমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষা কর । হে ক্ষুর ! তুমি এই যজ্ঞমানকে হিংসা করিও না । আমি দেব-নাশিত । আমি মন্তকের কেশ-রাশি কটন করিতেছি ।’ মন্ত্রের মধ্যে ক্ষুর বা কুশ বুঝাইবার উপযোগী কোনও পদ পরিদৃষ্ট হয় না । কুশাধান এবং ক্ষুর-স্থাপন কার্যে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়াই বোধ হয়, কুশ, ক্ষুর এবং নাশিতের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে । বাহা হউক, আমরা বহুত প্রতাপন করিয়াছি,—মন্ত্র যে কর্মেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার বিশ্ব-জনীন ভাব । তাই মন্ত্র যে সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, মন্ত্র সেই বিশ্ব-জনীন ভাবই প্রকাশ করিতেছে । আমরা মনে করি, মন্ত্রের সহিত কুশ অথবা ক্ষুর অথবা নাশিত—কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই । পরন্তু মন্ত্রটীতে এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে ।

এক্ষণে আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি । আমাদের মতে ‘ওষধি’ এবং ‘স্বধিতি’ পদদ্বয়ে এক ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে । ভাষ্য-মতে কুশ-তরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে পদদ্বয়ের লক্ষ্য হইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই । অভিধানানুসারে ‘ওষধি’ শব্দের অর্থ—‘যে ফল-পাক পর্য্যন্ত সজীব থাকে ।’ তাহা হইতে কর্মফল পাক-দানের ভাব পাওয়া যায় । যাহার ফল-পাক পর্য্যন্ত

সজীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন ? কর্ম-ফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন । যিনি কর্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন । তিনিই তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন ! মহাজ্ঞানগণ তাই তারশ্বরে বোষণা করিয়া গিয়াছেন,—“ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রাশ্চি-
 শ্চিহ্নস্তে সর্বসংশয়াঃ । স্ত্রীয়স্তে চাত্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পারাবারঃ ॥” এই সমস্ত বিবেচনা করিলে মন্ত্রস্থ ‘ওষধি’ পদে সেই কর্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝা যায় । ‘স্বধিতি’ শব্দ তত্ত্বজ্ঞান করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয় । ‘স্বধিতি’ শব্দের মূল—ধাতু অনুসারে—‘যিনি ছেদন করেন’, এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় । তদনুসারে এখানে ভব-বন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ করা যায় । যিনি ভব (সংসার) বন্ধন-ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান । তাঁহার নিকটেই ‘দ্রায়শ্ব’ (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সম্ভব হয় । তাহার নিকট ‘মৈনং হিংসাঁঃ’ এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিও না—‘হহার প্রতিকূল হইও না’—এইকণ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয় । ফলতঃ, মন্ত্রে সাধকের অন্তরে সম্ভাব্যের উদয়ে সর্বভূতে দেব-বিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে । সাধক একমাত্র ভগবানকেই পরনাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন । বুঝিতে পারিয়াই, মন্ত্রের প্রথম ছুই অংশে প্রার্থনা আনা হইতেছেন,—‘হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম । আপনি প্রতিকূল হইবেন না । আপনি আমাব পরিত্রাণ করুন,—পবমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন । আমার ভব-বন্ধন ঘুচিয়া যাউক । আমাব জন্ম-গতি রোধ হউক ।’ এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ—শেষ অংশে সেই প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে । ‘দেবশ্চ’ পদের ‘দেব-নাপিত’ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘সদ্বাব-পোষক শরণাগত’ অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব বলিয়া মনে করি । ‘যিনি দেব-বিষয়ে প্রস্তুত বা দেব-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাহাকেই ‘দেবশ্চ’ বা ‘দেবশক্ত’ বলা যাইতে পারে । তাহা হইলেই ‘দেবশ্চ’ পদের অর্থ আমাদের মর্ম্মানুসারিনী-ব্যাখ্যায় ‘দেবভাবপোষকঃ শরণাগতঃ অহং’ অর্থ দাঁড়াইয়াছে । ফলতঃ, এখানে—মন্ত্রের শেষাংশে ‘দেব-নাপিত কর্তৃক চুল-কর্ত্তনের’ ভাব গ্রহণ না করিয়া ‘দেব-ভাবসম্বন্ধিত সাধক কর্তৃক ভগবানে কর্ম-ফল সমর্পণের’ ভাবই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে করি । মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনার অমুগ্রহে সর্বকর্ম-ফল যেন আপনাকে সমর্পণ করিতে সমর্থ হই । আর তাহার ফলে, যেন আপনার অনুগ্রহ লাভ করি ।’

ক্ষৌর-কার্যের পর তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । ক্ষৌর-কার্য্য সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী কর্ম-সমূহ বাহাতে নির্বিলম্বে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, মন্ত্রের মধ্যে যজমানের সেই সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতি কর্ত্তন করিবার পর ষজ্জ-যোগ্য হইয়া, মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি সূত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘নির্বিলম্বে যেন উত্তর কর্ম-সমূহ প্রাপ্ত হই ।’ আমরা এখানে ভগবৎ-সম্মিলনের ভাব উপলব্ধি করি । ‘উত্তরাণি’ পদ হইতে সেই ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় । ‘উত্তরাণি’ পদে ভাষ্যকার ‘উত্তরাণি কর্ম্মাণি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । পরমার্থ-সাধক যে কর্ম্ম, তাহাই উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম । সেই কর্ম্ম যদি সূচু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ভগবৎপ্রাপক হইয়া থাকে । এখানে আকাঙ্ক্ষা—

ভগবানের অমুগ্রহ লাভ ;—আম্রায় আশ্বসম্মিলন । পূর্ব মন্ত্রে সর্ব্ব কৰ্ম্ম-ফল ভগবানে সংশ্রুত করিয়া, এই মন্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য-লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি । প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আমাদের সকল কৰ্ম্ম-ফল আপনাকে সমর্পণ করিতেছি । আপনি দয়া করিয়া আমাদের চরণে স্থান দান করুন ।’

মুণ্ডিত মন্তক হইয়া অবগাহন-স্নানান্তে যজমান এই অনুবাকের চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবেন । ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানের বিধি । ষষ্ঠ মন্ত্রটা দীক্ষণীয় ও উপসদ যাগে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানে প্রযুক্ত হয় । ভাষ্যানুসারে মন্ত্রত্রয়ের অর্থ হয়,—(৪র্থ) ‘জগৎনির্ম্মাতৃ অথবা মাতার ত্রায় পালন-কর্ত্তা এই জলরাশিকৃত ক্ষৌর আমাদের (যজমান-দিগকে) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌর-কৰ্ম্ম জন্ত অপকার (ক্ষত) নিবারণ করেন । জল-দেবতা ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদের গুহ্র করুন । জলরাশি আমাদের সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে অপনীত করুন ।’ এখানে জল—ঘৃত । জলবর্ষণ দ্বারা পরিব্রজ করে বলিয়া মেঘকে ‘ঘৃতপূবঃ’ বলা হয় । ‘রিপ্র’ পদে পাপ বুঝায় । (৫ম) ‘স্নানচমনের দ্বারা বহিরন্তঃশুদ্ধ হইয়া আমরা জল হইতে নির্গত হই ।’ এখানে স্নানের দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং আচমনের দ্বারা অন্তঃশুদ্ধির বিষয় কথিত হইয়াছে । মুণ্ডনাদি সংস্কার—দীক্ষা ; আহারাদি নিয়ম—তপ । জলে অবগাহনে এতদুভয় নির্দ্বিগ্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে । (৬ষ্ঠ) ‘হে ক্ষৌমবস্ত্র ! তুমি সোমযাগের তন্ত্র (শবীৰ) হও অর্থাৎ যোগাভিমাত্রী দেবতার শরীরের মত প্রিয় হও । তাদৃশ তোমাকে সোম পরিধান করিতেছি । এই বস্ত্রকে যেন আমি ভূমীভূত না করি । আমাকে তাহা হইতে পরিত্রাণ কর । বস্ত্র-পরিহিতের দেবতা সোম । এখানে সেই বস্ত্রোপলব্ধিত সোমের স্তুতি আছে । কিন্তু মন্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রাদি বোধক কোনও পদই পরিলক্ষিত হয় না । অথচ, ক্ষৌমবস্ত্রের প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে । অলৌকিক বেদ-মন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্তুর সম্বন্ধ-স্থাপনে বেদের নিত্যত্বের ও অপৌরুষেয়ত্বের হানি হয় । নিত্যত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন ভাবট প্রকাশ করিয়া থাকেন । আমাদের মতে বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য ক্ষৌমবস্ত্রাদির অথবা নাপিত প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই ।

অতঃপর আমরা এই মন্ত্র সমূহের অর্থ নিরূপণে যে ভাবে যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি । আমাদের অর্থ প্রচলিত পণ্ডা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে । সুতরাং তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি । তৎপক্ষে আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন । মন্ত্রে ‘আপঃ’, ‘ঘৃতপূবঃ’ ও ‘ঘূতেন’ প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয় । ঐ সকল পদের অর্থ-নিরূপণে আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছে । ভাষ্যকার ‘আপঃ’ পদে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । কিন্তু আমাদের মতে, ঐ পদ জলাধিষ্ঠাত্রী দেববিকৃতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে । জলই বলুন, অনিলই বলুন, আর অনলই বলুন, সর্ব্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন ? জানি যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই

ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্বভূতেশ্বর। এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা,—
‘হে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলরূপে থাকিয়াই আপনি আমাকে গুরু
করুন।’ এই লক্ষ্য রাখিয়াই ‘আপঃ’ পদে আমরা ‘রেহভাব’ ‘শুদ্ধসত্তাব’ ‘দেববিত্তি’
অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—‘যতেন নঃ স্ততপুং পুনস্তা’ ভাব এই যে,—
‘হে দেববিত্তিপণ! আপনারা সত্তাবের দ্বারা জগৎজনকে পুত করেন। অতএব
আমাদিগকেও সত্তাবের দ্বারা পবিত্র করুন।’ ‘স্ততপুং’ পদের মূল ‘স্তত’ শব্দ, আর
‘পুং’ পদের মূলীভূত ক্ষরগার্থ ‘স্’-ধাতু-নিশ্পন্ন ‘স্তত’ শব্দে ‘যাহা ক্ষরিত হয়’—এই অর্থ পাওয়া
যায়। তদ্বারা উহা হইতে তরল পদার্থ—সাদ্রকারী বস্তু বুঝা যায়। সত্তাব, হ্রদয়কে
সাদ্র করে। এই হিসাবে ‘স্তত’ শব্দে ‘সত্তাব’ অর্থ পরিগ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে।
জল বা দুগ্ধাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ সাদ্র করিতে পারে সত্য; কিন্তু হ্রদয়কে দ্রবীভূত
করা, তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্তাব, কঠিন কঠোর হ্রদয়কেও
ভক্তিসাদ্র করে। তাই আমরা মন্ত্যাস্তর্গত ‘স্তত’ শব্দদ্বয়ে সেই বিশ্বজনীন সত্তাব অর্থই
গ্রহণ করিয়াছি। ‘পু’ ধাতুর ‘পবিত্র করা’ অর্থ দুই পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে।
‘অম্বাতরঃ’ পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে ‘অম্বাৎ+মাতরঃ’ অথবা ‘অম্বানু+মাতরঃ’—এই দুই রূপই
গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের ‘অম্বাৎ’ পদে ‘জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার’ অর্থই গ্রহণ
করিয়াছি। ইহাতে ভাবসঙ্গতি হয় বলিয়াই স্মৃতিতে পারি।

পঞ্চম মন্ত্রের ‘আভ্যঃ’ পদের ‘ভাষ্যকার ‘আভ্যঃ’ প্রতিবাক্য অমেনন করিয়াছেন। এ
ক্ষেত্রেও আমরা ঐ পদে ‘দেববিত্তি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্বাগরই
প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি—মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন)
বাক্য যে শব্দেই প্রয়োগ থাকুক, মন্ত্রের লক্ষ্য তাৎপর্য্য সেই উদার বিশ্বজনীন চৈতন্তের
দিকে। সর্বভূতেশ্বর ভগবান—সকল ভূতেই বর্তমান আছেন। মন্ত্রে ‘আপঃ’ বলিয়া
জলকেই সন্ধান করা হউক, আর স্বধিতি (সুর) বলিয়া ক্ষুদ্রকেই আমন্ত্রিত করা
হউক, সকল সন্ধানই সেই বিশ্বময় বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয়। ইহাই আমরা মনে
করি। ভগবানই সকল সংকল্পের মূল; সকল সংকল্পের সহিতই তিনি ওতঃপ্রোত
বিদ্যমান। জ্ঞান, ভক্তি বা সত্তাব যাহা পাইবার কামনায়ই মানুষ সংকল্প করুক,
ভগবানই সে সংকল্পের মূল। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াই যষ্ঠ মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুক্টিতে
ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। বহিঃরন্তঃশুক্টি সেই সময়ই সম্ভবপর হয়, যখন
অন্তরের পাপরাশি দূরীভূত হইয়া হ্রদয় নির্মলভাব ধারণ করে। সত্তাব শুদ্ধসত্তা—সত্তাবপূর্ণ
হ্রদয়েই অধিষ্ঠিত হয়। সেই হ্রদয়েই ভগবানের অধিষ্ঠান। অন্তর হইতে সেই শুদ্ধসত্তাব
অপনোদিত না হয়, পরন্তু সে ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে;—যষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবেরই
অভিব্যক্তি দেখি। চতুর্থ মন্ত্রে সত্তাব-সংপ্রয়ুক্তি-লাভের কামনা, পঞ্চম মন্ত্রে বহিঃরন্তঃশুক্টির
সকল এবং যষ্ঠ মন্ত্রে সত্তাব-সদ্বৃত্তি পরিবৃদ্ধির উদ্বোধনা পর পর বর্তমান বলিয়াই মনে করি।

সপ্তম মন্ত্র নবনীত বা স্তুতকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে—ভাষ্যপাঠে তাহাই উপলব্ধি
হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে নবনীত! গোহৃৎ হইতে তোমার উৎপত্তি। তুমি

স্বিষ্টাকারূপ তেজ ধারণ কর। অতএব তুমি আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান কর ।’ ভাষ্যে ‘ব্রহ্মবর্জসং’ পদ আছে। ঐ পদে কৰ্মসাধনভূত তেজ বৃদ্ধাইতেছে। আমাদের মতে, মস্ত্রে কৰ্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে; এবং সেই কৰ্ম-শক্তির সহায়তায় দিব্য-দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান জ্ঞানকে যখন দিব্যদৃষ্টি লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই জ্ঞানদেবকে সোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—‘হে জ্ঞানদেব! তুমি ‘মহীনাং পয়োহসি’ অর্থাৎ তুমিই জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও।’ তার পূর্ব ২২তম বিতায় অংশে ভগবানকে জ্ঞানময় বলিয়া সাধকের উপলব্ধি জন্মায়, তিনি সেই জ্ঞান-ময়ের নিকট জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে জ্ঞানময় ভগবান! আপনি আমাদের দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন।’

এই মন্ত্রের সহিত পরবর্তী অষ্টম (‘বৃহত্ত্ব কনীনিকা’ প্রভৃতি) মন্ত্রের সম্বন্ধ স্থচনা করা হয়। সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র দুইটা তাই বিভিন্ন কার্য্য নিযুক্ত হইলেও একই যজ্ঞ-ক্রিয়ার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সপ্তম মন্ত্রে প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্বভাগে কুশের উপর দাঁড়াইয়া, নবনীতে (নবনী) গ্রহণ পূর্বক তদ্বারা মন্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ (অমুলিপ্ত) করিতে হয়। সেই অমুলেপনান্তর অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণে (যজ্ঞমানকে) চক্ষুদ্বয়ে ত্রিকবুদ পর্ত্তে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল) অথবা তাহার অভাবে অগ্নি অঞ্জন গ্রহণ করার বিধি আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্ত্রে নবনীতের ও অঞ্জনের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও ভাষ্যে সে সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যানুসারে-ব্যাপ্য পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে নিম্নরূপ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—‘হে অঞ্জন! তুমি বৃহত্ত্বের কনীনক হইয়া থাক। অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমণ্ডলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ বলিয়া তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমার চক্ষুদান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা প্রদান কর।’

এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। দুই মন্ত্রের দ্বাবাই ভগবানকে সোধন করিয়া প্রার্থনার ভাব স্থচিত হইয়াছে। নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সোধ্য বা বলিতে চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মস্তকবিন্যুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষ্য বা সোধ্য—নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই বা দৃঢ়তর কি যুক্তি পাওয়া যায়? ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলুন, অথবা অঞ্জনই বলুন, সকল দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিযুক্ত হস্তস্থিত নবনীত বা অঞ্জনেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল মন্ত্র উচ্চারণে কি অসঙ্গতি হয় অথবা কি ভাবচ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বরং প্রত্যেক পদার্থে ভগবদ্বিত্ব, ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদি মস্ত্রোচ্চারণে সেই সকল পদার্থ দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত ফল ফলে, তাহা দ্বারা যে মোক্ষ-ফল অধিগত হয়,—এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের সোধ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।

তার পর, এখন যজ্ঞ শব্দ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। ‘মহী’ শব্দের ‘দেহ’ অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং ‘ভূমি’ অর্থই প্রসিদ্ধ। আমরা ‘মহী’ শব্দের প্রসিদ্ধ ‘ভূমি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ‘পয়স’ শব্দে ‘দুগ্ধ’ ও ‘জল’ এই দুই অর্থই অভিধানে প্রতীত; ‘নবনীত’ অর্থও লক্ষিত। পয়স শব্দের দুগ্ধ অর্থই গ্রহণ করুন, আর জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই (পৃথিবীর) ‘মহীনাং রস’ অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও পরম্পরায়) পৃথিবীর (মহীর) রস বলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ দুগ্ধ, নবনীত বা জল—সেই বিশ্বময়েরই রূপান্তর, সেই স্নেহময় ভগবানেরই স্নেহকরণ-স্বরূপ। দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডীতেও) ইহা বিধোষিত হইতেছে,—‘গা দেবী সর্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।’ অতএব হে দেব! আপনি এই পৃথিবীর জলস্বরূপ—এই ভূনিমণ্ডলের রস-স্বরূপ—এই ভূভাগের দুগ্ধ বা নবনীত-স্বরূপ—এতদ্ব্যক্তিতে সকল দিকের সকল ভাবই রক্ষা হয়। মন্ত্ৰ তাই বিধোষিত করিয়াছে,—‘মহীনাং পয়োহসি’। হে দেব! আপনি যেমন স্নেহকণী, তেমনই ‘বর্চোধা’—তেজোময়, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার ‘বর্চস’ শব্দে ‘কাস্তি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ‘তেজঃ’ অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্ৰের পূর্বাংশে দেব! তুমি ‘পয়োহসি’—স্নেহময় হও’ এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; ‘বর্চোধা অসি’ এই অংশে ‘তুমি তেজোময়—জ্ঞানলোক-দানকারী হও’—এইরূপ মর্ম গ্রহণ করিলে, একটা নূতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে ভাব আসে,—‘হে দেব! তুমি যেমন স্নেহময় হইয়া জলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, ঘূতের দ্বারা, ‘মহীনাং’—ভূমি-পৃথিবীর—পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর শৃষ্ঠ ও কাস্তিময় ভাব সঞ্চার কর; তেমনই ‘তেজোময়’ হইয়া, তেজের দ্বারা—জ্ঞানলোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও।’ তাই প্রার্থনা হইতেছে—‘বর্চো মরি ধেহি।’

অষ্টম মন্ত্ৰেব ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। এ মন্ত্ৰেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। মন্ত্ৰের ‘বৃত্র’ শব্দে ‘অজ্ঞানাতরুণ অথবা বহিবন্তঃশত্রুরূপ অশুর’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; ‘বৃত্র’ নামক অশুর’ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি,—‘বৃত্র অশুর’ অপেক্ষা, যে অশুর (অজ্ঞান বা বহিবন্তঃশত্রুরূপ) নিত্য-সহচর, অহরহঃ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই অশুরই এ মন্ত্ৰ-প্রতিপাদ্য ‘বৃত্র’। আবারণার্থক ‘বৃ’ ধাতু নিম্পন্ন ‘বৃত্র’ শব্দে উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। “হে অজ্ঞান! (অধ্যাহৃত) তুমি ‘বৃত্রশ্র কনীনকাহসি’—বৃত্রাশুরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও,—ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সূধীগণ বিচার করিবেন। অজ্ঞান বৃত্রাশুরের কেন, আমাদেরিগের তো নেত্রান্তরগ হইতে পারে! আর বৃত্রাশুরের ‘চক্ষুশ্চ’ দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হইলে আমাদেরিগের সম্বন্ধেও চক্ষুপ্রদ হইবে,—এ বিষয়ের গূঢ়-তত্ত্ব যে কি, কিছুই বুঝা গেল না। বরং বিষয়টা আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অজ্ঞান এ মন্ত্ৰের সম্বোধ্য নয়; পরন্তু অজ্ঞান-বিনাশক, বাহ ও আন্তর শত্রুর হস্তা, সেই ভগবানই এই মন্ত্ৰের লক্ষ্য। তাই মন্ত্ৰে বলা

হইতেছে,—‘বৃহত্ত কনীনকাসি’। ‘কনীনক’ শব্দে চক্ষুর্গোলক বুঝায়। দর্শন-বিষয়ে ‘কনীনিকা’ যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অস্মরণাশে ভগবানও তেমনই শক্তিরূপ। এই তাৎপর্যে ‘কনীনক’ শব্দে ‘অস্মরণাশের শক্তি স্বরূপ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—‘হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশের বা বহিরস্তঃ-শত্রুনাশের শক্তিস্বরূপ। আমরা অজ্ঞানান্ধ। আপনি ‘চক্ষুঃ’—জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদা হইয়েন। তাই প্রার্থনা করি—আপনি আমাদের অজ্ঞানতা এবং বাহ্য ও অন্তর শত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।’ আমরা মনে করি—ইহাই এ মন্ত্রের মর্মার্থ।

এই অনুবাকের নবম ও দশম মন্ত্র যে কোন্ কার্যে বিনিযুক্ত, ভাষ্যে তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কল্প অনুসারে বুঝা যায়, একবিংশতি দর্ভপুঞ্জলি (কুশের আঁটি) এই মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত করা হয়। তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রব্রহ্মের অর্থ হয়,—

(৯) ‘হে যজ্ঞমান! জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মনোহতিমানী দেব তোমাকে শোধন করুন। অথবা, শব্দসমূহের অধিপতি সরস্বতী অথবা আদিত্যদেব তোমাকে শোধন করুন। কিসের দ্বারা? অচ্ছিন্ন পবিত্রের দ্বারা, সূর্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিত বলিয়া বায়ু এখানে অচ্ছিন্ন পবিত্র; কিম্বা আদিত্যমণ্ডল এস্থলে আচ্ছিন্ন পবিত্র।’ (১০) ‘আদিত্যকপ অচ্ছিন্ন পবিত্রের পতি বা প্রেরক ও অন্তর্যামি—পবিত্রপতে! তোমার পূর্বোক্ত পবিত্র দ্বারা শুদ্ধ-যজ্ঞমানের অভ্যষ্টিসিদ্ধি হউক। যে সোম-যাপাঘৃষ্ঠানে কামনাবিশিষ্ট হইয়া আমি আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ করিতেছি, সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সামর্থ্য হউক। সবিতাদেবতা (অন্তর্যামী) আমাকে পবিত্র করুন। বৃহস্পতি আমাকে পবিত্র করুন।’

এক্ষণে আমরা যে দিক্ দিয়া যেকপভাবে মন্ত্র-ত্রয়ের মর্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বিষয়েব আলোচনা করা যাঁহতেছে। সুবীণগ তাহার সম্ভবতঃ বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে একই পুত্ব-কামনা মন্ত্রের বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে—চিন্ত্যৈর্য্য-সম্পাদনে পবিত্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষুব্ধ। সাধক স্থিরচিত্তে ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,—‘চিংপতিস্তা পুনাতু।’ অর্থাৎ,—‘হে জ্ঞানবিপতি! আপনি (আমার চিন্ত্যৈর্য্য সম্পাদন করিয়া) আমাকে পবিত্র করুন।’ তাৎপর্য্য এই—‘হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষোভিত। কোনও সময়েই তো তাহা স্থির ধীর হয় না। এক মুহূর্তের জন্তও তো তাহার আপনার প্রতি সমাকৃষ্ট হয় না! হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির হৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা বিধান করুন।’

তার পর, “বাক্পতিস্তা পুনাতু” মন্ত্রে ভগবদাশ্রয়তার ভাব সূচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘আপনি ‘বাক্পতিঃ।’ আমার বাকশক্তি প্রদান করুন। আপনাকে স্তব করিতে পারি, দেহরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিষিল বাক্যের অধিপতি। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্তবোপযোগী স্বরূপ-বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি।’ আর ‘স্তা পুনাতু’ অর্থাৎ ‘আমাকে পবিত্র করুন।’ ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ ‘বাক্পতি’

শব্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ‘বাকপতি’ শব্দের লক্ষ্য যাহাই হউক, উদ্দেশ্য সেই ভগবান বলিয়া আমরা মনে করি। এই ভাবে এই শব্দে সেই বায়ুযাদিদেবকেই আহূত করা হয়। সাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন। স্তববাক্যের স্মৃতি হইতে না পারে; তাই তিনি ভগবানকে ‘বাকপতি’ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—‘বাকপতিম্মা পুনাতু।’

দশম মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে—হে ‘পবিত্রপতে! আপনি ‘সবিতা’ অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ; ইত্যরাং আমারও কারণ, আমার কার্যেরও আপনিই কারণ। আমি ‘পবিত্রপুতন্তু’—জ্ঞানপূত আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়) কামনা করিতেছি; সেই বস্তু যাহাতে আমি পাইতে পারি—তাহার দ্বারা যাহাতে আমি ‘পুনে’ পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। ‘দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যন্তু রশ্মিভিঃ না পুনাতু’ অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন;—আমাকে জ্ঞানময় করুন।

নবম মন্ত্রের কয়েকটা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার ‘সবিতা দেবঃ’ এই অংশের অন্তর্ধানী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক ‘সু’ ধাতু-নিম্পন্ন ‘সবিতা’ শব্দে ‘উৎপত্তিকারক’ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে জগতের আদিকারণ—এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান যে জগতের আদিকারণ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। দিব্ (ক্রীড়াবাচক) ধাতু নিম্পন্ন ‘দেব’ শব্দে ক্রীড়নকর্তা অর্থাৎ লীলাময়—এইরূপ অর্থই জ্যোতিত হয়। এই মন্ত্রের ‘অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যন্তু রশ্মিভিঃ’ এই অংশ একটু জটিল। ভাষ্যকার ‘অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রে’ বলিতে প্রথমতঃ ‘বায়ু’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর ‘বদ্ধা’ বলিয়া “আদিত্যমণ্ডল” অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—বায়ুর দ্বারা অথবা আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা এবং সূর্য্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি হউন, আর বাকপতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন, তাঁহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজস্ব কিছু নাই, অস্ত্রের সাহায্যেই তাঁহারা যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাষ্যের অর্থে এইরূপ ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হয়, আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সূর্য্য জ্ঞানদেব। তাঁহার রশ্মি জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ অচ্ছিদ্রে ও পবিত্রে। ‘অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ’—এস্থলে বিভক্তি-ব্যাত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সতত-স্বাধী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্যাপ্ত করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কার্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাঁহার নিজ সম্পত্তি। অস্ত্রের তাহাতে অধিকার নাই। সে জ্ঞানালোক-প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ। *

* প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চম অমুবাচকের প্রথম মন্ত্র—“দেবো বঃ সবিতা ..রশ্মিভিঃ” প্রভৃতি। পার্থক্য ‘বঃ’ ও ‘ব্জা’ শব্দ লক্ষ্য। তত্ত্বময় মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই। সে স্থলে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও দ্রষ্টব্য। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

এক্ষণে দ্বাদশ মন্ত্রের সম্বন্ধে আর একটু অল্পশীলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । এখানকার মধ্যোধ্য-পদ ‘পবিত্রপতে’ । ‘তে’ পদে ভগবান্ উদ্দিষ্ট । ‘পবিত্রপুতন্ত’ ও ‘তন্ত’ এই দুই পদ উক্ত ‘তে’ পদের বিশেষণ । ভাষ্যকার ‘তন্ত’ পদ যজমানকে উদ্দেশ্য করিয়া ‘অভীষ্টং ত্ব্যাসম্’ এই দুইটি পদ অধ্যাহার করিয়াছেন । এবং ‘যৎকামঃ’ পদান্তর্গত ‘যৎ’ শব্দে ‘সোমযাগানুষ্ঠান’ লক্ষ্য করিয়াছেন । তদনুসারে ভাবার্থ হয়,—‘হে শুদ্ধপালক ! তোমার যজমানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্ট সিদ্ধ হউক ; এবং যে সোমযাগানুষ্ঠানে (আমি) কামনাবান, সেই সোমযাগানুষ্ঠানে আমি সমর্থ হই ।’ আমাদের ব্যাখ্যানানুসারে এ অংশের মর্ম্ম,—‘হে জ্ঞানদেব ! আপনি জ্ঞানময়, ইহা সাধকগণ অনুভব করেন । আমি অজ্ঞানান্ধ ও সাধনাবহীন ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি । আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ) বাহাতে পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন এবং অনুগ্রহবিতরণে আমাকে পবিত্র করুন ।’

একাদশ মন্ত্রটী অধ্বর্যু (ঋত্বিক্-বিশেষ) যজমানকে পড়াইবেন । দুই হস্তে শালাস্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বোধায়নে পরিদৃষ্ট হয় । ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে দেবগণ ! তোমানদিগের সম্বন্ধি এই যজ্ঞে আমরা যেন অবশ্যসম্ভাবী অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে পারি । হে যজ্ঞসম্বন্ধি দেবগণ ! কর্ম্মোদ্দেশ্যে তোমানদিগকে আহ্বান করিব বলিয়াই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি । মহীধরের ভাষ্যে আবার ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয় । মহীধরের ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে দেবগণ ! আমরা আপনাদের নিকট বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্রূপে প্রার্থনা করিতেছি । কিরূপ হইলে ? আমাদের যজ্ঞ প্রবর্তমান হইলে । হে দেবগণ ! আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি । কি জ্ঞাত ? এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জ্ঞাত ; অর্থাৎ যজ্ঞফল পাইবার জ্ঞাত আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।’

আমরাও প্রকারান্তরে মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যজ্ঞীয়াসঃ আঁগুরে’ পদদ্বয়ে যজ্ঞফলের কথাই আমরা উপলব্ধি করি । কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের এবং শুভকর্মে শুভফল প্রাপ্তির বিষয় এখানে সূচিত হয় । ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ বলিতে ‘সত্যের বিজ্ঞাপক’ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক অর্থই সুসঙ্গত । সংকর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ভগবৎ-প্রাপ্তি । তাই সে কর্ম্ম ‘সত্যধর্ম্মাণঃ’ । ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থে আমরা দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ বলিতে চাহি না । আমাদের মতে যে যজ্ঞ ত্রিবিধদুঃখনিবৃত্তির মূল, যে যজ্ঞ পরম-সুখের নিদান, সেই আত্মোদ্ধোধনরূপ মানস-যজ্ঞই—এই ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ শব্দে ত্রোতনা করিতেছে । মানব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আবিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-আলামালায় অহরহঃ সংলব্ধমান । যাহাতে এই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, যে কার্য্য করিলে পরমার্থ নিত্য-সুখ আনন্দ বা মুক্তি লাভ করা যায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রযত্নপর হয় । তৎপ্রাপ্তির আশায় দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞই করুন আর সোমযাগানুষ্ঠানই করুন, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্ধোধন (তত্ত্ব-জ্ঞান) না হইলে—সহস্র জন্মে সহস্রবৎসরব্যাপী এই দর্শ-বাগাদিতেও সেই পরমার্থ-তত্ত্ব লাভ হইবে না । তাই মন্ত্রের ‘অধ্বর’ বা ‘যজ্ঞ’ পদে সেই আত্মোদ্ধোধন-যজ্ঞের বা মানস-যজ্ঞের ভাব প্রকাশ করিতেছে । মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছেন—‘মানব ! তোমার মন অতীব চঞ্চল, অতি অসংযত । ‘চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।’ তাই প্রথমে চিত্ত স্থির কর, তাহার

চাক্ষু্য দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্ত জগদীশ্বরের করুণা প্রার্থনা কর। তার পব তোমার মানস-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিও। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহস্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও ফল পাইবে না। অতএব ভগবানের অমুকুলা প্রার্থনা কর,—যজ্ঞামুষ্ঠান কর,—ভগবানের স্তব কর। করুণাবিগ্রহ ভগবান তোমার যজ্ঞামুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন;—তোমার অতীষ্ট বস্তু বিতরণ করিবেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

তার পর অমুবাকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় অমুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দ্বাদশ মন্ত্র ‘ইন্দ্রাগ্নী’ সম্বোধনে এবং ত্রয়োদশ বা শেষ মন্ত্র ‘আহবনীয়’ সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। বিনিয়োগ-সংগ্রহ অমুসারে দ্বাদশ (ইন্দ্রাগ্নী প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া শেষ (‘স্বং দীক্ষাণং’ প্রভৃতি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিবে। তদমুসারে ঐ দুই মন্ত্রের ভাষ্যামুসারী যে অর্থ হয়, তাহা এই,—(১২শ মন্ত্র) ‘হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদয়! আপনারা ইহাকে (যজ্ঞমানকে) অবগত হউন।’ (১৩শ মন্ত্র) ‘হে আহবনীয়! তুমি দীক্ষারূপ নিয়মসমূহের পালক হও। অতএব তৎসমীপে স্থিত আমাকে পালন কর।’ ফলতঃ, ক্রিয়া-পদ্ধতির অমুসরণে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ হওয়া সম্ভব, ভাষ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমরা মন্ত্রের সহিত আহবনীয়-প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধই দেখি না। আমাদের মতে উভয় মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ মন্ত্রে কোনও ক্রিয়া-পদই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই মন্ত্রের অর্থ নিকাশনে কথঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ভাবের সমাবেশ আছে, ব্যাখ্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মই যে মূল, কর্ম্মের দ্বারাই যে মানুষ সংসার-পক্ষে নিমজ্জিত হয়, আবার কর্ম্মের প্রভাবেই যে সে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। তাই দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘যে উদ্বোধন যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সেই যজ্ঞের প্রভাবে আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক। সেই কর্ম্মের যে সফল, তাহাতে আমাদের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হউক এবং ইহলোকে ও পরলোকে পরমসুখ অধিগত হউক। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বাবস্থায় কর্ম্মফলের ক্ষয় সাধিত হইয়া, সর্বকর্ম্মফল ভগবানে স্তব হউক। তাহাই গতি-মুক্তির হেতুভূত—তাহাই পরমার্থপ্রদ।’ ফলতঃ, কায়মনোবাক্যে ভগবানে কর্ম্ম-ফলসমর্পণে ভগবৎকৃপা-লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রস্ফুট দেখিতে পাই।

অমুবাকের শেষ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী সাধক ভগবানকেই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা বলিয়া বুঝিয়া তাঁহারই শরণ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কোনও কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি সামর্থ্য প্রদান না করিলে—মানুষের সাধ্য কি যে, সে কর্ম্ম সম্পাদন করে। ফলতঃ, তিনিই কর্ম্ম, তিনি কর্ম্মের নিয়ন্তা, তিনিই কর্ম্মফল, আবার তিনিই কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলভোক্তা ও গ্রহীতা। এই ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া, মানুষ যে কর্ম্মেরই অমুষ্ঠান করুক না কেন, তাহাতেই সে শুভফল পাইতে পারে। অমুবাকের উপসংহারে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘হে ভগবন! আপনার অমুগ্রহে যেন আরক্ত কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই, আর সেই কর্ম্মের ফলে যেন আপনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরাশক্তি লাভ করিতে পারি।’

প্রশ্ন হইতে পারে, মনে সংশয়ের উদয় হয়—সে কৰ্ম্ম কোন কৰ্ম্ম ? ভগবৎ-সম্মিলনের সহায়ক সে কৰ্ম্মের স্বরূপ কি ? কোন কৰ্ম্মের প্রভাবে ভগবানের সহিত সম্মিলন সাধিত হয় ? বড় বিষয় সমস্তা সন্দেহ নাই । কিন্তু শাস্ত্র সে সংশয়ের নিরশন করিয়া দিয়াছেন । শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“তৎকৰ্ম্ম হরিতোষং যৎ ।” অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারা যায় । যে কৰ্ম্ম ভগবানের প্রীতি-সাধন হয়, যে কৰ্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে । অর্থাৎ যে কৰ্ম্ম সংকৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মই—কৰ্ম্ম । ভগবানের সংশ্রব-শূন্য কৰ্ম্মই অকৰ্ম্ম । ভগবান বলিয়াছেন,—“মৎকৰ্ম্মকৃত্যং পরমো সঙ্গবর্জিতঃ ।” ইত্যাদি । ভগবদ্ভক্তিতে বুঝিতে পারি—যে কোনও কৰ্ম্মই কর না কেন, সমস্তই সেই তাঁহাতেই অর্পণ কর । কৰ্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেই ভগবানের সহিত অনুষ্টাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে । একটু স্থল দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবানে সমর্পিত কৰ্ম্মই—একরূপ ভক্তি-বিশেষ । জীবের লক্ষ্য—মোক্ষ বা মুক্তি । মুক্তি বহুবিধ । ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি অধিগত হয় । ভক্তিও কৰ্ম্ম বটে ; তবে সে কৰ্ম্ম ও সাধারণ কৰ্ম্মে পার্থক্য এই যে, সে কৰ্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত । ভক্ত যে কৰ্ম্মই করিবেন, সকল কৰ্ম্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে—সৃষ্টিব-স্ত-সাধনে—অনুপ্রাণিত হইবেন । মুক্তি-প্রার্থী না হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তি প্রভাবে মুক্তি আপনাই অধিগত হয় । ভক্তির এই প্রভাবের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলরূপী ভগবানের উক্তিতে বিশদীকৃত হইয়াছে । কপিলদেব মাতা দেবহৃতিকে বলিয়াছিলেন,—

“দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রিতিকং যোগম্ ।

সৰ্ব্ব এবৈকমনসো বৃত্তাঃ স্বাভাবিকৌ তু যা ॥

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী ।

জরয়ত্যাশু বা কোশং নিগীর্ণমনসো যথা ॥”

শ্লোকোক্ত ‘জরয়ত্যাশু বা কোশং’ প্রভৃতি উপমায়ই নিগূঢ় ভাব ব্যক্ত হইতেছে । উহাতেই বুঝা যাইতেছে—কোনও পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না ; একমাত্র ভক্তির দ্বারাই মুক্তির অধিকারী হইতে পারা যায় । ভুক্তান-জীর্ণ করিতে মানুষিক প্রযত্নের যেমন কোনও আবশ্যক হয় না, অন্ন যেমন আপনা-আপনিই ব্রতরানল-সংযোগে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় ; অথবা কোনও কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে সেইরূপ একমাত্র ভক্তির সাহায্যেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । অনন্তাভক্তি তাই ‘নৈষ্কৰ্ম্ম্য’ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলসেচনে জলগমন-মার্গের পাশ্বে তুণ যেমন স্বতঃই পরিপুষ্ট হয়, তুণের পরিবর্দ্ধন জন্ত স্বতন্ত্র জল-সেচনের যেমন আবশ্যক হয় না ; ভক্তি-প্রভাবে সেইরূপ কার্যই সাধিত হয়,—মুক্তি লাভের জন্ত আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না । এই সর্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অনন্তাভক্তি কি প্রকারে লাভ হইতে পারে, ইহাই মাধ্বের প্রথম ও প্রধান অনুসন্ধিত্য । কোন পথে কিভাবে অগ্রসর হইলে, অহেতুকী বা অনন্তা-ভক্তি লাভ হয়, শাস্ত্র তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । অবগমননাদি, ভক্তির অঙ্গ বিশেষ হইলেও তাহা কৰ্ম্মপদবাচ্য । সুতরাং সেই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি অধিগত হয় । পরিশেষে সেই সকল—নবধা ভক্তি—যখন ফলাভিলাষপরিশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি যত্ন হইবে, তখনই অনন্তাভক্তির কার্য্য করিবে । তখন সাধক কায় মন ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু

অমুষ্ঠান করিবেন, সকলই ভগবানের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হইবে। তখন, সেই ভাব আসিবে, সেই ভাবে মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইবে, যে ভাবে ভক্ত

“কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহুস্বতঃ স্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্ যৎ সকলং পরমৈ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥”

নারায়ণকে সকল কৰ্ম্ম সমর্পণ করিবেন। তখন ভক্ত ষাণ্ডা কিছু করিবেন, সকল ভগবদ্ভদ্রে নিয়োজিত হইবে। তখন তাঁহার প্রার্থনাই হইবে—

প্রাতঃপ্রথায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাং প্রাতঃস্তুতঃ ।

যৎ করোমি জগন্মাতঃ ! তদেব তব পূজনং ॥

এই ভাবে এই লক্ষ্যেই মন্ত্রশেষে, প্রথম অমুবাকে, প্রার্থনার সূচনা হইয়াছে বশিষ্ঠাঃ মনে করি। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১ অমুবাক) ॥

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । প্রথমোহমুবাকঃ ।)

(১) আকূতৈ প্রযুজ্যেহগ্নয়ে স্বাহা ।

(২) মেধায়ৈ মনসেহগ্নয়ে স্বাহা ।

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেহগ্নয়ে স্বাহা ।

(৪) সরস্বতৈ পুষেহগ্নয়ে স্বাহা ।

(৫) অপো দেবীর্ব্রহ্মতীর্বিধ্বশংভুবো জাবাপৃথিবী উর্ব্বাস্তরিক্ষং

ব্রহ্মস্পতিনো হবিষা ব্রধাতু স্বাহা ।

(৬) বিধে দেবশ্চ নেতুর্শ্মর্তো বৃগীত সখ্যং বিধে রায়

ইযুধ্যসি হ্যম্নং বৃগীত পুয্যসে স্বাহা ।

(৭) ঋক্সাময়োঃ শিল্পে স্বস্তে বামারভে তে

মা পাতমাইশ্চ যজ্ঞশ্চোদূচ ।

(৮) ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাণশ্চ দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ

শিশাধি যযাইতি বিশ্বা ছুরিতা তরেম স্তত্স্মাণমধি নাবৎ রুহেম ॥

(৯) উর্গস্ত্যঙ্গিরস্যুর্গতদা উর্জ্জং মে যচ্ছ ।

(১০) পাহি মা মা মা হিৎসীঃ ।

(১১) বিধোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানশ্চ শর্ম্ম ক্ষে

যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাঈতীকাশাৎ পাহি ।

(১২) ইন্দ্রশ্চ যোনিরসি মা মা হিৎসীঃ ।

(১৩) কৃষ্যে ত্বা হুসশ্যৈ । (১৪) হুগ্নিগ্নাভ্যস্তৌষধীভ্যঃ ॥

(১৫) সূপস্বা দেবী বনস্পতিরুদ্ধে। মা পাহোদৃচঃ।

(১৬) স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা ছাবাপৃথিবীত্যাৎ।

(১৭) স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদ। রন্তে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ।

(১) আকৃত্যা ইত্যা—কৃত্যে। প্রযজ ইতি প্র—যজ্ঞে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(২) মেবায়ৈ। মনসে। অগ্নয়ে। স্বাহা। (৩) দীক্ষায়ৈ। তপসে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৪) সরষত্যা। পুষ্যে। অগ্নয়ে। স্বাহা।

(৫) আপঃ। দেবীঃ। বৃহতীঃ। বিশ্বশস্ত্রব ইতি বিশ্ব—শস্ত্রবঃ। ছাবাপৃথিবী ইতি

ছাবা—পৃথিবী। উরু। অন্তরিক্ষম্। বৃহস্পতিঃ। নঃ।

হবিষা। বৃধাতু। স্বাহা।

(৬) বিধে। দেবন্ত। নেতুঃ। মন্তঃ। বৃগীত। সখ্যাম্। বিধে। রায়ঃ। ইষুধ্যসি।

ছ্যাম্। বৃগীত। পুষ্যসে। স্বাহা।

(৭) ঋকসামযোরিহাক্—সাময়োঃ । শিল্পে ইতি । স্বঃ । তে ইতি । বাম্ । এতি ।

রভে । তে ইতি । মা । পাতম্ । এতি । অত্ । যজ্ঞস্ত ।

উদূচ ইত্যাৎ—ঋচঃ ।

(৮) ইমাম্ । বিয়ম্ । শিক্শমাশস্ত । দেব ! ক্রতুম্ । দক্ষম্ । বরুণ । সমিতি ।

শিশাধি । যধা । অতীতি । বিশ্বা । ছরিতেতি দুঃ—ইতা । তরেম ।

সুতর্শাগমিতি । সু তর্শাগম্ । অধীতি । নাবম্ । রুহেম ।

(৯) উর্ক্ । অসি । আঙ্গিরসী । উর্গভ্রনা ইতুর্গ—ভ্রনাঃ । উর্জম্ । মে । যচ্ছ ।

(১০) পাহি । ঋ । মা । মা । হি৩সীঃ ।

(১০) বিষ্ণোঃ । শর্ম্ম । অসি । শর্ম্ম । বজ্রমানস্ত । শর্ম্ম । মে । যচ্ছ ।

নক্ষত্রাগাম্ । মা । অতীক্শাগাৎ । পাহি ।

(১২) ইন্দ্রস্ত । যোনিঃ । অসি । মা । মা । হি৩সীঃ ।

(১৩) কুশ্ঠে । ত্বা । সুসজ্জান ইতি সু সজ্জায়ৈ ।

(১৪) সুপিল্লাভ ইতি সু—পিল্লাভ্যঃ । ত্বা । ওষধীভ্য ইত্যেবধী—ভ্যঃ ।

(১৫) স্বপহা ইতি স্ব—উপহাঃ । দেবীঃ । বনস্পতিঃ । উর্দ্ধঃ । মা । পাহি ।

এতি । উদুচ ইত্যং—ঋচঃ ।

(১৬) স্বাহা । যজ্ঞম্ । মনসা । স্বাহা । জাবাপৃথিবীভ্যামিতি জাবা—পৃথিবীভ্যাম্ ।

(১৭) স্বাহা । উষোঃ । অন্তরিক্ষাং । স্বাহা । যজ্ঞম্ । বাতাং । এতি । রভে ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রাঙ্কসারিণী ব্যাখ্যা ।

১। ‘আকূতৈ’ (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামি ইত্যেবংবিধায় সঙ্কল্পায় তৎসিদ্ধার্থমিতি ভাবঃ, অমুচ্চয়মানস্ত মানসযজ্ঞস্ত পূর্বার্থং ইতি ভাবঃ) ‘প্রযজ্জে’ (সঙ্কল্পসিদ্ধৌ প্রকর্ষণে যোজয়তে প্রেরয়তে বা ইত্যর্থঃ সিদ্ধিদাতার ইতি ভাবঃ) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ—সুহৃৎতমন্ত্ৰঃ অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

২। ‘মেধাঐ’ (ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তল্লাভার্থমিতি ভাবঃ) ‘মনসে’ (মনসোহধিষ্ঠাত্রে) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ, সুহৃৎতমন্ত্ৰঃ, অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৩। ‘দীক্ষাঐ’ (ব্রতনিয়মায়, সংকল্পনিবহায়, তৎসিদ্ধার্থং ইতি ভাবঃ) ‘তপসে’ (তপঃ-স্বরূপায়, সংকল্পস্বরূপায়) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ, সুহৃৎতমন্ত্ৰঃ অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৪। ‘সরস্বতৌ’ (বাচে, বাকসিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ) ‘গৃক্ষে’ (বাগিদ্রিয়পোষকায়) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানদেবায়) ‘স্বাহা’ (মদীয়মিদং সত্ত্বং সমর্পিতমন্ত্ৰঃ ; সুহৃৎতমন্ত্ৰঃ, অসিদ্ধমন্ত্ৰঃ বা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

৫। ‘আপঃ’ (অপামধিষ্ঠাত্ৰ্যঃ) ‘জাবাপৃথিবী’ (জাবাপৃথিব্যোরধিষ্ঠাত্ৰ্যঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্ৰ্যঃ) ‘উষো’ (মহতাঃ) ‘বৃহতী’ (বৃহতাঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) ‘বিশ্বসত্ত্বঃ’ (সকলসুখজনয়িত্ৰ্যঃ) ‘দেবী’ (দেববিভূতয়ঃ) ‘নঃ’ (অশ্মান্) ‘হবিষা’ (হৃদগতেন শুদ্ধসংজ্ঞেন, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) ‘বৃধাতু’ (প্রবদ্ধয়ন্ত, উদ্বোধয়ন্ত, গৃহ্যন্ত বা) । ‘বৃহস্পতিঃ’ (দেবাধিদেবঃ ভগবান) অপি ‘নঃ’ (অশ্মান) ‘হবিষা’ (সত্ত্বাবেব, ভক্তিসুধয়া ইতি ভাবঃ) ‘বৃধাতু’ (প্রবদ্ধয়ন্ত, অমুগৃহ্যন্ত ইতি ভাবঃ) । ‘স্বাহা’ (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎপ্রীতিং জনয়ন্তু ; স্বাহা-মন্ত্রেণ তৎসর্বং ভগবতি সমর্পয়ামি, অসিদ্ধং সুহৃৎতমন্ত্ৰঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ।

ইমে মন্ত্ৰাঃ প্রার্থনামূলকাঃ ।



৬। ‘বিশ্বে’ (সর্বে) ‘মর্ত্যঃ’ (মনুষ্যাঃ) ‘নেতুঃ’ (ফলপ্রাপকস্ত) ‘দেবস্ত’ (জ্যোতমানস্ত, স্বপ্রকাশকস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘সখ্যং’ (সাহায্যং, আশুকুলং ইত্যর্থঃ) ‘বৃগীত’ (প্রার্থয়ন্তে) ; ‘বিশ্বে’ (সর্বে জনাঃ) ‘রায়ে’ (ধনায়, পরমধনায়—জ্ঞানধনায় ইতি ভাবঃ) ‘ইষ্ধ্যসি’ (দেবং প্রার্থয়ন্তি) ; ‘পুষ্যসে’ (পোষণায়, সন্ত্ভাবলাভায়) ‘হ্রামং’ (জ্যোতিভং, যশোহ্রামং সন্ত্ভাবং বা) ‘বৃগীত’ (প্রার্থয়ন্তে) ; ‘স্বাহা’ (এষা প্রার্থনা সিধ্যতু ফলসমম্বিতা ভবতু । অশ্বদমুষ্টিভং যজ্ঞং সুহৃতমস্ত ইতি ভাবঃ) । ভগবন্মহিমাপ্রকাশকোহয়ং মন্ত্রঃ ।

৭। হে অন্তব্যাদিবহির্বাধিনাশকৌ দেবৌ—দেববিত্তিতদ্ব্যৌ অশ্বিনৌ ইতি ভাবঃ । যুবাং ঋকসাময়োঃ’ (তন্মাকদেবয়োঃ, যদ্বা—নিখিলশুদ্ধসত্ত্বানাং ইতি ভাবঃ) ‘শিল্পে’ (শিল্পকারিণৌ, অভিব্যঞ্জকৌ, প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ) ‘স্বঃ’ (ভবঃ) ; ‘তে’ (তৌ প্রসিদ্ধৌ) ‘বাং’ (যুবাং) ‘আরভে’ (আবাধয়ামি) ; অপিচ, ‘তে’ (তথাবিধৌ যুবাং) ‘অস্ত’ (আরক্তস্ত) ‘যজ্ঞস্ত’ (আয়োদ্বোধনরূপস্ত কৰ্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) ‘আ উদূচঃ’ (সমাপ্তিপৰ্য্যাস্তং ইতি ভাবঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাতুং’ (রক্ষতং) । দেব-দেববিত্তিতয়োরভেদাৎ দেববিত্তিতিরপি বেদস্ত্যভিব্যঞ্জকঃ । অতঃ সমারাবিতঃ সন্ আয়োদ্বোধনপৰ্য্যাস্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘দেব’ (জ্যোতমান, জ্ঞানদায়ক) ‘বরুণ’ (স্নেহকাক্যময় হে বরুণদেব—ভগবন্ ইতি ভাবঃ) ‘শিক্ষমাণস্ত’ (সংকৰ্ম্ম সাধয়িতুং ইচ্ছতঃ ইত্যর্থঃ—অৰ্জ্জগাকারিণঃ ইতি ভাবঃ) ‘ইমাং’ (সংকৰ্ম্মবিষয়াং) ‘বিয়ঃ’ (বুদ্ধিঃ—উৎপাদনায় ইতি ভাবঃ) ‘দক্ষং’ (সংকৰ্ম্ম-বোদ্ধারং—স্বং ইতি ভাবঃ) ‘ক্রতুং’ (তৎকৰ্ম্ম—সংকৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ) ‘সং’ (সম্যক্প্রকারেণ) ‘শিশাধি’ (সাধয়—ক্রতুবিষয়কং জ্ঞানং দত্ত্বা তস্ত ক্রতোঃ পূর্ণতাং স্নফলং বা গময় ইতি ভাবঃ) । অপিচ হে দেব ! ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সৰ্ব্বানি) ‘হুরিতা’ (ছুরিতানি, পাপানি ইত্যর্থঃ) ‘যয়া’ (যেন কৰ্ম্মণা) ‘অতি তরেম’ (প্রকৃষ্টকপেণ উত্তীর্ণং ভবেম) ‘স্বতৰ্ম্মাণং’ (স্বথেন ত্রাণকারকং ইতি ভাবঃ) ‘নাবং’ (তৎকৰ্ম্মরূপাং তরণীং ইত্যর্থঃ) ‘অবি কহেম’ (প্রাপ্ত-সমৰ্থাঃ ভবাম—বয়মিতি শেষঃ) । সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ ! আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিঃ তথা পরম-সুখসাধনং লক্ষ্মীকৃত্য মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পং প্রকাশতে ।

৯। হে ভগবদ্বিত্তে ! স্বং ‘আঙ্গীরসী’ (অঙ্গিরসাং ঋষীগাং সৰ্ব্বজনানামিতি ভাবঃ, সম্বন্ধিনী) ‘উর্ক’ (অন্নরসরূপা, সন্ত্ভাবরূপা ইতি ভাবঃ) অপিচ ‘উর্গব্রদা’ (উর্গেব ব্রদীষসী, মৃত্ত্বন্ত্ভাবা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ‘মে’ (মাদৃশে অকিঞ্চনে জনে ইত্যর্থঃ) ‘উর্জ্জং’ (অন্নরসং, সন্ত্ভাবমিতি ভাবঃ) ‘যচ্ছ’ (প্রযচ্ছ ইতি যাবৎ) ।

১০। হে ভগবদ্বিত্তে ! স্বং ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষ, পরিত্রাষ ইতি ভাবঃ) ; ‘মা’ (ভব শরণাগতং অল্পগ্রহপ্রার্থিনং মাং ইতি ভাবঃ) ‘মা হিংসীঃ’ (মা নাশয়, মাং এতি কুটীলা বিরূপা মা ভব—মা পরিত্যজ ইতি ভাবঃ) ।

১১। হে ভগবদ্বিত্তে ! স্বং ‘বিষ্ণোঃ’ (বিশ্বব্যাপকস্ত, সংকৰ্ম্মনিবহস্ত ইতি ভাবঃ) ‘শম্’ (সুখহেতুঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অপিচ স্বং ‘যজমানস্ত’ (সংকৰ্ম্মকর্ত্তুঃ) ‘শম্’ (পরমাপ্রয়ঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ; অস্ম্যং স্বং ‘মে’ (মম—মাং ইতি ভাবঃ) ‘শম্’ (আশ্রয়—পরমসুখং ইতি ভাবঃ) ‘যচ্ছ’ (প্রযচ্ছ) । ততঃ ‘নক্ষত্রাণাং’ (অক্ষীয়মাপাণাং সত্ত্বাকানাং ইতি ভাবঃ)

‘অতিক্রাশাং’ (অতিক্রাশাং, ক্ষয়াং ইত্যর্থঃ) ‘মা’ (মাং) ‘পাহি’ (রক্ষঃ, মম সন্তাৰাঃ যথা বিনাশং ন যাস্তু তথা সাধয় ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ ।

১২। হে ভগবদ্বিত্তে ! স্বং ‘ইন্দ্রস্য’ (পরমৈশ্বর্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘যোনিঃ’ (প্রাপ্তিকারণঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ স্বং ‘মা’ (মাং) ‘হিংসীঃ’ (মাং প্রতি কুটিলঃ মা ভবতু, মাং মা পরিত্যজতু ইতি ভাবঃ) ।

১৩। হে মম চিত্তবৃত্তে ! ‘কৃষ্যে’ (স্বকর্ষণায়, সোৎকর্ষণ্য ইতি ভাবঃ) তথা ‘সুসন্তায়ৈ’ (‘সুশস্ত্রাভায়, যদ্বা—সদ্বাবরূপায় শস্ত্রাদিলক্ষ্যে ইত্যর্থঃ) ‘জা’ (জাং) নিরোজ্যামি ইতি শেষঃ ।

১৪। অপিত হে মম চিত্তবৃত্তে ! ‘সুপিপ্লভাভ্যঃ’ (সুফলসমবিত্তায় ইত্যর্থঃ) ‘ওষধীভ্যঃ’ (কর্মক্ষয়্যায়) ‘হা’ (হাং) নিরোজ্যামি ইতি ভাবঃ ।

১৫। ‘সুপিত্তা’ (সৎকর্মণঃ সুষ্ঠুসম্পাদকঃ ইতি ভাবঃ) ‘বনস্পতিঃ’ (সংসারারণ্যানাং পতিঃ) ‘দেবঃ’ (স্বপ্রকাশঃ ভগবান্) ‘উর্দ্ধঃ’ (উন্নতঃ, অন্ধকূলঃ সন্ ইতি ভাবঃ) ‘মা’ (মাং) ‘উদৃচঃ’ (উত্তরায় ঋচঃ পর্যাস্তং, যদ্বা—কর্মসমাপ্তি-পর্যাস্তং) ‘পাহি’ (রক্ষ, পাপাং মাং পরিত্যজস্ব ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্ৰঃ ।

১৬। (ক) ‘মনসা’ (চিত্তত্ব) ‘যজ্ঞং’ (উদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞং ইত্যর্থঃ) ‘স্বাহা’ (স্বাহানামকমিব) প্রাপ্তুর্মহীমিতি শেষঃ, যদ্বা—সুহৃতমস্তু ইতি ভাবঃ । অথবা, ‘মনসা’ (চিত্তেন) ‘যজ্ঞং’ (দর্শপৌর্ণমাসাদিকপং সৎকর্ম) ‘স্বাহা’ (প্রাপ্তোমি, সম্যক সাধয়িতুং সমর্থঃ ভবামি ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং ভাবঃ ।

(খ) অপিত, সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম বা ‘আবাপৃথিবীভ্যাং’ (ভুলোকস্থলে কয়েঃ, ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ । ‘স্বাহা’ (সুহৃতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) ।

(গ) সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ সৎকর্ম বা ‘উবোঃ’ (‘মহাস্তং, বিস্তীর্ণং’) ‘অন্তরিক্ষাং’ (অন্তরিক্সলোকাং—অন্তরিক্সলোকং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ । ‘স্বাহা’ (সুসিদ্ধং সুহৃতমস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) ।

(ঘ) ‘যজ্ঞং’ (সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম বা) ‘বাতাং’ (স্বভাবাং, প্রবর্তকাদিতি ভাবঃ) ‘আরভে’ (তেন প্রবৃত্তঃ ভবামি ইত্যর্থঃ) ; অথবা সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ‘বাতাং’ (স্বভাবপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘আরভে’ (সুসিদ্ধঃ ভবতি ইতি ভাবঃ) ‘স্বাহা’ (সুহৃতঃ সুসিদ্ধঃ অস্ত সঃ মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অমুবাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। ‘আত্মার উদ্বোধন যজ্ঞ করিব’—এইরূপ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্তু (আমার অনুষ্ঠিত মানস যজ্ঞ পরিপূরণার্থে) সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রয়োজক (অথবা সিদ্ধি-দাতা) সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে আমার এই সন্ত-ভাব সমর্পিত হউক । (আমার সেই উদ্বোধনযজ্ঞ সুসিদ্ধ ও সুহৃত হউক) ।

২। ভগবদ্বিষয়ে ধারণা-শক্তি-লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা সেই জ্ঞান-দেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৩। ব্রত-নিয়ম অর্থাৎ সংকল্প-সমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৪। বাক্-সিদ্ধির জন্য, বাগিন্দ্রিয়ের পোষক সেই জ্ঞান-দেবতার উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক। (আমার এই উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত ও হুসিদ্ধ হউক)।

৫। হে জলের অধিষ্ঠাত্রী ! হে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী ! হে অন্ত-রিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী ! হে মহান্ ! হে বিশ্বব্যাপক ! হে সকল স্রুতের জনয়িতা দেব-বিভূতিসমূহ ! আপনারা আমার হৃদয়ত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে প্রবর্তিত (উদ্বোধিত) অথবা গ্রহণ করুন। দেবাধিদেব ভগবান আমাদিগকে (আমাদিগের সত্ত্ব ও ভক্তি-সুধা) প্রবর্তিত করুন—গ্রহণ করুন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সত্ত্ব-সমূহ ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করুক। স্বাহা মন্ত্রের দ্বারা তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিতেছি। আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নহত হউক।

এই মন্ত্র-পঞ্চক প্রার্থনামূলক।

৬। সকল মনুষ্য-ফলদাতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য) প্রার্থনা করেন। সকলেই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞান-ধনের জন্য (পরমধন-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। পুষ্টির জন্য (সত্ত্বভাব-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। স্বাহা অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক (অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত কৰ্ম হুসম্পন্ন হউক)।

৭। হে অন্তর্ব্যাদি-বহির্ব্যাদি-নাশক দেবাবিভূতিদ্বয় (অগ্নিনীদ্বয়) ! আপনারা ঋক্ ও সাম বেদের (অথবা নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবে) শিল্পী অর্থাৎ অভিযাজক হয়েন ; সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) আপনাদিগের দুই জনকে আরাধনা করি। আপনারা আমাদিগের এই আরক্ আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন। (ভাব

এই যে,—দেবতা আর দেববিন্দু অতিশয় । সুতরাং আপনারা দুই জনও বেদের অভিব্যঞ্জক ; অর্থাৎ নিখিল শুদ্ধসত্ত্বপ্রদাতা আপনারা আমাদের কর্তৃক আরাধিত হইয়া আমাদেরই রক্ষা করুন ।

৮। হোতমান জ্ঞানদায়ক স্নেহ-কারুণ্যময় হে ভগবন বরুণদেব ! সংকর্ষসাধনেচ্ছা অর্চনাকারীর (আমার) সংকর্ষ-বিষয়ক বুদ্ধি উৎপাদনের নিমিত্ত সংকর্ষবেত্তা আপনি (আমার) সেই কর্ষকে সম্যক-প্রকারে সাধন করুন অর্থাৎ আমাকে কর্ষ-বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া সেই কর্ষের পূর্ণতা সাধনে সফল প্রদান করুন । অপিচ, হে দেব ! যে কর্ষের দ্বারা সর্ববিধ পাপ (ছুরিত) হইতে প্রকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারি, স্নেহপ্রদায়ক (অথবা স্নেহ-সাধক পরিব্রাজ-বিধায়ক) সেই কর্ষরূপ তরুণী যেন প্রাপ্ত হই । (মন্ত্রটি সঙ্কল্প-মূলক । আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিতে পরমস্নেহ-সাধনের আকাঙ্ক্ষাই এই মন্ত্রের অন্তর্গত সঙ্কল্পের লক্ষ্য) ।

৯। হে ভগবদ্বিন্দুতে ! আপনি অগ্নিরস ঋষিদিগের অর্থাৎ সমস্ত মানবের অমরস্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বাবরূপ এবং উর্গাতস্তর ত্রায় মুহূষভাবা হয়েন । সুতরাং মাদৃশ অকিঞ্চন দীনজনে অমরস অর্থাৎ সত্ত্বাব প্রদান করুন ।

১০। হে ভগবদ্বিন্দুতে ! আপনি আমাকে রক্ষা (পরিব্রাজ) করুন । আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি কুটিল বা বিরূপ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ।

১১। হে ভগবদ্বিন্দুতে ! আপনি বিশ্বব্যাপক সংকর্ষ-সমূহের অর্থাৎ তন্মিত্তক স্নেহের প্রাপ্তি-হেতুভূত হয়েন ; অপিচ, আপনি সংকর্ষকারীর পরম আশ্রয় হয়েন । অতএব আমাকে আশ্রয়—পরমস্নেহ প্রদান করুন । তদনন্তর অক্ষীয়মান সত্ত্বাবসমূহের ক্ষয় হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ আমার সত্ত্বাবসমূহ যেন বিনষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ।

১২। হে ভগবদ্বিন্দুতে ! আপনি পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির কারণ হয়েন । অতএব আপনি আমার প্রতি বিরূপ হইবেন না অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ।

১৩। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! সূক্ষ্মের অর্থাৎ উৎকর্ষসাধনের

নিমিত্ত এবং সৃশস্ত্র-লাভের অর্থাৎ সন্তান-রূপ সৃশস্ত্র-প্রাপ্তির জন্য তোমাকে (এই কৰ্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি ।

১৪। হে আমার চিত্তবৃত্তি ! সূফলসম্মিত কৰ্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত তোমাকে (এই কৰ্ম্মে) নিযুক্ত করিতেছি ।

১৫। সৎকৰ্ম্মের সৃষ্টসম্পাদক সংসার-অরণ্যের অধিপতি স্বপ্রকাশ ভগবান (আমাদিগের প্রতি) অনুকূল হইয়া (আমাদিগের) আরক্ত কৰ্ম্মের উত্তরা (শেষ) ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে (পাপ হইতে) রক্ষা করুন । (ভাব এই যে, - সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে সৎকৰ্ম্মের শুভফল প্রদান করুন) ।

১৬। (ক) চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্ঞকে যেন স্বাহা (স্বাহা নামক অগ্নির) মত প্রাপ্ত হই ! অর্থাৎ, সে যজ্ঞ যেন সূহৃত হুসিক্ত হয় । অথবা চিত্তের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকৰ্ম্ম যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—আমার মানস-যজ্ঞ যেন সূচারুরূপে সম্পন্ন হয়) ।

(খ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ বা সৎকৰ্ম্ম যেন ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক) । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্মের প্রভাবে দেবকিছুতি-সমূহ অধিগত হয়) ।

(গ) সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ (মানস-যজ্ঞ) অথবা সৎকৰ্ম্ম যেন মহৎ-অন্তরিক্ষলোক (বিশ্ব) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায় (পাউক) । (ভাব এই যে,—সৎকৰ্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সম্ভাব উপজিত হইলে সেই বিরাট বিশ্বময়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়) ।

(ঘ) সেই উদ্বোধন-যজ্ঞকে অথবা সৎকৰ্ম্মকে যেন আমি সম্ভাব হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সম্ভাব সহযুত হইয়া আমি যেন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি । (অথবা সম্ভাবপ্রভাবে আমার সেই উদ্বোধন যজ্ঞ যেন হুসিক্ত হয়) । সেই কার্য্য (আমার মানস-যজ্ঞ) সিদ্ধ হউক । স্বাহা মন্ত্রে তাহাকে উদ্বোধিত করিতেছি । (ভাব এই যে,—যে জ্ঞানময় দেব উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন, যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্য—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সম্ভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক) ।

মন্ত্রভাষ্যং (সায়াণাচার্য্যকৃতং) ।

প্রথমানুধাকে প্রাচীনবংশপ্রবেশোহভিহিতঃ । অথ প্রতিষ্ঠা দীক্ষনিয়মরূপেণ তপসা শরীর-
শুদ্ধৌ সত্যাং পশাদেবযজ্ঞনবীকারাদিযোগ্যতেতি দ্বিতীয়ানুধাকে দীক্ষা বিধীয়তে । তত্র
দীক্ষণীয়েষ্টাবধরমঙ্গাগামতিদেশতঃ প্রাপ্তবাদীক্ষাহুত্যানিমিত্তা এবোচ্যন্তে ।

১। “আকুতৌ প্রযুজ্জংগয়ে স্বাহা । ২। মেধায়ৈ মনসেংগয়ে স্বাহা । ৩। দীক্ষায়ৈ
তপসেংগয়ে স্বাহা । ৪। সরস্বতৌ পৃষেংগয়ে স্বাহা । ৫। আপো দেবীর্বৃহতীর্কিংশশুভ্রবো
ত্বাবাপৃথিবী উর্কন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু স্বাহা ।” —কল্পঃ—“আজ্যস্থাল্যাঃ ঋবেণোপ-
ঘাতং দীক্ষাহুতীর্জ্জুহোতি আকুতৌ প্রযুজ্জংগয়ে স্বাহা মেধায়ৈ মনসেংগয়ে স্বাহা দীক্ষায়ৈ
তপসেংগয়ে স্বাহা সরস্বতৌ পৃষেংগয়ে স্বাহেত্যথ ঋচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা ঋচা পঞ্চমী
জুহোতি আপো দেবীর্বৃহতীর্কিংশশুভ্রবো ত্বাবাপৃথিবী উর্কন্তরিক্ষং বৃহস্পতির্নো হবিষা বৃধাতু
স্বাহেতি” ইতি ।

যজ্ঞং করিষ্যামিত্যেবংবিধো মানসঃ সঙ্কল্প আকুতিঃ । তৎসম্পূর্ত্তার্থমবিয়েন মাং প্রেরয়তে
বহুয়ে হবিরিদং হৃতমস্ত । শ্রুতয়ো ফলসাধনয়োদ্ধারণাশক্তিস্থেধা । তৎসিদ্ধার্থং মদীয়মনোভি-
মানিনে বহুয়ে হৃতমস্ত । দীক্ষা ব্রতনিয়মঃ । তৎসিদ্ধার্থং মদীয়শরীরতপোভিমানিনে বহুয়ে
হৃতমস্ত । মন্ত্রোচ্চারণশক্তিঃ সরস্বতী । তৎসিদ্ধার্থং বাগিদ্রিয়পোষকায় বহুয়ে হৃতমস্ত ।
বৃহস্পতিরম্মাকং হবিষা বর্দ্ধিতাম্ । হে আপো ভবত্যোহপি বর্দ্ধিতাং । ত্বাবাপৃথিব্যৌ বর্দ্ধিতাম্ ।
বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং চ বর্দ্ধিতাং । কৌন্থ আপঃ । দেবীর্কৃষ্ণিরাপেণ দ্যলোকাদাগতাঃ । বৃহতীর্হলাঃ ।
বিংশশুভ্রবঃ সস্তপাচনেন সর্বস্ত জগতঃ সস্তং কুরুত্যাং ॥

আহুতীর্কিধত্তে—“অদীক্ষিত একম্বাহুত্যাঃ ঋবেণ চতস্রো জুহোতি দীক্ষিতস্তায় ঋচা
পঞ্চমীং পঞ্চক্ষরা পঙক্তিঃ পঙক্তৌ যজ্ঞো যজ্ঞমেবাবরুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)
ইতি ॥ প্রথমমন্ত্র আকুতু্যপযোগমাহ—“আকুতৌ প্রযুজ্জংগয়ে স্বাহেত্যাহুকুত্যা হি পুরুষো
যজ্ঞনভি প্রযুজ্জংগয়েতি”, (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । যদা মনসাহুতীস্তদা
পুরুষ ঋজ্বামগ্রে যজ্ঞমভিলক্ষ্য যজ্ঞয়েতি বাচঃ প্রযুজ্জংগয়ে ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে মেধোপযোগমাহ—
“মেধায়ৈ মনসেংগয়ে স্বাহেত্যাহ মেধয়া হি মনসা পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি ।” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ২) ইতি । শ্রুতয়োঃ ফলসাধনয়োঃ বিস্মরণেন ধৃতয়োঃ নশা যজ্ঞকর্তব্যতাং
প্রতিপত্ততে । তপোভিমানিনো বহুরমুগ্রহেণ দীক্ষাসিদ্ধিঃ স্পষ্টেত্যভিপ্রোক্ত্য তৃতীয়মন্ত্রো ন
ব্যখ্যাতঃ ॥ চতুর্থমন্ত্রে পদবাক্যায়োরর্থমাহ—“সরস্বতৌ পৃষেংগয়ে স্বাহেত্যাহ বাঐ সরস্বতী
পৃথিবীঃ পুষা বাঐচৈব পৃথিব্যা যজ্ঞং প্রযুজ্জংগয়ে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বাচা
মন্ত্রোচ্চারণসিদ্ধিঃ । পৃথিব্যা যজ্ঞস্ত দেবযজ্ঞনবীহাদিদ্রব্যসিদ্ধিঃ ॥ পঞ্চমমন্ত্রস্ত পূর্বভাগে বহু-
বিশেষণাভিপ্ৰায়মাহ—“আপো দেবীর্বৃহতীর্কিংশশুভ্রব ইত্যাহ বা বৈ বর্ষাত্তা আপো দেবী-
র্বৃহতীর্কিংশশুভ্রবঃ ।” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বর্ষে ভবা বর্ষায়াঃ ॥ বিপক্ষে
বাধমাহ—“যদেতদ্বজ্রুর্ন ত্র্যাদিব্যা আপোহশান্তা ইমং লোকমাগচ্ছন্তুঃ” (সং. কা. ৩ প্র. ১
অ. ২) ইতি । দিব্যাদাদশনিবদশামশাস্ত্বং ॥ যস্মায়স্ক্রোক্তগুণস্তত্যা জলদেবতায়াঃ শাস্তি-
শাস্ত্রাশাস্তাঃ স্তথকারিণ্য ইত্যেতং স্বপক্ষমুপসংহরতি —“আপো দেবীর্বৃহতীর্কিংশশুভ্রব ইত্যাহায়া

এবৈনা লোকায় শময়তি তস্মাচ্ছান্তা ইমং লোকমাগচ্ছতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ॥
 মন্ত্রস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়ভাগয়োঃপযোগমাহ—“আবাপৃথিবী ইত্যাহ আবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উর্কন্তরিক্-
 মিত্যাহান্তরিক্ হি যজ্ঞঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ.) ইতি । ভূমৌ দেবযজ্ঞনমন্তরিক্ হেতু-
 ঠানীয় সঞ্চারো দিবি ফলমিতি যজ্ঞস্ত লোকত্রয়বর্জিতং ॥ মন্ত্রস্ত চতুর্থভাগাভিপ্রায়মাহ—
 “বৃহস্পতির্নো হবিষা বুধাভিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্কর্কণৈবায়ৈ যজ্ঞমবরুদ্ধে” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । দেবানাং মধ্যে বৃহস্পতেণ্ডুরক্বেন পরব্রহ্মস্বরূপত্বং ॥ হবিষা
 বিধেরিতি শাখান্তরমন্ত্রপাঠত্বং নিন্দিত্বা স্বপাঠং প্রশংসতি—“যদ্বক্রয়াদিধেরিতি যজ্ঞস্থাণু-
 মুচ্ছেদ্বৃধাভিত্যাহ যজ্ঞস্থাণুমেব পরিবৃণক্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । বৃহস্পতি-
 র্বিদধাভিত্যাক্তে সত্যভিবৃদ্ধেরহুচিতাদায়জ্ঞবিয়ং যজ্ঞমানঃ প্রাপ্নুয়াদ্বৃধাভিত্যাক্তা তৎপরিহারঃ ॥

৬। “বিশ্বে দেবস্ত নেতুর্মর্ত্যো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধাসি দ্যাম্ বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা ।”
 বোধায়নঃ—“অপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বাহজ্যপুর্নেন অচোদগ্রহণং জুহোতি বিশ্বে দেবস্ত
 নেতুর্মর্ত্যো বৃণীত সখ্যং বিশ্বে রায় ইষুধাসি দ্যাম্ বৃণীত । পুষ্যসে স্বাহেতি” ইতি ।
 আপত্তম্—“দ্বাদশগৃহীতেন অচং পুরয়িত্বা বিশ্বে দেবস্ত নেতুরিতি পূর্ণাহতি ৬ বজ্রী” ইতি ॥

বিশ্বে বিশ্বাত্মকস্ত নেতুর্জগন্নির্বাহকস্ত দেবস্ত সখ্যমহুগ্রহং মর্ত্যো মরণবানযজ্ঞমানঃ সহসা
 বৃণীত । তচ্চ সখ্যমীদৃশেন স্তোত্রেন লভ্যতে । বিশ্বে হে বিশ্বাত্মক রায়ো ধনস্তেষুধ্যসীশিষে । স্তত্বা
 (ত্যা) পুষ্যসে যজ্ঞপোষণায় দ্যাম্ ধনং যাচেত । ইদং হবিস্তব হতমন্ত্র ॥ তমিদমৌদগ্গৃহণহোমং
 বিধান্তান্ধ্যায়িকয়া পদং নির্বর্ত্তি—“প্রজাপতির্যজ্ঞমহজত সোহস্ম্যংসৃষ্টঃ পরাউৎসপ্রযজুর-
 ব্রীনাংপ্র সাম তমৃগদয়চ্ছতৃগুদয়চ্ছতৃদৌগ্গৃহণত্বং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ।
 পশায়মানং যজ্ঞপুরুষং গ্রহীত্বং প্রজাপতিনা প্রেরিতানাং ত্রিবিধমন্ত্রপুরাণাং মধ্যে যজুঃসাম-
 পুরুষৌ স যজ্ঞঃ প্রকর্ষণেণরলীনাদাবুগোৎ । ঋগেদবতা তু তং যজ্ঞমদগৃহান্ত্রাদেবতদৃকসাধ্য-
 মমুষ্ঠনমৌদগ্গৃহণং ॥ তদেতদ্বিধতে—“ঋচা জুহোতি যজ্ঞস্তোতৃত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ.
 ২) ইতি ॥ তদীয়ং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অমুষ্ঠপৃচ্ছন্দসামুদয়চ্ছদিত্যাহত্বান্দ্যাদমুষ্ঠভা জুহোতি
 যজ্ঞস্তোতৃত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি ॥ এতন্মন্ত্রগতমৃকত্বং ছন্দশ্চ যথা প্রশস্তং
 তথৈব পদসংখ্যামপি প্রশংসতি—“দ্বাদশ বাৎসবন্ধাহুদয়চ্ছদিত্যাহত্বান্দ্যাদদশভির্কাসংসবন্ধরিদৌ
 দীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । যথা বৎস একেকেন পাশেন প্রবধ্যতে তথা
 বিশ্বে দেবস্তোত্বাদিষু দ্বাদশজ পদেষু একেকেন পদেন যজ্ঞো বধ্যতেহতন্তানি পদানি বাৎসবন্ধানি ।
 বৎসস্তেব বন্ধো বৎসবন্ধঃ । তদীয়ানি পদানি যজ্ঞমদগৃহস্তীত্যাহঃ পূর্বেহভিজ্ঞাঃ । তদ্বিদোহ-
 ধর্য্যব ইদানীমপি তৈঃ পদৈজুহ্বতি ॥ পূর্কমভিজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যা ছন্দসঃ প্রশংসা কৃত্য । ইদানীং
 বাগাত্মকত্বেন ছন্দঃ স্ত্যতে—“সা বা এষগ্নুষ্ঠুপাগ্নুষ্ঠুগ্যাদেতয়র্কী দীক্ষয়তি বা চৈবেন ৬ সর্ব্বয়া
 দীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । অমুষ্ঠভো বাধিশেষত্বেন বাগুপত্বং ।
 ছন্দোস্তরস্তাপি তৎসমমিতি চেত্বর্হি প্রসঙ্গে সতি তদপি তথা স্তোতব্যং ॥ লিঙ্গোপজীবনেন মন্ত্রং
 স্তোতি—“বিশ্বে দেবস্ত নেতুরিত্যাহ সাবিত্র্যেতেন মর্ত্যো বৃণীত সখ্যমিত্যাহ পিতৃদেবত্যাতেন
 বিশ্বে রায় ইষুধ্যসীত্যাহ বৈশ্বদেব্যেতেন দ্যাম্ বৃণীত পুষ্যস ইত্যাহ পৌঞ্চয়েতেন সা বা এষদর্ক-
 দেবত্যা যদেতয়র্কী দীক্ষয়তি সর্কীভিরেবৈনং দেবতাভিদীক্ষয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)

ইতি । প্রথমপাদে সবিতৃপর্যায়স্ত্র নেতৃশব্দস্ত্র প্রয়োগেন সাবিত্রত্বং । দ্বিতীয়পাদে মর্তশব্দেন মৃতপিতৃস্মরণং পিতৃদেবত্বত্বং । তৃতীয়পাদে বিশ্বশব্দস্ত্র প্রয়োগাদৈশ্বদেবত্বং । চতুর্থপাদে পুষ্যস ইত্যুক্তত্বাৎ পৌষত্বং ॥

অক্ষরসংখ্যামুপজীব্য ত্তোতি—“সপ্তাক্ষরং প্রথমং পদমষ্টাক্ষরাণি ত্রীণি যানি ত্রীণি তান্ যষ্টা-
বুপয়ন্তি যানি চত্বারি তাত্ত্বাষ্টৌ যদষ্টাক্ষরা তেন গায়ত্রী যদেকাদশাক্ষরা তেন ত্রিষ্টুগ্ যদ্বাদশাক্ষরা
তেন জগতী সা বা ঐষকসর্কীণি ছন্দাৎ সি যদে তয়রুদা দীক্ষয়তি সর্কেভিরেবৈনং ছন্দোভির্দীক্ষয়তি’
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । প্রথমং পদমৃচি প্রথমঃ পাদঃ । দ্বিতীয়াদিমু ত্রিষ্-
পাদেবস্তু প্রত্যেকমক্ষরগতাস্তিসংখ্যা । দ্বিতীয়পাদে সথিয়মিত্যক্ষরত্রয়গাষ্ট্রং পূর্বীয়ং ।
প্রথমপাদং দ্বৈধা বিভজ্য ত্রীণ্যক্ষরাণি তৃতীয়পাদে চত্বারি চতুর্থপাদে গণনীয়ানি । তথা সতি
দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপাদা অক্ষরসংখ্যাভির্গায়ত্রাদিসমা ইতি ছন্দস্ত্রয়সম্পত্তিঃ । গায়ত্রাদীনাম্
ত্রয়াণাম্ সৰ্বনত্রয়ে প্রাধান্ত্যং সর্কচ্ছন্দঃসম্পত্তিঃ ॥ সপ্তসংখ্যামুপজীব্য ত্তোতি—“সপ্তাক্ষরং
প্রথমং পদং সপ্তপদা শব্দী পশবঃ শব্দী পশুনৈবাববন্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২)
ইতি । বিধে দেবস্ত্র নেতুরিত্যত্র সপ্তাক্ষরাণি । প্রাথম্যৈ পুরো রথমিত্যত্র চ শব্দার্থ্যমৃচি
সপ্তপাদাঃ । শব্দার্থ্যাঃ পশুপ্রদত্তাং পশুরূপত্বং ॥ অশেষজগদ্ব্যবহারসমন্বয়েন মন্ত্ৰং ত্তোতি—
“একাদশাক্ষরাদিনাপ্তং প্রথমং পদং তস্মাদবদ্ব্যচোহনাপ্তং তন্মন্ত্ৰা উপজীবন্তি পূর্ণা জুহোতি
পূর্ণ ইব হি প্রজাপতিঃ প্রজাপতেরাষ্ট্র্যে ন্যূনয়া জুহোতি ন্যূনাক্ষি প্রজাপতিঃ প্রজা অশ্বজন্ত
প্রজানাং সৃষ্টৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ২) ইতি । ঐষাদস্ত্যমৃচি প্রথমঃ পাদ
একেনাক্ষরেণ ন্যূনস্তমন্ত্ৰা বাচঃ স্বরূপমনাপ্তমসম্পূর্ণমুপজীবন্তি । মূলধারাহুংপরো বায়ুশ্মৃদ্ধি-
পর্যন্তং প্রস্তুতো বক্ত্রে তত্ত্বৎস্থানেষু বর্ণাহুংপাদয়তি । তদিদং বর্ণাভিব্যক্তলক্ষণং বাচচতুর্থং
পদং । পূর্বাণি তু ত্রীণি কণ্ঠাদব এব রূঢ়ান্নাভিব্যঞ্জয়িতুং শক্যন্তে । তথা চান্মায়তে—
“গুহা ত্রীণি নিহিতা নেজ্ঞরাস্ত্র তুরীয়ং বাচো মন্ত্ৰা বদাস্ত” ইতি । এতেনাসম্পূর্ণবাহ্যবহার-
সাম্যং দর্শিতং । কিং চেয়মুত্তরেষু পাদেষুপূর্ণা তেন সৃষ্টিপূর্ণপ্রজাপতিসাম্যাত্ত্বংপ্রাপ্তমে
ভবতি । প্রথমপাদে যদক্ষরন্যূনত্বং তেন সৃষ্টিশৃঙ্গজগদ্বীজসাম্যং প্রজোৎপত্তয়ে ভবতি ॥

৭ । “ঋক্সাময়োঃ শিলে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাহস্ত যজ্ঞস্তোদৃচঃ ।”—কল্পঃ—
“অথ যজ্ঞমানায়তনে কৃষ্ণাজিনং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমোপস্থগাতি তস্ত গুরুকৃষ্ণে সংযুশতি
গুরুহস্তৌ ভবতি কৃষ্ণেহস্থলিঙ্গক্সাময়োঃ শিলে স্থস্তে বামা রভে তে মা পাতমাহস্ত
যজ্ঞস্তোদৃচ ইতি” ইতি । হে গুরুকৃষ্ণে রেধে যুবাংক্সাময়ো সম্বন্ধিনী চিত্রে ভবথঃ । এতচ্চ
ব্রাহ্মণে স্পষ্টী ভবিষ্যতি । তাদৃশৌ তে যুবাং স্পৃশামি । অস্ত্র যজ্ঞস্ত্র য়েয়মুত্তমা তয়োপলঙ্কিতা
যা কন্ধ্যমাস্তিস্তত্পর্যন্তং তে যুবাং পালয়তম্ ॥ ইমং মন্ত্রমবতারয়ন্নাত্মায়িকয়া শিল্পত্বং
বিশদয়তি—“ঋক্সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞায়াতিষ্ঠমানে কৃষ্ণো রূপং কৃষ্ণাহুংক্রম্যাতিষ্ঠতাং
তেহমন্ত্রস্ত যং বা ইমে উপাবৎস্ততঃ স ইদং ভবিষ্যতীতি তে উপামন্ত্রস্ত তে অহোরাত্রয়ো-
ঋহিমানপনিধায় দেবাহুপাবর্তেতামেষ বা ঋচো বর্ণো যজ্ঞক্স কৃষ্ণাজিনস্তৈব সান্নো যং কৃষ্ণং”
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । ঋক্সামে দেবতে কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞার্থ-
নাত্মানমপ্রকাশয়মানে আত্মতিরোধানায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা ভদীয়ং সম্পূর্ণং রূপং কৃষ্ণা দেবেভ্যোহ-

পক্রম্য কচিদগৃহে অতিষ্ঠতাং । দেবা বিচারিতবন্তো যং পুরুষমিমে ঋক্সামে প্রাপ্যাতঃ স ইদং যজ্ঞফলং প্রাপ্যাস্ততীতি । দেবাস্ত ঋক্সামে রহসি কেনাপ্যুপায়েনোপচ্ছন্দিতবন্তঃ । তে উভে অহোবাত্রমহিমানং শুক্লকৃষ্ণবর্ণদ্বয়ং স্বকীয়ে যুগশরীরে স্থাপয়িত্বা দেবসমীপমাগচ্ছতাং । কৃষ্ণাজিনস্ত যজ্ঞকৃৎ স এষ ঋচা স্বীকৃতোহক্শো বর্ণঃ । যৎ কৃষ্ণং স এষ সান্না স্বীকৃতো রাত্রেবর্ণঃ ॥ শিল্লহমুপপাত্ত মন্ত্ৰং ব্যাচষ্টে—“ঋক্সাময়োঃ শিরে স্থ ইত্যাহক্সামে এবাবরুদ্ধে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি ॥ ন কেবলমুক্সামপ্রাপ্তিঃ । কিংবহোরাত্রসারপ্রাপ্তি-
চেত্যাহ—“এষ বা অক্শো বর্ণো যজ্ঞকৃৎ কৃষ্ণাজিনশ্চৈষ রাত্রিয়া যৎ কৃষ্ণং যদেবৈনয়োস্তত্র যজ্ঞং তদেবাবরুদ্ধে” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি । এনয়োরহোরাত্রয়োঃ সম্বন্ধি যৎ সাবং তত্রক্সাময়োস্ত্র্যজ্ঞং গৃঢ়ং তদপি প্রাপ্নোতি ॥ বিধত্তে - “কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্রূপং যৎ কৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণৈবৈনং দীক্ষয়তি” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি । ব্রহ্মবেদস্তদ্রূপতঃ কৃষ্ণাজিনস্ত । ঋক্সামশিল্লবারিত্তদ্রূপপন্নং । দীক্ষয়তি কৃষ্ণাজিনেন যজ্ঞমানং যোজয়তি । যোজনং দ্বিবিধং । আন্তর্গত্বা কৃষ্ণাজিনগ্রাহরোহণমতত্ত্বা কৃষ্ণাজিনস্ত প্রাবরণং চ । তৎপ্রকার আপত্ত্বেন দর্শিতঃ - “কৃষ্ণাজিনেন যজ্ঞমানং দীক্ষয়তি দ্বাভ্যাং সন্য দীক্ষেতাস্তম্ভাভ্যাং বাহ্যং বহির্লোমাত্যং যথেকং স্তান্দক্ষিণং পূর্বং পাদং প্রাতীবাধ্যৎ” ইতি ॥

৮ । “ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগন্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ শিশাধি যয়াহতি বিধা ছুরিতা তরেম সূতর্গামমধি নাবৎ রহেম ।”—কল্পঃ—“অথ দক্ষিণং জাঘাচ্যাস্পতীমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগন্ত দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সৎ শিশাধি যয়াহতি বিধা ছুরিতা তরেম সূতর্গাম-
মধি নাবৎ রহেমিতি” ইতি ॥ হে বরুণ দেবেমামগ্নিষ্টোমবিষয়াং ধিয়মুপাদদানস্ত যজ্ঞমানস্ত সম্বন্ধিনং দক্ষং সমৃদ্ধমগ্নিষ্টোমং ক্রতুং সংশিশাধি সম্যগুপদিষ্ট পারং নয় । বয়মপি পারং গন্তুং সর্বাণি বিয়রূপছুরিতানি যয়া নাবাহত্যন্তং তরেম তাং সূতেন তরণে সমর্থ্যমিমাং কৃষ্ণাজিন-
রূপাং নাবনবিরহেম । মন্ত্ৰস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—ইমাং ধিয়ৎ শিক্ষমাগন্ত দেবেত্যাহ যথাযজু-
রেবৈতৎ” (সং০ কা০ ৬ প্র০ ১ অ০ ৩) ইতি ॥

৯ । “উর্গত্ৰাঙ্গিরস্যর্গব্রদা উর্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিৎ সীর্কিষোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজ্ঞমানস্ত শর্ম্ম মে যচ্ছ নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহি ।”—বোধায়নঃ—“প্রদক্ষিণং মেথলাং পর্য্যন্ততি উর্গত্ৰাঙ্গিরস্যর্গব্রদা উর্জং মে যচ্ছ পাহি মা মা মা হিৎ সীর্কিত অথ যজ্ঞমানং বাসসা প্রোর্বোতি বিষোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজ্ঞমানস্ত শর্ম্ম মে যচ্ছেতি বসনত্ৰাতীকাশেষু যজ্ঞমানং বাচয়তি নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহীতি” ইতি ॥ হে মেথলে ত্বমঙ্গিরসাং সম্বন্ধিত্বন্নররূপা কৃষ্ণলবঙ্গদ্রুততোহন্নরসং মে প্রযচ্ছ, মাং পালয়, হিংসাং বন্ধনেন বেদনারূপাং মা কুরু । হে বস্ত্র স্বং বিষোঃ সূতপ্রদমসি, যজ্ঞমানস্ত সূতং প্রযচ্ছ, মমাপি সূতং প্রযচ্ছ । হে বস্ত্র মাং নক্ষত্রপ্রকাশাং পাহি । শাখাস্তবাহুসারেণ হে উষ্ণীষেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ তদিদং বোধায়নে ন মন্ত্রক্রমমুস্থ্যোক্তম্ । অপত্ত্বস্ত ব্রাহ্মণক্রমমুস্থ্য বস্ত্রমেথলয়ো পৌর্ক্যপর্য্যমাহ—“বিষোঃ শর্ম্মাসীত্যনেন বাসসা দক্ষিণমভ্যং যজ্ঞমানঃ প্রোবুতে, নক্ষত্রাণাং মাহতীকাশাং পাহীতি শিরঃ, উষ্ণীষণে শিরো বেষ্টয়ত ইতি বাজসনেয়ং, শরমরী মোজী বা মেথলা ত্রিবৃৎপৃথ্যাত্তরতঃ-
পাশা তয়া যজ্ঞমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীমুর্গদীতি” ইতি । রজ্জুসদৃশী মেথলা । জটাসদৃশং

যোক্তম্ । বস্ত্রপ্রাবরণং বিধন্তে—“গৰ্ভো বা এষ যদীক্ষিত উৰং বাসঃ পোণুতে তস্মাদ্ভাঃ প্রাবৃত্তা জায়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । দীক্ষিতস্ত গৰ্ভরূপত্বং বহুচ্চাক্ষণে প্রপঞ্চিতং—“পুনৰ্কা এতম্বিজো গৰ্ভং কুৰ্বন্তি যঃ দীক্ষয়ন্তি” ইতি । পটসদৃশং গৰ্ভবেষ্টন-মূলং ॥ বিপক্ষে বাধকপুরসরমাচ্ছাদনস্তাপনয়নকালং বিধন্তে—“ন পুরা সোমঃ ক্রয়াদপোণীত যংপুরা সোমস্ত ক্রয়াদপোণীত গৰ্ভাঃ প্রজানান্ পরাপাতুকাঃ স্ম্যঃ ক্রীতে সোমেহপোণুতে জায়ত এষ তদথো যথা বসীয়াৎ সং প্রত্যপোণুতে তাদৃগেব তং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । সোমে ক্রীতে তত্তদৈব জায়তে ততো বস্ত্রাপনয়নং যুক্তং । কিং চাত্যন্তদনবস্ত্রং রাজাদিকং প্রাতি জনানাং দিদ্ক্ষায়াং পার্শ্বদৈর্ঘ্যান্তিকাদিভিঃ সভায়া আবরণপটো যথোহপনীযতে তাদৃগেব তদिति দ্রষ্টব্যম্ ॥ উৰ্গত্যাঙ্গিরসীত্যত্মার্থণাত্ম্যায়িকয় দর্শন্যেখলাং বিধন্তে—“অঙ্গিরসঃ সূবর্গং লোকং যন্ত উৰ্জং ব্যতজন্ত ভতো যদত্যাশ্রিত তে শরা অভবনু গুৈশ্চ শরা যচ্চরময়ী মেখলা ভবতুর্জ্জমেবাবন্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । অঙ্গিরোনাম-কানামুদীণাং পরস্পরমল্লরসে বিভজ্যমানে যদবশিষ্টং তচ্ছরনামকতৃণবিশেষরূপেণাহবিভূতং তস্মা-দুৰ্গসীত্যাदिমন্ত উপপন্নঃ ॥ মেখলাবন্ধনপ্রদেশং বিধন্তে—“মধ্যতঃ সংনহতি মধ্যত এবাস্মা উৰ্জং দধতি তস্মান্মধ্যতঃ উৰ্জা ভুঞ্জতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । অথ যজমানস্ত শরীবমধ্যে রসং স্থাপয়তি । তস্মাৎ সর্কেহপি মধ্য উৰ্জা ভুঞ্জতে রসং ধাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ প্রকাবা-স্তুরেণ মধ্যদেশং স্তোতি—“উৰ্জং বৈ পুরুষস্ত নাভ্যো মেধ্যম্ববাতীনমমেধ্যং যম্মধ্যতঃ সংনহতি মেধ্যং চৈবাস্তাদমেধ্যং চ ব্যাবর্তয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি ॥ শরময়ত্বং প্রশংসতি—“ইন্দ্রো বৃদ্ধাশ্চ বজ্রং প্রাহরং স ত্রেধা ব্যতবৎ ক্ষাস্তৃতীয়ত্ ৰণস্তৃতীয়ং যুগস্তৃতীয়ং যেহস্তঃ শরা অনীৰ্যাস্ত তে শরা অভবন্তুচ্চরাণাৎ শরত্বং বজ্রো বৈ শরাঃ ক্ষুং থলু বৈ মনুষ্যস্ত ভ্রাতৃব্যো যচ্ছরময়ী মেখলা ভবতি বজ্রৈগৈব সাংক্যং ক্ষুধং ভ্রাতৃব্যং মধ্যতোহপহতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । যে বজ্রস্তাস্তঃ শীর্গাঃ ক্ষুদ্রাবয়বান্তে শরাখ্যাস্তৃণকপাঃ শরা অভবনু ॥ গুণং বিধন্তে—“এবৃদ্ধবতি ত্রিবৃদ্ধে প্রাণস্ত্রিবৃত্তমেব প্রাণং নধ্যতো যজমানে দধতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । প্রাণাপানব্যানবৃত্তিভিঃ প্রাণস্ত ত্রিগুণত্বং ॥ গুণান্তরং বিধন্তে—“পৃথী ভবতি রজ্জুনাং ব্যাবৃত্তো” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । রজ্জুনা স্ফঙ্গাণাং খট্টাদিস্থিতানাং ॥ “মেখলাযোক্ত্রয়োর্ব্যবস্থাং বিধন্তে—“মেখলায়া যজমানং দীক্ষয়তি যোক্ত্রেণ পত্নীং মিথুনস্বায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । মেখলা যজ-মানস্ত স্ত্রী যোক্ত্ররূপঃ পত্ন্যাঃ পুমানিতি প্রত্যেকং মিথুনত্বং ॥

১৩। “ইন্দ্রস্ত যোনিরসি মা মা হি৩সীঃ।”—বোধায়নঃ—“অথাশ্রিতা কৃষ্ণবিষাণা ত্রিবলিকী পঞ্চবলিকী শাণ্যা রজ্জা পরিতৃপ্তাঃ তাং যজমানায় প্রবচ্ছতি—ইন্দ্রস্ত যোনিরসি মা মা হি৩সীরিতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্নাতি” ইতি । আপস্তম্বো মত্রেয়কাং মেনে ॥ কৃষ্ণ-বিষাণায়া ইন্দ্রযোনিম্বাখ্যায়িকয়া বিশদয়তি—“যজ্ঞো দক্ষিণামভাব্যায়তাত্ সমভবন্ত-দিজ্ঞোহচায়ং সোহমমৃত যো বা ইতো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তাং প্রাবিশন্তত্ ইন্দ্র এবাজায়ত সোহমমৃত যো বৈ মদিতোহপরো জনিষ্যতে স ইদং ভবিষ্যতীতি তস্তা অমুমুস্ত যোনিমাচ্ছিনং সা স্তবশাহভবন্তং স্তবশায়ৈ জন্ম তাৎ হস্তে হ্রবেষ্টয়ত তাং যুগেযু

শ্রদ্ধাং সা কৃষ্ণবিষাণাহভবদিস্ত্র যোনিরসি মা মা হি৩সীতি কৃষ্ণবিষাণং প্রযচ্ছতি সযোনিমেব যজ্ঞং করোতি সযোনিং দক্ষিণা৩ সযোনিমিত্র৩ সযোনিয়ায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । যজ্ঞদেবস্ত দক্ষিণাদেব্য সহ যোগনিদ্রোহবগ্ন্য ততো জাতঃ সর্কমিদমৈশ্বর্যং প্রাপ্যাতীতি নিশ্চিত্য স্বয়মেব দক্ষিণং প্রবিষ্ট ততোহজায়ত । পুনরপি স্বস্বাদপরস্তয়া জনিস্বমাণঃ সর্কং প্রাপ্যাতীতি মত্বা মাতুর্ধোনিমাক্ৰিনৎ । সা চ মাতা স্কৃতংপ্রসূতা পশ্চাদ্বিবোনিষ্চেন বন্ধ্যাহভবৎ । ততো লোকে পশ্চাৎষ্টবীজা সূতবশা সম্পন্না । ততস্তাং যোনিং হস্তে বেষ্টয়িত্বা পশ্চাদ্বিভির্ভুক্তাং তাং যোনিং কৃষ্ণমৃগেণ নিদধৌ । তত ইয়ং কৃষ্ণবিষাণা যজ্ঞস্ত ভোগ্যা যোনিদক্ষিণায়া অবয়বভূতা যোনিরিত্তস্ত কারণভূতা যোনিঃ ॥

১৩। “কৃষৌ বা স্রসস্তায়ৈ” কল্পঃ—“কৃষৌ বা স্রসস্তায়া ইতি তন্না বেদেদেদোষ্ট-বুদ্ধিস্তি” ইতি । হে লোষ্টে শোভনসম্রোপেত কৃষ্ণং স্বাস্থ্যমি ॥ মন্ত্রদামর্থং দর্শয়তি—“কৃষৌ বা স্রসস্তায়া ইত্যাহ তস্মাদকৃষ্টপচ্যা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । নীবাবাদয়োহকৃষ্টপচ্যাঃ ॥

১৪। “স্বপিপ্লভাত্যকৌষীভ্যঃ” কল্পঃ—“স্বপিপ্লভাত্যকৌষীভ্যঃ ইত্যর্থ প্রাপ্তে শিরসি কণ্ডুয়েত” ইতি । যদা কণ্ডুয়নপ্রয়োজনং প্রসত্তং তদা কণ্ডুয়েত । হে শিরস্বাং শোভনফলোপেতোষধার্থং কণ্ডুয়ে ॥ পিপ্লবশব্দস্মৃতিতনাহ—“স্বপিপ্লভাত্যকৌষীভ্য ইত্যাহ তস্মাদাওষধয়ঃ ফলং গৃহ্ণিস্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি ॥ বিপক্ষবাবপুঃসরং দ্বয়ং বিধন্তে—“যদ্বন্তেন কণ্ডুয়েত পামনংভাবুকাঃ প্রজাঃ স্বর্গ্যংস্বয়েত নগ্নং ভাবুকাঃ কৃষ্ণবিষাণা কণ্ডুয়েতঃপিগৃহ স্বয়েত প্রজানাং গোপীথায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । পামাথ্যরোগবৃদ্ধা দারিদ্ৰ্যেণ বস্ত্রহিতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ বিপক্ষবাবপুর্ককং কৃষ্ণবিষাণা-স্ত্যাগং বিধন্তে—“ন পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণানবচৃতেদ্যং পুরা দক্ষিণাভ্যো নেতোঃ কৃষ্ণবিষাণানবচৃতেদ্যোনিঃ প্রজানাং পরপাতুকা স্ত্রান্নীতাস্থ দক্ষিণাস্থ চাত্বালে কৃষ্ণবিষাণং প্রাস্ততি যোনির্কৈ যজ্ঞস্ত চাত্বালং যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা যোনাবেব যোনিং দধাতি যজ্ঞস্ত সযোনিয়ায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৩) ইতি । দক্ষিণাভ্যো নেতো-দক্ষিণানামুদ্বিগ্ভিরপনয়নাং । অবচৃতেৎ পরিত্যজ্যেৎ । চাত্বালাদ্ধিষ্মানুপবপতীতি চাত্বালানামকালভীদ্ধিষ্মানানুপভেদ্বিধাত্তমানত্বাচ্চাত্বালস্ত যজ্ঞযোনিঃ ॥

১৫। “স্বপস্থা দেবো বনস্পতিকর্ধ্বা মা পাহোদূচঃ” বৌধায়নঃ—“অথান্না উধ্বা-গ্রমোদ্বষরং দণ্ডং প্রযচ্ছতি মুখেন সংমিত্৩ স্বপস্থা দেবো বনস্পতিকর্ধ্বা মা পাহো-দূচ ইতি যজমানঃ প্রতিগৃহাতি” ইতি । আপস্তম্বো মন্ত্রেক্যমাহ—“স্বপস্থা দেবো বনস্পতিরিতি তং যজমানঃ প্রতিগৃহ্ণ” ইতি । দণ্ডরূপো বনস্পতিকার্যো দেবঃ স্বপস্থাঃ । স্তূষ্টপৃহীয়েতেহবষ্টভ্যতে মৈত্রাবরুণেন প্রৈষকাল ইতি স্বপস্থাঃ । হে তাদৃগদণ্ড ত্বমুধ্বাংবিত আ সমাপ্তেষ্ঠাং পালয় । যজমানস্য দণ্ডপ্রদানং বিধন্তে—“বাইথে ধেবেভ্যেহপাক্রামদ্বজায়া-তিষ্ঠমানা সা বনস্পতীন্ প্রাবিশৎ নৈষা বাথনস্পতিকু বদতি যা হৃদুভৌ যা তুণবে যা বীণায়াং যদীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি বাচমেবাবরুন্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । তুণবো বেণুঃ ॥ ক্রমেণ গুণৌ বিধন্তে—“ওদ্বষরো ভবতুর্থা উদ্বষর উর্জমেবাবরুন্ধে মুখেন সংমিতো.

ভবতি মুখত এবান্মা উৰ্জং দধাতি, তন্মানুখত উৰ্জা ভুজতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥ যজ্ঞমানস্ত দণ্ডত্যাগং বিধতে. — “ক্রান্তে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি মৈত্রাবরুণো হি পুরস্তাদৃষ্ণিভ্যো বাচং বিভজ্জতি তামুষ্ণিজো যজ্ঞমানে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। মৈত্রাবরুণস্তত্র তত্র প্রৈষন্তেভ্য ঋগ্ভোগভ্যো দস্তাষিতজ্জতি। তে চ ঋগ্ভিজো যজ্ঞমানার্থং তান্ মন্তান্ পঠন্তি। অতো মৈত্রাবরুণস্ত বাগ্ রূপো, দণ্ডো যুক্তঃ ॥

১৬। “স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা জ্বাপৃথিবীভ্যা ৮।” (১৭) “স্বাহোরোরস্তরিক্ষাং স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভে।”—বোধায়নঃ—“অথৈনং যজ্ঞস্তাহারস্তং বাচয়তি স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা জ্বাপৃথিবীভ্যা ৮ স্বাহোরোরস্তরিক্ষাং স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি” ইতি। আপস্তম্বঃ—“অথানুষ্ঠানকৃতি স্বাহা যজ্ঞং মনসেতি হে স্বাহা দিব ইতি হে স্বাহা পৃথিব্যা ইতি হে স্বাহোরোরস্তরিক্ষাদিতি হে স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইতি, মুষ্টি করোতি বাচং যচ্ছতি” ইতি। স্বাহাশব্দেনাব্যয়েন যথা ব্রাহ্মণমর্থ উপলক্ষণীয়াঃ। মনসা যজ্ঞমভিগচ্ছামি। জ্বাপৃথিব্যো-রস্তরিক্ষে চ যজ্ঞ আশ্রিতঃ। সাক্ষাদেব যজ্ঞং বায়োঃ প্রসাদাদারভে। সোহয়মূলক্ষণপ্রকাঃ ॥ তদেতদর্শয়তি—“স্বাহা যজ্ঞং মনসেত্যাহ মনসা হি পুরুষো যজ্ঞমভিগচ্ছতি স্বাহা জ্বাপৃথিবীভ্যামিত্যাহ জ্বাপৃথিব্যোহি যজ্ঞঃ স্বাহোরোরস্তরিক্ষাদিত্যাহান্তরিক্ষে হি যজ্ঞঃ স্বাহা যজ্ঞং বাতাদা রভ ইত্যাহাং বাব, যঃ পবতে স যজ্ঞন্তমেব সাক্ষাদারভতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। বাতস্ত্র ক্রিয়াহেতুত্বাদয়জ্ঞরূপত্বং। অত্র দ্বয়োর্হস্তয়োঃ কনিষ্ঠিকাদারভা চতুর্দশমঙ্গুলীনাং চতুর্ভির্মুদ্রৈস্ত্র্যগ্ভাবঃ। পঞ্চমেন মদ্র্যেণাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং দৃঢ়মুষ্টিবন্ধো বাওঁনিয়মশ্চ। তদেতদ্বিধতে—“মুষ্টি করোতি বাচং যচ্ছতি যজ্ঞস্ত্র ধুটৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। অপ্রমত্ত্বং যজ্ঞধ্বতিঃ ॥ অধ্বৰ্য্যোঃ কক্ষিগ্নস্তমুংপাত্ত বিনিযুক্তে—“অদীক্ষিষ্ঠাং ব্রাহ্মণ ইতি ব্রিহপা ৮ স্বাহ দেবেভ্য, এঐনং প্রাহ ত্রিকচৈরুভয়েভ্য এঐনং দেবননুশ্চেভ্যঃ প্রাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥ স্বাকৃতবাওঁনিয়মস্ত নক্ষত্রোদয়াং পুরা বিমোক্ষং নিষেধতি। “ন পুরা নক্ষত্রোভ্যো বাচং বিস্বজ্জদযৎপুরা নক্ষত্রোভ্যো বাচং বিস্বজ্জদযজ্ঞং বিচ্ছিন্যাত্” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ॥

কালবিশেষে ঋগ্ভমোঃ বিধতে, বিমোক্ষকালে চ বক্তব্যং কক্ষিগ্নপ্রথমস্তমুংপাদয়তি—উদিতেষু নক্ষত্রেষু ব্রতং কৃণতেতি বাচং বিস্বজ্জতি যজ্ঞব্রত্রে ঐ দীক্ষিতো যজ্ঞমেবা ভি বাচং বিস্বজ্জতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। যজ্ঞার্থং স্বীকৃতং বাওঁনিয়মাদিরূপং ব্রতং যত্রাসৌ যজ্ঞব্রতঃ। তথা সত্যস্ত ক্ষীরদম্পাদনপ্রেষস্তাপি যজ্ঞার্থত্বান্নায়ং বাগ্ভমোক্ষো দোষকারী ॥ নক্ষত্রোদয়াং পুরা লোকিকবাণ্ডকারণে প্রায়শ্চিত্তমাহ—“যদি বিস্বজ্জৈবৈষকবীমুচমন্তুজ্ঞানাদযজ্ঞো বৈ বাক্ষর্যজেন যজ্ঞঃ সন্তনোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি। বৈষকবী বিষ্ণোঃ স্ত নো অন্তম এতি কেচিৎ। ইদং বিস্মরিত্যন্তে ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“আকুট্যে জুহুয়াং যড়ভি, ঋক্‌সামেত্যজিনং স্পৃশেৎ। ইমামজিনমাবোহেদ্বয়াজুর্গতি মেথলাং ॥ ১ ॥ বিষ্ণোর্বস্ত্রেণাগ্যতে, তং নক্ষত্র্যাবেষ্টেজিহ্বঃ। ইন্ত্র দত্যাং কৃষ্ণশৃঙ্গং কৃষ্টো গোষ্ঠোক্তিত্তথা ॥ ২ ॥ স্থপি কণ্ডুনং মুর্দ্ধি, স্থপ দণ্ডপারগ্রহঃ। স্বাহাহনুলীর্ঘয়োস্ত্র্যক্ণং পঞ্চভেদেন বিংশতিঃ ॥ ৩ ॥” ইতি।

অথ নীমাংসা ।

পঞ্চমাব্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতম্—“ইষ্টিদণ্ডাদিভিদীক্ষা কিং বেষ্ট্যবোক্তিতঃ ক্রমাৎ । যুক্তঃ সংস্কারঃ ইষ্ট্যেব দণ্ডাদেব্যজ্ঞকত্বতঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাপ্রকরণে ক্রম্যতে—“অগ্ন্যৈব যুবমেকাদশকপালাং নিকরপেদীক্ষিস্থানাং” ইতি । অত্ৰদপি ক্রতং—দন্তেন দীক্ষয়তি মেথলয়া দীক্ষয়তি কৃষাজিনেন দীক্ষয়তি” ইতি । তত্রোষ্ট্রিবদণ্ডাদীনাং সাদনত্বাভিধানাং সর্কৈরিয়ং দীক্ষ্যতি চেন্নৈবম্ । ইষ্টেঃ ক্রিয়াক্রপত্বাৎ সংস্কারহেতুত্বং যুক্তং । দণ্ডাদয়স্ত দ্রব্যরূপা ন পুঙ্খং সংস্কৰুং প্রভবন্তি । ন চৈতাবতা দণ্ডাদিবৈয়র্থাৎ, দীক্ষিতোহয়মিত্যভিযুক্তিরূপত্ব দৃষ্টম্ প্রয়োজনম্ সদ্ভাবাৎ । তস্মাদিষ্ট্যেব দীক্ষা সিধ্যতি ।

তৃতীয়াধ্যায় সপ্তমপাদে চিস্তিতম্—দণ্ডীক্ষা দক্ষিণা তু শতং দ্বাদশভির্যুতম্ । দ্ব্যর্থমুত মুখ্যার্থং সোমস্তেতুক্তিসম্ভবাৎ ॥ মুখ্যস্বয়ং মৈবং পারম্যার্থবিভূষণা । বচনম্ ন যুক্তাহতঃ প্রধানার্থমিদং স্থিতং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষাদক্ষিণে ক্রম্যতে—“দণ্ডেন দীক্ষয়তি” ইতি । “তস্ম দ্বাদশশতং দক্ষিণা” ইতি চ । তত্র দীক্ষা মুখ্যস্বয়োকপকরোতি । তথা দক্ষিণাহপি । ন চ বাচ্যং দীক্ষা সোমস্ত দক্ষিণা সোমস্তাতিবাক্যে যষ্ঠা মুখ্যস্বয়ক এবাবগম্যতে ন স্বয়ংস্বয় ইতি । দীক্ষাদক্ষিণে সাক্ষাৎ সোমেনৈব স্বয়মীতাং স সোম পুনরঙ্গৈঃ সম্ব্যত ইতি পরম্পরয়া দীক্ষাদক্ষিণয়োঃস্বয়ং সম্বন্ধোহস্তি । তস্মাদ্ভব্যর্থং দীক্ষাদিকমিতি প্রাপ্তে ব্রহ্মঃ—অব্যবহিতস্বয়ক এব যষ্ঠা অভিধেয়োহর্থঃ । তদ সম্ভবে তু পরম্পরয়া সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদগ্ৰহেত । ইহ তু তৎসম্ভবাৎ পারম্পর্য্যং ন যুক্তং । তস্মাৎ প্রধানার্থং দীক্ষাদিকম ॥

চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“মৈত্রাবরুণকে দণ্ডানস্ত প্রতিপত্তিতা । উত্থার্থকর্ম্ম- তাহোহস্ত ধারণে কৃতকৃতাতঃ ॥ যুক্তোপযুক্তসংস্কারাহুপবোক্তব্যসংক্রিয়া । স্থিত্য প্রেবা- লুবচনে দণ্ডোহপেক্ষ্যোহর্থকর্ম্ম তৎ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে ক্রম্যতে—“ক্রীতে সোমে মৈত্রাবরুণায় দণ্ডং প্রযচ্ছতি” ইতি । তদেতদণ্ডানং প্রতিপত্তিকর্ম্ম । কৃতঃ । দণ্ডস্ত যজ্ঞানধারণেন কৃতকৃত্যত্বাৎ । যজ্ঞানো হৃদযুগা দীক্ষাসিদ্ধার্থং দত্তং দণ্ডমাসোমক্রয়াদ্বারয়তি । অত এবাহম্মাতং—“দণ্ডেন দীক্ষয়তি” ইতি । “যদীক্ষিতদণ্ডং প্রযচ্ছতি” ইতি চ । তস্মাদুপযুক্তস্ত দণ্ডস্ত দানং প্রতিপত্তিরিতি চেন্নৈবং । দণ্ডে ভবিষ্যদুপযোগ্যস্তপি সদ্ভাবাৎ । যদা মৈত্রাবরুণঃ স্থিত্য প্রেবানলুবক্ষ্যতি তদানীমবলম্বনায় দণ্ডোহপেক্ষ্যতঃ । অত এবাহম্মাতং—“দণ্ডী প্রেবানদাহ ইতি । তথা প্রতিপত্তিক্রপাহুপযুক্তসংস্কারাদর্থকর্ম্মরূপ উপযোক্ত্যমাণঃ সংস্কারঃ প্রশস্তঃ । উপযোক্তয়িতুম্বেব হি সর্বত্র সংস্কারস্ত প্রবৃতিঃ । উপযুক্তে তু প্রতিপত্তিক্রপস্ত সংস্কারস্তাহদরমাত্র- পর্যবসায়িত্বেন তৎকার্য্যপর্যবসানাভাবাদপ্রশস্তম্ । তস্মাদ্মৈত্রাবরুণসংস্কারায় দণ্ডদানমর্থকর্ম্ম । তথা সতি নিরূপণপাবসতাপি দীক্ষিতে দণ্ডং সংপাদনশ্চৈতদানং প্রয়োজকং । তৃতীয়াধ্যায়স্ত ত্রিতীয়পাদে চিস্তিতম্—“উত্তিষ্ঠন্ প্রবদেদগ্নীনিত্যাদিকং তথা । কৃণুত ব্রতমিত্যেবং পঠ্যাতো বিনুষ্ঠতে ॥ মন্ত্রো বিধেয়ো কালো বা মন্ত্রাবুখানমোকয়োঃ বিনিধোজ্যো ন কালস্ত লক্ষণা যজ্ঞাতে বিধৌ ॥ মন্ত্রার্থানম্বয়ান্তত্র তদ্বিধিনৈব শক্যতে । আগত্যা লক্ষণাহপ্যস্ত তেন কালো বিধীয়তে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে সম্যমনস্তি—“উত্তিষ্ঠন্নাগ্নীদগ্নীষিহর” ইতি । তথা ব্রতং কৃণুতেতি বাচ্যং বিনুষ্ঠতি” ইতি । তত্রাহম্মাঃ সম্বোধয়্যবিহরণাদিষ্টপ্রযুক্তো মন্ত্রোহনেন

বাক্যোনোখানশেষতয়া বিনিযুক্ত্যতে। তথা মুষ্টিং ক্লভ্য নিয়মিতবাচো দীক্ষিতস্ত বাগ্ধিমোকে
ব্রতং কৃণুতেতি মন্ত্রো বিনিযুক্ত্যতে। ন চাত্রেণোখানবিমোকশকৌ কাললক্ষকৌ তৎকালয়ো-
র্বিধেয়ত্বৈ সতি লক্ষণায়্য অগ্রাস্ত্রাদিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—অগ্নিবিহরণপ্রায়ে পূয়ঃপানকপব্রত-
সম্পাদনপ্রায়ে চাধিতাবেতৌ মন্ত্রৌ ন তুথানে বাগ্ধিমোকে চ। অতোহসমর্থয়োর্কিনিয়োগা-
সম্ভবাদগত্যা লক্ষণামপ্যঙ্গীকৃত্য কালো বিধীয়তে ॥

অথ ছন্দঃ ।

‘অম্বো দেবীরিতি ত্রিপদা বিরাট্ । বিশ্বে দেবন্তেত্যম্বষ্টুপ্ । ইমাং ধিয়মিতি ত্রিষ্টুপ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচর্য্যাবিরচিতং নাদবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দ্বিতীয়োহম্বুবাকঃ ॥ ২ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

— * —

দ্বিতীয় অম্বুবাকে দীক্ষা-বিধি কথিত হইতেছে। প্রাচীনবংশ শাখায় প্রবেশ করিবার প্রক্রিয়া-
পদ্ধতি প্রথম অম্বুবাকে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। দীক্ষা-নিয়ম রূপ তপের দ্বারা পূর্বোক্ত
শাখাপ্রবিষ্ট দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তির শরীর-ভুক্তি সংসাধিত হইলে, দেবযজনে তাঁহার অধিকার
জন্মে। তাহার পর তাঁহার দীক্ষা-বিধি। সুতরাং দীক্ষণীয়-ইষ্টিতে মন্ত্র-সমূহের অতিদেশ-প্রযুক্ত
দীক্ষাহুতি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ এই দ্বিতীয় অম্বুবাকে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবম্প্রকার
অনুক্রেমণ করিয়া অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহের অর্থ-নিকাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিনিয়োগ-সংগ্রহে দ্বিতীয় অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, নিম্নে
তাহা প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—‘আকূতো’ প্রভৃতি ছয়টি মন্ত্রে অগ্নিতে প্রথমে আহুতি
দেবে। তার পর ‘ঋকসাময়োগঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন স্পর্শ করিবার বিধি। ‘ইমাং ধিয়ং’
প্রভৃতি মন্ত্রে সেই কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিয়া, ‘উর্গত্ৰাস্মিহর্য়ত্নদা’ প্রভৃতি মন্ত্রে
মেথলা-বন্ধন করিবে। তার পর ‘বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে উর্গতত্ব নিশ্চিত বস্ত্র গ্রহণ
করিয়া, ‘নক্ষত্রাণাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বস্ত্র দ্বারা মন্তক বেঠন অর্থাৎ আবৃত করিবার উপদেশ
প্রদত্ত হইয়াছে। ‘ইন্দ্রস্ত্র যোনিরসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণসার-মৃগের শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া ‘কৃষ্টৌ’
মন্ত্রে তাহাকে ভূমিতে স্থাপিত করিবে এবং ‘সুপিপ্লভাভ্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে শিরঃকণ্ঠয়ন এবং
‘সুপদ্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে দণ্ডগ্রহণ। তদনন্তর ‘স্বাহা যজ্ঞং মনসা স্বাহা’ প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নিতে
আহুতি প্রদান করিতে হইবে। বিনিয়োগ-সংগ্রহ মতে দ্বিতীয় অম্বুবাকে বিংশতি-সংখ্যক
মন্ত্রের সমাবেশ আছে। যাহা ইউক, মন্ত্রের এবম্বিধ প্রয়োগ ও বিনিয়োগ অম্বুবাকের ভাষ্যকার
মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা একে একে তদ্বিষয়েব আলোচনা করিতেছি।
তাহাতে বুঝা যাইবে,—বিনিয়োগে যে মন্ত্রে যে প্রক্রিয়া উপলক্ষিত, ভাষ্যে সেই মন্ত্রে তৎ-
সাধনোপযোগী সেই সামগ্রীই লক্ষিত হইয়াছে এবং সেই ভাবেই ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধনাদি
অধ্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

প্রথম-দৃষ্টিতে এই অনুবাকের প্রথম পাঁচটি মন্ত্র সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাবোদ্ধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়। অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্তা উৎপাদন করে। ভাষ্যে দৃষ্ট হয়—এই মন্ত্র-পাঁচটি হোমকারণে প্রযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে অগ্নির দ্বারা আত্মস্থানি হইতে দীক্ষাহুতি প্রদান করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—‘যজ্ঞ করিব—এইরূপ মানস সঙ্কল্প আকৃতি বলিয়া অভিহিত। নির্বিশ্লেষে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তদ্বৎশ্রেণে অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করিতেছি। শ্রুতিগত ফল-সাধনধারণাশক্তি—মেধা। সেই মেধা সিদ্ধির নিমিত্ত আমার মনোভিমানী অগ্নিতে এই হবিঃ আহুতি প্রদান করি। ব্রতনিয়ম দীক্ষাপদবাচ্য। দীক্ষাসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শারীর-তপোভিমানী বহিতে এই হবিঃ সূহত হউক। মন্ত্রোচ্চারণশক্তি সরস্বতীপদবাচ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত আমার বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিতে এই হবিঃ সূহত হউক। বৃহস্পতি হবিদ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। হে আপ! তুমিও আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত কর। জীবাপৃথিবীও আমাদিগের পরিবর্দ্ধন-সাধন করুক। বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক। কিরূপ আপ? বৃষ্টিরূপে দ্ব্যলোক হইতে আগত বলিয়া দেবী এবং বহল; এবং শস্ত্রপাচন দ্বারা দ্রুগতে শস্ত্রবৃদ্ধিকারী। সেই আপ আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুক।*

আমরা যে মন্ত্রার্থ আমনন করিয়াছি, তাহা আমাদিগের মন্ত্রসুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্রস্থ ‘অগ্নি’ শব্দে সাধারণ অগ্নিকেই অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবকে) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ, সোম-বাগ বা দর্শপোণ্যাস বাগের লৌকিক হোমাগ্নি কেবল হবির্দ্রব্য ভস্মসাৎ করেন। আব জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন—‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।’ আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া তদ্বৎশ্রেণে যাহাই অর্পিত

* এই পাঁচটি মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতার (চতুর্থ অধ্যায়, সপ্তম কণ্ডিকা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরকৃত ভাষ্যে মন্ত্রসমূহে যে ভাব প্রকাশিত আছে, এস্থলে তাহা প্রদান করিতেছি। মহীধরের সেই ভাষ্য অনুসারে এ মন্ত্র-পাঁচটিতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

(১) ‘যজ্ঞ করিব’—এইরূপ মানস-সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্ত সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক অগ্নিদেবের উদ্দেশে ইহা সূহত হউক। (২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাশক্তি-সিদ্ধির জন্ত মনোভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সূহত হউক। (৩) ব্রতনিয়ম-সিদ্ধির নিমিত্ত মদীর শারীরতপোভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সূহত হউক। (৪) মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্ত বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সূহত হউক। (৫) হে জলরাশি! হে জীবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ! তোমাকে এবং বৃহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি। তাহা সূহত হউক। কিরূপ জলরাশি? স্রোতমান, প্রভূতা এবং জগতের স্রুজনিিকা।’

হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানদেব ভগবানে গিয়া পৌঁছায়। স্মৃত্যং এই উদার সাক্ষরজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। মন্ত্র যে কার্যেই বিনিয়ুক্ত হউক, তাহার অর্থ উদার ও সন্ধীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এখানেও অমুবাকের প্রথম মন্ত্রস্থ ‘আকুতৌ’ পদে, তদমুসারে, ‘উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) যজ্ঞ করিবে’—এইরূপ সঙ্কল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। মেধা (১ম মন্ত্রস্থ) ও দীক্ষা (২য় মন্ত্রস্থ) শব্দেও সেইরূপ ভাব নিক্ষেপিত করা হইয়াছে। মেধা—ভগবদ্বিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম অর্থাৎ সংকল্প-নিবহ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সাধকের ক্রমোন্নতির ভাব ছোঁতাই হইতেছে। প্রথমে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প (মানস—ইচ্ছা) জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা (পুনঃপুনরমুশীলন দৃঢ়তা) হয়; শেষে সেই কর্ণের অনুষ্ঠান। এখানে ‘আকুতৌ’, ‘মেধায়ৈ’ ও ‘দীক্ষায়ৈ’ পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই ছোঁতানা করিতেছে। ভগবান্ (জ্ঞানদেব) সর্বময়,—বিশ্বাত্মা এবং সর্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে (সাধকে) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—“যে ভাবে যে ভাবে সে ভাবে তারে, তাঁর হে রূপানয় এ ভব হস্তরে।” এক্ষেত্রেও ‘প্রযুক্তৈ’, ‘মনসে’ ও ‘তপসে’—অগ্নির এই বিশেষণপদত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদগত সম্ভাব্য—ভক্তি জ্ঞান) ‘স্বাহা’ বলিয়া ভগবানে অর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার ‘স্বাহা’ পদের ‘স্বহৃতমন্ত্ৰ’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন; কিন্তু কি স্মৃত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়—হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া ‘হবিঃ’ (বৃত্তাদি) ভাষ্যকারের আছতির (স্বাহা প্রতিপাত্তে) কর্ত্ত্বরূপে লক্ষিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে বাক্যসংঘম বাক্যসিদ্ধির জন্ত বাগিন্দ্রিয়পাষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই অভিযুক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্থল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরিক্ষ-সর্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিজের সত্তা বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ‘জল’ ‘স্বর্গ’ ‘মর্ত্ত্য’ ও ‘অন্তরিক্ষ’ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্ত্বদধিষ্ঠাতৃ ‘দেব’ বা দেববিভূতি—এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক বেদের সঙ্গে লৌকিক পদার্থের সম্বন্ধ যোজন্য না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্ত ‘উরো’ ও ‘অন্তরিক্ষ’ স্থলে বচনব্যত্যয় (বহুবচন স্থানে একবচন) স্বীকার করা হইয়াছে। আর ‘বৃহতাং দেবানাং পতিঃ’ এই সমাসস্থলে ‘বৃহস্পতি’ পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আর কোনও মতবৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। তবে পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, জাবাপৃথিবী, উরো, অন্তরিক্ষ, বৃহতীঃ, বিশ্বশ্চুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই ‘দেবীঃ’ পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে বুঝাইত—সেই দেবীগণ কেমন ? তাঁহারা ‘আপঃ’ অর্থাৎ স্নেহসম্ভাব্যাদিরূপে প্রকাশমান। তাঁহারা ‘জাবাপৃথিবীঃ’ অর্থাৎ স্বর্গস্থ ও জগতস্থ সম্ভাব্যনিবহের অভ্যন্তরবর্ত্তী; ইত্যাদি। এইরূপে এক এক বিভূতির মধ্য

বিয়া তাঁহার ‘বিশ্বসভুবঃ’ অর্থাৎ সংসারের স্রুতজনয়িত্রী হইয়া বিত্তমান্ আছেন মনে করিলে, মন্ত্রার্থ অধিকতর সরল ও সঙ্গত হইত। তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—সেই যে দেবীগণ বা দেব-বিকৃতিসমূহ তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের সমস্ত ভাবসমূহ প্রদান করিতেছি; অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্যে আমরা সতের অনুসরণ করিতেছি।’ এই ভাবই প্রকৃষ্ট ভাব নহে কি?

ষষ্ঠ মন্ত্রের (‘বিশ্ব দেবন্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রের) ভাবার্থ বিষয়ে ভাস্কর্যের সহিত আমাদের অল্প মতভেদ ঘটিয়াছে। কয়েকটি পদের অর্থ লইয়াই সে মতপার্থক্য। আমাদের মন্ত্যাহুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য-দৃষ্টে সে বিষয় স্ফুটাই অল্পমিত হইবে। ভাস্কর্য্যসরণে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘বিশ্বাত্মক জগদ্বিকীর্ণক দেবতার সখ্য মরণবান যজমান সহসা কামনা করেন। এতদ্রূপকার স্তোত্রের দ্বারা সেই সখিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বাত্মক ধন ও বশ তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হয়। আর যজ্ঞপোষণের নিমিত্ত তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা করে। এই হবিঃ সূহৃত হউক।’ ভাষ্য-দৃষ্টে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্রটি ঔদগ্ৰভণ হোম-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। চতুর্গৃহীত গ্রহণ করিয়া আত্মপূর্ণ স্কন্ধের দ্বারা এই হোম করিবার বিধি। যাহা হউক, মন্ত্রটিকে মুক্তিপথের একটি স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—‘ভগবান্ লীলাময়। তাঁহার লীলাচক্রে এই জগৎ আবর্তিত ও পরিবর্তিত হইতেছে তিনি মুক্তির প্রদান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনা করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামনা করিতেছেন, জ্ঞানার্থী জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার যশপ্রার্থী যশঃ চাহিতেছেন। যিনি সার্বিক হইতে ইচ্ছুক, তিনি সমস্ত-শাস্তি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্ সর্বাভীষ্টপূরক। চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল কামনাই পূর্ণ করেন।’ মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা বোধিত হইয়াছে।

যে কয়টি পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে ‘দেবন্ত’ পদের ‘দানাদিগুণযুক্ত সবিভূঃ’ প্রতিবাক্য পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পবস্তু ‘দেব’ শব্দের মূল দিব্-ধাতুতে ‘ক্রীড়া’ অর্থ অভিহিত হয়। তদনুসারে এখানে আমরা ‘লীলাময়’ অর্থ গ্রহণ করিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া এক পর্যা্যক শব্দ। তাঁহার লীলায় এ জগৎ পরিচালিত, তাঁহার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা সঙ্গত। ‘সখ্য’ শব্দে সখিভাব বা সাহায্য—এক অভিন্ন ভাবই স্ফোটিত হয়। * ভাস্কর্য্য ‘ইশ্বাসি’ পদের যে ‘ঘাচ্ঞার্থ’ অভিহিত করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। এখন মন্ত্রের শেষ ‘স্বাহা’ পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যে এ পদের কোনও অর্থ প্রকাশিত দেখা যায় না। আমরা ঐ পদে ‘এবা প্রার্থনা সিন্যতু’—‘আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধ হউক’

* শুক্লযজুর্বেদের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম কাণ্ডকার এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সেখানে মহীধরের ভাষ্যে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুক্ত সখিতার সখিভাব (সখ্য) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিরই ধনের অল্প সবিভাক্ত প্রার্থনা করেন ও যশ বা অন্ন তাঁহার নিকট কামনা করেন। কি অল্প? প্রজাপালনের অল্প। যিনি এইরূপ সবিভাক্ত, তাঁহার উদ্দেশে ‘হা সূহৃত হউক।’

অথবা ‘অম্বদল্লুষ্টিতং যজ্ঞঃ সূহৃতমন্ত্ৰ’ অর্থাৎ ‘আমাদিগের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম সূসম্পন্ন হউক’—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ‘স্বাহা’-শব্দে নিপাত বুঝায়। তাহা হইতে সকল অর্থই গৃহীত হইতে পারে। মন্ত্ৰের পূর্বাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ‘স্বাহা’ বলিয়া সিদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্ৰের এই ভাবই সূসঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এক্কে দ্বিতীয় অনুবাকের সপ্তম (‘ঋকসাময়োঃ’ প্রভৃতি) মন্ত্ৰের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্য-দৃষ্টে বৃথা বায়, এই মন্ত্ৰ উচ্চারণে কৃষ্ণাজিনধরের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। তাই মনে হয়—মন্ত্ৰটী কৃষ্ণাজিন সঞ্চক্ষে পঠিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার সঙ্কোচনকপে ‘কৃষ্ণাজিন’ পদ অধ্যাকৃত করিয়াছেন। আমরা বলি,—মন্ত্ৰ যে কার্য্যেই পঠিত হউক, তাহার ভাব উদার বিশ্বজনীন। কৰ্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সঙ্কোচ্য হইলেও, মন্ত্ৰধ্বয়ের মূল লক্ষ্য—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। প্রার্থনা—ভববন্ধনমোচনমূলক। ভাষ্যের অনুসরণে এই সপ্তম মন্ত্ৰের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—‘হে কৃষ্ণাজিনস্থ গুরু ও কৃষ্ণ রেখা! তোমরা হইজন, ঋগভিমানী ও সামাভিমানী দেবতারদের সঞ্চক্ষে চাতুর্য্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃশ তোমাদের ছই জনকে আমি স্পর্শ করিতেছি। তথাবিধ তোমরা (ছই জন) আমাকে পালন কর। এই যজ্ঞ-সাবক যে ঋক উত্তমা, সেই ঋক উপলক্ষিত যে কৰ্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই কৰ্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে আমাদের সেই কৰ্ম্মকে পালন কর।

(ঋক ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্বয় দেবগণের যজ্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পর কোনও কারণে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণা করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ দূরে কোনও স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই মৃগের চক্ষু যে গুরু বর্ণ বিজ্ঞমান, তাহা ঋক-স্বকপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সামস্বরূপ। মন্ত্ৰের সহিত এইরূপ আপ্যায়িকা বিজ্ঞমান)।

যাহা হউক, আমরা যে পথে যে দিক্ দিয়া মন্ত্ৰের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, আমাদের মৰ্ম্মায়ুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন কবিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা মনে করি—এ মন্ত্ৰ প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ‘স্বঃ’ এই দ্বিবচনান্ত ত্রিষ্মপদে দ্বিবচনান্ত কর্ত্তৃপদ জ্ঞাতনা করিতেছে। তদনুসারে দেববিভূতি অশ্বিনদ্বয়কে (আধিব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়কে) আমরা সঙ্কোচ্য মনে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—‘মা পাতমাস্ত যজ্ঞত্বাদুচঃ’ অর্থাৎ,—‘আমার এই আরক্ত উদ্বোধন-যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন; অর্থাৎ হে বহিরন্তর্য্যাবিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাধিধ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি (পীড়া) বিনাশ করুন।’ সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? ‘ঋকসাময়োঃ শিল্পে’ অর্থাৎ ঋক ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক। দেবতা ও দেববিভূতি—তন্মতঃ একই পদার্থ। বিভূতি-সমষ্টিই দেব বা ভগবান্। ব্যষ্টি তাঁহার বিভূতি। স্তম্ভাঃ ভগবদ্বিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ঋক বা সামবেদের অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে ‘বামারক্তে’ বলিয়া আরাধনা করি—এই ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ‘আরক্তে’ পদের ‘স্পৃশামি’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আরম্ভবাচক আপূর্ষক ‘রত্’ ধাতুর স্পর্শ অর্থও লক্ষণমূলক। আমরাও ভাবসঙ্গতি রক্ষার জন্য লক্ষণা-দ্বারা ঐ ধাতুর ‘আরাধনা’ অর্থ স্বীকার

করিয়াছি। ‘যজ্ঞ’ শব্দের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়া বিশেষ উদ্বোধন-যজ্ঞ অর্থ আমরা গ্রহণ করি। আকাজ্জা—ভগবৎপ্রাপ্তি। কামনা—আত্মায় আত্মসংশ্লিষ্ট। তদুদ্দেশ্যে যে যাগ নিষ্পন্ন হয়, তাহা আত্মোদ্বোধন যজ্ঞ ভিন্ন অত্র কিছুই হইতে পারে না।

অষ্টম (‘ইমাং ধিয়ং’ প্রভৃতি) মন্ত্র প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষাত্মকসারে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জাম্বুর (হাঁটুর) দ্বারা কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিতে হয়। তাই কৃষ্ণাজিন এই মন্ত্রে উপলক্ষিত। মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে বরুণদেব ! অগ্নিষ্টোম বিষয়ক ধী-শক্তি লাভেচ্ছ যজ্ঞমানের সম্বন্ধী সমৃদ্ধ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ বিষয়ে সম্যক উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাকে যজ্ঞের পারে লইয়া যাও তর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর। যে নৌকা দ্বারা বিধুরূপ দূষিত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সুখে তারণসমর্থ এই কৃষ্ণাজিনরূপ নৌকার আমরা পারে গমন জন্ত অধিরোহণ করিতেছি।’ আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সংসার-সমুদ্র উত্তরণের আকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম সংসার-সমুদ্র উত্তরণের সহায়ক, সেই কর্ম বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের কামনা প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতিকর কর্মই—সংসারবারিধি উত্তরণের, পাপকলুষ দূরীকরণের—একমাত্র তরঙ্গীশ্বরূপ। নৌকার সাহায্যে মানুষ যেমন দ্রুত বারিধি উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় সংকর্ম—ভগবৎপ্রীতিকর কর্মরূপ তরঙ্গীর সাহায্যে মানুষ তেমনি তশেষ দূষিত বা পাপ-সমুদ্র রূপ ভববারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারে। সংকর্ম-সাধন—ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন সম্ভবপর হয় না ;—সে প্রবৃত্তির উন্মেষও সহসা ঘটয়া উঠে না। তাই প্রথমে কর্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া সেই কর্মের সম্যক সাধনে ভবাক্সি-পারে গমন জন্ত পরম কারুণিক ভগবানের নিকট সাধক প্রার্থনা জানাইয়াছেন। সাধক কহিতেছেন,—‘হে ভগবন ! তত্তি তকিঞ্চন অজ্ঞান আমরা। জানি না—কেমন করিয়া আপনার পূজা করিতে হয় ? বুঝি না—কেমন করিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়। ফরাতে আমরা অনায়াসে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি রূপা করি আমরাগিকে সেই কর্মসামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি বুঝাইয়া দেন,—কেমন করিয়া আপনা পূজা করিতে হয় ; আপনি শিখাইয়া দেন,—কি বলিয়া আপনাকে ডাকিতে হয়।’ ফলত আত্যস্তিক-তুঃখনিবৃত্তি এবং পরমসুখসাধনই এই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি মন্ত্রের বিষয় অন্বেষণ করুন। যিনিযোগ-ও মতে এবং তদন্তরসরণে ভাষ্যমতে ‘উর্গ’ প্রভৃতি মন্ত্রে শণমুঞ্জ (তৃণবিশেষ) মিশ্রিত ত্রিরাত্র (ত্রিগুণ) মেথলা বেণীবস্ত্রের ন্যে বন্ধন করিতে হয়। ‘বিষ্ণোঃ শর্মসি’ প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হয়। ‘ইন্দ্রস্ত যোনি’ প্রভৃতি মন্ত্রে ত্রিবলি অথবা পঞ্চব কৃষ্ণবিষাণা উক্ত বস্ত্রের দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহার দ্বারা দক্ষিণ ভ্রুর উপ কণ্ঠয়ন করিতে হয়। তার পর ‘কৃষ্ণে’ প্রভৃতি মন্ত্রে কৃষ্ণবিষাণের দ্বারা ভূমি কর্ণণ করি বিধি। তদন্তরসারে ভাষ্যে এই মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, তাহা এই,—

৯।—হে মেথলে ! তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিদিগের সম্বন্ধে অন্তরসরূপা হইয়া থাক ও কল্পলব্ধ মত মূচ্ছ হইয়া থাক। তাহাশ তুমি আমাকে অন্তরস প্রদান কর।

১০।—হে মেথলে ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হিংসা ও বন্ধনের দ্বারা বেদনা উৎপাদি করিও না।

১১।—হে বস্তু ! তুমি বিশ্বের স্রষ্টা হও । তুমি যজ্ঞমানকে স্রষ্টা প্রদান কর । অতএব তুমি আমারও স্রষ্টার বিধান কর । হে বস্তু ! সন্ধুপ্রকাশ হইতে আমাকে রক্ষা কর ।

১২।—হে কৃষ্ণবিষাণ ! তুমি যেমন ইন্দ্রেয় যোনি (উৎপত্তিকারণ) হও, সেইরূপ এখন এই যজ্ঞমানেরও (উৎপত্তি কারণ) হও ।

১৩।—হে লোষ্ট ! শোভনশস্ত্র সম্পাদনের উপযোগী কর্ণ জন্ত তোমাকে ধারণ করিতেছি অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি ।

ভাষ্যে দ্বাদশ মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যামের সমাবেশ দেখিতে পাঈ । সে উপাখ্যানটী এই,—যজ্ঞদেবের সহিত দক্ষিণাদেবীর মিলন হইলে ইন্দ্র জানিতে পারেন, দক্ষিণাদেবীর গর্ভে যে সন্তানের উদ্ভব হইবে, সেই সন্তান ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন । এতদ্বিষয় নিশ্চিত অবগত হইয়া ইন্দ্র স্বয়ং দক্ষিণাদেবীর যোনিপথে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হন । এইরূপে দক্ষিণাদেবীর গর্ভে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু তাহাতেও ইন্দ্র চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করেন না । তখন তাঁহার মনে আশঙ্কার উদয় হয়,—দক্ষিণাদেবীর গর্ভে অপর যে কেহ জন্মিবে, সেই তো সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে ! এই হিংসার বশবর্তী হইয়া তিনি মাতা দক্ষিণাদেবীর যোনি-দেশ ছিন্ন করেন । বিঘোমিত্ত-নিবন্ধন দক্ষিণাদেবী বধ্যা হইলেন ; কিন্তু সেই যোনি ইন্দ্রের হস্ত বেঁঠন করিয়া রহিল । তখন ইন্দ্র বলিসমূহযুক্ত সেই যোনি কৃষ্ণমূগে স্থাপন করিলেন । তজ্জন্মটী কৃষ্ণ-বিষাণ যজ্ঞের ভোগ্য দক্ষিণার অবয়বভূত এবং ইন্দ্রের কারণভূত যোনিস্বরূপ বলিয়া কথিত হয় ।

যাহা হউক, ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত যে লৌকিক মেথলা, বস্তু, কৃষ্ণবিষাণ প্রভৃতির সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না । উক্ত মেথলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া ভাষ্যকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয় । আমাদের মতে, মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রে এক মহান উক্ত ভাব নিহিত আছে । মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই ভগবান্—সেই একমেবাদ্বিতীয়ত্ব । প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্বিতৃতিকে বা ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে ! ভগবান্ ও ভগবানের দ্বিত্বিত বিভিন্ন পদার্থ নহে ; সূত্রাতং ভগবদ্বিতৃতিকে সম্বোধন করিলে, ভগবানকেই সম্বোধন করা হয় ;—ভগবদ্বিতৃতিকে আরাধনা করিলে ভগবানকেই আরাধনা করা হয় । তাই এখানে ভগবদ্বিত্বিতর নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে ; বলা হইতেছে—আপনি ‘আঙ্গিরসী উর্গসি, মদ্বি, উর্জ্জং বেহি’ ; অর্থাৎ,—আপনি বিশ্ববাসীর অনুরস বা সম্ভাবের স্বরূপ ; অতএব আমাতে অনুরস বা সম্ভাব স্থাপন করুন । ‘রসো বৈ সঃ (আত্মা) অন্তঃ বৈ রসঃ’—এই মহাজন বাক্যেও উক্ত মন্ত্রার্থই ঘোষণা করিতেছে । ভাষ্যকার উর্জ্জ শব্দে ‘অনুরস’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । দশম মন্ত্রে সেই দেববিকৃতিসমূহের নিকট পরিত্রাণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । একাদশ মন্ত্রে বুঝান হইয়াছে,—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্, যজ্ঞমানের সংকর্ষ-মাত্র নিবন্ধন যে ‘শব্দ’—স্রষ্টা পাক্তি-স্বর্গ সকলেরই কারণ । তিনি সকলেরই স্রষ্টাবিধান করুন । ভাষ্যকার ‘বিষ্ণোঃ’ পদের ‘ব্যাপকত্ব যজ্ঞস্ত’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন । আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি । তবে ব্যাপক ‘যজ্ঞ-মাত্র’ না ধরিয়া আমরা ‘সংকর্ষ’ মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ‘বিষ্ণোঃ’ পদ-ব্যাপক (সংকর্ষাদির) ভাবই আসে ।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে দ্বাদশ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়বহু হইয়া পড়িয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—‘হে কৃষবিষাণে! ত্বং যথাপূর্বে ইন্দ্রস্ত যোনিঃ (উৎপত্তিকারণং) অসি, তথা যজমানস্ত স্থানং ভবেতি।’ অর্থ—‘হে কৃষবিষাণ, তুমি যেরূপ পূর্বে ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও।’ এতদুক্তির সমর্থন জন্য ভাষ্যকার একটা আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটা আশ্চর্যজনক। সে আখ্যায়িকার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যাহা হউক, তাহার দ্বারা বেদের বেদস্ত্র লোপ পায়। বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমরা ঐ মন্ত্রের এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছি—‘হে ভগবদ্বিত্তি! আপনি ‘ইন্দ্রস্ত যোনিরসি।’ অর্থাৎ, পরমৈশ্বর্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির হেতু। তাৎপৰ্য্য—ভগবানের বিভূতির উপলক্ষি না হইলে, ভগবৎসত্তার জ্ঞান জন্মে না। বিভূতির (স্বভাবাদির) সমুচ্চয়—ভগবান্। বিভূতি তাঁহার অংশ। ভগবদ্বিত্তির সত্তা উপলক্ষি করিতে করিতে শেষে জগন্ময়ের স্বরূপ উপলক্ষি করা যায়। সুতরাং ভগবদ্বিত্তি—ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে।

ত্রয়োদশ মন্ত্রে দ্বাদশ মন্ত্রের মর্মার্থটা আরও স্পষ্টরূপে অভিযুক্ত হইতেছে। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে ভগবদ্বিত্তি! আপনি ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ।’ কিন্তু চিত্তভূমি যতদিন কষিত না হয়, ঔৎকণ্ঠ্যসাধনে চিত্ত যতদিন স্বভাবাপন্ন না হয়, ততদিন ভগবৎপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ বলিতে স্বভাবেরও কারণ বুঝায়। এখানেও তদনুসারে চিত্তের স্বভাব কামনা করা হইতেছে—‘কৃষ্যৈ স্বাস্থ্যাত্যৈ।’ যিনি নিম্নস্তরের লোক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—আমার এই হলকুষ্ঠ (কৃষি) জমিসমূহকে ‘স্বাস্থ্যাত্যৈ’ (খাশ) যবাদি যুক্ত করুন। আমরা যেন বহু পরিমাণে ধাতাদি প্রাপ্ত হই, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হউক। আর যিনি উচ্চস্তরের সমাক্রান্ত হইয়াছেন, যিনি বাহিরের ভূমির শস্ত অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্তই (স্বভাবাদি) প্রকৃত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া জানিয়াছেন; তিনি প্রার্থনা করেন,—‘কৃষ্যৈ’ অর্থাৎ আমাদের এই কুষ্ঠচিত্তভূমিকে ‘স্বাস্থ্যাত্যৈ’ অর্থাৎ স্বভাবসম্পন্ন করুন। যে শস্ত পাইলে, পার্থিব ব্রীহিবাদি শস্ত না পাইলেও আর কোনও অভাব বোধ হয় না, আর যে শস্ত না পাইলে, বাহিরের জমির শস্ত পাইলেও অভাব দূর হয় না; সেই শস্তই—সেই স্বভাবই এই ‘শস্ত’ পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। ‘কৃষ্যৈ’ পদে সেই ‘আন্তর ভূমি’ কষণের ভাবই স্তোতনা কবিতোছে।

ভাষ্যানুসারে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মন্ত্র যথাক্রমে মন্তক-কণ্ডুয়ন এবং দণ্ড-পরিগ্রহ কার্য্যে বিনিযুক্ত বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। তদনুসারে চতুর্দশ মন্ত্রের লক্ষ্য—শির বা মন্তক; এবং পঞ্চদশ মন্ত্রের সম্বোধন—বৃক্ষাবয়ব দণ্ড। ভাষ্যকারের মতে চতুর্দশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শির! শোভনকলোপেত ওষধীর নিমিত্ত তোমাকে কণ্ডুয়ন করি।’ আর পঞ্চদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে দণ্ডরূপ বনস্পতি দেবতা! তুমি উর্দ্ধে অবস্থিত। যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তুমি আমাকে পালন কর।’ আমরা মন্ত্রধরের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা দ্রষ্টব্য। চতুর্দশ মন্ত্রের ‘ওষধীভ্যঃ’ পদে আমরা ‘কর্ম্মক্ষয়্য’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ‘যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে’—আমাদের মতে তাহাই ওষধী পদবাচ্য।

কর্মফল যখন ভগবানে ঋন্ত হয়, তখনই কর্মের অবসান হয়। তখন আর করণীয় কোনও কর্মই অবশিষ্ট থাকে না। আর কর্মকর্ম হইলেই অর্থাৎ কর্মফল ভগবানে ঋন্ত হইলেই সে কর্মের সফল প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধনা ঘটে। সেই ভগবৎ-সম্বন্ধনই — ‘সুপিপ্লাভ্যঃ’। এই আমাদের অর্থ হয়, — ‘কর্মফলে আত্মসম্বলনের ঋন্ত আমাদের চিত্তবৃত্তিকে নিয়োজিত করিতেছি। তার পর পঞ্চদশ মন্ত্রস্থিত ‘বনস্পতি’ শব্দে ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ডকে’ ‘উর্দ্ধঃ’ পদের ‘উন্নত হইয়া’ অর্থ আমনন করিয়া ‘পাছোদৃঢ়ঃ’ অর্থাৎ ‘এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত রক্ষা করুন’ বলিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাওয়াছে। আমরা ‘বনস্পতিঃ’ পদে ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ড’ অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণ সন্ধান করিয়া পাই না। অভিধানে ‘বনস্পতি’ শব্দে বৃক্ষ অর্থ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ‘বৃক্ষাবয়ব দণ্ড’ অর্থ কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত। আমরা ‘বনান্যঃ পতিঃ’ — ‘বনস্পতি’ এই সমাসমূলে ‘সংসাররূপ বৃক্ষের অবপতি সেই ভগবানকেই’ এই ‘বনস্পতিঃ’ পদে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই ‘পাছোদৃঢ়ঃ’ অংশে যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্যন্ত (পাপ হইতে) রক্ষা করুন—এইরূপ প্রার্থনা সম্ভব হয়। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উত্তরূপ প্রার্থনায় কি ভাব প্রকাশ পায়? ‘বনস্পতিঃ’ শব্দের অর্থে মতবৈধ ঘটার ‘উর্দ্ধঃ’ পদের অর্থ বিষয়েও মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদের ‘অনুকূল হইয়া’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের মন্তব্যসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গভূবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ উচ্চভাবমূলক। ইহার সহিত দণ্ড বা পার্থিব কোনও পদার্থের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না।

দ্বিতীয় অঙ্কবাকের শেষ মন্ত্রের প্রথম অংশ পাঠ করতঃ দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অত্র তিন অংশ উচ্চারণে অত্র অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শেষে পুনরায় শেষ অংশ পাঠে মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়। প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই,—(ক) “চিন্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিজাত হইতেছি; (খ) বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত; (গ) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোক-বাপী (ঘ) বায়ুর (বায়ু সর্বকর্ম-প্রবর্তক বলিয়া) প্রদাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয়।”

এক্ষেণে আমরা যেদিক দিয়া যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিরূপিত করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ‘স্বাহা’ শব্দে নিপাত বুঝায়। নিপাত নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ঠিকার মন্ত্র-সমূহের ‘স্বাহা’ (নিপাত শব্দ) দ্বাৰা নানা অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা শুক্লযজুর্বেদে মহীধর-পাদের ভাষ্যেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে ‘স্বাহা’ পদে আমরাও নানা অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার প্রথম অংশের ‘স্বাহা’ পদের ‘অভিজচ্ছামি’ প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধ (অগ্নিব জী) অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ‘লোকে যেমন অগ্নি বা অগ্নির জী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আমরাও সেইরূপ যেন চিন্তের (আত্মার) উদ্বোধন-রূপ যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অধুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন ভগবৎ-সান্নীধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশ জ্ঞোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। দর্শপৌর্ণনাস বা সোনবাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে

সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্বানুমোদিত । বেদমন্ত্রের সেইরূপ ভাবই সঙ্গত বিবেচনা হয় ।
 অর্থান্তরে—‘মনসঃ’ এখানে তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী । এই মন্ত্রের অগ্ৰাংশ ‘স্বাহা’ পদও সমস্তা-
 সংশয়ের কারণ এবং বিচারের বিষয় । ঐ পদের অর্থ-সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ
 নিষ্কর্ষ আপনিই হইয়া আসে । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশের ‘স্বাহা’ শব্দের ‘যজ্ঞ’ অর্থ
 ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন । আমরা বলি—সুধু যজ্ঞ কেন, ‘সংকর্ষ মাত্রই’ ঐ ‘স্বাহা’ পদে
 ত্রোতনা কারিতেছে । এই যজ্ঞ—সাবারণ সোমযাগাদি যজ্ঞ নহে ; আত্মার ‘উদ্বোধন-যজ্ঞই’
 এই ‘স্বাহা’ পদের প্রতিপাত্ত । তাহাতে উদার সার্বজনীন ভাব অভিযুক্ত হয় । উদ্বোধন
 তো তত্ত্ব-জ্ঞান ! তাহা কি অন্তরিক্ত, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ—সকল বিষয়েই হইতে পারে ।
 তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—‘স্বাহোরন্তরিক্ষাৎ’ ‘স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যাং’ । ‘স্বাহা’ শব্দে
 ‘সংকর্ষ’ অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না । সংকর্ষের প্রভাব—সংকর্ষের বিকাশ,
 স্বর্গ মর্ত্য অন্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয় ? তাই আমরা ‘অন্তরিক্ষাৎ’ ও ‘ত্বাপৃথিবীভ্যাং’
 স্থলে ‘ল্যাব্লেপে পঞ্চমী বিভক্তি’ স্বীকার করিয়া ‘অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য’ ‘ত্বাপৃথিব্যো ব্যাপ্য’
 এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি । বায়ু যেমন কণ্ঠের প্রবর্তক, সৰ্বভাবও সেইরূপ উদ্বোধনের
 (যজ্ঞের) সাধক ; তাই আমরা চতুর্থ মন্ত্রস্থ ‘বাত’ শব্দে ‘সৰ্বভাব’ অর্থ আমনন করিয়াছি ।
 প্রকৃতপক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বলিবেন—কিবা দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে,
 আর কিবা উদ্বোধন-যজ্ঞে—সকল যজ্ঞেরই মূল সৰ্বভাব জ্ঞান বা ভক্তি লাভ । এক্ষণে চতুর্থ
 অংশের দ্বিতীয় ‘স্বাহা’ পদের অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । ভাষ্যকার
 এই ‘স্বাহা’ পদেরও ‘যজ্ঞ’ অর্থ নিদ্ধারিত করিয়া ‘এবং সিদ্ধঃ’ এই দুই পদ অধ্যাহার করিয়া-
 ছেন । আমরা ঐ পদ অধ্যাহৃত না করিয়া, ‘স্বাহা’ পদেরই ‘সিদ্ধ হউক’ অর্থ আমনন
 করিয়াছি । নিপাত-অব্যয় শব্দ নানা অর্থ ত্রোতনা করে । * স্মরণ্য এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ
 বলা অসঙ্গত হইবে না । ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল,—‘আমাদের হৃদয়ে যে একটু সৰ্ব-
 ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা আত্মোদ্বোধন-কার্যে অথবা সংকর্ষে প্রবৃত্ত
 হইতে পারি । আমাদের সেই কার্য্য সিদ্ধ হউক ।’ এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, দ্বিতীয় অম্লবাকের

* দ্বিতীয় প্রপাঠকের, দ্বিতীয় অম্লবাকের এই মন্ত্রটী শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে
 সপ্তম কণ্ডিকার পরিদৃষ্ট হয় । ‘স্বাহা’ পদের ব্যাখ্যায় মহীধর নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ
 করিয়াছেন ; যথা,—‘স্বাহা বাতাদারভ ইত্যুক্তমেন মুষ্টিধ্বং কুর্ধ্যাদিতি স্বত্রার্থঃ ॥ স্বাহা যজ্ঞঃ ।
 চতুর্গাং যজুর্বাং যজ্ঞো দেবতা । স্বাহা শব্দস্ত নিপাতত্বেনানেকার্থভাচ্চিহ্নিতা অর্থা ব্রাহ্মণানুসারেণ
 গ্রাহ্যাঃ । তথা হি স্বাহা যজ্ঞঃ মনসঃ । মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয়ার্থে । মনসা যজ্ঞঃ স্বাহা
 চিত্তেন যজ্ঞমভিগচ্ছামি । অত্র স্বাহাশব্দোহভিগমনার্থঃ ॥ স্বাহোরন্তরীক্ষাৎ । পঞ্চমী
 সপ্তম্যর্থঃ । উরৌ বিস্তীর্ণহস্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ । স্বাহাশব্দো যজ্ঞার্থেহিতঃ প্রভৃতি !
 স্বাহা ত্বাপৃথিবীভ্যাং । ত্বাপৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্ঞঃ শ্রিতঃ । লোকত্রয়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥
 স্বাহা বাতাদারভে । বাতাদায়ুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্তয়ামি । বায়োঃ সর্বকর্ষ-
 প্রবর্তকত্বাৎ । স্বাহা যজ্ঞঃ এবং সিদ্ধ ইতি শেষঃ ॥

এই মন্ত্রসমূহে যজ্ঞকর্মের প্রকৃতি-পদ্ধতি অপেক্ষাও উচ্চতর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। আমরাগের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের পরম শ্রেয়ঃসাধন স্ত্রু বেদ-মন্ত্রের উদ্বোধনা। সংপথানুবর্তী হইয়া মন্ত্র, আপনাদ কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বের হিতসাধনে উদ্বুদ্ধ হয়, বেদ-মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়াই আমরাগের ব্যাখ্যা প্রকটিত হইতেছে। (১ অষ্টক,—২ প্রপাঠক—২ অনুবাক) ॥

তৃতীয়ঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । তৃতীয়োহনুবাকঃ ।)

(১) দৈবীং ধি৷ মনামহে স্ত্রুড়ীকামভিষ্ঠয়ে বর্চোধাং

যজ্ঞবাহস৷ স্ত্রপার। নো অসম্বশে ।

(২) যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ স্ত্রদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ

পাস্তু তে নোহবন্ত তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহা ।

(৩) অগ্নে ত্ব৷ স্ত্র জাগৃহি বয়৷ স্ত্র মন্দিষীমহি গোপায়

নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দদঃ ।

(৪) স্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা। ত্বং যজ্ঞেঋত্বিভ্যঃ ।

(৫) বিধে দেবা অভি মামাহববুত্ৰন্ । (৬) পুষা সন্ধ্যা ।

(৭) সোমো রাধসা । (৮) দেবঃ সবিতা ।

(৯) বসোর্ব্বহুদাবা রাষ্যেৎ । (১০) সোমাহভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা ।

(১১) বি রাধি মাহহমায়ুসা । (১২) চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব ।

(১৩) বহুমসি মম ভোগায় ভব । (১৪) উত্সাহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৫) হয়েহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৬) ছাগোহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৭) মেমোহসি মম ভোগায় ভব ।

(১৮) বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নিম্বতৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা ।

(১৯) দেবীরাপো অপাং নপাণ্ড উন্নিহবিম্য ইন্দ্রিযাবান্মদিস্তমন্তং

বো মাহব ক্রমিসমচ্ছিন্নং তস্তং পৃথিব্যা অনু গেষং ।

(২০) ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্তথেমিব

শ্ব বর আ পৃথিব্যা আরে শক্রন্ কুণুহি সর্ববীরঃ ।

(২১) এদমগম্ম দেবযজনং পৃথিব্য বিধে দেবা যদজুষন্ত পূর্ব
 ঋক্সামাভ্যাং যজুষা সংতরন্তে। রায়াস্পোমেণ সসিমা মদেম ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) দৈবীম্। দ্বিম্। মনামহে। শ্রুতীকামিতি শ্রুতীকাম্। অভীষ্টয়ে।

বর্চোধামিতি বর্চঃ—দাম্। যজ্ঞবাহসমিতি যজ্ঞ বাহসম্।

সুপাবেতি শ্রু—পাবা। নঃ। অসং। বশে।

(২) যে। দেবাঃ। মনোজাতা ইতি মনঃ—জাতাঃ। মনোগৃহ ইতি মনঃ—গৃহঃ।

সুদক্ষ ইতি স্ত্র—দক্ষাঃ। দক্ষপিটার ইতি দক্ষ—পিতারঃ। তে। নঃ।

পাস্ত। তে। নঃ। অবন্ত। তেভ্যঃ। নমঃ। তেভ্যঃ। স্বাহা।

(৩) অগ্নে। ত্বম্। স্থিতি। আগৃহি। বসম্। স্থিতি। মন্দিষীমহি। গোপায়। নঃ।

স্বত্যয়ে। প্রবুধ ইতি প্র—বুধে। নঃ। পুনঃ। দদঃ।

(৪) ত্বম্। অগ্নে। ব্রতপা ইতি ব্রত—পাঃ। অসি। দেব।

এতি। মর্ত্যেযু। অ। ত্বম্। যজ্ঞেযু। ঋত্ব্যঃ।

(৫) বিধে । দেবঃ । অভীতি । মাম্ । এতি । অববৃত্ন । (৬) পুষা । সন্যা ।

(৭) সোমঃ । রাধস । (৮) দেবঃ । সবিতা । (৯) বসোঃ । বহুদাবেতি বহু—দারা ।

(১০) রাশ্ব । ইয়ৎ । সোম । এতি । ভূয়ঃ । ভর । মা । পূগ্ন । পূর্ত্যা ।

(১১) বীতি । রাধি । মা । অহম্ । আয়ুষা ।

(১২) চক্ৰম্ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৩) বসুম্ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৪) উশ্বা । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৫) হয়ঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৬) ছাগঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৭) মেঘঃ । অসি । মম । ভোগায় । ভব ।

(১৮) বায়বে । জা । বরুণায় । জা । নিরুত্যা ইতি নিঃ—রুত্যা ।

জা । রুদ্রায় । জা ।

(১৯) দেবীঃ । আপাঃ । অপাম্ । নপাৎ । যঃ । উর্ধ্বিঃ । হবিষ্যঃ ।

ইজ্জিবানিতীজ্জির-বান্ । মদিস্তনঃ । তন্ । বঃ । মা । অবতি । কৃমিষ্ম ।

অচ্চিন্নম্ । তন্তুম্ । পৃথিব্যাঃ । অষিতি । গেষম ।

(২০) ভদ্রাং । অভীতি । শ্রেয়ঃ । প্রেতি । ইহি । বৃহস্পতিঃ । পূরএতেতি

পূরঃ—এতা । তে । অস্ত । অথ । জম্ । জনেতি । স্ত । বরে । এতি ।

পৃথিব্যাঃ । আরে । শক্রন্ । রুগ্ধি । সৰ্ববীর ইতি সৰ্ব—বীৰঃ ।

(২১) এতি । ইদম্ । অগ্না । দেবযজনমিতি দেব—যজনম্ । পৃথিব্যাঃ ।

বিধে । দেবাঃ । যৎ । অজুষন্ত । পূর্বে । ঋক্সামাভ্যামিত্যুক্সাম—ভাম্ ।

ফজ্জমা । সন্তরন্ত ইতি সৎ—তরন্তঃ । রায়ঃ । পোষণে । সমিতি । ইষা । মদেম ॥ ৩ ॥

* * *

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে ভগবন্ ! 'দৈবীং' (দেবতাদেশেন স্বতঃপ্রযুক্তাং) 'স্বযুজীকং' (পরমস্বতঃ-
হেতুভূতাং, পরমস্বতঃপ্রদায়িকং ইতি ভাবঃ) 'বর্চোদাং' (তেজসোঃ ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং
ইত্যর্থঃ) 'যজ্ঞবাহসং' (সৎকৰ্ম্মসাধয়িত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিঃ, প্রজ্ঞাঃ বা ইত্যর্থঃ) 'মনামহে'
(যাচামহে) ; 'সুপারা' (স্থথেন পারয়িতুং শক্যা, স্থথলভ্যা সতী সা বুদ্ধিঃ ইতি যাবৎ) 'নঃ'
(অস্মাকং) 'বশে' (অধীনত্বে) 'অসৎ' (ভবতু ইতি ভাবঃ) । অয়ং ভাবঃ—যৎ বয়ং
সৰ্বসিদ্ধিপ্রদাং স্ববুদ্ধিং লভেম, হে ভগবন, তৎ বিধেহি ।

২। 'মনোজাতা' (হৃদি উৎপন্নঃ) 'মনোযুজঃ' (হৃদা সৰ্বস্ববিশিষ্টাঃ) 'স্বদক্ষা' (সৎ-
কৰ্ম্মসাধকাঃ) 'দক্ষপিতারঃ' (সত্ত্বাবোৎপাদকাঃ ইত্যর্থঃ) ; 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সর্গেরম্ভভূতাঃ
ইতি ভাবঃ) 'দেবাঃ' (দেবতাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ বা ইত্যর্থঃ) ; সন্তি, 'তে' (সৰ্ব্বে দেবতাবাঃ
ইত্যর্থঃ) ; 'নঃ' (অস্মাকং) 'পাত্ত' (পালয়ন্তু, পরিব্রায়ন্তু : পাপাং ইতি ভাবঃ) ; অপিত্ত

‘অবন্ত’ (রক্ষন্ত) ; ‘তেভাঃ’ (পরিভ্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ‘নমঃ’ (নমস্কৰ্শ্ণা হবিঃ অৰ্পয়ামি ইতি ভাবঃ) ; কিঞ্চ ‘তেভাঃ’ (ভ্রাণকারকেভ্যঃ তেভ্যঃ দেবেভ্যঃ ইতি যাবৎ) ‘স্বাহা’ (স্বাহামগ্নেয়ং হবিৰ্পয়ামি - স্নহতমস্ত মম উদ্বোধনবজঃ, অতীষ্টসিদ্ধিৰ্ভবতু ইতি ভাবঃ) । সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বতাবেন অস্মাকং হৃদয়ং পূৰ্ণং ভবতু ; অস্মাকং সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি তন্ময়ত্বানি প্রাপ্তবন্ত ।

৩। (ক) ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানাদার জ্ঞানময় বা ভগবন্ !) ত্বং ‘স্বজাগৃহি’ (ত্বং অস্মাকং হৃদি চিরজাগরুকঃ ভব) ; ‘বয়ং’ (শরণাগতাঃ প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং ইতি ভাবঃ) ‘স্বমন্দীৰী-মহি’ (গভীরনিদ্রাগতাঃ মোহঘোরগেণ সংজ্ঞারহিতাশ্চ ভবেমহি) অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বয়ং বিপথগামিনঃ ভবাম, হে জ্ঞানময়, ত্বং বিবেকরূপেণ হৃদি সমুদিতঃ সন্ অস্মান্ সংপথং প্রদৰ্শয় ।

(খ) হে ভগবন্ ! ত্বং ‘নঃ’ (অস্মান্) পরিভ্রায়স্ব ইতি শেষঃ । তথা ‘গোপায়’ (সদ্-বুদ্ধিদানেন রক্ষণায়) অপিচ ‘স্বস্তয়ে’ (অবিনাশায়, সংকৰ্ম্মশীলায় জীবনায় ইতি ভাবঃ) ‘পুনঃ’ (পুনরপি) ‘প্রবুধে’ (জাগরণায়, সংকৰ্ম্মসমবিতান সত্ত্বাববুতান ক্লৃপা উদ্বোধনায় ইতি ভাবঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্) ‘দদঃ’ (দারয়, অস্মাকং প্রদাদং পৰিহারায় হৃদি আৰ্হিত্ব ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । প্রার্থনায়্যঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! তব কৃপয়া, সঙ্গপদেশ-জ্ঞাতেন যেন বয়ং সংপথাবলম্বিনঃ ভবেম ।

৪। ‘অগ্নে’ (হে জ্ঞানময় !) ‘দেবঃ ত্বং’ (দ্বোতমানঃ স্বপ্রকাশঃ ত্বং ইত্যর্থঃ) ‘আ মর্ত্যেযু’ (মনুষ্যপর্যন্তেষু সৰ্ব্বপ্রাণিষু ইতি ভাবঃ) ‘ব্রতপা’ (সংকৰ্ম্মণঃ পালকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; তথা ‘ত্বং’ (জ্ঞানময়ঃ ত্বং) ‘যজ্ঞেযু’ (সংকৰ্ম্মসু) ‘আ’ (সম্যাক্, সৰ্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) ‘ঈডাঃ’ (পূজিতব্যঃ ভবসি ইতি শেষঃ) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । ভাৱশ্চ—সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু জ্ঞানদেবস্ত প্রভাবঃ বিঘৃতে ইতি ভাবঃ ।

৫। ‘বিষ্ণে’ (সৰ্ব্বে) ‘দেবাঃ’ (দেববিত্তৃতয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘মাং’ (শরণাগতঃ মাং ইতি ভাবঃ) ‘অভি’ (অভিভঃ, সৰ্ব্বভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘অববুতন’ (আবৃত্য তিষ্ঠন্ত, রক্ষন্ত ইতি ভাবঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । সৰ্ব্বে দেবভাবাঃ হৃদি সমুপজায়ন্তু ইতি ভাবঃ ।

৬। ‘পৃষা’ (পোষকঃ—সদ্ব্যবপোষকঃ স ভগবান্ ইতি ভাবঃ) ‘সম্বা’ (পরমধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ ।

৭। ‘সোমঃ’ (পরমপদপ্রদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) ‘রাধসা (শ্রেষ্ঠধনেন সহ) আয়াতু—হৃদি অধিষ্ঠিতু ইতি ভাবঃ ।

৮। ‘দেবঃ’ (দ্বোতমান্ স্বপ্রকাশঃ ইত্যর্থঃ) ‘বসোঃ’ (পরমশ্রয়ঃ) ‘সবিতা’ সংকৰ্ম্মণঃ সংকৰ্ম্মণি বা নিয়োজকঃ ইতি ভাবঃ—সংপথ-প্রদৰ্শকঃ বা ইত্যর্থঃ সঃ ভগবান্ ইতি যাবৎ) ‘বহুদাবা’ (পরমধনদায়কঃ অতীষ্টপূরকঃ সন্ ইত্যর্থঃ) ‘আয়াতু ইতি ভাবঃ—হৃদি অধিষ্ঠিতু ইত্যর্থঃ ।

৯। ‘সোম’ (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং অগ্নিন কৰ্ম্মণি ‘ইয়ৎ’ (শ্রেষ্ঠং) ‘রাস্ব’ (ধনং, কৰ্ম্মণঃ অপেক্ষিতং কলং দেহি, যদা—সংকৰ্ম্মণঃ সফলং বিধেহি ইতি ভাবঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনা-

মূলকঃ সংকর্ষণঃ সুফলপ্রভায় অত্র প্রার্থনা বিদ্যতে । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—সম্ভাবপ্রভাবেন
বয়ং কর্মফলং ভগবতি সমর্পণায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ।

১০ । হে শুদ্ধস্বরূপ ! ত্বং ‘পূর্ত্য’ (পূর্ণফলেন ইতি ভাবঃ) ‘পূর্ণ’ (পূরয়ন্—সংকর্ষণ
ইতি ভাবঃ) ‘ভূয়ঃ’ (পুনরপি, বহুতরং ইত্যর্থঃ ধনং) ‘মা’ (মাং) ‘আভয়’ (প্রেষচ্ছ ;
কর্মফলং সুফলং বা বিধেহি—ধনদানেন আকাঙ্ক্ষাং পূরয় ইতি ভাবঃ) ।

১১ । এবং সতি হে শুদ্ধস্বরূপিন্ ভগবন্ ! যথা ‘অহং’ (শরণাগতঃ অহং) ‘আয়ুষা’
(সংকর্ষণসাধকেন জীবনেন ইতি ভাবঃ) ‘মা বিরাদি’ (বিযুক্তঃ মা ভবামি) তথা সাধয়
ইতি শেষঃ । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—ভবদল্লুগ্রহণে পাপং মাং স্পৃশতু
এবং পাপপ্রভাবেন যথা অহং সংপথভ্রষ্টঃ মা ভবামি তথা কুরু ।

১২ । হে শুদ্ধস্বরূপিন্ ভগবন্ ! ত্বং ‘চন্দ্রঃ’ (হলাদিকঃ, পরমানন্দবিধায়কঃ) ‘অসি’
(ভবসি) । অতঃ ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’
(সৌভাগ্যায়, পরমসুখহেতুভূতায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি তথা ‘ভব’ (অলুগৃহাণ—হৃদি দীপ্যস্ব
ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ ।

১৩ । শুদ্ধস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং ‘বস্ত্রঃ’ (আবরকঃ, সম্ভাবরূপেণ শরণাগতস্ত-
ব্যাপকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ
মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (সৌভাগ্যায়, সম্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা ভবসি
তথা ‘ভব’ (অলুগৃহাণ, যদ্বা—সম্ভাবেন মম হৃদয়ং আবাপুহি ইতি ভাবঃ) ।

১৪ । শুদ্ধস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং ‘উশ্বাঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিষাং উৎসারকঃ, যদ্বা—
পয়স্বিনী গাভী যথা পয়নিসারণেন লোকান্ রক্ষতি তদ্বৎ জ্ঞানধনদানেন পাপনিসারকঃ
লোকরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ । অতঃ ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনা-
কারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (সৌভাগ্যায়, সম্ভাবেন পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) যথা
ভবসি তথা ‘ভব’ (অলুগৃহাণ, যদ্বা—জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং ব্যাপুহি, উদ্ভাসয় ইতি ভাবঃ) ।
মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ জ্ঞানসমন্বিতান্ কুরু ।

১৫ । শুদ্ধস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং ‘হয়ঃ’ (অভীষ্টপ্রাপকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ
ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’ (অভীষ্টপ্রাপ্তয়ে)
‘ভব’ (ভবতু, যদ্বা—হৃদি জাগরকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) ।

১৬ । শুদ্ধস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং ‘ছাগঃ’ (ভববন্ধনচ্ছেদকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’
ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম ইতি ভাবঃ) ‘ভোগায়’
(সৌভাগ্যায়, ভববন্ধনচ্ছেদনরূপায় পরমসুখায় ইতি ভাবঃ) ‘ভব’ (ভবতু, অলুগৃহাণ) ।

১৭ । শুদ্ধস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং ‘মেঘঃ’ (উন্মেষকঃ—সজ্জ্ঞান-দানেন চিত্তবৃত্তীনাং
ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ ত্বং ‘মম’ (অস্ত্র শরণাগতস্ত প্রার্থনাকারিণঃ মম
ইতি ভাবঃ) ‘ভব’ (ভবতু, অলুগৃহাতু, সহায়কঃ ভবতু ইতি ভাবঃ) ।

১৮ । (ক) হে মনঃ ! ‘বায়বে’ (বায়ুরূপেণ নিত্যবর্তমানায়, জগতাং প্রাণস্বরূপায়
ভগবতে—তস্ত্র গ্ৰীত্যর্থঃ ইতি ভাবঃ) ‘দ্বা’ (দ্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে মনঃ ! ‘বরুণায়’ (বরুণরূপেণ নিত্যবর্তমানায় স্নেহকারুণ্যরূপেণ ভগবতে, যদ্বা—তস্ত প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(গ) হে মনঃ ! ‘নিষ্কৃতৈ’ (দিকপালরূপেণ বর্তমানায় জগতাং পালকায় পাণিনাশকায় ভগবতে, যদ্বা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

(ঘ) হে মনঃ ! ‘রুদ্রায়’ (শাসকরূপেণ বর্তমানায় সংহাররূপায় ভগবতে—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

১৯। (ক) ‘দেবীঃ আপঃ’ (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তাঃ দেবীস্বরূপাঃ হে শুদ্ধসত্ত্বাভাঃ !) ‘বঃ’ (যুদ্ধাকং) ‘অপাং নপাং’ (তমোভাবস্ত শোষকঃ) ‘যঃ’ (প্রসিক্ধঃ) ‘উশ্বিঃ’ (সমুদ্রপ্রবাহঃ) অস্তি, ‘হবিষ্যঃ’ (ভগবতি স্থাপনযোগ্যং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিকরং ইত্যর্থঃ) ‘ইন্দ্রিয়ান্’ (শক্তিদায়কং, শক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) ‘মদিস্তমঃ’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘তং’ (তথাবিধং সমুদ্রপ্রবাহঃ ইতি যাবৎ) ‘মা অবক্রমিষং’ (অতিক্রম্য মা গচ্ছেয়ং—অহমিতি ভাবঃ) ।

(খ) অপিচ, সমুদ্রপ্রবাহং লব্ধ্বা ‘পৃথিব্যাঃ’ (ইহলোকসম্বন্ধিনং ইতি ভাবঃ) ‘অচ্ছিন্নং’ (সুদৃঢ়ং, দুশ্ছেদ্যং ইতি ভাবঃ) ‘তন্ত্বং’ (বন্ধনং) ‘অনুগেষং’ (বিমোহনং শকেয়ং ইতি ভাবঃ) ।

২০। (ক) হে মনঃ ! ত্বং ‘ভদ্রাং’ (সংকর্মণঃ সমুদ্বৃত্তং ইত্যর্থঃ) ‘শ্রেয়ঃ’ (কল্যাণং) ‘অভিপ্রৈহি’ (কাময়সি) । অতঃ সংকর্মণঃ সফলপ্রাপ্তয়ে প্রবুদ্ধঃ ভব ইতি ভাবঃ ।

(খ) অপিচ হে মনঃ ! ‘বৃহস্পতিঃ’ (প্রজ্ঞানাদারঃ ভগবান) ‘তে’ (তব) ‘পুঃ’ (পুরতো) ‘এত’ (গন্তা) ‘অস্ত’ (ভবতু) ; ভাবার্থঃ প্রজ্ঞানাদারঃ ভগবান ইহাস্মিন্ জগতি কর্মণি বা তব পথপ্রদর্শকঃ পরিচালকঃ ভবতু ইতি ভাবঃ ।

(গ) ‘অথ’ (অনন্তরমেব, সংপথং অবগম্য ইতি ভাবঃ) হে মনঃ ! ‘পৃথিব্যাঃ আ’ (ইহ-জগতি ইতি ভাবঃ) ‘বরে’ (শ্রেষ্ঠে পদে ইতি ভাবঃ) ‘ইং’ (গতিং) ‘অবস্ত’ (সংসাধয়) । সংপথি গন্তা শ্রেষ্ঠং পরমস্থানং প্রাপ্নুহি ইতি ভাবঃ ।

(ঘ) ‘সর্ষবীরঃ’ (সর্ষশক্তেরাধার হে ভগবন্ !) ত্বং ‘শক্রন্’ (বহিরন্তঃশক্রন্ ইত্যর্থঃ) ‘আরে’ (দূরে—হৃদরূপাং যজ্ঞস্থানাং ইতি ভাবঃ) ‘কুণুহি’ (কুরু—স্থাপয় ইতি যাবৎ) ।

২১। (ক) ‘যৎ’ (যত্র, যস্মিন্ হৃদদেশে, যজ্ঞভূমৌ বা) ‘বিশ্বে’ (সর্কে) ‘দেবাঃ’ (দেবভাভাঃ, দেববিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘পূর্বে’ (নিত্যকালং ইতি ভাবঃ) ‘অজুষন্ত’ (আশ্রয়ন্তি অধিষ্ঠিতস্তি ইতি ভাবঃ) ‘দেব’ (হে ভগবন্) ‘ইদং’ (এতাদৃশং) ‘যজনং’ (হৃদদেশং, যজ্ঞভূমিং বা) ‘আ পৃথিব্যাঃ’ (অস্মিন্ মর্ত্যলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ) ‘অগ্নম্’ (প্রাপ্নুয়ামঃ ইতি ভাবঃ) বয়মিতি শেষঃ । অস্মিন্ সংসারে এব নিত্যকালং বর্তমানাঃ অশ্বাকং হৃদয়ানি সমুদ্রভাবুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

(খ) ‘সংতরন্তঃ’ (অজ্ঞানতাসমুদ্রং উদ্ধরয়ন্তঃ) ‘ঋক্সামাভ্যাং’ (ব্রহ্মাঋক্সাভ্যাং তত্ত্বমজ্ঞাভ্যাং, স্তব্ধাভ্যামিতি ভাবঃ) ‘যজুষা’ (ব্রহ্মাঋক্সৈঃ তত্ত্বমজ্ঞৈঃ - স্তবৈরিত্যি ভাবঃ) ‘রায়ঃ’ (পরমধনস্ত, তত্ত্বজ্ঞানস্ত ইত্যর্থঃ) ‘পোষেণ’ (পোষকেন) ‘ইযা’ (সমুদ্রভাবেন চ) ‘সংমদেম’ (সম্যাক্হৃষ্টাঃ ভবাম) বয়মিতি শেষঃ । বেদমন্তৈঃ অজ্ঞানতাং বিনাশ্য প্রজ্ঞানতাং লভেম ।

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভগবন! দেবকার্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা পরমসুখদায়িকা, তেজের ধারয়িত্রী (তেজোময়ী), সৎকৰ্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমরা প্রার্থনা করিতেছি ; সুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমাদের বশতাপন্ন হউক । (ভাব এই যে,—আমরা যেন সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সুবুদ্ধির অধিকারী হই ; হে ভগবন, আপনি তাহাই বিধান করুন) ।

২। হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকৰ্মসাধক, সন্তোষোৎপাদক সকলেরই অনুভূত যে দেবভাবসমূহ, তাঁহারা সকলে আমাদের (পাপ হইতে) পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন । সেই পরিত্রাণকারী দেবতাগণকে নমস্কর্মের দ্বারা পূজা করি এবং স্বাহা-মন্ত্র-সহযোগে হবিরাদি অর্পণ করিতেছি ; আমার কৰ্ম হুত হউক—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক । (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক । ভাব এই যে,—শুদ্ধসম্বভাবের দ্বারা আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল কৰ্ম তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক) ।

৩। (ক) হে জ্ঞানময় দেব ! আপনি আমাদের হৃদয়ে চির-জাগরুক রহুন ; আপনার প্রার্থনাকারী শরণাগত আমরা মোহঘোরে সংজ্ঞা-বহিত হইয়া আছি । (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-হেতু অথবা মোহবশতঃ আমরা যদি বিপথগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন) ।

(খ) হে ভগবন ! আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন । আর সদবুদ্ধি-দানে রক্ষার নিমিত্ত এবং অবিনাশী সৎকৰ্মশীল জীবনের জন্ম, পুনশ্চ জাগরণের অর্থাৎ সৎকৰ্মসমন্বিত ও সন্তোষসহযুত করিয়া উন্মোচিত করিবার নিমিত্ত, আমাদের ধারণ করুন অর্থাৎ আমাদের প্রমাদ-পরিহারে সৎ-কৰ্মান্বিত করিয়া আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন ! আপনার কৃপায় সচুপদেশ-লাভে আমরা যাহাতে সৎপথাবলম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন) ।

৪। হে জ্ঞানময় দেব ! দ্যোতমান স্বপ্রকাশ আপনি, মনুষ্য পর্যান্ত সকল প্রাণীর সৎকর্মের পালক হয়েন ; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎ-

কৰ্ম্মানুষ্ঠানে আপনি সৰ্ব্বতোভাবে (সম্পূজিত) পূজনীয় হয়েন । (ভাব এই যে,—সকল কৰ্ম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিद्यমান রহিয়াছে) ।

৫ । দেববিভূতিসমূহ সকলে শরণাগত আমাকে সৰ্ব্বভাবে আৰত করিয়া অবস্থান করুন অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহ হৃদয়ে সম্যক্‌প্রকারে উপজিত হউক) ।

৬ । সদ্ভাবপোষক সেই ভগবান, পরমধনের সহিত (আমাদিগের) হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৭ । পরমপদপ্রদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব, শ্রেষ্ঠধনের সহিত আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৮ । ত্রোতমান্‌ দ্বপ্রকাশ পরমাশ্রয় সংকৰ্ম্মের প্রেরক অথবা সংকৰ্ম্মের নিয়োজক সংপথপ্রদর্শক ভগবান অভীষ্টপূরক পরমধনদায়ক হইয়া আগমন করুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন ।

৯ । হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি এই কৰ্ম্মে শ্রেষ্ঠ ধন অর্থাৎ কৰ্ম্মের অপেক্ষিত ফল প্রদান করুন অর্থাৎ সংকৰ্ম্মের স্তফল প্রদান করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । এখানে সংকৰ্ম্মের স্তফললাভের প্রার্থনা বিद्यমান । প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে আমরা যেন কৰ্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ হই) ।

১০ । হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি আমার সংকৰ্ম্মকে পূর্ণফলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া অথবা ফলসমগ্নিত করিয়া, পুনরায় আমাকে সেই কৰ্ম্মের স্তফল প্রদান করুন অর্থাৎ ধনদানে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন ।

১১ । তাহা হইলে হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্‌ ! আমি যেন সংকৰ্ম্ম-সাধক জীবনের দ্বারা বিযুক্ত না হই, আপনি তাহাই সাধন করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । ভাব এই যে,—আমাকে যেন পাপ স্পর্শ না করে এবং তজ্জন্ম যেন আমি সংপথ ভ্রষ্ট না হই) ।

১২ । শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্‌ হে ভগবন্‌ ! আপনি আহ্লাদক অর্থাৎ পরমানন্দপ্রদায়ক হয়েন । অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখহেতু হইয়া, এইরূপে আমাকে অনুগৃহীত করুন অথবা হৃদয়ে প্রদাপ্ত হউন ।

১৩। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি সদ্ভাবরূপে শরণাগতের ব্যাপক হয়েন। অতএব এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ পরমসুখের নিমিত্ত আপনি সেইভাবে আমার অন্তর ব্যাপ্ত করুন।

১৪। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি জ্ঞানজ্যোতিঃ-সমূহের উৎসারক হয়েন। (অথবা, পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারণের দ্বারা লোকসমূহকে রক্ষা করে, সেইরূপে জ্ঞানধনদানে আপনি পাপনিঃসারক ও লোকসমূহের রক্ষক হয়েন)। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্ভাবের দ্বারা পরমসুখ-সাধনের জন্য জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করুন।

১৫। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি অভীষ্টপ্রাপক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারীর (আমার) অভীষ্টপ্রাপ্তির হেতু হউন অর্থাৎ সেইভাবে জাগরুক রহুন।

১৬। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি ভববন্ধনচ্ছেদক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার সৌভাগ্যের অর্থাৎ ভববন্ধনচ্ছেদনরূপ পরমসুখের নিমিত্ত হউন অর্থাৎ অনুগ্রহ করুন।

১৭। শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি সদ্বৃত্তিসমূহের উন্মেষক হয়েন। অতএব আপনি এই শরণাগত প্রার্থনাকারী আমার পরমসুখের নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ সদ্বৃত্তির উন্মেষণে সহায় হউন।

১৮। (ক) হে আমার মন ! বায়ুরূপে বর্তমান বিশ্বের জীবনস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(খ) হে আমার মন ! বরুণরূপে বর্তমান স্নেহকারুণ্যময় ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(গ) হে আমার মন ! দিক্‌পালরূপে বর্তমান জগতের পালক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(ঘ) হে আমার মন ! শাসকরূপে বর্তমান সর্বসংহারক ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

১৯। (ক) দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত দেবীস্বরূপ হে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ! তমোভাবে শোষণক তোমাদিগের যে প্রসিদ্ধ সত্ত্বপ্রবাহ বিद्यমান, ভগবানে

স্থাপনযোগ্য, শক্তিদায়ক এবং পরমানন্দপ্রদ সেই সত্ত্বপ্রবাহকে যেন আমি অতিক্রম করিয়া না যাই (অর্থাৎ তাহাকে যেন বিনষ্ট না করি) ।

(খ) অপিচ, সেই সত্ত্ব-প্রবাহ লাভ করিয়া ইহলোকসম্বন্ধি দুঃশেচ্ছ বন্ধন বিমুক্ত করিতে যেন সমর্থ হই ।

২০ । (ক) হে মন ! সংকর্মে সমুদ্ভূত কল্যাণ কামনা কর অর্থাৎ সংকর্মের সফললাভের জন্ম প্রবুদ্ধ হও । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধক) ।

(খ) অপিচ হে মন ! প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার অগ্রে গমন করুন । ভাব এই যে,—প্রজ্ঞানাধার ভগবান তোমার পথপ্রদর্শক হউন ।

(গ) অনন্তর (সংপথ অবগত হইয়া) হে মন ! ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে গমন কর । অর্থাৎ সংপথে গমন করিয়া শ্রেষ্ঠ পরমস্থান প্রাপ্ত হও ।

(ঘ) সর্ববশক্তির আধার হে ভগবন্ ! আপনি বহিরন্তঃশত্রুদিগকে (হৃদরূপ যজ্ঞ-স্থান হইতে) দূরে স্থাপন করুন ।

২১ । (ক) যে হৃদপ্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞভূমিতে) নিখিল সত্ত্বভাব (দেববিভূতি) নিত্যকাল অবস্থান করেন, হে ভগবন্ ! এইরূপ হৃদয়-প্রদেশ (যজ্ঞভূমি) এই মর্ত্যালোকে (সংসারে) থাকিয়াই আমরা যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা যেন সত্ত্বভাবসমম্মিত হইতে পারি) ।

(খ) অজ্ঞানতা-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমরা (যেন) ঋক্ সাম ও যজুর্শাস্ত্ররূপ স্তবের দ্বারা এবং পরমধন তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সত্ত্বভাবের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে হৃষ্ট হই । (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনায় অজ্ঞানতা-বিনাশে আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি) ।

* * *

মন্ত্রভাষ্যঃ (সাংগাচার্যাকৃতং) ।

দ্বিতীয়েহম্বাকে দীক্ষা বর্ণিতা । দীক্ষিতেন দেবযজনে স্বীকৃতে সতি সোমক্রয়ণাদিরূপ ক্রতুব্যবহারস্তত্র কর্তব্যং শক্যত ইতি তৃতীয়েহম্বাকে দেবযজনস্বীকারো বর্ণ্যতে । তৎস্বীকারাদূর্ধ্ব সোমার্থে দেবযজনে সোমক্রয়েব বক্তৃমুচিতত্বাত্তৎস্বীকারাৎপূর্ব্বমম্বাবাক্যদৌ ব্রতপানদ্রব্য সম্পাদনমভিধীয়তে ।

১ । “দৈবীং ধিয়ং মনামহে স্মৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস৭ স্পারা নো অসম্বশে ।
ব্যোধানঃ—অথাপ আচামতি দৈবীং ধিয়ং মনামহে স্মৃড়ীকামভিষ্টয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস৭

সুপারা নো অসদ্বশ ইতি” ইতি । বোধায়নঃ—“তথাপ আচাঃতি দৈবীং মনামহে স্মৃড়ীকাম-
তিষ্ঠয়ে বর্চোধাং যজ্ঞবাহস৬ সুপারা নো অসদ্বশ ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“দৈবীং ধিয়ং
মনামহ ইতি হস্তাবাণিজ্য” ইতি ॥

অভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বয়ং দেবতাবিষয়াং কস্মাক্ষুষ্ঠানবুদ্ধিমনয়া বুদ্ধ্যা সম্পাদয়ামঃ । কীদৃশীং
বুদ্ধিং ? স্মৃড়ীকাং স্মৃথহেতুং ব্রহ্মবর্চসধারণহেতুং যজ্ঞনির্বাহিকাম্ । সেয়ং বুদ্ধিঃ স্মৃষ্ট পারং
গতাস্মাকং বশে ভবতু ॥ স্মৃড়ীকামিতি পদস্তাভিপ্রায়মাহ—“দৈবীং ধিয়ং মনামহ ইত্যাহ
যজ্ঞমেব তনুদয়তি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি । মুদু করোতীত্যর্থঃ ॥ সুপারেতি
পদেন যৎসুচিতং তদাহ—“সুপারা নো অসদ্বশ ইত্যাহ ব্যাষ্টমেবাবকক্বে” (সং० কা० ৬
প্র० ১ অ० ৪) । ব্যাষ্টিঃ স্প্রভাতং কৃৎসযজ্ঞপ্রকাশনমিত্যর্থঃ ॥

২ । “যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সূদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পাস্তু তে নোহবন্ত তেভ্যো
নমস্তেভ্যঃ স্বাহা ।”—কল্পঃ—“অথাস্মৈ ক৬ সে বা চমসে বা নিষিচ্য ব্রতং প্রযচ্ছতি তদক্ষিপতঃ
পরিশ্রিত্য ব্রতয়তি যে দেবা মনোজাতা মনোযুজঃ সূদক্ষা দক্ষপিতারস্তে নঃ পাস্তু তে নোহবন্ত
তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহেতি” ইতি । চক্ষুরাদিপ্রাণাভিমানিনো যে দেবাঃ সন্তি তেহস্মানপরঃ-
পানরূপব্রতানুষ্ঠায়িনোহন্তর্কীতিশ্চ শুদ্ধিসম্পাদনে পালয়ন্তু । কীদৃশা দেবাঃ ? উপপত্তিকালে
মনসা সহোৎপন্নাঃ । ব্যবহারকালেহপি মনসা যুজ্যন্তে । অত্মমনসস্ত চক্ষুরাদিভিঃ সংনিহিত-
বিষয়াণামপ্যনবগমাং । সতি তু মনঃসাহায্যে স্বস্ববিষয়েষু সূদক্ষাঃ কুশলাঃ । দক্ষাঃ প্রজাপতিরুৎ-
পাদকো যেবাং তে দক্ষপিতারঃ । বিচারপুরঃসরং ব্রতং বিধত্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি হোত্রব্যং
দীক্ষিতস্ত গৃহাৎ ইন হোতব্যাঃ সতি হবির্কৈ দীক্ষিতো যজুহ্বাদ্যজ্ঞমানস্তাবদায় জুহ্বাশ্রম
জুহ্বাদ্যজ্ঞপক্করস্তরিযাথে দেবা মনোজাতা মনোযুজ ইত্যাহ প্রাণা বৈ দেবা মনোজাতা মনো-
যুজস্তেষেব পরোক্ষং জুহোতি তন্নেব হুতং নেবাহুতং” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ।
দীক্ষিতস্ত হবিষ্টমর্থবাদান্তরে অয়তে—“পুরা থলু বাবৈষ মেধায়াহস্মাননারভ্য চরতি যো দীক্ষিতো
যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাভত আশ্বনিজ্জরুণ এবান্ত স তস্মান্তস্ত নাহগ্ৰং পুরুবনিজ্জরুণ ইব হুথো
থবাহরগ্নীষোম্যাভ্যং বা ইন্দ্রো বৃহমহরিতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাভতে বাত্রগ্ন এবান্ত স তস্মাষাশ্রং
বারুণ্যর্চ্চা পরিচরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ।
শাখান্তরেহপি—“সর্কাত্যো বা এষ দেবতাত্তা আশ্বানমালভতে যো দীক্ষিতঃ” ইতি । তথা
সতি দীক্ষিতস্ত গৃহে যজ্ঞগ্নিহোত্রং জুহ্বাত্তর্হি যজ্ঞমান এব হুতো ভবেৎ । অহোমে তু নিত্যান্নি-
হোত্রস্ত পকুঃ প্রতিদিনানুষ্ঠানরূপং পকু বিচ্ছিত্তেত । তত্র পূর্কপ্রসিদ্ধেন মন্ত্রেণাহবনীয়াগ্নৌ
হোমঃ স প্রত্যক্ষ ইত্যুচ্যতে । অয়ং তু পরোক্ষোহগ্নিহোত্র হোমঃ । অত্মমন্ত্রেণ প্রাণায়াম্
হুয়মানত্বাং । অতদ্বিতীয়কোটিয়েন মুখ্যায়োহোমাহোময়োভাবান্নোক্তদোষদ্বয়ং । তস্মাদনেন
মন্ত্রেণ ব্রতং কুর্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ।

৩ । “অগ্নে ঐ৬ স্ জাগৃহি বয়৬ স্ মন্দিষীমহি গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ
পুনর্দদঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথ সংবেশনযজুর্জপতি অগ্নে ঐ৬ স্ জাগৃহি বয়৬ স্ মন্দিষীমহি
গোপায় নঃ স্বস্তয়ে প্রবুধে নঃ পুনর্দদ ইতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“অগ্নে ঐ৬ স্ জাগৃহীতি
স্বপ্যান্নাহবনীয়মভিনয়তে” ইতি । সূমন্দিষীমহি নির্ভয়াঃ সন্তুঃ স্বপ্যামঃ । নোহস্মাকং স্বস্তয়ে

বিনাশাভাবার্থ প্রব্ধে জাগরণায় দদঃ সামর্থ্যং দেহি । ভয়প্রসক্তিং দর্শয়ন্নয়ং ব্যাচষ্টে “অপস্তুং বৈ দীক্ষিত৩ রক্ষা৩সি জিঘা৩সন্ত্যগ্নিঃ থলু বৈ রক্ষোহাহংয়ে ত্ব৩ স্তজাগৃহি বয়৩ স্ত মন্দিবী-মহীতাসাহ্যিম্বেবাধিপাং কৃত্বা অপিতি রক্ষসামপহতৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ॥

৪। “ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা । ত্বং যজ্ঞেঋদ্যাঃ ।”—কল্পঃ—“অথাধ্বর্যা-শ্বধ্যরাত্র আক্রত্য প্রবুদ্ধযজুর্কীচয়তি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্যেষা । ত্বং যজ্ঞেঋদ্যা ইতি” ইতি । ষাজ্যাস্ত্র ব্যাখ্যাতং । ব্রতব্রংশপ্রসক্তিং দর্শয়ন্ প্রথমং পাদং ব্যাচষ্টে — “অব্রতানিব বা এষ কৰোতি যো দীক্ষিতঃ অপিতি ত্বমগ্নে ব্রতপা অসীত্যাহাগ্নিকৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ স এবৈনং ব্রতমাশঙ্কয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । অবিকল্পং কৰোতীত্যর্থঃ । মনুষ্যেষু ছিন্নং ব্রতং মনুষ্যাবতারেণ পালয়তীতি শঙ্কাং বারয়ন্ দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—“দেব আ মর্ত্যেষেত্যাহ দেবো হেষ সন্মর্ত্যেযু” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । অতো ব্রতং সমাধাতুং শক্নোতি । অগ্নির্ষূর্দ্ধা দিবঃ ককুদিত্যাদিষাজ্যাপুরোহুত্বাক্যাদিমন্ত্রেধগ্নিঃ জ্বয়ত ইত্যভিপ্রায়ং তৃতীয়পাদে স্বয়ং দর্শয়তি—“ত্বং যজ্ঞেঋদ্যা ইত্যাহৈত৩ হি যজ্ঞেঋদ্যতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি ।

৫—১৭। “বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রন্ পুষা সন্না সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ক্স-সুদাবা রাশ্বেয়ং সোমাহভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা বি রাধি মাহমায়ুধা চন্দ্রমসি মম ভোগায় ভব বস্ত্রমসি মম ভোগায় ভবোশ্রাহসি মম ভোগায় ভব হয়োহসি মম ভোগায় ভব ছাগোহসি মম ভোগায় ভব মেঘোহসি মম ভোগায় ভব ।”—বোধায়নঃ—“অথ সনিহারান্ প্রহিণোতি স যং মত্ততেন নাং প্রত্যাখ্যাস্ততীতি তং প্রথমমভিপ্রহিণোতি বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রন্ পুষা সন্না সোমো রাধসা দেবঃ সবিতা বসোর্ক্সসুদাবেতি, আহরন্তং দৃষ্ট্বা জপতি নানাহরন্তং রাশ্বেয়ং সোমাহভূয়ো ভর মা পৃণন্ পূর্ত্যা বি রাধি মাহমায়ুধেতি” ইতি । সনিশাকেন হিরণ্যবস্ত্রাদি দেবদ্রব্যমুচ্যতে । সনিহারো দ্রব্যাপাণমানেতারঃ । আপস্তুশ্চ প্রকারান্তরেণ মন্ত্রবিনিয়োগ-বিচ্ছেদবাহ—“বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রম্নিতি প্রবুদ্ধ্য জপতি, পুষা সন্তেতি সনিহারান্৩শ৩ শান্তি, চন্দ্রমসীত্যেতৈঃ প্রতিমন্ত্রং যথালিঙ্গং প্রতিগৃহ্নাতি, দেবঃ সবিতা বসোর্ক্সসুদাবেত্যাহ্নি” ইতি । সর্কে দেবা অভিতঃ পালয়িতুং মামাবৃত্য তিষ্ঠন্ত । পুষা সন্না পোষকো দেবো দেয়েন হিরণ্যদ্রব্যেণ সহায়ত্বা । সোমো রাধসা সাধকেন বস্ত্রেণ সহায়ত্বা । বসোর্ক্সস্তরস্ত গবাদেঃ প্রেরকো দেবো বহুপ্রদঃ সন্নায়াত্ব । হে সোমাস্মিন্ কৰ্ম্মণ্যাপেক্ষিতমিয়দেহি, সম্পূর্ত্যা মাং পূরয়ন্ ভূয় আভর, অহমায়ুধা মা বিরাধি বিয়ুক্তো মা ভুবন্ । প্রবুদ্ধো জপেদিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে— “অপ বৈ দীক্ষিতাং স্তুষুপুং ইন্দ্রিয়ং দেবতাঃ ক্রামন্তি বিশ্বে দেবা অভি মামাহববৃত্রম্নিত্যাহেল্লি-য়েগৈবৈনং দেবতাভিঃ সন্নয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪) ইতি । স্তুষুপুং স্তুষুণাং । অতীন্দ্রিয়সামর্থ্যেন তদভিমানিদেবতাভিচ্চায়ং মন্ত্রঃ সংযোজয়তি । বিপক্ষবাহুপূরঃসরমাহভূয়ো ভরেত্যমুং মন্ত্রভাগং ব্যাচষ্টে—“যদেতদ্বজ্রং ক্রয়াদবাত এব পশুনভীদীক্ষেত তাবন্তোহস্ত পশবঃ স্তা বাশ্বেয়ং সোমাহভূয়ো ভরেত্যাহাপরিমিতান্বেব পশুনবরুক্ষে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৪)

দীক্ষাকালে বিষ্টমানাজ্জাবতঃ পশুনভিপ্রাপ্য দীক্ষেত মন্ত্রাহুক্তো তাবন্ত এব স্ত্যঃ । মন্ত্রোক্তো তু তৎসামর্থ্যাদপরিমিতাঃ পরলোকে ভবন্তি । পশুভির্দ্রব্যান্তরাণ্যপলক্ষ্যন্তে । চন্দ্রমসি মম

ভোগায় ভব বহ্নমসি মম ভোগায় ভবোহসি মম ভোগায় ভব ইয়োহসি মম ভোগায় ভব
ছাগোহসি মম ভোগায় ভব মেয়োহসি মম ভোগায় ভবেতোতিশ্বৈর্যথালিঙ্গং বহ্ন স্বীকর্তব্যং ।
চক্ষং হিরণ্যং । উশ্রা গোঃ ॥ তেন তেন ময়্যে তত্তদ্ব্যভিমানিদেবতাস্ত্যস্তীত্যাহ—“চক্ষমসি
মম ভোগায় ভবেত্যাহ যথাদেবতমেবৈনাঃ প্রতিগৃহ্ণতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ।
এনা হিরণ্যাদিরূপা দিগ্‌সিতা দক্ষিণাঃ ॥

১৮। “বায়বে ত্বা বরুণায় ত্বা নিশ্বতৈ ত্বা রুদ্রায় ত্বা ।”—কল্পঃ—“তাঃ সমুদায়ুত রক্ষতি
তাসাং যা নশ্চতি স্মিয়তে বা বায়বে ত্বেতি তামনুদিশতি, যাহপ্‌স্ব বা পাশে বা বরুণায় ত্বেতি তাং
যা সং বা শীর্ষ্যতে গর্তে বা পততি নিশ্বতৈ ত্বেতি তাং, যামহির্ব্যাভ্রো বা হস্তি রুদ্রায় ত্বেতি
তাং” ইতি । অনুদিশামীতি শেষঃ ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োদুর্ষণভূষণে দর্শয়তি—“বায়বে ত্বা বরুণায়
ত্বেতি যদেবমেতা নানুদিশেদবতাদেবতং দক্ষিণা গময়েদা দেবতাভ্যো বুশ্যত যদেবমেতা অনুদিশতি
যথাদেবতমেব দক্ষিণা গময়তি ন দেবতাভ্যো বুশ্যতে” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ॥

১৯। “দেবীরাপো অপাং নপাশ্চ উর্ধ্বিহবিষ্য ইন্দিয়াবান্মদিস্তমন্তং বো মাহব ক্রমিষমচ্ছিন্নং
তস্ত্বং পৃথিব্যা অহু গেযম্ ।”—বোধায়নঃ—“অথ যজ্ঞপরিয়াণা আপ উপাধিগচ্ছন্তি তজ্জপতি
দেবীরাপো অপাং নপাশ্চ উর্ধ্বিহবিষ্য ইন্দিয়াবান্মদিস্তমন্তং বো মাহব ক্রমিষমচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা
অনুগেযমিতি সং বা গাহতে সং বা তরতি” ইতি । অপরিয়াণা গমনবিরোধিত্বো মার্গপ্রতি-
রোধিকাঃ ॥ আপস্তম্বঃ—“প্রয়াণে দেবীরাপ ইত্যাপোহবগাহতেহচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা অনুগেয-
মিতি হস্তেন লোঠং বিমৃদ্যাত্যাপারং” ইতি । যদা কেনাপি নিমিত্তেন দেবযজ্ঞনাদন্যত্র দীক্ষতে
ভদানীং পৃথগরপীধমীন্ সমারোপ্য দেবযজ্ঞং গচ্ছন্নধ্যে প্রাপ্তায়াং নত্য়ামবগাহোক্তরং । অপাং
নপাদিত্যগ্নিসম্বোধনং । হে দেব্য আপো যুগ্মাকং য উর্ধ্বিস্তং পাদেন মাহবক্রমিষং । কীদৃশ
উর্ধ্বিঃ । ত্রীহাচ্যুতপাদনেন হবির্যোগ্যঃ স্বকীয়জলপানেনেন্দিয়শক্তিকারী তৃষাং নিবর্তয়ন্তি-
হর্বপ্রদঃ । যুদি লোষ্টকপং পৃথিব্যা অচ্ছিন্নং তস্ত্বং পেতুং প্রাপ্য ততোপরি গচ্ছামি ॥ হবিষ্য-
শক্ভাতিপ্রায়মাহ—“দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাং যদ্বো মেধ্যং যজিষ্যৎ স দেবং তদ্বো মাহব
ক্রমিষমিতি বাবৈতদাহ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি । ইতি বাচ, ইত্যেব ॥
তস্ত্বশক্ভাতিপ্রায়মাহ—“অচ্ছিন্নং তস্ত্বং পৃথিব্যা অনুগেযমিত্যাং সেতুমেব কৃত্বাহতেতি” (সং०
কা० ৬ প্র० ১ অ० ৪) ইতি ॥

২০। “ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্বথেমবশ্চ বর আ পৃথিব্যা আরে
শক্রন্ কৃণুহি সর্ববীরঃ ।”—বোধায়নঃ—“বৃহস্পতিবতর্চ্চা প্রয়াতি ভদ্রাদতি শ্রেয়ঃ প্রেহি
বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অস্বিত্যথ যত্র বৎশন্ ভবতি তদবশ্চতাত্থেমবশ্চ বর আ পৃথিব্যা
ইত্যাহনিত্যমুত্তমুপতিষ্ঠত আরে শক্রন্ কৃণুহি সর্ববীর ইতি” ইতি ।

আপস্তম্বস্ত ত্রীমন্ত্রানেকীকৃত্য বিনিয়ুক্তে—“পৃথগরপীধমীন্ সমারোপ্য রথেন প্রয়াতি
এতদভাবে রথাক্রমাদায় ভদ্রাদতি শ্রেয় ইতি” ইতি । অত্রার্থক্রমেণ দেবীরাপ ইত্যম্মাং পূর্ক-
মেবাং মন্ত্রোহবগন্তব্যঃ । হে রথ ভদ্রাং প্রশস্তাদম্মানিত্যাহোত্রস্থানাদতিপ্রশস্তং সৌমিকং
দেবযজ্ঞনমতিপ্রযাহি । বৃহস্পতিস্তব পুরতো গন্তা ভবতু । অথ প্রয়াগাদুর্দ্ধং পৃথিব্যাঃ সমষ্টিভা
সমস্তাধ্বরে শ্রেষ্ঠে স্থান ঈমিমাং গতিমবশ্চ সমাপয় । হে রথানিমানিত্যাদিত্য শক্রনুক্ষসাদীনারে

‘দেবযজ্ঞনাদ্রৈ কুরু ॥ কল্পঃ—“অথ যত্র যক্ষ্যমাণো ভবতি তদবশ্যতোদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা ইত্যস্তাদমুবা কন্তু” ইতি । স চ মন্ত্র এবমায়ায়তে—

২১ । “এদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা বিধে দেবা যদজুষস্ত পূৰ্ণ ঋকসামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তো রায়স্পোষণে সমিষা মদেম” ইতি ।—পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি যদেবযজ্ঞনং তদিদমগম্য বয়ং প্রাপ্তাঃ । যদেবযজ্ঞনে পূৰ্ণে সৰ্কে দেবা অজুষস্তাসেবস্ত তদ্বয়মাগত্য বেদত্রয়গতৈশ্বর্যৈঃ সোমযাগং সন্তরন্তঃ সম্যক্পারং নয়ন্তো রায়স্পোষণে ধনসমৃদ্ধ্যা সমিষা সমীচীনেনায়েন চ মদেম হৃদ্যাম্ ॥

ভদ্রাদভীতাদিমন্ত্রার্থঃ স্পষ্ট ইত্যভিপ্রেত্য ব্রাহ্মণেনাত্র ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতং । ঔপাঙ্গুবাক্য-কাণ্ডে তু দীক্ষিতনিয়মপ্রসঙ্গাব্যাখ্যানং কৃতং । তত্র বৃহস্পতেকপযোগমাহ—“অগ্নিরৈ দীক্ষিতস্ত দেবতা সোহম্মাদেতর্হি তির ইব যর্হি যাতি তমাম্বরৗ রক্ষাৗ সি হস্তোভদ্রাদভি প্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরএতা তে অম্বিত্যাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিস্তমেবাধারভতে স এনৗ সম্পারয়তি” (সং. কা. ৩ প্র. ১ অ. ১) ইতি । যদা দীক্ষিতোহগ্নিহোত্রস্থানাং প্রযাতি তদাহ্নিস্তিরোহিত ইব নৈনং পালয়তি । ততো রক্ষাংস্তেনং মার্গে হস্তমীশ্বরানি ভবন্তি । তত্র বৃহস্পতো পুরতো গচ্ছতি সত্যমুগচ্ছন্তমেনং রক্ষোবাধপরিহারেণ স বৃহস্পতিঃ সম্যক্পারং নয়তি ॥ উত্তরমন্ত্রস্ত চতুর্ষু ভাগেষু প্রতিপাত্তোহর্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“এদমগম্য দেবযজ্ঞনং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজ্ঞনৗ হেয পৃথিব্যা আগচ্ছতি যো যজতে বিধে দেবা যদজুষস্ত পূৰ্ণ ইত্যাহ বিধে হেতদেবা জোষয়ন্তে যদ্বাক্ষণা ঋকসামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্ত ইত্যাহ ক্ সামাভ্যাং হেয যজুষা সন্তরতি যো যজতে রায়স্পোষণে সমিষা মদেমত্যাহ হিশিমৈবৈতামাশান্তে” (সং. কা. ৩ প্র. ১ অ. ১) ইতি । অধ্বর্য্যাপ্রভৃত্যো ব্রাহ্মণা যদেবযজ্ঞনমিদানীমধিতীষ্ঠন্তি তদেবাঃ স্বয়ং সেবমানা এতান্ সেবন্তে । যো যজতে স এষ সন্তরতীত্যবয়ঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“দৈবীং হস্তো শোধয়িত্বা যে দে ব্রতপয়ঃ পিবেৎ ।

অগ্নে স্বপ্ন্যগ্নিমাহ ত্বং প্রবুদ্ধো জপেত্তথা ॥ ১ ॥

বিশ্ব ইত্যপি পুষ্যতি সনিহারানুশাসনং ।

দেবো বহুগ্রহশ্চক্রং ষড় ভিস্তত্র প্রতিগ্রহঃ ॥ ২ ॥

বায় নষ্টামপ্সু মৃত্যং সন্নামৃগ্ভ্যাং চ গাং স্পৃশেৎ ।

দেবীরাপো বিগাহাচ্ছি লোষ্টমপ্সু বিমদয়েৎ ॥ ৩ ॥

ভদ্রাজ্থেন যাতেদং যাগভূমিব্যবস্থিতিঃ ।

অমুবাকে তৃতীয়েহস্মিন্দিতা একবিশ্ণুতিঃ ॥৪॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

একাদশাধ্যায়স্ত চতুর্থপাদে চিন্তিতং—“স্বপ্নাদিমন্ত্রা আবর্ত্যা নো বাহ্যোহস্বস্তরায়তঃ । কৃৎনোদেশপ্রবৃত্ত্বান্নিমিত্তাভেদতঃ সৰুৎ” ইতি ॥ দীক্ষিতস্ত স্বপ্ননদ্র্যতরণবৃষ্টিক্রেদনামেধ্যদর্শন-নিমিত্তকান্তত্ত্বমন্ত্রজ্ঞাপাঃ পঠিতাঃ । স্বমগ্নে ব্রতপা অসীতাদিকঃ স্বপ্নমন্ত্রঃ । দেবীরাপো অপাং নপাদিত্যাদিন্দীতরণমন্ত্রঃ । উন্দতীর্কলং ধত্ত ইত্যাদিবৃষ্টিক্রেদনমন্ত্রঃ । অবদ্ধং মন ইত্যাদির-মেধ্যদর্শনমন্ত্রঃ । যদা নিদ্রা মধ্যে প্রবোধৈরগ্নৈক্যাবধীয়েত, নদী চ বহুশঃ স্রোতোযুক্তা বীপৈঃ,

বৃষ্টিশ্চ বিচ্ছেদৈঃ, অমেধ্যানি চ দৈনৈশ্তদা তৈরন্তরায়ৈর্গমিত্তেষু ভিষ্ণুমানেষু নৈমিত্তিকা মজ্জা
আবর্তনীয়া ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ - রাত্রিগতাং কৃৎমাং নিদ্রামুদ্গিশু মজ্জাভিধানান্নমিত্তমেকং ।
এবমন্তরাপি যোজ্যং । তস্মান্নাত্মাবৃত্তিঃ । তত্রৈবাত্মচ্ছিত্তিতং - “প্রাণে প্রাত্যহং মজ্জো
ভিন্নো নো বাহুত্র বিশ্রমৈঃ । প্রাণাণভেদাভিন্নো নো গতৈক্যাদান্নবৃত্তিতঃ” ইতি ॥ ভদ্রাদতি
শ্রেয় ইত্যাদিঃ প্রাণাণমন্ত্রঃ । তত্র দীক্ষিতস্ত নিৰ্গমনমারভ্য পুনঃপ্রবেশপর্যন্তং বিশ্রমব্যবধানেন্ধপি
প্রয়োজনৈক্যাদেকমেব প্রাণাণং । ততো ন মজ্জাবৃত্তিঃ ॥

অথ চন্দঃ ।

দৈবীং ধিয়মিত্যগ্নে ঋমিতি চৈতে অনুষ্ঠভোঃ । ঋমগ্ন ইতি গায়ত্রী । বিধে দেবা ইত্যেক-
পদা । এদমগ্নম্বেতি ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইতি শ্রীমৎসাম্বাগাচাৰ্য্যবিরচিতো নান্দবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে
প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রাণিকে তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মজ্জার্থ-আলোচনা ।

— * —

দ্বিতীয় অনুবাকে দীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে । দীক্ষা গ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির দেবকাণ্ডে
অধিকার জন্মে । তখন তিনি সোমক্রয়গাদি ক্রতু-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন ।
বক্ষ্যমাণ তৃতীয় অনুবাকে দীক্ষিত কর্তৃক দেবযজ্ঞন বা দেবপূজার অধিকারের বিষয় পরিবর্ণিত ।
কিন্তু তৎসম্বন্ধেও এক বিশেষ বিধি আছে । দেবযজ্ঞনে অধিকার লাভের পূর্বে দীক্ষিত
ব্যক্তিকে ‘ব্রতপানং দ্রব্য’ সম্পাদন করিতে হয় । তন্নিম্ন, দীক্ষিত হইলেও, তাঁহার দেবযজ্ঞনে
অধিকার জন্মে না । তাই অনুবাকের প্রথম কয়েকটি মন্ত্রে, সোমবাগ সম্পাদনে সোম-ক্রয়গাদির
পূর্বেই ব্রতপানাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে ।

তৃতীয় অনুবাকের মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় ; যথা,—‘দৈবীং ধিয়ং’ প্রভৃতি
মন্ত্রে হস্তাদি প্রক্ষালন ; অনন্তর আচমনাদি ক্রিয়া সম্পাদনের পর ‘যে দেবা’ প্রভৃতি মন্ত্রে ব্রতপয়ঃ
পান করিবে । ‘অগ্নে স্বং’ প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, ‘ঋমগ্নে’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই অগ্নির
উদ্দেশে জপ করিবার বিধি । ‘বিধে দেবা’ ‘পুষা সন্তা’ প্রভৃতি মন্ত্রে ‘সনিহারান্নশাসন’, ‘দেবঃ
সবিতা’, ‘বসোঃ’ ‘চক্ৰমসি’ প্রভৃতি ছয়টি মন্ত্রে পরিগ্রহ । তার পর ‘বায়বে স্বাং’ প্রভৃতি
মন্ত্রচতুষ্টয়ে গরুকে স্পর্শ করিবে । ‘দেবীরাপঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে জলের মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া,
সেই লোষ্ট্রকে জল দ্বারা বিমর্দন এবং পরিশেষে ‘ভদ্রাদধি’ প্রভৃতি মন্ত্রে রথে গমন করিয়া
‘এদং’ প্রভৃতি মন্ত্রে বাগভূমিতে অবস্থিতি । বলা বাহুল্য, বিনিয়োগ-সংগ্রহের উল্লিখিত
বিনিয়োগ অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিদর্শন করিয়াছেন । আর সেই বিনিয়োগ
অনুশায়েই ভাষ্যে মন্ত্রের ভাব প্রকটিত হইয়াছে ।

কিন্তু আমরা অনেকটাই ভাষ্যের সে ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আমাদের অর্থ অনেক স্থলে ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদের বিচার্য্যাদির বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে সকল বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে। যথা—

এই অনুবাকের প্রথম দুইটি মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যাভাষে যাহা অবগত হওয়া যায় এবং ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রে সন্ধ্যোব্য পদ নাই। ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রটি যজ্ঞমানের আচমন-সংক্রান্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে প্রায় সকলেরই এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে যজ্ঞমান যেন বলিতেছেন,—‘আমি এই আবক্ষ অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্ত চিরস্বপ্নের নিদান যজ্ঞ-কার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশী সর্বপ্রশংসনীয় বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে দুগ্ধ-পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। ইহাই ব্রতপয়ঃ পান। একটা ব্যাখ্যার প্রকাশ,—‘এই মন্ত্রে অমৃগয়-পাত্রে দুগ্ধ পান করিবে।’ তদনুসারে মন্ত্রের যে একটা বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—‘যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর (ইন্দ্রিয়গণ), তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করতঃ আমাদের রক্ষা করুন। আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি। এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক।’ * এখানে ‘দেবগণ’ বলিতে ‘ইন্দ্রিয়গণ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ, যজ্ঞে বিয় উৎপন্ন না হয়—সেই জন্তই এই মন্ত্রের প্রার্থনা। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘চক্ষুরাদি প্রাণাভিমানী দেবগণ আমাদের দুগ্ধপানরূপ ব্রতানুষ্ঠানে বহিরন্তঃ-শুদ্ধি-সাধনে আমাদের পালন করুন। সেই দেবগণ কিরূপ? তাঁহারা উৎপত্তিকালে মনের সহিত উৎপন্ন। ব্যবহারকালে মনের সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হন। যাহারা অল্পমনস্ক, তাঁহাদিগের চক্ষুরাদির গোচরীভূত সন্নিহিত বিষয়েও অনবগতি হয়। কিন্তু মনের সহায়তায় সেই সেই বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায়। দক্ষ-প্রজাপতি যাহাদের উৎপাদক, তাহারাষ্ট দক্ষপিতারঃ। ইত্যাদি।

ক্রিয়া-কর্মে মন্ত্রদ্বয় যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের কি নিগূঢ় লক্ষ্য, তাহাষ্ট একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদের মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে আলোচনার মূলতত্ত্ব প্রকটিত আছে। তদনুসরণে সামান্ত একটু চিন্তা করিলেই ভাব পরিবর্তিত হইতে পারে। মন্ত্র দুইটি ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

প্রথম মন্ত্রে, ভগবানের নিকট সদ্‌বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সদ্‌বুদ্ধির অধিকারী হইলে, মানুষ কি প্রকার বিভবসম্পন্ন হইতে পারে, ‘দ্বিয়ং’ পদের বিশেষণ-করটি তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তোমার ‘দ্বিয়ং’ (মতি) যদি দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত (দৈবীং) হয়, তাহার দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা পরমসুখপ্রদায়িকা (সুমৃডীকাং) হয়, তাহা ‘তেজের ধারক’ হইয়া থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়া কদাচ

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের অথবা উর্বটের বা মহীধরের ভাষ্যে এ ভাব পাওয়া যায় না।

অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বারা নানা সংকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধি সংকর্ষসাধয়িত্রী (যজ্ঞবাহসং) হয়। ঐ প্রকার হিতসাধনী বুদ্ধি আবার সহজলভ্যা (সুপারা) হইতে পারে। সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী হইতে পার, যদি তাহা তগবদভিমুখী হয়। এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—‘হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সদ্বুদ্ধি যেন আমার বশে থাকে।’ ভাব এই যে,—তাহা হইলেই আমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইটি তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে। প্রথমে বলা হইয়াছে—দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বা শুদ্ধসত্ত্বাদি (‘দেবাঃ’) হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, হৃদয়েই অবস্থিত করে। ‘মনোজাতা’ ও ‘মনোযুক্তাঃ’ পদদ্বয় সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে। মানুষ! কল্কুরিকা-অশ্বেষী মুগেব ত্রায় কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছে! দেবতার সন্ধান চাও? ঐ দেখ তোমার হৃদয়েই তাঁহাদিগের উৎপত্তিস্থান! ঐ দেখ—তোমার হৃদয়েই তাঁহারা অবস্থিত আছেন! একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যে’ পদ, সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই ‘সর্বৈরনুভূতাঃ’ পদ ব্যবহার করিয়াছি। সেই হৃদস্থিত দেবতার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা কি প্রকারে তোমার দ্বারা সংকর্ষসমূহ সমাধান করিয়া লয়েন! মন্ত্রের ‘দক্ষণিতারঃ’ পদ, আমাদের মুগেব হৃদয়স্থ দেবভাবের কর্মকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। এ মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—‘হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে দেবভাব (দেবগণ) অবস্থিত হউন; আব, তাঁহাদিগের সাহায্যে সংকর্ষানুষ্ঠানের দ্বারা আমি যেন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।’ তাঁহারাও আমাকে পালন করুন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা-মন্ত্রে আমি যেন কর্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—আমার কর্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।’

ভাষ্যে অনুক্রমিত হইয়াছে,—মোনী যজমান এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণে মোন-ভাব ভঙ্গ করিবেন। যাহারা অনেক কথা কহে, তাহারা অত্রায় কথা কহিয়া থাকে,—অসত্য কথা কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে যাহারা অগ্রসর হইবেন, মোনাবলম্বন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সেই মোন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটি মন্ত্রের আদর্শ-অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃ-সাধক। পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই মন্ত্রদ্বয়ের বাক্যের ত্রায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনা-মূলক হওয়াই কর্তব্য। মন্ত্রার্থ-আলোচনায় এই এক প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তার পর তৃতীয় অনুবাকের তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ভাষ্যানুসরণে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—‘হে অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্জ্বলিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজ্জ্বলিত (আগ্রিত) থাকিলে, রাক্ষসেরা যজ্ঞহানি করিতে আসিতে সাহস পাইবে না।’ এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, অগ্নি জ্বলিলে যাজ্ঞিকগণ আগিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসেরা সেদিকে অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের অগ্রসর হইবে না। আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের অগ্রসর নাই। পরন্তু এখানে অন্তঃশত্রু—কামক্রোধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রার্থনা-

কারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—‘হে জ্ঞানময়! সংসারের মোহঘোরে পড়িয়া আমরা পুনঃপুনঃ সংপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সম্ভাবকে বিসর্জন দিই। আপনি আমাদের সেই মোহঘোর বিদূরিত করুন। জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে আগ্রহ থাকিয়া আমাদের সदा সধু দ্বি দান করুন,—সংপথে পরিচালিত করুন। পদে পদে প্রমাদ আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিতেছে। কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি, আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। দিয়াছিলেন সকলই; জন্মসহজাত সম্ভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছিল—সকলই; কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্জন দিয়াছি; সংসারের পাপ-সংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষাঙ্কিত মলিন করিয়া তুলিয়াছি। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—‘আবার—আবার আমার কৃপা করুন (পুনর্দদঃ)’।’ এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য। মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটি পদ বড়ই সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার-সেই কয়েকটি পদ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বেদমন্ত্র—হৃত্যকারে গ্রথিত। উহার এক একটি অংশের মধ্যে বহু ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই যজুর্বেদেরই প্রথম মন্ত্র ‘ইষে স্বা’ ‘উর্জে স্বা’ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পুনর্দদঃ’ পদ সেইরূপ স্বত্বস্বরূপ। ঐ পদে কত পুরাতন স্থিতি মনোমধ্যে জাগরুক করে। ঐ পদে ভাব আসে,—আমাদের জন্ম-গ্রহণের সহিত আমরা বীজরূপে সম্ভাবের কত অঙ্গই লাভ করিয়াছিলাম! কিন্তু এখন, পাপ পৃথিবীর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই হারাইয়াছি। ‘পুনর্দদঃ’ পদের প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—‘ভগবন! সেই সব ভাব আমার তামায় ফিরাইয়া আনিয়া দেও।’ এইরূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-মন্ত্রের এক একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহু কথা আলোচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাহ্য মনে করিতেছি।*

দীক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ক্রোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয়। সেই পাপ-প্রকালন জন্ত এই অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্র অনুস্মরণীয়। মন্ত্রটী জলমুখি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যের অভিমত। সে পক্ষে, মন্ত্রে অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে,—অগ্নি সকল কাজেই লাগিয়া থাকেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয়।

এখন আমাদের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদের মত এই যে,—মন্ত্র জ্ঞানদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে সৎকর্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্মাদ্বিষ্টানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্কৃত্যই উপলব্ধ হয়। মন্ত্রে তাঁহারই (জ্ঞানদেবতার) সেই মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে আত্মোদ্বোধনার ভাৱ আছে। এখানে আপনার অন্তরস্থ শুদ্ধস্বের উদ্বোধনা দেখিতে পাই।

* মন্ত্রের বিভাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়; ভাষ্যও ঐরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাই। কালীর পাঠে, জন্মগৌর প্রকাশিত ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অনুসৃত। বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহা রূপান্তরে পরিগৃহীত। আমরা বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি।

হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বাব যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না । এ পক্ষে প্রার্থনার মৰ্ম্ম এই যে,—হে আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বাব ! তুমি জাগরিত হও ; আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে আমি যেন আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই ।’ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই । কিন্তু সে ধন এখন আমরা হারাইয়াছি ; শুদ্ধসত্ত্বাব জন্মের আগ্রহ হইলে, সেই ধন আবার ফিরিয়া পাইতে পারি ।’ ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সঞ্চর, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চরেই যে জ্ঞান সম্ভাবিত হয়, মন্ত্ৰে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে । মন্ত্ৰের উপদেশ এই যে,—

‘মাম্ব ! তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বাবাসিত হও ; জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন ।’

পঞ্চম হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত কয়েকটা মন্ত্ৰকে একত্রে সমাবিষ্ট করিয়া ভাস্কর্য্যকার ঐ সকল মন্ত্ৰের অর্থ নিকাশন করিয়াছেন । ভাষ্যানুসারে মন্ত্ৰ-সমূহের যে অর্থ হয়, তাহা এই—‘সকল দেবতা আমাদের পালনের জন্য আমাদের আবৃত্ত করিয়া অবস্থান করুন । পোষক পুষা দেবতা হিরণ্য-দ্রব্যের সহিত আগমন করুন, সোম বস্ত্র লইয়া আগমন করুন, গবাদির গেরক দেবতা বস্ত্রপ্রদ হইয়া আগমন করুন । হে সোম ! এই কৰ্ম্মের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন । আমাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলদান করিয়া পুনরায় আমাদের পর্য্যাপ্তের অভীত ধন প্রদান করুন । আমি যেন আয়ুর দ্বারা বিযুক্ত না হই ।’ তার পর ‘চক্ৰমসি’ ‘বজ্রমসি’ প্রভৃতি মন্ত্ৰ-সমূহে এক এক দ্রব্যের উপলক্ষিত এক এক দেবতার নিকট সেই সেই দ্রব্য প্রার্থনা করা হইয়াছে । বস্ত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মেঘ প্রভৃতি ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি-লাভের কামনা সেই সকল মন্ত্ৰে প্রকাশ পাইয়াছে । ছাগাভিমানী দেবতার নিকট ছাগ, মেঘাভিমানী দেবতার নিকট মেঘ, বজ্রাভিমানী দেবতার নিকট বজ্র, গবাভিমানী দেবতার নিকট গবাদি, অশ্বাভিমানী দেবতার নিকট অশ্ব প্রভৃতি যজ্ঞা করিয়া, তত্তৎসামগ্ৰী লাভের নিমিত্ত প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন । ফলতঃ, ঐহিক সুখসাধক যে সকল সামগ্ৰী কামনীয়, সেই সকল সামগ্ৰীই এই সকল মন্ত্ৰে উপলক্ষিত । ভাষ্যের ভাবে তাহাই উপলব্ধ হয় ।

কিন্তু মন্ত্ৰের সহিত ঐহিক সুখসাধক সামগ্ৰীর সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না । বেদ মন্ত্ৰ নিত্য-সত্য অপৌরুষেয় । আর ছাগ মেঘাদি অনিত্য পৌরুষেয় । নিত্য-সামগ্ৰীরা সহিত অনিত্য বস্তুর সমাবেশে, অপৌরুষেয় বেদের-মন্ত্ৰের সহিত অনিত্য পৌরুষেয় ছাগমেঘাদির সংশ্রব-সূচনায়, বেদের অপৌরুষেয়ত্বের এবং নিত্যত্বের বিঘ্ন ঘটে । তাই আমরা মনে করি, মন্ত্ৰের সহিত সংশ্রবযুক্ত বস্ত্র, হর, ছাগ, মেঘ প্রভৃতি ঐহিক সুখসাধক সাধারণ বস্তাদি নহে । ঐ সকল পদে আধ্যাত্মিকতামূলক বিভিন্ন উচ্চ ভাব প্রকাশ করে । আমরা মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি । কি সূত্রে কি ভাবে মেঘাদি শব্দ পার্থক্য পঞ্চাদি হইতে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তৎপ্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে ।

পঞ্চম (‘বিষে দেবা’ প্রভৃতি) মন্ত্ৰে হৃদয়ে সত্ত্বাব-উদ্বোধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । প্রার্থনাকারী শোকেচ্ছ । তিনি পার্থিব বিত্তৈর্ধর্যা লাভের জন্য লালান্বিত নহেন । তিনি সেই

মোক্ষসাধক গুণসম্বন্ধ-সমূহ অবিগত করিবার জন্তই ব্যাকুল। তাই তাঁহার প্রার্থনা হইয়াছে,—‘হে ভগবন্! বিশ্বের সকল দেববিভূতির অমুগ্রহ যেন আমি লাভ করিতে পারি। তাঁহার সকলেই যেন আসিয়া আমার মোক্ষসাধক হন।’ পঞ্চম মন্ত্রে সমষ্টিভাবে সকল দেববিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আর তৎপরবর্তী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্র-চতুষ্টয়ে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেববিভূতির অমুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন,—‘হে পুত্র, হে সোম, হে সবিতা! আপনারা ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্বভাবে আমাদিগকে অমুগ্রহ করুন। আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন, আমাদিগকে পরমাত্ম প্রদান করুন, আমাদিগকে সংপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাদিগের সংকল্পের সফল প্রদান করুন। ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে—সর্বভাবে আমাদিগের শ্রেয়ঃ-সাধন করুন—ইহাই আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা।’

তার পর দশম মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। এখানে পর্যাণ্ড—পর্যাণ্ডেরও অতীত ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুট দেখি। ভগবান আমাদিগকে এত ধন প্রদান করুন, যাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়—কামনার অবসান হয়।’ এখানে কামনা-নাশের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত অত্যধিক ধন-লাভের পর, কামনার নাশ হয়, এ মন্ত্র সেই সত্য প্রকটিত করিতেছে। সাধারণতঃ মানুষের প্রাথমিক প্রার্থনা পায়,—

“দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ।

বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপ্লবং শ্রিয়ম্ ॥

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥”

কলতঃ, মানুষ চায়—রূপ। মানুষ চায়—সৌভাগ্য। মানুষ চায়—সুখ। মানুষ চায়—কল্যাণ। মানুষ চায়—বিপুল ঐশ্বর্য। মানুষ চায়—যশোগৌরব। মানুষের অনন্ত কামনা—মানুষের অনন্ত বাসনা। কামনাই মানুষের পরম শত্রু। ধন চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। রূপ চাহিয়া কামনার তৃপ্তি হয় না। সৌভাগ্য আরোগ্য ও সুখ চাহিয়াও কামনার তৃপ্তি হয় না। যশে তার তৃপ্তি নাই। মনোরমা ভার্য্যাতেও তার তৃপ্তি নাই। বিজ্ঞানবস্তু, বশবস্তু ও লক্ষ্যবস্তু হইয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার নিবৃত্তিই তাহার তৃপ্তি; কামনারূপ শত্রুর নাশই—তাহার আকাঙ্ক্ষার পূরণ—তাহার পরমার্থ লাভ। তাই আমরা মনে করি—‘রূপং দেহি’, ‘জয়ং দেহি’, ‘যশো দেহি’ প্রার্থনার তৃপ্তি আসিল না বলিয়া, সে প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইল না বলিয়া, সাধকের হৃদয়-কন্দর হইতে শেষ বাণী নিঃসৃত হইল—‘ক্লিষো জহি।’ অর্থাৎ, যেন আমি শত্রুনাশে সমর্থ হই,—যে শত্রু নাশ হইলে আর ‘রূপং দেহি’ ‘জয়ং দেহি’ বলিয়া প্রার্থনা করিতে হয় না; যে শত্রু নষ্ট হইলে আরোগ্য-সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না—আমি যেন সেই শত্রু নাশ করিতে সমর্থ হই। বলিয়াছি তো, কামনাই মানুষের পরম শত্রু। আমরা মনে করি—‘ভূয়ো ভর মা পূণন পূর্ত্যা’ বলিতে এখানে কামনারূপ পরমশত্রু-নাশের চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পরম ঐশ্বর্যশালী সাধক, তিনি ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ

মাহুয, পরমৈশ্বর্যশালী সন্ধান পাইয়া তুচ্ছ পার্থিব ধনরত্নাদির কামনা করে বটে ; কিন্তু অলৌকিক সাধনশক্তিসম্পন্ন জন, কামনা বিসর্জ্যরূপ অপার্থিব ধনেরই বাচ্ছা করে। যিনি ধর্ষণ অর্থের (অভিলষী) অধিকারী, ভগবানের নিকট তিনি সেইরূপ অর্থই প্রার্থনা করেন। অধিকারী হিসাবে বেদমন্ত্রের ভিন্ন অর্থ উপলব্ধি হয়। যিনি অর্থের অস্ত্র লাঞ্চারিত, তিনি অর্থেরই প্রার্থী হইবেন ; আবার যিনি পরমার্থ লাভের অস্ত্র ব্যাকুল, তিনি তাহারই প্রার্থনা জানাইবেন। সেই পরমৈশ্বর্যশালী আপনার অনন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার যেমন প্রার্থনা, তিনি সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত হইবেন।

পরবর্তী একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহে সেই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বিষয় উল্লিখিত। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রথম সামগ্রী—‘চন্দ্রঃ’ অর্থাৎ পরমানন্দ। ভগবৎপ্রাপ্তিতেই সেই পরমানন্দ অধিগত হয়। আকাঙ্ক্ষার ইহাই পূর্ণ পরিতৃপ্তি। ‘বস্ত্র’—দ্বিতীয় সামগ্রী। বস্ত্র যেমন নগ্ন-দেহকে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করে ; সেইরূপ সত্তাব্যবহার কামনা-বাসনা পূর্ণ নগ্ন-হৃদয়ে অমৃত নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, সত্তাব সঞ্চারে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন হইলেই মাহুযের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। তার পর ‘উশ্রাঃ’ অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মি। জ্ঞানবলে হৃদয়ের পাপাঙ্ককার বিদূরিত হইলেই, বিস্তৃত জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলেই, কামনা-বাসনার নিবৃত্তি ঘটে ; তখনই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়—তখনই পর্য্যাপ্তেরও অতীত ধন অধিগত হইয়া থাকে। ‘উশ্রাঃ’ পদে এখানে গাভী বুঝায় না। এখানে ভগবানকে ‘উশ্রাঃ’ পদে ‘জ্ঞানের উৎস’ বলা হইয়াছে। গাভী যেমন লোকরক্ষাকর পয়ঃ-নিসারণ করে, সেইরূপ ভগবানও জ্ঞানকিরণ-দ্বারা পাপ-নিঃসরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণে পাপতমনাশের ভাবই ঐ ‘উশ্রাঃ’ পদে প্রকাশ করিতেছে। অজ্ঞানতাই কামনার ও বাসনার জনক। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতার বিনাশে কামনার ও বাসনার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইয়া থাকে। তার পর, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আর এক সামগ্রী—‘হয়ঃ’। অতীষ্ট-পূরণ হইলেই—প্রার্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। এখানে, সাধকের প্রার্থিত সামগ্রী—পরমার্থপ্রাপ্তি। তাহাই তাঁহার অতীষ্ট। সেই অতীষ্ট পূর্ণ হইলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে। আকাঙ্ক্ষা-পূরণের আর এক সামগ্রী—‘ছাগঃ’। ‘ছো’ ধাতুর অর্থ ছেদন করা। ‘ছো’ ধাতু হইতে ‘ছাগঃ’ পদের বৃৎপত্তি। ‘গল’ অর্থাৎ অর্গলকে ছেদন করেন যিনি, তিনিই ছাগ। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে—‘ভববন্ধন-ছেদকঃ’। সাধকের প্রধান কামনা—ভববন্ধনছেদন। সেই কামনার সামগ্রীই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে। শেষ কামনার সামগ্রী—‘মেঘঃ’ অর্থাৎ সজ্জ্ঞানদানে চিত্তবৃত্তির উন্মেষণ। সংকল্পসাধনশীল জীবনই বল, পরমানন্দই বল, সত্তাবসৎপ্রবৃত্তিই বল, জ্ঞানধনই বল, পরমার্থই বল, ভববন্ধন-ছেদনই বল—চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ভিন্ন কিছুই সম্ভবপর হয় না। চিত্ত যদি ধারণা না করিল, মন যদি চঞ্চল রহিল—কোনও আকাঙ্ক্ষারই পূরণ হওয়া সম্ভব নহে। তাই আকাঙ্ক্ষা-পূরক সকল সামগ্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সাধক শেষ বধন বুঝিলেন—মনই সকলের মূল, চিত্তবৃত্তিই সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রধান সহায়, তখন সাধক শেষ প্রার্থনা জানাইলেন,—‘হে ভগবন! আপনি সজ্জ্ঞান-প্রদানে আমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিউন।’ ফলতঃ, পঞ্চম

হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহে ভববন্ধনচ্ছেদনে আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে । এখানে মেঘ, ছাগ, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি অনিত্য সামগ্রী-লাভের কামনা নাই । পরমার্থ-লাভই এখানকার লক্ষ্য । সাধকের প্রার্থনায় সেই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে । দৃষ্টির তারতম্যানুসারে জটীল সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় । জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে । কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ, আর জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে উহা একরূপ । জ্ঞানদৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ, যুক্তি-দৃষ্টিতে উহা অনির্বাচনীয়, লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব । ত্রিবিধ চিত্তে এইরূপ ত্রিবিধ ভাব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য—‘আত্মসংস্কৃত্যে চুঃখনাশে পরমসুখসাধন । কিন্তু সকলেই বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর । বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিশিত হউক—ইহাই উদ্দেশ্য । নদী বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নামে সাগরভিমুখে অগ্রসর হয় ; কিন্তু সে যখন সাগরে মিশিয়া যায়, তখন তাহার নামরূপ সমস্ত লোপ পায় । সচ্চিদানন্দসাগরে মিশিতে পারিলে, চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিমুক্ত হয় । জীবের তাহাই প্রার্থনীয় । ক্রতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই কথাই বলিয়াছেন ; যথা,—

“যথা নন্তঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রেহন্তঃ গচ্ছতি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিজ্ঞানামরূপাদবিমুক্তঃ পরাং পরা পুরুষমপৈতি দিব্যম্ ।”

সেই লক্ষ্যই হউক । জ্ঞানের অধিকারী হইয়া নামরূপে বিযুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাং পরে পরমেশ্বরেই লীন হউক । তিনি এক, তিনি অভিন্ন । এই ভাবেই তাঁহাকে জানিতে হইবে, এই ভাবই তাঁহাতে মিশিতে হইবে, এইরূপেই তাঁহাতে বিলীন হইতে হইবে । এই ভাবেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইবে ।

পূর্ববর্তী সপ্তদশ মন্ত্রে সাধক যখন বুঝিলেন,—অভীষ্টসিদ্ধ করিতে হইলে, সর্কাগ্রে আত্মার উদ্বোধন বিশেষ আবশ্যক ;—আত্মোদ্বোধন ভিন্ন কোনও অভীষ্টই পূর্ণ হইবার নহে ; সেই তিনি আত্মোদ্বোধনে মনঃসৈধ্য সাধনে বিনিযুক্ত হইয়াছেন । ভাষ্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা দি পরিদৃষ্ট হয় না । তবে বিনিয়োগ-সংগ্রহ অনুসারে গো স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । কল্প অনুসারে অর্থ হয়,—যে সকল গাভী মৃত বা অস্ত্র প্রকারে নষ্ট হয়, বায়ু তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; যাহারা জ্বলে পতিত হয় অথবা পাশে আবদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, বরুণ তাহাদিগকে রক্ষা করুন ; যে সকল গাভী ভূমিতে বা গর্ভে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, নিষ্কৃতি তাহাদিগকে পালন করুন ; আর সর্প ব্যাঘ্রাদি যাহাদিগকে নিহত করে, রুদ্র-দেবতা তাহাদিগকে রক্ষা করুন । ইত্যাদি ।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে এক নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উৎকর্ষ সাধনের স্তরপর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি । মন্ত্রের প্রথমংশে বলা হইয়াছে,—‘হে মন ! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া মারা ছাড়িয়া, যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্বভূতের আধার ও অধিপতি এবং যিনি বায়ুরূপে জগতের প্রাণস্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হও ।’ এই মন্ত্র বিবেক-বৈরাগ্য-মহুগ্ধের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবের স্ফোতন করিতেছে ।

তমোন্নয় নিদ্রিত মমকে অতি আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে,—‘রে অবোধ অচেতন মন! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্বসংসার সকলই তো মিশার স্বপন—এই আছে, এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?’—এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র! তৎপরে বলা হইতেছে,—‘হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাতিত করিয়া, যিনি সারাৎসার—যিনি সর্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্মনিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই করুণা-কণা-লাভে প্রাণস পাও,—তাঁহারই পাদপদ্মপূজায় দেহ মন প্রাণ চালিয়া দেও।’ ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে! মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল! তাহাকে বেশে আলা বা তাহাকে অয়তীকৃত করা বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য সম্পাদন যে বড়ই সুদুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জুন, আকুলকণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—“বারোবিব সুদুষ্করম্।” সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন কঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণতুল্য এমন মনকে কে শাসনদণ্ডে পরিচালিত করিবে? কে শাস্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই মন্ত্রের শেষাংশে বন্ধনির্বোধে ঘোষণা করা হইয়াছে—‘রুদ্রায় হা।’ অর্থাৎ,—‘হে চঞ্চল মন! হে অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী-শক্তি, একবার তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একেবারে তাঁহার প্রীতিসাধন জন্ত বিনিযুক্ত হও।’ বলা হইতেছে,—‘হে সাধক আত্মা, অভ্যুপরি তুমি শক্তি-সাধনার জন্ত যোগযুক্ত হও। অতি হিরন্ময়, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সনাই অস্থির মনকে কঠোররূপে সুসংযত কর!’ বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে, তাহাদেরই প্রেরণা-বলে, সাধন ক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তিসাধনরূপ ঘোর অধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসন-দণ্ডধারী বিশ্বশাসক দৃঢ় শাসন-দণ্ডের বেশে পরিচালনা করিয়া, সাধকের অস্থির চিন্তাকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন! এখানে, এই মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে, সেই অবস্থারই আভাস প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থার সংযতচিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্মজ্যোতিঃ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সঞ্চোধন করিয়া বলিয়া থাকেন,—‘হে মন! তোমাকে জগতের জীবন-স্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্ত নিযুক্ত করিতেছি; অর্থাৎ, এখন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমা-লোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।’ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বারবে হা’ পদে সেই স্তরের বিষয় খাপন করিতেছে। সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, যতই তাহার বিশাল বিরাট ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ—বিশাল বিশ্ব সেই বিরাট ভাবেরই স্ফোভনা করিয়া থাকে। সেই বিশাল বিরাট ভাব লাভ করিয়া সাধক মনকে বলিয়া থাকেন,—‘মন! তোমার কর্ণের দ্বারা তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সম্ভারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাস্থিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট জদয় হইয়া তাঁহাতে সংশ্রব-সমন্বিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার।’ এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ মন্ত্রে আশীর্বাদ আকাজক্ষা-প্রসঙ্গে বলা হইতেছে,—‘হে মন! তুমি

ভগবানের আশীর্বাদ-প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হও—তোমার প্রতি ভগবান ‘প্রেমা’ রূপ পরম-করুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎ-প্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও পরম প্রেমিক হইয়া ভগবৎ-সেবার ভগবৎ-কার্যে বিনিযুক্ত হও।’

উনবিংশ মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত। এখানে প্রেমভক্তিরূপ মহাভাবের বিকাশ এবং সেই ভাব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রে প্রকটিত দেখিতে পাই। এখানকার সন্ধান—শুদ্ধসত্ত্বভাব। ভাষ্য-মতে এ মন্ত্রের সন্ধ্যোধ্য—আপ। তদনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত, তাহা এই,—‘যদি কোনও কারণে দেবযজ্ঞ-প্রদেশ ভিন্ন অল্পত্র দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথক অরণিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে। সেই প্রজ্জ্বলিত অরণি সহ দেবযজ্ঞ-স্থানে গমন সময়ে, পথে মধ্যে যেন কোনও ক্লান্ত নদী রহিয়াছে মনে করিয়া তাহাতে অবগাহন পূর্বক সেই নদী উত্তীর্ণ হইবার বিধি। ‘অপাং নপাং’ পদে অগ্নির সন্ধান আছে। মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবী আপ! আপনাদের উর্ষিকে যেন আমি পদের দ্বারা অতিক্রম না করি। (অর্থাৎ আমাতে যেন পাদস্পর্শ-দোষ সংঘটিত না হয়)। কিরূপ উর্ষি! ব্রীহাদি উৎপাদন সমং বলিয়া হবির্যোগ্য, স্বকীয় জলপানের দ্বারা ইন্দ্রিয়-শক্তি-বৃদ্ধিকারী এবং তৃষ্ণাদি-নিবারণে অতি হর্ষপ্রদ। লোষ্টরূপ পৃথিবীর অচ্ছিন্ন সেতু প্রাপ্ত হইয়া যেন তাহার উপর গমন করিতে পারি।’

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে পরম-স্থান লাভের এবং ভববন্ধন-ছেদনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আমাঃ অন্তরাশ্রায় নিহিত দেবভাবসমূহ আপনায় সহিত সম্মিলিত হইয়া যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্তিসম্পন্ন হয়। আমি যেন আমার কর্মের দ্বারা সেই সত্ত্বপ্রবাহকে বিনষ্ট না করি। আমাঃ অন্তরের তমোরাশিকে দূর করিয়া, আমার অজ্ঞানন্ধকার বিনষ্ট করিয়া, আমাকে পরমানন্দ ভূমানন্দ প্রদান করুন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘অপাং নপাং’ পদে তমোভাবের শোষণ বা বিনাশ সাধন বুঝাইতেছে। ঐ বাক্য হইতে তমোভাবনাশের অজ্ঞানন্ধকার দূরীকরণের ভাব কেন আসে, সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। জল বা জলীয় অংশ তমোভাবের অন্ধকারের স্তোতক। জড়ত্ব, শৈত্য—জলের ধর্ম। সেইজন্তই জলের বা জলীয় ভাবের নাশক সংজ্ঞায় সত্ত্বাবকে—জ্ঞানাত্মকে সন্ধান করা হইয়াছে। জলের আধিক্য—শৈত্যের আধিক্য সত্ত্বাবের—জ্যোতির বা জ্ঞানের হানিকর। এখানে জড়ত্ব বা শৈত্য দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত করুন—এই ভাবই আসিয়া থাকে। আমরা সেই ভাবো মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পৃথিব্যাঃ অচ্ছিন্নং তন্তুং’ বলিতে আমরা ‘হৈলোক-সম্বন্ধি হৃদেহু বন্ধনের’ বিষয়ই উপলব্ধি করি। এখানে সেই ভববন্ধন-মোচনে আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। সত্ত্বাব অধিগত হইলেই, হৃদয়ে সংস্করণ ভগবানের অধিষ্ঠান ঘটিলেই সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। এখানে ভগবদধিষ্ঠানে সংসার-বন্ধন-মোচনের সন্ধানে সাধক উদ্যত হইয়াছেন,—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

তার পর বিংশ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে এ মন্ত্র রথ-সন্ধানের বিনিযুক্ত তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে রথ! অপ্রশস্ত এই নিত্য অগ্নিহোত্র স্থান হইতে প্রশংসাময় শৌমিক দেবযজ্ঞ স্থানের অভিমুখে গমন কব। গমনের পূর্বে পৃণিবী-সম্বন্ধি শ্রেষ্ঠ স্থানে গা

সম্পন্ন কর। হে রথাভিমানী আদিত্য রাক্ষসাদি শত্রুগণকে দেবযজ্ঞস্থান হইতে দূরে রাখ।’ আমাদের মতে এ মন্ত্রে ভগবানে কর্মফল সমর্পণের উদ্বোধনা বর্তমান। মন্ত্রটি মনঃসম্বোধন-মূলক। আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে মন! তুমি সংকল্পে সফল পাইবার জন্য উদ্বোধিত হও। কিন্তু তুমি তো অন্ধ! কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইলে সে ফল প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা তো তোমার অবদিত! সুতরাং তুমি ভগবানের শরণাপন্ন হও। এ সংসারে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হউন। সংপথে পরিচালিত করিয়া, তিনি তোমাকে কর্মফল প্রদান করুন এবং তোমার কর্মের ফল তিনিই গ্রহণ করুন। এইরূপে তুমি ইহজগতে শ্রেষ্ঠ পদে সমারূঢ় হইয়া বহিরন্তঃশত্রু-বিনাশে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাও।’ আমরা মনে করি, এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ফলতঃ, স্বরূপ-জ্ঞানই পরমার্থ-লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে সর্বশক্তির আধার, সংপথপ্রদর্শক ও শত্রুনাশক বলিয়া বুঝিতে পারিলেই সকল অন্তরায় দূর হয়। তখনই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তার পর একবিংশ বা শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন। প্রয়োগ অল্পসারে প্রচলিত ভাষে এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হয়, তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—‘আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় দেবযজ্ঞ-স্থানে আগত হইয়াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে আছেন। আমরা ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীয় মন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের মত গভীর সোমবাগ সমাপন করতঃ ধনের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত ও অন্ন দ্বারা হৃষ্ট (আনন্দিত) হই।’

এক্ষণে আমরা যেদিক দিয়া যেকপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমরা মন্ত্রটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে প্রার্থনা করা হইতেছে যে,—‘হে ভগবন্! আমাদের এই হৃদয়রূপ (হৃদয় যজ্ঞঃ) যজ্ঞ-স্থানটী যেন এমন ভাবে প্রস্তুত হয়, যেখানে নিখিল দেবভাক (দেববিভূতি)-অধিষ্ঠিত হইবে।’ হৃদয়ই দেবযজ্ঞের (পূজার প্রকৃত স্থান! বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পূজার স্থানটী প্রস্তুত করা হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান হৃদয়টী প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া যাইবে! তাই আমরা ‘যজ্ঞ’ শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়া (যজ্ঞের) ভিতর স্থান পর্য্যন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল ‘যজ্ঞ’ শব্দেই ‘দেবতার পূজার স্থান’ অভিহিত হয়। ‘দেবযজ্ঞ’ শব্দে ঐ অর্থ গৃহীত হইলে, ‘দেব’ শব্দের বৈয়র্থ্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, ‘দেব’ পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত—এইরূপ আমনন করা হইয়াছে। তার পর, “আ পৃথিব্যাঃ” পদে ‘এই পৃথিবীতে থাকিয়াই’—এইরূপ ভাব জোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়া হৃদয় দেবভাবযুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা,—‘এই ভূলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয় সম্বভাবযুক্ত হয়, হে দেব! আপনি তাহাই করুন।’ দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—‘আমরা অজ্ঞানতা-সমুদ্র হইতে সমুদ্রীণ (‘সন্তরন্তঃ’ পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন ঋক্ সাম ও যজুর্বেদ মন্ত্রের (স্তবের) দ্বারা এবং পরমধনের (রায়ঃ)-পোষক (পোষণে) সম্বভাব (ইবা) দ্বারা আনন্দিত হই।’ ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতবৈধ নাই। তবে

‘সারঃ’ পদে, সামান্য ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন—জ্ঞানধন, আর ‘ইবা’ পদে কেবল ‘অন্ন’ অর্থ না লইয়া ‘সম্ভাব’ রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে ।

মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রথ্যাপিত হইতেছে । প্রথম অংশে ‘হে ভগবন্ ! আমাদের হৃদয় সম্ভাবাপন্ন করুন’—এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত । দ্বিতীয় অংশে—‘তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সেই সম্ভাবের দ্বারা যেন আমরা আনন্দিত হই’—এই প্রার্থনায়, সম্ভাবই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ—এইরূপ ভাব আসিয়াছে । সম্ভাবের উদয়ে সর্বভূতে দেববিত্তি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে । এইরূপে, সাধক ভগবানকেই একমাত্র পরমাত্মার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন । বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন । তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম । আপনি প্রতিকূল হইবেন না । আপনি আমার ত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন । আমার ভববন্ধন হুচিয়া বাউক ; আমার জন্ম-গতি রোধ হউক ।’ (১ অষ্টক—১ প্রপাঠক—৪ অনুবাক) ।

—*—

চতুর্থঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । চতুর্থোহনুবাকঃ ।)

(১) ইয়ং তে শুক্র তনুৱিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ ॥

(২) জরসি ধৃত্য মনসা জুক্তা বিম্বে তস্মাস্তে সত্যসবসঃ

প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহা ।

(৩) শুক্রমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব হবিঃ ॥

(৪) সূর্য্যশ্চ চক্ষুরাহরহমগ্নেরন্ধঃ কনীনিকাং যদেতশেভিরীয়েসে

ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা ॥

(৫) চিহ্নসি মনাসি ধীরসি দক্ষিণা অসি

যজ্ঞিয়াসি ক্রত্বিয়াসুদিতিরহ্যভয়তঃ শীঘ্রী ।

(৬) সা নঃ হুপ্রাচী হুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্তা পদ্বি

বধাতু পৃষাধ্বনঃ পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায় ।

(৭) অমু হা মাতা মন্যতামনু পিতাহনু ভ্রাতা

সগর্ভোহনু সখা সমুখ্যঃ ।

(৮) সা দেবি দেবমচ্ছেহীন্দ্রায় সোমং রুদ্রস্ত্র্যাহবর্তয়তু মিত্রস্ত

পথা স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ রয্যা ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) ইয়ন্ । তে । শুক্র । তনুঃ । ইদন্ । বর্জঃ । তরা ।

সমিতি । ভব । ভ্রাতাম্ । পদ্বি ।

(২) জুঃ । অসি । ধৃতা । মনসা । জুহী । বিধবে । তস্তাঃ । তে ।



সত্যসবস ইতি সত্য—সবসঃ । প্রসব ইতি প্র—সবে । বাচঃ । যজ্ঞম্ । অশীয় । স্বাহা ।

(৩) শুক্রম্ । অসি । অমৃতম্ । অসি । বৈশ্বদেবমিতি বৈশ্ব—দেবম্ । হবিঃ ।

(৪) সূর্য্যস্ত । চক্ষুঃ । এতি । অরুহম্ । অগ্নেঃ । অক্ষঃ । কনীনিকাম্ ।

ষৎ । এতশেতিঃ । ঈয়সে । ভাজমানঃ । বিপশ্চিত ।

(৫) চিং । অসি । মন । অসি । ধীঃ । অসি । দক্ষিণা । অসি । যজ্ঞিয়া ।

অসি । ক্ষত্রিয়া । অসি । অদিতিঃ । অসি । উভয়তঃ শীর্ষীতুভয়তঃ—শীর্ষী ।

(৬) সা । নঃ । সূপ্রাচীতি সূ—প্রাচী । সূপ্রতীচীতি সূ—প্রতীচী । সমিতি ।

ভব । মিত্রঃ । জা । পদি । বগ্নাতু । পূষা । অধ্বনঃ । পাতু ।

ইন্দ্রায় । অধ্যাক্ষায়েত্যধি—অক্ষায় ।

(৭) অদ্বিতি । জা । মাতা । মত্ততাম্ । অদ্বিতি । পিতা । অদ্বিতি । ভ্রাতা । সগর্ভম্ ।

ইতি স—গর্ভাঃ । অদ্বিতি । সধা । সযুধ্য ইতি স—যুধ্যাঃ ।

(৮) সা । দেবি । দেবম্ । অচ্ছ । ইহি । ইন্দ্রায় । সোমম্ । কৃত্তঃ । স্বা ।

এতি। বর্জয়তু। মিত্রস্ত। পথা। স্বস্তি। সোমসখেতি সোম—সখা। শ্বনঃ।

এতি। ইহি। সহ। রযা ॥ ৪ ॥

* * *

মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। ‘শুক্ৰ’ (হে শুক্ল, হে জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেব!) ‘ইয়ং’ (মদীয়ং দেহলক্ষণং বিত্তমানতাং এব) ‘তে’ (তব) ‘তনুঃ’ (আধাররূপং, আশ্রয়স্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ); ‘ইদং’ (প্রকাশমানং, সর্বৈব অনুভূয়মানং শুদ্ধস্বং ইতি ভাবঃ) ‘বর্জঃ’ (তব তেজঃ, প্রকাশরূপঃ ইত্যর্থঃ); ‘ত্বয়া’ (মদীয়য়া ত্বা) ‘সংভব’ (একীভব, যদ্বা একীভূয় ইতি যাবৎ) ‘ব্রাজং’ (দীপ্তিং, শুদ্ধস্বং) ‘গচ্ছ’ (প্রাপ্নুহি)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—‘হে ভগবন্! স্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধস্বেন সহ সংমিলিতঃ ভব।

২। (ক) হে শুদ্ধস্বাঙ্গীভূতে ভক্তে! স্বং ‘মনসা’ (হৃদি) ‘ধৃত্য’ (প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ) ‘বিষবে’ (ব্যাপকায় ভগবতে) ‘জুষ্ঠী’ (প্রীতিযুক্তা সতী) ‘জুরসি’ (জীবনমসি, শক্তিপ্রবন্ধিকা ভবসি)। ভগবৎপ্রীতিসাধিকা ভক্তিঃ হৃদি আবির্ভূতা সতী মম প্রাণ-শক্তিং বর্জয়তু—ইত্যেবং আকাজ্জা ইতি ভাবঃ।

(খ) তত্ত্বা (তথাবিধায়াঃ, পূর্বোক্তায়াঃ গুণাবিতায়াঃ ইত্যর্থঃ) ‘সত্যসবসঃ’ (স্বসহজাতায়াঃ) ‘তব’ (ভক্তেঃ ইতি ভাবঃ) ‘প্রসবে’ (প্রেরণে) অনুবর্তী অহং ‘বাচঃ’ (কর্মণঃ ইতি ভাবঃ) ‘বহুং’ (নিয়ামনং, দার্ঢ্যং ইতি ভাবঃ) ‘অশীষ’ (প্রাপ্নুয়াং); ‘স্বাহা’ (তৎসকলেন স্বাহামন্ত্রেণ হবিরপ্যামি, স্নহতমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞ ইতি শেষঃ)। মম হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৩। হে শুদ্ধস্ব! স্বং ‘শুক্ৰং’ (তেজস্বরূপং, প্রজ্ঞানময়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অপিচ স্বং ‘চক্ষুঃ’ (আহ্লাদকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) ‘অসি’ (ভবসি); ‘অমৃতং’ (মরণ-রহিতঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অপিচ স্বং ‘বৈশ্বদেবং’ (সর্বদেবসম্বন্ধিনঃ, সর্বদেব-ভাবপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ‘হবিঃ’ (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধস্বঃ ময়ি আগরিতঃ ভবতু ইত্যেবং আকাজ্জা ইতি ভাবঃ।

৪। (ক) হে মনঃ! স্বং ‘স্বর্ঘ্যস্ত’ (জ্ঞানধারস্ত) ‘চক্ষুঃ’ (দৃষ্টিং) ‘আরুহং’ (প্রাপ্নুহি), তথা ‘অগ্নেঃ’ (জ্ঞানদেবস্ত) ‘অঙ্কুঃ’ (নেত্রস্ত) ‘কনীনিকাং’ (তারকাং) প্রাপ্নুহি ইতি শেষঃ। জ্ঞানস্ত দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা ভবতু, যদ্বা স্বং একান্তেন জ্ঞানানুসারী ভব ইতি ভাবঃ।

(খ) ‘যৎ’ (যস্মিন অবস্থায়—গমনার্থং ইতি ভাবঃ) স্বং ‘বিপশ্চিতা’ (বিহুমা জ্ঞানিনা বা সহ) ‘ব্রাজমানঃ’ (দীপ্যমানঃ, সম্মিলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি, ‘এতশেভিঃ’ (হরিতসংকর্মপরতাভিঃ) তদবস্থায় ‘ঈয়সে’ (উপনীতঃ অগ্রসরঃ বা ভব ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানিনাং অনুসরণং কৃত্বা সংকর্মানুষ্ঠানেন স্বং জ্ঞানবানঃ ভব ইত্যেবং আয়োদ্বোধকোহয়ং মন্ত্রঃ।

৫। হে শুদ্ধস্বাকীভূতে ভক্তিরূপিনি দেবি! ত্বং 'চিং' (চিংস্বরূপিণী, চৈতন্তরূপা চিৎস্বরী বা, যদ্বা—অচৈতন্য চৈতন্তসম্পাদয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'মনা' (মনঃস্বরূপা, সর্বজ্ঞা, যদ্বা—সকলবিবকলরূপা চ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ধীঃ' (নিশ্চয়াস্বিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা ঠিতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দক্ষিণা' (সংকর্ষণঃ পূর্ণতাসাধনকত্রী, অতীষ্টপূরয়িত্রী বা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ক্ষত্রিয়া' (অমিততৈজা, অজেরা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞস্বরূপা, সংকর্ষরূপা, যদ্বা—সর্কৈর্করনীরী, নিখিলপ্রাণিজাতন্ত হৃদিধারণারহী ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (আত্মস্তরহিতা অনন্তরূপা চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'উভয়তঃ' (আত্মস্তরোঃ, সর্বতঃ ইতি ভাবঃ) 'শীর্কী' (শ্রেষ্ঠা, সর্কৈর্করনীরী ইত্যর্থঃ) ভবসীতি শেষঃ। অত্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি। অয়ং ভাবঃ—হে দেবি! ত্বং হি সর্বাংস্বিকা সচ্চিদানন্দরূপা যদৈশ্বর্যশালিনী। অতঃ সর্কৈর্করনীরী। বিধাঃ লোকাঃ ত্বাং কাময়ন্তে। বয়মপি তব করুণাং যাচামহে। কৃপন্ন অস্মান্ তব মহিমানং বিজ্ঞাপয়ং অস্মান্ তৎসহযুতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ।

৬। হে দেবি! 'স' (পূর্কৌক্তরূপেণ গুণোপেতা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অম্মদর্থং, অম্মাকং পরিভ্রাণায় ইতি ভাবঃ) 'সুপ্রাচী' (সুষ্ঠুভাবেন অম্মদভিমুখা, অম্মাকং অমুকূলা সহজ-প্রাপ্যা বা তবতি ইতি শেষঃ; যদ্বা—প্রাক্ অস্মান্ সত্ত্বসমধিতান্ কুরু, পশ্যাৎ) 'সুপ্রাচীচী' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান্ তদভিমুখিনঃ কৃতা, যদ্বা—শুদ্ধস্বং গ্রহীত্বা অম্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'সংভব' (সমুদ্ভব, সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব ইতি ভাবঃ); মিত্রঃ (অম্মাকং মিত্রভূতঃ পরমোপকারকঃ সঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পদি' (শ্রেষ্ঠপ্রদেশে, অম্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বয়ীতাং' (বন্ধনং করোতু, দৃঢ়ং প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রসাদাৎ 'অধ্যক্ষায়' (সর্ক-দ্রষ্টবে, যদ্বা—সংকর্ষস্বামিনে ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবদর্থং, ভগবৎপ্রীতিনিমিত্তায়) 'পুশা' (সম্ভাবপোষকঃ দেবঃ, যদ্বা—সর্কস্ত রক্ষকঃ দেবঃ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বনঃ' (অসম্মার্গাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু—অস্মানিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—'হে দেবি! ত্বং অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কুরু স্বয়ং চ সত্ত্বভাবেন সহ অম্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতা তব যেন বয়ং অকিঞ্চনা ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থ্যঃ তবাম মোক্ষঞ্চ প্রাপ্যামঃ ত্বিমেহি ইতি ভাবঃ।

৭। ভক্তিরূপিনি হে দেবী! 'মাতা' (জননী, সন্তানহিতাভিলাষিণী সর্কী গর্ভধারিণী এব) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুমজ্ঞতাং' (অনুম্মরতু); ইহজগতি সর্কী মাতরঃ ভগবত্তক্তিপরায়ণাঃ সন্ত ইতি ভাবঃ। তথা 'পিতা' (সন্তানহিতকামী সর্কৈ জনকাঃ এব) 'অনু' (তাং অনুম্মরতু, ভগবত্তক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'সগর্ভাঃ' (সমানগর্ভসমুতঃ মনুষ্য-পর্যায়ভুক্ত ইত্যর্থঃ) 'ব্রাতা' (সর্কৈঃ সহোদরাঃ এব) 'অনু' (ত্বাং অনুম্মরতু, ভগবত্তক্তি-পরায়ণো ভবন্তু ঠিতি ভাবঃ); তথা 'সযুধ্যঃ' (স্বজনভুক্তঃ) 'সখা' (সকলঃ মিত্রজনঃ) ত্বাং অনুম্মরতু। সর্কৈ মনুষ্যাঃ ভগবত্তক্তিপরায়ণাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

৮। 'দেবি' (হে স্তোতনায়নে) 'স' (অশেষোপকারসাধিকা) ত্বং 'দেবং' (দেবভাবং) 'অচ্ছৈহি' (অস্মান্ প্রাপয়), তথা 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সোমং' (অম্মাকং শুদ্ধ-সত্ত্বং ইতি ভাবঃ) প্রাপয় সংবাহয় ইতি ভাবঃ। 'রুদ্রঃ' (রুদ্রভাবাপন্নঃ শাসকঃ দেবঃ, দেবস্ত

কঠোরভাবঃ ইত্যর্থঃ) ‘জা’ (জাং) ‘আবর্তয়তু’ (প্রাপয়তু, জাং প্রাপ্য অস্মান্ প্রতি যোব-
প্রকাশে প্রতিমিথুতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); অপি- ‘মিত্রত’ (মিত্রবৎ পরমহিতসাধকস্ত
ভগবতঃ মিত্রদেবত্ব ইতি যাবৎ) ‘পথা’ (পথানং) প্রদর্শয়তু ইতি শেবঃ। ‘স্বস্তি’ (ভগবৎ-
রূপয়া অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু); অপিচ ‘সোমসথা’ (সম্ভাবসহযুতা সতী) স্বং ‘রয্যা সহ’
(পরমধনেন সহ ইতি যাবৎ) ‘পুনরেহি’ (পুনরাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি চিরবিদ্যমানা ভব ইতি
ভাবঃ)। তাৎপর্যার্থঃ—সর্বৈ মনুজাঃ ভগবদুক্তিপরায়াণাঃ সন্ত। ভগবদুক্তিরেব নরেন্দ্ৰাঃ
• পরমং পদং দদাতি ॥ (১ অষ্টক—২ প্রাণাঠক—৪ অনুবাক) ॥

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে জ্যোতির্ময় জ্ঞানদেব। আমার এই দেহলক্ষণ বিদ্যমানতাই
(শরীরই) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান শুদ্ধসত্ত্বই আপনার
তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন,
(অথবা—একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার
ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া,
আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন)।’

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে
প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া,
আমার শক্তিবর্দ্ধক হউন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-প্রীতিসাধিকা
ভক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্দ্ধন
করুন—এই আকাঙ্ক্ষা)।

(খ) পূর্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, আমি
আমার এই জীবনের দূরতা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সঙ্কল্পে স্বাহামন্ত্রে
হবিরপণ করিতেছি—আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্মৃসিদ্ধ হউক। (ভাব এই
যে,—আমার হৃদয় ভগবদুক্তিতে পূর্ণ হউক)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি তেজঃস্বরূপ হও, পরমানন্দদায়ক হও,
মরণরহিত নিত্য হও, সর্বদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,—
সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাতে জাগরিত হউক)।

৪। (ক) হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং
জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের
দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক অর্থাৎ তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও)।

(খ) যে অবস্থায় গমনের জন্ত ভূমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান অর্থাৎ সম্মিলিত হও, ত্বরিতংকর্মতার দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত হও । (ভাব এই যে,—জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সংকর্মানুষ্ঠানে ভূমি জ্ঞানবান হও) ।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বাদ্ভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনি চিত্তস্বরূপা চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী অথবা অচেতনে চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন ; আপনি মনঃস্বরূপা সর্বজ্ঞা অথবা সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিতা নির্বিকল্পরূপা হয়েন ; আপনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা হয়েন ; আপনি সংকর্ষ-সমূহের পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী অথবা অভীষ্টপূরণকর্ত্রী হয়েন ; আপনি অনিততেজা অজ্ঞেয়া হয়েন ; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন ; আপনি আদ্যন্তরহিতা অনন্তরূপা হয়েন ; (অতএব) আপনি আদ্যন্ত সর্বত্র সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা সকলের বরণীয়া হন । (এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে । ভাব এই যে,—‘হে দেবি ! আপনি সর্বাঙ্গিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য-শালিনী । অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পূজ্যা । বিশ্বের সকল লোকই আপনাকে কামনা করে । আমরাও আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি । কৃপা করিয়া, আপনি আমাদের নিকট আপনার মহিমা ব্যক্ত করুন এবং আমাদেরকে আপনার সহিত সংযুক্ত করুন । মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৬। হে দেবি ! পূর্বোক্তগুণোপেতা আপনি, আমাদের পরিভ্রাণের জন্ত স্তুত্বভাবে আমাদের অভিযুখী অর্থাৎ আমাদের সহজপ্রাপ্য হউন ; অথবা, প্রথমতঃ আমাদেরকে সন্তুসমম্মিত করুন, পশ্চাৎ আমাদেরকে সম্যকপ্রকারে আপনার অভিযুখী করুন ; অথবা, আমাদের শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া আমাদের হৃদয়ে আপনি অধিষ্ঠিত হউন । প্রজ্ঞানরূপী সেই মিত্রেদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বসন করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন । সর্বদর্শী সংকর্ষস্বামী ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত সম্ভাব্যপোষক সর্বসংরক্ষক পূবা দেবতা (আমাদেরকে) অসম্মার্গ হইতে রক্ষা করুন । (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনি আমাদেরকে সন্তু-সমম্মিত করুন, আর সেই সন্তুভাব-সহযুত হইয়া আপনি

আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন । যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎ-প্রীতি-সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাভ করি) ।

৭। ভক্তিরূপিণি হে দেবি ! সম্ভ্রানহিতাভিলাষিণী সকল জননীই আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হউন) ; সেইরূপ, সম্ভ্রানহিতকামী সকল জনকই আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ—সংসারের সকল পিতাই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউন) ; এইরূপ, সমানগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ মনুষ্যপরিণায়ভুক্ত সকল ভ্রাতাই আপনাকে অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিসমম্মিত হউন) ; এইরূপ স্বদলভুক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুস্মরণ করুন ; (অর্থাৎ, সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন) ।

৮। হে ত্যোতমানাত্মনে ! অশেষহিতসাধিকা সেই আপনি, আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন ; আর, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বহন করিয়া লউন ; রুদ্রভাবাপন্ন দেব (অর্থাৎ দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হউন ; আর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সহযুতা হইয়া, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা রহুন । (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারের সকলেই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউক ; ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে ।) । (১ অ—২ প্র—৪ অ) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (সাংখ্যচার্য্যকৃতং ।)

তৃতীয়ে দেবযজ্ঞনং স্বীকৃতং । অথ তন্মিমেব দেবযজ্ঞেন সোমধাগোপযোগিসোমং ক্রেতুঃ সোমক্রয়ণীবিষয়ং হোমাদিকং চতুর্থেভিধীয়তে । ইয়ং তে শুক্রেতাদয়কন্যাস্তাঃ । প্রায়ণীয়া-সম্বন্ধি ধ্রোবাজ্যং । তেনাহজ্যেন সোমক্রয়ণীমীক্ষমাণো জুহুয়াৎ । ততো মদ্রব্যাত্মানানং পূর্বে প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ণী চানুবাকদ্বয়েন ব্রাহ্মণেভিধীয়তে ।

তত্র প্রায়ণীয়াং প্রত্যোতি—“দেবা বৈ দেবযজ্ঞনমধ্যবসায় দিশো ন প্রাজ্ঞানন্তেহতোহগ্র-মুপাধাবত্বা প্রজ্ঞানাম স্বয়তি তেহদিত্যা৬ সমগ্রিয়ন্ত স্বরা প্রজ্ঞানামেতি সাহব্রবীষয়ং বৃণে মৎ-প্রায়ণা এব বো যজ্ঞা মহত্বয়না অস্মিতি তদ্বাদাদিত্যঃ প্রায়ণীয়া যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়াঃ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৫) ইতি । দেবযজ্ঞনার্থময়ং প্রদেশঃ সমীচীনো ন স্বিতর ইতি নিশ্চেতুঃ পরিলম্ব্য তৎ প্রদেশং নিশ্চিত্য পরিলম্বণেন দিগ্ভ্রমঃ প্রাপ্য প্রাচীনবংশাদাবসমর্থ্যঃ সম্প্রায়াঃ । ততঃস্বমেব দিশং জ্ঞাপয়েত্যেবং পরম্পরং বদন্তো দিগোধকশক্তিমদিত্যং নিশ্চিতবস্তঃ । সা চাদ্বিতিঃ সোমধাগারভ্রসমাশ্রোহমেব দেবতা ভূমাসমিতি বরমবাচত । অথস্তি প্রায়ভন্তেহনে

দেবতারূপেণৈতি প্রায়ণং । উত্তমভিত্তিস্তি সমাপন্নস্তানেনৈতি উদয়নং । অহমেব প্রায়ণমায়ত্ত-
দেবতা যেযাং যজ্ঞানাং তে মংপ্রায়ণাঃ । অহমেবোদয়নং সমাপ্তিদেবতা যেযাং যজ্ঞানাং তে
মহুদয়নাঃ । তস্মাদেবং বৃত্তাদিত্যদেবতাকঃ প্রায়ণীয়গাং কৰ্ত্তব্যঃ । তৎপ্রসঙ্গাহুদয়ন-
যোগোহপি বিধীয়তে । অদিতিরেকা প্রধানদেবতা চতস্রস্রদেবতা ইত্যভিপ্রেত্য সংখ্যাং
বিধন্তে—“পঞ্চ দেবতা যজতি পঞ্চ দিশো দিশাং প্রজাত্যা অথো পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো
যজ্ঞে যজ্ঞমেবাবরুক্ষে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

দিশ্বিশেষেবু দেবতাবিশেষাবিধাতুং প্রস্তোতি—“পথ্যা৬ স্বস্তিমযজন্ প্রাণীমেব তস্মা দিশং
প্রাজানন্নয়িনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচী৬ সবিত্রোদীচীমদিত্যোক্ষাং” (সং. কা. ৬ প্র. ১
অ. ৫) ইতি । স্বস্তিসংজ্ঞা দেবতা পথ্যা পথি সাধুঃ ॥ দিশ্বিশেষবোধনরূপে মার্গে কুশলা-
ব্রিধন্তে—“পথ্যা৬ স্বস্তিঃ যজতি প্রাণীমেব তস্মা দিশং প্রজান্নাতি পথ্যা৬ স্বস্তিমিষ্টা৬ স্মীষোমৌ
যজতি চক্ষুধী বা এতে যজ্ঞস্ত যদস্মীষোমৌ তাভ্যামেবাহুপশ্চতাস্মীষোমাবিষ্টা৬ সবিতারং যজতি
সবিতৃপ্রসূত এবাহুপশ্চতি সবিতারমিষ্টা৬ হদিতিং যজতীয়ং বা অদিতিরস্ত্রামেব প্রতিষ্ঠায়াহুপশ্চতি”
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

অর্থানুসারেণ হোমবিশেষা দিশ্বিশেষেষু হোময়াঃ । চক্ষুর্দয়কপেণ প্রশংসিতুমস্মীষোময়োঃ সহ
নির্দেশঃ । হোমস্ত তয়োঃ ক্রমভাবী দিগ্ভেদাদ্যাজ্ঞানুবাচ্যভেদাচ্চ । ততোহগ্নিমিষ্টা৬ সোমং
যজতীতাপি বাক্যং দ্রষ্টব্যং । তয়োশ্চক্ষুঃ দার্শিকাজ্যভাগব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতং । অত্রাদিতে-
শ্চরুহোমঃ । “আদিত্যঃ প্রায়ণীয়ঃ পরসি চরুঃ” ইতি শাখান্তরে সমান্নানাং । আজ্যেন তু
দেবতাস্তরাণাং । তথা চ সূত্রং—“চতুর আজ্যভাগান্ প্রতিদিশং যজতি” ইতি । ঋগ্নুবচন-
মধ্বর্যোঽর্ষিধন্তে—“অদিতিমিষ্টা৬ মারুতীমুচমস্বাহ মরুতো বৈ দেবানাং বিশো দেববিশং থলু বৈ
কল্লমানং মহুগ্ৰবিশমমুচকল্লতে যম্মারুতীমুচমস্বাহ বিশাং রূপ্তৈত” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫)
ইতি । মরুতো যজ্ঞব ইত্যেযা মারুতী । তথা চ সূত্রং—“মারুতীমুচমস্বাহ মরুতো যজ্ঞবো দিব-
ইতি” ইতি । একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ সপ্তগণরূপা মরুতো মহুগ্ৰবৈশ্বদেবানাং ধনসম্পাদকাঃ
প্রজাঃ । অনেন মন্ত্রানুবচনেন দেববিশাং সমূহঃ স্বব্যাপারে রূপ্তো ভবতি । তং চ কল্লমানমহুগ্ৰতা
মহুগ্ৰপ্রজাসমূহঃ কল্লতে । অতো মন্ত্রানুবচনং প্রজানাং রূপ্তো ভবতি ।

পূর্বপক্ষয়েন চোদকপ্রাপ্তং কিঞ্চিদঙ্গমপবদতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি প্রযাজবদননৃযাজং
প্রায়ণীয়ং কার্যামনৃযাজবদপ্রযাজমুদয়নীয়মিতীমে বৈ প্রযাজা অমী অনুযাজাঃ সৈব সা যজ্ঞস্ত
সম্ভতিঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । প্রমুখে যষ্টব্যঃ সমিদাদিনামকাঃ পঞ্চ প্রযাজা
অনু পশ্চাৎসমাপ্তৌ যষ্টব্য বহিরাদিনামকাজ্ঞয়োহনৃযাজাঃ । তদ্বভয়ং প্রায়ণীয়েদয়নীয়র্যৈষ্টো-
রতিদেশতঃ প্রাপ্তং । তত্র প্রায়ণীয়েষ্ট্যামনৃযাজাহুষ্ঠানে যাগঃ সমাপ্যত তদ্বহুদয়নীয়য়াং
প্রযাজাহুষ্ঠানে যাগান্তরং প্রারভ্যত । তথা সতি সোমযোগে মধ্যে বিচ্ছিন্নত । উভয়বর্জনে
তু সোমযোগস্ত প্রারম্ভরূপায়াং প্রায়ণীয়েষ্ট্যাবিদানীমহুষ্ঠীয়মানা ইমে প্রত্যক্ষাঃ প্রযাজাঃ সমাপ্তি-
রূপায়ামুদয়নীয়ৈষ্ট্যবহুষ্ঠীয়মানা অমী পরোক্ষা অনুযাজাঃ । তথা সতি প্রযাজানৃযাজবদে দর্শযোগস্ত
বা সম্ভতিঃ সৈবান্ত সোমযোগস্ত মধ্যে বিচ্ছেদরাহিত্যলক্ষণা সা সম্ভতিঃ সম্পাদ্যতে । পূর্বপক্ষং
হুয়তি—“তত্তথা ন কার্যমাস্মা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাহনৃযাজা যৎপ্রযাজানস্তরিয়াদান্মস্তরিয়াদ্ধ-

দনুযাজানন্তরিয়ং প্রজামন্তরিয়াদন্তঃ খলু বৈ যজ্ঞস্ত বিততস্ত ন ক্রিয়তে তদম্ব যজ্ঞঃ পরাভবতি যজ্ঞঃ পরাভবন্তঃ যজ্ঞমানোহম্ব পরাভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । আত্মনো বা পুত্রাদেক্ষী নান্তরায়ঃ সোতুং শকাতে যতো দ্বয়ং তদঙ্গমিতার্থঃ ॥ সিদ্ধান্তমাহ “প্রযাজব-
দেবানুযাজবং প্রায়ণীয়ং কার্যং প্রযাজবদনুযাজবদ্রদয়নীং নাহ্মানমন্তরেতি ন প্রজাং ন যজ্ঞঃ পরাভবতি ন যজ্ঞমানঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি ।

- বিচ্ছেদপরিহারায় বিধত্তে—“প্রায়ণীয়স্ত নিক্সাস উদয়নীয়ভিনির্গপতি সৈব সা যজ্ঞস্ত
• সন্ততিঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৫) ইতি । প্রায়ণীয়গাগসম্বন্ধি চরুপাত্রমপ্রক্ষাল্য নিক্সাসে
পাত্রলিপ্তেহমে নিরূপায়লপেপ্ত যা সন্ততিঃ সৈব সোমগাগস্তাবিচ্ছেদরূপা সা সন্ততির্ভবতি ॥
প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োর্দৈবতৈকেন যাজ্ঞায়া অপ্যেকত্বপ্রাপ্তৌ ব্যত্যাং বিধত্তে—“যাঃ প্রায়ণীয়স্ত
যাজ্ঞা যজ্ঞা উদয়নীয়স্ত যাজ্ঞাঃ কুর্যাৎ পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্তাথাঃ প্রায়ণীয়স্ত
পুরোহবাক্যাস্তা উদয়নীয়স্ত যাজ্ঞাঃ করোতাপ্নসেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১
অ. ৫) ইতি । স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠেত্যাথাঃ প্রায়ণীয়স্ত যাজ্ঞা উদয়নীয়স্তাপি তথেষ্টেব
কেচিদাহঃ । তথা সতি প্রতিনিবৃত্তেরভাবাদযজ্ঞমানোহ্মাল্লোকং পরাশ্রুতঃ স্বর্গমারোহুঃ
সহসা ম্রিয়তে । তস্মাভ্যেবাং পক্ষো ন যুক্তঃ । যাস্ত স্বস্তি নঃ পথোত্যাথাঃ প্রায়ণীয়স্ত পুরোহ-
বাক্যাস্তাসাং যাজ্ঞাভ্যে সতি স্বস্তিরিদ্ধীত্যাঙ্গীনাং পুরোহবাক্যাস্তাং প্রতিনিবৃত্তে-
যজ্ঞমানোহ্মাপ্নসিল্লোকে প্রতিতিষ্ঠতেব । ইখং প্রায়ণীয়েষ্টিমুক্তা সোমক্রয়ণীং বক্তুং সোমাহরণং
সোপাখ্যানমাহ—“কজ্জ বৈ স্থপর্ণী চাহ্মরুপয়োরস্পর্ধেতা ৬ সা কজ্জঃ স্থপর্ণীমজয়ৎ সাহব্রবী-
ত্বতীয়াস্তামিতো দিবি সোমস্তমাহর তেনাহ্মানং নিজ্ঞীণীষেতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
ইতি । কজ্জঃ স্থপর্ণী চোভে সপত্নী পরাজয়ে দাসীত্বমভূপে মমৈব সৌন্দর্য্যং মমৈবেতা-
স্পর্ধেতাং । তত্র মধ্যস্থঃ কদ্ভা জয়মুচিরে । সা চ কজ্জঃ সপত্নীঃ দাসীত্বেন পরিগৃহ্য
তন্মোচনোপায়ঃ স্বয়মেবোপদিদেশ । ইতোহ্মাল্লোকাদারভ্য গণনায়াং তৃতীয়া ষোঃ স্বর্গলোক-
স্তয়িন সোমো বর্ততে । মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতেহপি লোকা ছশকাভিধেয়াস্তমাদিতত্বতীয়াস্তা-
মিতি বিশেষ্যতে । সোম আহত্য দত্তে সতি স্বাং মুঞ্চামীতি । সোমাহরণং সম্ভাবয়িতুং
ঐতিরাহ—“ইয়ং বৈ কজ্জরসৌ স্থপর্ণী ছন্দা ৬ সি সোপর্ণেয়াঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
ইতি । ভুলোকরূপসাং কজ্জঃ স্বয়মাহতুং ন শকোতি । স্থপর্ণী তু ছালোকরূপস্বাহুংপতন-
সমর্থানাং গায়ত্র্যাদিরূপাণামপত্যানাং সম্ভাব্য শকোতি । অথ সা স্থপর্ণী স্বপুত্রাণাং গায়ত্র্যা-
দীনামগ্রে স্ববৃত্তাস্তং স্পষ্টী করোতীতাহ—“সাহব্রবীদম্ব বৈ পিতরৌ পুত্রাভিভূতত্বতীয়াস্তামিতো
দিবি সোমস্তমাহর তেনাহ্মানং নিজ্ঞীণীষেতি মা কজ্জরবোচদতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১
অ. ৬) ইতি । পুমান্নরকোপলক্ষিতাদশেষাদুঃখাত্রায়স্ত ইতি পুত্রান্তান্ পুত্রান্সা
এতাদৃশোপদ্রবপরিব্রাণায় মাতাপিতরৌ পুণীতঃ । হে গায়ত্র্যাদিপুত্রাঃ কজ্জবচনমবগত্য
যদ্বচিতং তৎকুরুধ্বং । গায়ত্র্যাঙ্গীনাং মৈচ্ছিকশরীরধারণীয়াং পুত্রত্বমবিরুদ্ধং । তত্র ঐশ্র্যভাদাদৌ
জগতী প্রববৃত্ত ইত্যাহ—“জগত্বাদপতজতুর্দশাক্ষরা সতী সাহপ্রাপ্য গুবর্তত তম্বৈ হে অক্ষরে
অমীয়েতা ৬ সা পশুভিশ্চ দীক্ষয়া চাংগচ্ছতস্মাজ্জগতী ছন্দসাং পণব্যতমা তয়াং পশুমজ্জং
দীক্ষোপনমিতি” (সং. কা. ৭ প্র. ১ অ. ৭) ইতি ।

পুত্রা জগতীপাদন্ত চতুর্দশাক্ষরাণ্যাসন্ । তাদৃশী জগতী দ্ব্যলোকং পশ্বা স্বানভ্রাজাদি-
সোমরক্ষকৈঃ সহ যুদ্ধা সোমমপ্রাপ্যগ্নৌষৌমীষসবনীয়ানুবক্ষ্যাত্যপশুনিষ্টিসাধ্যাঃ দীক্ষাং চ
যুহীত্বা স্বকীরে চাক্ষরধ্বরে স্বানাদিভির্গৃহীতে সতি পরাক্রিয়া সমাগতা । যক্ষাক্রগতী পশু-
নানয়ন্তস্মাৎ সৈবাত্যস্তং পশুপ্রাণ । যতঃ পশুভিঃ সহ দীক্ষাহনীতা ততঃ স্বাধীনসম্পত্তৌ সত্যাং
দীক্ষায়াং প্রবর্ততে । তথৈব ত্রিষ্টুভো যুদ্ধং দর্শয়তি—“ত্রিষ্টুগুদপতক্রয়োদশাক্ষরা সতী
সাহপ্রাপ্য স্তবর্ত্তত তন্ত্রে ধে অক্ষরে অমীয়েতা ৩ সা দক্ষিণাভিচ তপসা চাহগচ্ছত” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । গৌশাশ্বশ্চেত্যাদয়ো দক্ষিণাঃ । অশনপরিত্যাগমুষ্টিবন্ধবাগ্-
মনবনীতাত্যদ্বক্ষ্যাজিনপ্রাবরণাদিক্লেশসহিষ্ণুত্বং তপঃ । প্রাণবৎপ্রিয়ন্ত গবাস্তাদেদানমধিকং
তপঃ । ত্রিষ্টুভা তদানয়নমুপপাদয়তি—“তস্মাত্রিষ্টুভো লোকে মাধ্যম্নিনে সবনে দক্ষিণা
নীয়ন্ত এতৎ থলু বাব তপ ইত্যাহ্বঃ স্বং দদাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ।
মাধ্যম্নিনসবনস্ত ত্রিষ্টুগ্ভিমানিনী দেবতা । ততস্তদেতত্রিষ্টুভো লোকঃ স্থানং, শরীরপ্রয়াসা-
দপি ধনহানিরূতস্ত মানসপ্রয়াসস্তাধিকত্বাদন্তেন ধনেন পরোপজীবনাচ্চ দানমেব মহত্তপ
ইত্যভিজ্ঞানং মতং । গায়ত্র্যা যুদ্ধে জয়ং দর্শয়তি—“গায়ত্র্যদপতচতুরক্ষরা সত্যজয়া
জ্যোতিষা তমস্তা অজাহত্যরুদ্র তদজয়া অজত্ব ৩ সা সোমং চাহরচত্বারি চাক্ষরাণি সাষ্টাক্ষরা
সমপত্তত” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । সহায়রহিতয়োঃ পূর্বয়োঃ পরাজয়ং দৃষ্ট্বা
গায়ত্রী স্বয়মজয়া সহোদপতং । সা ত্বজা গায়ত্র্যর্থং স্বকীরেন তেজসা তং সোমমভিতো
রুরোধ । তস্মাদ্রোধানপর্যায়ক্ষেপণার্থাদজ্ঞধাতোরজ্যেতি নাম নিম্পন্নং । প্রমোত্তরাভ্যাং গায়ত্রীং
প্রশংসতি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাকগায়ত্রী কনিষ্ঠা ছন্দসা ৩ সতী যজ্ঞমুখং পরীয়ায়েতি
যদেবদঃ সোমমাহরন্তমান্বজ্ঞমুখং পঠেত্তস্মাত্তেজস্বিনীতমা” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
ইতি । সত্যাং কারণাৎ । কনিষ্ঠা নৃনাক্ষরা । যজ্ঞমুখং প্রাতঃসবনং । তত্র বহিষ্পবমাননাম্মি
প্রথমত্বোত্র উপায়ে গায়ত্যা নর ইত্যাত্মা ঋচো গায়ত্র্যঃ । সেযং যজ্ঞমুখপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মবাদি-
ষেব বুদ্ধিমন্তো যদেবেত্যাহ্বন্তরমাহঃ । যস্মাদিয়মদোহমুদ্রাল্লোকাৎ সোমমাহরন্তব্রাদন্তা মুখ-
প্রাপ্তির্গুণ্ডা । মুখবাদেবাত্মান্তেজোবাহল্যং । আহরণপ্রকারং দর্শয়তি—“পত্যাং ধে সবনে
সমগৃহ্ণান্থথেনৈকং যমুথেন সমগৃহ্ণান্তরধবত্তস্মাদ্ধে সবনে শুক্রবতী প্রাতঃসবনং চ মাধ্যম্নিনং চ
তস্মাত্তৃতীয়সবন ঋজীষমভিবুধন্তি ধীতমিবি হি মত্তন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ।
পক্ষিরূপা গায়ত্রী সবনধরণ্যাপ্তৌ সোমভাগৌ পত্যাং সংগৃহ্য তৃতীয়সবনপর্যাপ্তং সোমভাগং
চতুপুটাত্যাং সন্দন্ত তদীয়ং রসং পপৌ । যস্মাৎ পত্যাং ধ্বতৌ সোমভাগৌ ন পীতৌ তস্মাৎ
প্রাতঃসবনমাধ্যম্নিনসবনে শুক্রকালভিধেয়েন সোমরসেনোপেতে ॥ যস্মাত্তৃতীকো ভাগঃ পীতস্ত-
স্মাৎ পীতত্বং মজ্জমানাত্বংসাদৃত্যর্থমুজীষমভিবুধন্তি প্রাসঙ্গিকং কিঞ্চিদ্বিদ্য তত্রাপরং বিশেষং
বিধস্তে—“আশিরমবনয়তি সশুক্রযায়াতো সন্তরত্যৈবনং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
ইতি । আশিরং ক্ষীরং । সশুক্রত্বং সরসত্বং । কিং চ ক্ষীরসেনাদৃজীষগতসোমরসরূপহবিঃ
সন্তরতি সমাক্ষিপেয়ত্বাৎ । পুনরপাত্ত্বিধস্তে—“ত ৩ সোমমালয়মাগং গচ্ছকৌ বিশ্বাবন্ধুঃ
পর্যমুক্ষাত্স তিস্রো রাত্রীঃ পরিমুষিতোহবসন্তস্মান্তিস্রো রাত্রীঃ ক্রীতঃ সোমো বসতি” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । উপসদ্বিবসেযু ত্রিষভিবসমকৃত্বা সোমং নিবাসয়েদিত্যর্থঃ ।

ইথং সোমাহরণং নিরূপ্য সোমক্রয়ণীং নিরূপয়িতুমারভতে—“তে দেবা অক্রেবন্ ক্রীকামা
 বৈ গন্ধৰ্বাঃ স্ত্রিয়া নিস্ত্রীণামেতি তে বাচ৬ স্ত্রিয়মেকহায়নীং কৃশ্বা তয়া নিরক্রীণন্” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। একসম্বৎসরবয়স্করা ক্রীকরণা বাগ্বেদবতরা সোমস্ত মিজ্জরঃ
 কৃতঃ। গন্ধৰ্বেষপদন্তায়ান্তরাঃ স্ত্রিয়া রোহিতগৌরুপতাং দর্শয়তি—“সা রোহিজপং কৃশ্বা
 গন্ধৰ্বেভ্যোহপক্রম্যাতিষ্ঠন্তরোহিতো জন্ম” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। দেবেষ-
 ভূরন্তারাঃ পূর্নদেবতাপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—“তে দেবা অক্রেবন্ যুগ্মদক্রমীন্মাত্মাপূৰ্বততে বিহবরা-
 মহা ইতি ব্রহ্ম গন্ধৰ্বো অবদরগায়ন্দেবাঃ সা দেবান্‌গায়ত উপাবর্তত তন্মাদগায়ন্ত৬ স্ত্রিয়ঃ
 কাময়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বিহবরামহৈ বিলক্ষণং যথা ভবতি তথৈ-
 বাহকারয়ামঃ। ব্রহ্ম বেদঃ। এতদ্বৃত্তান্তবেদনং প্রশংসতি—“কামুকা এন৬ স্ত্রিয়ো ভবন্তি
 য এবং বেদাথো য এবং বিদ্বানপি জ্ঞেযু ভবতি তেভ্য এব দদতু্যত যদ্বহতয়া ভবন্তি” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বয়স্ত স্ত্রিয়া বরার্থং কস্তাময়েষ্টং প্রবৃত্তা বান্ধবা জ্ঞাতাঃ।
 তাদৃশানাং জ্ঞাতানাং যৌ বর্গে। তত্রৈকশ্মিষর্গে যথোক্তবেদনরহিতা অনেকশ্চান্তরোপেতা
 বহবো বরা যথপি সন্তি তথাপি তং বর্গমপেক্ষ্য যেষু জ্ঞেযেভ্যোহপ্যেবং বিদ্বাষরো ভবতি
 তেভ্য এব জ্ঞেভ্যঃ কস্তাং তংপিতরো দদতি ॥ সোমক্রয়ণ্যাং গুণং বিধন্তে—“একহায়ন্তা
 ক্রীণাতি বাটৈবৈন৬ সর্করা ক্রীণাতি তন্মাদেকহায়না মহুশ্বা বাচং বদন্তি” (সং. কা. ৬
 প্র. ১ অ. ৬) ইতি। বাগ্বেদবতরাঃ সোমক্রয়ণীরূপস্বীকারাং সর্করা বাচা ক্রয় উপপত্ততে।
 একসম্বৎসরস্বীকারশ্চ তন্নিব্বয়সি সতি বদনব্যবহারোপক্রমাৎ। বর্জ্যদোষাশ্লিশদয়তি—“অকুট-
 রাহকর্ণগাহকাণয়াল্লোগয়াহসপ্তশকরা ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। কুটা
 কুটিলশৃঙ্গী। কর্ণা ছিন্নকর্ণোপেতা। কাণা ত্বেকাঙ্গী। ল্লোগা কুষ্ঠাদিদ্ঘৃষিতা। সপ্তশকা ন্যূনাঙ্গী।
 এতা বর্জ্যাঃ। উপাদেয়াং দর্শয়তি—“সর্করৈবৈনং ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬)
 ইতি। সর্করাহবয়বসম্পূর্ণোক্তার্থঃ। বিপক্ষবোধপুরঃসরং স্বপক্ষং বিধন্তে—“যচ্ছ্বেতয়া ক্রীণীয়া-
 দ্দুশ্চন্দা যজমানঃ স্তাত্বংকৃষ্ণয়াহুস্তরগী স্তাং প্রমায়ুকো যজমানঃ স্তাত্বদ্বিরূপয়া বাত্রী স্তাংস
 বাহুং জিনীয়াস্তং বাহুত্রো জিনীয়াদরূপয়া পিত্রাক্ষ্য ক্রীণাত্যেতদ্বৈ সোমস্ত রূপ৬ স্রৈবৈনং
 দেবতয়া ক্রীণাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি। মৃতং পুরুষমহু হস্তমানা গোরহু-
 স্তবগী। কৃষ্ণায়ান্তাদৃক্‌তেন যজমানে স্ত্রিয়েত। বর্ণদ্বয়োপেতা যথপি বিরোধিষাভিনী তথাপি
 যজমানত্বৈরিগোরস্তোত্রবিরোধিষাং কো হস্তি কো বা হস্তত ইতি ন জায়তে। অরুণস্বং
 পিত্রাক্ষস্বং চ সোমদেবতারাঃ স্বরূপং। অতস্তাদৃগী গোঃ সোমক্রয়য় সদৃশী ভবতি। ইথং
 চতুর্থানুবাকোক্তমন্ত্রব্যাখ্যানতোপোদাতত্বেন ব্রাহ্মণেন প্রায়ণীয়াসোমক্রয়ণ্যাবহুবাকাত্যামভি-
 হিতে। অথ মন্ত্ৰা ব্যাখ্যাতব্যাঃ।

১। “ইয়ং তে শুক্র তনুদিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছ।”—কল্পঃ—“অথৈতদ্বৈবাজ্য-
 মাপ্যায় ফ্রচি চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা স্ত্রোত্রং হিরণ্যং নিষ্টক্যং বদধ্বা দর্ভাভ্যাং প্রবধ্য ফ্রচ্য-
 বদধাতীরং তে শুক্র তনুদিদং বর্চস্তয়া সং ভব ভ্রাজং গচ্ছতি” ইতি। হে শুক্র দীপ্তি-
 মক্ষিরণ্য তবেয়ং জুহুস্তনুঃ, ইদং যুতং তব তেজোহতস্তয়া জুহ্বা সঙ্গচ্ছ সম্ভব। হে হিরণ্যাহজ্য-
 রূপাং ভ্রাজং দীপ্তিং প্রাপ্নুহি। অথ বা হে শুক্র বহু ইয়মাজ্যরূপা তব তনুদিদং হিরণ্যং

তত্র যজ্ঞ ইত্যেবং ব্রাহ্মণানুসারেণ ব্যাখ্যাতব্যং । আধানব্রাহ্মণোক্তং হিরণ্যস্ত মহিমানং তত্রতাপদব্রাহ্মণোক্ত্যধ্বনে প্রত্যভিজাপ্য প্রশংসতি—“তদ্ধিরণ্যমভবত্তস্মাদভ্যো হিরণ্যং পুনস্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । আধানব্রাহ্মণে য্বেবমায়্যতে—“আশো বরুণস্ত পত্নয় আসন্ । তা অগ্নিঃভাধ্যায়ং । তাঃ সমভবং । তস্ত রেতঃ পরাপত্যং । তদ্ধিরণ্যমভবং” ইতি । তস্মাদ্ধিরণ্যস্ত বহিঃ পিতাহপো মাতরঃ । তস্মাৎ স্বতঃ শুক্রং হিরণ্যং বহি কদাচিৎপ্রজ-
অলাদিস্পর্শেন শোবনীয়ং ভবতি তদাহত্যাঃ পুনস্তি জগেন্নৈব শোধয়ন্তি ন তু কাংসাতাব্রাহ্ম-
ণিব ভস্মায়াদিকরুপেক্ষতে ॥ জুহ্বাং হিরণ্যপ্রক্ষেপেণ বিশিষ্টং হোমং বিধতে—“ব্রহ্মবাদিনো
বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদনত্বিকেন প্রজাঃ প্র বীর্যন্তেহৃষতীর্জায়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭)
ইতি । তস্মাদনত্বিকেন বীর্যেণ প্রজাঃ প্রবীর্যন্তে গর্ভাঃ ক্রিয়ন্তে । উৎপত্তিকালে হৃষিক্তা
জায়ন্তে । তত্র বীর্যাসদৃশমাজ্যমস্থিসদৃশং হিরণ্যং । তদ্বদং সাদৃশ্যং নির্কোঢ়মীষরেণাস্থি
নির্মীয়ত ইত্যর্থঃ । বহুসম্বন্ধবোধনপরতয়া মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—“এতন্না অগ্নেঃ প্রিয়ং ধাম যদ্যদ্যতং
তেজো হিরণ্যমিযং তে শুক্র তনুরিদং বর্জ ইত্যাহ সতেজসমেবৈনং সতত্বং করোত্যথো সং
ভরতোবৈনং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । এনমগ্নিঃ সম্ভবতি সম্যক্করোত্যেব ।
বহুসম্বোধনেন তদীয়তেজোরূপেণ হিরণ্যমত্র প্রকাশ্যতে । হিরণ্যস্ত সূত্রেণ বন্ধনং বিধতে—
“বদবন্ধমবদধ্যাদগর্ভাঃ প্রজানান্ পরাপাতুকাঃ স্বার্কন্ধমবদধ্যতি গর্ভাণাং ধৃত্যে” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ৭) ইতি । সূত্রাগ্রাকর্ষণেন যথা সহসা মুচ্যতে তথা বদীয়াদিত্যি বিশেষং
বিধতে—“নিষ্টক্যং বদ্রাতি প্রজানান্ প্রজননায়” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি ।
নিঃশেষেণ সহসা মোচনযোগ্যং নিষ্টক্যং ।

২ । “জুরসি ধৃত্য মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহা ।”
—কল্পঃ—“ন্যাতীক্রেগদণ্ড উপসংগৃহ্যাহবনীয়ে জুহোত্যদ্বারকে যজ্ঞমানে জুরসি ধৃত্য মনসা
জুষ্টা বিষ্ণবে তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসবে বাচো যজ্ঞমশীষ স্বাহেতি” ইতি । হে সোমক্রয়ণি
বাগ্রূপা স্ব জুর্বেগযুক্তাহসি মনসা নিয়মিতাহসি যজ্ঞায় প্রিয়াহসি । তাদৃশ্য অমোঘপ্রেরণারান্তব
প্রেরণে সতি নস্ত্রোচ্চারণরূপায়া বাচো যজ্ঞং নিয়মমশীষ প্রাপ্নুয়াং । ইদমাজ্যং হৃতমস্ত । যথো-
ক্তার্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—“বাগা এষা যৎসোমক্রয়ণী জুরসীত্যাহ যন্ধি মনসা জবতে তদ্বাচা বদতি
ধৃত্য মনসেত্যাহ মনসা হি বাধুতা জুষ্টা বিষ্ণব ইত্যাহ যজ্ঞো বৈ বিকূর্য়জ্ঞারৈবৈনান্ জুষ্টান্ করোতি
তস্তান্তে সত্যসবসঃ প্রসব ইত্যাহ সবিতৃপ্রসূতামেব বাচমবক্রজে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭)
ইতি । জবতে তূর্ণং কর্তব্যমিত্যবগচ্ছতি ।

৩ । “শুক্রমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব ৬ হবিঃ ।”—বোধায়নঃ—“অগ্রেণ শালাং তিষ্ঠনযজ্ঞমান-
মাজ্যমবেক্ষয়তি শুক্রমশ্রুতমসি বৈশ্বদেব ৬ হবিরিতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“সোমক্রয়ণী-
মীক্ষমাণো জুহোতি জুরসীতাপরং চতুর্গৃহীতং গৃহীত্বা শুক্রমশীতি হিরণ্যং যতাহুত্ব্য বৈশ্বদেব ৬
হবিরিত্যাজ্যমবেক্ষ্য” ইতি । শুক্রং দীপ্তিমং । অমৃতং নাশরহিতং । হে আজ্য হে হিরণ্যেতি
বা যোজ্যং । হে আজ্য স্বং সর্বদেবপ্রিয়ং হবিরসি । তন্নদং স্পষ্টদ্বার ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাতং ।

৪ । “স্বগাথ চক্ষুরাহকহমগ্নেরকঃ কনীনিকাং যমেতশেভিরীয়ে ব্রাহ্মণানো বিপ-

শ্চিতা ।”—কল্পঃ—“অথৈনদ্ধিরণ্যমন্তুর্দ্বায়াহ দিত্যমুদীক্ষয়তি স্বর্ধ্যস্ত চক্ষুরাহরুহমগ্নেরক্কঃ কনী-
নিকাং যদেতশেভিরীয়েসে ভ্রাজমানো বিপশিচতেতি” ইতি । স্বর্ধ্যসম্বন্ধি মদীয়ং চক্ষুরিঙ্গিং,
কনীনিকা স্বর্ধ্যসম্বন্ধিনী, তদুভয়মারুহং প্রাপ্তোহস্মি । যতো হে স্বর্ধ্য স্বমেতশনামকৈরধৈর্গচ্ছসি,
হে বহুং ত্বং বিপশিচতা তেজসা ভ্রাজমানোহসি তস্মাদ্রক্ষ্যোনিবারণায় যুবাযুভো প্রাপ্তোহস্মি ।
এতদভিপ্রায়ঃ দর্শয়তি—“কাণ্ডেকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞ৩৭ রক্ষা৩৭সি জিবা৩৭সন্তোষ থলু বা
অরক্ষোহতঃ পস্থা যোহগ্নেচ স্বর্ধ্যস্ত চ স্বর্ধ্যস্ত চক্ষুরাহরুহমগ্নেরক্কঃ কনীনিকামিত্যাহ য এবার-
ক্কোহতঃ পস্থান্ত৩৭ সমারোহতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । কাণ্ডে কাণ্ডে তত্ত্ব-
পাক্ষৈর্গুণৈকৈকস্মিন্যজ্ঞাজ্ঞে । বোধায়নঃ—“অথৈতা৩৭ সোমক্রয়ণীমগ্নেণ শালামুদীচীমভ-
বর্ত্তয়ন্তে তামমুমুদয়তে চিদসি মন্যহসীত্যাস্তাদম্বাকস্ত” ইতি । স চ মন্ত্র এবমায়্যতে ।

৫ । “চিদসি মন্যহসি ধীরসি দক্ষিণাহসি যজ্ঞিয়াহসি ক্ষত্রিয়াহস্দিতিরস্বাভয়তঃ শীর্ষী ।”

৬ । “স নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচী সং ভব মিত্রস্বা পদি বধাতু পৃষাহধ্বনঃ পাক্ষিঙ্গ্যাহাধ্যাক্ষয় ।”

৭ । “অম্ব ত্বা মাতা মমতামম্ব পিতাহসু ভ্রাতা সগর্ভোহম্ব সখা সম্বধ্যঃ ।”

৮ । “স দেবি দেবমচ্ছেহীক্ষায় সোম৩৭ বদ্রস্বাহবর্ত্তয়তু মিত্রস্ত পথা স্বস্তি সোমসখা
পুনরহি সহ রয্যা ।”—ইতি ।—আপত্ত্বম্বস্ত ত্রেধা বিভজ্যা বিনিযুক্তে—“চিদসি মন্যহসীতি
সোমক্রয়ণীমভিমম্বয়তে, কর্ণগৃহীতা পদি বদ্ধা ভবতি, মিত্রস্বা পদি বধায়িতি দক্ষিণং পূর্কপাদং
প্রেক্ষতে, পৃষাহধ্বনঃ পাক্ষিতি প্রাচীমায়তীমম্বমম্বয়তে” ইতি । হে বাগ্বেদবতারূপে সোমক্রয়ণি
ত্বং চিদাদিশব্দপ্রতিপাত্তাহসি । অন্তঃকরণস্ত চিত্তং মনো বুদ্ধিরিতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ । দেহাদি-
সত্ত্বাতত্ত্বাচেতনত্বং ব্যাবর্ত্ত্য চেতনত্বং সম্পাদয়ন্তী বাহুবন্তু বা নির্বিকল্পরূপং সামান্তপ্রজ্ঞানং
জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিত্তং । অয়ং পদার্থ এবং ভবতি বা ন বেতি বিচাররূপা বৃত্তিধ্বনঃ ।
ভবত্যেবেতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিঃ । এতদ্বিতয়মিহ চিন্নোদীশদৈকরূপ্যতে । দক্ষিণা কুশলা
দেয়দ্রব্যরূপা বা । যজ্ঞিয়া সোমক্রয়দ্বারেণ যজ্ঞসম্বন্ধিনী । ক্ষত্রিয়া দেবেষু সোমঃ ক্ষত্রিয়জাত্য-
ভিমানী । তথা চ বাজসনেয়িন আমনস্তি—“যাত্তেতানি দেবক্সত্রাণীক্সো বরুণঃ সোমো
রুদ্রাঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশানঃ” ইতি । তেন সোমেনাভিমম্বব্যস্ত সোমলতাদ্রব্যস্ত
ক্রমহেতুত্বেন ক্ষত্রিয়া । জ্যোতিষ্টোমস্তাহবৃত্তয়োঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োদিতেদেবতাস্বাৎ-
সেয়মুভয়তঃ শীর্ষী তদ্রূপা ত্বমসি । সা তাদৃশী ত্বমগ্নদর্থং সুপাচী সুপ্রতীচী সম্ভব, প্রথমং সোমস্ত
ক্ষেতারং প্রতি সূর্য প্রাচ্যুখী গতা পশ্চাদম্বান্ প্রতি সূর্য প্রত্য্যুখী সমাগম্যাম্বাভিঃ সঙ্গচ্ছব ।
যথোক্তমর্থং মন্ত্রে দর্শয়তি—“বাথা এষা যৎসোমক্রয়ণী চিদসি মন্যহসীত্যাহ শান্ত্যেবৈনামেত-
ত্ত্বাচ্ছিত্তাঃ প্রজা জায়ন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । এতেন মন্ত্রেণ বাগাশ্রিকং
সোমক্রয়ণী চিদাদিশব্দাচ্যা ভবেত্যেবমম্বশাস্তি । যস্মাদেবং তস্মাক্সোকেহপি প্রজা অন্তশিষ্যন্তে ।
কৃষ্ণশস্তাৎপর্যায়মুক্ত্য প্রত্যবয়বং ব্যাচষ্টে—“চিদসীত্যাহ যদ্ধি মনসা চেতয়তে তদ্বাচা বদতি
মন্যহসীত্যাহ যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তংকরোতি ধীরসীত্যাহ যদ্ধি মনসা ধায়তি তদ্বাচা বদতি
দক্ষিণাহসীত্যাহ দক্ষিণা হেবা যজ্ঞিয়াহসীত্যাহ যজ্ঞিয়ামেবৈনাং করোতি ক্ষত্রিয়াসীত্যাহ ক্ষত্রিয়া
হেবাহ দিত্রস্বাভয়তঃ শীর্ষীত্যাহ যদেবাদিত্যঃ প্রায়ণীয়ো যজ্ঞানামাদিত্য উদয়নীয়ন্ত্যাদেবমাহ”
(সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৭) ইতি । মনসা বৃত্তিত্রয়সাধারণেনান্তঃকরণেন চেতয়তে সামান্ততো

জানাত্যভিগচ্ছতি বিচারয়তি ধ্যায়তি নিশ্চিনোতি । উত্তরমন্ত্রতায়মর্থঃ । হে সোমক্রয়ণি মিত্রো হিতকারী দেবত্বাং দক্ষিণে পাদে বধ্যাতু । এতন্মন্ত্রবিরুদ্ধং পক্ষত্রয়ং ব্যাবর্তয়ন্মন্ত্রং ব্যাচঠে—
 “যদবদ্ধা শ্রাদয়তা শ্রাদযৎপদিবদ্ধাহ্নুস্তরণী ত্বাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ শ্রাদযৎকর্ণগৃহীতা বাজ্রী ত্বাৎ স বাহত্বং জিনীয়াত্ত্বং বাহত্বো জিনীয়ামিত্রৈশ্বা পদি বধ্যাত্বিত্যাহ মিত্রো বৈ শিবো দেবানাং তেনৈবৈনাং পদি বধ্যতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ৭) ইতি । অত্র পাদবন্ধনং কর্ণগ্রহণং চামন্ত্রকর্মস্বী চকারেত্যবিরোধঃ । অথবা, অকর্ণগৃহীতা অপদি বদ্ধেতি পদচ্ছেদঃ । তৃতীয়মন্ত্র-
 তায়মর্থঃ—হে সোমক্রয়ণি ত্বাং পুষা পোষকো দেবো ভয়োপেতান্নার্গাৎ পালয়তু । যাগাধ্য-
 ক্ষায়েন্দ্রায় ত্বাং সোমক্রয়সাধনে মাতৃপিত্রাদয়োহ্নুমতশ্চাম্ । সগর্ভ্যস্বয়া সইকশ্মিন্গর্ভেহব-
 স্থিতঃ । হে দেবি সা ত্মিক্রার্থং সোমং দেবমহ্নুগচ্ছ । তাং ত্বাং রুদ্রো দেবোহস্মান্ প্রতি
 পুনরাবর্তয়তু । আবর্তয়ন্নপি ন রৌদ্রেণ মার্গেণ কিং তু মিত্রশ্চ পথ্য । ততস্তে স্বস্তি স্তুতং
 ভবতু । সোমঃ সখা যত্নাত্তব সা ত্বং সোমসখা ভূত্বা ধনেন সহান্মান্ প্রতি পুনরাগচ্ছ । অত্র
 রুদ্রশ্বেতাদিনা পৃথগ্বেণ সোমক্রয়াদুর্দ্ধমেতস্তাঃ প্রত্যাবর্তনমিতি কেচিৎ ।

মন্ত্রস্ত ভাগান্ ক্রমেণ ব্যাচঠে—“পুষাহধ্বনঃ পাত্বিত্যাহয়ং বৈ পুষ্যমামেবান্তা অধিপামকঃ
 সমষ্ট্য ইজ্রাধ্যাক্ষ্যায়তাহেন্দ্রমেবান্তা অধ্যাক্ষং করোতি অহু ত্বা মাতা মহুতামহু পিতেত্যাহ্নু-
 মতয়েবৈনয়া ক্রীণাতি সা দেবি দেবমচ্ছেদীত্যাহ দেবী হেবা দেবঃ সোম ইন্দ্রায় সোমমিত্যাহেন্দ্রায়
 হি সোম আহ্নিযতে যদেতদ্যজুর্ন ক্রয়াৎ পরাচ্যোব সোমক্রয়ণীয়াদরুদ্রস্বাহবর্তয়ত্বিত্যাহ রুদ্রো বৈ
 ক্রুরো দেবানাং তমেবান্তে পরস্তাদধাত্যাবৃত্তো ক্রুরমিব বা এতৎকরোতি যজ্রস্ত কীর্তয়তি
 মিত্রশ্চ পথেন্ত্যাহ শাস্ত্য বাচা বা এষ বি ক্রীণীতে যঃ সোমক্রয়ণ্য স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি সহ
 রুদ্র্যেত্যাহ বাটচৈব বিক্রীয় পুনরাশ্রয়াচং ধত্তেহ্নুপদম্ভুকাহ্নু বাগ্ভবতি য এবং বেদ” (সং०
 কা० ৬ প্র० ১ অ० ৭) ইতি । সমষ্ট্য সম্যকপ্রাপ্তয়ে । এতৎক্রদ্রশ্বেতি যজুঃ । তমেব
 ক্রুরং রুদ্রং । অন্তাঃ সোমক্রয়ণ্য আবৃত্তয়ে পরস্তাত্মতিভ্যন্ত পরভাগে স্থাপয়তি । অহুপদা-
 হ্নুকা ক্ষয়রহিতা । তদেতদ্বেনস্ত প্রশংসনং । অথ বিনিয়োগসংগ্রহঃ—
 “হয়ং ক্ষিপ্তা যতে স্বর্ণং জুরসীতি জুহোতি হি ॥ ত্রৈকৃতি স্বর্ণমুক্ত্য বৈষেত্যাজ্যমবেকতে ॥ ১ ॥
 সূর্য্য সূর্য্যমুপস্থায় চিৎ সোমক্রয়ণীং জপেৎ ॥ মিত্রো দৃষ্ট্য বদ্ধপাদং পুষা তামহ্নুমন্ত্রয়েৎ ॥
 রুদ্রস্তামাবর্তয়ীত মন্ত্রাঃ সর্কীর্ষিতা নব ॥ ২ ॥ ইতি ।

অথ নীমাংসা ।

একাদশাধ্যায়স্ত ত্রিতীয়পাদে চিস্তিতং—“প্রায়ণীয়স্ত নিকাসে যো নির্কাপোহর্থকর্ম তৎ ॥
 নিকাস প্রতিপত্তির্কৌদয়নীয়স্ত সংস্কৃতিঃ ॥ উতাহতঃ পূর্ববস্মৈবং মুখ্যস্ত প্রকৃতিত্বতঃ ॥ মধ্যোহস্ত
 নোপযোক্তব্যসংস্কারস্ত গুরুত্বতঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতং—“প্রায়ণীয়স্ত নিকাস উদয়নিয়-
 মভিনির্গপতি” ইতি । অত্র পূর্বস্তায়েন নিকাসদ্রব্যকমুদয়নীয়সদানকর্মকর্মমন্ত্রদর্থকশ্চেত্যাঃ
 পক্ষঃ । মুখ্যস্তোদয়নীয়স্ত প্রকৃতত্বাদ্ভিন্নপ্রকরণান্নাতাবত্বধর্ম্মাদিত্যদেশবহুদয়নীয়ধর্ম্মাদিত্যেশা-
 সম্ভবান্নার্থকর্মত্বং । তর্হি নিকাসপ্রতিপত্তিরিতি মধ্যমঃ পক্ষোহস্ত । সোহপি ন সম্ভবতু্যপযুক্ত-
 সংস্কারাদ্রূপযোক্ত্যমাণসংস্কারস্ত গরীয়ত্বাৎ তন্মাহুদয়নীয়স্ত সংস্কারঃ ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিস্তিতম্—“ক্ৰীণাত্যরুণয়েত্যেতৎ সন্ধীর্ণং বা ক্রয়ৈকভাক্ ॥
 ক্রয়েণানবদ্যৎকীর্ণঃ সৰ্বদ্রব্যেষু রক্তিমা ॥ দ্রব্যদ্বারা ক্রয়ে যোগান্তত্বাগেনাশ্বয়ঃ পুনঃ ॥ সাক্ষাৎক্রয়ে
 গুণস্থার্থাদ্ভব্যে সংনিহিতেহৃদসৌ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়তে—“অরুণয়া পিঙ্গলৈক্যকহায়ত্ৰা
 সোমং ক্ৰীণাতি” ইতি । তত্রারুণাশকোহরুণিমানং গুণমাচষ্টে । গুণবিষয়তয়া প্রযুক্ত্যমান-
 ত্রাপি নাগৃহীতবিশেষণা বিশিষ্টে বুদ্ধিরিতি জ্ঞানেন গুণবোধকত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গুণমাত্রা
 ব্যুৎপত্তেঃ । তস্ত চাকনিমগুণস্ত তৃতীয়াশ্রুত্যা সোমক্রয়সাধনত্বং প্রতীয়তে । তচ্ছামুপপন্নম-
 মূর্ত্তস্ত গুণস্ত বাসোহিরণ্যাদিবৎক্রয়সাধনত্বাসম্ভবাৎ । ততস্তৃতীয়াশ্রুতেকিণিযোজকত্বাভাবেন
 প্রকরণস্ত্রাভি বিনিযোজকত্বং বক্তব্যং । প্রকরণং চ গৃহচমসাত্মখিলদ্রব্যোবধরুণিমানং বিনিবেশয়তি ।
 ন চানেন জ্ঞানেন পিঙ্গলৈক্যকহায়নীশদ্যোরপি সৰ্বদ্রব্যগামিত্বং শঙ্কনীয়ং তয়োঃ শব্দয়োদ্রব্য-
 বাচিত্বাৎ । পিঙ্গলবর্ণে অক্ষিনী যন্তাঃ সা গোঃ পিঙ্গলক্ষী । এবমেকহায়নী । যথোপেক্ষা-
 বাচিনো শব্দো তথাহপি বিশেষণীভূতবর্ণভেদাচ্ছন্দস্বয়ং । তচ্চ যুগপৎপ্রবৃত্তং সদ্ধস্বয়বিশিষ্টং
 গোদ্রব্যং ক্রয়সাধনত্বেন বিদধাতি । ন চৈতদ্ভব্যমিতরদ্রব্যে বিনিবেশয়িত্বং শক্যং । অরুণিম-
 গুণো দ্রব্যেষু বিশেষণত্বেনাশ্বত্বং যোগ্যত্বাত্তেযু নিবেশ্যতে । তত্রৈযাহংকরযোজনা । অরুণয়েত্যে-
 তৎ পৃথগ্ভাৱং । তত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা প্রাকরণিকানি সাধনদ্রব্যানি সৰ্বান্যনুশ্রুতাপ্রতিপদিকেন
 গুণো বিধীয়তে যানি জ্যোতিষ্টোমে সাধনদ্রব্যানি তানি সৰ্বান্যরুণানি কর্তব্যানীতি । তস্মাদ-
 গুণঃ সন্ধীর্ণ ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বস্ত্রপ্যমূর্ত্তৌ গুণস্তথাহপি হায়নবদক্ষিণচ্চ গোদ্রব্যমবচ্ছিন্তি ।
 তচ্চ দ্রব্যং সাধনমিতি তদ্বারা গুণস্ত ক্রয়েণাশ্বয়ো ভবতি । এবং সতি বাক্যভেদো ন ভবিষ্যতি ।
 নহু বাক্যভেদাভাবোহপি লক্ষণা দুৰ্দ্ধবা । গুণবাচিনঃ শব্দস্ত গুণিদ্রব্যপরাঙ্গীকারাৎ । মৈবং ।
 গুণস্তৈবাত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা সাধনমুচ্যতে । তচ্চ দ্রব্যদ্বারমন্তরেন ন সম্ভবতীতীর্থাপত্ত্যা দ্রব্যাব-
 ছেদকং কল্পতে । তর্হি গ্রহচমসাদিদ্রব্যমবচ্ছিন্ত্যমিতি চেৎ । ন । তস্ত দ্রব্যস্ত ক্রয়সাধনত্বা-
 ভাবেন তদবচ্ছেদকগুণস্ত শ্রয়মাণক্রয়সাধনত্বাসিদ্ধিঃ । তর্হি বাসসা ক্ৰীণাত্যজ্ঞয়া ক্ৰীণাতীতি
 বজ্রাদীনাং ক্রয়সাধনত্বাত্তদবচ্ছেদোহস্থিতি চেৎ । ন । তেষাং ক্রয়াস্তরসাধনত্বাৎ । ন হি
 তত্রাগ্নিহোত্রে পরোদধ্যাদিবিকল্পবৎক্রয়ানুবাদেন বজ্রাদিবিকল্পো যুক্তঃ । অনুবাত্তস্ত ক্রয়মাত্রস্ত্রাগ্নি-
 হোত্রবদন্ত্রাবিধানাৎ । ততো বজ্রাদিদ্রব্যবিশিষ্টাঃ ক্রয়াস্তরবিধয়ঃ । ন হি স্ববাক্যগতমেকহায়নী-
 দ্রব্যমুপেক্ষ্য বজ্রাত্তবচ্ছেদো যুক্তঃ । তস্মাৎ ক্রয়েণ সাক্ষাদন্বিতয়োদ্রব্যগুণয়োঃ পশ্চাদন্বত্যাংমুপ-
 পত্ত্যা পরস্পরাবচ্ছেদকত্বেনাশ্বয়ঃ । তথা সত্যাকণ্যবিশিষ্টৈকহায়ত্ৰা ক্ৰীণাতীতীর্থঃ পর্য্যবস্তুতি ।
 তস্মাদারুণ্যগুণঃ ক্রয়েহেতুমেকহায়নীমৈব ভজতে ।

অথ চন্দ্রঃ—

স্বর্ঘ্যস্ত চক্ষুরাহমিত্যমুষ্টুপ্ ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে চতুর্গোহমুবাকঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-আলোচনা ।

— * —

ভাষ্যের মত এই যে,—চতুর্থ অম্বাকের প্রথম মন্ত্যটি অগ্নিকে অথবা হিরণ্যাকে সোধোদন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্যটি সোমক্রয়ণি-রূপা ‘বাক্’-সোধোদনে প্রযুক্ত । মন্ত্বে প্রয়োগ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—প্রথমতঃ ঋবাস্থ আজ্য (যত) গ্রহণ-পূর্বক হোমায়িত্র চতুর্দিকে প্রক্ষেপ করিবে ; তার পর, সেই আজ্যে সংস্কৃত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটা স্বর্ণখণ্ডকে হোমায়িতে ক্ষেপণ করিবে । তদনুসারে প্রথম মন্ত্বে অর্থ হয় এই যে,—‘হে গুরু অর্থাৎ দীপ্যমান হিরণ্য ! এই দৃশ্যমান আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য তোমার বর্চঃ অর্থাৎ তেজঃ । হে অগ্নি ! তোমার এই আজ্যরূপ তনুতে তুমি একীভূত হও এবং তার পর দ্রাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তিকে তুমি প্রাপ্ত হও ।’ আর এক প্রকার অর্থে, ভাষ্যকার ‘দ্রাজং’ পদে ‘সোমং’ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাতে ভাব আসিয়াছে—‘তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও ।’ এইরূপে, ভাষ্যানুসারে, দ্বিতীয় মন্ত্বে অর্থ হইয়াছে,—‘হে বাক্ ! তুমি বেগযুক্ত আছ । তুমি কেমন ? না—মনের দ্বাৰা নিয়ন্ত্রিত আব যজ্ঞার্থে প্রীতিযুক্ত ।’ গুরু-যজুর্বেদ-সংহিতায় ভাষ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আবার দেখি—‘বিষ্ণবে’ পদের প্রতিবাক্যে ‘বিষ্ণোঃ সোমন্ত’ অর্থ গৃহীত হইয়াছে । তদনুসারে ‘দ্রাজং’ পদেও ‘সোম’ বুঝায়, ‘বিষ্ণু’ পদেও সোম বুঝায় । হায় সোম !—বেদের অঙ্গে যে তুমি কত মূর্ত্তিতেই বিচরণ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি । আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে । প্রথম মন্ত্বে অঙ্গুর্গত “ইয়ং তে গুরু তনুয়িনঃ বর্চঃ”—এই কয়েকটি পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই । বেদেব অনেক স্থলেই এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের আভাস পাইয়াছি । সামবেদের “অপাং উপস্থে মহিষো ববর্ধে” অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি । * জ্ঞানরূপী ভগবানের প্ররষ্টরূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয় ? সে—সেই সম্বভাবের নিকটই নহে কি ? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপ-তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই । এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রায় জানান হইয়াছে,—“ত্বয়া সংভব দ্রাজং গচ্ছ ।” আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্বেগুলি সূত্র-মাত্র । এ পক্ষে “ত্বয়া সংভব” একটি সূত্র, আর “দ্রাজং গচ্ছ” একটি সূত্র । সূত্রের অর্থ-নির্দেশনে আবশ্যকানুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার অনিবার্য্য হয় । ‘ত্বয়া’ পদে তনুকেই লক্ষ্য করিতেছে । সূত্রের উহার প্রতিবাক্যে আমরা “মদীয়য়া তন্ম্য” পদ গ্রহণ করিয়াছি । তাহার ভাব এই—‘আমার তনুর সহিত ।’ এখন “সংভব” পদে “একীভব” প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,—‘আমার এই দেহের সহিত আপনি মিলিত হউন ; অর্থাৎ,

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ‘সামবেদ-সংহিতা’ (আগ্রয়-পর্ক) একসপ্ততিতম সাম-মন্ত্বে ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন ।

জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক।’ তার পর আছে—“ব্রাজং গচ্ছ।” উহার ‘ব্রাজং’ পদে ‘দীপ্তিং’ বা ‘শুদ্ধসত্ত্বং’ অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই যে,—আমার হৃদয়ে যে দীপ্তিটুকু আছে অথবা আমাতে যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন। পূর্বে (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে) বর্ণিত, শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন তাই প্রার্থনা হইল,—‘আপনি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন।’ ভাব এই যে,—আপনার সান্নিধ্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, চতুর্থ অম্বাকের প্রথম মন্ত্র এই ভাবই গোতনা করিতেছে।

এ পক্ষে দ্বিতীয় মন্ত্রটিকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্বানুসৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চায় হয়, আর সেই ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি যত্ন হয়, তাহা হইলে আমরা কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহা হইলেই আমাদের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবে প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্ত্ববাদের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—‘জীব! ভগবানে ভক্তিযুক্ত ও প্রীতিমান হও; শুদ্ধসত্ত্ববাদের পরিবৃদ্ধির সহিত হৃদয় জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিষ্ফুরণে উদ্ভাসিত হইবে।’

তার পর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের (‘তস্তান্তে’ হইতে ‘স্বাহা’ পর্য্যন্ত অংশ) এবং তৃতীয় মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ করুন। উহার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করি। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ‘তস্তান্তে’ পদে ভাষ্যে ‘অনোব-প্রেরণয়া তব’ প্রতিবাক্যে ‘বাচঃ’ পদ নির্দেশিত হইয়াছে। তাহাতে তৃতীয় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—‘সত্যসবসঃ’ অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞায় বর্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দাঢ্য প্রাপ্ত হই।’ এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হোমিতে আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তৃতীয় মন্ত্রটি সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ উপলক্ষে হোমাগ্নি হইতে স্বর্ণ-খণ্ডকে (প্রথম মন্ত্রানুসারে যে স্বর্ণ-খণ্ডকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল) উত্তোলন করিতে হইবে; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণ-খণ্ডকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতে হইবে,—‘হে হিরণ্য! তুমি শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান আছ; তুমি আল্লাদক আছ; তুমি বিনাশ-বিরহিত আছ। তুমি সর্বদেবসম্বন্ধী আছ; কেন-না, হিরণ্যে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।’ ভাষ্যের মত—হিরণ্য ও আজ্য উভয়ের সম্বন্ধেই মন্ত্রটি প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে, আর বেদ-মন্ত্রে যে কি সম্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদিগের মত এই যে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে যাহার সম্বন্ধে ‘মনসা ধৃতা’ ও ‘বিষ্ণবে জুষ্টা’ পদবয় ব্যবহৃত দেখিয়াছি, দ্বিতীয় অংশে ‘তস্তান্তে’ পদে তাহাকেই নির্দেশ করিতেছে। সেই ভক্তির একটা নূতন পরিচয় এখানে পাইতেছি। তাহা—‘সত্যসবসঃ।’ ভাব এই যে—সত্য যাহার অপত্য বা সম্ভান। ভক্তি হইতেই সম্বন্ধবাদের পরিবৃদ্ধি হয়। “বিষ্ণবে জুষ্টা” যে ভক্তি, তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক। তাই এখানে ঐ ‘সত্যসবসঃ’ পদের প্রয়োগ দেখি। ‘প্রসবে’ পদে ভাষ্যে

ধেরূপভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। তাহা হইতে ‘অনুবর্তী আমি’ এই ভাব আসিয়াছে। “বিষবে জুষ্টা” যে ভক্তি, সে ভক্তির অনুবর্তী হইলে, এ দেহের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজীবনে কর্মশক্তি-পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যস্বাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বাহা-মন্ত্রে হবিষর্পণ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় মন্ত্রটি—কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? কেনই বা তাহাতে আজ্য হবির সম্বন্ধ স্বীকার করিব? ‘সকল দেবতার সম্ভাষণ’ যে হিরণ্যে সাধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। হিরণ্য যে ‘অমৃত’, তাহাও কোনপ্রকারে মাছ করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ যে প্রকৃষ্ট তেজঃ, তাহাও বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, এই মন্ত্রেও সেই পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহেরই অনুসৃতি আছে। “বিষবে জুষ্টা” ভক্তির সাহায্যে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চারিত হয়, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই মরণরহিত নিত্য, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব-দেবতার প্রীতিসাধক। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্র-কয়েকটি যেন আমাদের উপদেশ দিতেছে,—‘জীব! তোমরা যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের প্রতি প্রীতি-সম্বন্ধে ভক্তিযুক্ত হও। একমাত্র ভগবন্তের দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়,—মাতৃশ্রী অমৃত লাভ করিবার সামর্থ্য আসে।’

বোধ-সৌকর্য্যার্থে অনুবাকের চতুর্থ মন্ত্রটিকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্য-মতে মন্ত্রের সম্বোধন হিরণ্য, সূর্য্য এবং অগ্নি। হিরণ্য-গ্রহণে মন্ত্রোচ্চারণের বিধি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ—‘আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় সূর্য্য সম্বন্ধি, চক্ষুর কান্নানিকা (তারকা) অগ্নি-সম্বন্ধি। তদুভয়ই যেন প্রাপ্ত হই। যেহেতু হে সূর্য্য! তুমি এতশ নামক অশ্বে গমন কর; হে অগ্নি! তুমি তেজের দ্বারা দীপ্যমান হও; সেই জন্ত, রক্ষনিবারণ জন্ত, আমরা তোমাদের উভয়কেই যেন প্রাপ্ত হই।’ কেহ কেহ আবার (উবট ও মহীধর) ‘কৃষাজিন’ (কৃষসার যুগের চর্ম্ম) সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ স্বীকার করিয়া, সেই চর্ম্মের সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন,—‘হে কৃষাজিন! তুমি সূর্য্যের নেত্রে আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদের দর্শন কর। এতদুভয়ের দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যরশ্মির দ্বারা দীপ্যমান হইয়া অশ্বগণের দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক।’ একরূপ অর্থে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না। কৃষাজিন কিরূপে সূর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্নির কান্নানিকায় (নেত্রতারকায়) আরোহণ করিবে, এবং কি প্রকারেই বা উহা জ্ঞানিগণের দ্বারা সম্যক দীপ্যমান হইয়া ঘোটকারোহণে গমন করিবে, তাহার মন্ত্যোক্তদে কিরূপে হইতে পারে? রূপক ভিন্ন অস্ত্র কোনরূপ অর্থই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে—রূপকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা সুসাধ্য নহে।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার আলোচনা করা বাইতেছে। মন্ত্রটি হিরণ্য, সূর্য্য, অগ্নি অবথা কৃষাজিন সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সূর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞানলাভের জন্ত উদ্ভুদ্ধ করিতেছেন।

‘মন! তুমি সূর্যের চক্ষুতে আরোহণ কর!’ এতদ্বাক্যের মর্ম এই যে,—‘জ্ঞানাদারের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানলাভে প্রবৃত্তপন্ন হও।’ এই অংশে, পূর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।’ কিন্তু মানুষ একেবারে কি পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে? সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। সে অংশ—‘অগ্নে: অক্ষ: কনীনিকাং আরুহ।’ অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—‘অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর।’ এতদ্বাক্যের ভাব কি? ভাব এই যে,—‘এই দৃশ্যমান জলন্ত অগ্নিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতি: বিद्यমান রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হউক।’ ফলতঃ, মন্ত্রের এই প্রথম চরণের সার-মর্ম এই যে,—‘অল্প তল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।’ সেই পূর্ণজ্ঞানই তোমার মোক্ষদায়ক হইবে। মন্ত্রে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

কি ভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে—‘বিপশ্চিতা ভ্রাজমানঃ’; অর্থাৎ, জ্ঞানীর সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও। সেই সম্মিলনে তোমাকে ‘ভ্রাজমানঃ’ বা দীপ্যমান করিবে। অসত্যের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাপীর সংসর্গে বিচরণে, কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দাই সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে বসবাসে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়,—সুখানন্দ সুখশ প্রখ্যাত হয়। মৃত্তির পথও তদ্বারাই প্রশস্ত হইয়া আসে। এই জগুই সাধুসঙ্গের অপার মহিমার বিষয় কীর্তিত হইতে দেখি। এখানে ‘বিপশ্চিতা’ পদ একবচনান্ত আছে; তদ্বারা সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ-এইরূপ ভাব আসিতে পারে। মানুষের শ্রেয়োলাভের প্রথম উপায়—জ্ঞানীর সংসর্গ—সাধুর আশ্রয় লাভ—সদগুরুর উপদেশ প্রাপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, ‘এতশেভিঃ ঈয়সে’ পদদ্বয় হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—বুঝিয়া দেখুন। ‘এতশ’ শব্দে ক্ষিপ্ৰগমনের ভাব আসে। তাই এখানে ‘এতশেভিঃ’ পদে তৎ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অতঃপাশ্চ ‘এতশ’ শব্দের ব্যাখ্যায় ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পূর্কপার ঐ শব্দে একই ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সংকর্মের দ্বারা ভগবানের অভিযুখে ষাঁহারা ত্বরিতগমনশীল, ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সংকর্মপরতাই মনুষ্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্নিধ্যে পৌছাইয়া দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সম্মিলন ঘটবে, তেমনই সংপ্রসঙ্গের আলোচনার সংকর্মসমূহের অমুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সংকর্মের অমুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,—সংকর্মের অমুষ্ঠানেই জ্ঞানাদারের সন্নিবর্তন-প্রাপ্তি-রূপ স্মরণ লাভিবে। সত্যের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সংস্করণকে লাভ করিতে পারিবে; হৃৎখল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সূত্রে ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—সকল কর্মে সর্বপ্রকারে সেই জ্ঞানাদারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও প্রধান সহায়—সাধুসঙ্গ ও সংকর্মসমূহের অমুষ্ঠান। সাধুসঙ্গ-লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ-ক্রমে,

সংকল্পসমূহের অর্জুঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং তদ্বারাই জ্ঞানার্থের রূপালাভে তুমি সমর্থ হইবে।’ ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, আলোকেই যে আলোক-সঙ্গিকটে পৌছাইয়া দেয়,—আলোক-সাহায্যেই যে আলোকলাভ জুগম হইয়া আসে,—মস্ত্রে সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র দুইটীতে এক অতি উচ্চতাব স্থচিত হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ স্থচিত হয়। পঞ্চম মস্ত্রে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং ষষ্ঠ মস্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে দেবীর যে স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যে বলা হইয়াছে,—

“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতন্যভিধীয়তে। নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমো নমঃ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমো নমঃ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমো নমঃ ॥

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তুতৈ ব্যাপ্তিদেব্যা নমো নমঃ ॥

চিত্তিকপেণ সা কুংসমেতদ্ব্যাপ্যা স্থিতা জগৎ। নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমস্তুতৈ নমো নমঃ ॥”

তাহার মূল তত্ত্ব এই মস্ত্রে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। ‘অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডার বেদ; যিনি যে তত্ত্বের অনুদকান করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্ত্বই প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। যিনি বৈরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ ভাবেই মন্ত্রের মর্ম উপলব্ধ করিবেন।

ভাষ্যকার বলেন,—মন্ত্রদ্বয়ে বাগদেবতাকপ সোমক্রয়ণীকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং ‘চিদনি’ ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে; আর, বাগদেবতা-রূপে পরিকল্পনা করিয়া এই মন্ত্রদ্বয়ে সোমক্রয়ণী গাভীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,—‘হে বাগদেবতাকপিনি সোমক্রয়ণি! তুমি চিৎ, মন, ও বুদ্ধি হও। (এস্থলে বাগাশ্বিকা সোমক্রয়ণীকে চিৎ মন এবং বী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে)। হে গাভী! তুমি দক্ষিণা হও আর্থাৎ বাগদানে প্রশস্তা-হেতু তুমি দক্ষিণা-রূপে দান-কার্য্যে বিরাজ কর। সোমক্রয়সাধনভূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যভিমানিনী এবং যজ্ঞ-সম্বন্ধিত্ব-হেতু তুমি যজ্ঞাহী; তুমি অখণ্ডিতা, অদীন। অতএব, উভয়তঃ আশস্ত সর্বত্র শ্রেষ্ঠ। পূর্বোক্ত চিদাদরূপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রয়তার প্রতি স্তম্ভভাবে প্রাণ্ডমুখী হইয়া, পরিশেষে সোম লইয়া আগমন—প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যঙ্গুমুখী হও। অপিচ, সূর্য্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞস্বামী ইন্দ্রের প্রীতির জন্ত পোষক দেবতা তোমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।’ ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুই উল্লেখ নাই। ‘সোমক্রয়ণি’ গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিরূপ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। স্ত্রোত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-ক্রমে, মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। যে কার্য্যে যে মন্ত্রের যে প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য্য, তাহা যেমন আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব ও

যে তাৎপর্য সূচিত হয় এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের স্বরূপের তিনটি বৃত্তিই প্রধান—চিৎ, মন এবং বুদ্ধি। চিৎ বা চিত্তের কার্য—চৈতন্য-সম্পাদন, অচেতনে চেতনা-সম্পাদন। অচেতন দেহাদিতে বাহ্যতে চৈতন্য-সম্পাদন হয় এবং বাহ্যবস্তুর সমূহে বাহ্যতে নির্বিকল্পরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাই চিৎ বা চিত্ত নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না; যাহা চৈতন্যরূপী, তাহাই চেতনা-প্রদান-সমর্থ। জ্ঞানমতে মনকে সর্বোচ্চপ্রবর্তক বলা হইয়াছে। আবার বেদান্ত-মতে

• মন—সকলবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবার মনকে “অনিকপ্যমদৃশ্য জ্ঞানভেদঃ মনঃ স্মৃতম্”—এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরূপ্য বা অদৃশ্য জ্ঞানভেদ নাই, স্থূলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, যাহা সর্বজ্ঞ, যাহা সকল-বিকল্পরহিত—নির্বিকল্পরূপ, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তি মনঃ-পদবাচ্য। আর, নিশ্চয়রূপাত্মিকা যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, তাহাই ধী নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—‘চিদসি মনাসি ধীরসি’। অর্থাৎ,—‘তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও।’ মন্ত্রে যদি গাভী বা সোমক্রয়ণিকে সন্মোদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতন্য-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়, আর তাহা মন ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যিনি চৈতন্যধার, চৈতন্যরূপ, যিনি নির্বিকল্প—সর্বজ্ঞ, যাহার অবিস্তৃত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাসমম্বিতা, তিনি ভিন্ন আর কে অচেতনে চেতনা দিতে পারে? তিনি ভিন্ন বিশ্বচরাচরের জ্ঞানই বা আর কাহার আছে? অপিচ, তিনি ভিন্ন জীব প্রেষ্ঠ-জ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? পঞ্চম মন্ত্রে, আমরা তাই মনে করি, ভগবানকে সন্মোদন করা হইয়াছে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবানের শক্তিরূপা বিতৃষিক—গুরুসম্বাদীভূতা ভক্তিরূপিনী দেবীকে—এই মন্ত্রের সন্মোদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান এবং বিতৃষিক অভিন্ন। পূর্ববর্তী মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, তন্নিম্ন অল্প কোনও ভাব অধ্যাহার করা যায় না। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সে ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতার সহিত স্তম্ভ হয়, তাহা হইলে সে ভক্তিকে ভগবানেরই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। তখন ভগবানের গুণবিশেষণে সে ভক্তিকে বিশেষিত করাও অসঙ্গত হয় না। পূর্বোক্ত তন্ত্র-মন্ত্রে শক্তিকে ভক্তিরূপিনী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই ভাবের উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সন্মোদ্য সেই ভক্তিরূপিনী দেবীকেই নির্দেশ করিয়াছি। তিনি দক্ষিণা, তিনি ক্ষত্রিয়া। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণা; তিনিই কৰ্ম্ম, আবার তিনিই কৰ্ম্মফল। তিনি সৰ্ব্বাত্মিকা। ফলতঃ, তিনি যেমন সংকৰ্ম্মরূপিনী, তিনি আবার তেমনই সংকৰ্ম্ম-শায়িনী। তিনি অমিততেজা—অজেরা। তাহার জ্ঞান প্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন আর কে আছে?

মন্ত্রের ‘ক্ষত্রিয়াসি’ পদে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। তিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই ক্ষত্রজাত্যভিমানী বলিয়াছেন। বেদে গুরুসম্বাদিমিশ্রিত ভক্তিকেই আমরা ‘সোম’ নামে অভিহিত করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও আছে,—‘যাজ্ঞেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাগীশো বরুণঃ সোম রুদ্র ইতি।’ তার পর, মন্ত্রে তাহাকে ‘অদিতিঃ’ বলা হইয়াছে।

‘অদিতি’ পদে অনন্তকে—অখণ্ডকে বুঝায়। ভাষ্যকারও প্রথমে ঐ পদে ‘অখণ্ডিত্য’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আগন্তুবিবাহিত বলিয়াই তিনি সকলের বরণ্য—সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রথম মন্ত্রে, আমবা মনে করি, ভগবানের এই সকল গুণ-বিশেষণের বিষয়ই পরিকল্পিত হইয়াছে। ভগবানের গুণ-বিশেষণে—রূপগুণবিবর্জিতে রূপগুণের উল্লেখ, মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা এই;—‘হে দেবি! আপনি সর্বাঙ্গীক, সচ্চিদানন্দরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়া থাকে। আমরাও সে প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন।’ ভগবানের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তন্নিম্ন, সোমক্রয়ণির বা গাতীর নিকট এইরূপ প্রার্থনার অথবা তাহাব পূর্বোক্ত গুণবাক্যানে কি ফলোদয় আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা হঃসাধ্য।

ষষ্ঠ মন্ত্রটীতে সরলভাবে প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে। দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে, —‘হে দেবি! সুপ্রাচী ভব।’ ভাব এই যে,—আপনি আমাদের সহজ-প্রোপ্য হউন। অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে বাহাতে সহজে তত্ত্ব সঞ্চারিত হয়, বাহাতে আমরা অনার্যাসে শুদ্ধসঙ্ক-সমবিত হই, আপনি তাহা করুন। পরিশেষে ‘সুপ্রাচীচ্যে’ এইরূপ প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—‘আপনি আমাদেরকে আপনার অভিমুখী করুন, অথবা আমাদের প্রত্যক্ষসংস্র গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অবস্থিত হউন। আমাদের হৃদয় মরুসদৃশ; আমরা কিলে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে দলকতী হয়, আপনি রূপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন; আমরা যদি সহজে আপনার অভিমুখী না হই, আপনি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করুন। সর্বস্বরূপিণী আপনি; আপনার আগমনে সন্ধ্যা আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএব প্রার্থনা, আপনি আসুন, এ মরুহৃদয়ে স্নেহধারা সিকন করুন।’ ভাষ্যকার এষ্ট অংশে কিন্তু ভিন্ন ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি ‘সানঃ সুপ্রাচী সুপ্রাচীচ্যে’ অংশের তথ্য করিয়াছেন,—‘প্রথমতঃ সোমক্রয়ণির প্রতি প্রাণবৃত্তি হইয়া, পরে সোমক্রয় করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকালে প্রত্যাবৃত্তি হইয়া আগমন করুন।’ সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোমক্রয়-পাত্রকে এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে, পাত্র হইতে সোমরস যেন পতিত না হয়—সোমক্রয়ণিকে সেই কথা বলা হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশে যে ভাব উপলব্ধি করি, উপরে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যিনি, তিনি দেবতার নিকট শুদ্ধসঙ্ক লাভের এবং দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—‘যদি আমরা সহজে আপনার অভিমুখী না হই, যদি সহজে আমাদের হৃদয়ে সংস্কর্ষ-সাধন-প্রবৃত্তির উদ্বেগ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিজে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে সর্বসমাবৃত্ত করুন।’

অত্রের দ্বিতীয় অংশে—‘মিত্রত্বা পদি বরীতাং’ অংশে—‘পদি’ পদ কিছু সমস্তানুলক। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—‘দক্ষিণপদি’। তিনি গাতীর সন্ধান আমনন করিয়াই ‘পদি’ পদের এরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে,—‘সূর্য্যদেব তোমার দক্ষিণ-পদে বহন করুন।’ এ অর্থের তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা ঐ ‘পদি’ পদে প্রথমতঃ ‘শ্রেষ্ঠ-প্রদেশে’ অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারেই

ঐ অর্থ- গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতেই আমরা ‘অম্মাকং হবি’ এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। জন্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান আর কি হইতে পারে? নির্মল ভক্তিপ্লুত হৃদয়েই দেবতার যোগ্য আসন। ‘স্বর্গদেব তোমাকে আমাদের গুণে দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত করুন’ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি অচলা হউক,—ইহাই এগনকার তাৎপর্য। এইরূপে, মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—‘হে দেবি! আপনি আমাদের গুণে দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্চন আমরা, আমাদের গুণে দ্বন্দ্ব আপনাকে প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদয় হইবে। তৎপ্রভাবে আমরা ভগবানের স্তুতিসম্পাদনে সমর্থ হইব এবং মোক্ষ লাভ করিব। আপনি অনম্মাকং হইতে আমাদের রক্ষা করুন।’ আমাদের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই প্রতিকলিত আছে।

সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। ভাষ্যে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—‘হে সোমকৃষ্ণি গো! সোমাহরণে প্রবৃত্তা তোমাকে তোমার মাতা অমুমতি দিউন, তোমার পিতা অমুজ্ঞা করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং তোমার সমান গৃহে জাত তোমার সখা তোমার অমুমতি দিউন। হে সোমকৃষ্ণি দেবি! তুমি ইন্দ্রদেবের জ্ঞাত সোম আনয়ন করিতে যাও। সোমগ্রহণ পূর্বক অবস্থিত তোমাকে রুদ্রদেব আমাদের প্রতি নিবর্তন করুন, অথবা প্রবর্তন করুন। সোমদেব যাহার সখা, সেইরূপ সোমসখা অর্থাৎ সোম সহিত হইয়া তুমি সূর্য্যমণ্ডলের সহিত পুনরায় আমাদের নিকট আগমন কর। রুদ্রের পথে যাইও না; মিত্রের পথে যাইও। তাহা হইলেই তুমি ‘স্বস্তি’ পাইবে।’ বলা বাহুল্য, ভাষ্যের এই প্রকার অর্থে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদের পরিগৃহীত সে অর্থ সন্দেহ কি অসঙ্গত, সেই আলোচনাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা বলি, যথাপূর্ব্ব সপ্তম মন্ত্রেরও সন্ধান—সেই ভক্তিরূপা দেবীকে। ভগবন্ত সৎসারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর সেই ভক্তির প্রভাবে সৎসারের সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুক,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় লক্ষ্য। একে একে আমরা মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—“মাতা ত্বাং অমুমত্তাং।” ভাব এই যে,—‘হে দেবি! হে ভগবন্ত ভক্তিরূপিণি! সৎসারের সকল জননী আপনার অমুবাগিণী হউন,—আপনাকে অমুসরণ করুন।’ সৎসারের সকল জননী যদি ভগবানে ভক্তিমতী হইয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও দুঃখ আসিয়া কি এ সংসারকে আক্রমণ করিতে পারে? আজিও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আজিও আমাদের সৎসারের দুঃখের শত বৃশ্চিক-দংশনের মধ্যেও যে একটু একটু শান্তির অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার কারণ কি কেহ কখনও অমুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের মাতৃদেবীগণ এখনও ভক্তিহারা নহেন,—তাহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিমতী রহিয়াছেন। যদিও কাল-মাহাত্ম্যে অধিকাংশ সংসার হইতে এ ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; কিন্তু এখনও আছে—এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই আজিও মন্ত্র-বংশের মূলোচ্ছেদ হইতে

দেখিতেছি না। এই মন্ত্রে সেই ভক্তির ভাব সংসারে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উদ্বোধন দেখিতে পাই। মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—‘সন্তানহিতাভিলাষিণী প্রত্যেক গর্ভধারিণী ভক্তিমতী হউন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের সন্তান-সকলের হৃদয়ে ভক্তির বীজ উৎপন্ন ও অক্ষুরিত হউক।’ মন্ত্রে দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—‘পিতা অমু’; অর্থাৎ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্তী হউন। মাতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে ভক্তিমান হইয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানগণ কি কখনও অন্ত্রপথাবলম্বী হইতে পারে? কখনও না—প্রায়ই নহে। পিতামাতাকে এইরূপে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর, সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমান জাতীয় স্বদলভুক্ত মিত্রজনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম চরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের) লক্ষ্য। মন্ত্র উদ্বোধন্য পরিপূর্ণ। বলা হইতেছে,—‘মানুষ! তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান হও।’

অষ্টম মন্ত্রে অশেষোপকারসাধিকা সেই দেবীকে সম্বোধন করিয়া চতুর্বিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—‘হে দেবি! আপনার রূপায় আমাদের হৃদয়ে দেবতাবের সঞ্চার হউক (‘দেবং অচ্ছেহি’)’। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—‘আমাদিগের হৃদয়ের সেই দেবতাব বা শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের নিকট পৌছিয়া দিউন,—অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ের পূজা (সত্ত্বতাব) সেই ভগবান গ্রহণ করুন।’ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ইন্দ্রায় সোমং’ পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জ্ঞাপন হইয়াছে,—‘সেই রুদ্রদেব—যিনি সংহারমূর্ত্তি—যিনি কালস্বরূপ—আপনার রূপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন,—তাঁহাকে আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন (রুদং ত্বা বর্তয়তু)।’ ভগবানের প্রতি ভক্তি সঙ্গাত হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান। তার পরেই (চতুর্থতঃ) বলা হইয়াছে—‘স্বস্তি।’ রুদ্রদেবের কোণ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে, যমদণ্ডের ভয় দূর করিতে পারিলে, তখন নিশ্চয়ই ‘স্বস্তি’ (মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-ভক্তির প্রভাবে চতুর্থ অবস্থার স্বস্তিই মানুষের অধিগত হয়। উপসংহারে দেবীকে হৃদয়ে পুনরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে—‘তিনি ‘সোমসথা।’ এখানেও সোম-শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারা যায়। ‘সোম-শব্দে আমরা ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহারই অন্তর্ভুক্ত, তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই স্থানস্থানীয়, ‘সোমসথা’ পদে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। শুদ্ধ-সত্ত্বভাবে যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাবে যে ভগবৎ-সম্বৃত্ত হয়,—সে কখন? যখন ভক্তি আসিয়া তাহার অঙ্গীভূত হয়। এখানে উপসংহারে সেই আকাজকাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—‘তুমি আবার এস—পুনরায় এস—এবার ‘সোমসথা’ হইয়া এস; অর্থাৎ, আমার ভক্তি বেন অশাশ্রিত্যে স্থগত না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই প্রযুক্ত করিতে পারি।’ এখানে, ‘তুমি আবার এস—সোমসথা হইয়া এস’—বলিতে ‘হে আমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।’ এই ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

একণে, এই চতুর্থ অম্ববাকের ভাস্ক্যাত্মকমণিকায় ভাস্ক্যকার সারপাঠ্য্য যে মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি ॥
 ভাষ্যকারের অভিমত এই যে,—তৃতীয় অমুবাকে দেবযজন সিদ্ধ হইলে, চতুর্থ অমুবাকে সেই
 দেবযজন উপলক্ষে সোমযাগের উপযোগী সোমক্রয়ণ বিষয়ক হোমাদি নিশ্চয়ের সিদ্ধি-পদ্ধতি
 কথিত হইয়াছে । ‘ইয়ং তে শুক্র’ প্রভৃতি সেই সোমক্রয়ণ-বিষয়ক হোমের মন্ত্র । চতুর্থ এবং
 পঞ্চম—এই দুইটা অমুবাকে প্রায়ণীয়া সোমক্রয়ণের বিষয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে । মন্ত্রের
 বিনিয়োগ সম্বন্ধে বিনিয়োগ-সংগ্রহের অভিমত এই,—‘ইয়ং’ প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে এক থণ্ড
 হিরণ্য (স্বর্ণ) স্মৃত নিক্ষেপ করিয়া ‘জরুসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই হিরণ্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি
 দিবে । ‘শুক্র’ প্রভৃতি মন্ত্রে পুনরায় সেই হিরণ্যকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া ‘ঐবদেবং’
 প্রভৃতি মন্ত্রে সেই আজ্যের (স্মৃতির) প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে । ‘স্বর্ঘ্যস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে
 সূর্য্যাহ্বান করিয়া সোমক্রয়ণিতে ‘চিদসি’ মন্ত্র জপ করিতে হইবে । ‘মিত্রত্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে
 বন্ধপাদ হইয়া ‘পূষাংধনঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধনযুক্ত পাদদ্বয়কে অহুমন্ত্রিত করিবে, এবং ‘কদ্রত্বা’
 প্রভৃতি মন্ত্রে সেই বন্ধন উন্মোচন করিবার বিধি । ফলতঃ, সোমযাগ উদ্দামপনে সোম
 ক্রয়ণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি চতুর্থ অমুবাকের মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত রহিয়াছে,—
 বিনিয়োগ-সংগ্রহের ইহাই অভিমত । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৪ অমুবাক) ।

— * —

পঞ্চমঃ মন্ত্রঃ ॥

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । পঞ্চমোঃ অমুবাকঃ ।)

(১) বশ্যসি রুদ্রাঃশুদিতিরশাদিত্যাঃসি শুক্রাঃসি চন্দ্রাঃসি ॥

(২) বৃহস্পতিস্ত্বা হ্রস্মে রথত্ব । (৩) রুদ্রো বহুভিরা চিকেতু ॥

(৪) পৃথিব্যাস্ত্বা মুধমা জিবর্গি দেবযজন ইড়ায়াজ

পদে স্মৃতবতি স্বাহা ।

(৫) পরিলিখিতং রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ॥

(৬) ইদমহৗ ব্রহ্মসো গ্রীবা অপি কৃত্তামি ।

(৭) যোহস্মান্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্য ইদমশু গ্রীবাঃ অপি কৃত্তামি ।

(৮-৯) অশ্নে রায়শ্চে রায়স্তোতে রায়ঃ ।

(১০) সং দেবি দেব্যোৰ্বশ্চ পশ্যস্ব ।

(১১) হৃষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা

বীরং বিদেয় তব সংদৃশি ।

(১২) মাহহৗ রায়স্পোষণে বি যোষম্ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) বসী । অসি । রুদ্রা । অসি । অদিতিঃ । অসি । আদিত্যা । অসি ।

তুক্রা । অসি । চন্দ্রা । অসি । (২) বৃহস্পতিঃ । ঐ । স্নেহে । রথতু ।

(৩) কৃত্তঃ । বহুভিরিতি বহু—ভিঃ । এতি । চিকিত্তু ।

(৪) পৃথিব্যাঃ । ঐ । মুধন্ । এতি । জিঘর্ষি । দেবযজ্ঞন ইতি দেব—যজনে ।

ইচ্ছামাঃ। পদে। যতবতীতি যত—বতি। স্বাহা।

(৫) পরিলিখিতমিতি পরি—লিখিতম্। রক্ষঃ। পরিলিখিতা ইতি

পরি—লিখিতাঃ। অরাতয়ঃ।

(৬) ইদম্। অহম্। রক্ষসঃ। গ্রীবাঃ। অপীতি। কুস্তামি।

(৭) বঃ। অম্মান্। দ্যেষ্টি। বম্। চ। বয়ম্। দ্বিষ্যঃ।

ইদম্। অশ্ব। গ্রীবাঃ। অপীতি। কুস্তামি।

(৮-৯) অগ্নে ইতি। রায়ঃ। ত্বে ইতি। রায়ঃ। তোতে। রায়ঃ।

(১০) সমিতি। দেবি। দেব্যা। উৰ্ব্বশা। পশ্চাশ্ব।

(১১) স্বষ্টীমতী। তে। সপের। স্বরেতা ইতি স্ব—রেতাঃ। রেতঃ। দধানা।

বীরম্। বিদেয়। ভব। সংদূনীতি সং—দুশি।

(১২) মা। অহম্। রায়ঃ। পোষণে। বীতি। যোবম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মৰ্ম্মাসুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণী দেবি! ত্বং 'বহ্নী' (বহ্নরূপা, পৃথ্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (অনন্তরূপা, অশেষরূপধারিণী) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিত্যা' (অনন্তরূপা, দেববহ্নরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'শুক্লা' (জ্যোতির্ধরী, প্রজ্ঞানস্বরূপিণী) 'অসি'

(ভবসি) ; অং ‘চক্ষুঃ’ (চক্ষুরূপা, জ্ঞানাদিনী কোমলতাময়ী ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অঙ্গ মন্ত্রঃ ভক্তিরূপেণাবস্থিতায়াঃ দেব্যাঃ স্বরূপং পরিকীর্তয়তি । সা দেবী পৃথ্বীরূপেণ বিরাজিতা ; সা দেবী সমষ্টিভূতা ; সা দেবী অংশরূপা ; সা দেবী জ্যোতির্ময়ী - প্রজ্ঞানস্বরূপিণী ; সা দেবী আনন্দরূপিণী । কোমলকঠোরাস্ত সর্বৈ ভাবাঃ ক্ষুদ্রমহাংশ সর্বৈ রূপাঃ তস্মিন্ দেব্যাং যুগপৎ বিস্তৃক্তে ইতি ভাবঃ ।

২। ‘বৃহস্পতিঃ’ (জ্ঞানী, যদা—জ্ঞানদেবঃ) ‘স্বম্বে’ (সংসারিত্ত্ব স্বথহেতবে) ‘জা’ (জাং) ‘রথতু’ (সংবয়নতু, জ্ঞানিনাং সাহায্যেন স্বংপ্রসাদেন ইহলোকঃ পরমানন্দং লভতু ইতি ভাবঃ) ; ‘রুদ্রঃ’ (কঠোরভাবঃ, যদা—কঠোররূপঃ দেবভাবঃ ইত্যর্থঃ) ‘বস্তুভিঃ’ (সর্বসংহাতিঃ ধরিত্রীভিঃ সহ, যদা—অপরৈঃ পানিবৈদৈবৈঃ সহ) জা (জাং) ‘আ চিক্বেতু’ (রক্ষিতুং কামরতাং, স্বংপ্রভাবেন সৃষ্টিঃ সংহারমূর্তেঃ রুদ্ররোষাৎ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ) । অঙ্গং তাৎপর্য্যঃ—ভগবদ্ভক্তিরেব সকলসুখমূলধারা । তস্তাঃ রূপায়া এব নরঃ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ ।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘পৃথিব্যাঃ’ (ভূবঃ) ‘মুধন্’ (মুর্দ্ধনি, শিরোরূপে) ‘দেবযজ্ঞেন’ (যাগযোগাঙ্কলে - অবস্থিতায়াং ইতি যাবৎ) ‘জা’ (জাং) ‘আ’ (আহুপূর্বেণ, অনুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) ‘জিবস্মি’ (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়ামি আকৃত্যামি বা ইতি ভাবঃ) । মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! অং ‘ইড়ায়াঃ’ (ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত কৰ্ম্মণঃ ইতি ভাবঃ) ‘পদে’ (অবলম্বনং) ‘অসি’ (ভবসি, ভব বা) । অথবা হে মদীয় কৰ্ম্ম ! অং ‘ইড়ায়াঃ’ (ভক্তিসম্বৃত্তায়াঃ স্বত্যাঃ ইত্যর্থঃ) ‘পদে’ (আশ্রয়ং) ‘অসি’ (ভবসি, ভব বা) ; মম কৰ্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুক্তং ভবতু ইতি ভাবঃ । ‘স্বতবতি’ (হে মম ভক্তিরূপিণি দেবি !) ‘স্বাহা’ (স্বাহ স্বাহামস্তেণ ভগবতি সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ ; স্বহৃৎ স্তসিক্রমস্ত মম কণ্ঠাঘটনং) ।

৪। ‘রক্ষঃ’ (দুৰ্দ্ধিক্রূপঃ শত্রুঃ ইত্যর্থঃ) ‘পরিলিখিতং’ (নাশিতং) ভবতু ; ‘অরাতয়ঃ’ (সঙ্ঘাৎপ্রতিবন্ধকাঃ রিপুশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ‘পরিলিখিতা’ (বিনাশিতাঃ, বিতাড়িতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ । ভক্তিপ্রভাবেন সর্বৈ শত্রবঃ নাশং যাস্তু ইতি ভাবঃ ।

৫। ‘ইদং’ (অনেন সংকৰ্ম্মপ্রভাবেন ইত্যর্থঃ) ‘অহং’ (অনুষ্ঠানকারী) ‘রক্ষসঃ’ (দুৰ্দ্ধিক্রূপস্ত শত্রোঃ ইত্যর্থঃ) ‘গ্রীবা অপি’ (মূলমপি ইতি ভাবঃ) ‘কৃন্তামি’ (ছেদয়ামি) ।

৬। ‘যঃ’ (শত্রুঃ, বহিরন্তঃশত্রুঃ ইতি যাবৎ) ‘অস্মান্’ (অনুষ্ঠাতৃন্ অর্চকান্ ইত্যর্থঃ) ‘দোষ্টি’ (ঘেষং করেতি) ‘যং চ’ (যং শত্রুং চ) ‘বয়ং’ (অর্চকাঃ) ‘দিস্ম’ (ঘেষং কুৰ্ম্ম) ‘অস্ত’ (তদুভয়বিধস্ত আবিদৈবিকশত্রোঃ ইতি ভাবঃ) ‘ইদং’ অনেন কৰ্ম্মরূপেণ আয়ুধেন ইত্যর্থঃ) ‘গ্রীবা অপি’ (মূলানপি) ‘কৃন্তামি’ (ছেদয়ামি ইতি ভাবঃ) । কৰ্ম্মপ্রভাবেন বয়ং সর্বান শত্রুন্ নাশয়াম ইতি ভাবঃ ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘রায়ঃ’ (পরমধনানি—শ্রেষ্ঠধনানি ইত্যর্থঃ) ‘অস্মৈ’ (ময়ং) প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনা ।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! ‘দ্বৈ’ (ত্বয়ি) ‘রায়ঃ’ (পরমার্থরূপানি ধনানি) বিস্তৃক্তে ।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং 'তোতে' (সর্বেষু লোকেষু ইতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি ইত্যর্থঃ) স্থাপয়সি। অয়ং ভাবঃ—বয়ং তানি পরমধনানি যাচামাহে। ন কেবলং অস্মান্ কিন্তু বিশ্বান্ সর্গান্ জনান্ পরমধনং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ।

১০। 'দেবি' (হে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং 'দেব্যাঃ' (পরমশক্তিসম্পন্নায়ী) 'উর্দ্ধশ্চা' (সর্বেষাং বশয়িত্র্যা শক্তয় ইতি ভাবঃ) মাং 'সং পশুস্ব' (সম্যক্ পশু, মাং প্রতি সম্যক্ করুণাপরায়ণা ভব ইতি ভাবঃ)।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তে' (তবাহুগ্রাহেণ) 'ঈদীমতী' (শোভনকর্ম্মশক্তি-সম্পন্নাং স্বাং ইত্যর্থঃ) 'সপেয়' (সংগচ্ছেয়, প্রাপ্নুয়াং ইতি ভাবঃ)। তগবত্ত্বক্তি ময়া সহ চিরসম্বন্ধযুক্তা ভবতু—ইতোবাং আকাজ্জা। অপিচ 'স্বরেতা' (শোভনশক্তিসম্পন্না) 'রেতঃ দধানা' (শক্তেরাধারভূতা) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তব সংদৃশি' (তব সন্দর্শনে সতি) 'বীরং' (বীৰ্য্যং, সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'বিদেন' (লভেম)। তব প্রসাদেন তব সহচারিত্বেন চ সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্তুমিচ্ছামি ইতি ভাবঃ।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'অহং' (শরণাগতঃ অর্চনাপরায়ণঃ অহং ইত্যর্থঃ) 'রায়-পোষণে' (শুক্লসঙ্কসঞ্চয়েন) 'মা বিযোয়' (বিবৃক্তঃ মা ভবান)। অত্মাকং পরমধনসঞ্চয়ায় বয়ং ন ভবতি তদেব বিদেহি ইতি ভাবঃ ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি বহুরূপা অর্থাৎ পৃথ্বরূপা হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হয়েন, আপনি অনন্তের অংশীভূতা অর্থাৎ দেবস্বরূপা হয়েন, আপনি রুদ্ররূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী হয়েন, আপনি চন্দ্ররূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী কোমলতাময়ী হয়েন। (এই মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিতা দেবীর স্বরূপ পরিকীর্তন করিতেছে। সেই দেবী পৃথ্বরূপে বিরাজিতা, সেই দেবীই সমষ্টিভূতা, সেই দেবীই অংশরূপা, সেই দেবীই সংহারমূর্ত্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল-কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই দেবীতেই যুগপৎ বিद्यমান আছে।

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের স্থখের নিমিত্ত আপনাকে সংযমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন; (ভাব এই যে, জ্ঞানিগণের সহায়তায় আপনার প্রসাদে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব (রুদ্রদেব) সর্ব্বসংহা ধরিত্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ আপনার প্রভাবে সৃষ্টি সংহারমূর্ত্তিরূদ্ররোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক।

(মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ এই যে,—ভগবদ্ভক্তিই সকল স্ত্রুতের মূলীভূতা । তাঁহার কৃপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়) ।

৩। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! পৃথিবীর (অর্থাৎ বিশ্বের) শীর্ষস্থানে দেবযজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ প্রবহণ বা আকর্ষণ করিতেছি । (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক) ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্মের অবলম্বন হও । অথবা হে আমার কর্ম ! তুমি ভক্তিযুতা স্তুতির আশ্রয় হও ; (ভাব এই যে, আমার কর্ম ভগবৎ-ভক্তিযুত হউক) । ভক্তিসম্বন্ধযুত করিয়া, হে আমার কর্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি ।

৪। (আমাদিগের) দুর্ব্বুদ্ধি-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক ; সদ্ভাব-প্রতিবন্ধক রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত ও বিনাশিত হউক । (ভাব এই যে, ভক্তিপ্রভাবে আমাদিগের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক) ।

৫। এই সংকর্মের প্রভাবে আমি যেন দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হই ।

৬। যে সকল বহিরন্তঃশত্রু প্রার্থনাকারী অনুষ্ঠানপরায়ণ আমাদিগকে হিংসা করে, সেই উভয়বিধ আধিদৈবিক শত্রু আমাদিগের এই কর্মরূপ আয়ুধের দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হউক । (ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের দ্বারা আমরা যেন সকল শত্রুকে নাশ করিতে সমর্থ হই) ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! পরমার্থ ধন আমাদিগকে দান করুন—এই প্রার্থনা ।

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমূহ আছে ।

৯। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমূহ আছে, সেই ধন আপনি সকল লোকে স্থাপন করুন । (ভাব এই যে,—আমরা পরমধন প্রার্থনা করি । কেবল আমাদিগকে নহে ; পরন্তু বিশ্বের সকলকেই পরমধন প্রদান করুন ।

১০। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনি পরম শক্তিসম্পন্ন সকলের বশীভূতকারী শক্তির দ্বারা আমার প্রতি সম্যক করুণাপরায়ণ হউন ।

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার অনুগ্রহে শোভনকর্মশক্তি-সম্পন্ন আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই । (ভাব এই যে,—ভগবদ্ভক্তি আমার

সহিত চিরসম্বন্ধযুক্ত হউক)। অপিচ, শোভনশক্তিসম্পন্ন, শক্তির আধার-ভূতা হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া যেন সংকল্প-সাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—আপনার প্রসাদে ও সহচারিত্বে সংকল্পসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামনা করিতেছি)।

১২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! অর্চনাকারী আমরা সেই ধনসঞ্চয়ে অর্থ্যৎ শুক্লসত্ত্বসঞ্চয়ে যেন বিমুখ না হই ; (অর্থ্যৎ আমাদিগের পরমার্থরূপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহাই করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংখ্যচার্য্যকৃতং)।

চতুর্থেইলুবাকে ক্রয়প্রদেহং প্রতি সোমক্রয়ণীগমনযুক্তং। গত্যাং তন্ত্যাং ক্রয়্য সোমোন্মো-নস্ত্যাবসরঃ। সপ্তমপদসংগ্রহস্ত গমনমধ্যা এব কর্তব্যঃ। ততঃ পঞ্চমে সোহভিধীয়তে।

১। “বস্বাসি রদ্রাহস্তাদিত্যিত্যাহসি শুক্রাহসি চন্দ্রাহসি।”—কল্পঃ—“তথৈষট্‌পদাশ্চান্নিক্রামতি বস্বাসি রদ্রাহস্তাদিত্যিত্যাহসি শুক্রাহসি চন্দ্রাহসীতি গচ্ছন্তীং সোম-ক্রয়ণীমনুগচ্ছন্ ষট্‌স্ব তদীয়পদেযু ষড়্‌ভিরেতৈশ্চৈব স্বপাদং প্রক্ষিপেৎ” ইতি। বস্বক্ৰাদিত্যাঃ সর্বনত্বদেবতাঃ। অদিতিঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়োদেবতা। শুক্রশব্দেন দীপ্তিমান্ সোমো বিবক্ষিতঃ। চন্দ্রশব্দেনাহল্লাদকারি স্ববর্ণঃ। হে সোমক্রয়ণি ত্বং বস্বাদীনাং স্বরূপমসি তদপেক্ষিতসোমযাগসাধনত্বাৎ ॥

২। “বৃহস্পতিস্বা স্মৈ রথতু রদ্রো বস্বভিরা চিকেতু।”—কল্পঃ—“সপ্তমং পদমঞ্জলিনা গচ্ছতি বৃহস্পতিস্বা স্মৈ রথতু রদ্রো বস্বভিরা চিকেত্বিতি” ইতি। হে সোমক্রয়ণীপদ ত্বাং বৃহস্পতিরগ্নিন্ স্ত্বপ্রদেহে রময়তু। বস্বভিঃ সহিতো রদ্রস্বামনুজানাতু আবর্তয়তু বা ॥

৩। “পৃথিব্যাস্বা মূর্ধ্না জিঘর্শি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে দ্ব্যতবতি স্বাহা।”—কল্পঃ—“অথৈতগ্নিন্ পদে হিরণ্যং নিধায় সম্পরিত্তীর্ণ্যভিজুহোতি পৃথিব্যাস্বা মূর্ধ্না জিঘর্শি দেবযজন ইড়ায়াঃ পদে দ্ব্যতবতি স্বাহেতি” ইতি। হে দ্ব্যত স্বামিড়ায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ পদে সমস্তাং ক্ষারয়ামি। কীদৃশে পদে। পৃথিব্যা মূর্ধ্বস্থানীয়ে দেবতানাং বাগস্থানে দ্ব্যতযুক্তে। তথাইন্তু-ক্রাহ্মাতং—“সা যত্র যত্র ব্যক্রামন্ততো দ্ব্যতমপীড়্যত তস্মাদ্ দ্ব্যতপচ্যাত্যেতৎ” ইতি ॥ মন্ত্রাধ্যাখ্যাতুমা দাবলুষ্ঠানং বিধত্তে—“ষট্‌পদাশ্চ নি ক্রামতি ষড়্‌হং বাঙ্‌নতি বদত্যত সঞ্চৎসরস্তায়নে যাবতোব্য বাক্তামব রন্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি। অস্তি কশ্চিৎ পৃষ্ঠাঃ ষড়্‌হাখ্যো যাগঃ। তত্র ষড়্‌বিধানি স্তোত্রাণি বৃহদ্রথস্তরবৈরূপবৈরাঙ্গশাকররৈবত-নামকৈঃ সামভিঃ সাধ্যানি। তানি চ ক্রমেণ ষট্‌স্ব দিনেষু গীয়ন্তে। ন তু সপ্তমং পৃষ্ঠাস্তোত্রং কিঞ্চিদপ্যস্তি। ততঃ প্রধানভূতপৃষ্ঠাস্তোত্ররূপা বাগ্‌দেবতা ষড়্‌হগতাং সংখ্যামতীত্য ন কাপি বদতি। অপি চ সঞ্চৎসরকালসম্বন্ধিনি গবাময়নেহপি নাধিকং পৃষ্ঠাস্তোত্রং বদতি। তস্মাদ্-গুরুপায়াঃ সোমক্রয়ণ্যাঃ ষট্‌পদানামনুক্রমণং যুক্তং। তস্মাদ্‌গুরুপাদেব সর্ক্যাং বাচমবরন্ধে ॥

বিধতে—“সপ্তমে পদে জুহোতি সপ্তপদা শকরী পশবঃ শকরী পশুনাবাব রুদ্ধে সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তাহরণাঃ সপ্ত ছন্দাঃ অভ্যস্তাবরুদ্ধৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি । গবাদগ্নৌ গ্রাম্যাঃ । কৃষ্ণমৃগাদগ্ন্য আরণ্যাঃ । তথা চ বোধায়নঃ—“সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবোহজাহস্বো গোশ্মহিবী বরাহো হস্ত্যশ্বতরী চেত্যথ সপ্তাহরণা দ্বিখুরাশ্চৈকখুরাশ্চ পক্ষিণশ্চ সরীসৃপাশ্চ ষ্ঠাপদাশ্চ শরভাশ্চ মৰ্কটাশ্চ” ইতি । গায়ত্রী ত্রিষ্টুবিতাদীনি সম্প্রচ্ছন্দাঃসি । পশুজাতীয়ং ছন্দোজাতীয়ং চেত্যাভয়মপি সপ্তসংখ্যাহবরুধ্যতে ॥

প্রথময়ঙ্গগতশব্দস্বরূপেণৈব সোমক্রয়ণ্য। মহিমাংখ্যায়ত ইত্যাহ—“বস্মাসি রুদ্রাহসীতাহ রূপমেবাস্তা এতন্মহিমানং ব্যাচষ্টে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ দ্বিতীয়ময়ঃ বৃহস্পতিশব্দমা চিকেক্ষিত শব্দং চ ব্যাচষ্টে—“বৃহস্পতিস্বা স্মরে রথস্বিতাহ ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতির্কৃষ্ণবাস্তৈ পশুনব রুদ্ধে কদো বস্তুভিরা চিকেক্ষিত্যাহবৃত্তৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ তৃতীয়মস্ত্যার্থস্ত প্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—“পৃথিব্যাস্তা মূধরী জিহ্মসি দেবযজ্ঞন ইত্যাহ পৃথিব্যা হেম মৃদ্ধা যদেবযজ্ঞনমিড়ায়ঃ পদ ইত্যাহড়ায়ৈ হেতংপদং যং-সোমক্রয়ণ্য যতবতি স্বাতেতাহ নদেবাস্তৈ পদাদয়তপপীড়াত তস্তাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥ সোমক্রয়ণীপদে হিরণ্যপ্রক্ষেপং বিধতে—“যদধ্বংয়নগ্নাবাততিং জুহুয়াদক্কোহধ্বংযাঃ স্ত্রাস্ক্যাসি যজ্ঞাৎ হস্ত্যর্হিরণ্যমপ্যস্ত জুহোত্বাংবতোব জুহোতি নাক্কো-হধ্বংযাভবতি ন যজ্ঞাৎ রক্ষাৎসি যন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

৪। “পরিলিখিত৩ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ।”

৫। “ইদমহ৩ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি ।”

৬। “যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইদমস্ত গ্রীবা অপি কুস্তামি ।”—কল্পঃ—“অথোক্তৃতা হিরণ্যশকলেন বা কৃষ্ণবিধরণা বা পদং পরিলিখতি পরিলিখিত৩ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইদমহ৩ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইদমস্ত গ্রীবা অপি কুস্তামীতি” ইতি । পরিলিখিতং নাশিতং, রক্ষ ইতি জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনং । গ্রীবা ইতি ব্যত্যভিপ্রায়েণ বহুবচনং । ইদমিতি হস্ত্যভিনয়ঃ । কুস্তামি ছিনদ্বি ॥ রক্ষসঃ প্রসত্তিং পূর্বেক্তাং স্মারয়ন্নয়ং ব্যাচষ্টে—“কাণ্ডকাণ্ডে বৈ ক্রিয়মাণে যজ্ঞাৎ রক্ষাৎসি জিহাৎ সন্তি পরিলিখিত৩ রক্ষঃ পরিলিখিতা অরাতয় ইত্যাহ রক্ষসামপহত্যা ইদমহ৩ রক্ষসো গ্রীবা অপি কুস্তামি যোহস্মান্দেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিগ্ন ইত্যাহ ধ্বো বাব পুংধো যং চৈব দেষ্টি যষ্টেচনং দেষ্টি তয়োরবানন্তরায়ং গ্রীবাঃ কুস্ততি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি । অনন্তরায়ং দ্বয়োর্মধ্য একতরস্তাপ্যন্ত-রায়ো যথা ন ভবতি তথৈতার্থঃ ॥

৭-৯। “অস্মৈ রায়স্তে রায়স্তোতে রায়ঃ ।”—কল্পঃ—“অস্মৈ রায় ইতি স্থালায়ং যাবৎসূত৩ সোমোপ্য স্তে রায় ইতি যজ্ঞমানায় প্রযচ্ছতি তোতে রায় ইতি পন্নিয়ৈ” ইতি । সূতং যুতেনাং-প্লুতং । তাদৃশং রজঃ সোমক্রয়ণ্যঃ সপ্তমপদস্থানে যাবদন্তি তাবৎ সর্বং পাত্রে ক্ষিপেৎ । অগ্নিন্নধবর্গ্যো রায়ো রজোরূপং ধনং তিষ্ঠতু । স্তে স্তয়ি যজ্ঞমানে । তোতে কলত্রে ॥ অমুষ্ঠান-বিধিপুরঃসরং মস্ত্যাহ্যচষ্টে—“পশবো বৈ সোমক্রয়ণ্যে পদং যাবৎসূত৩ সং বপতি পশুনাবাব রুদ্ধেহস্মৈ রায় ইতি সং বপত্যাস্মান্নেগাধ্বংযাঃ পশুভ্যো নাস্তুযেতি স্তে রায় ইতি যজ্ঞমানায় প্র

যচ্ছতি যজমান এব স্যিৎ দধাতি তৌতে রায় ইতি পত্নিষ্মা অর্কো বা এষ আয়ানো যৎপত্নী যণা
গৃহেষু নিধন্তে তাদৃগেব তৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

১০। “সং দেবি দেব্যোৰ্ক্ণা পশ্চাৎ” —কল্পঃ—“অথ পত্নীং সোমক্রয়ণা সমীকয়তি সং
দেবি দেব্যোৰ্ক্ণা পশ্চাৎ” ইতি । হে দেবি সোমক্রয়ণি ত্বয়র্ক্ণা দেব্যো সহেমাং পশ্চাৎ ।
অয়ং মন্ত্রঃ স্পষ্টার্থত্বাচ্চাক্ষণেনোপেক্ষিতঃ ॥

১১। “ঋষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশি” —বোধায়নঃ—
“অথ পত্নী যজমানমীকতে ঋষ্টীমতী তে সপেয় সুরেতা রেতো দধানা বীরং বিদেয় তব সংদৃশিতি”
ইতি । আপস্তম্বঃ—“ঋষ্টীমতী তে সপেয়েতি পত্নী সোমক্রয়ণীমভিমন্ত্রয়তে” ইতি । হে
যজমান ঋষ্টী সহ সপেয় সঙ্গচ্ছয় । অথ বা হে সোমক্রয়ণি তে তবানুগ্রহেণাহং পত্নী সঙ্গচ্ছয় ।
কীদৃশী । ঋষ্টীমতী, জ্ঞীপুরুষমিথুনরূপাণাং পশুমনুষ্ঠাদীনাং শরীরনিষ্ঠাতা ঋষ্টী । তথা চাধ্যাপ-
স্থানপ্রকরণে শ্রুয়তে—“যাবচ্ছো বৈ রেতসঃ সিন্ধুস্ত ঋষ্টী রূপানি বিকরোতি তাবচ্ছো বৈ
তৎপ্রজায়তে” ইতি । তাদৃশস্ত ঋষ্টীরনুগ্রহেণোপেতা শোভনমমোষণ স্বকীয়ং রেতো যন্তাঃ সা
সুরেতাঃ, তাদৃশমেব পত্নী রেতো দধানা তব পত্ন্যঃ সোমক্রয়ণা বা সংদৃশ্যভীক্ণং বীক্ণং বর্তমানা
বীরং স্বেচিতগুণেষু শূরং পুত্রং বিদেয় লভেয় ॥ ঋষ্টীমতীত্যেতস্ত পদম্ভাতিপ্রায়মাহ—“ঋষ্টীমতী
তে সপেয়েত্যাহ ঋষ্টী বৈ পশ্নাং মিথুনানাচ্চ রূপরূপমেব পশুন্মুদধাতি” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ৮) ইতি ॥

১২। “মাহহ ৬ রায়স্পোষণে বি যোষণ ।” —বোধায়নঃ—“সোমক্রয়ণীমীকতে মাহহ ৬
রায়স্পোষণে বি যোষমিতি” ইতি । আপস্তম্বঃ—“মাহহ ৬ রায়স্পোষণে বি যোষমিতি পত্নীপদং
প্রদীয়মাননমুমন্ত্রয়তে” ইতি । বিযোষণং বিযুক্তো মা ভূবং । অয়ং মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ ।
এতস্ত সোমক্রয়ণী পদরজস্বতীয়ং ভাগং গার্হপত্যে প্রক্ৰিপেৎ, ভাগান্তরমাহবনীয় ইতি বিধন্তে —
“অষ্টমৈ বৈ লোকায় গার্হপত্য আ ধীয়তেহমুয়া আহবনীয়ো বদগার্হপত্য উপবপেদম্মিল্লোকৈ
পশুমানংস্তাহবনীয়েহমুয়িল্লোকৈ পশুমানংস্তাহভরোকপ বপত্যাভরোর্বৈনং লোকয়োঃ
পশুমানস্তং করোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ ৮) ইতি । অত্র সূত্রং—“পদরজস্বন্ধা বিভজ্য
তৃতীয়মুত্তরতো গার্হপত্যস্ত শীতে ভস্মহ্যপবপতি তৃতীয়মাহবনীয়স্ত তৃতীয়ং পঠ্যে প্রযচ্ছতি তৎসা
গৃহেষু দধাতি” ইতি । অত্র বিনিয়োগ-সংগ্রহঃ—“ষট্পদানুক্রমা ববী বৃহস্পদসংগ্রহঃ ।
পৃথিব্যাস্তংপদে ছয়া পরি সংবেষ্ট্য রেখয়া ॥ ১ ॥ অয়ে স্থাভ্যাং পদং ক্রিপ্তা ত্বে দত্যাং স্বামিনে
পদং । তৌতে পঠ্যে পদং দত্যাং সংক্রয়ণা হবেক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥ ঋষ্টী তাং মন্ত্রয়েৎ পত্নী মাহহং
তদীয়তে যদা । পদং তদা মন্ত্রয়েত মন্ত্রাঃ পঞ্চদশেরিতাঃ ॥ ৩ ॥ ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

চতুর্থাদ্যায়স্ত প্রথমপাদে চিন্তিতঃ—“সোমক্রয়ণ্যানয়নে পদকর্ষণ প্রযোজকং । ন বাহ-
ত্বেহক্ষাঞ্জনস্তাপি ক্রয়বৎ সন্নিবর্ততঃ । তৃতীয়য়া ক্রয়ার্থা গোষ্ঠদ্বারাহনয়নস্ত চ । তাদর্থ্যাস্তং
প্রযুক্তত্বং ন প্রয়োজকতা পদে” ইতি । জ্যোতিষ্টোমে সোমক্রয় আয়ানতে—“একহারতা
ক্রীণাতি” ইতি । সেয়মেকহারনী গোর্ধনা সোমং ক্রেতুং নীয়তে তদাহবন্যাস্ততাঃ পৃষ্ঠতো
গচ্ছতি । তদপ্যাহতঃ—“ষট্পদানুক্রমনিষ্ঠুকামতি” ইতি । ততঃ সপ্তমে পদে হিরণ্যং নিধায়

হুত্বা তৎপদগতং রজো গৃহীয়াৎ । এতদপি শ্রয়তে—“সপ্তমপদমধ্বর্যুরঞ্জলিনা গৃহীতি” ইতি । যদেতদ্রজঃ সংগৃহ্যতে হবির্দানয়োঃ শকটরোরন্ধ্রে তেন রজসা যুক্তমঞ্জনং ক্ষিপেৎ । এতদপি ব্রূতং—“যজ্ঞং বা এতৎসম্ভরতি যৎসোমক্রয়ণ্যৈ পদং যজ্ঞমুখং হবির্দানে য়ি হবির্দানে প্রাচী প্রবর্তয়েয়ুস্তর্হি তেনাক্ষমুপাঞ্জাৎ” ইতি । তত্র যথা ক্রয়ঃ সন্নিবৃষ্টস্তথৈব পদকর্ম্মাপ্যাক্ষাঞ্জনং সন্নিবৃষ্টং । অথোচ্যেত দধানয়নমাক্ষয়া যথা সংযুক্তং ন তথা তথ্যাক্ষাঞ্জনং সোমক্রয়ণানয়নে সংযুক্তমিতি । তন্ন । ক্রয়েহপি পদসংযোগস্ত তুল্যত্বাৎ । অথাসংযুক্তোহপি ক্রয়ো গবানয়নে নিষ্পাত্তে তর্হ্যাক্ষাঞ্জনমপি তেন নিষ্পাত্তত্ব ইতি সমানত্বাৎ ক্রয়বৎপদকর্ম্মাপি সোমক্রয়ণানয়নস্ত প্রয়োজকমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—একহায়ত্যা ক্রীণাতীতি তৃতীয়াশ্রুত্যা গোঃ ক্রয়ার্থং গম্যতে । গোদ্বারা তদানয়নমপি ক্রয়ার্থমেবেতি ক্রয় এবাহনয়নে প্রয়োজকঃ । ন চ পদকর্ম্মার্থং গোর্কা তদানয়নস্ত বা কচিচ্ছুতং তস্মাত্তদপ্রয়োজকং ॥ অগ্নিন্নহ্বাকে সর্কাণি যজ্ঞ্যেবেতি নাত্র চন্দ ইতি ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৫ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণচার্য্যবিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ক্রমযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥

* . *

মন্ত্যর্থ-তালোচনা ।

— * —

পঞ্চম অনুবাকের মন্ত-সমূহে, সোমক্রয়ণি-সংগ্রহে গমন সময়ে যে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনু-সরণ করিতে হয়, তাহাই উক্ত হইয়াছে । সে হিসাবে, সোমক্রয়ণি অনুবাকের মন্ত-সমূহের লক্ষ্য । আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে অনুবাকের মন্ত-সমূহে ভাষ্যকারের অভিমত এবং আমাদিগের সিদ্ধান্তের বিষয় একে একে বিবৃত করিতেছি ; যথা,—অনুবাকের প্রথম মন্তের ছন্দ অনুষ্টুপ্ বা বৃহতী । এই মন্ত্রে সোমক্রয়ণিকে স্তুতি করা হইয়াছে । মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—বহু, রুদ্র ও আদিত্য—সবনয়-দেবতা । আদিত্য—প্রায়ণীয় উদয়নীয় দেবতা । শুক্র শব্দে দীপ্তিমান্ সোম বিবক্ষিত । চন্দ্র শব্দে আচ্ছাদকারী সুরণ উপলক্ষিত । মন্ত্রের অর্থ—‘হে সোমক্রয়ণি ! তুমি বহু প্রভৃতি দেবতার অপেক্ষিত সোম-বাগদানক বলিয়া ঐ সকল দেবতাব স্বরূপ হও ।’ ‘শুক্র-যজুর্বেদ-সংহিতায়’ও এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় । সেখানে উবটের ও মহীধরের ভাষ্যে একটু অর্থান্তর পরিদৃষ্ট হয় । সে অর্থ এই—‘হে গো ! তুমি বহুরূপা হও, তুমি দাদশ আদিত্য-রূপা হও । তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্দ্ররূপা হও । বৃহস্পতি স্থখে তোমায় রমণ করুন অথবা সংযমন করুন । রুদ্র, বহুগণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন ।’ এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন । পরন্তু ‘গোঃ’ সম্বোধনে গাভীকে কি অথ কোনও অপার্থিব বস্তুকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই ।

ঐ সম্বোধনে ঐ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে ? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞান-স্বরূপিণী দেবীকে আশ্বাস করা হইয়াছে মনে করিতে পারি ; অথবা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিকে

সম্বোধন করা হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাভী লইয়া ক্রিয়াকৰ্ম্ম হয়, সেই গাভীর সম্বোধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মন্ত্র-কথিত পূর্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্বাগের সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই ‘ভক্তিরূপিণী দেবী’ বলিয়াই মনে করিতেছি। আর, সে হিসাবে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদের মন্ত্যাস্ত্রসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কবাকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই তাই স্পষ্টত। ভক্তিরূপে অবস্থিত সেই ব্রহ্মময়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অল্প আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মন্ত্রে দেবীকে ‘বসী’ বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী যে বিশ্বরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই যে তাঁহার প্রকাশমূর্তি, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহাকে ‘অদিতিঃ’ (দেবমাতা) বলা হইয়াছে; আবার ‘আদিত্যা’ (অদিতির পুত্রগণ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনিই মাতা, তিনিই পুত্র—এ আবার কি প্রকার উক্তি? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ”—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,—এই শাস্ত্রবাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি—এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তার পর, আরও একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,—‘অদিতিঃ’ পদে অনন্ত অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষ্য করে। দেবত্ব অশেষ প্রকারে অশেষ উপাদানের মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেবভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। সমষ্টিগত বিভূতি বা দেবভাবই—“অদিতিঃ” বা অনন্তস্বরূপ ভগবান। আর, ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহা হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তস্বরূপ ভগবানকে ‘অদিতিঃ’ বলা হইয়াছে, আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্বিভূতিই ‘আদিত্যা’ অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। আর, তাই আমরা ‘অদিতিঃ’ পদে ‘অনন্তরূপা’ এবং ‘আদিত্যা’ পদে ‘অনন্তাংশীভূতা দেব-স্বরূপা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই ‘অদিতিঃ’ যে যুগপৎ কঠোরতাময়ী সংহারমূর্ত্তিসারিণী এবং কোমলতাময়ী আনন্দদায়িনী হইয়েন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই মন্ত্রটি সৌমক্ৰয়ণি সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ—‘হে সৌমক্ৰয়ণি পদ! তোমাকে বৃহস্পতি এই সুখ-প্রদেশে আনন্দিত করুন। বসুগণের সহিত রত্ন-দেবতা তোমাকে জাম্বুন।’ আমাদের অর্থ কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারের। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের ‘বৃহস্পতি’ পদে আমরা জ্ঞানীকে বা জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনই সংসারের মুখের কারণ। শুদ্ধ জ্ঞান—অনর্থের মূল। তাহাতে অশাস্তি ঘনীভূত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে,—‘হে দেবি! জ্ঞানী বা জ্ঞান তোমার সহিত মিলিত হউক।’ ভগবদ্ভক্তিযুক্ত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মূলীভূত, তাহা বলা বাহুল্য। “বৃহস্পতি ত্বা মুয়ে রথতু”—সংসারের সকলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ভক্তিযুত হউক—আর তদ্বারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হউক—ইহাই এখানকার লক্ষ্য । উপসংহারে “রুদ্রঃ বহুভিরা চিকেক্তু” অংশে ভক্তিপ্রবাহে রুদ্রদেবের সংহারমূর্ত্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে । “বহুভিঃ সহ রুদ্রঃ স্বাং রক্ষিতুং কাময়তাং”—এই অর্থে, ‘পৃথিবীর সকল দেবভাবের সহিত সংহারকমূর্ত্তি (রুদ্রভাব) তোমায় কামনা করুক’—এই প্রার্থনা প্রকাশ পায় । ভগবদ্ভক্তি যাহার অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত । তাহার সংহারের ভয় থাকে না । প্রার্থী তাহাই পাইবার কামনা করিতেছেন । আমরা মনে করি, ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের মর্ম্মার্থ ।

তৃতীয় ও সপ্তম, অষ্টম ও নবম মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয় । ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—‘আজ্য !’ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বাহ্য প্রথম অংশ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সে অংশের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের মত এই যে, ঐ মন্ত্রাংশ আজ্যকে (যতকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত । ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে আজ্য, অধঃপতি পৃথিবীর শিরোরূপ দেব-যজ্ঞনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি ।’ তার পর যে দ্বিতীয় অংশ—‘ইড়ায়া’ হইতে ‘স্বাহা’ পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে ‘আজ্যকে’ সম্বোধন করা হইয়াছে । তদনুসারে ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—‘হে আজ্য ! তোমাব সোমক্রয়ণীয় পদে নিক্ষেপ করি । সূত্রান্তরে প্রকাশ,—একটি গাভীকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া তাহার পদাঙ্কিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থাকে । তার পর, সপ্তম মন্ত্রের ‘স্বতবতি’ মন্ত্রে সপ্তমপদস্থানে স্থিত ধূলা লইয়া সমস্ত পাত্রে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্রের অর্থ—এই অধ্বর্গ্য রজঃ রূপ ধন প্রাপ্ত হউন । যজমান এবং কলত্র সে ধন প্রাপ্ত হউন । তার পর, অষ্টম মন্ত্রে যজমানকে সম্বোধন দেখিতে পাই । তাহাতে বলা হইয়াছে,—‘হে যজমান ! তোমাতে এই রজঃ-রূপ ধনসমূহ অবস্থিতি করুক ।’ প্রকাশ,—‘রায়ঃ’ পদে ‘পশুসমূহ’ অর্থও গ্রহণ করা যায় । তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—‘হে যজমান ! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক ।’ তার পর, যজমান যেন আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—‘এই আমাতে ঐ গোপদাদি-রূপ ধনসমূহ বা পশুসকল বিद्यমান রহুক ।’ নবম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ‘অধ্বর্গ্যগণই যেন বলিতেছেন,—‘আমাদিগের কলত্রে যেন পশুগণ বা তাহাদিগের পদ-রূপ ধন অবস্থিতি করে ।’ বলা বাহুল্য, মন্ত্রের এরূপ বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কোনই মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না । ঐরূপ অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে—তাহাও বুঝা যায় না ।

এখন, পূর্বাঙ্গের সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা বাইতেছে । আমাদিগের মত এই যে, তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটিতে ভক্তির বা কর্ম্মের সম্বোধন আছে মনে করা বাইতে পারে । সপ্তম মন্ত্র কর্ম্মসম্বোধনেই প্রযুক্ত । অপরাপর মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন নিম্নোক্ত । তাহাতে কিরূপ স্তম্ভ স্তম্ভত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন । তৃতীয় মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রাংশে, ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) স্থান কত উচ্রে, তাহাই প্রখ্যাত আছে ;—আর, সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মরূপে আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । ভক্তির স্থান—সে কোথায় ? সে সেই ভগবানের পাদপদ্মে নহে কি ? অথবা বিশ্বের যে

শীর্ষস্থান, যেখানে পূজা উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পূজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই অধিষ্ঠিতা থাকেন। ভগবানের পাপপঙ্কেই ভক্তি অবিচলিতা হইয়া আছেন। তন্নিম্ন, অগ্নত্র যে ভক্তি, তাহা ভক্তিনামের বাচ্য নহে। সেই যে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক, ইহাই এই মন্ত্রাংশের মর্ম্ম। প্রার্থী বা উপাসক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের মর্ম্ম এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। ‘ইড়া’ ও ‘ঈড়া’ উভয় পদেরই ‘স্তুতি’ অর্থ প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম যে পাদ—“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং”, সেখানে ‘ঈড়া’ পদ স্তুত্যর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে ঐ পদের স্তুতি অর্থই পাইয়াছি। এই ‘ইড়া’ ও ‘ঈড়া’—আমরা অভিন্ন ভাবত্বাতক বলিয়া মনে করি। ‘ইড়া’ পদে ‘দেহু’ অর্থও হয় বটে; কিন্তু আবার ‘সরস্বতী’ (স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিলাম। তদনুসারে “ইড়ায়াঃ পদে” মন্ত্রাংশে, ‘আমার কর্ম্ম ভগবৎকৃত্যুত হউক বা যেন হয়’—এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আসে—‘হে দেবি! ত্বং ‘ইড়ায়াঃ’ (স্তুতাঃ) ‘পদে’ (আশ্রয়ঃ) ‘অনি’ (ভবসি); অর্থাৎ,—‘হে ভক্তি-দেবি! তুমি আমার স্ততিরূপ কর্ম্মের আশ্রয় হও।’ বলা বাহুল্য, দুই অর্থই অভিন্ন; উভয়ই ভক্তির সহিত কর্ম্মের মিলনাকাজ্জা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্রাংশের শেষভাগে “স্বতবতি স্বাহা” পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে ভগবৎ-কার্য্যে বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিসহযুত কর্ম্মই মানুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক। সেই কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ—‘স্বাহা’ পদে স্তোতনা করিতেছে।

সপ্তম ইহঁতে নবম পর্য্যাপ্ত মন্ত্রের ভাব মন্ত্রান্তসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গামুখ্যাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি আমাদের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরমার্থ-রূপ ধনসমূহ আছে—সেই ধন তিনি আমাদেরকে প্রদান করুন; আমরা সেই ধন যেন প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধস্বসঙ্কয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি;—ঐ সকল মন্ত্রে যথাপর্য্যায় এবংবিধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র-সমূহের প্রার্থনা এই যে,—‘ভক্তিদেবী আমাদের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধস্ব-রূপ পরম ধনে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হউক; আমাদের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে বিনিয়ুক্ত থাকুক; আর, তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।’

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মন্ত্রত্রয়ে—অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। এই মন্ত্রত্রয় সরল প্রার্থনামূলক। ইতিপূর্বে মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরালোচনা নিম্পয়োজ্যম। সত্তাব অবরোধক অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মরূপ আয়ুধই প্রধান অবলম্বন। সেই কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তি জ্ঞানের উন্মেষে সত্তাব-সঙ্করে অন্তঃশত্রু-নাশের আকাঙ্ক্ষা মন্ত্র মধ্যে প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

তার পর দশম প্রভৃতি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম মন্ত্রের সম্বোধ্য

সোমক্রয়ণি। মন্ত্রের অর্থ—‘হে দেবি সোমক্রয়ণি ! তুমি উর্কশী দেবীর সহিত আমাকে দর্শন কর।’ আমাদের মতে পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের আয় এ মন্ত্রেরও সষোধ্য ভক্তিরূপিণী দেবী। মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভক্তিরূপিণি দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—‘হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আপনার যে বলীকরণী শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন। অর্থাৎ আমাকে সেই শক্তি প্রদান করুন।’ ভাব এই যে,—‘আমার ভক্তি এমনই শক্তিশালিনী হউক, যাহাতে আমি ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হই।’

‘উর্কশী’ পদে ভাষ্যকার ‘উর্কশী দেবী’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অভিপ্রায় স্বতন্ত্ররূপ। আমাদের মতে ‘উর্কশী’ পদে সকলের বশকারী শক্তিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ অর্থ পরিগ্রহের একটু কারণও আছে। পূর্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ‘উর্কশী’ পদের ‘উর্কশী দেবী’ অর্থ অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না। উর্কশী শব্দ—উর্ক + বশ্ + অ (অন্) হইতে নিষ্পন্ন হয়। উর্ক শব্দে মহৎ এবং বশ্ ধাতুর অর্থ বশীভূত করা। ধাতু নানা অর্থবাচী—এই জ্ঞানে ঐ বশ্ ধাতুর কাস্তি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ‘বশ্’ ধাতুর ‘বশীভূত করা’ অর্থ গ্রহণ করিলে, ‘উর্কশী’ পদের অর্থ হয়—‘যিনি মহত্বাদ্বিগুণসম্পন্ন মহৎকে বশীভূত করিতে সমর্থ।’ ‘উর্ক’ শব্দের মহৎ অর্থে ভগবানকে বুঝায়। ঋতিতে ‘মহৎ’ বলিতে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ‘কঠোপনিষদে’ যথা—“সূত্রং সূত্রস্ত যো বিদ্যাং স বিদ্যাদ্ভ্রাক্ষণং মহৎ” “অনাগ্ননস্তং মহতঃ পরং ব্রহ্ম”। খেতাশ্বতরোপনিষদে যথা,—“মহান প্রভুরৈ পুরুষঃ সত্ত্বা প্রবর্তকঃ”। সায়াণাচার্য্যও বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘উর্ক’ শব্দের ‘মহৎ’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘উর্কগায়ঃ’ পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—“উর্কগায়ঃ উর্কভিন্নহৃদিগীয়মানঃ।” সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে—বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন ? কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় ? একমাত্র ভক্তি ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে ? তিনি যে ভক্তের ভগবান ! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মন্তুক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করেন না ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার বাসস্থান। এই জগত্ই ভক্ত বিধমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—

“হন্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাং কৃষ্ণ কিমদ্রুতম্।

হ্রদয়াং যদি নির্ধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥”

ভক্তি ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয় ? ভক্ত ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাধিতে পারে ? আমরা এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই মন্ত্রের সষোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি অশেষ শক্তিশালিনী—ভগবদ্বশীকরণসামর্থ্যধারিণী—মন্ত্রের লক্ষ্য সেই তত্ত্ব প্রকটিত করা। এদিকে আবার বশ্ ধাতুর কাস্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমান শক্তিসম্পন্ন এমন কি অধিক শক্তিশালী না হইলে, কেহ কাহারও বশীভূত হয় না বা কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে পারে না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে সমপ্রভাব-

বিশিষ্ট বশীকরণ সামগ্রীর আবশ্যক । আমাদের মতে, ‘উর্লনী’ পদ সেই পরমশক্তিসম্পন্ন ভক্তিরই জ্যোতনা করিতেছে ।

একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বীরং’ পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত মতানৈক্য ঘটিয়াছে । আমরা ‘বীরং’ পদের ‘বীরপুত্র’ অর্থ গ্রহণ করি না । পূর্বেই, বেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি । তত্তৎস্থলে ঐ পদে ‘সংকর্ষসাধনসামর্থ্য’ ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি । এখানেও সেই অর্থই সমীচীন দেখিতেছি । ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তদ্বারা যে মানুষ সংকর্ষসাধনে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই । ‘আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবদ্ভক্তির সহিত সংকর্ষসাধনসামর্থ্য লাভ করি’,—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা । ফলতঃ, আমার কৰ্ম্ম জ্ঞানাস্থিত এবং ভক্তিপথাবলম্বী হউক, প্রার্থী সেই কামনাই করিতেছেন । ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত ।

একাদশ মন্ত্রে ভাষ্যকার প্রথমে যজমানকে এবং পরে সোমক্ৰয়ণিকে সম্বোধন করিয়াছেন । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে যজমান ! তোমার সহিত যেন গমন করি । অথবা হে সোমক্ৰয়ণি ! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন পতিব সহিত গমন করিতে পারি । ঝট্টা—ঐশ্বর্যমিথুন ক্রমে পশু ও মনুষ্যদিগের শরীর নিৰ্ম্মাতা । সেই ঝট্টার অনুগ্রহে, হে সোমক্ৰয়ণি । তোমার সদৃশ বীর পুত্র যেন লাভ করিতে সমর্থ হই ।’ পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের দ্বারা এ মন্ত্রেরও সম্বোধন—ভক্তিরূপিণি দেবী । ভক্তির সহিত সম্বন্ধ অবিচলিত হউক, অর্থাৎ যেন অবিচলিতা অনন্তা-ভক্তি-লাভে সমর্থ হই এবং সেই ভক্তিই যেন আমাদের সংকর্ষ-সাধনের সহায়ভূত হয়,—মন্ত্রে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । ভাষ্যে ঝট্টার যে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্মা বলিয়া বুঝিতে পারি । সেই জ্ঞান হইতে ‘ঝট্টামতী’ পদের ‘শোভনকর্ষশক্তিসম্পন্ন’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ভক্তি যে শক্তির আধারভূতা, ‘রেতঃ দধানা’ বিশেষণপদে তাহা বোধগম্য হয় । বিবরণ-গ্রন্থের মতে যজমান-পত্নী এই মন্ত্র উচ্চারণে সোমক্ৰয়ণিকে অভিমন্ত্রিত করিবেন । লৌকিক বাগবজ্ঞের প্রয়োগ বশতঃ ভাষ্যের এই উক্তি অসম্ভব নয় । কিন্তু আধ্যাত্মিক-যজ্ঞে এতদুক্তির যে সার্থকতা, তাহা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ফলতঃ, ভক্তি-সহযুত কৰ্ম্মই মানুষের একমাত্র সহায় । ভক্তি অবিচলিতা হউক, ভক্তির মধ্যে যে পরমার্থ ধন বিद्यমান রহিয়াছে, সেই ধন যেন আমরা প্রাপ্ত হই, আর ভক্তি-দেবীর সহিত যেন আমরা চিরসম্বন্ধযুত থাকি, এই ভাব—অনুবাকের উপসংহারে শেষ (দ্বাদশ) মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে । (১ অষ্টক—২ প্রাণঠিক—৫ অনুবাক) ॥

যষ্ঠঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রাণঠিকঃ । যষ্ঠোহনুবাকঃ ।)

(১) অ৩শুনা তে অ৩শুঃ পৃচ্যতাং পরুমা পরুগন্ধস্তে

কামবতু মদায় রসো অচ্যুতোহমাত্যোহসি শুক্রস্তে গ্রাহঃ ।

(২) অতি ত্যং দেবꣳ সৱিতারমূণ্যোঃ কৱিক্রতুমর্চামি

সত্যসবসꣳ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিম্ ।

(৩) উধ্বা যম্ভামতিৰ্ভা অদিহ্যতং সৱীমনি হিরণ্যপাণিরিমীত

হ্রকৃতুঃ কৃপা হ্রবঃ । (৪) প্রজাভ্যঙ্গা ।

(৫) প্রাণায় ত্বা বানায় ত্বা ।

(৬) প্রজাস্তমনু প্রাণিহি প্রজাস্তমনু প্রাণন্ত ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) অꣳন্তনা । তে । অꣳন্তঃ । পৃচ্যতাম্ । পরুষা । প । গন্ধঃ । তে । কামম্ ।

অবতু । মদায় । রসঃ । অচ্যুতঃ । অমাত্যঃ । অসি । শুক্রঃ । তে । গ্রহঃ ।

(২) অতীতি । ত্যম্ । দেবম্ । সৱিতারম্ । উণ্যোঃ । কৱিক্রতুমিতি কবি—ক্রতুম্ ।

অর্চামি । সত্যসবসমিতি সত্য—সবসম্ । রত্নধামিতি রত্ন—ধাম্ ।

অতীতি । প্রিয়ম্ । মতিম্ ।

(৩) উপর্বা । সস্ত্র । অমতিঃ । ভাঃ । অদিভ্যতং । সৰ্বমনি । হিরণ্যপাণিরিতি

হিরণ্য—পাণিঃ । অমিমীত । স্ককতুরিতি স্ক—কৃতুঃ । কুপা । স্ববঃ ।

(৪) প্রজাত্য ইতি প্র—জাত্যঃ । স্বা ।

(৫) প্রাণায়েতি প্র—অনায় । স্বা । ব্যানায়ৈতি বি—অনায় । স্বা ।

(৬) প্রজা ইতি প্র—জাঃ । স্বম্ । অহু । প্রেতি । অনিহি । প্রজা ইতি

প্র—জাঃ । স্বাম্ । অহু । প্রেতি । অনস্থ ॥ ৬ ॥

* . *

মন্ত্রান্তসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে দেব ! ‘অংস্তঃ’ (মম স্বপ্নাবয়বঃ) ‘তে’ (তব্) ‘অংস্তনা’ (স্বপ্নাবয়বেন সহ ইত্যর্থঃ) ‘পূচ্যতাং’ (সংসৃজ্যতাং, দিলীয়তাং ইতি ভাবঃ) ; অপিচ ‘পকঃ’ (মম স্থলাবয়বঃ) ‘পকবা’ (তব স্থলাংশেন সহ ইতি যাবৎ) সংমিলয়তাং, দিলিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ । ‘তে’ (তব, স্বদীয়ঃ) ‘গন্ধঃ’ (ককণা ইতি ভাবঃ) ‘কামং’ (অভীষ্টং) ‘অবতু’ (রক্ষতু, পূরয়তু ইতি ভাবঃ) । কুপয়া স্বং অস্মাকং অভীষ্টং পূরয় ইতি ভাবঃ । ‘রসঃ’ (স্নেহানুরাগঃ, যদা—ভবতাং অংশভূতঃ শুদ্ধস্বঃ) ‘মদায়’ (অস্মাকং পরমানন্দদানায় ইত্যর্থঃ) ‘অচ্যুতঃ’ (বিনাশ-বহিতঃ, ক্ষয়রহিতঃ বা) ভবতু ইতি শেষঃ । হে দেব ! স্বং ‘অমাত্যঃ’ (সর্কেষাং সগিভূতঃ ভবসি, অপিচ স্বং বিশেষাৎ জড়াজড়েণু নিত্যবিদ্যমানঃ ভবসি ইতি ভাবঃ) । অতঃ ‘গ্রহঃ’ (ভবতাং সম্বন্ধি প্রকৃষ্টজ্ঞানঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুক্ৰঃ’ (শুদ্ধস্বেনে অধিগম্যঃ লব্ধঃ বা) । জ্ঞানং হি সৰ্বমূলং । জ্ঞানং বিনা ভগবৎস্বরূপং ন জাতব্যং । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ ভগবতঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ । অত্র আয়ুনি আয়ুসাম্বলনায় আকাজ্ঞা বর্ততে । ভগবতা সহ সম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নঃ ভবতু অপিচ তেন সহ মিলনে পুনরাবৃন্তিঃ ন সম্ভবতু ইতি প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ ।

২। ‘উণোঃ’ (জ্বাপৃথিব্যোরভ্যন্তরে বর্তমানং, যদা—বিশ্বব্যাপকং) ‘কবিক্রতুং’ (সং-কর্ষণঃ ক্রমবেত্তারং, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ) ‘সত্যসবং’ (সত্যস্বরূপং, যদা—অর্চনা-কারিণঃ সংপতি পরিচালকং) ‘রত্নধাং’ (সংকর্ষণঃ সুফলরূপং রত্নধারিণং, যদা—মৌল্যকররূপং

শ্রেষ্ঠরত্নধারকং পোষকং বা) ‘অভিপ্রিয়ং’ (সৰ্বতঃ সৰ্কেষাং বা প্রীতিবিষয়ং, যদ্বা—সৰ্কেণু প্রীতিসম্পন্নং, বিশেষাং সৰ্কেষাং প্রীতিস্থানীয়ং ইতি ভাবঃ) ‘মতিং’ (মননযোগ্যং, যদ্বা— অৰ্চনাকারিণে স্মৃতিবিধায়কং ইত্যর্থঃ) ‘কবিং’ (ক্রান্তদর্শিনং, সৰ্বদ্রষ্টারং ইতি ভাবঃ) ‘তাং’ (প্রসিদ্ধং) ‘সবিতারং’ (জ্ঞানপ্ৰেরকং দেবং—স্বপ্রকাশং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) ‘অভি’ (অভিতঃ, সৰ্বতঃ—কায়েন মনসা বাচা ইতি ভাবঃ) ‘অৰ্চামি’ (পূজয়ামি—হৃদি ধারয়ামি ইতি যাবৎ) । মন্থোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আন্বোধোধকশ্চ ।

৩। ‘যন্ত’ (সবিতৃদেবন্ত, জ্ঞানদেবন্ত ইত্যর্থঃ) ‘অমতিঃ’ (অপরিমেয়া, সৰ্বপ্রকাশ-নীলা) ‘ভাঃ’ (দীপ্তি—জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) ‘সবীমনি’ (নিখিলসংকল্পবিধায়িত্বং, যদ্বা— নিখিলসম্ভাবজননার্থং) ‘উধ্বা’ (গগনাভিমুখিনী, সাধকানাং হৃদয়াভিমুখিনী বা সতী) ‘অদিত্যতং’ (সৰ্বাণি বহুনি দীপয়ন্তি, যদ্বা—ইহজগতি সত্ত্বাবাদীনী প্রেরয়ন্তে) ; ‘হিরণ্য-পাণি’ (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎজ্ঞানধনপ্রদানেন মূক্তহন্তঃ ইত্যর্থঃ) ‘স্বকৃতুঃ’ (শোভন-ক্রতুবৃত্ত, সংকল্পাধারঃ) ‘স্ববঃ’ (সবিতৃদেবঃ) ‘কৃপা’ (কল্লনয়া) ‘অমিশ্রীত’ (অপ্রেমেয়ঃ—কল্লনয়া অপি যন্ত পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং হিতসাধনায় অসীমশক্তিসম্পন্নঃ ইতি ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ । মন্থোহয়ং ভগবতঃ গুণমাহাশ্রয়প্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ ।

৪। হে দেব ! ‘প্রজাভ্যঃ’ (নিখিলজনানাং শ্রেয়ঃসাধনায়, বিশ্বহিতায় ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

৫। (ক) হে দেব ! ‘প্রাণায়’ (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়, সংকল্পশীলজীবনায় ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

(খ) হে দেব ! ‘বানায়’ (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলসংরক্ষণায়—কর্মশক্তিলভায় চ ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) অৰ্চয়ামি ইতি শেষঃ ।

৬। (ক) হে দেব ! ‘স্বং’ ‘প্রজাঃ’ (বিশ্ববাসিনঃ জনান্, নিখিলবিশ্বং ইত্যর্থঃ) ‘অনুপ্রাণিহি’ (শুদ্ধস্বদানেন জীবয়তু) । অয়ং মন্ত্রাংশঃ প্রার্থনামূলকঃ । প্রাণিনাং হৃদি অধিষ্ঠিত্বং সঃ ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধস্বসমম্বিতান্ সন্মার্গগামিনঃ কুরু ; অপিচ তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু ইতোবাং প্রার্থনা অত্র বর্ততে ।

(খ) হে দেব ! ‘প্রজাঃ’ (সৰ্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সৰ্কে জনাঃ ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘অনুপ্রাণন্ত’ (জীবয়ন্ত, হৃদি উদ্দীপয়ন্ত ইতি যাবৎ) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রাংশঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! এবং কুরু যেন বিশ্বনিবাসিনঃ সৰ্কে জনাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে দেব ! আমার সূক্ষাবয়ব আপনার সূক্ষাবয়বের সহিত মিলিত হইয়া বিলীন হইয়া যাউক । অপিচ, আমার সূক্ষাবয়ব আপনার সূক্ষ অংশের সহিত সম্মিলিত হউক । আপনার করুণা আমাদিগের

অভীষ্ট পূরণ করুন। (অর্থাৎ আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। আপনার স্নেহানুরাগ অথবা আপনার অংশভূত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরমানন্দদানের নিমিত্ত বিনাশরহিত ও ক্ষয়রহিত হউক। হে দেব ! আপনি সকলের সখিভূত হয়েন অর্থাৎ বিশ্বের জড় অজড় সকল পদার্থে নিত্যবিद्यমান রহিয়াছেন। আপনার সম্বন্ধি প্রকৃষ্ট জ্ঞান একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই অধিগত হয়। (জ্ঞানই সকলেরই মূল। জ্ঞান ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের স্বরূপ বিজ্ঞাপক। মন্ত্রে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধি আমাদের অবিচ্ছিন্ন হউক অপিচ তাঁহার সহিত সম্মিলন-সাধনে আমাদিগের পুনরারূতি অসম্ভব হউক)।

২। জীবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্বত্র বর্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অর্থাৎ সংকল্পের ক্রমবেত্তা অথবা অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ অথবা অর্চনাকারিদিগকে সংপথে নয়নকর্তা, সংকল্পের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠরত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিল বিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চনাকারীগণের হুমতিবিধায়ক, ত্রাস্তদর্শী (সর্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে (কায়মন ও বাক্যের দ্বারা) অর্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক)।

৩। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্বপ্রকাশ-শীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ, নিখিলসম্ভাববিধানার্থ (নিখিলসম্ভাবজনন বা সং-কল্প সম্পাদনের নিমিত্ত) গগনাভিগুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিগুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন (প্রেরণ) করে ; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনকৃত্যসম্পন্ন অথবা সংকল্পের আধার, সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্লনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশে ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে)।

৪। হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্ম অথবা সংকর্শ্ম-শীল জীবনের জন্ম অর্থাৎ হিতের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা অর্থাৎ পূজা করিতেছি।

৫। (ক) হে দেব! প্রাণবায়ুসংরক্ষণের অর্থাৎ সংকর্শ্মশীল জীবন লাভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

(খ) হে দেব! ব্যানবায়ু-সংরক্ষণ জন্ম অর্থাৎ শারীরবলরক্ষায় কর্শ্মশক্তিলভের নিমিত্ত আপনাকে অর্চনা (আরাধনা) করিতেছি।

৬। (ক) হে দেব! বিশ্ববাসী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদানে জীবনদান করুন। (এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক। প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্মিত সন্মার্গগামী করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞান-বরণ অপসারিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।

(খ) হে দেব! সকল প্রজা (অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলে) আপনাকে জীবিত অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্ধুদ্ধ হয়, আপনি তাহা করুন)। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অনুবাক)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

পঞ্চমেন্নুবাকে সোমক্রয়ণ্যঃ পদসংগ্রহো মার্গমধ্যেহভিহিতঃ। অথাংগতয়া সোমক্রয়ণ্য সোমঃ ক্রেতব্যঃ। স চ সোমক্রয় উন্মানপূর্বক ইতি ষষ্ঠে সোমোন্মানমভিধীয়তে।

১। “অংগুনা তে অংগুঃ পৃচ্যতাং পরশা পরগর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোহ-
মাতোহসি শুক্রস্তে গ্রহঃ”।—বৌধায়নঃ—“হিরণ্যবতা পাণিনা রাজানমভিমুশতি অংগুনা তে
অংগুঃ পৃচ্যতাং পরশা পরগর্গন্ধস্তে কামমবতু মদায় রসো অচ্যুতোহমাতোহসি শুক্রস্তে গ্রহ ইতি”
ইতি। অপস্তম্বঃ—“অংগুনা তে অংগুঃ পৃচ্যতামিতি যজমানো রাজানমভিমুশ্যতে” ইতি।

অংগুঃ স্কন্ধোহবয়বঃ। পরঃ পর্বঃ। হে সোম তর্গৈকেনাংগুনাহতোহংগুঃ সংযুজ্যতাং, কোহপ্যাং-
শুর্ক্যাদ্যুদ্যপধাতেন মা বিযুজ্যাতাম্। তথা পুরুষা পুরুঃ সংযুজ্যতাং, কস্তাপি পরুষো ভাগো
মা ভুং। স্বদীয়ো গন্ধো যজমানস্ত কামং পালয়তু, স্বদীয়ো রসো মদায় দেবানাং হর্ষায় বিনাশ-
রহিতো ভবতু। ত্বমমাতোহসি যজমানেন দেবতাভিষ্চ সহ সর্বদা তিষ্ঠসি। তব স্বীকারঃ
শুক্লোহিরণ্যসাধ্যঃ॥

এতৎ মন্ত্রং ব্যাচিধ্যান্নরাদৌ সোমবিক্রয়িণং প্রত্যক্ষবর্গ্যোঃ ত্রৈশমন্ত্রসুংপাদয়তি—“ব্রহ্মবাদিনো
বর্জন্তি বিচিত্যঃ সোমাণম বিচিত্যা ও ইতি সোমো বা ওষধীনাং রাজা তস্মিন্জ্ঞাপন্নং প্রসিত-

মেবাস্ত তদ্যদ্বিচিহ্নয়াত্তথাহস্তাদ্গসিতং নিষথি দতি তাদৃগেব তত্ত্বম বিচিহ্নয়াদ্যথাহক্ষ্মাপন্নং
 বিধাবতি তাদৃগেব তৎক্ষোধুকোহধ্বর্যুঃ শ্রাৎক্ষোধুকো যজমানঃ সোমবিক্রয়িনংসোম৬ শোধয়ে-
 ত্যেব ক্রয়াদধীতরং যদীতরমুভয়েনৈব সোমবিক্রয়িণমর্পয়তি তস্মাৎ সোমবিক্রয়ী ক্ষোধুকঃ”
 (সং ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি । বিচয়ো নাম সোমস্ত তৃণাদেবপনয়নং । তস্মিন্নোষধীনাং রাজি
 সোমে যত্নাদিকমাপন্নং পতিতং তত্তৃণাদিকমস্ত সোমস্ত গ্রসিতমেব গ্রাস এব ভবতি । তথা
 সতি যদি বিচিহ্নয়াত্তৃণাদিকনপনয়েতদানীং যথা লোকে গ্রসিতমন্নং নিষথি দতি মক্ষিকার্ছাপ-
 দ্রবেণ বমতি তত্তৃণাত্তপনয়নং তাদৃক্ শ্রাৎ যদি ন বিচিহ্নয়াত্তদানীং যথা চক্ষুশি পতিতমিতস্ততো
 বিধাবনেন ব্যাথাং জনয়তি তদবিবেচনং তাদৃক্ শ্রাৎ । ততো দোষদ্বয়পরিহারায় সোমবিক্রয়ি-
 ন্নিত্যাদিপ্রৈধনস্ত্রং ক্রয়াৎ । তস্মিন্মুক্তে সতি যদীতরমিতরো বিচরদোষঃ, যদীতরং স্ববিচয়দোষ-
 স্তেনোভয়েন দোষণে সোমবিক্রয়িণমেব যোজয়তি । তস্মাদসৌ ক্ষোধুকো ন রক্ষিতো ভবেৎ ॥
 অত্র সূত্রং—“উত্তরবেদিদেশে উপরবদেশে বা রোহিতং চন্দ্রাহনডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমা-
 হস্তীর্ষ্য দক্ষিণে চন্দ্রপক্ষে রাজানং নিবপত্যুত্তরম্নিম্নপবিশতি সোমবিক্রয়াদুকুস্ত৬ রাজানং সোম-
 বিক্রয়নমিতি সর্কতঃ পরিশ্রিত্যোত্তরেণ দ্বারং কৃষ্য বিচিত্র্যঃ সোমা৩ ইত্যুক্তং সোমবিক্রয়িনংসোম৬
 শোধয়েত্যুক্তা পরাঙাবর্ততে” ইতি ॥ যথোক্তং কৰ্ম্ম বিধত্তে—“অরুণো স্নাহহৌপবেশিঃ
 সোমক্রয়ণ এবাহং তৃতীয়সবনমব রুক্ষ ইতি পশুনাং চন্দ্রম্নিম্নীতে পশুনেবাব রুক্ষে পশবো হি
 তৃতীয়৬ সবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি । অরুণনামকঃ কশিচ্ছপবেশস্ত পুত্রঃ
 পশুচন্দ্রম্নি সোমং ম্নিম্নীতে । অত্রৈব হি তৃতীয়সবনং সম্পাদয়িষ্যামীতি তস্মাদিপ্রায়ঃ
 সবনীয়াস্ববক্ষ্যাত্যয়োঃ পথ্যেতৃতীয়সবনে সন্তাবাৎ পশবস্তৃতীয়সবনং । অতঃ পশুচন্দ্রম্ণ তৎপ্রাপ্তেঃ
 সোমোন্মানং তত্র কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ চন্দ্রম্ণ উত্তরলোমাস্তরণং বিধত্তে—“যং কাময়েতাপশুঃ
 স্তাদিত্যুক্ততস্তস্ত ম্নিম্নীতক্ৰং বা অপশবামপশুরেব ভবতি যং কাময়েত পশুমান্শ্রাদিতি
 লোমতস্তস্ত ম্নিম্নীতে তত্রৈব পশুনা৬ রূপ৬ রূপেণৈবাস্তৈব পশুনব রুক্ষে পশুমানৈব ভবতি”
 (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি । স্নাক্তো রুক্ষে পরুষে নিলোমভাগে । লোমভঃ
 সলোমভাগে ॥ উদকুস্তম্নিধিঃ বিধত্তে—“অপামস্তে ক্রীণাতি সরসমেবৈনং ক্রীণাতি” (সং ০
 কা ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি ॥ মস্ত্রে ছর্কোদভাগং ব্যাচষ্টে—“অমাত্যোহসীত্যাহামৈবৈনং
 কুরতে শুক্রস্তে গ্রহ ইত্যাহ শুক্রো হস্ত গ্রহঃ” (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি ।
 অমৈব সঠৈব স্থিত ইত্যর্থঃ । সেমস্বাকারঃ শুক্রো হি স্রবণসাধ্যো হীত্যর্থঃ ॥ শকটেন সহ
 সোমং প্রাপ্তুং গচ্ছেদिति বিধত্তে—“অনসাহচ্ছ যতি মহিমানমেবাস্তাচ্ছ যতি” (সং ০ কা ০ ৬
 প্র ০ ১ অং ১) ইতি । শকটরূপেণ বহমানেন সোমস্ত মহিমা প্রকাশিতো ভবতি ॥ তমেব
 বিধিমনুস্ত প্রশংসতি—“অনসাহচ্ছ যতি তস্মাদনোবাহ৬ সমে জীবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ১
 অ ০ ১) ইতি । সমে প্রদেশে জীবনসাধনং ধাতুং শকটবাহুং তদ্বৎ সোমঃ ॥ বিষমে
 তু প্রদেশে শিরসা সোমবাহনং বিধত্তে—“যত্র থলু য় এত৬ শীর্ষ্য হরন্তি তস্মাচ্ছীর্ষ্যার্থ্য গিরৌ
 জীবনং” (সং ০ কা ০ ৬ প্র ০ ১ অ ০ ১) ইতি । যত্র যদা পর্কতে সোমলতোৎপত্তিপ্রেদেশে
 সোমং ক্রীণন্তি তদেতি শেষঃ । লোকেহপি দুর্গমে গিরৌ ধাতুং শিরসা বহন্তি । অত্র সূত্রং—
 “উক্ততুপূর্বকলকেনানসা পরিশ্রিতেন ছদিয়তা প্রাধঃ সোমমচ্ছ যাস্তি শীর্ষ্য গিরৌ ক্রীতং

হরন্তি অপরেণোত্তরেণ বা রাজানং প্রাগীষমুদগীষং বা নক্ষয়ুগল্ শকটং চিবুকপ্রতিষ্ঠিতং” ইতি । তস্মিৎ শকটে পূৰ্ণস্থাপিতং মধ্যমফলকমুদুত্যা নূতনং ফলকং স্থাপনীয়ং । অথ বোদ্ধুম্নতং পূৰ্ণফলকরূপং মুখং যন্ত শকটস্ত তদুদুতপূৰ্ণফলকং । পরিশ্রয়ঃ শকটস্তোপরিগৃহকুড্যবৎ পরিতো বেঠনং । ছদিরপরিতনমাচ্ছাদনং ॥

২-৩। “অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসবসল্ রত্নধামন্তি প্রিয়ং মতিমূৰ্খা যন্তামতিভা অদিহ্যতং সনৌগনি হিরণ্যপাণিবমিমীত স্ক্রকুতুঃ কৃপা স্ববঃ ।”— বোধায়নঃ—“অথৈনমতিচ্ছন্দসর্গা মিমীত একৈকয়োৎসর্গং মিমীতেহ্যাতয়ান্নিয়ান্নায়ৈবৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীৰ্যা অঙ্গুলয়ঃ সর্কাস্বদুষ্ঠমূপনিগৃহাতি অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমূণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসবসল্ রত্নধামন্তি প্রিয়ং মতিমূৰ্খা যন্তামতিভা অদিহ্যতং সনৌগনি হিরণ্য-পাণিরমিমীত স্ক্রকুতুঃ কৃপা স্ববরিত পঞ্চকুরো যজুযা মিমীতে পঞ্চকুদন্তু যীং” ইতি । আপস্তম্বঃ—“ক্ষৌমং বাসো দ্বিগুণং দ্বিগুণং বা প্রাক্ষাদ্যনুভবদশং চর্মণ্যাস্থণাতুদশং বা তস্মিন্ হিরণ্য-পাণিরঙ্গুঠেন কনিষ্ঠিকয়া চাঙ্গুল্যাৎশংস্ সংগৃহ্য ত্র্যক্ষরিত্যং দেবং সবিতারমিত্যতিচ্ছন্দসর্গা মিমীতে” ইতি । তং দেবমভ্যর্চ্চামি । তাদৃশং । উণ্যোদ্যাবাপৃথিবী অপয়োহন্তয়োঃ সবিতারং প্রেরকং, কবীনাং বেদার্থবিদাং ক্রতুধাগো যন্ত প্রেরকস্ত মোহয়ং কবিক্রতুঃ । অত এব সত্যঃ ফলপাণ্যবসারী সবঃ প্রেরণং যন্তাসৌ সত্যসবঃ । রত্নানি দবাভীতি রত্নধাঃ । আভিমুদোন সর্কেধাং প্রিয়ঃ । মতিঃ সর্কেষ্মন্তব্যঃ । তাদৃশং দেবমর্চ্চামি । যন্ত সবিতুকধ্বলোকবর্তিনী দীপ্তিরমতির্গুপ্তমশক্যা ছোততে প্রকাশতে । স্বর্গবর্তী স দেবঃ কৃপয়া নাং সমাগত্য হিরণ্যপাণিঃ সোমং মিমীতাং ॥ এতস্তামৃচি বর্তমানং ছন্দঃ প্রশংসতি—“অভি ত্যং দেবল্ সবিতারমিত্য-তিচ্ছন্দসর্গা মিমীতেহতিচ্ছন্দা বৈ সর্কাসি ছন্দাংসি সর্কেভিরেবৈনং ছন্দোভির্মিমীতে বয়ং বা এষা ছন্দসাং যদতিচ্ছন্দা যদতিচ্ছন্দসর্গা মিমীতে বস্মৈ বৈনল্ সমানানাং কৰোতি” (সং. কাণ্ড ১ অ. ১) । ইতি । অক্ষরাণিকোন্স গায়ত্রাদানি ছন্দাংশুতিক্রম্য বর্তত ইত্যতিচ্ছন্দাঃ । বয়ং শরীরং ॥ অঙ্গুলীষু প্রকারবিশেষং বিধন্তে—“একৈকয়োৎসর্গং মিমীতেহ্যাতয়ান্নিয়ান্নাতয়ান্নিয়ৈ-বৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীৰ্যা অঙ্গুলয়ঃ” (সং. কাণ্ড ১ অ. ১) ইতি । উৎসর্গমুৎ-সৃজ্যেৎসৃজ্য কনিষ্ঠিকৈব প্রথমপর্ঘ্যায়ৈহনামিকৈব দ্বিতীয়ে মধ্যনৈব তৃতীয়ে তর্জ্জত্বেব চতুর্থে । এবং সতি সক্রুৎপ্রবৃত্তায় অঙ্গুলাঃ পুনঃ প্রবৃত্ত্যভাবাত্যাতয়ান্নয়ং গতরসত্বং ন ভবিষ্যতি । যন্তাৎ পর্ঘ্যায়ৈ প্রবৃত্তান্তস্মাৎ প্রত্যেকমঙ্গুঠেন সংযোক্তুং পৃথকসামর্থ্যেহপি তাঃ ॥ যদুষ্ঠমূপনিগৃহ্য মাভীত্যমুপনিগৃহ্য বিধন্তে—“সর্কাস্বদুষ্ঠমূপ নি গৃহাতি তস্মাৎ সমাবরীর্ঘ্যেহ্যাতয়ান্নিয়ান্নাতয়ান্নিয়ৈ-বৈনং মিমীতে তস্মান্নানাবীৰ্যা অঙ্গুলয়ঃ” (সং. কাণ্ড ১ অ. ১) ইতি । কনিষ্ঠিকাদিষু সর্কাস্বদুষ্ঠমূপনিগৃহ্য প্রত্যেকমঙ্গুঠং সংযোজয়েৎ । সমাবরীর্ঘ্যস্তল্যসামর্থ্যঃ । তস্মান্নোকব্যবহারেহপি প্রত্যেকং সর্কা অঙ্গুলিরমুপনিগৃহ্যতি ॥

বিপক্ষ বাধকপূৰ্ণকং পূৰ্ণোক্তং স্বপক্ষমুপসংহরতি—“বৎসহ সর্কাভির্মিমীত সল্ স্তিষ্ঠা অঙ্গুলয়ো জায়েরনেকৈকয়োৎসর্গং মিমীতে তস্মাদিত্ততা জায়ন্তে” (সং. কাণ্ড ১ অ. ১) ইতি ॥ সমস্তকামন্ত্রকরোঃ সোমোন্মানয়োরাবৃত্তিসংখ্যাং বিধন্তে—“পঞ্চ কুরো যজুযা মিমীতে পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব রুদ্ধে পঞ্চ কুদন্তু যীং দশ সংপঙক্তে দশাক্ষরা

বিরাদয়ং বিরাজৈবান্নাশ্রমবন্ধে যদযজুর্বা মিমীতে ভূতমেবাবন্ধে যন্তৃষ্ণীং ভবিষ্যৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৯) ইতি। যন্তৃপি অতিচ্ছন্দসর্চোভান্নানং পদার্থদপশু লক্ষণস্ত সত্ত্বাচ্চাভিতামিত্যেব তথাপি যজ্ঞতে প্রযজ্যাত ইতি ব্যংপত্তিমভিপ্রেত্যা যজুৰ্বেদ্যুক্তং। অস্তুত্বক্রমেণ কনিষ্ঠকাদিভিঃ সহ চত্বারঃ পর্যায়ঃ। সমন্যকে প্রয়োগে কনিষ্ঠকাব্যতিরিক্তয়া কয়াচিং সহ পঞ্চমঃ পর্যায়ঃ। অম্বন্যকে তু কনিষ্ঠকয়ৈব সহ। তথা চ হুত্রং—“যয়া প্রথমং ন তয়া পঞ্চমং তরৈবোত্তমং” ইতি। বিরটিচ্ছন্দসোহগ্রপ্রদাদয়ত্বং। সমন্যকামন্যকয়োঃ প্রয়োগয়োঃ পূর্বোত্তরভাবসাম্যেন ভূতভবিষ্যদ্ব্যপাশিঃ।

৪। “প্রজাভ্যস্তা। ৫। প্রাণায় স্বা ন্যানায় স্বা। ৬। প্রজাস্বমহু প্রাণিহি প্রজাস্বামহু প্রাণস্ত” কল্পঃ—“অথাতিশিষ্টং বাজানং প্রজাভ্যস্ত্যুপসমুহতি সমুচ্চিভ্য বসনস্তাস্তান্ প্রদক্ষিণমৃষ্ণীষেণোপনহতি প্রাণায় দ্বৈতি বানায় দ্বৈতানুশ্রুতি অথোপরিষ্ঠাদম্বলাবকাশং শিষ্টা যজ্ঞমাননীক্ষয়তি প্রজাভ্যস্তা প্রাণায় স্বা ন্যানায় স্বা প্রজাস্বমহু প্রাণিহি প্রজাস্বামহু প্রাণস্তিতি” ইতি। হে সোমশেষপ্রজার্ণং স্বাং সমুদায়ি প্রাণার্ণং স্বামুপনহামি বানার্ণং স্বাং বিশ্রংসয়ামি। প্রাণতীঃ প্রজা অনু স্বং প্রাণিহি। প্রাণস্তং স্বামন প্রজাঃ প্রাণস্ত” অবশেষেণ বাধং ক্রবন্ যথোক্তং সমুদায়িকং বিধেবে—“বদৈ তানেনৈব সোঃ তাদাবস্তং নিমীতে যজ্ঞমানন্যৈব স্যান্নাপি সদস্যানং প্রজাভ্যস্ত্যুপ সমুহতি সদস্যানৈবানুভজতি বানমোপ নহতি সর্কদেবতাং বৈ বাসঃ সর্কভিরেবনং দেবতাভিঃ সহজ্জগতি পশুবো বৈ সোঃ প্রাণায় দ্বৈতুপনহতি প্রাণমেব পশুশু দধতি বানায় দ্বৈতানু শ্রুতি বানমেব পশুবু দধতি তন্মাং স্বপস্তং প্রাণা ন জহতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৯) ইতি।

দশক্লেশোহুভির্ভিশ্চিভ্যস্তাস্যোমস্যানানিক্যে যত্যা তগ্নিন্ সদস্যাবস্থিতামপি সোনো ন স্যান্নায়েণ সমুহনে ভু বজ্ঞমানমহু সদস্যান্ বোঃ প্রাপয়তি। যথাব্যানয়োঃ পশুবু স্থাপিত্বাতং স্বাপেহপি নাস্তি প্রাণপারিত্যায়ং ॥ অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ অংশু সোঃ মন্ত্রেতাভি ত্যং ক্রেতুং মিমীতে তং। প্রজা সমহু তচ্চেষং প্রাণায়ৈতোব বসতে ॥ বা বিশ্রস্ত প্রজেক্ষেত যগ্নস্তা ইহ ববিতাঃ ॥ ১ ॥” ইতি যগ্নিরম্বন্যকে সন্ধি চার্ণোবাহবাবাভাবান্ন বিশেষেণ কিস্বিদপি মীমাংসতে। সান্নাভিচারাস্ত পূর্বোক্তা যথান্যোগানুসন্ধেয়াঃ। ছন্দস্তত্রতাংবাবতিচ্ছন্দসর্চতি স্পষ্টমুদাহৃতং ॥ (১ অষ্টক—২ প্রাণঠক—৬ অম্ববাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতো মানবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়

সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রাণঠকে ষষ্ঠোহম্ববাকঃ ॥ ৬ ॥

* * *

মন্ত্যর্থ-তালোচনা ।

*

ষষ্ঠ অম্ববাকের মন্ত্য-সমূহ সোমক্রয়-বিষয়ক। সোম পরিমাণ কালে বেক্রপ প্রক্রিয়াদি অবলম্বিত হয়, মন্ত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে ‘অংশু’ প্রভৃতি প্রথম মন্ত্রে সোমকে অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে ‘অভি ত্যং’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোমের ওজন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া, ‘প্রজাভ্যঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে অবশিষ্টগুলি পরিত্যাগানন্তর ‘প্রাণায়’ প্রভৃতি

মন্ত্রে সেই গুলিকে উষ্ণীশে বাধিতে হইবে। ‘ব্যানায় ত্বা’ প্রভৃতি মন্ত্রে বন্ধ-সোমগুলিকে খুলিয়া ‘প্রজাঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সোম নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ষষ্ঠ অনুবাকের মন্ত্রসমূহের এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে। তদনুক্রমে ভাষ্যাত্মসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘তোমার এক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ-সাধন কর। তোমার কোনও অংশই যেন বায়ু প্রভৃতির অভিঘাতে বিযুক্ত না হয়। তোমার এক পর্বের সহিত অল্প পর্ব সংযুক্ত হউক। তোমার গন্ধ যজ্ঞমানের কামকে পালন করুক, দেবগণের হর্ষের নিমিত্ত তোমার রস বিনাশরহিত হউক। হে সোম! তুমি অমাত্য অর্থাৎ তুমি যজ্ঞমান এবং দেবগণের সহিত সর্কদা বর্তমান আছ। তোমার স্বীকার হিরণ্যসাধ্য অর্থাৎ হিরণ্য বা স্বর্ণের দ্বারাই সোম ক্রয় করিতে পারা যায়।’ বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারের এই অর্থ কর্ম-কাণ্ডের অনুসারী। সেই ভাবেই তিনি এই সোম-ক্রয়-বিষয়ক মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন। হিরণ্য দ্বারা সোম ক্রয়ের বিষয়, মন্ত্রের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা যে ভাবে যে দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ নিদর্শন করিছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সেই বিষয় বুঝিবার পক্ষে আমাদের মন্ত্যাত্মসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলি। এই মন্ত্রের প্রথম ভাগে আমরা ‘অংগুঃ’-সম্মিলনের ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ অংশে সাধক কহিতেছেন,—“‘হে ভগবন্! আমার স্থল-দেহ আপনার স্থল-দেহের সহিত মিলিয়া যাউক; আর আমার স্থল-দেহ আপনার স্থল-দেহের সহিত সম্মিলিত হউক।’ অর্থাৎ ‘অণু-পরমাণু-ক্রমে আমার স্থল-দেহ এবং স্থল-দেহ আপনার সহিত এক হইয়া যাউক। যেন কোনরূপ ভিন্ন ভাব বর্তমান না থাকে।’ ‘অংগুঃ’ এবং ‘পরুঃ’—মন্ত্রের অন্তর্গত এই দুইটা পদ হইতে আমরা পূর্বোক্ত ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ‘অংগুঃ’ পদের ভাষ্যাত্মমোদিত অর্থ হইয়াছে,—‘স্থল-দেহবৎ’; আর ‘পরুঃ’ পদের অর্থ হইয়াছে—‘পর্ব’। ভাষ্যের অনুসরণে আমরা ‘অংগুঃ’ বলিতে সেই স্থল—স্থলতন অংশই গ্রহণ করি। স্থল অংশ বলিতে স্থল দেহ—আত্মাকেই বুঝায়। সেই আত্মা পরমাত্মায়—ভগবানে বিলীন হউক,—‘অংগুনা তে অংগুঃ’ মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। আব ‘পরুঃ’ শব্দের ‘পর্ব’ অর্থে আমরা স্থল-শরীর—এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহকেই লক্ষ্য করি। ‘পরুঃ’ পদের ‘পর্ব’ অর্থে দেহের সন্ধি বুঝায়। তাহা হইতেই ঐ ‘পরুঃ’ পদে স্থল-শরীর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচের সমবায়ে এই বিশ্বের সৃষ্ট-সামগ্রীর উৎপত্তি। শাস্ত্রে উহা পঞ্চমহাভূত নামে অভিহিত। ঐ পঞ্চমহাভূতের আবার পাঁচটা তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এখানে ‘পঞ্চা পরুঃ’ বলিতে আমার স্থল দেহের উপাদান যে পঞ্চমহাভূত, ভূত-সমষ্টির আধার আপনাতে সম্মিলিত হউক; আর সেই পঞ্চমহাভূতের যে ধর্ম—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, তাহাও আমার পাঞ্চভৌতিক স্থল-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক। ফলতঃ, আমার বাহ্য কিছু, সে সকলেরই অস্তিত্ব আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক। রস পদার্থ অর্থাৎ আমার বাহ্য শ্রেষ্ঠ সার সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহা আপনাতে লীন হউক, আমার বাহ্য গন্ধ-সামগ্রী প্রাণ-স্বরূপ, তাহাও আপনাতে বিলীন হইয়া যাউক।’

মন্ত্রে ‘গন্ধঃ’ এবং ‘রসঃ’ বিশেষিত করা হইয়াছে । ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি যেমন বীজ স্বরূপ, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিও সেইরূপ । ‘রস’ আদিভূত । গন্ধও আদিভূত—বীজ-স্বরূপ এবং ভগবানের অংশীভূত । তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—“যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন । ন তদন্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥” ফলতঃ, বাহা সার সামগ্রী, বাহা আদিভূত বীজস্বরূপ, ময়ে প্রার্থনাকারী আপনায় অভীষ্ট-পূরণের নিমিত্ত ভগবানের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন । কহিতেছেন,—আপনার ‘গন্ধ’ অর্থাৎ গন্ধ-তন্মাত্র আমার অভীষ্ট পূরণ করুক এবং আপনার রস-তন্মাত্র আমাকে পরমানন্দ প্রদান করুক । রস—সার সামগ্রী ; গন্ধও সার সামগ্রী । উভয়ই বীজ-স্বরূপ । তাই ‘গন্ধঃ’ পদে ভগবানের করুণাধারা এবং ‘রসঃ’ পদে শুদ্ধসত্ত্ব অধ্যাহৃত হইয়াছে । তাঁহার গন্ধ ও রস, আমার মোক্ষদায়ক হউক—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা । ‘অমাত্যঃ’ বলিতে যিনি সৰ্বদা নিকটে বর্তমান থাকেন, সাধারণতঃ এই অর্থই উপলব্ধি হয় । আমরাও প্রকারান্তরে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে ; তবে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে লৌকিক ভাবের অতীত এক অলৌকিক ভাবের সমাবেশ আছে । যিনি সন্নিভূত মিত্রভূত, আমরা তাঁহাকেই ‘অমাত্য’ বলি । অথবা গিনি জড় অজড়—চেতন অচেতন—সকলেরই মধ্যে নিত্য-বিद्यমান, ‘অমাত্যঃ’ পদে আমরা তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি । সে ‘অমাত্যঃ’ পদ ভগবানকেই লক্ষ্য করে । তিনিই এই বিশ্বের সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিद्यমান । ‘অমাত্যোহসি’ বলিতে ভগবানের সখ্য-কামনার ভাব মনে আসে । তিনি যখন স্বাবরজঙ্গম-চরাচর বিশ্বের সকলেবই ‘অমাত্যঃ’ বা মিত্রভূত ; তখন, তিনি আমাদেরই বা মিত্রভূত কেন না হইবেন ? আমরাও তো এই বিশ্বের বহির্ভূত নহি ! তাই এই অংশে ভগবানের সখ্য কামনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি । ‘রসঃ’ যে নিত্যসামগ্রী—ক্ষয়রহিত, মন্ত্রের অন্তর্গত ‘অচ্যুতঃ’ বিশেষণ পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

এইরূপে মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত । ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত । জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর হয় না । জ্ঞানই এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সমমিত জ্ঞানই ভগবৎসঙ্গিকর্ষ লাভের একমাত্র অবলম্বন । তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রের মধ্যে সেই শুদ্ধসত্ত্ব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভের প্রার্থনা বিद्यমান আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । ‘শুক্লঃ’ পদে ভাষ্যমতে ‘হিরণ্য’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে । আমরা, পূর্বাগের ভাবসঙ্গতি রক্ষায় ঐ পদের ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । কারণ, শুদ্ধসত্ত্বই ভগবদ্বিষয়ক প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-লাভের একমাত্র সোপান । হিরণ্যের দ্বারা সোম-ক্রয়ে ভগবৎসম্মিলনকামীর কোনও উপকার সাধিত হয় না । তিনি সম্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান-লাভেই ব্যাকুল হইয়া থাকেন ।

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই অনুবাকের দ্বিতীয় প্রভৃতি কয়েকটি মন্ত্র সাবিত্র্যোষ্টিতে সোমোপনহনে প্রযুক্ত হয় । বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা কয়েকটি মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । সেই বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বিশেষণ প্রকটিত দেখিতে পাই । অবশিষ্ট তিনটি বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক । ভাষ্যকারের মতে, এষ্ট অনুবাকের মন্ত্র-কয়টি সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত ।

ভাষ্যকার এই অনুবাকের দ্বিতীয় হইতে মন্ত্র-পাঁচটির যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ভাষ্যে, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (সূর্য্য বা কোন দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমহিমার বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মন্ত্র এই,—‘সেই সবিতাদেবতাকে সর্ব্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা ?—না, তিনি, ‘উগ্যোঃ’ অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্তমান। ছাবাপৃথিবী রূপ হস্তের দ্বারা সবিতাদেবতার প্রেরক। তিনি ‘কবিক্রতুঃ’ অর্থাৎ মেধাবীকর্মা অর্থাৎ বেদার্থবিদগণের যাগের প্রেরক ; অতএব তিনি ‘সত্যসবৎ’ অর্থাৎ অবিতপপ্রেরণ ; তিনি ‘রদ্ধধাৎ’ অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা ; তিনি ‘অভিপ্রিয়’ অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রীতির বিষয় ; তিনি ‘মতিং’ অর্থাৎ মননযোগ্য ; তিনি ‘কবিং’ অর্থাৎ ক্রান্তদর্শন।’ তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—‘তপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি ‘অমতি’ অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আয়প্রকাশনয়ী। কি জ্ঞাত সে দীপ্তি দীপ্তিমান হয় ? না—কর্ষসমূহের অনুজ্ঞান নিমিত্ত। ‘অমিনীত’ অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি ‘হিরণ্যপাণিঃ’ অর্থাৎ সূবর্ণ-ভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সম্বল্লযুক্ত। স্বর্গবর্তী সেই দেবতা রূপাপূর্ব্বক আগমন করিয়া হিরণ্যের দ্বারা সোমের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ককন।’ বাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদ-সমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মন্ত্যামুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

অনুবাকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র-কয়টি সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, চতুর্থ মন্ত্রে সোমকে উফীষের দ্বারা বন্দন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—‘হে সোম! প্রজাগণের উপকাবের জন্ত তোমাকে বন্দন করি।’ অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্রে উফীষের মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্দন করা হইল, তাহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্ত পূর্ব্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—‘হে সোম! প্রার্থার্থ তোমাকে গ্রহণ করি, প্রার্থার্থ তোমাকে ক্ষরিত করি। হে সোম! প্রজাগণ তোমার শ্বাস করুক ; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা-সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক ; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কখনও শ্বাসরোধ না হয়,—এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া জীবিত থাক।’ এই জন্তই ভাষ্যমতে হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিবর করিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্র-তিনটির অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটি মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত

হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেবতাবকে উষ্ণীষে কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার খাঁস-প্রখাঁস-ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতদ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। স্বত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাৎপর্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পথের অনুসরণে, পূর্বাঙ্গের ভাবসঙ্গতি রক্ষায়, ভাষ্যের মর্ম্মের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন-না, দেবতা বা দেবতাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাহাকে আবদ্ধ করার রাখা যায় না। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বনন্দন তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—‘হৃদয়াং যদি নির্গ্যাসি পৌকষং গণয়ামি তে।’ আমরাও এখানে সেই ভাট উপলব্ধি করি। আমরা যেন কবি, দেবতাকে—সুন্দরস্বাভাব দেবভাবসমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্ত তোমাকে জ্ঞানা করি, অর্থাৎ হৃদয়-মধ্যে নিবদ্ধ কবিতেছি।’ হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ে উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ট মস্ত্রে উক্ত হইরাছে। এখানে ভাষ্যকার ‘ব্রাহ্মি’ ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ণীষ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া শ্রেষ্ঠপদবাচী। ভাষ্যে তাহা এখানে উষ্ণীষেব প্রসঙ্গ আছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মুক্তিদেশ। আমরা তাই হৃদয়ে নিবদ্ধ করার ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

দেবতাকে কিরূপে হৃদয়ে নিবদ্ধ করা বাইতে পারে, পঞ্চম মস্ত্রে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে। যে পক্ষে যোগ দ্বারা বায়ু নিরোধই প্রধান সহায়। এখানে সেই যোগের বিষয়ই কথিত হইরাছে। এন যোগ বলিতে কি বুঝি এবং মস্ত্রের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। “যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ।” চিন্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ু-নিরোধই চিন্তবৃত্ত্যের প্রধান উপায়। মস্ত্রের ‘প্রাণায় ঙ্গা’ অংশের তাই প্রথম উপদেশ—প্রাণ-বায়ুর সংবম-সাধন। জীবনী শক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মস্ত্রের তাহাষ্ট লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে—জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে! প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংবম অবলম্বন—সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়। যোগতন্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এ সকল বিষয় আপনি অবিগত হইয়া আসে। ব্যানবায়ু সংরক্ষণের বা সংবত করিবার উদ্দেশ্য—শারীরিক শক্তির অপচয় নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাকল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই সকল শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ না করিলে মানুষ কয় দিন বাঁচবে? আমরা মনে করি, মস্ত্রে সেই বায়ু-নিরোধ-সাধনের বিষয়েই উপদেশ আছে।

ষষ্ঠ মস্ত্রে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মস্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি নাই। আমাদের মতে এই মস্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ—‘নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।’ তবে ভাষ্যকার এই মস্ত্রের যে অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মস্ত্রের পূর্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক—ইহার মর্ম্ম কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে—সাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই

প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনবশ-সহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে এক সত্যত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ‘প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক’—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—‘তাহারা সত্ত্বসম্বিত সৎকর্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসম্বিত হউক।’ দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্মে অবস্থিত। সৎকর্মসাধনে ভক্তি-সহযুত সৎকর্মে, দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি সৎকর্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঙ্করে পরাস্থ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয় ; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি ? সৎকর্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্মসাধন-প্রবৃত্তির অথবা সত্ত্ব-পোষণ-শক্তির স্ফূর্তি হয় না। সে যে তিনিই সেই তিনিই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে,—‘হে দেব ! আপনি এমনই করুন, বাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজীবিত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।’ ষষ্ঠ মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ঐ ষষ্ঠ মন্ত্রেরই প্রথম অংশে এই ভাব এবং একটু পবিত্র হইয়াছে। যেমন বলা হইল, প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক ;’ এই অংশে তেমন জানান হইল,—‘সে তো আপনারই অনুগ্রহ ! আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।’ তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—‘আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।’ কিরূপে ? শুদ্ধস্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্ব-সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়াই আছে ! অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে ! স্তবরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল ; তাহা হইলে আপনাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে ? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই ! সে আবার অস্ত্রের চৈতন্ত-সম্পাদন করিবে কি প্রকারে ? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না ! তাহা হইলে, তাহারও যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—‘জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, শুদ্ধস্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সংপথে গমন করুক ; তাহাদের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সজীবিত করিতে পারিবে।’ ষষ্ঠ মন্ত্রের অংশদ্বয়ে এইরূপ পারস্পরিক সন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অস্ত্রের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহার তাৎপর্য্য—সত্ত্বাবাহরণে শুদ্ধস্বসঙ্কয়েই ভগবৎপ্রাপ্তি, আর অসম্মার্গগমনে নিরয়রূপে নিমগ্ন হওয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

অনুবাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটা শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব-গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও

অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, পরবর্তী আলোচনার আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণ প্রকাশক, অত্রদিকে তেমনি আয়োদ্যোধক ও সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটা গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আয়োদ্যোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান্ বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নিগুণ, তিনি গুণাতীত। তাঁহাতে পরম্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি,—এ সকল গুণ-বিশেষণেরও তাৎপর্য আছে। তাঁহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তদ্বাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদগুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে! যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যদি কৰ্ম্মই না করিলে, কৰ্ম্মাতীতে উপনীত হইবে—কিসের সাহায্যে? তাঁহার কৰ্ম্ম দেখিয়া কৰ্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে! তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—“বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিন্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। নামনুস্মরতশ্চিন্তং মন্যোব প্রবিলীয়তে॥” অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যান্বিত অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অত্র আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য,—তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদগুণে গুণান্বিত, তদ্বাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবিধ বিশেষণে প্রায়ই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটা বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি,—অরূপে রূপের, গুণাতীতে নিগুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত; তদগুণে গুণান্বিত হইবার জন্ম। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুস্মরণ করিতে পারে। তন্নিম্ন, অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে ‘অভিপ্রিয়’ অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হইয়াছে। ভগবান্ যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী

হও,—তুমিও তাঁহার জ্ঞায় বিশ্ব-প্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এইরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। তখন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রত্যেক রূপাপবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত ‘হিরণ্যপাণিঃ’ বিশেষণটি দৃষ্টি করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—‘হিরণ্যং পাণৌ যন্ত সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ’ অর্থাৎ বাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান। ‘হিরণ্যপাণিঃ’ পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষায় ঐ পদে ‘জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—‘হিরণ্যবৎ জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে,—তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধনদানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃশক্তি-সম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। ‘নাস্তি দানং পরো ধর্মঃ’—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম কিছুই নাই। স্তত্রাং দানধর্ম্যাচরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি, শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্ম্যাত্মকতানে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, বিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, বোদ্ধার নিকট বোদ্ধ-পুরুষের আদর, ধার্মিকের নিকট ধর্মপরায়ণের আদর—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদেরই সেইরূপ রূপ-গুণ-বিশেষণ-প্রাপ্তি পক্ষে চেষ্টা করা কর্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন। নচেৎ, সবিতা-দেবতা কি আর সুবর্ণ-বিতরণের জন্ত হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন? তাঁহার বিতরণীয় সুবর্ণ—কি ঐ ধাতব সুবর্ণ? কখনই নহে! সে সুবর্ণ—জ্ঞানরূপ সুবর্ণ। মূল্যবান সুবর্ণ ধাতু লাভ করিলে, মানুষ আনন্দিত হয়। অমূল্য জ্ঞান-রত্ন লাভ করিলে, তাহার সে আনন্দের অবধি থাকে না। ভগবানকে মানুষভাবে দেখিতে গেলে, তিনি মানুষভাবে প্রকটিত হইয়া তোমার প্রার্থিত সুবর্ণাদি-ধন দান করেন। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেবরূপে দর্শনে সমর্থ হইবে, তখন তিনি জ্ঞান-রূপ অমূল্য রত্ন লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে জ্ঞানরূপ হিরণ্যেরই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের আর দুইটি বিশেষণ-পদ আছে—‘কবিক্রতুং’ ও ‘সূক্রতুঃ’। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শৌভন-কর্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; অপিচ, তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত হইতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম বা অকর্ত্তন সংপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদস্যবিচারশূন্য হইয়া প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়; স্তত্রাং প্রতি পদেই তাহার পদ-খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম সংপথে পরিচালিত হয় না—সৎকর্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্বোক্ত পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভগবান প্রজ্ঞান-স্বরূপ—সৎকর্ম-মণ্ডিত। স্তত্রাং বৃষিতে হইবে, প্রজ্ঞানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্মের অকর্ত্তন

কর । জ্ঞানমিশ্রিত সংকর্ষেই ভগবান্ পরিভূষ্ট । তাই উপদেশ—তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও ; তিনি যেমন সংকর্ষ-মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সংকর্ষগর হও । হও—জ্ঞানবান্, হও—সংকর্ষসাধক ; সঞ্চয় কর—জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর—সংকর্ষ । তাহা হইলে প্রজ্ঞানরূপী সংকর্ষমণ্ডিত ভগবানের ককণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে ;—তাহাতে তোমার গতিমুক্তির পথ স্বগম হইয়া আসিবে । আমাদের মনে হয়, ষষ্ঠ অম্বুবাকের মন্ত্র-সমূহে এই উক্ত ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৬ অম্বুবাক) ।

সপ্তমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোঃ অম্বুবাকঃ ।)

(১) সোমং তে ক্রীণামূর্জ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীৰ্য্যাবন্তমভিমাতিষাহ ॥

(২) শুক্রং তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং

চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যন্তে গোঃ ।

(৩) অশ্বে চন্দ্রাণি ।

(৪) তপসন্তনূরদি প্রজাপতের্বর্ণস্তৃণান্তে সহস্রপোষং

পুষ্যন্ত্যাশ্চরমেণ পশুনা ক্রীণামি ।

(৫) অশ্বে তে বন্ধুর্ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়ন্তাম্ । (৬) অশ্বে জ্যোতিঃ ।

(৭) সোমবিক্রয়িণি তমো ।

(৮) মি॒ত্রো ন এ॒হি স্মি॒ত্রধা ই॒ন্দ্রশ্চো॒রুমা বি॒শ

দক্ষিণমুশমুশন্তু ७ স্তোনঃ স্তোন ७ ।

(৯) স্বান ভ্রাজাজ্জারে বস্তারে হন্ত হন্ত কৃশানবেতে

বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ ক্রধং মা বো দভন্ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

(১) সোমম্ । তে । ক্রীণামি । উর্জ্জ্বন্তম্ । পয়স্বন্তম্ । বীৰ্য্যবন্তমিতি

বীৰ্য্য—বন্তম্ । অভিমাতিবাহমিত্যভিমাতি—সাহম্ ।

(২) শুক্রম্ । তে । শুক্রেণ । ক্রীণামি । চন্দ্রম্ । চক্রেণ ।

অমৃতম্ । অমৃতেন । সম্যৎ । তে । গোঃ ।

(৩) অশ্বে ইতি । চন্দ্রাণি ।

(৪) তপসঃ । তনুঃ । অসি । প্রজাপতেরিতি প্রজা—পতেঃ । বর্ণঃ । তস্তাঃ । তে ।

সহস্রপোষমিতি সহস্র—পোষম্ । পুষ্যন্ত্যাঃ । চরমেণ । পশুনা । ক্রীণামি ।

(৫) অশ্নে ইতি । তে । বরুঃ । ময়ি । তে । রায়ঃ । শ্রয়স্তাম্ ।

(৬) অশ্নে ইতি । জ্যোতিঃ । (৭) সোমবিক্রয়িণীতি সোম—বিক্রয়িণি । তমঃ ।

(৮) মিত্রঃ । নঃ । এতি । ইহি । সুমিত্রা ইতি সুমিত্র—ধাঃ । ইন্দ্রস্তা ।

উরুম্ । এতি । বিশ । দক্ষিণম্ । উশন্ । উশস্তম্ । শ্তোনঃ । শ্তোনম্ ।

(৯) স্বান । দ্বিজ । অজ্ঞারে । বভারে । হস্ত । সুহস্তেতি সু—হস্ত ।

কুশানবিতি কুশ—অনো । এতে । বঃ । সোমক্রয়ণা ইতি সোম—ক্রয়ণাঃ ।

তান্ । রক্ষধ্বম্ । মা । বঃ । দত্তন্ ॥

* * *

মর্ধ্যাসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে মম মনঃ (আয়সস্বোধন) ! ‘তে’ (তব কল্যাণায়) ‘উর্জস্বন্তং’ (বলপ্রাণ-প্রদং) ‘পয়স্বন্তং’ (জ্ঞানদায়কং, অমৃতপ্রদং ইতি ভাবঃ) ‘বীৰ্যবন্তং’ (কর্ম্মশক্তিদায়কং) ‘অভিমাতিবাহং’ (পাপরূপস্ত বৈরিণঃ হস্তারং, অন্তঃশক্রনাশকং ইতি ভাবঃ) ‘সোমং’ (শুদ্ধ-সত্ত্বং) ‘ক্ৰীণামি’ (ক্ৰীতং করোমি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে মম মনঃ ! ‘তে’ (তব কল্যাণায়) ‘শুক্রে’ (তেজঃস্বরূপং জ্যোতির্ময়ং সং-স্বরূপং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) ‘শুক্রেণ’ (তেজসা, জ্ঞানেন, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন সত্যেন বা) ‘ক্ৰীণামি’ (হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ) । ‘চন্দ্রং’ (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং, কমনীয়ং বা শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) ‘চন্দ্রেণ’ (কমনীয়েন শুদ্ধসত্ত্বেন, যদ্বা—পরমানন্দদায়কেন ভক্তিপ্রবাহেণ ইতি ভাবঃ) ক্ৰীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । তথা, ‘অমৃতং’ (অক্ষরং, ক্ষয়রহিতং শুদ্ধসত্ত্বং) ‘অমুতেন’ (ক্ষয়রহিতেন সংকর্ম্মপ্রভাবেন ভক্তিপ্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) ক্ৰীণামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । সঙ্গলমূলকং আদ্যোদ্যোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ । অক্ষরমব্যয়ং তং ভগবন্তং জ্ঞানভক্তিবিশিষ্টেণ শুদ্ধসত্ত্বেন সংকর্ম্মণা চ প্রাপ্তব্যং । অতঃ তদমুগ্রহলাভায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ং সংকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্তব্যং ইতি ভাবঃ ।

(গ) হে শুদ্ধস্বরূপ দেব! ‘তে’ (তব সম্বন্ধি) ‘গোঃ’ (গৌ, যৎ জ্ঞানং) তৎ ‘সম্যং’ (উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে ময়ি ইতি ভাবঃ তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি প্রজ্ঞানাদারঃ। রূপয়া তব অনন্তজ্ঞানস্ত কণামাত্রমপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

২। হে শুদ্ধস্বরূপ দেব! ‘অস্মে’ (অস্মাস্থ) ‘চন্দ্রাণি, (পরমানন্দদায়কানি শুদ্ধ-সদ্ধাদীনি) তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সদ্ধাবাদারঃ; যে সদ্ধাবাঃ ত্বয়ি বর্তন্তে তেষাং কিঞ্চিদপি অস্মান্ প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ।

৩। (ক) হে শুদ্ধস্ব! ত্বং ‘তপসঃ’ (সংকৰ্ম্মণঃ, যদ্বা—সংকৰ্ম্মপরায়ণস্ত জনস্ত ইত্যর্থঃ) ‘তনুঃ’ (আধাররূপঃ শরীরঃ, যদ্বা—শরীরবৎ অঙ্গী প্রধানস্থানীয়ঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—তপসা সংকৰ্ম্মপ্রভাবেণ চ শুদ্ধস্বঃ প্রজায়তে।

(খ) অপিচ, হে শুদ্ধস্ব! ত্বং প্রজাপতে: (ভগবতঃ) ‘বর্ণঃ’ (আধাররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। শুদ্ধস্বেন সহ ভগবান চিরাবস্থিতঃ ইতি ভাবঃ।

(গ) ‘তত্য়া’ (তথাবিধস্ত) ‘তে’ (তব প্রসাদাৎ ইতি ভাবঃ) ‘সহস্রপোষং’ (সর্বেষাং পালনকার্য্যেঃ) ‘পুষ্যন্ত্যঃ’ (পুষ্টঃ সন্) ‘চরমেন’ (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) ‘পশুনা’ (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইতি ভাবঃ) ‘ক্ৰীণামি’ (ত্বাং অধিকরোমি ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ। শ্রেষ্ঠজ্ঞান-প্রভাবেন শুদ্ধস্বঃ অধিগন্তব্যং। তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টিঃ সাধিতঃ ভবতি তদহং করবাণি ইত্যেবং সঙ্গঃ। জনহিতসাধনং নম জীবনব্রতং ভবতু—ইতি ভাবঃ।

অথবা,

হে শুদ্ধস্ব! যতঃ ত্বাং ‘চরমেন’ (শ্রেষ্ঠেন, উত্তমেন) ‘পশুনা’ (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) ‘ক্ৰীণামি’ (অধিকরোমি); অতঃ ‘তত্য়াঃ’ (তথাবিধস্ত) ‘তে’ (তব প্রসাদাৎ) ‘সহস্র-পোষং’ (সর্বেষাং পালনকার্য্যেঃ) ‘পুষ্যন্ত্যঃ’ (পুষ্টঃ ভূয়াসং—অহমিতি শেষঃ)।

(ঘ) হে শুদ্ধস্ব! ‘তে’ (তব) ‘বন্ধুঃ’ (মিত্রস্বরূপঃ ভগবান্) ‘অস্মে’ (অস্মাস্থ) ক্ৰীড়া-পরঃ ভবতু। ত্বয়া সহ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(ঙ) তথা সতি হে শুদ্ধস্ব! ‘তে’ (তব-সম্বন্ধি) ‘রায়ঃ’ (পরমার্থরূপাণি ধনানি) ‘মে’ (মহ্যং) ‘শ্রয়ন্ত্যঃ’ (প্রযচ্ছন্ত্যঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধস্বপ্রভাবেন বয়ং মোক্ষ-ধনং প্রাপ্নুয়াম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

৪। শুদ্ধস্বস্বরূপ হে দেব! ত্বং ‘অস্মে’ (অস্মাস্থ) ‘জ্যোতিঃ’ (জ্ঞানজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) বিচ্ছুরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলক।

৫। অপিচ, ‘সোমবিক্রিয়ণি’ (সদ্ধাবপ্রতিবন্ধকেষু শক্র্যু ইতি ভাবঃ) ‘তমঃ’ (অজ্ঞানা-দ্বকারং) বিস্তারয় ত্বমিতি শেষঃ। অন্ধকারেণ তান্ আবরয় বিনাশয় চ ইতি ভাবঃ।

৬। (ক) হে শুদ্ধস্বস্বরূপ ভগবন্! ত্বং ‘স্বমিত্রঃ’ (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠঃ স্নহঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ‘মিত্রো ন’ (মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব) অথবা মিত্রঃ (মিত্রভূতঃ জ্ঞান-জ্যোতিরূপঃ) ‘নঃ’ (অস্মান্ প্রতি, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) ‘এহি’ (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মান্ দীপয় জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি শুদ্ধস্বঃ অবিকলিতঃ ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে।

(খ) হে মম হৃদিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘উশন’ (ভগবন্তঃ কাময়মানঃ, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতি-
হেতবঃ) ‘স্তোনঃ’ (স্তুত্বহেতুভূতঃ, পরমস্তুত্বনিদানঃ) ত্বং ‘ইন্দ্রস্ত’ (ভগবতঃ—অঙ্গীভূতস্ত
ইতি ভাবঃ) ‘শস্ত্বং’ (স্তুত্বস্বরূপং) ‘স্তোনং’ (পরমানন্দপ্রদং) ‘দক্ষিণং’ (বিশ্বস্ত আধাররূপং)
‘উরুং’ (অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) ‘আবিশ’ (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিতঃ ভব
ইত্যর্থঃ) । আত্মোদ্ধোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । আয়ুসম্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংস্ফুটয়তে ।
ময়ি শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবতঃ সম্মিলনং ভবতু ইতোবং আকাজ্জা অগ্নিন্ মন্ত্ৰাংশে বর্ততে ।

৭। ‘বান’ (হে নাদরূপ !) ‘ভাজ’ (হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ !) ‘অভ্যারে’ (হে
পাপহারক !) বস্তারে’ (হে বিশ্বপালক !) ‘হন্ত’ (হে সদানন্দরূপ !) ‘স্বহন্ত’ (হে শোভন-
কর্ম্মকারিন্, সর্ব্বস্ত্র পোষক ধারক বা !) ‘রুশানো’ (হে সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ !) হে সপ্ত-
দেবাস ! ‘বঃ’ (যুগং) ‘এত’ (পুরতঃ বর্তমানাঃ, যদ্বা—অগ্নিন্ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ) ‘সোম-
ক্রমাণাঃ’ (শুদ্ধসত্ত্বঃ ধারয়িতুঃ উদ্বোধিতাঃ ইতি ভাবঃ) ‘তান্’ (সংকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্
সদ্বাদীন্ ইত্যর্থঃ) ‘রক্ষস্বং’ (পোষণয়ন্তাং) অপিচ, ‘বঃ’ (যুগং) ‘না দভন্’ (না হিংসিষ্ঠ,
যদ্বা—অগ্নান্ সংসম্বন্ধচ্যুতান্ না কুরুধ্বং, যদ্বা—অগ্নান্ পরিত্যজ্য না গচ্ছধ্বং) ; অথবা ‘বঃ’
(যুগান্) ‘না দভন্’ (না হিংসিষত—বৈরিণঃ ইতি বাবং ; হে দেবাস ! এবং কুরুত যেন
অগ্ন্যকং রিপুশত্রবঃ যুগান্ হৃদয়াং অপসারয়িতুং ন শকুং বন্তি ইতি ভাবঃ) । প্রার্থনামূলকোহয়ং
মন্ত্ৰঃ । হে দেবাস ! এবং বিদধ্বং যেন ময়ি সংকর্ম্মসামর্থ্যাঃ সদ্বাদদয়শ্চ অবিচলিতাঃ
তিষ্ঠন্তু । তেনাহং ভগবন্তং প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অম্লবাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে আমার মন (আত্মসম্বোধন) ! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত
বলপ্রাপ্তপ্রদ, জ্ঞানদায়ক অর্থাৎ অমৃতপ্রদ, কর্ম্মশক্তিদায়ক এবং পাপরূপ
অন্তঃশত্রুর হস্তারক শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ।

(খ) হে আমার মন ! তোমার কল্যাণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ
জ্যোতির্ম্ময় অথবা সংস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে তেজের বা জ্ঞানের সাহায্যে অথবা
শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ; পরমানন্দদায়ক বা কমনীয় শুদ্ধ-
সত্ত্বকে কমনীয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক ভক্তি-প্রবাহের দ্বারা
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত শুদ্ধসত্ত্বকে ক্ষয়রহিত
সংকর্ম্মপ্রভাবে বা ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি ।
(মন্ত্ৰটী সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্ধোধনাসূচক । ভাব এই যে,—অক্ষর
অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বের বা সংকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত
হওয়া যায় । অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে
হইলে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয় এবং সংকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য) ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব ! আপনার সম্বন্ধি যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাতে অবস্থিত হউক । (ভাব এই যে,—হে দেব ! আপনি প্রজ্ঞানাদার । কৃপাপূর্বক আপনার অনন্ত প্রজ্ঞানের কণামাত্রও আমাদিগকে প্রদান করুন) ।

২। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হে দেব ! (আপনার সম্বন্ধি) পরমানন্দদায়ক সন্তাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক । (ভাব এই যে—হে দেব ! আপনি সন্তাবের আধার ! আপনাতে যে সকল সন্তাব বিद्यমান আছে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান করুন) ।

৩। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি সৎকর্মের অথবা সৎকর্মপরায়ণ জনের আধাররূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানস্থানীয় হয়েন । (ভাব এই যে—তৎপ্রভাবে সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়) !

(খ) অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি ভগবানের আধার স্বরূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গীভূত হয়েন । ভাব এই যে—ভগবান শুদ্ধসত্ত্বে চির অবস্থিত) ।

(গ) তথাবিধ আপনার প্রসাদে সংসারের লোকসকলের পালন কার্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারা যেন আপনাকে অধিগত করিতে পারি । (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত হয় । তদ্বারা বাহাতে বিশ্বাসিগণের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব ; অর্থাৎ জনহিতসাধন যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত মধ্যে গণ্য হয়) ।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনি বহু আয়াসে অধিগত হয়েন ; আপনার সাহায্যে আমি সংসারের লোকসকলের পালন-কার্যে যেন পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইতে পারি ।

(ঘ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনার মিত্রস্বরূপ সেই ভগবান আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপন্ন হউন ; অর্থাৎ,—আপনার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়া বিরাজমান রহুন ।

(ঙ) তাহা হইলে, হে শুদ্ধসত্ত্ব ! আপনার সম্বন্ধি অর্থাৎ আপনাতে যে পরমার্থরূপ ধন আছে, তাহা আমাকে প্রদান করুন । মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন মোক্ষধন প্রাপ্ত হই) ।

৬। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমাদের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করুন।

৭। অপিচ, সন্তাবপ্রতিবন্ধক শত্রুগণের মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার বিস্তার করুন; অর্থাৎ অন্ধকারে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করুন।

৮। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি হুমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্তূহৎ হয়েন। মিত্রভূত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞানজ্যোতীরূপে আপনি আমাদের প্রতি অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে আগমন করুন অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আমাদের হৃদয় আলোকিত করুন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা—আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত হউক)।

(খ) হে হুমিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের কামনাপরায়ণ অথবা ভগবানের প্রীতিপ্রদ স্তূহৎভূত অর্থাৎ পরমস্তূথনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভূত স্তূথ-স্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধারস্বরূপ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে প্রবেশ কর, অর্থাৎ অনন্তসত্ত্ব-সমুদ্রে মিশিয়া যাও। (মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর আত্ম-সম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে। ভাব এই যে,—আমাতে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের সম্মিলন ঘটুক)।

৯। হে নাদরূপ! হে দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ! হে পাপহারক! হে বিশ্ব-পালক! হে সদানন্দরূপ! হে সকলের পোষক! হে সকলের জীবন অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ! হে আপনারা সপ্তদেবগণ! আপনারা সম্মুখে বর্তমান অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সৌমত্রয় জন্ম আনীত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-ধারণে উদ্বোধিত, সংকর্ষসামর্থ্যকে বা সন্তাবাদিকে পোষণ করুন (রক্ষা করুন); অপিচ, আপনারা আমাদের হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমাদের সংসম্বলিত করিবেন না, অথবা আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। অথবা শত্রুগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে, অর্থাৎ হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন,—আমাদের হৃদয়ের অন্তঃ-শত্রুগণ যেন আমাদের হৃদয় হইতে আপনাদিগকে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনা এই যে,—হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সংকর্ষ সামর্থ্য সকল এবং সন্তাব-

সমূহ অবিচলিত থাকে ; তাহাতেই আমি শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে
প্রাপ্ত হইব । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাংখ্যচার্যাকৃতং) ।

ষষ্ঠেন্দ্রমুদাকে ক্রয়্য সোমস্তোম্যানমুক্তং । সপ্তমে লঙ্কাবসরঃ ক্রয়োহভীদীয়তে ।

১। “সোমং তে ক্রীণাম্যর্জ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্ধ্যাবন্তমভিমাতিষাৎ ১” ২। শুক্রং
তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যক্তে গোঃ ।”—বোধায়নঃ—“অথেনং
সংহিরণ্যেন পণতে সোমং তে ক্রীণাম্যর্জ্জ্বন্তং পয়স্বন্তং বীর্ধ্যাবন্তমভিমাতিষাৎ ১ শুক্রং
তে শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন সম্যক্তে গোরিতি” ইতি । আপস্তম্বো
মন্ত্রভেদমাহ—“সোমবিক্রয়িণে রাজানং বদায় পণতে সোমবিক্রয়িণ ক্রয়ন্তে সোমাৎ ইতি ক্রয়
ইতীতরঃ প্রত্যাং সোমং তে ক্রীণাম্যর্জ্জ্বন্তমিত্যুক্তা-কলয়া তে ক্রীণানীত্যেবমাহ ভূয়ো বা অতঃ
সোমো রাজাইতীতি সর্কেষু পণনেষু সোমবিক্রয়ী প্রত্যাং সম্পদো গবা তে ক্রীণানীত্যন্ততঃ
শুক্রে তে শুক্রেণ ক্রীণানীতি জপিহা হিরণ্যেন ক্রীণাতি” ইতি । হে সোমবিক্রয়িণঃ স্বদীয়ং
সোমং ক্রীণামি । কীদৃশং । উর্জ্জ্বন্তং শারীরবলপ্রদং, পয়স্বন্তং প্রভূতরসোপেতং, বীর্ধ্যাবন্ত-
মিল্লিয়পাটবহেতুং । অভিমাতিষাং পাপরূপস্ত বৈরিণো হস্তারং । শুক্রচন্দ্রামৃতশব্দৈরভিধেয়া-
ন্তেজঃসুখাবিনাশাশ্বদীয়সোমেহ্মদীয়হিরণ্যে চ সমাঃ । অতো হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামি । ন
কেবলং হিরণ্যং ভূভাং দায়তে কিন্তু সমীচীনং গোৱেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্কং দন্তং তস্মাত্তব
হিরণ্যলাভোহধিকঃ ॥

৩। “অশ্নে চন্দ্রাগি ।”—কল্প—“অশ্নে চন্দ্রাগিতি সোমবিক্রয়িণো হিরণ্যমপাদন্তে” ইতি ।
অশ্নাস্থেব হিরণ্যানি চন্দ্রাগি তিষ্ঠন্ত । বহুবচনং ব্যত্যায়েন দ্রষ্টব্যং ॥

৪-৫। “তপসন্তনুরসি প্রজাপতের্কর্ণস্তস্তান্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাম্ চরমেণ পশুনা
ক্রীণাম্যশ্নে তে বন্ধুশ্চয়ি তে রায়ঃ শ্রয়স্তাম্ ।”—বোধায়নঃ—“অথেনং প্রাচীনগ্রীষ্মাহজয়া পণতে
তপসন্তনুরসি প্রজাপতের্কর্ণস্তস্তান্তে সহস্রপোষং পুষ্যন্ত্যাম্ চরমেণ পশুনা ক্রীণামীতি অশ্নে তে
বন্ধুরিতি যজমানমীক্ষতে ময়ি তে রায়ঃ শ্রয়স্তামিত্যাশ্বানং” ইতি । আপস্তম্বো বন্ধুতামাহ—
“তপসন্তনুরসীতি জপিহা হজয়া ক্রীণামি” ইতি । হেহজৈ তং তপসঃ পুষ্যন্ত শরীরমসি ।
যজ্ঞনিষ্পাদকস্ত সোমস্ত হ্যালোকে ঔষৈবাবরুদ্ধত্বাৎ । বর্ণাত ইতি বর্ণো দেহঃ প্রজাপতে-
র্কর্ণেহসি প্রজাপতিবৎ সর্কদেবাত্মকত্বাৎ । তচ্চোপাভূবাক্যাকাণ্ডে আশ্রিতং—“সো বা এষা
সর্কদেবত্যা যদজা” ইতি । কিং চ ত্বমপত্যপন্নস্রয়া সহস্রসংখ্যাতং পুষ্যসি । তাদৃশান্তব
সম্বন্ধিনা চরমেণ সহস্রতমেন পশুনা সোমং ক্রীণামি ন তু স্বয়া । অহং তব বন্ধুত্বং সম্পাদিতস্ত
সোমস্ত কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তত্বান্ময়ি স্বদীয়াস্তপত্যরূপাণি ধনাত্তবতিষ্ঠন্ত ॥ মজ্জাঘ্যাচিধ্যাস্থরাদানভিমতং
নিরাকৃত্য স্বাভিমতং পণনমন্ত্রমুংপাশ্ত বিনিয়ুক্তে—“যৎকলয়া তে শফেন তে ক্রীণানীতি
পণেতাগোঅর্থ ১ সোমং কুর্যাদগোঅর্থং যজমানমগোঅর্থমধর্যুং গোস্ত মহিমানং নাব তিরেকপবা
তে ক্রীণানীত্যেব ক্রাদাকোঅর্থমেব সোমং কৰোতি গোঅর্থং যজমানং গোঅর্থমধর্যুং ন

গোশ্চহিমানমব তিরতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ০) কলাহল্লাদপাত্মো যঃ কোহপাববলেশঃ।
কলয়া শফেন বা পগেন দোষত্রয়া ত্ৰাৎ। সোমো গোরুগং মূল্যং নারীতি। যজ্ঞমানন্তদ্বাভুং ন
শক্নোতি। অধ্বর্ষ্যশ্চ ন দাপয়তীত্যেব। সোমযজ্ঞমানাধ্বর্ষ্যবো গোঅর্থরহিতা ইতি দোষত্রয়ং।
কিং চ সোমো গোমূল্য ইত্যুক্তে গোশ্চহিমাঃবিকো ভবেৎ। তং নাবজানীয়াৎ। পরমতে
ত্বদাববজ্ঞাতো ভবেৎ। গবা তে ক্রীণানীত্যেনে ন মদ্র্যেণ সর্বং সমাহিতং ভবতি॥ যথেষৎ
সোমক্রয়ণি গোস্তথৈবাজাদীনি নব দ্রব্যানি ক্রয়সাধনানি ক্রমেণ বিধত্তে—“অজয়া ক্রীণাতি
সতপসমৈবৈনং ক্রীণাতি হিরণ্যেন ক্রীণাতি সপ্তক্রমৈবৈনং ক্রীণাতি ধেন্বা ক্রীণাতি সাশিরমৈবৈনং
ক্রীণাত্যযত্তেণ ক্রীণাতি সেন্দ্রমৈবৈনং ক্রীণাত্যনভুহা ক্রীণাতি বহির্ক্ষী অনভুহা ক্রীণাতি বহি যজ্ঞস্ত
ক্রীণাতি মিথুনাভ্যাং ক্রীণাতি মিথুনস্তাবরুদ্যৈ বাসসা ক্রীণাতি সর্কদেবতাং বৈ বাসঃ সর্কাত্য
ঐবৈনং দেবতাভ্যাঃ ক্রীণাতি দশ সম্পগত্তে দক্ষাঙ্করা বিরাদন্নং বিরাদ্ভবিরাজৈবান্নামব
কৃদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি।

তপসন্তনূরীত্বাঙ্কবাদদ্বয়্য ক্রাতস্ত সোমশ্চ সতপস্বঃ । এবমুত্তরাপি যোজ্ঞঃ । শাশিৰ
দধাদিগোরসোপেত্যং, সেঙ্গমিক্রিয়বর্দ্ধকং, বহ্নির্কাহকঃ, যজ্ঞস্ত বহ্নি যজ্ঞনির্কাহকঃ সোমঃ ।
মিথুনান্ভ্যাং বৎসতরো বৎসতরী চেত্যোতান্ভ্যাং মিথুনাবষবাভ্যাং ধেনোঃ সবৎসার্য্য বিবক্ষিত-
ত্বাদংশদ্রব্যাসম্পত্তিঃ ॥ মন্ত্রত্রয়ং স্পষ্টার্থস্থবুদ্ধ্যোপেক্ষ্য চতুর্থমন্ত্রস্তাভিপ্ৰায়মাহ—“তপসন্তনুং দি
প্রজাপতের্বর্ণ ইত্যাহ পশুভ্য এব তদধৰ্ম্মণিনিহন্তুত আশ্বিনোহনারক্সয়” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ১০) ইতি । তন্নেন মন্ত্রপাঠেন পশুভ্যোহজ্ঞাপ্রভৃতিরীহন্তুতং ফলপতি । ন
হজ্ঞা পরমার্থতন্তপসন্তনুর্ভবতি, নাপি প্রজাপতের্বর্ণো রূপং । তেনাপশাপোনাজোপচৰিতা
ভবতি । স চোপচারঃ স্বস্ত্যাপরাধরাহিত্যায় ক্রিয়তে ॥ পশুপচারবেদনং প্রশংসতি—
“গচ্ছতি শ্রিয়ং প্র পশুনাপোতি য এবং বেদ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি ।
দন্তস্ত হিরণ্যস্ত পুনরাদানং বিবিৎস্বহিরণ্যপ্রকাশকং দ্বিতীয়মন্ত্রং স্পষ্টার্থমপি পুনরনুসন্ধতে—
“শুক্রে তে শুক্রেণ ক্রীণামীত্যাহ যথাযজুরুবৈতৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি ॥
পুনরাদানং বিধিতে - “দেবা বৈ যেন হিরণ্যেন সোমমক্রীণান্তদভীষহা পুনরাহদদত কো হি
তেজসা বিক্রেম্যত ইতি যেন হিরণ্যেন সোমং ক্রীণামাত্তদভীষহা পুনরা দদীত তেজ
এবাহ্বন্দ্রতে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । অভীষহা বলাৎকারেণ । কো
হীত্যাদিদেবাভিপ্ৰায়ঃ ॥

৬। “অগ্নে জ্যোতিঃ।”—করঃ—“অগ্নে জ্যোতিরিতি শুক্রাৰ্মৃগাস্তকাং যজমানান্
প্রযচ্ছতি তাং কালে দশপবিত্রস্ত নাভিং কুরতে” ইতি। অবিলোমতির্নির্মিতস্তত্ত্বকৃণাস্তকা।
শ। ৮ শুক্রা জ্যোতিঃস্বরূপা তজ্জ্যোতিরিত্যস্ববতিষ্ঠতাং ॥

৭। “সোমবিক্রয়িণি তমঃ।”—কল্পঃ—“কৃষ্ণামূর্ণাস্তকামস্তিঃ ক্রেদয়িত্বৈদমহত্ সর্পাণাং দন্দ-
শুকানাং গ্রীবা উপগ্রহস্মারীতাপগ্রথ্য সোমবিক্রয়িণং বিধাতি সোমবিক্রয়িণি তম ইতি” ইতি ॥

মন্ত্রধ্বং ব্যাচটে—“অয়ে জ্যোতিঃ সোমবিক্রিণি তম ইত্যাহ জ্যোতিরেব বজ্রমানে দধতি
তমসা সোমবিক্রিণমর্পরতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি ॥ বিপকে বাধপুরঃসরঃ
গ্রন্থনমন্ত্রঃপাদয়তি—“বদনুপগ্রথ হস্তান্দনশুকাভাং, সমাং, সর্পাঃ স্মারিদমহং, সর্পাণাং

দন্দশূকানাং গ্রীবা উপ গ্রণামীত্যাহাদন্দশূকান্তা ৬ সপা ৬ সর্পা ভবন্তি তমসা সোমবিক্রয়িণং বিধ্যতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । কৃষ্ণা বিধ্যৎ । তাং সমাং তং সংবৎসরং কৃৎসং । ইদমহমিত্যাদিমন্ত্রেণ সর্পদংশস্ত পরিহারঃ ॥

৮। “মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইন্দ্রস্তোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নশস্ত ৬ স্তোনঃ স্তোনম্ ।”—
কল্পঃ—“কোৎসাজ্ঞানমাদন্তে মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইতি তং যজমানস্তোরো দক্ষিণত আসাদয়তি ইন্দ্রস্তোরুমা বিশ দক্ষিণমুশন্নশস্ত ৬ স্তোনঃ স্তোনমিতি” ইতি । শোভনং মিত্রং সোমরূপং যন্ত যজমানস্ত স যজমানঃ স্মিত্রস্তং দধতি পোষয়তীতি স্মিত্রধাঃ । হে সোম । স্মিত্রধাস্বম্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ । হে সোম, ইন্দ্রস্ত যজমানস্ত দক্ষিণমুশন্নশস্ত বিশ । কীদৃশং, উশস্তং কাময়মানং স্তোনং স্মৃৎকরং । ত্বমপি তাদৃশঃ ॥

৯। “স্বান ভাজাজ্বারে বস্তারে হস্ত স্নহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণান্তান্ রক্ষধং মা বো দভন্ ॥”—কল্পঃ—“অথ সোমক্রয়ণান্নুদিশতি স্বান ভাজাজ্বারে বস্তারে হস্ত স্নহস্ত কৃশানবেতে বঃ সোমক্রয়ণান্তান্ রক্ষধং মা বো দভন্বিতি” ইতি । স্বানাদয়ঃ সোমরক্ষকাঃ । সোমঃ ক্রীয়েতে যৈর্গবাদিভিস্তে সোমক্রয়ণাঃ । হে স্বানাদয়স্তান্ সোমক্রয়ণান্ পালয়ত । কেহপি বৈরিণো যুয়ান্মা হিংসিষত । অত্র মূল্যভূতান্ সোমক্রয়ণান্নুদিশ্য পশ্চাৎসোমস্বীকারো যুক্তঃ । অতোহর্থক্রমেণ মিত্রো নঃ ইন্দ্রস্তোরুমিতি মন্ত্রদ্বয়মুপরিষ্টাভ্যাত্তে ॥ ইমং মন্ত্রং ব্যাচষ্টে—
“স্বান ভাজেত্যাহেতে বা অমুয়িল্লোকে সোমরক্ষস্তেভ্যোহধি সোমমাহরন্” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । অধি অধিকং প্রভূতং ॥ বিপক্ষস্বপক্ষয়োর্দোষতৎসমাধানে দর্শয়তি—“যদেতেভ্যঃ সোমক্রয়ণান্নুদিশেদক্রীতোহস্ত সোমঃ শ্রান্নাত্তেতেহমুয়িল্লোকে সোম ৬ রক্ষন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১০) ইতি । সোমং সোমবাগফলং ॥ অথ সোমস্বীকারস্ত প্রাপ্তাবসরভাষ্যস্তং ব্যাচষ্টে—“বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোম উপনক্কো মিত্রো ন এহি স্মিত্রধা ইত্যাহ শাষ্টব্য” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । বন্ধনস্ত বরুণপাশরূপত্বাভ্যুক্তঃ সোমো বারুণঃ । অতো বরুণবৎ কুরত্বপ্রাপ্তো তচ্ছাস্তয়ে মিত্রত্বং প্রতিপাদয়তি ॥ উরুস্থানং পূর্বাচার-প্রাপ্তমিত্যাহ—“ইন্দ্রস্তোরুমা বিশ দক্ষিণমিত্যাহ দেবা বৈ য ৬ সোমমক্রীণন্তমিত্রস্তোরো দক্ষিণ আহসাদয়ন্তেধ খলু বা এতহীন্দ্রো যো যজতে তস্মাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“সোমং জপেৎ ক্রয়াৎ পূর্বং শুক্রং স্বর্ণেন তৎক্রেত । অশ্বে স্বর্ণরূপাদন্তে তপ জপাৎ ক্রেতঃজয়া ॥ ১ ॥ অশ্বে জ্যো স্বামিনে দত্বাচ্ছক্রামূর্ণাস্তকামথ । সোম বিধ্যৎ কৃষ্ণয়োর্ণাস্তকমা ক্রয়কারিণং ॥ ২ ॥ মিত্রঃ সোমমুপাদায়েজ্জস্তোরাবুপবেশয়েৎ । স্বান মূল্যান্নুদিশেদিমে মন্ত্রা নবোদিতাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ।

অথ মীমাংসা ।

বাদশাখায়ান্ত চতুর্থপাদে চিস্তিতঃ—“ক্রয়ণেশু বিকল্পঃ শ্রাৎ সাহিত্যং বাহগ্রিমো যতঃ । কার্যেক্যকামনেতর্লভাকশোভেন্চ সমুচ্চয়ঃ” ইতি ॥

অজয়া ক্রীণতি হিরণ্যেন ক্রীণতি বাসসা ক্রীণাতীত্যাদীনি বহুনি সোমক্রয়সাধনদ্রব্যগাথা-

তানি । তেযাং কার্যেক্যাদিকল্প ইতি চেম্বেবং । বহুভির্দ্যৈব্যাক্ষিক্রেতুরানতেঃ সৌভাৱ্যং,
দশভিঃ ক্রীণাতীতি সংখ্যোক্তেন্দ্ৰ সমুচ্চয়ঃ ॥ অত্র সর্বাণি যজুঃমি ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাখ্যাবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাণ্ডে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে সপ্তমোহনুবাকঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা ।

ষষ্ঠ অনুবাকে ক্রয়ের নিমিত্ত সোমের ওজন-পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; এক্ষণে এই সপ্তম অনুবাকের মন্ত্র-সমূহে হিরণ্য-বিনিময়ে সোম-ক্রয়-কার্য্য পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইতেছে । ভাষ্যানুক্রমণিকায় এইরূপ অভিমত পরিব্যক্ত দেখিতে পাই । এইরূপ অনুক্রমণে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, একে একে তাহার পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাখ্যার ভাব বিবৃত করিতেছি ।

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রে সোম-বিক্রেতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে । তাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বলা হইতেছে,—‘হে সোম-বিক্রেতা ! আমি তোমার সোম ক্রয় করিব । সে সোম কিরূপ ? ‘উর্জ্জ্বস্বন্তং’ অর্থাৎ শারীরবলপ্রদ, ‘পয়স্বন্তং’ অর্থাৎ প্রভুতরসোপেত এবং ‘অভিমাতিষাহং’ অর্থাৎ পাপ-রূপ বৈরিগণের হস্তা । শুক্র এবং চন্দ্র পদদ্বয়ে অমৃত পদের সহ-যোগে অবিনাশী তেজ এবং সুখের কামনা করা হইয়াছে ; আর তদ্বারা সোম-বিক্রেতাকে জানান হইয়াছে,—তোমার সোম এবং আমার হিরণ্য উভয়ই তুল্য-মূল্য । অতএব, আমার এই হিরণ্য তোমার সোমকে কিনিতে সমর্থ । আমি তোমাকে কেবলমাত্র হিরণ্য প্রদান করিতেছি না ; অধিকন্তু তোমাকে সমীচীন একটা গাভী পূর্বেই প্রদান করিয়াছি । অতএব, এখন তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করিতেছি, তাহা তোমার অধিক লাভ বলিয় মনে করিবে ।’ * ভাষ্যের ইহাই অভিমত ।

* কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতায় প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে ভাষ্যকার মহীধর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল । মহীধরের মতে মন্ত্র সোম-ক্রয়কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোম ! দীপ্যমান্ তোমাকে দীপ্যমান্ হিরণ্যের দ্বারা ক্রয় করি । তুমি (সোম) কিরূপ ? ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আফ্লাদকর, স্বাহুত্বে অমৃতের সমান ।’ অতঃপর হিরণ্যের দ্ব্যুতি ব্যাখ্যাত হইতেছে । কিরূপ হিরণ্য ? অর্থাৎ—আফ্লাদকর, অগ্নি-সংযোগেও বিনাশরহিত । পরে যে হিরণ্যের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকল্পন করিবার বিধি । সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—‘তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাপ্তি-স্বীকার করিলে তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্ত ‘সম্যন্তে গোঃ’ প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । তাহাতে

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহা অনুধাবন করুন । দ্বিতীয় মন্ত্র—‘অস্মৈ তে চক্ষ্রাণি ।’ স্বত্রার্থে প্রকাশ,—যজ্ঞমানে প্রতাপিত যে গো-দ্রব্য, তাহা পুনরায় যজ্ঞমানসহ সোম-বিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোমবিক্রেতা ! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই সকল হিরণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদেরই প্রতাপন কর ।’ অতঃপর তৃতীয় মন্ত্র । অজা বা ছাগকে পূর্বমুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে অজা ! তুমি পুণ্যের দেহ হও ।’ দিগ্বিশিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্ত অজাকে গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি, তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন । এই জন্ত অজার সর্বদেবত্ব ও পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ । অপিচ,—‘হে অজ ! তুমি প্রজাপতির দেহ হও । প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজাও সেইরূপ সর্বদেবপ্রিয় ।’ অজাকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া, সোম-সম্বোধনে ‘চরমেণ পশুন্য’ প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোম । উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু সম্বন্ধি অত্যাশ্রয় সহস্র পশুর দ্বারা তোমাকে ক্রয় করিতেছি । অর্থাৎ অত্যাশ্রয় পশুর দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ, কিন্তু তোমার নিজের দ্বারা নহে । অতএব তোমার বন্ধুত্ব প্রাপ্ত সোমের কর্মে প্রবৃত্ত বলিয়া, তোমার প্রসাদে তোমার অপত্যরূপ ধনসমূহের দ্বারা এবং পুত্রপন্থাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইব । হে অজা ! প্রজাপতি তপস্বরূপ ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ । অতএব, তুমি তাঁহার সেই রূপ । অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ ।’ এস্থলে ভাষ্যকার একটা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন । সে উপাখ্যান—ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ । অজা বা ছাগী প্রতি বৎসর তিন বার করিয়া সস্তান উৎপাদন করে । সেই হেতু ‘প্রজাপতের্কর্ণত্বম্’—শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হয় । সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রসিদ্ধ । সেই সম্বোধন করিয়া পরে সোম-সম্বোধনে বলা হইতেছে,—উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে ক্রয় করা হইয়াছে । অতএব আমি তোমার প্রসাদে সহস্র প্রাণীর পোষণকারী ধনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইব ।’ ভাষ্যের অর্থ এইরূপ । মন্ত্রসমূহে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা—কত জনকেই সম্বোধন করা হইয়াছে ; আবার কত ভাবে কত প্রকার অর্থই অধ্যাহার করা হইয়াছে । তাহাতে মন্ত্রসমূহে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে বটে ; অথচ, তাহাতে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায় না ।

কর্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রকয়েটির ভাষ্য-প্রণোদিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় । মন্ত্র সরল সহজবোধ্য হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে । কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য

ঐ মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে সোমবিক্রেতা ! সোমমূল্য-স্বরূপ তোমাকে যাহা প্রদান করিলাম, তবসম্বন্ধি সেই গো বা গাভী পুনরায় যজ্ঞমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক । অর্থাৎ, কেবলমাত্র হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্তু গাভীসমূহ তোমার হইবে না ।’

আমরা ভিন্নমত পরিপোষণ করি না; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেই পন্থার অনুসরণে আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে ভাষ্যের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ। আমরা এই মন্ত্র-সমূহে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত ‘মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায়’ ও ‘বঙ্গানুবাদে’ তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমরা ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

আমরা মন্ত্রের মধ্যে সোমবিক্রেতার বা অজার সোধোদন-মূলক পদ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন্ত্রে ‘পশুনা’ পদ আছে। সম্ভবতঃ ‘পশুনা’ পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার ‘অজা’ সোধোদন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মনে করি, মন্ত্র-কয়টি শুদ্ধস্বস্বরূপ ভগবানের এবং শুদ্ধস্বের সোধোদনে প্রযুক্ত। তাহাতে মন্ত্রসমূহে এক মহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। বোধসৌকর্য্যার্থে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র দুইটিকে আমরা কয়েকটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। শুদ্ধস্বস্বরূপ ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। যে শুদ্ধস্বলীতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, যে শুদ্ধস্বের কণ্ঠশক্তির পরিবৃদ্ধি হয় এবং যে শুদ্ধস্বের অন্তঃশব্দ বিনষ্ট হয়, সেই শুদ্ধস্ব-প্রাপ্তির বিষয়ই মন্ত্রের প্রথমমাংশে প্রকটিত। দ্বিতীয় অংশে সেই শুদ্ধস্বের স্বরূপ বিবৃত বলিয়া মনে করি। ভগবান্ জ্যোতির্ময় শুদ্ধস্বস্বরূপ, তিনি চন্দ্রের স্থায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষর-রহিত। তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সংকর্ষের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্মল যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই ‘শুদ্ধ’; যাহা বিশুদ্ধা ভক্তি—যাহাকে অনন্তা-ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দ-দায়িনী; আবার যাহা সংকর্ষ—যে কর্ষ সংস্বরূপে নিয়োজিত, তাহাই অমৃত—ক্ষয়রহিত। ‘কীর্ত্তিবন্ত সঃ জীবতি’—তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। প্রথম মন্ত্রে তাই বলা হইল,—‘যদি জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও; তাহা হইলে বিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানের অধিকারী হও। যদি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আনন্দদায়িনী অনন্তা-ভক্তির অধিকারী হও। যদি অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় সংকর্ষ-সাধনে উদ্বুদ্ধ হও। সংসাহায্যে সংকে পাওয়া যায়। শুদ্ধস্ব সাহায্যেই শুদ্ধস্ব-স্বরূপকে দ্বন্দ্বয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ—সজ্জ্ঞানের অধিকারী হও; সাধনা কর—অনন্তা ঐকান্তিকী-ভক্তির; অনুষ্ঠান কর—সংকর্ষের। তাহা হইলেই শুদ্ধস্ব-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই শুদ্ধস্বরূপী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ সঙ্কল্প—এইরূপ আত্মোদ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইব, তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব, তাঁহাকে কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা—কে শিখাইয়া দিবে, কে জানাইয়া দিবে! মন্ত্র তাই অভয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,—‘কেন, ভাবনা কিসের তোমার? তাঁহার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ দেখ; তাঁহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও।’ তিনি ‘শুদ্ধ’ অর্থাৎ জ্যোতির্ময় শুদ্ধস্ব; তাঁহাকে জ্যোতীরূপে দেখ,—জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধস্ব সঞ্চয় কর; তাহা হইলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি ‘চন্দ্রঃ’ অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক।

প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আমনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর কল্পরহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটা আলোকবর্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের অনন্ততা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক-লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি বাহা বা বেরূপ, তাঁহার বা সেইরূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তন্নিহিত তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্যন্তর্গত 'চক্ষুঃ' এবং 'অমৃতং' পদদ্বয় 'সুক্রং' ও 'দ্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চক্ষুঃ' ও 'অমৃতেন' পদদ্বয় 'সুক্রং' পদের বিশেষণ-রূপে পল্লিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অদ্বৈত ভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হয় নাই কি ?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—‘হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সত্ত্বাবাদার সৎকর্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদেরকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সত্ত্বাবাদারি কিঙ্কিমাাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।’ ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রের “সম্যক্তে গোঃ” অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—‘হে সোমবিক্রিয়! ন কেবলং হিরণ্যং তুভ্যং দীয়তে কিন্তু সমীচীনং গোরেকহায়নীস্বরূপমপি পূর্বং দত্তং তদ্ব্যস্তব হিরণ্য-লাভোহধিকঃ।’ অর্থাৎ,—পূর্বে গাভী দিয়াছি; এক্ষণে হিরণ্য দিতেছি; সুতরাং এই হিরণ্য তোমাকে অধিক দেওয়া হইল। শুক্রযজুর্বেদে মহীধর আবার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—‘গোঃ সোমমূল্যত্বেন তুভ্যং দত্তা সা স্বদীয়া গোঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্তা লগ্নে যজ্ঞমানে তিষ্ঠতু।’ অর্থাৎ,—‘সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজ্ঞমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।’ দ্বিতীয় মন্ত্রের (অয়ে তে চক্ষ্রাণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—‘হে সোমবিক্রিয়! তে চক্ষ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তাত্স্যে প্রত্যাবৃত্তা তিষ্ঠন্ত, তব গোরেব সোমমূল্যমস্ত হিরণ্যপি মা ভুবনিত্যর্থঃ।’ অর্থাৎ,—‘তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।’ ভাষ্যকারের এবিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু উহাতে ক্রেতার অস্থির-চিন্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

তৃতীয় মন্ত্রটিকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধস্বত্বকে সোধান করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিতে অংশে শুদ্ধস্বত্বকে সৎকর্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—‘তপসন্তনুসি’। যাগযজ্ঞতপস্চারণা প্রভৃতি সৎকর্মের দ্বারা শুদ্ধস্ব সঞ্চারিত হয়। হৃদয় নির্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সত্ত্ববের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম সদহুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধস্বের উদয় হয়,—হৃদয় ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—‘প্রজাপতের্বর্ণঃ

(অসি)।' অর্থাৎ,—‘তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।’ সংস্করণ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠান; আবার শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সত্ত্বাবের শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় ভগবান্ আপনাই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের রূপ এবং সংকল্পের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। তৃতীয় (গ-চিহ্নিত) অংশের ‘পশুনা’ পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার ‘তবসম্বন্ধিনা সহস্রতমেন পশুনা’ (অজ্ঞা পদ) অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের ঐরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। ‘পশু’ পদে আমরা পূর্বাংশ ‘পশুভাব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ ‘পশুনা’ পদে ‘দর্শনেন’ ‘জ্ঞানেন’ অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ ‘দৃশ’ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে ‘দর্শনেন’ অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে ‘পশুনা’ পদে ‘পশুভাব মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা’ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ‘চরমেণ পশুনা ক্রীণামি’ অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—‘উত্তমেন অজালকণেন পশুনা স্বাং ক্রীণামি’; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, ‘উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন স্বং অধিগতো ভবসি’—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিষ্কৃত হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা জ্ঞান-দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু ‘চরমেণ’ অর্থেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—‘শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ-জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।’ বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বলাভে কি ফল লাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—‘সহস্রপাষ্য পুেষ্যম্।’ অর্থাৎ,—সংসারের লোক-সকলের পারিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব। এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী ভক্ত সাধকের সঙ্গীর্ণ-ভাব দূরে গিয়াছে; তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—‘কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসম্ভ্রাত সত্ত্বাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সত্ত্বাবারিত করিব। সকলেই উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অমুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতিব। ফলতঃ, জনহিতসাধনেই আমি আমার জীবন-মন উৎসর্গ করিব।’ আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রের শেষ দুই অংশের ভাব মন্দামুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরম ধন আছে, সেই ধন তিনি আমাদের গণে হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধনে আমাদের গণে হৃদয় পূর্ণ হউক, আমাদের গণে কৰ্ম ভগবৎকার্যে বিনিয়ুক্ত থাকুক, আর তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম মন্ত্র কিঞ্চিৎ মূর্খোধ্য। সূত্রাকারে গ্রথিত মন্ত্রদ্বয়ে কাহার প্রতি লক্ষ্য

আছে, তাহা বুঝা কঠিন। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—‘অবিরোম নিশ্চিত তত্ত্ব উর্ণাস্তক। সেই উর্ণাস্তক গুরু—জ্যোতিঃ-স্বরূপ। সেই জ্যোতিঃ আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউক।’ আর ‘সোম-বিক্রেতা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হউক।’ আমরা মন্ত্রদ্বয়ে ভগবৎ-সম্বোধন লক্ষ্য করি। ‘ভগবদনুগ্রহে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হউক’—মন্ত্রদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। ‘সোম-বিক্রয়িণি’ পদে আমরা সন্দাব প্রতিবন্ধক অন্তঃশত্রুকেই লক্ষ্য করি। তাহাতে সপ্তম ‘সোমবিক্রয়িণি তমঃ’ মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—মাহারা অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া সন্দাব-উন্মেষণে প্রতিবন্ধক হয়, তাহাদিগকে তমোদ্বারা আবৃত করুন। অর্থাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করুন।’ তাহা হইলেই আমরা ‘চন্দ্রাণি’ অর্থাৎ ‘জ্যোতিঃ’ দিব্য-দৃষ্টি—জ্ঞান দৃষ্টি লাভে সমর্থ হইব।

তার পর অষ্টম ও নবম মন্ত্রের তাৎপর্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে, বাম হস্ত দ্বারা অজ্ঞা প্রদানান্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম-সম্বোধনে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—‘হে সোম ! তুমি আমাদিগের প্রতি আগমন কর। তুমি কিরূপ ? অর্থাৎ সখা বা প্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ এবং শোভন মিত্রের পালক।’ ক্রয়করণান্তর বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ তারল্যসম্পন্ন বলিয়া ক্রুরতা (অর্থাৎ পতন-স্বভাব) হেতু তৎশাস্তিকামনায় তাঁহার মিত্রত্বের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উরু হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়া নববস্ত্র দ্বারা উরু আচ্ছাদন করিবে। তার পর তত্পরি সোম স্থাপন করিয়া নবম মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘যজ্ঞমানরূপে পরমৈখর্যোপেত বলিয়া ‘ইন্দ্রশ্র’ পদে যজ্ঞমানকে বুঝায়। হে সোম ! তুমি যজ্ঞমানের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর।’ তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—‘কিরূপ সোম ? অর্থাৎ ‘উরু’ কাময়মান এবং স্নগ্ধভূত। কিরূপ উরু ? অর্থাৎ,—সোমকাময়মান এবং উপবেশনে জুথকর। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সে উপাখ্যান,—‘পুরাকালে দেবগণ সোম ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হেতু ‘ইন্দ্র’-শব্দে এখানে যজ্ঞমানকে বুঝাইতেছে। ‘সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন ; তাহা হইতে ইন্দ্রের যজ্ঞনাকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।’ নবম মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটা দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যাদি সম্বন্ধে স্থাপন করিয়া, সোমবিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘হে শব্দকারী, হে শোভমান, হে পাপারি, হে বিশ্বশেষক, হে সদাহুষ্টিরূপ, হে শোভনহস্ত, হে দুর্জয়রক্ষক, হে দেবতাসপ্তক ! আপনাদিগের আশ্রিত এই সোমক্রয়কারীর হিরণ্যাদি পদার্থ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে।’

লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্বেই বলিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতান্তর ঘটিলেও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক

ভাব নিহিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি । মন্ত্রের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যাস্ত্রসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে । কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি ।

আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয় সরল প্রার্থনামূলক । অষ্টম মন্ত্রে শুদ্ধস্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে । বলা হইতেছে,—‘আপনি মিত্রের স্থায় আস্থন ; জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করুন ।’ মন্ত্রে আছে,—‘মিত্রো ন এহি ।’ ভাষ্যকার অবয়ব করিয়াছেন,—‘স্বং নোহস্মান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ । কিস্তৃতস্বং মিত্রঃ সখা প্রীতিযুতঃ যদ্বা মিত্র মিত্ররূপং স্বং অস্মাকং মিত্রঃ প্রিয়ো ভূত্বা সমাগচ্ছ ।’ আমরাও ভাষ্যকারের এই অবয়ব গ্রহণ করিয়াছি । অধিকন্তু, আমরা মনে করি ‘মিত্রো ন’ পদে এক উপমা সূচিত হইয়াছে । সে উপমা—‘মিত্রো ন মিত্রভূতঃ সহায়কঃ ইব ।’ মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃপরতঃ হিতাকাঙ্ক্ষা করেন ; ভগবানও সেইরূপ নির্মলাস্তঃকরণ ভক্ত সাধকের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন । ভক্ত যে তাঁহার মিত্র ! তিনি যে ভক্তের মিত্র । তিনি যে ভক্তের ভগবান, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত । এইজন্ত তাঁহাকে ময়ে মিত্রের স্থায় আগমনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । এই জন্তই তিনি ‘স্বমিত্রধা’ অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, অথবা শ্রেষ্ঠ স্বহং । তিনি চতুর্গর্গধনের হেতুভূত, তিনিই আবার আমার মোক্ষের পথ প্রদর্শক । তাই তিনি ‘স্বমিত্রধা ।’ তিনি প্রজ্ঞানরূপী—জ্ঞানময় ; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । সংস্বরূপ তিনি ; সংকর্ষেই তাঁহার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে ; সত্তাবেই তিনি প্রকাশিত হন ; সত্তাবের সংকর্ষের দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় । মন্ত্রের ‘মিত্রো ন এহি’ অংশে, তাই ভক্ত সাধক বলিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! তুমি জ্ঞানজ্যোতীরূপে এস ; তুমি মিত্রের স্থায় সহায় হও ; তুমি আমার হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া অবস্থিত কর ; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই ।’

দ্বিতীয় অংশ বিশেষ জটিলতাপূর্ণ । মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ইন্দ্রস্ত’ ও ‘উরুং’ পদে ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে । ভাষ্যকার ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে ‘যজমানস্ত’ এবং ‘উরুং’ পদে ‘উরুপ্রদেশং’ অর্থ অব্যাহার করিয়াছেন । আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতান্তর ঘটিল, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি । ‘ইন্দ্রস্ত’ পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে গ্রন্থাস্তরে দেখিতে পাই,—‘যজমানরূপে পরমৈশ্বর্যেণোপেতত্বাদব্রহ্মশব্দেন যজমানঃ ।’ অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্বর্যযুক্ত বলিয়া ইন্দ্র পদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে । শিবপূজা-প্রকরণে অষ্টমূর্তির পূজা বিহিত আছে । তদ্বাধ্যে ভগবানের যজমানরূপী এক মূর্তির পূজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই,—‘ও পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ ।’ আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে । ভাষ্যকারও (পূর্বেদান্ত অংশে) ‘যজমানরূপে পরমৈশ্বর্যেণোপেতেন’ ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি । সে পক্ষে ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে আমরা সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘ভগবতঃ—যজমানরূপস্ত’ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি । তাহাতে ‘উরুং’

পদের সহিত স্তব্ধ অক্ষর হইতে পারে। ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের ‘উরুং’ পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই ‘ইন্দ্রস্ত’ পদে সাধারণ বস্তুমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। ‘উরুং’ (উরুং) পদে ‘আমরা’ ‘উরুপ্রদেশং’ অর্থ গ্রহণ না করিয়া মহান্ বিস্তৃত অর্থে ‘অনন্তং সত্বসমুদ্রং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। স্বাক্ষরের অনুসরণে ‘উরুং’ পদে ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থ-মূলক ‘উরু’ হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে কোষগ্রন্থে ‘উরু’ পদের নিয়ন্ত্রিত পৰ্য্যায় নির্দিষ্ট হয়; যথা,—“পৃথুরু পৃথুলং ব্যাঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ” (হেমচন্দ্র ৬।৬৬)। দৃষ্টান্ত,— ‘অগাধং নিধিসুকুমন্তসামনন্তম্।’ ইহা হইতেই আমরা ‘উরুং’ পদের ‘অনন্তত্ব’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ‘ইন্দ্রস্ত উরুং’ পদদ্বয়ে ‘ভগবতঃ অনন্তত্বং (সত্বসমুদ্রং)’ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে সাধক শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—‘হে আমার হ্রস্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের অনন্তত্ব (অনন্ত সত্বসমুদ্রে) প্রবেশ কর।’ হৃদয়ে যে সত্ত্বাবের সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন সাধিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তরূপী ভগবান সদানন্দময়। একবার তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি? শ্রুতি বলিয়াছেন,—‘যো বৈ ভূমা তৎ সূখং’ (ছান্দোগ্য, ৭। ৩।১); আবার, ‘আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজাচ্চৎ। আনন্দক্লেব খৰ্ঘিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রবন্ত্যতিসংবিশন্তীতি।’ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬)। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। জীব মাত্রেই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে এবং আনন্দেই লীন হইতে চায়। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই ভূমানন্দেরই কামনা করেন। তাই, ‘স্তোনঃ’ এবং ‘স্তোনং’ পদে যথাক্রমে ‘পরমসুখ-নিদানঃ’ এবং ‘পরমানন্দপ্রদঃ’ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে সত্ত্বাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয়। সত্ত্বাবে—সত্ত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যপদেশে তাহা আলোচিত হইয়াছে। পরমসুখনিদান সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অধিষ্ঠান, তাহাই সুখকর—তাহাই আনন্দপ্রদ। সেই জ্ঞানই শুদ্ধসত্ত্বের একটা বিশেষণ—‘স্তোনঃ’; আর ‘উরুং’ পদের একটা বিশেষণ ‘স্তোনং’। সংস্করণ তিনি, শুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার অধিষ্ঠান; তাই তিনি শুদ্ধসত্ত্বেরই কামনা করেন। তাই ‘উরুং’ পদের আর এক সুপ্রযুক্ত বিশেষণ ‘শস্তং’। সেইরূপ অর্থে ‘উশন’ পদও সুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান্ এবং শুদ্ধসত্ত্ব—আধার ও আধেয় রূপে অবস্থিত। তবে কে আধার, কে আধেয়, তাহা নির্ণয় করা স্বকঠিন। যেখানে ভগবান্, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব; যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই আবার ভগবান্! পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সত্ত্বক। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে।’ প্রথমে সংকল্পের দ্বারা, সজ্ঞান-লাভে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে উদবুদ্ধ হও। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে, আচ্ছাদন-ধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই আদিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে। তখন,

তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আসিবে । এ মন্ত্রে এইরূপে উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি ।

নবম মন্ত্র অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন । ঐ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে । ভাস্কের মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়,—স্বান-ব্রাজ প্রভৃতি সপ্তদেব আয়ুর্গ্নিক লোকে সোম রক্ষা করিয়া থাকেন । কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারো, তাহা কিবা ভা.য় কিবা ভাষ্যোক্ত শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পষ্টীকৃত হয় নাই । বেদে ‘সপ্ত’ ও ‘ত্রি’ শব্দের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় ; যথা—‘ত্রি-সপ্তাঃ’, ‘সপ্তমাতৃভিঃ’, ‘ত্রীণি পদা’ ‘সপ্তদেবাঃ’, ‘সপ্তধামভিঃ’ ইত্যাদি । এই ‘সপ্ত’ শব্দের এরূপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য্য, মৎকর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ স্কন্ধের অষ্টম ঋকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে । মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি । ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক । এই লোকসপ্তকের যাহারা অধিপতি, তাহারা ই সপ্তলোকপাল,— তাহারা ই পূর্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন । অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বরুণ—ইহারা সেই সপ্তলোক-পালক । ‘স্বান’ পদ শব্দার্থক মন্ হইতে নিষ্পন্ন । শাস্ত্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রহ্ম । সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ঔকাররূপী ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন । তাই স্বান্ পদে নাদরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি । ‘ব্রাজ’ পদে সূর্য্যদেবকে সম্বোধন আছে । ‘ব্রাজ’ ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া । যিনি দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, তিনিই ‘ব্রাজ’ । সূর্য্যদেব—স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান্ । ‘তজ্জ্বারে’ পদে বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে । ভাস্করমতে যিনি ‘অজ্যন্ত্র পাপস্ত্র অরিঃ’ তিনিই ‘অজ্যারিঃ’ । ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধসত্ত্বের বারিধারায় পাপকে বিধৌত করেন,—স্নেহকারুণ্য-রূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের পাপ-তাপ হরণ করেন । ‘বস্তারে’ পদে বিশ্বের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি । ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রুদ্র সংহারকর্ত্তা । আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হন্ ধাতু হইতে হন্ত পদ নিষ্পন্ন । ‘হন্ত’ পদে সদানন্দময় মহেশ্বর রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে, তিনি ভূমানন্দে সদা মত্ত, তাই তিনি ‘হন্ত’ অর্থাৎ সদানন্দ । ‘স্বহন্ত’ সম্বোধনে বায়ুদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে । বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই প্রাণিগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু ভিন্ন জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব । তাই বায়ু—জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধারয়িতা । যিনি সৃষ্টরূপে জীবনকে ধারণ বা পোষণ কারণ,—তিনিই ‘স্বহন্ত’ । আমরা মনে করি, ভুবলোকের পতি সেই বায়ু-দেবতাকেই ‘স্বহন্ত’ পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ‘কৃশাঙ্গু’ পদ অগ্নি-নান-পর্য্যায় পরিদৃষ্ট হয় । অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ । তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না । আবার জ্ঞানাগ্নি পরিশোধিত না হইলে, আত্মোৎকর্ষ সারিত হয় না । অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত । ‘কৃশানো’ পদে, তাই আমরা মনে করি, ভুলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে ।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন । এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডও সাত লোকে বিভক্ত ।

সে সাতটি লোক বা বিভাগ,—ষট্চক্র এবং সহস্রার ! মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ সেই সাতটি বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সমূহকে আবাহন করা হইয়াছে । তাঁহারা দেহের অভ্যন্তরস্থ সাতটি বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন । তাঁহাদিগকে সন্মোদন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—‘হে দেবগণ ! শুদ্ধসত্ত্বধারণের জন্ত, আমাতে যে সংকর্ষ-সাধন-সামর্থ্য ও সত্ত্বাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা যাহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান করুন ।’ হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ জন্ত, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, সংকর্ষাদির অমুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন । পূর্বে বলিয়াছি,—সংকর্ষে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, সংকর্ষে তিনি প্রকটিত হন । কামক্রোধাদি আসিয়া, সেই সংকর্ষ-সাধনের প্রেরণাকে বা আকাজ্ঞাকে নষ্ট করিয়া না দেয়, সেই জন্তই দেবগণের নিকট রক্ষার বা সত্ত্বাবপোষণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে । বলা হইয়াছে,—‘বঃ মা দভন’ ; অর্থাৎ,—‘আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না ।’ ভাব এই যে,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না । সত্ত্বাবের আধারস্বরূপ—আপনারা ; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বাব-সংপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে । তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা ডুবিয়া থাকিব ;—ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে । ‘যুং মা দভন’ মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ—‘আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারে ! আমাদের কর্মগুণে, আমাদিগের সত্ত্বাব-প্রভাবে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন ।’

হৃদয় যদি পাপ-পরিশ্রু হয়, সংকর্ষ-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি দেবগণ বিরাজমান রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উৎকট আকাজ্ঞা যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তাহা হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন ? তিনি যে ভক্তের ভগবান্ ! তাঁহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বুঝা হয় ! ‘ভক্তজনে এনে বিষ দিলে খাই’—এ তো তাঁহারই বাণী ! তিনি তো স্বয়ংই বলিয়াছেন,—“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ । মন্তুস্তাঃ যত্র তিষ্ঠান্ত তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” একবার নহে তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

“যে তু সর্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংত্ৰস্ত মংপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্রকর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ উজ্জং ন সংশয়ঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘তাঁহারা একান্ত ভক্তিবোগের দ্বারা সমুদ্রের কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মংপরাগণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত-বুদ্ধি তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই । অতএব আমাতেই মনস্থির

কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। তাহা হইলে উর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' তাই তত্ত্ব বলিতেছেন,—‘আপনারা আমাতে অবিচলিত থাকুন, আমার কৰ্ম্ম-সামর্থ্য ও সত্ত্বাব-সমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলে সেই পরমানন্দময়কে প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে,—তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে—তাহা হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব। হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।’ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৭ অনুবাক) ॥

— . —

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । অষ্টমোহনুবাকঃ ।)

(১) উদাযুধা স্বায়ুযোদোষধীনাং রসেনোংপর্জন্মশ্চ

শুশ্রোণোদস্থামমৃতাং অনু ।

(২) উর্বন্তুরিক্ষমস্বিহি । (৩) অদিত্যাঃ সদোহস্তুদিত্যাঃ সদ আ সীদ

(৪) অন্তভ্রাদ্যামৃষভে অন্তুরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যা ।

(৫) আহসীদদ্বিধা ভুবনানি সত্রাড্‌বিশ্বেতানি বরুণশ্চ ত্রতানি ।

(৬) বনেষু ব্যন্তুরিক্ষং ততান বাজমর্কবৎ পয়ো অন্নিয়ান্ত হবৎ

ক্রতুং বরুণো বিদ্ধুগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাং সোমমজ্রো ।

(৭) উত্ৰ ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ।

(৮) উস্রাবেতং ধূমাহাবনশ্চ অবোরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ ।

(৯) বরুণশ্চ ক্ষন্তনমসি বরুণশ্চ ক্ষন্তসর্জনমসি ।

(১০) প্রত্যস্তো বরুণশ্চ পাশঃ ॥ ৮ ॥

* . *

পদ-পাঠঃ ।

(১) উদিতি । আয়ুষা । স্বায়ুধেতি স্ব—আয়ুষা । উদিতি । ওষধীনাম্ । রসেন ।

উদিতি । পর্জন্তশ্চ । শুশ্র্বেণ । উদিতি । অস্থাম্ । অমৃতান্ । অহু ।

(২) উরু । অন্তরিক্ষম্ । অধ্বিতি । ইহি ।

(৩) অদিত্যাঃ । সদঃ । অসি । অদিত্যাঃ । সদঃ । এতি । সীদ ।

(৪) অন্তত্ৰাৎ । ঋম্ । ঋষভঃ । অন্তরিক্ষম্ । অমিমীত । বরিমাণম্ । পৃথিব্যাঃ ।

(৫) এতি । অসীদৎ । বিশ্বা । ভুবনানি । সত্রাভিতি সম্—রাট্ ।

বিশ্বা । ইৎ । তানি । বরুণশ্চ । ব্রতানি ।

(৬) বনেষু। বীতি। অন্তরিক্‌ম্। ততান। বাজম্। অর্কংস্বিত্যর্কং—সু।

পয়ঃ। অগ্নিষ্মাহ। হংস্বিতি হং—সু। ক্রতুম্। বরুণঃ। বিকু।

অগ্নিম্। দিবি। সূর্য্যাম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

(৭) উদিতি। উ। তাম্। জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্। দেবম্।

বহন্তি। কেতবঃ। দূশে। বিশ্বায়। সূর্য্যাম্।

(৮) উশ্রৌ। এত। ইতম্। ধূষাহাবিতি ধুঃ—সাহৌ। অনশ্র ইতি।

অবীরহণাবিতাবীর—হনৌ। ব্রহ্মচোদনাবিতি ব্রহ্ম—চোদনৌ।

(৯) বরুণস্ত। স্বস্তনম্। অসি। বরুণস্ত। স্বস্তসর্জনমিতি স্বস্ত—সর্জনম্। অসি।

(১০) প্রত্যস্ত ইতি প্রতি—অস্তঃ। বরুণস্ত। পাশঃ ॥ ৮ ॥

* * *

অর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘স্বায়ুধা’ (সংকর্ষসাধনসমর্থন) ‘আয়ুধা’ (অক্ষয়জীবনলাভেন) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ)। আয়ুজ্ঞানেন সংকর্ষশীলজীবনলাভায় অত্র উদ্বোধনা বর্ত্ততে। অথবা ‘আয়ুধা’ (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি); অপিচ, ‘স্বায়ুধা’ (সংকর্ষসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায় ইত্যর্থঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি)। তথা ‘ওষধীনাং’ (কর্ম্মফলক্ষয়কারকানাং কর্ম্মণাং ইত্যর্থঃ) ‘রসেন’ (সারভূতেন শুদ্ধসস্বেন সহ ইতি ভাবঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্‌বুদ্ধঃ ভবানি ইত্যর্থঃ); ‘পর্জন্তস্ত’ (স্নেহকারুণ্যরূপস্ত সন্তাববর্দ্ধকস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘শুশ্লেগ’ (স্নেহকরুণয়া, যদ্বা—তেজসা,

জ্ঞানদীপ্ত্য। সহৈতি ভাবঃ) ‘উৎ’ (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধঃ ভবানি ইতি ভাবঃ) । ততঃ ‘অমৃতান্’ (অক্ষরান্, শুদ্ধসম্বান্) ‘অম্’ (উদ্ভিজ্জ, অমৃত্য, যদ্বা—তান্ হৃদি ধারণায় ইতি ভাবঃ) ‘উদস্থান্’ (উত্তিষ্ঠবানস্মি, প্রবুদ্ধঃ ভবানি—অহমিতি শেষঃ) । আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্প-স্বচকোহয়ং মন্ত্রঃ । অয়ং ভাবঃ—হে দেব ! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থক প্রবুদ্ধঃ ভবানি তদেবং বিধেহি ইতি প্রার্থনা ।

২। হে দেব ! ত্বং ‘উক্’ (বিস্তীর্ণং, কলুষক্লেদপরিষ্কৃতং নির্মলং ইত্যর্থঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষলোকং, শত্রোরূপদ্রবপরিশূতং হৃদরূপং আধার ইতি ভাবঃ) ‘অম্’ (অমৃত্য, অভিলক্ষ্য ইত্যর্থঃ) ‘ইহি’ (আগচ্ছ) । বিস্তৃতং নির্মলং হৃদয়ং হি ভগবন্নিবাসস্থানং । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন ! যেন সदैব ত্বাং হৃদি সংরক্ষিতুং শত্রোনি অমুকম্পাপ্রদর্শনেন তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ ।

৩। ‘হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্বরূপস্ত ভগবতঃ) ‘সদঃ’ (অধিষ্ঠানং, আধার-স্বরূপঃ বা) ‘অসি’ (ভবসি) । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ । শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্তপ্তং । অতঃ ত্বং ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্বরূপস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) ‘সদঃ’ (স্থানং, নির্মলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘আসীদ’ (সর্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশ ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ ইত্যেবং মন্ত্যামহে । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বং লব্ধ্বা তেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ।

৪। ‘বৃষতঃ’ (অভীষ্টবর্ষকঃ, যদ্বা—সর্বৈববর্ষীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সঃ ভগবান্ ‘জাং’ (দ্ব্যলোকং, স্বর্লোকং বা) তথা ‘অন্তরিক্ষং’ (ব্যোমং—সর্বলোকং ইতি ভাবঃ) ‘অন্তভূতং’ (স্তম্ভয়তি, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ) ; অপিচ, ‘পৃথিব্যাঃ’ (ভূবি) তস্ত ভগবতঃ ‘বরিমাণং’ (শ্রেষ্ঠত্বং, মহিমানং ইত্যর্থঃ) ‘অমিমীত’ (অপরিমেয়ং ইত্যর্থঃ) । অয়ং ভাবঃ সঃ ভগবান্ স্বকীয়েন প্রভাবেন সর্বলোকং ধারয়তি ; পরস্ত তস্ত মহিয়ঃ পায়ঃ কোহপি ন জ্ঞানতি । প্রার্থনা—সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকরোতু ।

৫। সম্রাট্ (সমাগ রাজমানঃ, যদ্বা—সর্বেষাং স্বামী সঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি, নিখিলানি) ‘ভুবনানি’ (ভূলোকানি—সর্বান্ লোকান্ ইতি ভাবঃ) ‘আসীদৎ’ (ব্যাপ্নোতি) ; ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সর্বাণি) ‘ইৎ’ (এবং, নিশ্চিতমেব ইত্যর্থঃ) ‘বরুণস্ত’ (তস্ত সর্বশক্তিমন্তঃ করুণাপরম্ব বা ভগবতঃ ইতি যাবৎ) ‘ব্রতানি’ (কৰ্ম্মাণি, মহিমানঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ, অথবা সর্বাণি বিশ্বানি তস্ত মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কৰ্ম্ম ধর্ম্মঃ বা । অতঃ সঃ ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকৃত্য তত্র অবিচলিতঃ তিষ্ঠতু ।

৬। যঃ ভগবান্ ‘বনেষু’ (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেষু ইত্যর্থঃ) ‘অন্তরিক্ষং’ (আকাশং) ‘অর্কং’ (পুরুষেযু) ‘বাজং’ (বীর্ঘ্যং) তথা ‘উষ্মিহাস্ত’ (গোষু) ‘পয়ঃ’ (দুগ্ধং, স্কীরং ইত্যর্থঃ) ‘বি ততান’ (বিস্তারিতবান্) সঃ ‘বরুণঃ’ (করুণাধারঃ এব) ‘হৃৎ’ (অন্তরেষু) ‘ক্রতুং’ (সংকৰ্ম্ম, সংকৰ্ম্মসাধনসঙ্কল্প ইত্যর্থঃ) ‘বিন্ধু’ (লোকেষু) ‘অগ্নিঃ’ (জ্ঞানাগ্নিঃ) ‘দিবি’ (দ্ব্যলোকে, স্বর্লোকপ্রাপ্তস্ত সাধকস্ত বা হৃদি) ‘সোমং’ (শুদ্ধসত্ত্বরূপং

অমৃতং) ‘অদধাৎ’ (স্থাপিতবান, প্রদদাতি)। অয়ং ভাবঃ—সর্কেবাং বহুনাং শ্রেষ্ঠঃ সারাংশঃ বা ভগবৎকরণাসাপেক্ষঃ। সঃ হিঃ বিশ্বস্ত অধিপতিবৈব।

অথবা,

যঃ ‘বরুণঃ’ (করণাধারঃ ভগবান) ‘বনেষু’ (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু) ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং ইতি ভাবঃ) ‘বি ততান’ (বিস্তারিতবান), তথা ‘অর্কং’ (আয়োংকর্ষসম্পন্নেষু, যদ্বা—অদ্রিবৎ অবিচলিতহৃদয়েষু জনেষু) ‘বাজ্রং’ (সং-কর্ষসাধনসামর্থ্যং) বি ততান, তথা ‘উশ্নিষাং’ (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানাভ্যন্তরেষু, যদ্বা—জ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্নেষু জনেষু ইতি ভাবঃ) ‘পয়ঃ’ (সব্ভাবং, ভক্তিং ইত্যর্থঃ) বি ততান, তথা ‘হৃৎ’ (ভগবৎপ্রাপ্তিকামেষু অন্তরেষু) ক্রতুং (সংকর্ষসাধনসঙ্কল্পং, সংকর্ষং) বি ততান, তথা ‘বিক্ষু’ (লোকেষু) ‘অয়িং’ (জ্ঞানায়িং—জ্ঞানায়িং বা) বি ততান, সঃ ভগবান এব ‘দিবি’ (দ্ব্যলোকে, স্বর্গে) ‘সূর্য্যং’ (জ্ঞানসূর্য্যং, পূর্ণজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা ‘অদ্রৌ’ (পাষণবৎকঠোরেষু অস্মাকং হৃদয়েষু ইতি ভাবঃ) ‘সোমং’ (শুদ্ধস্বং) ‘অদধাৎ’ (নিদধাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎ-রূপয়া অস্মাং সব্ভাবস্ত উন্মেষঃ ভবতি। মন্ত্রোহয়ং ভগবতঃ মহিমাঙ্গাপকঃ। ভগবতঃ মহিমানং কোহপি মিমীতুং ন শকোতি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৭। ‘কেতবঃ’ (প্রজ্ঞাপকাঃ—জ্ঞানরশ্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) ‘বিশ্বায়’ (সর্ব্বভূতদেবতাবায়) ‘দৃশে’ (দ্রষ্টুং) ‘তায়’ (প্রসিদ্ধং) ‘জাতবেদসং’ (সর্ব্বজ্ঞং, প্রজ্ঞানাবারং বা) ‘দেবং’ (জ্যোতমানং) ‘সূর্য্যং’ (জ্যোতিঃস্বরূপং পরমব্রহ্ম ইতি ভাবঃ) ‘উদ্বহস্তি’ (উর্দ্ধং বহস্তি, সাধকস্ত সহস্রাং প্রকাশয়স্তি)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসাহায্যেন সাধবঃ ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্য্যতি।

৮। ‘উশ্নৌ’ (হে বৃষবৎবলবীৰ্য্যসম্পন্নৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ, যদ্বা—সকামনিকামরূপৌ ইত্যর্থঃ) ‘ধূর্ধাহৌ’ (শকটধূবং যথা ভারং বা বোতুং সমর্থৌ, জ্ঞানভক্তী তদ্বৎ দেবান্ নরহৃদি তথা অকিঞ্চনান্ ভগবন্নিবাসে নয়নসমর্থৌ) ‘অনশ্রঃ’ (ক্লান্তিরহিতৌ, সন্ধানন্দরূপৌ) ‘অবীরহণৌ’ (বীর্যাণং হননমকুর্য্যণৌ, অজ্ঞানানাং সংপথি নয়নকর্ত্তারৌ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মচোদনৌ’ (অর্চনাকারিণাং সংকর্ষ ভগবন্তং বা প্রতি প্রেরয়িতারৌ) এতাদৃশৌ যুবাং ‘এতং’ (আগচ্ছতং—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) ‘যুজোথাং’ (স্বয়মেব যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং মনোরথে ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ আয়োদ্ধোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। দেবানামানন্দনো-পযোগিনং সংবাহনং কৃষ্ণা জ্ঞানং ভক্তিকং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ।

৯। (ক) হে মম জগ্নিহিতে সদবৃত্তে! ত্বং ‘বরুণস্ত’ (স্নেহকারুণ্যধারস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মনং’ (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতা—কর্ষরূপে যানে ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা—কর্ষপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধস্বং ভগবন্তং প্রাপ্যামি তন্নিবেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ষণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্ত।

(খ) অতঃ হে মম সদসদবৃত্তে জ্ঞানভক্তে বা! যুবাং ‘বরুণস্ত’ (স্নেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) ‘ব্রহ্মবর্জ্জনং’ (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কর্ষরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ষণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিস্মিন্নঃ ভবতু।



১০। হে ভগবন্! ‘প্রত্যস্তঃ’ (হৃদয়স্থোপরি প্রসারিতঃ ইতি ভাবঃ)। ‘বরুণস্ত’ (অজ্ঞানতারূপস্ত আবরণস্ত) ‘পাশং’ (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ মুঞ্চতু অপসারয়তু ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা ত্রোততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! রূপয়া অস্মাকং সংসারবন্ধনং ছেদয়তু, স্বাশ্বনি চ অস্মান্ প্রবিলীয়তু। (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক)।

বহ্নীমুবাদ ।

১। সংকৰ্ম্মসাধনসমর্থ অক্ষয় জীবন-লাভের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। (আত্মজ্ঞানলাভে সংকৰ্ম্মশীল জীবন-প্রাপ্তির উদ্বোধনা মন্ত্রে বিভ্র-মান)। অথবা, অক্ষয় জীবন লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই। অপিচ, সংকৰ্ম্মসাধনাদির দ্বারা শোভন-জীবন-ধারণের জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। কৰ্ম্মফলক্ষয়কারক কৰ্ম্মের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যেন আমি উদ্বোধিত হই। সন্দ্বা-বর্দ্ধক স্নেহকারুণ্য-স্বরূপ ভগবানের স্নেহ-করুণার দ্বারা অথবা তেজের দ্বারা ও জ্ঞান-দীপ্তিতে যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই। তদনন্তর অক্ষয় শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে (অর্থাৎ,—তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত) আমি যেন প্রবুদ্ধ হই। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভাব এই যে,—হে দেব! আত্মোৎকর্ষসাধনে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাহাতে প্রবুদ্ধ হই, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)।

২। হে দেব! আপনি আমার কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য শক্তির উপদ্রব-রহিত স্থনির্মল হৃদয়রূপ আধার্য-ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন। (তাৎপর্যার্থ—বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয়ই ভগবানের নিবাস-স্থান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি যেন সর্বদা আপনাকে হৃদয়ে রাখিতে সমর্থ হই। অনুকম্পা-প্রদর্শনে আপনি তাহার বিহিত করুন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্মল হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সেই হৃদয়ে উপবেশন কর। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করিয়া আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি)।

৪। অভীষ্টবর্ষণকারী অথবা সকলের বরুণীয় সেই ভগবান দ্যুলোককে এবং অন্তরিক্ষ-লোককে (ব্যোমকে অর্থাৎ সর্বলোককে) ভক্তিত করেন অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, এই পৃথিবীতে সেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে,—ভগবান স্বকীয় প্রভাবের দ্বারা সর্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমার সীমা কেহই অবগত নহেন। প্রার্থনা—সেই ভগবান আমার হৃদয় অধিকার করুন)।

৫। সম্যক্ রাজমান অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান নিখিল বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সর্বশক্তিমান অথবা করুণা-পরায়ণ সেই ভগবানের কার্য্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপকতাই ভগবানের কৰ্ম্ম বা ধর্ম্ম। সেই ভগবান আমার হৃদয় ব্যাপিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুন)।

৬। যে ভগবান বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে দুগ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই করুণাধারী অন্তরের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানায়িকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে বা পূর্ণজ্ঞানকে এবং পাষণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—সকল বস্তুরই শ্রেষ্ঠ বা সার অংশ ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ। সেই ভগবানই বিশ্বের অধিপতি)।

অথবা,

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত স্নেহ-কারুণ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী অন্তরের মধ্যে সংকৰ্ম্ম-সাধন-সঙ্কল্পকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানায়িকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই ভগবানই স্বর্গে জ্ঞান-সূর্য্যকে (পূর্ণজ্ঞানকে) এবং পাষণবৎ-কঠোর আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের রূপাতেই আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়)।

৭। জ্ঞান-রশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ

সর্ব্বজ্ঞ অথবা ধনপতি স্তোতমান্ জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে সাধকের সহস্রার
পাশ্বে প্রকাশিত করিয়া থাকে ।

৮। বুধবৎ বলবীৰ্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা সাকামিনিকাম-রূপ হে
বাহকনয়! শকটধূর অথবা ভার-বহনসমর্থ অথবা দেবতা বা সংবহনোপযোগী
দেবভাব (অর্থাৎ বুধনয় যেমন শকটের ধূর বা ভার বহন করিতে পারে,
সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকনয় দেবভাবসমূহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া
আনে ; অপিচ অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্রান্তিরহিত
অর্থাৎ সদানন্দরূপ, দুর্ব্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞান-জনকে সংপথে
নয়নকারী, অর্চনাকারীদিগকে সংকর্ষসাধনের অথবা ভগবানের প্রতি
প্রেরণকারী,—এতাদৃশ তোমরা (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমা-
দিগের মনোরথে স্বয়ং যুক্ত হও এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া সংকর্ষসাধনপ্রবৃত্ত
জনের অর্থাৎ আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায়
প্রবেশ কর । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক । দেবগণের
আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত
করি—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে) ।

৯। (ক) হে মম হৃদ্বিহিত সদ্ব্রুতি ! তুমি স্নেহকরুণাধার ভগবানকে
উন্নত-প্রদেশে অর্থাৎ আমাদের কৰ্ম্মরূপ যানে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক ।
(প্রার্থনার ভাব এই যে—কৰ্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে
প্রাপ্ত হই । আমাদের কৰ্ম্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক) ।

(খ) হে আমার সদসংব্রুতি অথবা জ্ঞানভক্তি ! তোমরা আমাদের
হৃদয়ে অথবা কৰ্ম্মরূপ যানে স্নেহকরুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে
স্থাপনকর্তা হও । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কৰ্ম্মের সহিত
ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক) ।

১০। হে ভগবন্ ! আমাদের হৃদয়ে যে অজ্ঞানতার আবরণরূপ
মোহ-পাশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অপসারিত করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-
মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে—হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাদের
সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আপনি আমাদের আত্মাকে আপনাতে বিলীন করিয়া
লউন) । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

মন্ত্র-ভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

সপ্তমেহুবাংকে সোমক্রমণমভিহিতং । অথ ক্রীতং সোমং প্রাচীনবংশে নেতুমষ্টমে শকটা-
রোপণং সোমস্তোচ্যতে ।

১। “উদায়ুধা স্বায়ুষোদোষধীনা৮ রসেনোংপর্জন্তস্ত শুষ্কগোদস্থামমৃতা৮ অহু ।”—
কল্পঃ—“অথৈনমাদারোপোত্তিষ্ঠতি উদায়ুধা স্বায়ুষোদোষধীনা৮ রসেনোংপর্জন্তস্ত শুষ্কগোদস্থা-
মমৃতা৮ অধিতি” ইতি । অমৃতান্বেবানমুলক্যাংযুরাদিবিষেষণাবিশিষ্টেন সোমেন সহোদস্থা-
মুত্তিষ্ঠামীতি । জীবনমায়ুঃ । তত্রাপি রোগাভ্যাপজ্বরহিতং স্বায়ুঃ । তদুভয়প্রদহাং সোমস্ত
তদুভয়রূপত্বং । ওষধীনাং পর্জন্তস্ত চ সোমঃ সায় ইত্তরোষধিবত্তুমিবিশেষে জায়মানত্বাদবুষ্ঠা
বধমানত্বাচ্চ । চতুর্ভির্কিংশেবগৈঃ পৃথকক্রিয়াপদমধ্যেতুং চত্বার উচ্চকাঃ ॥ অমৃতশলাহুলশকয়ো-
রর্থমাহ—“উদায়ুধা স্বায়ুষেত্যাহ দেবতা এবাষারভ্যোত্তিষ্ঠতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ।

২। “উর্কস্তুরিক্ক্ষমম্বিহি ।”—কল্পঃ—“উর্কস্তুরিক্ক্ষমম্বিহীতি শকটায়্যভিপ্রব্রজতি” ইতি ॥
উত্থাপনমারভ্য পুনর্ভূমৌ স্থাপনপর্ধ্যস্তং সোমোহস্তুরিক্ক্ষাধার ইত্যভিপ্রায়ঃ দর্শয়তি—“উর্কস্ত-
রিক্ক্ষমম্বিহীত্যাহান্তুরিক্ক্ষদেবতো হেতুর্হি সোমঃ” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি ॥

৩-৫। “অদিত্যাঃ সদোহস্তদিত্যাঃ সদ আ সীদান্তত্বাদ্ভ্যামৃষভো অন্তুরিক্ক্ষমমীত
বরিমাণং পৃথিব্যা আহসীদম্বিষা ভুবনানি সম্রাডবিষেত্তানি বরুণস্ত ব্রতানি ।”—বোধায়নঃ—
“তস্ত ছিদ্রে কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোহসীতি, অদিত্যাঃ সদ ভাদীদেতি কৃষ্ণাজিনে
রাজানমথৈনমুপতিষ্ঠতেহস্তত্বাদ্ভ্যামৃষভো অন্তুরিক্ক্ষমমীত বরিমাণং পৃথিব্যা আহসীদম্বিষা
ভুবনানি সম্রাডবিষেত্তানি বরুণস্ত ব্রতানীতি” ইতি । আপস্তম্বো দ্বিতীয়তৃতীয়মন্ত্রাবেকী-
চকার । হে কৃষ্ণাজিন স্বমদিত্যা ভূমে সদঃ স্থানমসি । হে সোম তন্তাঃ সদ প্রাপ্ত্বি ।
ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোহয়ং সোমো যথা ছালোকো ন পততি তথা স্তম্বনং সংচকার । অন্তুরিক্ক্ষমেতা-
বদিত্যমীত পৃথিব্যা বরিমাণং গুরুত্বং চান্বিমীত । স সোমদেবঃ স্বমহিমা সমাগ্রাজমানো
বিধানি ভুবনানি আসীদম্ব্যাপ্তবান্ । বিষেত্তানি সর্বাণ্যেবোত্তানি কস্মাণি সর্বাণ্যবরক্বেন
বরুণনাঃ সোমস্ত ব্রতানি ব্রতবদ্রিত্যানি ॥ প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োঃ স্পষ্টার্থতাং দর্শয়তি—
“অদিত্যাঃ সদোহস্তদিত্যাঃ সদ আ সীদেত্যাহ যথায়জুর্বেতং” (সং० কা० ৬ প্র० ১
অ० ১১) ইতি ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রসাধ্যং যদাসাদনং তদেব তৃতীয়মন্ত্রেণাপি কর্তব্যমিত্যমুমর্থং হেতু-
পত্তাসপূরঃসরং বিষত্তে—“বি বা এনমেতদক্কৃষতি যদ্বারুণ৮ সস্তং মৈত্রং করোতি বারুণ্যর্চ্চা-
সাদয়তি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া সমধরতি” (সং० কা० ৬ প্র० ১ অ० ১১) ইতি । উপনম্নঃ
সোমো বরুণো যদ্বিষয়ে মিত্রো ন এহীতি মন্ত্রং পঠ্যৈত্রং করোতীতি যদক্তি এতেনৈনং
সোমং বাক্কয়তি সমুদ্বিহীনং করোতি, বারুণ্যর্চ্চা তু সমধরতি ॥

৬। “বনেষু ব্যস্তুরিক্ক্ষং ততান বাজমর্কং পয়ো অয়িযাস্ত হংসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষুণ্ণিং
দ্বিবি স্বর্য্যমদধাং সোমমদ্রো ।”—কল্পঃ—“অথৈনং বাসসা পরিতনোতি বনেষু ব্যস্তুরিক্ক্ষং ততান
বাজমর্কং পয়ো অয়িযাস্ত হংসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষুণ্ণিং দ্বিবি স্বর্য্যমদধাং সোমমদ্রাবিতি”
ইতি । বিত্ততানেতি প্রতিবাক্যমধেতি । বরুণনামকঃ সোমদেবো জগদীশ্বরেণাভিন্নঃ সর্বং
নির্ম্মমে । তং কিং, বনেষু বৃক্ষমধ্যেষু অন্তুরিক্ক্ষমবকাণং বিত্ততান । অর্কংসু বাজিষু বাজং

বেগং যতিবিশেষং, পরো গোষু, হৃদয়েষু চিত্তেষু ক্রতুং সঙ্কল্পং, বিষ্ণু প্রজাসু জঠরাগ্নিং, দ্যালোকে সূর্য্যং, সৰ্ব্বভেদে সোমবল্লীমদধাদ্বাপরং ॥ অনেন মন্ত্ৰেণ কৰ্ত্তব্যং বিধস্তে—“বাসসা পর্য্যায়হতি সৰ্ব্বদেবত্যাং বৈ বাসঃ সৰ্ব্বাভিরেবৈনং দেবতাভিঃ সমধর্য্যত্যাথো রক্ষসামপহতৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । মন্ত্ৰার্থো লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“বনেষু ব্যস্তগ্নিকং ততানেত্যাহ বনেষু হি ব্যস্তগ্নিকং ততান বাজমৰ্কংস্বিত্যাহ বাজ ৬ হৰ্ষংস্ব পরো অগ্নিরাশ্বিত্যাহ পরো হগ্নিরাশ্ব হ্রংস্ব ক্রতুমিত্যাহ হ্রংস্ব হি ক্রতুং বরুণো বিষ্ণুগ্নিমিত্যাহ বরুণো হি বিষ্ণুগ্নিঃ দিবি সূর্য্যমিত্যাহ দিবি হি সূর্য্যং সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাগো বা অদ্রয়ন্তেষু বা এষ সোমঃ দধতি যো যজ্ঞতে তস্মাদেবমাহ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অদ্রিশ্চেন্নোত্র পাষণবহলো গিরিৰ্ব্বিক্রিতঃ । পাষণসন্ধিসু সোমস্তোৎপত্তেঃ । যজমানস্তেষু পাষণেষু সোমং প্রাপ্নোতি ॥

কল্পঃ—‘উহু ত্যাং জাতবেদসমিতি সৌধ্যর্চা কৃষাজিনং প্রত্যানহত্যধ্ব গ্রীবাং বহিষ্ঠাশ্বিনসনং’ ইতি । স চ মন্ত্ৰ এবং পঠ্যতে ॥

৭। “উহু ত্যাং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ । দূশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ইতি ॥” — কেতবো রশ্ময়ন্ত্যং তং পরোক্ষং জাতবেদসমুৎপন্নস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতো বেত্তারং সূর্য্যং দেবমুদ্বহন্তি উৰ্ব্বপ্রদেশং প্রাপন্নস্তি । কিমর্থং, বিশ্বায় দূশে সৰ্ব্বস্ত জগতো দর্শনার্থং ॥ সৌধ্যমন্ত্ৰেণ রক্ষাংসি নিবার্য্যস্ত ইত্যাহ—‘উহু ত্যাং জাতবেদসমিতি সৌধ্যর্চা কৃষাজিনং প্রত্যানহতি রক্ষসামপহতৈ’ (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি ।

৮। “উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবনশ্র অবীরহণো ব্রহ্মচোদনো ।”—কল্পঃ—“অথ সোমবাহনাবানীশ্ব-মানো প্রতি নজ্ঞন্তে—“উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবনশ্র অবীরহণো ব্রহ্মচোদনাবিতি” ইতি । হে উস্রৌ বলীবর্দ্ধাবেতমাগচ্ছতং । কৌদৃশো, ধূৰ্ব্বাহৌ ভারং সহমানো অনশ্র অনসি শকটে ক্রতো খ্যাতে । অবীরহণো বীরং শকটস্থিতং সোমমবাহমানো । ব্রহ্মচোদনো ব্রহ্মান্নং কৃষিদ্ধারে-ণান্নপ্রবর্ত্তকো ॥ মন্ত্ৰস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—“উস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবিত্যাহ যথায়জুর্বেতং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি ॥

৯-১০। “বরুণস্ত স্তম্ভনমসি বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসি প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশঃ ।”—বোধায়নঃ—‘তয়োর্দক্ষিণং পূর্ব্বং যুক্তি বরুণস্ত স্তম্ভনমসীতি, বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসীতি শম্যামবগূহতি, প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশ ইতি যোক্ত্রং’ ইতি । আপত্ত্যঃ—“বরুণস্ত স্তম্ভনমসীতি শম্যাং প্রতিমোচ্যোস্রাবেতং ধূৰ্ব্বাহাবিত্যনভ্রাহাবুপাজ্য বারুণমসীতি যোক্ত্রপাশং পরিদ্রত্য প্রত্যস্তো বরুণস্ত পাশ ইত্যভিধানীং প্রত্যস্ততি” ইতি । শাখাস্তরাহুসারেণ বারুণমসীতু্যক্তং । এত-চ্ছায়াহুসারেণ বরুণস্ত স্তম্ভনর্জনমসীতি দ্রষ্টব্যং । যুগচ্ছিজে প্রক্ষেপ্যঃ শব্দুঃ শম্যা । হে শম্যে ত্বং বরুণস্তোক্ষো নিবারণীয়স্ত বলীবর্দ্ধস্ত স্তম্ভনং নিবারণং কুৰ্ব্বতাসি । গলবন্ধনসাধনং যোক্ত্রং । হে যোক্ত্র ত্বমপি পলায়নান্নিবারণীয়স্ত শম্যেব নিবারণং সৃজসি । দীর্ঘরজুঃ পাশঃ । স চ প্রত্যস্তঃ শকটস্তোপরি প্রসারিতঃ । এতে ত্রয়ো মন্ত্ৰাঃ স্পষ্টার্থা ইতি ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতাঃ ॥

অত্র বিনির্যোগসংগ্রহঃ —

“উশায়ু সোমমানায়োরু গচ্ছেচ্ছকটং প্রতি । অদি স্তৃহাহজিনং সোমমদিত্যাং সেতি সাদয়েৎ ॥ ১ ॥ বনে-বস্ত্ৰেণ বদ্ধোহ প্রত্যানহতি চন্দ্রণ । উস্রাবনভ্রাহোঁযোগো বরু শম্যাং

বিনিক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ বরু বদ্ধবা বোক্ত্রপাশং প্রতি ধানীমুপাশ্রতি । অনুবাকে হৃষ্টমেহস্মিন্মজ্জা
এতে দশোদিতাঃ ॥ ৩ ॥’ ইতি ॥

অত্র নীমাংসা নাস্তি ॥

অথ চন্দঃ ।

উদায়ুষেতানুষ্ঠুপ্ । উর্কীত্যোকপদা গায়ত্রী । অন্তভাদিতি বনেষিতি চ ত্রিষ্টুভৌ । উহ
তামিতি গায়ত্রী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অনুবাক) ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য-বিরচিত্তে মাববীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে হৃষ্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥

* . *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

— * —

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—সপ্তম অনুবাকে সোম-ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রসমূহ এবং তাহার
প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিষয় কথিত হইয়াছে । ক্রীত সোম প্রাচীনবংশ-শালায় সংবাহন সনয়ে কি
ভাবে কিরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণে সেই সোম শকটোপরি স্থাপন করিতে হইবে, এই অষ্টম
অনুবাকে, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে । বিনিয়োগ-সংগ্রহ গ্রন্থে সেই প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যে ভাবে
পরিবর্তিত আছে, যথাক্রমে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি ; যথা,—‘উদায়ুসা’ প্রভৃতি মন্ত্রে
সোমকে গ্রহণ করিয়া ‘উর্কীস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে শকটের অভিমুখে গমন করিবে । তার পর ‘অদিত্যা’
প্রভৃতি মন্ত্রে সেই শকটোপরি কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া, ‘অদিত্যা সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে সোমকে
শকটোপরি বিস্তৃত সেই কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে স্থাপন করিবে । উদনস্তর ‘বনেষু’ প্রভৃতি মন্ত্রে
সোমকে বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ‘উহুতাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে শকটোপরিস্থিত কৃষ্ণাজিন দ্বারা পুনরায় সেই
বস্ত্রবদ্ধ সোমকে বাঁধিতে হইবে । ‘উশ্রো’ প্রভৃতি মন্ত্রে বলীবর্দ আনয়ন করিয়া শকটে
যোজনাস্তর ‘বরুণস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্রে শম্যা নিক্ষেপ করিবার বিধি । তার পর ‘বরুণস্ত স্বস্তসর্জন-
মসি’ মন্ত্রে যোক্তৃপাশ বদ্ধ করিয়া ‘প্রত্যস্তো’ প্রভৃতি শেষ মন্ত্রে সোমাধারকে অভিমগ্নিত করিতে
হইবে । অষ্টম অনুবাকের দশটী মন্ত্রে সোমসংবাহনের এইরূপ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিনিয়োগ-সংগ্রহকার
ব্যক্ত করিয়াছেন । এইরূপ বিনিয়োগ-ক্রমে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হয়, আমরা তৎসম্বন্ধে
ভাষ্যকারের অভিমত পরিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন্তব্যও প্রকাশ করিতেছি ।

অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্র—‘উদায়ুসা’ প্রভৃতি । এই মন্ত্রে ক্রীত সোম গ্রহণের বিধি ।
সুতরাং মন্ত্রের সন্ধ্যা—সোম । মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—অমৃত-স্বরূপ দেবতাকে
লক্ষ্য করিয়া আয়ুর্নাদি বিশেষে বিশিষ্ট সোমের সহিত আমি উদ্ভিত হই । জীবন—আয়ুঃ ।
যোগাদি উপদ্রব-রহিত যে আয়ুঃ তাহাই স্বায়ুঃ । সোম উভয়বিধ আয়ু প্রদান করে, বলিয়া সোম
সেই উভয়বিধ আয়ুস্বরূপ । সোম ওষধীর এবং পর্জন্তের সারভূত । সোম এবং ওষধী
ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃষ্টির দ্বারা উভয়ই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । সোমের যে চতুর্বিধ

বিশেষণ মন্ত্রের (বৃক্ষলতাদি) মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্যকারের মতে সেই চারিটা ‘উৎ’ পদ সেই চতুর্বিধ বিশেষণের সহিত অধিত ।*

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন । মন্ত্রের মধ্যে ‘উদায়ুয়া’ এবং ‘স্বায়ুয়া’ দুইটা পদের প্রতি প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে । ‘উৎ’ এবং ‘স্বায়ুয়া’—এই দুইটা পদে ‘উদায়ুয়া’ পদ নিষ্পন্ন । আমাদের মতে ঐ ‘উদায়ুয়া’ পদের অর্থ হয়,—‘অক্ষয়-জীবনলাভের উত্তিষ্ঠামি ।’ আর ‘স্বায়ুয়া’ পদের অর্থ হইয়াছে,—‘সৎকর্মসাধনাদিনা শোভন-জীবনধারণায় ।’ কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে ? যখন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারা যায় ;—যখন চৈতন্তে চিৎস্বরূপে আত্মার সন্মিলন সংঘটিত হয় ; তাহা হইলে তখনই অক্ষয় চিরজীবন লাভ হইতে পারে । আর, সৎকর্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই ‘স্বায়ুয়া ।’ যিনি যাগদানাদি সৎকর্মসাধন করিয়া, অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ইহসংসারে মৃত হইলেও জীবিত-পদবাচ্য । ‘কীর্তিযন্ত সঃ জীবতি ।’ তাঁহার কার্য—তাঁহার কীর্তিই তাঁহাকে জীবিত রাখে । তাই মন্ত্রের প্রথম অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—‘হে দেব ! ‘স্বায়ুয়া’ অর্থাৎ সৎকর্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইতে পারা যায়, আমি যেন ভবৎপ্রসাদে সেই যশঃখ্যাতির অধিকারী হই, অর্থাৎ,—আমার প্রবৃত্তি, আমার মতিগতি যেন সৎকর্মসাধনে, ভগবানের প্রিয়-কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হয় ।’ আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘হে দেব ! আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই । তাহাতেই যেন আমার অক্ষয় জীবন লাভ হয় ।’ তার পর প্রার্থনা হইয়াছে,—‘ওষধীনাং রসেন উত্তিষ্ঠামি ।’ অর্থাৎ,—কর্মফল-ক্ষরকারক যে কর্ম, তাহার সারভূত যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ে যেন উদ্বোধিত হই । এখানে কর্মের দ্বারা কর্মক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । যে কর্মের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হয়, সে কর্ম—কোন কর্ম ? মন্ত্রের প্রথম অংশেই তাহা বলা হইয়াছে, সে কর্ম সৎকর্ম । অর্থাৎ, আমার কর্ম এমন হউক, যে কর্মের ফলে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয় হয়, আর সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমার কর্মের অবসান হইয়া যায় । ‘ওষধী’ পদের অর্থ—‘ফলপাকান্ত পর্যান্ত যে জীবিত থাকে ।’ পূর্বে পূর্বে মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যাপদেশে ‘ওষধী’ পদের তাৎপর্য সন্ধকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরা-লোচনা নিম্নয়োজন । ভাব এই যে,—আমার কর্ম-প্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবান অধিষ্ঠিত হন এবং সেই কর্মের প্রভাবে আমার কর্মের অবসান হয় ।

তার পর ‘পর্জন্তন্ত শুয়েণ উত্তিষ্ঠামি’ অংশ । ঐ অংশে ভাষ্যের মত এই যে, সোম এবং ওষধী ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আর বৃষ্টির জলে তাহারা পরিবৃদ্ধ হইয়া থাকে । লৌকিক হিসাবে,

* শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় এই প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশ পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে ভাষ্যাত্মক-মণিকার (মহীধরের) প্রকাশ,—সোমগ্রহণ করিয়া, সোম-সম্বোধনে মন্ত্রটা পাঠ করিতে হয় । মন্ত্রটি অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধী এবং পুরাতন বৃহতী ছন্দে এখিত । মন্ত্রের অর্থ—উৎকৃষ্ট চিরজীবন-লক্ষণভূত আয়ুর নিমিত্ত এবং যাগদানাদি দ্বারা লব্ধ শোভন আয়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উখিত হইয়াছি ।’

প্রাকৃতিক নিয়মে এ অর্থ সম্ভব হয় বটে। কিন্তু আমাদের অর্থ ভিন্নরূপ। ‘পৰ্জন্তু’ পদে আমরা সাধারণ বুট্টি অর্থ গ্রহণ করি না। বারিধারার জায় ‘ভগবানের করুণাধারার’ বিষয়ই ঐ ‘পৰ্জন্তু’ পদে ব্যক্ত করিতেছে। ‘শুশ্ৰেণ’ পদের সাধারণ অর্থ—‘শোধকেন।’ কিন্তু বাহাতে অন্তরের কলুবক্লেদ পাণপরাশি বিগুহ হয়, এখানে ‘শুশ্ৰেণ’ পদে ‘ভগবানের করুণাধারারূপ সেই জ্ঞান-দৃষ্টিকেই’ বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করি। কৰ্ম্মের দ্বারা কৰ্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে, শোভন জীবন-ধারণের জন্ত সৎকৰ্ম্ম সাধন করিতে হইবে। কিন্তু সে কৰ্ম্ম সম্বন্ধে—সেই কৰ্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে তো জ্ঞানলাভ হওয়া চাই! কৰ্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি না হইলে, সদস্য-বিচারে সামর্থ্য না জন্মিলে, কৰ্ম্মাভুতানই যে সম্ভবপর হয় না! সেই জ্ঞানলাভ করিয়া, জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে অগ্রসর হইলে তো চিৎস্বরূপ চিন্ময়ে আত্মসম্মিলন ঘটিবে! অক্ষয় অমৃত ভগবানকে পাইতে হইলে, শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইয়া সৎকৰ্ম্ম-সাধনে কৰ্ম্মফল ক্ষয় করিয়া শোভন আয়ু লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানদৃষ্টিই প্রথম প্রয়োজন। তাই মন্ত্রের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ভগবানের মেহকরুণায় জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে অর্থাৎ অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষণে যেন উদবুদ্ধ হই। ফলতঃ, সৎকৰ্ম্ম সাধনে, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে, এবং জ্ঞানদৃষ্টিলাভে—অক্ষয় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে সৎকৰ্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন। জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করিয়া কৰ্ম্মফল গ্রহণে আনাকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন।’

দ্বিতীয় (উর্কস্তুরিকমধিহি) মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যকারের মতে—উত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ভূমিতে সোমস্থাপন পর্য্যন্ত সোমের আধার অন্তরিক। সেই হেতু সোম অন্তরিক দেবতা বলিয়া কথিত হয়। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘ভগবানকে যেন আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই।’ কিন্তু কি উপায়ে মানুষ ভগবানকে পাইতে পারে? জপ, তপ, পূজা, আরাধনা, কৰ্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কৰ্ম্মের মধ্য দিয়াই দেবভাবের অধিষ্ঠান থাকা চাই। শ্রীমত্তগবঙ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিকাম কৰ্ম্মের উপদেশ আছে, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বৃষ্টিতে পারি। আমি যে কৰ্ম্ম করিব, আমি যে জপতপ-পূজাআরাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কৰ্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রেরণা ভিন্ন, কোনও ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই কার্যে ব্রতী হইলেই তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—সর্বকৰ্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই কার্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ হও। ইষ্টসিদ্ধি হইবে—ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।’ তাহাই তোমার মোক্ষ—তাহাই তোমার পরমার্থ!

অতঃপর তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম (‘অদিত্যা’ হইতে ‘ব্রতানি’ পর্য্যন্ত) মন্ত্রত্রয়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যের বিভাগ অনুসারে ঐ তিনটি মন্ত্র একমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা বোধদৌকৰ্ণ্যার্থ উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যমতে তৃতীয় মন্ত্র শকটোপরি কৃকাদিন আকীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রটি কৃকাদিনের

সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—‘হে কৃষ্ণাজিন! তুমি ‘অদিত্যাঃ’ অর্থাৎ অখণ্ডিতা পৃথিবীর (ভূমির) স্থান-রূপ হও।’ অতঃপর সেই শব্দটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনের উপরিভাগে সোম স্থাপন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—‘হে সোম! তুমি ভূমিসম্বন্ধি সেই স্থান সর্বত্র প্রাপ্ত হও! অতএব সেখানে অর্থাৎ শব্দটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।’ অতঃপর সোমকে আলম্বন করিতে করিতে ‘অন্তুভ্রাদ্ ঞাং’ ইত্যাদি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রদ্বয় বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী ও দ্বিষ্টভ-ছন্দোবিশিষ্ট। ক্রীত সোমের বরুণ-দেবতাস্ব-নিবন্ধন বরুণকে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ; যথা,—‘শ্রেষ্ঠ বরুণ ‘ঞাং’ অর্থাৎ দ্যলোককে স্তম্বন করেন অর্থাৎ দ্যলোক যাহাতে পতিত না হয় অথবা সোম যাহাতে দ্যলোকে পতিত না হয়, বরুণদেব স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ অন্তরিক্সলোকেও স্তম্বন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুস্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠস্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরন্তু স্বমহিমার দ্বারা সম্যক রাজমান সেই বরুণদেব বিধের সকল ভূবন (লোক) ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। পূর্বোক্ত সকলই সেই সর্বাধিক বরুণ নামক সোমের কার্য্য অর্থাৎ দ্যলোক-স্তম্বনাদি-রূপ ব্রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরুণদেব সর্বদাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।’

যাহা হউক, মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কৃষ্ণাজিন ও সোম-সম্বোধন-সূচক কোনও পদই মন্ত্রসমূহে পরিদৃষ্ট হইল না। স্তুতরাং ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধনমূলক পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসম্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ে যে অর্থ পি-গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের পরিগৃহীত পদ্যর অমূল্যরূপে সে অর্থও আমরা গ্রহণ করিলাম না। সে বিষয় আমাদের প্রকাশিত মন্ত্যাবলম্বিত-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি স্বত্রে আমরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসম্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব পূর্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ‘অদিত্যাঃ’ পদ ‘অদিতি’ শব্দ হইতে নিম্পন্ন। ‘অদিতি’ শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। স্তুতরাং ‘অদিত্যাঃ’ পদে ‘অনন্তরূপস্থ ভগবতঃ’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ‘সদঃ’—অধিষ্ঠান আধার। আধার যেমন ধারণ করে, শুদ্ধসম্ব সেইরূপ ভগবানকে ধারণ করে। এখানে ‘অদিত্যা সদঃ’ বলিতে ভগবানের আধারভূত সেই শুদ্ধসম্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ ও শুদ্ধসম্ব যে আধার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীকরণ! যেখানে শুদ্ধসম্ব, সেইখানেই যে ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান্, সেইখানেই যে শুদ্ধসম্ব; তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। তাই ‘সদঃ’ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—‘আধাররূপঃ বা অংশীভূতঃ’, এবং তাহা হইতে তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—‘হে শুদ্ধসম্ব! তুমি ভগবানের আধারস্বরূপ হও।’ হৃদয়ে শুদ্ধসম্বের উদয় হইলে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে

হইয়া থাকে। নির্মল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধস্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়। শুদ্ধস্বের প্রভাবেই তথায় ভগবান আসিয়া উপস্থিত হন।

তৃতীয় মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতান্তর থাকিলেও, অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই মতানৈক্য নাই। ঐ মন্ত্রের ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ পদদ্বয়ে ভাষ্যকার ‘ভূমি বা পৃথিবী সম্বন্ধি স্থান’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ‘অদিতি’ পদ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায় বলিয়া, ঐ পদদ্বয়ে আমরা ‘ভগবৎসম্বন্ধিনঃ স্থানং, যদা—নির্মলং হৃদয়ং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমার্শের সহিত তাহাতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্ত্রার্থে এক উচ্চ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয় যখন নির্মল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই সে হৃদয়ে শুদ্ধস্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। আবার, শুদ্ধস্ব সঞ্চিত হইলেই,—হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উদ্ভূত হইলেই, তখনই ভগবানকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থন করা চলে,—‘হে শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্! তাপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন।’ তখনই তাঁহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাঁহাকে পাইবার জগ্গ হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য আসে। তদ্বিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি?

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র ভগবানের মহিমাভ্যাপক। তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার নিয়মে ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোক—সকল লোকই যথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টসামগ্রী তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে—মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিষ্কৃত। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘পৃথিব্যাঃ’ পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। মন্ত্রে ‘পৃথিব্যাঃ’ পদে ষষ্ঠী-বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপ্তম্যাস্ত ‘ভূমি’ পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গভাষ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয়’ অর্থ অপেক্ষা, ‘বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অন্ত পায় না’—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করি।

ষষ্ঠ মন্ত্র করুণাময় ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রত্যাশক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকাশিত। তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র। আমাদের দৃষ্টি দুই প্রকার অর্থে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহু-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত-অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে যেমন তাহাদিগের সারভূত এক একটা সামগ্রী আছে এবং ভগবান্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিবেশ করিয়া যেমন আপনার অপার মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় ভগবান আমাদের এই পাষণবৎ কঠোর হৃদয়ের মধ্যে সম্ভাব্যের দ্বারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়া বিশ্বমান আছেন। তাঁহার করুণার প্রকাশ যে কত দিকে—কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—“বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান”। অর্থাৎ, তিনি বন-সমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব এই,—যদিও অন্তরিক্ষ সর্বগত, তথাপি বনে মূর্ত-দ্রব্যের

অভাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিপন্ন হয়। আমরা এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ ‘বনেষু’ পদে আমরা ‘অরণ্যানি’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। নিবিড় অরণ্যের পর, আর যে আকাশ আছে—সাধারণ-দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে হয়,—ঐ বনাতেই যেন আকাশের শেষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অরণ্য যত দূর-বিস্তৃত হউক না কেন, তদন্তর্গত বৃক্ষরাজি যত-দূর উর্দ্ধেই মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকুক না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্নতশির তরুরাজির শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিद्यমান আছে। এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা এই যে,—আমরা বাহ্যকে সীমা বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে। অসীম অনন্ত আকাশের ঞ্চায় ভগবান্ অসীম অনন্ত রূপে বিद्यমান রহিয়াছেন। তিনি এখানে নাই—সেখানে আছেন; অথবা তিনি সেখানে নাই, এখানে আছেন;—এই যে একটা দ্রাস্ত ধারণা লইয়া আমরা করুণাময় ভগবানের গণ্ডী নির্দেশ করি, মস্তাংশ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দিতেছে। এক পক্ষে ‘বনেষু অন্তরিক্ষং’ পদদ্বয়ে এই এক ভাব প্রাপ্ত হই; পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে আবার অন্তর্জগতের আর এক তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে বুঝিতে পারি। সে পক্ষে “বনেষু” পদে অরণ্যসদৃশ আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। হিংস্র রিপুশ্যপদসমূহ এই হৃদয়ের সময়ে সময়ে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ কি? সে কারণ কি এট নহে—সেই করুণাময়—“বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান!” এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ‘অন্তরিক্ষং’ পদের প্রতিবাক্যে ‘অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকরুণ্যং’ পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি।

“বনেষু অন্তরিক্ষং”—করুণাময়ের করুণার এই যেমন এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ তাঁহার করুণার আর এক পরিচয়—“অর্কংসু বাজং”। এ পক্ষেও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; ঐহাবা পুরুষ, তাঁহার বা বীৰ্য্যবান্ হয়েন, সে এক তাঁহারই করুণা। অথবা, ঐহারা আয়োংকর্ষসম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সংকর্ষসাধনসামর্থ্য স্বতঃসজ্জাত হয়। ইহাও ভগবানেরই করুণা,—তাঁহারই অলৌকিক বিধান। তাই ঐহারা ভগবানের প্রতি অন্ন অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সংকর্ষ-সাধনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে। ‘অর্কংসু বাজং’ পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান। তার পর—“অগ্নিসু পয়ঃ”। এখানেও দুই রূপ ব্যাখ্যায় দুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। ‘অগ্নি’ পদে গাভীকে বুঝায়। আবার, ঐ পদে জ্ঞান-কিরণকেও (জ্ঞানকে) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান্ দুগ্ধকে সঞ্চিত রাখিয়াছেন; তেমনি জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই তাঁহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্যকারিতার একটু সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কালবশে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চয় হয়। আমরা তাহা দোহন করিয়া প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দোহন-রূপ কর্ম, জ্ঞানকে ভক্তিসম্ব্যুত ক্রিয়ার পক্ষে তদ্রূপ একটু কর্মের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানভাস্তরে ভক্তি—মাণুষ্যকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান-ভক্তির এই সংযোগ—ভগবানের করুণা-প্রভাবই সমাহিত হয়। এইরূপ, “হংসু ক্রতুং” “বিকু অগ্নিঃ”, “দিবি সূর্য্যং” এবং “অদ্রৌ সোমং” প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ করুণার নিদর্শন পাই।

তাঁহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা—তাঁহার সর্বপ্রধান যে করুণা, আমরা মনে করি, “অদ্রো সোমঃ” পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে ; এবং ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই ভাষ্যের সহিত আমাদের সঙ্গত-মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করুণা—তাঁহার সকল করুণার সার করুণা—সে কি ? না—ভাষ্যকার বলিলেন,—পর্কতের মধ্যে তিনি সোমলতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ! কেন-না, সোমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন ; আর, সে রস-পানে ইন্দ্রাদি তৃপ্ত হন। এই এক ভ্রান্তবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। লতা-পাতা মাদক-দ্রব্য—এ তো তাঁহার সৃষ্টির সর্বত্রই আছে ! ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অভিনবত্ব আর কি থাকিতে পারে ? আমরা তাই বলি, ঐ ভাব—ভাবই নহে, ঐ অর্থ—অর্থই নহে। যিনি ছ্যলোকে স্বর্ঘ্যকে স্থাপন করিয়াছেন অথবা যিনি স্বর্গলোকে জ্ঞানাদারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; অন্তরিক্ষ বাহার বিশাল সৃষ্টি-মহিমার জ্ঞোতনা করিতেছে ; তাঁহার মহিমা-কীর্তনের জন্ত মাত্র একটা সোমলতা-সৃষ্টির উপমা প্রয়োজন হইল ? এ অর্থ আমরা কখনও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সোম-শব্দে পূর্বাপর আমরা যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাঁহার অপার করুণা—আমাদের শ্রায় নাস্তিক পাষাণের পাষাণ-হৃদয়ে তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন ! বেদিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি যে ‘বরুণঃ’ তিনি যে রূপাবারিবর্ষক, তাঁহার পূর্বোক্ত কৰ্ম্মই অর্থাৎ এই পাষাণ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-করণই তাঁহার প্রধান মহিমার পরিচায়ক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি যেমন ‘বনেষু অন্তরিক্ষং বিততান’, তিনি তেমনি ‘অদ্রো সোমঃ অদধাৎ।’ উভয়ত্রই অপার মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়—বরুণ নামক সোমদেব এবং জগদীশ্বর অভিন্ন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে কিরূপ ? তিনি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অন্তরিক্ষরূপ অবসান নিৰ্ম্মাণ করেন, অশ্বসমূহের মধ্যে বেগ বা গতি প্রদান করেন ; গাভী-সমূহে পয়ঃ, হৃদয়ে স্কন্ধ, মনুষ্যে ঋতরাগ্নি, ছ্যলোকে স্বর্ঘ্য এবং পর্কতে সোমবল্লী স্থাপন করেন।’ ভাষ্যমতে এখানে ‘অদ্রি’ শব্দে পাষাণবহুল পর্কতকে বুঝাইতেছে। পাষাণ-সন্ধিসমূহে সোম উৎপন্ন হয়, আর যজ্ঞমানগণ সেই পাষাণের মধ্যে সোম প্রাপ্ত হন।

সপ্তম (উক্তভাং প্রভৃতি) মন্ত্র, ভাষ্যমতে, শকটোপরি বিস্তৃত কৃষ্ণসার মৃগের চক্ষের দ্বারা বস্ত্রাবদ্ধ সোমকে বন্ধন করিতে হয়। মন্ত্রটী স্বর্ঘ্য-মন্ত্র। ভাষ্যের অর্থ—সকল জগতের বেত্তা স্বর্ঘ্যকে রশ্মিসমূহ উর্দ্ধপ্রদেশে প্রাপ্ত করায়। কি জন্ত !—সকল জগতের দর্শনের জন্ত। (১) বাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রে এক উচ্চতাব প্রত্যক্ষ করি। ‘কেতবঃ’ পদের অর্থ—ভাষ্যমতে, ‘রশ্ময়ঃ’। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—‘প্রজাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ’ অর্থাৎ প্রজাপক-জ্ঞান-রশ্মিসমূহ। এ স্থলে ‘প্রজাপক’ শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ-জ্যোতক। ‘দূশে বিশ্বায়’ পদের অর্থে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—‘সর্বত্র জগতো’ দর্শনার্থ ; অর্থাৎ সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত। আমাদের মতে সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত। এ স্থলে ভুবন বা দেবভাব

উভয় পদই অধ্যাহৃত । ‘স্বর্ঘ্য’ শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা ‘জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । পরব্রহ্মের স্বর্ঘ্য-রূপ বিভূতিতেই জ্যোতির পূর্ণ-অভিব্যক্তি । তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম । এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ পদ-কয়টিরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় । মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব-জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ ব্রহ্মরূপস্থিত সহস্রার পদ্যে দেখিতে পান ; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে । আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে । •

* এই মন্ত্রটি সামবেদ-সংহিতার আশ্বেয় পর্বে (১প্র—৩দ—১২সা) পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে সায়ণ যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ক্রমযজুর্বেদোক্ত এই মন্ত্রের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র । আমরা নিম্নে সায়ণের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম ; যথা,—

“কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ স্বর্ঘ্যাশ্বাঃ । যদা স্বর্ঘ্যরশ্ময়ঃ স্বর্ঘ্যং সর্বশ্চ প্রেরকমাদিত্যং উদ্বহন্তি উর্দ্ধং নয়ন্তি । কিমর্থং ? বিশ্বায় বিশ্বশ্চৈ সর্বশ্চৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টং যথা সর্বৈ জনাঃ স্বর্ঘ্যং পশুন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ । কীদৃশং স্বর্ঘ্যং ? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা । দেবং জ্যোতমানং ।”

অর্থ্যং,—প্রজ্ঞাপক স্বর্ঘ্যাশ্বগণ অথবা স্বর্ঘ্যাকিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে উর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে । কি জন্ত বহন করিয়া থাকে ? না—সমগ্র ভুবনের দর্শন নিমিত্ত (অর্থ্যং,—সকল লোকই যাহাতে স্বর্ঘ্যদেবকে দেখিতে পায়, সেইজন্ত) । স্বর্ঘ্যদেব কিরূপ ? না—প্রসিদ্ধ প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যেরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটি অর্থ প্রদান করিলাম । যথা—(১) “অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্তুমান্ত্রের প্রবুদ্ধকারী স্বর্ঘ্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর উর্দ্ধে বহন করিতেছে । তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে ।” (২) “যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, স্বর্ঘ্যের রশ্মি বা ষোটকসমূহ প্রাণি সকলের বিজ্ঞাতা জ্যোতমান্ সেই প্রসিদ্ধ স্বর্ঘ্যকে সেই প্রকারে উর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থ্যং লইয়া বাইতেছে ।”

সামবেদের ‘আশ্বেয় পর্বে’ এই স্বর্ঘ্য-মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন । সায়ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছেন,—“ছত্রিণো গচ্ছন্তি” এবং “প্রাণভূত উপদধাতি” এই ঞ্জায়ামুসারে সেখানে স্বর্ঘ্যাস্বক মন্ত্রও আশ্বেয় বলিয়া গণ্য । অর্থ্যং,—‘ছত্রিগণ গমন করিতেছে’ বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ ; এবং ‘প্রাণভূত উপদধাতি’—এস্থলে অগ্ন্যাদান সন্ধকীয় ইষ্টকোপদান বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ-শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির “সমবায়্যং” হ্রদ্রামুসারে যেমন তন্ময়যুক্ত অপর মন্ত্রও ‘প্রাণভূত’ শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ । ফলতঃ, উভয়ই কষ্টকল্পনা দ্বারা মন্ত্রের আশ্বেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে । আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনার আদৌ আবশ্যক করে না । মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

অষ্টম (‘উজ্জাভেতং’ প্রভৃতি) মন্ত্ৰ কথঞ্চিং সমস্তামূলক । ভাষ্যানুসরণে মন্ত্ৰের অর্থ-নিষ্কাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয় । এমন কি, অপৌরুষেয় বেদ-মন্ত্ৰের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার সঞ্চার হইয়া থাকে । মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্ৰে কি বিপরীত অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ? আর তাহা মনে হইলে—সে অর্থের বিষয় স্বরণ করিলে—যুগপৎ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হৃদয় ত্রিস্রমাণ হয় । পূর্ব-মন্ত্ৰে শকটোপরি আস্তীর্ণ কুজাজিনকে সঞ্চোধন করা হইয়াছে ; আর এই মন্ত্ৰে শকটবাহী বুধব্রহ্মের (বলীবর্দে) প্রতি সঞ্চোধন আছে । শকটোপরি কুজাজিন বিস্তৃত হইল, তত্‌পরি সোম পরিস্থাপিত হইল । কিন্তু সে শকট বহন করিবে কে ? তাই বলীবর্দ বা বুধের আবশ্যক । সেই জন্তই বোধ হয় ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্ৰে বুধের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া, পূর্ব পূর্ব মন্ত্ৰের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন । মন্ত্ৰে ‘উজ্জো’ পদ আছে । ‘উজ্জো’ (উজ্জা) পদের নানা পর্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে ‘বুধ’ও এক পর্যায় বটে । কিন্তু এখানে যেভাবে পদটী প্রযুক্ত আছে, তাহাতে সাধারণতঃ বুধ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে । নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্ৰের সহিত অনিত্য-বস্তুর (বুধ-বিশেষের) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্য ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় । আমরা তাই মন্ত্ৰের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে—‘উজ্জো’ পদ বুধ-বিশেষ সঞ্চোধনে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করি না । আমরা মনে করি, মন্ত্ৰান্তর্গত এই ‘উজ্জো’ পদেই মন্ত্ৰে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্ৰের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে বলীবর্দব্রহ্ম ! তোমরা এস এবং আপনা-আপনিই রথে যুক্ত হও । তোমরা কিরূপ ?—না, ‘ধূষাহো’—ভারবহনক্ষম অর্থাৎ শকট-ধূর বহনে সমর্থ—রথ টানিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন’ ; সেইরূপ ‘অনশ্রঃ’—নয়নযুগলে অশ্রুবারিশূন্ত অর্থাৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন ; আর ‘অবীরহণৌ’ শকটস্থিত সোমের বধকারী নহ অথবা শূল্যাদি দ্বারা শিক্তদিগকে অহিংসাকারী এবং ‘ব্রহ্মচোদনৌ’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রের প্রতি প্রেরণকারী অথবা কৃষি দ্বারা অগ্নির প্রবর্তক । এবিধ যে তোমরা, সেই তোমরা শান্তভাবে যজ্ঞমানের গৃহ-সমূহের অভিমুখে গমন কর ।’

এই মন্ত্ৰের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি এবং মন্ত্ৰে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি । তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মন্ত্ৰানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি । মন্ত্ৰের প্রথম সমস্তামূলক ঐ সঞ্চোধন পদ—‘উজ্জো’ । নিরুক্তে ‘উজ্জাঃ’ পদ যেমন গো-নামের অন্তর্নিবিষ্ট, সেইরূপ ঐ পদ আবার রশ্মি-নামের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই । আমরা ঐ দ্বিবিচিন্তান্ত পদে ভক্তি ও জ্ঞান-রশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি । ভাষ্যে ‘উজ্জো’ পদ বুধ-সঞ্চোধনে নিয়োজিত এবং দ্বিবিচনে ব্যবহৃত । শকটবাহনের বিষয় মনে করিয়াই, শকট ছইটী বুধ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়াই, ভাষ্যকার ‘উজ্জো’ সঞ্চোধন পদের বলীবর্দে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন । আমরা কিন্তু ঐ পদে সে অর্থ গ্রহণ করি না । তাহার যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই ‘উজ্জো’ পদের ‘বুধো’ অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া যায় । ভাষ্যে বলা হইয়াছে,—বুধ বা বলদ সোমকে বহন করিয়া লইয়া যায় । কিন্তু সে সোম কি ? সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বতাবকে, সকল পদার্থের

সারভূত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও আমরা সে লক্ষ্য হইতে দ্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের সারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—
ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে বহন করিয়া আনে। এই ভাবেই আমরা ‘উস্ত্রো’ পদে ‘বৃষবৎবলবীৰ্য্যসম্পন্নো বাহকো—জ্ঞানভক্তিরূপো’ ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ‘উস্ত্রো’ পদের বলবীৰ্য বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাস্ক্রে পরবর্তী অংশে যে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রে আর যে সকল সমজ্ঞা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। সংশয়-সম্বন্ধক একটা পদ—‘ধূৰ্বাহো’। ঐ পদের ভাষ্যকারের অর্থ—“ভারং সহমানো” অর্থাৎ ‘ধূরং সহতে ধূৰ্বাহো। শকটধূরং বোচ্চং সমর্থো’। ভাষ্যকারের এ অর্থে সেই বৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আমরা ঐ ‘ধূৰ্বাহো’ পদের অর্থ করিয়াছি—‘শকটধূরং ভারং বা বোচ্চং সমর্থো’,—
দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনো ইতি ভাবঃ।’ বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়নে সংবাহিত করে, জ্ঞান-ভক্তিও সেইরূপ দেবভাব—গুহ্যসত্ত্বকে নরহৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। অপিচ, ভজ্ঞন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবে ভগবন্নিবাস মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম দৃঢ়ত-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের হৃদয়েও জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারে,—
জ্ঞান ও ভক্তি তাহাদিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয়। ভাব এই যে,—
ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়; ভক্তিতে তাঁহার প্রতি চিত্ত একককশরয়া হইয়া সংশ্লিষ্ট হয়। তখন ‘ভক্তের ভগবান’ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। জ্ঞান-ভক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ়—এতই প্রবল !

মন্ত্রান্তর্গত ‘অনশ্রাঃ’ পদও অতি উচ্চভাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাষ্যকার উহার উর্থ করিয়াছেন—“মনসি শকটে শ্রতো” অথবা ‘নেত্রোরশ্রহিতো সোৎসাহো’। শকটবাহী বলবীৰ্য, বৃষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, কান্তি-চিহ্ন নয়নাশ্র অনেকই দেখিয়াছেন। ভাষ্যকার তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া ‘অনশ্রাঃ’ পদের পূর্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরুভারে নিতান্ত প্রসীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্রান্তি-কষ্টের চিহ্ন অশ্রবারি নির্গত হইতে থাকে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত শকটবাহী ‘উস্ত্রো’ এমনই বলবীৰ্য্যসম্পন্ন যে, যত গুরুভারই হউক তাহা বহন করিতে তাহার অণুমাত্র ক্রান্তি বা কষ্ট অল্পত্ব করে না। আমরা যদিও ‘অনশ্রাঃ’ পদে ঐরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি তাহাতে ভাষ্যকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, যাহা সদানন্দ-রূপ, তাহা ক্রান্তি-দুঃখের অতীত। জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা ভগবানের অংশীভূত অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। ভগবানের করুণা ভিন্ন জ্ঞান ভক্তির বীজ হৃদয়ে উপস্থ হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতি ভিন্ন ভগবানের করুণা-লাভও

অসম্ভব । মানুষের পাপভার যতই গুরু হউক না কেন, ভগবদভিমুখী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় সে ভার বহন করিতে কদাচ বিদ্যুদ্ভাঙ্গ ক্লান্তিবোধ করে না ; পরন্তু সে ভার-বহনে তাহারা সর্বদা আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে । এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ ‘অনশ্রাঃ’ পদে ‘ক্লান্তিরহিতো, সদানন্দরূপো’ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি । ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে ঐ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি ।

মন্ত্রের আর একটি সমস্তা-মূলক পদ—‘অবীরহণো’ । ভাষ্যকারের তর্ক—‘শকটস্থিতং সোমমবধমানো’ অথবা ‘শৃঙ্গাদিভির্বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্বাণো ।’ অর্থাৎ, শকটস্থিত সোমের বাধা-প্রদায়ক নহে অথবা শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে যাহারা হনন করে না অর্থাৎ পোষা বাঁড় ! ‘বীর’ পদের বিবিধ পর্যায়ের মধ্যে ‘শিশু’ অন্ততম । শৈশবাবস্থায় মানুষ অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন থাকে । তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের একান্ত অভাব । সে তাহার একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থা । তাই ‘বীর’ পদের শিশু অর্থ হইতে অজ্ঞানতার ভাব উপলব্ধ হয় । অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহারা হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না, অপিচ তাহাদিগকেও যাহারা জ্ঞানালোক-প্রদানে সংপথে লইয়া যায়—তাহাদিগকেই ‘অবীরহণো’ বলা চলিতে পারে । জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে ? জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে হৃদয় নির্মলতা প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনিই অধিকার করে । তখন ভগবৎ-সম্মিলনও সহজ হইয়া আসে । এই ভাবেই মন্ত্রান্তর্গত ‘অবীরহণো’ পদের সার্থকতা । এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—‘অজ্ঞানানাং সংপথিনয়নকর্তারো’ অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে সংপথে নয়নকারী ।

জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী ; নির্মল হৃদয়ই তাহার আধার । তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘তোমরা দেবভাব-বহনকারী, তোমরা সদানন্দরূপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে সংপথে লইয়া যাও । এমন যে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও ।’ ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে স্বতঃপ্রদীপ্ত হউক, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক, আমরা সংপথে থাকিয়া সংকর্মে নিয়োজিত হই ; ফলে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি । জ্ঞান ও ভক্তি আমাদেরিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক ।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্র-মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয় । মন্ত্র যে শকটবাহী বুধাদির সন্মোদন-মূলক নহে, পরন্তু মন্ত্রে রূপকে যে এক মহত্ব বিবৃত হইয়াছে,—তদ্বিষয় বেশ উপলব্ধ হয় । এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি ।

নবম (‘বরুণস্ত’ প্রভৃতি) মন্ত্রটিকে আমরা দুইটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি । মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ । ভাষ্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে । ভাষ্যভাবে বুঝা যায়, শকটোপরি সংস্থাপিত সোমকে এবং শকট-সংবদ্ধ প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই যেন এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে । তদনুসারে শকট-সংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহের বোধ্য । ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যাহা সন্মোদ্য এবং মন্ত্রের যে অর্থ নিম্পন্ন হয়, আমরা প্রথমে

তাহারই উল্লেখ করিতেছি । মন্ত্রের প্রথম অংশে কাষ্ঠ-দণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে । শকটের অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের দ্বারা উন্নতমুখে স্থাপন করা হয়, অথবা শকটের সম্মুখভাগস্থ পশুবন্ধমূলক দীর্ঘ যুগদণ্ডের উভয় দিকে ছিদ্রপথে বন্ধনযোগ্য যে দুইটা শলাকা থাকে, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই শম্য বা কাষ্ঠদণ্ড । ভাষ্যমতে, এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সোমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, শকটকে নহে । সেমতে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়—‘হে শম্য ! তুমি বস্ত্রবদ্ধ সোমের উত্তম্ভন (উন্নমন) অর্থাৎ উন্নতভাবে স্থাপনকর্তা হও অথবা তুমি নিবারণযোগ্য বলীবর্দের স্তম্ভন অর্থাৎ নিবারণক হও । প্রথম অংশ শম্য-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় অংশ যোক্তু সম্বোধনে বিনিয়ুক্ত । শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড বলীবর্দের স্তম্ভদেশে আরোপিত হয়, তাহা শকট-যুগ নামে অভিহিত । শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দের স্তম্ভদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত শম্যের দ্বারা বৃষের ইতন্ততঃ গমন নিবারণিত হয়, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধ্য—সেই শম্যদ্বয় । আর বলীবর্দের গলদেশে যে রজ্জু থাকে, যে রজ্জুর দ্বারা শম্যের সহিত বলীবর্দাদি আবদ্ধ হয়, তাহাই যোক্তু । সেই যোক্তু-সম্বোধনে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—‘হে যোক্তু ! তোমরা উভয়ে বরুণের স্তম্ভসর্জ্জন অর্থাৎ রোধকারী বা ইতন্ততঃ-গমন-নিবারণক হও । যাহা স্তম্ভন অর্থাৎ রোধ করে, তাহাই ‘স্তম্ভসর্জ্জন’ ।

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন । শকটের উপরিভাগে কুম্ভসার হরিণের চৰ্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তত্পরি বস্ত্রবদ্ধ সোম সংস্থাপিত করিবার বিধি পূর্ববর্তী মন্ত্রদ্বয়ে কথিত হইয়াছে । এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে,—সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তাবল্য-সম্পন্ন সোমরস বলিয়া আবার কোথাও সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । এখানে সে সোম—লতা কি রস, কি রূপে পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ নাই । যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; তাহা হইলে, সেই তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনা—ছিদ্রকুণ্ডে জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমস্তান্বলক । বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে ছিদ্রকুণ্ডে জন আনয়ন অধুনা সম্ভবপর হইলেও বস্ত্রের মধ্যে তরল পদার্থ আবদ্ধ করিবার কোনও নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায় নাই । যাহা হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র । মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যানুসারী হইতে পারে । কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপারের অতীত কোনও অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষ্য করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না ।

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি । এতদুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি । তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে ।

ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাবে—উর্দ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে অথবা শম্য—যাহা দ্বারা বলীবর্দ সংযত হয় । কাষ্ঠ-দণ্ড যেরূপ শকটকে, অন্তরের সদবৃত্তিসমূহ সেইরূপ কর্মরূপ বানকে উর্দ্ধাভিমুখী বা ভগবদভিমুখী করিয়া দেয় । ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—কাষ্ঠদণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকে

উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাও একটু গ্রাহলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকটস্থিত সামগ্রী উন্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তত্ত্বপরিষ্ণ সোম উন্নত হয়; তেমনই অন্ত-নিহিত সত্তাব—সংপ্রবৃত্তির দ্বারা কর্মরূপ যান বা শকট উন্নত বা সংপথে পরিচালিত হইলে কর্মরূপ যানাদিগতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্মই কর্ম, যে কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—“তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ।” সেই কর্মই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধস্বকে “স্বস্ত্যনং” বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সকল সংকর্মসাধনই হৃদয়ের সদবৃত্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব সাপেক্ষ। হৃদয় যদি নির্মূল না হয়, হৃদয়ের কলুষতা যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে সংকর্মে প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্কিল হৃদয় কলুষতাময় কর্মেরই অমুর্ভূত হইয়া থাকে। হৃদয় নির্মূল করিতে হইলে তাই সদবৃত্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহা হইলে কর্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল সংকর্মের প্রয়োজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকট হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। প্রহ্লাদ আপনাব অন্তর্নিহিত সত্তাবের দ্বারা আপনাব কর্মকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্বারা ভগবদ্মাহাত্ম্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,—‘হে আমার হৃদ্বিহিত সদবৃত্তি! তুমি কর্মরূপ যানে স্নেহ-করণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্তা হও।’ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘আমাদের কর্ম-সমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ-সহযুত হউক।’ মন্ত্র বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভাষ্যকার ‘বরুণশ্চ’ পদে ‘বস্ত্রবন্ধস্ত সোমশ্চ’ অর্থ পয়োগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মতে, ‘বরুণশ্চ’ পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; উহার অর্থ—‘স্নেহকরণাধারশ্চ ভগবতঃ।’

দ্বিতীয় অংশে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বোধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাব আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেকরূপ বলীবর্দকে সংযত করিয়া থাকে। কর্ম যান, জ্ঞান ও বিবেক বা বৈরাগ্য বলীবর্দদ্বয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা শ্রদ্ধা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়; আর তৎপ্রতি যে অনন্তাভক্তি, তাহাই বিবেক। ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য-পথে চলিতে থাকে। সেই জ্ঞান আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি। বৃষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত বৃষের ইতস্ততঃ গমন-নিবারক শম্যবৃষের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমা সংযম-শিকার ভাব আসে। মনের চাক্ষুণ্য নিবন্ধন কর্মের গতি বিভিন্নমুখী হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি তাহাকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভিন্ন কর্ম ভ্রান্ত-পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্তাভক্তির দ্বারা কর্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া যদি সংপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া মাহু্যকে মোক্ষপথে লইয়া যান। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রের অর্থ নিশ্চয় করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।

অমুবাকের শেষ মন্ত্রে জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশে অজ্ঞানান্ধকার-নাশে ভববন্ধন-মোচনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে । ভাস্কর্য্যে শকটের উপরিভাগে যে দীর্ঘরজ্জু প্রসারিত থাকে, তাহাকে পাশ বলে । মন্ত্রের অর্থ—‘সেই পাশ বা রজ্জু শকটের উপর প্রসারিত হউক ।’ এখানে ‘পাশ’ পদে আমরা ‘মোহপাশ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । অজ্ঞানতাই বন্ধনমূলীভূত । অজ্ঞানতাই স্বরূপজ্ঞানের প্রধান অন্তরায় । অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টির উদয়ে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলে সংসার-বন্ধন মোচনের পথ প্রশস্ত হইয়া আসে । মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন্ ! দিব্য-দৃষ্টি-দানে আমার অজ্ঞানতম বিনাশ করুন । দিব্যজ্ঞানের দিব্য-আলোক আমার মোহের আবরণ অপসারিত হউক । সংসার-বন্ধন টুটিয়া যাউক ।’ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৮ অমুবাক) ।

— • —

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । নবমোঃ অমুবাকঃ ।)

(১) প্র চ্যবশ্ব ভূক্স্পাতে বিধ্বাৱতি ধামানি ।

(২) মা ত্বা পরিপরী বিদম্মা ত্বা পরিপস্থিনো বিদম্মা

ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্বেবা

(৩) বিধ্বাবহুরা দঘচ্ছ্যনো ভূত্বা পরা পত যজমানশ্চ

নো গৃহে দেবৈঃ সঙ্কৃতং । (৪) যজমানশ্চ স্বস্ত্যায়নসি ।

(৫) অপি পশ্চামগন্মহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিধ্বাঃ পরি

বিধো বৃগক্তি বিন্দতে বহু ।

(৬) নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্রে মহো দেবায় তদুত্
সপর্য্যত দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায় সূর্য্যায় শত্ সত ।

(৭) বরুণস্য ক্ষন্তনমসি বরুণস্য ক্ষন্তসজ্জনমসি ।

(৮) উমুক্তো বরুণস্য পাশঃ ॥ ৯ ॥

অথ পদপাঠঃ ।

(১) প্রেতি । চ্যবস্ব । ভুবঃ । পতে । বিশ্বানি । অভীতি । ধামানি ।
(২) মা । ত্বা । পরিপরীতি পরি—পরী । বিশ্বৎ । মা । ত্বা । পরিপহ্নিন ইতি পরি—
পহ্নিনঃ । বিদন্ । মা । ত্বা । গুকাঃ । অঘারব ইত্যঘ—ঘবঃ । মা । গন্ধর্কঃ ।
(৩) বিশ্বাবহুরিতি বিশ্ব—বহুঃ । এতি । দঘৎ । স্তেনঃ । ভূত্বা । পরেতি । পত ।
যজমানস্ত । নঃ । গৃহে । দেবৈঃ । সত্ স্তুতম্ ।
(৪) যজমানস্ত । স্বস্ত্যয়নীতি স্বস্তি—অয়নী । অসি ।
(৫) অঙ্গীতি । পশাম্ । অগমহি । স্বস্তিগামিতি স্বস্তি—গাম । অনেহসম্ । বেন ।
বিশ্বাঃ । পরীতি । বিশ্বঃ । বৃণক্তি । বিদতে । বহু ।

(৬) নমঃ । মিত্রস্ত । বরুণস্ত । চক্ষুসে । মহঃ । দেবায় । তৎ । ঋতম্ । সপৰ্য্যত ।

দূরেদৃশ ইতি দূরে—দৃশে । দেবজাতায়ৈতি দেব—জাতায় । কেতবে ।

দিবঃ । পুত্রায় । স্থথায় । শত্ৰুসত ।

(৭) বরুণস্ত । ঋতনম্ । অসি । বরুণস্ত । ঋতসর্জনমিতি ঋত—সর্জনম্ । অসি ।

(৮) উন্মুক্ত ইত্যং—মুক্তঃ । বরুণস্ত । পাশঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মন্দ্যাহুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। ‘ভূবপ্তে’ (হে ভূতান্য পতি পালকো বা ভগবন্!) স্বং ‘বিশ্বানি’ (সর্বানি, নিখিলানি ইত্যর্থঃ) ‘ধামানি’ (স্থানানি—ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি) ‘অভি’ (অভিলক্ষ্য) ‘প্র চ্যবস্ব’ (প্রকর্ষণে গচ্ছ, তত্র অধিষ্ঠিত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অস্মাকং মঙ্গলার্থং মোক্ষবিধায়কঃ সঃ ভগবান্ অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিত্বিতি ভাবঃ ।

২। হে ভগবন্! ‘ঐ’ (ঐং) ‘পরিপরী’ (সর্বতঃ সঞ্চরন্তঃ সত্ত্বাবনাশকাঃ শত্রবঃ) ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসস্তিত্যর্থঃ); তথা ‘পরিপহিনঃ’ (সংকর্ষণঃ প্রতিষেধকাঃ কামাদিশত্রবঃ ইতি ঐবৎ) ঐং ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসন্ত); অপিচ, ‘অঘায়বঃ’ (পরভ্রাষণং পাপং কতু মিচ্ছন্তঃ) ‘বৃকা’ (বিকর্তনশীলাঃ যদা—সংসদ্বন্ধচ্ছেদনকারিণঃ পাপশত্রবঃ ইতি ভাবঃ) তথা ‘বিশ্বাবহুঃ’ (সম্মার্গে গমনপ্রতিরোধকাঃ) ‘গন্ধর্ব্বাঃ’ (হিংসকঃ বহিরন্তঃশত্রবঃ ইত্যর্থঃ) ঐং ‘মা বিদন্’ (মা জানন্ত, মা হিংসস্তিত্যর্থঃ) । অয়ং মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনান্নাঃ ভাবঃ—হে দেব! স্বং এবং আগচ্ছতু যেন মম অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোহপি তবাগমনবার্তাং ন জানন্ত; অপিচ, অস্মাভিঃ সহ তব সন্ধকং হেতুং ন শক্লোন্ত । অপিচ অস্মাকং সম্মার্গাহুসরণায় প্রতিরোধকাঃ ন ভবন্ত । তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্ত ইতি ত্যুৎপর্থাঃ ।

৩। অপিচ হে ভগবন্! স্বং ‘বিশ্বা’ (বিশ্বানি সর্বানি) ‘বহুঃ’ (বহুনি, ধনানি—শ্রেষ্ঠ-ধনানি ইতি ভাবঃ) ‘আ দধৎ’ (শত্রুনাশেন প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ); অপিচ, ‘শ্বেনো ভূয়া’ (শ্বেনবৎ ক্ষিপ্ৰগামী ভূয়া) ‘পরাপত’ (উৎপত—সমাগচ্ছত্যর্থঃ); ততঃ ‘যজমানস্ত’ (সংকর্ষণ-সাদনপ্রবৃত্তস্ত জনস্ত—অয়াকমিতি ভাবঃ) ‘গৃহান্’ (হৃদয়ান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) ‘গচ্ছ’

(উপাগচ্ছ, আবিশ ইত্যর্থঃ), ততঃ 'যজমানস্ত' (সংকর্ষসাধনরতস্ত ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, গ্রহণযোগ্যে অপিচ মম মঙ্গলসাধকে ইতি ভাবঃ) 'গৃহে' (হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ, যদ্বা—আবয়োরূপযোগিনে, তব সহ ইত্যর্থঃ) আগচ্ছ ইতি শেষঃ। তদগৃহং মমঙ্গলম্ ইতি ভাবঃ 'সংস্কৃতং' (সুসংস্কৃতং—ক্রেদকলঙ্কপরিশৃংখং নিশ্চলং বা) বর্ততেতি শেষঃ। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎসম্বন্ধির্ভাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাজ্ঞা বর্ততে।

• ন্যায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ হ্রস্বা পরিব্রায়স্ব।

৪। (ক) হে ভগবন্! ত্বং 'যজমানস্ত' (সাধনরতস্ত মম ইতি ভাবঃ) 'স্বস্ত্যয়িন' (কর্মফল-প্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ)। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং কর্মফলং গৃহাশি মোক্ষফলং চ দেহি।

৫। 'বেন' (প্রসিদ্ধেন, যস্মিন পথি গমনেন ইত্যর্থঃ) 'বিখ্যাঃ' (সর্বান, নিখিলান্নিত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বিবিধঃ শত্রুং, কামক্রোধাদিপাপসম্বন্ধানিতি যাবৎ) 'পরিবৃণক্তি' (পরিভূতঃ সর্বতো বর্জয়তি—নরঃ ইতি শেষঃ) হে ভগবন্! ত্বং প্রসাদেন তং 'স্বস্তিগাং' (স্বস্তিনা ক্ষেমণ সুখেন বা গন্তং যোগ্যং, যদ্বা—সংসম্বন্ধসম্বিতং) 'অনেহসং' (পাপসম্বন্ধরহিতং, যদ্বা—যেন গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) 'পস্থাং' (পস্থানং, মার্গং, সংপথ-মিত্যর্থঃ) 'অগম্মহি' (বয়ং প্রাপ্তা অভূম ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধনমুচকোহয়ং মন্ত্রঃ। অস্ত ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সংকর্ষণা চ ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং; অতঃ বয়ং সংপথং অবলম্ব্য সংকর্ষণা ভগবদভিমুখিনো ভবাম ইতি সঙ্কল্পঃ প্রার্থনা চ।

৬। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'হৃদ্যায়' (জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'নমঃ' (নমস্কারং কুরুত ইতি ভাবঃ); 'মিত্রস্ত বরুণস্ত' (মিত্রবরুণদেবতাক্রমেণ বর্তমানায়, সর্বেষাং সখিত্বতায় অপিচ মেহকারুণ্যরূপায়, যদ্বা—জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ) 'চক্ষসে' (সর্বজগতঃ, নিখিল-বিশ্বস্ত বা দ্রষ্ট্রে) অথবা 'মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে' (সর্বজীবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে) 'মহো দেবায়' (মহতে তেজোরূপায় জ্যোতমানায়) 'হুরেদুশে' (অতীতানাগতবর্তমানকাল-শব্দজিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে—যদ্বা, সর্বদ্রষ্ট্রে সর্বকালান্তিক্তে বা) 'দেবজাতায়' (দেবানাং অমুগ্রহার্থং জাতায়, যদ্বা—দেবানাং জন্মহেতবে) 'কেতবে' (প্রজ্ঞানরূপায়, বিজ্ঞানধনানন্দ-স্বভাবায় ইত্যর্থঃ) 'দিবস্পুত্রায়' (হ্যালোকস্ত পুত্রবৎ প্রিয়ায়, যদ্বা—বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায় জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'তদুতং' (সংকর্ষ, যদ্বা—তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) 'সপর্ষত' (পরিচরত, পূজয়ত ইতি ভাবঃ) অপিচ 'শংসত' (স্তুতিং কুরুত)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং মন্ত্রঃ ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে। বিশ্বহেতুভূতং সর্বদ্রষ্টারং জ্যোতীস্বরূপং পরব্রহ্ম অর্চয়ামঃ ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অয়ং মন্ত্রঃ ব্যচক্ষতে।

৭। (ক) হে মম হৃদ্রিহিতে সদবৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্ত' (মেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'স্কন্ধনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপন্নিতারং—কর্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা—কর্মপ্রভাবেন যেম বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্মণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) অতঃ হে মম সদসদবৃত্তী জ্ঞানভক্তী বা! যুবাং 'বরুণস্ত' (মেহকারুণ্যরূপস্ত ভগবতঃ)

ইতি ভাবঃ) ‘কুর্ভসজ্জনং’ (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি কৰ্ম্মরূপস্থানে বা ইতি ভাবঃ) ‘অঙ্গি’ (ভব ইতি ভাবঃ) । অভঃ প্রার্থনা—অঙ্গি কৰ্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিস্তিষ্ঠঃ ভবতু ।

(গ) হে ভগবন্ ! ভবৎকৃপয়া ‘বরুণস্ত’ (অজ্ঞানতারুণস্ত আবরণস্ত) ‘পাশিং’ (বন্ধনং—মোহপাশং ইতি ভাবঃ) ‘উমুক্তঃ’ (বিমুক্তঃ, অপসারিতঃ ভবতু ইতি শেষঃ) । মন্ত্রোৎসর্গঃ প্রার্থনা-মূলকঃ । ভববন্ধনবিমোচনায় অত্র প্রার্থনা যোগ্যতঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! কৃপয়া অঙ্গিকং সংসার-বন্ধনং ছেদয়, স্বাশ্বনি চ প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৩ অনুবাক্য) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে ভূতসমূহের অধিপতি বা পালক ! আপনি নিখিল-সং-কৰ্ম্মাগারকে অথবা ভগবন্নিবাসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন । (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক । আমাদের মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে) ।

২। হে ভগবন্ ! সৰ্ব্বতঃসঞ্চারী সদ্ভাবনাশক বহিঃশত্রু যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে ; অপিচ, সংকৰ্ম্ম-প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশত্রুও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে সমর্থ না হয় ; বিকর্তনশাল অর্থাৎ সংসম্বন্ধছেদনকারী পাপশত্রু-গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে এবং সম্মার্গে গমনপ্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রুও যেন হিংসা করিতে না পারে ! (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা-মূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—‘হে দেব, আপনি এমনভাবে আগমন করুন, যেন কিবা অন্তঃশত্রু কিবা বহিঃশত্রু কেহই আপনার আগমন-বার্ত্তা জানিতে সমর্থ না হয় এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারে । অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমাদের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক) ।

৩। অপিচ, হে ভগবন্ ! আপনি শত্রুনাশের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শ্রেষ্ঠধন আমাদের গকে প্রদান করুন । অপিচ, আপনি শৌনপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্ৰগামী হইয়া আগমন করুন । অতঃপর, সংকৰ্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের (আমাদের) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে গমন (প্রবেশ) করুন । আপনার এবং সংকৰ্ম্মসাধনরত আমার অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য ঐশ্বর্য আমার সঙ্গলপ্রদ সেই গৃহ (সেই হৃদয়) হুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেশ-কলঙ্ক-

পরিপূর্ণা নির্মল হইয়া আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসম্মির্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—‘হে ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন।

৪। হে ভগবন্! আপনি সাধনরত আমার কর্মফলপ্রাপক হউন। অর্থাৎ আমার কর্মফল আপনি গ্রহণ করুন।

৫। যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শত্রুদিগকে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি পাপসম্বন্ধসমূহকে সর্বতোভাবে বর্জন করা যায়, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার প্রজ্ঞাদে সেই স্ত্রে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সংসম্বন্ধমণ্ডিত ও পাপ-সম্বন্ধরহিত (অর্থাৎ যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমরা প্রাপ্ত হইব। (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সংকর্মান্বিত দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়; অতএব, সংকর্মের দ্বারা সংপথ আশ্রয় করিয়া আমরা ভগবদভিমুখী হইব)।

৬। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার (স্তুতি) কর। সকলের মিত্রভূত অপিচ স্নেহকারুরূপ অথবা জগতের হিতকারী, সকল জগতের (নিখিল বিশ্বের) দ্রষ্টা অথবা সকল দ্রাব্যপৃথিবী-নিবাসী লোকের দ্রষ্টা, তেজোরূপে দ্যোতমান্, অতীত-অনাগত-বর্তমান-ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা (সর্বদ্রষ্টা বা ত্রিকালভিজ্ঞ), দেবগণের অনুগ্রহজন্য জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাব, দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয় অথবা বিশ্বের উৎপত্তি-হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে—তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ তাঁহাকে স্তুতি কর। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। বিশ্বহেতুভূত সর্বদ্রষ্টা জ্যোতীস্বরূপ পরব্রহ্মকে যেন আমরা অর্চনা করি—এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্র মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে)।

৭। (ক) হে মম হৃদয়স্থিত সদবৃত্তি! তুমি স্নেহকরণাধার ভগবানের উন্নতপ্রদেশে অর্থাৎ আমাদিগের কর্মরূপ যানে অথবা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—কর্মপ্রভাবে যেন আমরা শুদ্ধসত্ত্ব এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কর্মসমূহ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক)।

(খ) হে আমার সদসংবৃত্তি অথবা জ্ঞানভক্তি! তোমার আমাদিগের

হৃদয়ে অথবা কৰ্মরূপ যানে স্নেহকরণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপন কর । (প্রার্থনা—আমাদিগের কৰ্ম্মের সহিত ভগবৎসম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক) ।

(গ) হে ভগবন্ ! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের (অজ্ঞানতার আবরণরূপ) মোহপাশ অপসারিত হউক । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! কৃপা-পূর্বক আমাদিগের সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া আমাদিগকে আপনাতে বিলীন করিয়া লউন) ।
(১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অনুবাক) ।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (সাংগীটার্যাকৃত) ।

অষ্টমে সোমন্ত শকটারোপণমুক্তমারোপিতস্ত নবমে গমনমুচ্যতে । *

১-৫ । “প্র চাবশ ভুবস্পতে বিশ্বাভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদমা ত্বা পরিপহিনো বিদমা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্কো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্ত নো গৃহে দেবৈঃ সচকৃতং যজমানস্ত স্বত্যয়ন্তাপি পশ্বামগশ্বহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু ৷” —বোধায়নঃ—“সুত্রকণ্যোমিতি দ্বিরুক্তায়াং প্রচ্যাবয়ন্তি প্র চাবশ ভুবস্পতে বিশ্বাভি ধামানি মা ত্বা পরিপরী বিদমা ত্বা পরিপহিনো বিদমা ত্বা বৃকা অঘায়বো মা গন্ধর্কো বিশ্বাবসুরা দঘচ্ছেনো ভূত্বা পরা পত যজমানস্ত নো গৃহে দেবৈঃ সচকৃতমিতি প্রাদক্ষিণং রাজানং পরিবহন্ত্যথৈতাবজ্ঞসোপসংক্রামতোহধ্বর্ঘ্যজমানশ্চ যজমানস্ত স্বত্যয়ন্তাপি পশ্বামগশ্বহি স্বস্তিগামনেহসং যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বস্বিতি” ইতি । আপস্তম্ব উক্তমন্ত্রদ্বয়ং ত্রেধা বিভজতি—“প্র চাবশ ভুবস্পত ইতি প্রাক্ষোভিপ্রায় প্রাদক্ষিণ-মাবর্ততে ত্রেনো ভূত্বা পরা পতেত্যধ্বর্ঘ্য রাজানমভিমন্ত্রয়তেংপি পশ্বামগশ্বহীত্যধ্বর্ঘ্যজমানশ্চ দক্ষিণেনান্তরেণ বা রাজানমতিক্রামতঃ” ইতি ।

ভূশব্দেন ভূমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধ্বর্ঘ্যপ্রভৃতীত্যপলক্ষ্যন্তে । তেবাং চ ভূতানাং পালকত্বাং পতিঃ সোমঃ । হে ভূতপতে সোম বিশ্বানি ধামানি প্রাচীনবংশহবির্ধানাদিস্থানাভ-তিলক্ষ্য প্রকর্ষণে চাবশ গচ্ছ । পরিপরী মার্গে বাধকস্তদ্বরপ্রভুঃ স ত্বাং মা জানাতু । পরি-পহিনস্তদুত্যাতেংপি ত্বাং মা জানন্তু । বৃকা অরণ্যস্থানঃ । অঘং পাপং বধরূপমিচ্ছন্তীত্য-ঘায়বঃ । তেংপি ত্বাং মা জানন্তু । বিশ্বাবসুর্গন্ধর্কঃ স্বর্গমার্গে সোমস্তাপহর্তা । সোংপি ত্বাং মা দঘং মা প্রতীকতাং । হে সোম ত্বং শ্রোনবজ্ঞংপতনসমর্থো ভূত্বাহসদযজমানস্ত গৃহে প্রাচীনবংশে পরাপত শীঘ্রং গচ্ছ । দেবসদৃশৈরধ্বর্ঘ্যপ্রভৃতিভিত্তবোপবেশনায়াসন্দীরূপং স্থানং সংকৃতং । স্বস্তি শ্রেয়োরূপো যজ্ঞস্তস্যায়নং প্রাণিস্তদস্তাতীতি স্বত্যয়নী যজমানস্ত যজ্ঞপ্রাপকো-হসি । অপি চ বয়ং পশ্বানমমুষ্ঠানরূপমগশ্বহি প্রাপ্তাঃ । কীদৃশং ? স্বস্তিগাং ত্রেয়ঃপ্রাপকং । অনেহসং নকারস্ত ব্যত্যয়েন হকারঃ । অনেনসং গাপয়হিতং । যেন পথা বিশ্বা দ্বিষঃ সর্কারৈরিণঃ গরিবৃণক্তি সর্কতো বজ্রয়তি । কিং চ যেন পথা দ্রব্যং লভতে, তাদৃশং পশ্বানং প্রাপ্তাঃ ॥

প্রথমমন্ত্রে যথোক্তমর্থং প্রসিদ্ধতয়া স্পষ্টয়তি—“প্র চ্যবস্ব ভুবস্পত ইত্যাহ ভূতানাং
হেষ পতির্কিঞ্চাত্তি ধামানীত্যাহি বিশ্বানি হোষোহভি ধামানি প্রচ্যবতে মা স্বা পরিপরী বিদ-
দিত্যাহ যদেবাদঃ সোমমাত্রিয়মাণং গন্ধর্বো বিশ্বাবসুঃ পর্য্যমুস্তান্ত্রাদেবমাহাপরিমোষায়” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । পূর্বং গন্ধর্বোণ সোমস্তাপহতত্বাদন্তি তস্বপ্রসক্তিস্তম্মান্না
হেত্যাদিকং বক্তব্যং ॥ দ্বিতীয়মন্ত্রে স্বস্ত্যয়নী শব্দেন যজ্ঞপ্রাপ্তির্বিবক্ষিতেত্যাহ—“যজমানস্ত
স্বস্ত্যয়ন্তনীত্যাহ যজমানস্তেবৈষ যজ্ঞস্তারসোহনবচ্ছিত্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১)
ইতি ॥ তৃতীয়মন্ত্রো ব্রাহ্মণেনোপেক্ষিতঃ ॥

৬। “নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহো দেবায় তদূতং সপৰ্য্যত দূরদৃশে দেবজাতায়
কেতবে দিবস্পুত্রায় স্বর্য্যায় শব্দসত।”—কল্পঃ—“অথাগ্রেণ শালাং তিষ্ঠন্নোহুমানং রাজানং
প্রতি মন্ত্রয়তে নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষসে মহো দেবায় তদূতং সপৰ্য্যত দূরদৃশে দেবজাতায়
কেতবে দিবস্পুত্রায় স্বর্য্যায় শব্দসতেতি” ইতি । অস্মিন্নমন্ত্রে স্বর্য্যরূপেণ সোমঃ স্তূয়তে—
মিত্রস্ত মিত্রান্ন নমঃ । কীদৃশায় ? বরুণস্ত স্বরশ্মিভিজ্জগদাবৃণতে । পুনঃ কীদৃশায় ! চক্ষসে সর্ক-
জায় । হে ঋত্বিজো মহো মহতে তস্মৈ দেবায় দেবপ্ৰীত্যর্থং সপৰ্য্যত সপৰ্য্যায় সেবাং কুরুত ।
কিং কৃত্বা ? তজ্জ্যোতিষ্ঠৌমরূপমূতং সত্যমবশ্রুতপ্রদং কস্ম্য কৃত্বা । কিং চ স্বর্য্যায় শংসত
স্বর্য্যপ্ৰীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত । কীদৃশায় স্বর্য্যায় দূরে দৃশ্যমানায় দেবত্বেন জাতায় কেতবেহেছো
লক্ষণভূতায় ছ্যলোকস্ত পুত্রবং প্রিয়ায় ॥ অস্মিন্নমন্ত্রে বরুণশব্দাভিপ্রায়মাহ—“বরুণো বা এষ
যজমানমভ্যতি যংক্রীতঃ সোম উপনদ্ধো নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্ষস ইত্যাহ শাস্ত্রো” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । যঃ সোম উপনদ্ধ এষ বরুণরূপঃ সন্ যজমানমভিলক্ষ্য
সমাগচ্ছত্যতো বরুণনমস্কারেণ তত্ত্ব উপদ্রবঃ শাস্যতি ॥ বতপ্যগ্নীষোমীয়ন্ত পশোনায়মকুষ্ঠান-
কালস্তথাহপি প্রসঙ্গান্তং পশুং বিধিৎসুঃ প্রসঙ্গং তাবদশর্যতি—“আ সোমঃ বহস্ত্যগ্নিনা প্রতি
তিষ্ঠতে তৌ সম্ভবস্তৌ যজমানমভি সং ভবতঃ পুরা খলু বাবৈষ মেধায়াহস্মানমারভ্য
চরতি যো দীক্ষিতঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । ঋত্বিজঃ প্রাচীনবংশ-
গতস্তাহবনীয়স্তায়ে সমীপং প্রতি সোমমানয়ন্তি । স চ সোমোহগ্নিনা সমেত্য প্রতিষ্ঠিতো
ভবতি । তৌ চাগ্নীষোমৌ পরস্পরং যদা সঙ্গচ্ছেতে তদা যজমানমভিলক্ষ্য সঙ্গতো ভবতঃ ।
তদেতদবগম্য কিল পুরা যো দীক্ষিতঃ স এষ যজ্ঞার্থং স্বাস্থ্যানমেবাহলভ্য পশুত্বেনোপাকৃত্য
প্রচরতি । সোহয়ং প্রসঙ্গঃ ॥ ইদানীং বিধত্তে—“যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাণতত আত্মনিক্রয়ণ
এবান্ত সং” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অস্ত যজমানস্ত পশ্বালন্ত আত্ম-
নিক্রয়ণঃ । পশুং মূল্যত্বেনাগ্নীষোমাভ্যাং দত্ত্বা তেন তস্মাৎ স্বভূতমাত্মানং নিক্রীণাতি ॥
অত্র হবিশেষযন্তকণং পূর্বপক্ষতয়া নিষেধতি—“তস্মান্তস্ত নাহস্তং পুরুবনিক্রয়ণ ইব হি” (সং.
কা. ৬ প্র. ১ অ. ১১) ইতি । যস্মাদয়ং পশুঃ পুরুষস্ত মূল্যমিব তস্মান্তস্ত পশোঃ সম্বন্ধি
হবিন ভক্ষণীয়ং তদ্ব্যক্ণে মূল্যনাশপ্রসঙ্গাৎ ॥ সিদ্ধান্তমাহ—“অথো খবাহরগ্নীষোমাভ্যাং বা
ইজ্জো বৃত্রমহন্নতি যদগ্নীষোমীয়ং পশুমাণততে বাত্রয় এবান্ত স তস্মাদাহস্তং” (সং. কা. ৬
প্র. ১ অ. ১১) ইতি । অথোশব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । অভিজ্ঞাৎগ্নীষোমার্থমিজ্জো বৃত্রং
হত্বানিত্যাহঃ । অয়ং বৃত্তান্তো দ্বিতীয়কাণ্ডস্ত পঞ্চমপ্রণাঠকে ষষ্ঠী হতপুত্র ইত্যস্মিন্নম্বাকে

প্রপঞ্চিতঃ । যস্মাদগ্নীষোমার্থমিক্রো বৃত্রং হতবাংস্তস্মাদগ্নীষোমীষপঞ্চালক্কা যঃ সোহিত্ত কল্পমানস্ত
বৈরিষাতি । তস্মাত্তদীয়ং হবির্ভক্ষণীয়ম্বেব ॥ প্রাসঙ্গিকং পরিশিষ্টাণ্য প্রকৃতমেব নমো মিত্র-
শ্রেতি মন্ত্রং বিনিযুক্তক্কে—“বারুণ্যর্চা পরি চরতি স্বয়ৈবৈনং দেবতয়া পরিচরতি” (সং-কা-
৬ প্র-১ অ-১১) ইতি । উপনক্তস্ত্র সোমস্ত বরুণো দেবতা । পরিচরণং কল্পমান্যুপচারঃ ।
ততো বরুণমন্ত্রেণ তদহুষ্ঠানং যুক্তং । অথ প্রাথম্যেণ সোমমাসন্যায় প্রতিষ্ঠাণ্য তদ্বিম্ভকাল
এবা বন্দ্য বরুণং বৃহস্পতিতোতয়া তব্রা যামীত্যনয়া বা বারুণ্যর্চোপস্থানরূপং পরিচরণং কৰ্ত্তব্যং ॥

৭ । “বরুণস্ত্র স্তম্বনমসি বরুণস্ত্র স্তম্বসর্জনমহ্যনুত্তো বরুণস্ত্র পাশঃ ॥” “বোধায়নঃ—
“অথৈতৎসোমবাহনমগ্রেণ শালামুদগীষমুপস্থাপয়ন্তি তদুপস্থত্ভাতি বরুণস্ত্র স্তম্বসর্জনমসীতি
শম্যামুদহত্যনুত্তো বরুণস্ত্র পাশ ইতি যোক্ত্রং” ইতি । আপস্তম্বস্ত শম্যাবোক্তান্তিধানীনাং
ক্রমেণোন্মোচনং মন্ততে ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“প্র চ্য প্রাথম্যগমনং গোনোহধ্বর্গ্যাস্ত্র মন্ত্রয়েৎ । অপ্যতিক্রম্য রাজানং নম এনং প্রতীকতে ॥
বরুদ্রয়েণ শন্যাদীন্মুঞ্চেৎ সপ্তাত্র মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥” ইতি ॥

অত্রাপি নাস্তি মীমাংসা ॥

অথ চন্দঃ ।

প্র চ্যাবধেতি ষট্পদাহতিজগতী । গোনো ভূত্বাহপি পহ্যমিতোতে অহুষ্ঠভো । নমো
মিত্রস্যোতি জগতী ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অহুবাক) ।

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয-
সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয় প্রপাঠকে নবমোহুবাকঃ ॥

* * *

মন্ত্ৰার্থ-আলোচনা ।

— * —

অষ্টম অহুবাকে শকটে সোমারোপণানন্তর নবম অহুবাকের মন্ত্র-সমূহে শকট-চালনার বিষয়
উক্ত হইয়াছে । ভাষ্যানুসারে এই অহুবাকের মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ নিশ্চয় হয়, নিম্নে তাহা
প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তব্য প্রকাশ করিতেছি । ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্র ‘সোম’ শব্দকে
প্রযুক্ত । শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে । তদুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে । শকটের
বাহক বৃষদ্বয় শকটধূরে সংযোজিত হইয়াছে । এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম-ক্রয়কারী
যজ্ঞমান গৃহে গমন করিবে । তাই মন্ত্রে সোমকে সোধোন দেখিতে পাই । ভাষ্যের মতে মন্ত্রের
অন্তর্গত ‘ভূ’ শব্দে ভূমিতে স্থিত ভূতসমূহকে অর্থাৎ যজ্ঞমান অধ্বর্গ্য প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা
হইয়াছে । তাহাদিগকে পালন করে বলিয়া সোম তাহাদিগের অধিপতি । এইরূপ অনুক্রমণে
সোমকে সোধোন করিয়া মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—‘হে ভূতপতি ! হে সোম ! তুমি প্রাচীনবংশ
অধিপতি প্রভৃতি সোম-সমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন কর ।’ দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

‘তোমার গমনকালে, সর্বত্রবিচরণশীল বাধক ভয়-প্রভু যেন তোমার গমন-বার্তা জানিতে না পারে, তাহার যাগ-প্রতিবেদক ভূত্যাগণও যেন তোমার গমন-বার্তা জানিতে না পারে; ‘বৃক’ অর্থাৎ অরণ্যচারী ঋষিদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পাপরূপ বধ-কর্তাও যেন তোমাকে জানিতে না পারে। অপিচ স্বর্গমার্গে সোমের অপহর্তা বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বও যেন তোমার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন না করে।’ তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—‘হে সোম! তুমি যামতীয় শত্রুকে নাশ করিয়া শ্রেষ্ঠধন-প্রদান কর এবং শ্রোনপক্ষীর ছায় শীতগামী হইয়া যজ্ঞমান-গৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমার জন্ম সর্বোপকরণ-সংযুক্ত স্থান আছে। সেখানে দেবসদৃশ অধ্বর্যু প্রভৃতি তোমার উপবেশন জন্ম আসন্দীকপ স্থান সংস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন।’ ভাষ্যভাবে মন্ত্রে এই ভাব প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘ভুবম্পতে’ (ভুবঃ পতে) পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার ভূ-শব্দে ভূমিস্থিত যজ্ঞমান প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পতি সোম—এই বচন অনুসারে, তিনি সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ‘সোম’ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, ‘ভুবম্পতে’ পদে সেই ‘একমেবাধিতীয়ঃ’ ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। এই বিশ্বের—স্বাবর-জন্ম-চরাচরের—চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক। সোম বা শুক্লসত্ত্ব—সেই তাঁহার রূপান্তর মাত্র। সম্বতাবে স্থিতি, রাজোভাবে সৃষ্টি এবং তমোভাবে লয়। তিনি সোম বা সম্ব—তাঁই তিনি ‘ভুবম্পতি’। মন্ত্রে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রে কিন্তু সোম-সম্বোধন-স্বচক কোনও পদ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবিধ শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে। সে সকল শত্রুই সাধনার অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুক্লসত্ত্বেরণে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে, তাহারা সর্বদা তৎপর। আবরণার্থক ‘বৃ’ ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পন্ন। মাহুঘের অজ্ঞানতাই সেই বৃক-পদবাচ্য। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসম্বন্ধ লোভ অথবা সংস্করণের স্বরূপ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সংসদ্বন্ধ ছেদন করে। ‘বৃকা’ পদে তাই ‘সংসদ্বন্ধছেদনকারী’ অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সংকর্ষের বা সদমুষ্ঠানের অন্তরায়ভূত যে কামি-ক্রোধাদি রিপু-শত্রু—তাহারাই ‘পরিপহ্নিনঃ’ পদবাচ্য। প্রলোভনাদি সজাব-নাশক-বে-বহিঃশত্রু, তাহারাই ‘পরিপরিণঃ’। ‘গন্ধর্ব্বঃ বিশ্বাবসুঃ’ পদদ্বয়ে ভাষ্যকার স্বর্গ-পথে সোমের অপহরণ-কর্তা গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুকে বুঝাইয়াছেন। সেই ভাব হইতে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—সম্বার্গ-গমনে প্রতিরোধক হিংসক বহিরন্তঃশত্রু। এই সকল শত্রুই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সজাব ভিন্ন সংকর্ষে প্রযুক্তি, আসে না, আবার সংকর্ষে ভিন্ন সজাব সজাত হয় না। সংকর্ষ ও সজাব ভিন্ন সংস্রবের সহিত সংসদ্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্ম ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আপনার আগমন-কালে পুরোক্ত শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন হৃদিস্থিত অন্তরায়-শত্রুগণাদি শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে, অন্তরের আবির্ভাব হয় না হইলে, সে ক্ষেত্র কি ভগবানের কোণ্য আসনে পরিণত হইতে পারে-?

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, শ্রেনবৎ ক্ষিপ্ৰগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন । প্রার্থনা হইতেছে—‘সত্ত্বর আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন ।’ এই মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যজ্ঞমানস্ত নঃ গৃহে দেবৈঃ সংস্কৃতং’ অংশ কিঞ্চিৎ সমস্তা-মূলক । ভাষ্যের অর্থ—“অধ্বর্যু প্রভৃতি দ্বারা আসন্দীকৃত স্থান সংস্কৃত হইয়াছে ।” এরূপ অর্থে সন্মোদনকারীকে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন । অত্ৰ আবার অর্থ দেখিতে পাই,—“তত্র যজ্ঞমানগৃহে আব্রোহোঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্কোপকরণযুক্তং স্থানমস্মীতি ভাবঃ ।” অর্থাৎ তোমার এবং আমার জন্ত যজ্ঞমান-গৃহে সর্কোপকরণযুক্ত স্থান আছে,—ইহার তাৎপৰ্য্য বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন । আমরাও মর্শ্বানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে । তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হইয়াছে,—“আপনার গ্রহণ-যোগ্য অপিত আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ রুদ্রকলঙ্কপরিশুভ নিশ্চল হইয়া আছে ।’ ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র আবিলতাময় থাকিতে পারে ? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী, মুক্তির পথ যে তাহার নিকট স্নগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি ?

চতুর্থ মন্ত্রে ভগবানে কর্মফল-প্রদানের বিষয় প্রখ্যাত দেখিতে পাই । ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—‘স্বস্তি’ অর্থাৎ শ্রেয়ঃরূপ যজ্ঞের ‘অয়নঃ’ অর্থাৎ প্রাপ্তি বাহার আছে ; অর্থাৎ তুমি যজ্ঞমানের যজ্ঞপ্রাপক হও ।’ এ মন্ত্রটীও সোম-সন্মোদনে প্রযুক্ত । আশ্চর্য্যজনক ফলাকাজ্ঞা-পরিশুভ হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন । ভগবান তাঁহাদের কর্মের ফল গ্রহণ করিয়া মোক্ষ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন,—তিনি তাঁহাদিগের উদ্ধার করিয়া আপনাতে বিলীন করিয়া লয়েন । এই নিত্য-সত্যের মধ্য দিয়া প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—‘হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের কর্মফল গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরণে আশ্রয় দান করুন । আপনার অনুগ্রহ-লাভে আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই ।’

ভাষ্যমতে এই অনুবাকের পঞ্চম মন্ত্র পথিদেবতার সন্মোদনে প্রযুক্ত । ক্রীত সোম মন্তুকোপরি গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় । সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—‘আমরা অনুষ্ঠানরূপ পথ প্রাপ্ত হইয়াছি । কিরূপ পথ ? না—স্বথে গমন-যোগ্য অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপক এবং পাপরূপ চোরাদির উপদ্রব রহিত অথবা যে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না ; অথবা যে পথে গমন করিলে নিখিল পাপসম্বন্ধ পরিবর্জন করা যায় । অথবা যে পথে গমন করিলে দ্রব্য লাভ হয়, তাদৃশ পথ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য । ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটে নাই । ভাষ্যমতে ‘পহ্যঃ’ পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি হয় । কিন্তু আমরা ঐ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া ‘সংপথ’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । সংপথে গমন নিরাবিল স্ত্রথের এবং অসংপথে অবলম্বন দারুণ হ্রস্বের দৃষ্টান্ত । সংসারে প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয় । সংপথে থাকিয়া সংকার্য্য-সম্পাদনে ভগবানের রূপা অতি সহজেই পাওয়া যায় ; কিন্তু অসংপথে অসদ্বৃত্তির প্রেরণায় অসংকার্য্য-সম্পাদনে, তাহা

বহু দূরে সরিয়া যায়। সংকার্ষের সরলতা এবং অসংকার্ষের কণ্টকময় জালামালা, সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। অসঙ্ক্টি—পাপসম্বন্ধ—ইহলৌকিক সকল হুঃখের মূল। সেই হুঃখমূল উদ্ভিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সংপ্রসঙ্গের আলোচনা, সংপথ অবলম্বন ও সংকর্ষের সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ সংস্বরূপ। তিনিই অনন্ত সুখের আধার! সতের আশ্রয়েই সংকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন,—
‘এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানাম্বকার ঘেরিয়া ছিল;—
তাই পথ চিনিতে পারি নাই।’ হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে।
এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিময় হইবেন না; একবার যখন চিনাইয়া দিয়াছেন, তখন যেন আর ভুলিয়া না যাই। সংপথ-প্রদর্শনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জানাইয়া না দিলে, কিরূপে চিনিব প্রভু—কেমন করিয়া জানিব—দেব!’ আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই নিহিত আছে।

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমূলক শব্দস্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ যে বিশেষণ-দ্বয়, ‘স্বস্তিগাং’ ও ‘অনেহসং’—এই যে বিশেষণদ্বয়, উহা দৃষ্টে আমরা ‘পহাং’ পদে সাধারণ গমনা-গমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ‘সংপথ’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। সংপথে গমনেই পাপ-সম্বন্ধ বর্জন করা যায়,—সংপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সংপথেই “স্বস্তিগাং” অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে; সংপথে গমন করিলেই ‘দ্বিধঃ’ অর্থাৎ কামক্রোধাদি পাপসম্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বি অস্ত্র যে পথেই মানুষ অগ্রসর হইবে, সেই পথেই কণ্টকময়, সেই পথেই শত্রুসমাকুল, সেই পথেই অশেষ হুঃখময়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—‘সংপথে চলিয়া সংস্বরূপের অম্বগামী হও; শত্রু ভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।’

ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যভাবে যাহা অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ বজ্রমান অগ্নিবোমীর যজ্ঞের পশু গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, ক্রমসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেধকে, ‘নমো মিত্রস্ত’ প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্বন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রটী সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগতীচ্ছনোবিশিষ্ট। ভাষ্যকারের মতে,—এই মন্ত্রে সোমকে সূর্য্য-স্বরূপ কল্পনা করিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘এবংবিধ সূর্য্যের উদ্দেশে নমস্কার কর। কিরূপ সূর্য্য?—না, তিনি মিত্রবরূপ-দেবতা-রূপে বিদ্যমান অর্থাৎ তিনি মিত্ররূপে জগতের হিতকারী অথবা বরুণরূপে তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরণকারী। অর্থাৎ তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন;—এই নিমিত্ত তিনি চক্ষুমান অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি জ্যোতমান। তিনি দূরে বর্তমান প্রাণিগণ কর্তৃকও পরিদৃশ্যমান, অথবা তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ জ্যোতমান পরামাত্মা হইতে সজাত; তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তিনি পূত্রবৎ ছালোকের প্রিয়, অথবা

হ্যালোকের পালনকর্তা । হে ঋষিকগণ ! এবম্বিধ যে স্বর্গ্য, তাঁহার শ্রীতির নিমিত্ত সেবা কর অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে সত্য অবশ্রমলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্যা কর, অথবা সেই স্বর্গ্যকে সত্যব্রহ্মরূপে পূজা কর এবং তাঁহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ কর । কিরূপ স্বর্গ্য ? অর্থাৎ—দূরে দৃশ্যমান, দেবত্বের দ্বারা জাত । অহলক্ষণভূত এবং হ্যালোকের পুত্রবৎ প্রিয় ।’ এই মন্ত্রে কোনও সন্ধান পদ নাই । কিন্তু ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটি ঋষিকগণের সন্ধানেনে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

আমাদের মতে মন্ত্রটি আত্মোদ্দোষনমূলক । পূর্ব-মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানে সংশ্রুতি হওয়ার সঙ্কল্প—এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত ; অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে । আমাদের মতে, মন্ত্রটি চিন্তাবৃত্তিসমূহের সন্ধানেনে প্রযুক্ত । মন চঞ্চল ; চিন্তা-বৃত্তি-নিরোধ বিশেষ আয়াস-সাধ্য । মন্ত্রে সেই চিন্তা-বৃত্তি-নিরোধের প্রয়াস দেখিতে পাই । আমাদের প্রধান লক্ষ্য—ক্রিয়া-কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা । স্মরণ্য কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুমোদিত বাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা নিম্প্রয়োজন মনে করি । মন্ত্রের অর্থ কি, তাহাই মাত্র আমরা কহিতেছি ।

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত সর্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই । কয়েকটি পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানতঃ মতান্তর ঘটিয়াছে । আমাদের মন্তব্যসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে । ভাষ্যকার ‘মিত্রশ্র বরুণশ্র’ পদদ্বয়ে ‘চতুর্থার্থে যন্তো’ বলিয়া যজ্ঞ-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া, ঐ দুই পদের অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন,—‘মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্তমানায় ।’ আমরাও এ মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদনুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে,—‘সর্বেষাং সখিত্বাত্ম্য অপিত স্নেহকারণরূপায় ।’ যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সখিত্ব, ঐহার করুণাধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্বিশেষে জগতের সকলেরই প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে ? তাই এস্থলে আমরা ‘যদা’ অভিধানে “জগতাং হিতকারিণে” অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । ভাষ্যকারও এই ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন । তাঁহারই অনুসরণে আমরা পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম । তবে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষণার্থে ‘মিত্রশ্র বরুণশ্র চক্ষসে’ পদত্রয়ের অর্থ ফরিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না । তাহাতে অর্থ হয়—‘সর্বজ্ঞত্বাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্টে’ অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্বদ্রষ্টা । মন্ত্রের ‘দূরেদৃশে’ পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না । ভাষ্যকারের মতে, ঐ পদের অর্থ,—‘দূরে দৃশ্যমানায়’ অথবা “দূরে বর্তমানৈঃ প্রাগিভিন্নশ্রুত ইতি দূরেদৃক তন্মৈ ; যদা দূরে পশুতীতি দূরেদৃক ।” পরব্রহ্ম পক্ষে ইহার কোনও অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি না । দূরের লোকও তাঁহাকে দেখিতে পায়, অথবা তিনি দূরের লোককেও দেখিতে পান,—এ গুণ-বিশেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে ; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয় না । যাহারা কৰ্ম্মবশে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও

তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন,—ভাষ্যকারের অর্থে এই এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে ; কিন্তু পেরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে যদি বলা যায়, “অতীতানাগতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধিণাং প্রাণিনাং দ্রষ্টে,—সর্বদ্রষ্টে সর্বকালান্তিজে বা” অর্থাৎ তিনি অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকলকালসম্বন্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্বকালান্তিজে সর্বদ্রষ্টা ; তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ সাহজসাধ্য হয় না কি ? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই ‘দূরেদৃশে’ পদের পূর্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্ৰান্তর্গত ‘দেবজাতায়’ ও ‘দিবস্পূত্রায়’ পদদ্বয়ের অর্থে পরব্রহ্মকে ভাষ্যে ‘দেবগণের অমুগ্রহার্থ জাত’ এবং ‘দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়’ বলা হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্বাবর-জঙ্গম-চরাচর সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা—তাঁহার অমুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী ! কেবলমাত্র দেবগণের অমুগ্রহের জন্য তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, তাঁহাকে সঙ্গীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান—অতি মহান। তাঁহা হইতে দেবগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি সকলেরই জন্মহেতুভূত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—“নাতোহতোহস্তি দ্রষ্টা নাতোহতোহস্তি শ্রোতা নাতোহতোহস্তি মন্তা নাতোহতোহস্তি বিজ্ঞতৈব ত আত্মাস্তর্ঘ্যামুতোহতোহৃদার্ত্তঃ”। অন্ত্র দেখিতে পাই,—“স বা অয়মাশ্মা সর্বস্ত বশী সর্বশ্চেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি”। অন্ত্র আবার আছে,—

“যঃ স্থলস্থল্যপ্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্বভূতো ন চ সর্বভূতঃ ।

বিধং যতশ্চেতদ্বিশ্বহেতোর্নমোহিস্ত তন্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥”

‘দেবজাতায়’ এবং ‘দিবস্পূত্রায়’ পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়াই আমরা ঐ দুই পদের ‘দেবানাং জন্মহেতবে’ এবং ‘বিশ্বস্ত উৎপত্তিহেতুভূতায়’ অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্ৰের অন্তর্গত ‘তদূতং’ পদের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ—‘সত্যমবশ্যফলপ্রদং জ্যোতিষ্টোমরূপং কৰ্ম্ম’ ; এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—‘স্বর্ঘ্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম’। প্রথম প্রকারের অর্থ—ক্রিয়াকাণ্ডামুগত ; দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক। জ্যোতিষ্টোমাদির অমুষ্ঠানে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস—কৰ্ম্মসাপেক্ষ ; আর তাঁহাকে সত্য ব্রহ্ম ‘ঐ তৎসৎ’ বলিয়া জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্য্যকরী। জ্ঞান ও কৰ্ম্ম সে পক্ষে প্যুরস্পারিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমরা যে পথের পথিক, আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্ৰের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই ‘তদূতং’ পদে সৎকৰ্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও ‘যদ্বা’ অভিধারে ‘তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বাক্যমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই অধিকৃতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ‘কেতবে’ পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ—‘বিজ্ঞানধনানন্দস্বভাবায়।’ তাঁহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষরূপ পরমধন এবং সদানন্দ বিরাজমান ; অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দময়। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সত্য জ্ঞান, মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্ৰে তাঁহাকে আরাধনামূলক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হইতেছে—‘সেই পরাংপর পরব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন, মোক্ষদান করুন এবং চিরানন্দ দান করুন।’

এই অম্ববাকের সপ্তম বা শেষ মন্ত্র এবং অষ্টম অম্ববাকের শেষ দুইটি মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন ।
প্রভেদ মাত্র ক্রিয়াপদেই । অষ্টম অম্ববাকের ‘প্রত্যন্তঃ’ পদের পরিবর্তে নবম অম্ববাকে
‘উম্বুক্তঃ’ পদ রহিয়াছে । উক্তির অস্ত্র কোনও পার্থক্য নাই । অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
ব্যপদেশে আমরা এই মন্ত্রের তাৎপর্য প্রদান করিয়াছি । সুতরাং বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর
ভাষার পুনরুল্লেখ করিলাম না । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—৯ অম্ববাক) ।

— * —

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহম্ববাকঃ ।)

(১) অগ্নেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা ।

(২) সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা ।

(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা । (৪) অগ্নয়ে ত্বা ।

(৫) রায়স্পোষদাবে বিষ্ণবে ত্বা ।

(৬) শোনায় ত্বা সোমভূতে বিষ্ণবে ত্বা ।

(৭) যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভুরন্ত

যজন্তঃ । গয়ক্ষানঃ প্রতরণঃ হবীরোহবীরহা প্র চরা সোম ছর্য্যান্ ।

(৮) অদিত্যাঃ সদোহস্তুদিত্যাঃ সদ আ সীদ ।

(৯) বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দেবানাং

সথ্যাম্মা দেবানামপসশিচ্ৎস্মহি ।

(১০) আপতয়ে ত্বা গৃহ্মামি পরিপতয়ে ত্বা গৃহ্মামি তনুনপুত্রে

ত্বা গৃহ্মামি শাকরায় ত্বা গৃহ্মামি শক্লম্নোজিষ্ঠায় ত্বা গৃহ্মামি ।

(১১) অনাধ্বষ্টমস্যনাদ্ব্যং দেবানামোজোভিশস্তিপা অনভিশস্তেন্যম্ ।

(১২) অন্মু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্রুতামন্ তপস্তপম্পতিরঞ্জসা

সত্যমূপ গেযৎ স্ববিতো মা ধাঃ ॥ ১০ ॥

• • •

অথ পদপাঠঃ ।

(১) অগ্নেঃ । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(২) সোমস্ত । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৩) অতিথোঃ । আতিথ্যম্ । অসি । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৪) অগ্নয়ে । ত্বা । (৫) ঋতম্পোষদাবু ইতি ঋতম্পোষ—দাবু । বিষ্ণবে । ত্বা ।

(৬) শ্বেনায । যা । সোমভূত ইতি সোম—ভূতে । বিশ্ববে । যা ।

(৭) যা । তে । ধামানি । হবিষা । যজ্ঞস্তি । তা । তে । বিধা ।

পরিভূরিতি পরি—ভূঃ । অস্ত । যজ্ঞম্ । গয়ক্ষান ইতি গয়—ক্ষানঃ ।

প্রতরণ ইতি প্র—তরণঃ । স্রবীর ইতি স্র—বীরঃ । অবীরহেত্যবীর—হা ।

প্রোতি । চর । সোম । হৃদ্যান্ ।

(৮) অদিত্যাঃ । সদঃ । অসি । অদিত্যাঃ । সদঃ । এতি । সীদ ।

(৯) বরুণঃ । অসি । ধৃতব্রত ইতি ধৃত—ব্রতঃ । বারুণম্ । অসি ।

শংষোরিতি শং—ষোঃ । দেবানাম্ । সখ্যাৎ । মা ।

দেবানাম্ । অপসঃ । ছিৎসহি ।

(১০) আপতয় ইত্যা—পতয়ে । যা । গৃহ্মামি ।

পরিপতয় ইতি পরি—পতয়ে । যা । গৃহ্মামি । তনুনপত্র ইতি তনু—নপত্রে ।

যা । গৃহ্মামি । শাকরায় । যা । গৃহ্মামি ।

শক্ন । ওজিষ্ঠায় । যা । গৃহ্মামি ।

(১১) অনাধ্বমিত্যনা—ধ্বম্ । অসি । অনাধ্বমিত্যনা—ধ্বম্ ।

দেবানাম্ । ওজঃ । অভিগন্তি পা ইত্যভিগন্তি—পাঃ ।

অনভিগন্তেত্মিত্যনভি—গন্তেত্মম্ ।

(১২) অধিতি । মে । দীক্ষাম্ । দীক্ষাপতিরিতি দীক্ষা—পতিঃ ।

মত্ৰতাম্ । অধিতি । তপঃ । তপস্পতিরিতি তপঃ—পতিঃ ।

অজ্ঞসা । সত্যম্ । উপেতি । গেষম্ । স্থবিতে । মা । ধাঃ ॥ ১০ ॥

° ° °

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মম হ্রিহিত শুদ্ধস্ব ! ত্বং 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপস্ত ভগবতঃ) 'আতিথ্যং' (অতিথিবৎ সর্কেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং ; যদ্বা—তুষ্টিসম্পাদকং ইত্যর্থঃ, প্রকাশকং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) ; অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ।

২। হে মম হ্রিহিত শুদ্ধস্ব ! ত্বং 'সোমস্ত' (সংস্বরূপস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীত্যর্থং, ভগবন্তং লাভায় বা ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ । মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পমূলকশ্চ । সত্যেন শুদ্ধস্বেন হি কেবলং সংস্বরূপং ভগবন্তং প্রোশ্বব্যাং । অতঃ শুদ্ধস্বেন সন্তাবাদিনা যথা ভগবৎসম্বন্ধকং লভেম, তথা করবাণি ইতি ভাবঃ ।

৩। হে মম শুদ্ধস্বাকীভূত কৰ্ম্ম ! ত্বং 'অতিথে' (অতিথিরূপেণ জগৎপ্রীগয়িতুঃ ভগবতঃ, যদ্বা—সর্কেষাং নমস্ত ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীতিহেতুভূতং, তুষ্টিসম্পাদকং প্রজ্ঞাপকং বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ! অয়ং ভাবঃ—অতিথিরূপেণ সঃ ভগবান জগতাং আরাধনীয়ঃ । তদারাধনায় শুদ্ধস্বসম্বন্ধিতং কৰ্ম্ম প্রধানোপকরণং । অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎপ্রীত্যে ত্বং কৰ্ম্ম সাধয়ামি শুদ্ধস্বকঃ নিয়োজয়ামি ।

৪। অপিচ হে মম তথাবিধ কৰ্ম্ম ! ‘অগ্নয়ে’ (প্রজ্ঞানস্বরূপায় ভগবতে, যদ্বা—জ্ঞান-রূপায় পরব্রহ্মণে ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ ।

৫। তথা হে মম শুদ্ধসত্ত্বাসীভূত কৰ্ম্ম ! ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘রায়শোষদাবৌ’ (ধনপুষ্টিপ্রদাত্রে যদ্বা—পরমধনপ্রদাত্রে অপিচ সত্ত্বাবজনয়িত্রে) ‘বিষ্ণবে’ (সর্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তত্ত্ব ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) নিয়োজয়ামি উৎসৃজ্যামি ইতি শেষঃ ।

অথবা

৪-৫। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘রায়শোষদাবৌ’ (পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে) ‘অগ্নয়ে’ (জ্ঞানজ্যোতিঃলাভায়) ‘ত্বা’ (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি । অপিচ, ‘বিষ্ণবে’ (বিশ্বব্যাপিনে) ভগবতে, যদ্বা—তৎপ্রীত্যর্থং) ‘ত্বা’ (ত্বাং) সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ । অগ্নয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি পরমার্থপ্রদং । শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানকিরণং সমাহৃত্য ভগবৎপ্রাপ্তয়ে তজ্জ্ঞানং নিয়োজয়ামি ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৬। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! ‘সোমভূতে’ (সৎস্বরূপায়, যদ্বা—হৃদি সত্ত্বাবসংজনয়িত্রে ইত্যর্থঃ) ‘গ্ৰেনায়’ (গ্ৰেনবৎক্ষিপ্ৰগামিনে, যদ্বা—ক্ষিপ্ৰেণ পাপিনাং উদ্ধারকারকে, অথবা ভক্তিসমর্ষিতান্ শরণাগতান্ প্রীতি করুণাপরায়ণস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ । অপিচ ‘বিষ্ণবে’ (বিশ্বব্যাপকস্ত ভগবতঃ পূজনায় প্রীতি-সাধনায় বা ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) নিয়োজয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি শেষঃ । মদ্বোহগ্নয়ং উদ্বোধনমূলকঃ । সৎকৰ্ম্মণা সত্ত্বাবেন চ প্রীতঃ সন্ ভগবান ভক্তান্ হারয় উদ্ধারয়তি । অতঃ সঙ্কল্পঃ—সত্ত্বাবোন্মেষণেন সৎকৰ্ম্মসাধনেন চ শুদ্ধসত্ত্বং সমাহৃত্য মোক্ষলাভায় তৎ শুদ্ধসত্ত্বং নিয়োজয়ামি ইতি ভাবঃ ।

৭। (ক) হে ভগবন্ ! ‘তে’ (তবৎসম্বন্ধি) ‘যা’ (যানি) ‘ধামানি’ (স্থানানি নামানি বা) অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ ‘হবিষা’ (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ) ‘যজ্ঞস্তি’ (যাগং নির্বাহয়ন্তি, ত্বাং অর্চয়ন্তি—মনুজাঃ ইত্যর্থঃ) ‘তে’ (তবৎসম্বন্ধি) ‘যজ্ঞঃ’ (উপাসনং) তা (তানি) ‘বিধা’ (বিধানি সর্বাণি ধামানি নামানি ইতি ভাবঃ) ‘পরিভূঃ’ (ত্বয়া পরিতঃ প্রাপ্তবান) ‘অন্ত’ (ভবতু) । মদ্বোহগ্নয়ং প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! যঃ জনঃ যস্মিন্ স্থানে যেন নাম্না জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ দামর্চয়তি ত্বমপি তাস্মিন্ স্থানে তেন নাম্না পরিতুষ্টঃ সন্ ত্বাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ ।

(খ) হে ভগবন্ ! ‘গয়স্কানঃ’ (গৃহাভিবর্দ্ধকঃ, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধকঃ) ‘প্রতরন্সঃ’ (প্রাকর্ষণেণ বিপদুদ্বারকঃ, যদ্বা—সংসারসমুদ্রপারনয়নকারী) ‘সুবীরঃ’ (শোভনবার্যাসম্পন্নঃ, সর্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) ‘অবীরহা’ (বীর্যাগঃ পরিপালকঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা ইতি যাবৎ) ত্বং ‘হ্র্য্যান্’ (গৃহান্, অস্ম্যাকং হৃদরূপান্ যজ্ঞগৃহান্ ইতি ভাবঃ) ‘প্রচারান্’ (প্রচার, প্রাপ্নুহি—অবিতর্জিত ইত্যর্থঃ) । অতঃ অকিঞ্চনান্ অস্মান্ আশ্রয়ং দেহি সংসারসমুদ্রাচ্চ তারয় ইতি প্রার্থনামূলকোহগ্নয়ঃ মন্ত্রঃ ।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! ত্বং ‘অদিত্যাঃ’ (অনন্তস্ত ভগবতঃ) ‘সদঃ’ (অধিষ্ঠানং, আধারস্বরূপঃ বা) ‘অসি’ (ভবাসি) ; অগ্নয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ । শুদ্ধসত্ত্বেন হি কেবলং

ভগবন্তঃ প্রাপ্তবান্ । অতঃ স্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্ততঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সদঃ' (স্থানং, সত্যরূপং আশ্রয়স্থানং—মম নিশ্চলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসীদ' (সর্বতঃ প্রাপ্তুঃ, যদা—তত্র উপবিশ, আশ্রয়ং কুরু ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধস্বেন ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি সঙ্কল্পঃ ।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'ব্রতব্রতঃ' (যজ্ঞস্ত ধারকঃ, যদা—জনানাম্ সংকৰ্ম্মণি প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ) অপিচ 'বরুণঃ' (স্নেহকরুণাধারস্ত ভগবতঃ স্বরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অপিচ স্বং 'দেবানাম্' (দেবভাবানাম্) 'শংষোঃ' (স্ত্রুতেন মিশ্রয়িতা—ভগবতা সহ ইতি ভাবঃ) তথা 'বাকুণঃ' (ভগবতঃ প্রীতিসাধকঃ স্নেহকরুণারূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ যদা অহং 'দেবানাম্' (শুদ্ধসত্ত্বরূপাণাম্ দেবভাবানাম্ ইত্যর্থঃ) 'সখ্যাম্' (সখিত্বং, সখ্যভাবং ইত্যর্থঃ) অপিচ 'অপসং' (কৰ্ম্মসামর্থ্যং) 'মা ছিৎস্মহি' (মা ছেদয়ামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ) । মম কৰ্ম্মবিচ্ছেদঃ সত্ত্বাবচ্যুতি চ মা ভূয়ান্ত্যং ইতি ভাবঃ ।

১০। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'আপত্যে' (সত্যতঃ সর্বতো গমনশীলায়, যদা—অগত্যং প্রাণশ্বরূপায় ভগবতে ইত্যর্থঃ, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্যামি' (নিয়োজয়ামি, নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

(খ) তথা 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিত্যজে' (সর্বব্যাপিমে, যদা—মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবৎ, তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্যামি' (নিবেদয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

(গ) অপিচ, হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ততুনপ্তে' (বিগুহসত্ত্বভাবলব্ধিকার, জন্মকারণনিবারণ ভগবতে, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং লাভার্থং বা ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্যামি' (নিবেদয়ামি স্পন্দয়ামি উৎসৃজ্যামি বা ইত্যর্থঃ) ।

(ঘ) তথা, 'ত্বা' (ত্বাং) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! 'শাকুরায়' (প্রভূতশক্তিশালিনে, যদা—সর্বশক্তে-রাধারভূতার ভগবতে, তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্যামি' (নিয়োজয়ামি ইত্যর্থঃ) ।

(ঙ) অপিচ 'শকুন' (বিশ্বকৰ্ম্মন, যদা—সর্বেষু প্রাণিষু শক্তি-বিধায়ক, অথবা—সংকৰ্ম্ম-সাধনায় শক্তিপ্রদাতঃ) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ওজিষ্ঠায়' (প্রভূততেজো-বীৰ্য্যসম্পন্নায়, অনাধুষ্টবল্যয়েতি ভাবঃ ভগবতে, যদা—তস্ত ভগবতঃ প্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ) 'গৃহ্যামি' (নিয়োজয়ামি, উৎসৃজ্যামি ইতি ভাবঃ) ।

মন্ত্রোহয়ং আয়োজোদধনমূলকঃ সঙ্কল্পস্থচক্চ । অত্র ভগবৎসকাশ্যং নিখিলসত্ত্বাবলাভাকঙ্ক বর্ততে । প্রার্থনায়ঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! মম হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা পরিভূক্তঃ সন্ ময়ি সত্ত্বাবান্ সংরক্ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয় ।

১১। (ক) হে মম হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'অনাধুষ্টে' (সর্দৈব অতিরিক্ততঃ, যদা—প্রমাদ-পরিশৃঙ্খং অহিংসিতং হিংসারহিতমিত্যর্থং তথা অনভিভূতং সর্বসাফল্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ । অতঃ স্বং ময়ি অত্ম্যকং সত্ত্বক্ষে বা 'অনাধুষ্টং' (কেনাপ্যতিরিক্ততঃ হিংসিতং বা, যদা—পাপকলঙ্কপরিশৃঙ্খঃ সদানিৰ্ম্মলঃ স্নত্বসাধকঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! স্বং 'দেবানাম্' (দেবভাবানাম্, সত্ত্বাবানাম্ বা ইতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলঃ শক্তিরিতি যাবৎ, যদা—সারভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিশক্তিপা' (অভিসম্পাতাং পাপাং বা

পরিভ্রাতা ইত্যর্থঃ) তথা ‘অনভিশন্তেত্ত্বং’ (অনিন্দিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমঃ, যদা—ভগবৎ-
সম্বিকর্ষপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ ।

১২। (ক) ‘দীক্ষাপতিঃ’ (দীক্ষায়াঃ, সংকর্ষণঃ বা পালকঃ অধিপতি সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ)
‘মে’ (মম) ‘দীক্ষাং’ (শোভনং অমুষ্ঠানং, মদমুষ্টিতং সংকর্ষ ইত্যর্থঃ) ‘অমুমন্ততাং’
(স্বীকরোতু, গৃহীতু ইতি ভাবঃ) ।

(খ) তথা ‘তপস্পতি’ (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস, যদা—সাত্বিকরাজসতামস-
ত্রিবিধতপঃকারিণাং পালকঃ রক্ষকঃ বা সঃ ভগবান্) ‘মে’ (মম) ‘তপঃ’ (তথাবিধানি
ত্রিবিধানি কৰ্ম্মাণীতি ভাবঃ) অমুমন্ততু ইতি শেষঃ ।

(গ) তন্তু ভগবতঃ অমুগ্রহেণ যদা অহং ‘অঞ্জসা’ (নির্মলচিত্তেন, জ্ঞানদৃষ্টিলাভেন,
যদা—সন্মার্গেন গচ্ছা ইত্যর্থঃ) ‘সত্যং’ (সত্যমুত্তমঃ ভগবতঃ স্বরূপং ইতি ভাবঃ) ‘অমুগেযং’
(দৃষ্টোহস্মি, লভেয়ং ইতি ভাবঃ) । হে ভগবন্ ! তথা ‘মা’ (মাং) ‘স্ববিতৈ’ (শোভনমার্গে,
সংপথি বা ইত্যর্থঃ) ‘ধাঃ’ (ধারয়ঃ, স্থাপয় ইত্যর্থঃ) ।

প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ । অত্র প্রার্থনাকারী নির্মলচিত্তেন সংকর্ষসাধনে চ সংপথি
সংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—‘হে ভগবন্ ! মাং মদমুষ্টিতং কৰ্ম্ম চ
সম্ভাবসমম্বিতং কুরু । অপিচ মাং সংপথি প্রতিষ্ঠাপয়িত্বা মমি অমুগ্রহপরায়ণঃ ভব মম
পূজ্যং গৃহাণ । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অমুবাক) ॥

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

১। হে আমার হৃষিকিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি অতিথিবৎ সকলের
আকাজ্জকীয় এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের তুষ্টিসম্পাদনকারী অর্থাৎ প্রকাশক
হও । অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের শ্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত
(উৎসর্গ) করিতেছি । (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ ;
শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়) ।

২। হে আমার হৃষিকিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি সংস্বরূপ ভগবানের শ্রীতি-
হেতুভূত হও । অতএব তোমাকে বিশ্বব্যাপী ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত
উৎসর্গ করিতেছি । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পমূলক । একমাত্র
সত্যের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই সংস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
অতএব শুদ্ধসত্ত্বের এবং সম্ভাবাদির দ্বারা যাহাতে ভগবৎসম্বিকর্ষ লাভ
করিতে পারা যায়, তদ্বিশয়ে চেষ্টাস্থিত হইব) ।

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাদীভূত কৰ্ম্ম ! তুমি অতিথিরূপে জগৎশ্রীতিকর
(অথবা অতিথিরূপে সকলের নমস্ত পূজ্য) ভগবানের শ্রীতিহেতুভূত এবং

তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবান অতিথিরূপে জগতের আরাধনীয়। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ—সম্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে তাই সঙ্কল্প—ভগবানের শ্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে নিয়োজিত করিতেছি)।

৪। অপিচ, হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কৰ্ম্ম! প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের উদ্দেশে তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত কৰ্ম্ম! তোমাকে ধনপুষ্টিদায়ক অর্থাৎ পরমধনপ্রদায়ক সম্ভাবজননকারী সর্বব্যাপী ভগবানের শ্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত (উৎসর্গ) করিতেছি।

অথবা

৪-৫। হে আমার হুমিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমার্থ-ধনসমূহের পুষ্টিদানকারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। অপিচ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশে, তাঁহার শ্রীতির নিমিত্ত, তোমাকে সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে জ্ঞানকিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৬। হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সোমানয়নকর্ত্তা অথবা হৃদয়ে সম্ভাব-সংজনয়িতা, ভক্তিমান অর্চনাকারিগণের প্রতি শ্বেদনবৎ ক্ষিপ্ৰগমনকারী, ভগবানের শ্রীতির জন্য অথবা সংকৰ্ম্মসাধনের নিমিত্ত, তোমাকে আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি। (সংকৰ্ম্মের এবং সম্ভাবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন করেন। অতএব সঙ্কল্প—সম্ভাবের উন্মেষে সংকৰ্ম্মসাধনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি)।

৭। (ক) হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থান বা নাম অবলম্বন করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথবা আপনার অর্চনা করে, আপনার সম্বন্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চন আপনার যাবতীয় স্থানে বা নামে আপনি সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্!

যে জন যেখানে হইতে যে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অর্চনা করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন)।

(খ) হে ভগবন্ ! আপনি গৃহাভিবর্দ্ধক অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধক, প্রকৃষ্ট-রূপে বিপদুদ্ধারকারী অথবা সংসার-পারে নয়নকর্ষা, শোভনবীৰ্য্যসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্ঞান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দাতা । আপনি আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে অধিষ্ঠিত হউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্রে হইতে পরিত্রাণ করুন)।

৮। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি অনন্ত-স্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ধারক ও স্বরূপ হও । (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ । শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি স্থানকে অথবা নিম্নলি হৃদয়কে সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ সে হৃদয়ে উপবেশন কর । (মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি)।

৯। হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি যজ্ঞের ধারক অর্থাৎ সংকর্মে সকলের প্রেরক এবং স্নেহকরণাধার ভগবানের স্বরূপ হও । অপিচ, তুমি ভগবানের সহিত দেবতাবসমূহের স্তম্ভ-মিশ্রিয়িতা এবং ভগবানের প্রীতিসাধক স্নেহকরণারূপ হও । অতএব যাহাতে আমি দেবতাবসমূহের সখিত্ব এবং কর্মসামর্থ্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হই, তাহার বিধান কর । (ভাব এই যে,—আমার কর্মবিচ্ছেদ এবং সন্তাবচ্যুতি যেন না ঘটে)।

১০। (ক) হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! সততসর্বত্রগমনশীল অথবা জগতের প্রাণস্বরূপ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমায় উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(খ) সেইরূপ, হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! সর্বব্যাপী অথবা বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠাতা ভগবানের উদ্দেশ্যে তোমাকে উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(গ) অপিচ, হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব সংরক্ষক অথবা জন্মকারণবিনাশকরী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত—তাহাকে

লাভ করিবার জন্ম, তোমাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি বা উৎসর্গ করি । (ভগবান মঙ্গল বিধান করুন) ।

(ঘ) হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সকল শক্তির আধারভূত সেই ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি । (আমি যেন কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করি) ।

(ঙ) অপিচ, বিশ্বকর্মা, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তিবিশায়ক অথবা সংকর্ষসাধনে শক্তিপ্রদানকারী হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমাকে প্রভূততেজোবীৰ্য্যসম্পন্ন অথবা অনাপ্ব্যস্তবল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ অথবা নিয়োজিত করিতেছি ।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক । মন্ত্রে ভগবানকে নিখিল সত্ত্বাব-প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । প্রার্থনার ভাব এই যে,— হে ভগবন্ ! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া আমাতে সত্ত্বাব সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকারণ নিবারণ করুন) ।

১১। (ক) হে আমার হৃদ্বিধিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি সদা অতিরঙ্কত অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসাদিরহিত অপিচ সর্বসাকল্যপ্রদ । (অতএব আমাতে অথবা আমাদিগের সম্বন্ধে তুমি তেমনি অহিংসিত ও অতিরঙ্কত অর্থাৎ পাপকলঙ্ক-পরিশূন্য সদা-নির্ম্মল এবং স্ত্রুতসাধক হও ; আমাদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া অন্তরের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর) ।

(খ) তথাবিধ হে আমার হৃদ্বিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ! তুমি নিখিলসত্ত্বাব-সমূহের অথবা সত্ত্বাবসম্পন্ন জনের বল-শক্তি-স্বরূপ অর্থাৎ সারভূত এবং পাপ হইতে পরিত্রাণকারক এবং আনন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক হও ।

১২। (ক) দীক্ষারূপ সংকর্ষের পালক ভগবান আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান বা সংকর্ষ স্বীকার অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

(খ) আমার শারীর বাচিক মানস অথবা সাত্ত্বিক রাজস তামস ত্রিবিধ তপঃকর্মের পালক (রক্ষক) ভগবান, আমার উক্তরূপ ত্রিবিধ তপঃ কর্ম স্বীকার করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

(গ) সেই ভগবানের অনুগ্রহে নির্ম্মলচিত্তে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া সন্মার্গগমনে সত্যমুক্তি ভগবানের স্বরূপ আমি যাহাতে দর্শন করিতে সমর্থ

হই অর্থাৎ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারি, সেইরূপ শোভনমার্গে বা সংপথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করুন ।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থী বিশুদ্ধচিত্তে সংকর্ষসাধনে সংপথে গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির কামনা করিতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমার অনুষ্ঠিত কৰ্ম সন্তোষসম্পন্ন করুন । অপিচ আমাতে অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন) ।
(১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক) ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্য (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

নবমেহুবাংকে সোমস্ত প্রাচীনবংশং প্রতি গমনমুক্তং দশমে তু সন্নীপমাগতাত্মাতিথিরূপস্ত সোমস্ত সংকারারাহিত্যেষ্টিরূচ্যতে ।

১—৬ । “অগ্নেৱাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বাহতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বাহগ্নে স্বা রায়স্পোষদাবু, বিষ্ণবে স্বা শ্রেনায় স্বা সোমভূতে বিষ্ণবে স্বা ।” কল্পঃ— “আতিথ্যং নির্কপত্যারধ্যার্য্যং পয়্যামথ দেবস্ত স্বা সবিতুঃ প্রসব ইতি প্রতিপদং কৃষাহ্নে-
ৱাতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষা সোমস্তাহতিথ্যমসি বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষাহ্নে স্বা রায়স্পোষদাবু, বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীত্যেত্যামেব প্রতিপদং কৃষা শ্রেনায় স্বা সোমভূতে বিষ্ণবে স্বা জুহুঃ নির্কপামীতি পঞ্চকৃষো যজুৰ্বা” ইতি ।

প্রকৃতিগতেশ্বরে জুহুঃ নির্কপামীত্যেতন্নিম্নজ্জৈতিনেশ্যং প্রাপ্তে 'সতি তত্রত্যদেবতা-
পদশ্রেণ্যত্র পঞ্চভিঃ পর্যায়ৈরপোদিতস্বাং পঞ্চমেহপি সাবিত্রঃ জুহুঃ চামুযজতি । অত্র
বিষ্ণুরেক এব হবিষো দেবতা । অগ্নাদয়স্ত তদমুচরাঃ । অততি সততং গচ্ছতীত্যতিথিঃ ।
তদর্থং ক্রিয়মাণং সংকাররূপং কৰ্মাহতিথ্যং । লোকে স্বামিনে দীৰ্যমানেন দ্রব্যেণ তদমুচরা
অপি পরিতুষ্যন্তি । তস্মাদত্রান্যাদীনামিদং হবির্ভবত্যাতিথ্যং । হে হবিষ্মতিথিরূপস্তাথেঃ
সংকাররূপমসি । তাদৃশং স্বাং বিষ্ণুশ্কাভিধেয়ায় সোমায় নির্কপামি । সোমস্তেত্যত্র প্রধানভূতঃ
সোমো ন ত্বপরঃ কশ্চিত্তন্মাহমুচরঃ । অতিথিনামকোহস্তঃ । রায়স্পোষদাবা ধনসমৃদ্ধেদ্বিতা
কশ্চিদগ্নিনামকোহস্তঃ । সোমং বিভক্তি পোষয়তীতি সোমভূচ্চেননামকোহস্তঃ । এতাবুভাবপি
সোমস্ত রাজোহতিপ্রত্যাসন্নাবমুচরাবিভ্যভিপ্রেত্যগ্নে শ্রেনায়ৈতি চতুর্থ্যা স্বাশ্বেন চ প্রধান-
সমভরা নির্দিষ্টেতে ॥ মজ্জাধ্যাচিধ্যানুরাদৌ কালবিশেষসহিতমতিথ্যং কৰ্ম বিধস্তে—“যদুভৌ
বিমুচ্যাতিথ্যং গৃহ্নীন্নামজ্জং বিচ্ছিন্ন্যামজ্জভাববিমুচ্য যথাহনাগতাস্থাহতিথ্যং ক্রিয়তে তাদৃগেব
তদ্বিমুক্তোহস্তোহনড়ানুভবত্যাবিমুক্তোহস্তোহধাতিথ্যং গৃহ্নাতি যজ্ঞস্ত সন্ততো” (সং., কা. ৬ প্র. ২
অ. ১) ইতি । যজোৰ্গলীবদ্রোহীৰ্মমুক্তয়োঃ সতোঃ সোমগমনরূপং কৰ্ম লক্ষণা পুরিত্যক্তং ভবতি ।
আতিথ্যকৰ্ম তুপকাস্তং, ততো যজমধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিত্তেত । অবিমুক্তয়োঃ যজোৰ্গমনতা-

সংপূর্ণবাদনাগতায় সোমাহুতিথ্যং কৃতং ভবেৎ । একশ্চিৎকৃত্যে চ বিমুক্তত্বাদেব গমনং সম্পূর্ণং ভবতি । ইতরস্ত বিমোকাভাবাৎ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মাপি ন ত্যক্তং । অতস্তস্মিন্কালাে নিকাপাদ্বজঃ সঙ্কতো ভবতি । নিকাপকালাে ধ্বংসমুপপাদ্যাঃ শব্দটম্পর্শং বিধত্তে—“পদ্যধ্বারভতে পত্নী হি পারীগহ্মন্তে পত্নিঃ পদ্যৈবাহুতং নিকাপতি যদৈ পত্নী যজ্ঞস্ত করোতি মিথুনং তদথো পত্নীয়া এবেষ যজ্ঞস্তাধ্বা-
 স্তোহিবজ্জিতো” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । পরিগদগৃহং তত্র ভবং ব্রাহ্মাদিস্রব্যং পারীগহ্মং তন্ত্ৰশানা পত্নী । কিং চ যজ্ঞঃ পুমানপত্নী জীতোতমিথুনং । কিং চ যোহয়ং পদ্যাঃ শব্দটম্পর্শং যজ্ঞস্তম্পর্শঃ স যজ্ঞস্ত বিচ্ছেদরাহিত্যায় ভবতি ॥ মন্ত্রাধ্যাচটে—“যাবত্তির্কৈ রাজাহু-
 চৈরয়াগচ্ছতি সর্কেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দো’সি থলু বৈ সোমস্ত রাজোহু-
 চরণ্যেয়াতিথ্যমসি বিষ্ণবে হেতাহ গায়ত্রিয়া এবেতেন করোতি সোমস্তাতিথ্যমসি বিষ্ণবে হেতাহ ত্রিষ্টুভ এবেতেন করোতি তথৈরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে হেতাহ জগত্যা এবেতেন করোত্যগ্নয়ে আ রায়স্পোবাদাবে, বিষ্ণবে হেতাহুষ্টুভ এবেতেন করোতি শ্রোনায় আ সোমভূতে বিষ্ণবে হেতাহ গায়ত্রিয়া এবেতেন করোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । সোমস্ত
 কৃত্যেয়াতিথ্যমসি ত্যাস্তরাগিগায়ত্র্যাঙ্গীহুপলক্ষ্যন্তে । উপলক্ষকবিশেষাণামগ্ন্যাঙ্গীহুপলক্ষ্য-
 বিশেষবৈগায়ত্র্যাতিথ্যঃ প্রাতিথ্যিকসম্বন্ধবিশেষে প্রমাণমিদং ব্রাহ্মণমেব ॥ নিকাপাত্তিসংখ্যাং
 বিধত্তে—“পঞ্চ কৃত্যো গৃহ্যতি পঞ্চাক্ষরা পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব যজ্ঞে”
 (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।

আত্মস্তয়োর্মন্ত্রয়োর্গায়ত্র্যা দ্বিরপলক্ষিতং প্রমোত্তরাভ্যানুপাধয়তি—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
 কস্মাৎসত্যাপায়ত্রিয়া উভয়ত আতিথ্যস্ত ইতি যদেবাদঃ সোমমাহরন্তমাদ্ পায়ত্রিয়া
 উভয়ত আতিথ্যস্ত ক্রিয়তে পুরস্তাচোপরিষ্টাচ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১)
 ইতি । আতিথ্যং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ নিকটৈত্তত্তুলৈনবকপালঃ পুরোডাশঃ কার্য ইতি
 বিধত্তে—“শিরো বা এতল্লজস্ত যদাতিথ্যং নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তস্মান্নবধা শিরো
 বিধুতং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । আতিথ্যেষ্ঠেঃ সংকাররূপেণ শিরোবহুস্ত-
 মাদ্বং । যস্মাদত্র কপালেযু নবসংখ্যা তস্মাদ্দৃষ্টান্তভূতং শিরোহপি নবভিঃ কপালৈর্কিংশেবেণ
 স্যত্যং । পোরোডাশিকব্রাহ্মণে হেবমাস্যাতং—“তস্মাদষ্টকপালং পুরুষস্ত শিরঃ” ইতি ।
 ততোহষ্টানং কপালানাং পরম্পরমষ্টধা স্যতিস্তত্তত্তৎসমূহরূপস্ত শিরসোহধস্তনেম কবন্ধেন
 সঠৈকধা স্যতিঃ ॥ উক্তমেব বিধিমনু প্রশংসতি—“নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে
 ত্রয়ত্রিকপালান্নিবৃত্তা স্তোমেন সংমিতান্তেজস্রিবৃত্তেজ এব যজ্ঞস্ত শীর্ষলধাতি” (সং. কা. ৬ প্র.
 ২ অ. ১) ইতি । ত্রিব্রহ্মকে স্তোমে জীণি স্তোতানি । তেহৈকৈকস্মিন্ স্তোকে তিস্তিঃ স্তোচঃ ।
 অতঃ সংখ্যাসাম্যায়বকপালস্ত ত্রিভিঃ প্রজাপতেষু খাদয়িত্বা সহ জাতাত্তোজো-
 রূপং । তথা সতি যজ্ঞশিরোরূপ আতিথ্যে তেজঃ স্থাপিতং ভবতি ॥ পুনরায়নু প্রশংসতি—
 “নবকপালঃ পুরোডাশো ভবতি তে ত্রয়ত্রিকপালান্নিবৃত্তা প্রাণেন সংমিতান্ত্রিবৃত্তৈ প্রাণিব্রুতমেব
 প্রাণমভিপূর্যং যজ্ঞস্ত শীর্ষলধাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ।

ত্রিভিঃ কপালৈঃ সংকৃতঃ পুরোডাশত্রিকপালঃ । তাদৃশাশ্চ পুরোডাশস্ত্রয়ঃ । নবসংখ্যায়ঃ
 বিভজ্যমানায়ামেব সম্পত্ততে । তথা সতি যৎকপালগতং ত্রিবৃত্তং যজ্ঞ পুরোডাশগতং তেন

সদৃশী প্রাণসংখ্যা প্রাণশোধ্যার্থোমধ্যবৃত্তিভিজ্জিগৎস্বাৎ । অথ বা নবস্ব ছিদ্রেষু বর্তমানো নবসংখ্যাকঃ প্রাণঃ । তস্ত জ্বেধা বিভাগে সতি প্রকৃতনবকপালসাদৃশ্যং ভবতি । তাদৃশং প্রাণমভিপূৰ্ণমহুক্রমেণ যজ্ঞস্ত শিরস্তাতিথেয়ং স্থাপয়তি ॥ অন্ত্রামাতিথেয়ৌ প্রকৃতিবৎপ্রস্তরস্ত বিধতোশ্চ কুশময়স্তে প্রাপ্তে তদ্বাধিত্বং দ্রব্যান্তরং বিধন্তে—“প্রজাপতেৰ্কা এতানি পশ্নানি যদম্বালা ঐক্ষবী তিরশ্চী যদাম্বালঃ প্রস্তরো ভবত্যৈক্ষবী তিরশ্চী প্রজাপতেরেব তচ্চক্ষুঃ সং ভরতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । পশ্নাণ্যাকিরোমাণি । অম্বালাঃ কাশাখ্য দৰ্ভবিশেষাঃ । ঐক্ষবী ইক্ষুপত্রিকে । তিরশ্চী চক্ষুষচক্ষুপটিকে । যথা সোমপর্ণস্ত পলাশবৃক্ষ-রূপেণোৎপত্তিৰ্থা চাপস্ব মেধ্যাংশো দৰ্ভরূপেণোৎপন্নস্তথৈব প্রজাপতেঃ পশ্নাণাং চক্ষুপটয়োশ্চ কাশরূপেণেক্ষুপত্ররূপেণ চাহবির্ভাবোহর্থবাদান্তরে দ্রষ্টব্যঃ । এবং সতি প্রস্তুত্বাদত্র প্রস্তরাখ্যভূগ-মুষ্টিরাম্বালঃ কৰ্তব্যাঃ । তদ্রাধস্তাতিৰ্থাক্তেন স্থাপনীরে বিধৃতী ঐক্ষবৌ কুর্যাৎ । তাবতা প্রজাবতেস্তচ্চক্ষুঃ সম্পাদিতং ভবতি ॥

পরিধিসু ত্রিপর্য্যবৃত্তং বিধন্তে—“দেবা বৈ যা আহতীরজ্জ্বহবন্তা অম্বরা নিকাবমানস্তে দেবাঃ কাম্যর্ঘ্যমপশ্নান্ কৰ্ম্মণ্যো বৈ কৰ্ম্মেনেন কুব্বীতেতি তে কাম্যর্ঘ্যময়ান্ পরিধীনকূৰ্ত্তত তৈর্কেণ তে রক্ষা৷ স্থাপয়ত যৎকাম্যর্ঘ্যময়াঃ পরিধয়ো ভবন্তি রক্ষসামপহন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । নিকাবং নিঃস্বং চৰ্ক্ষণাদিশব্ধেন দেবা জ্ঞাস্তস্তুতীতি মত্বা চৌর্ধোগাভক্ষয়ন্ । কাম্যর্ঘ্যকো রক্ষোনিবারকত্বেন কৰ্ম্মণ্যঃ । তস্মাত্তেনৈব কৰ্ম্ম কুব্বীতেতি মত্বা তস্ময়ান্ পরিধীনকূৰ্ত্তত । তথৈবাত্ম-নাপি কৰ্ম্ম কৰ্তব্যং । মধ্যমপরিধেদেক্ষিণোত্তরপরিধিভ্যাং সহ সংস্পর্শং বিধন্তে—“স৷ স্পর্শয়তি রক্ষ-সামনম্বচায়ায়” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । স্পর্শাভাবে পরিধয়োঃ সন্ধৌ রক্ষসামন্তরমুপবেশঃ স্তাৎ ॥ পূৰ্ব্বস্তাং দিশি রক্ষঃপ্রবেশনিবারণায় প্রসক্তং চতুর্থপরিধিং নিবেদতি—“ন পুরস্তাৎপরি-দধাত্যাদিত্যো হেবোত্তনপুরত্তজক্ষা৷ স্থপহন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি ॥ আঘার-সমিধোহ্যমোরাহবনীরপূৰ্ব্বভাগে স্থাপনং বিধন্তে—“উৰ্দ্ধে সমিধাবা দধাত্যাপরিষ্টাদেব রক্ষা৷ স্থপ-হন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । যজ্ঞপুধ্বর্ধ্বাং দিশি রক্ষসাং নিবারণায়ো-পরিষ্টাদেব সমিধৌ স্থাপনীরে তথাহপি ব্যোম্নি স্থাপয়িতুমশক্যাদুৰ্দ্ধদিশি (স্বগ্রে) স্থাপনীরে ॥ তত্র কক্ষিদেশং বিধন্তে—“যজুহ্যন্ত্রাং তুক্ষীমন্ত্রাং মিথুনস্তায়” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । বীতিহোত্রং ত্বা কব ইতি মন্ত্ৰেণ দক্ষিণামাদধ্যাক্ষমীমুত্তরাং । সমস্তকামজ্ঞকয়োঃ জীপুরুষলক্ষণত্বান্নিখুনস্তং ॥ সমিৎসংখ্যাং বিধন্তে—“হে আ দধাতি দ্বিপাদযজ্ঞমানঃ প্রতিষ্ঠিতৈ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । দ্বিত্বং পাদদ্বয়প্রতিষ্ঠায়ৈ ভবতি । নমু সংস্পর্শ-দ্বিবিধয়ঃ প্রকৃতৌ দর্শপূর্ণমাসেষ্ঠাবপি সন্তীত্যতিদেশাদেব তদম্বষ্ঠানস্তত্র প্রাপ্তত্বান্ পৃথগ্ধিধ্য-পেক্ষেতি চেয় । উপসদর্থং বিধেয়ত্বাৎ । তর্হি তত্রৈব বিধীয়তামিতি চেয় । আতিথোপসদোঃ পরিধ্যাদিতেদং বারয়িতুং সাধারণত্বেনাত্রৈব বিধেয়ত্বাৎ ॥

৭ । “যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভূরস্ত যজ্ঞঃ । গরক্ষানঃ প্রতরণঃ জুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম হৃদ্যান্ ।”—বৌধায়নঃ—“অথ যজমানো নীড়াত্রাজানমপাদন্তে যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিধা পরিভূরস্ত যজ্ঞমিতি পূর্ব্বরা দ্বারা শালাং প্রপাদয়তি গরক্ষানঃ প্রতরণঃ জুবীরোহবীরহা প্র চরা সোম হৃদ্যানিতি” ইতি । আপত্ত্বা মত্ৰৈক্যাৎ

মন্ততে—“যা তে ধামানীতি পূর্ক্সা হারা প্রাথংশং প্রবিশু” ইতি । হে সোম যা তে ধামানি স্বদীয়েষু যেষু স্থানেষু প্রাভঃসবনাদিষু হবিষা যজন্তি যজ্ঞমুদ্दिष्ट তা তে বিখ্যা স্বদীয়ানি তানি সর্কানি পরিভূরন্ত পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভব । হে সোম ত্বং ত্ব্যান্ গৃহান্ প্রাচীনবংশরূপান্ প্রচর প্রাপ্নুহি । কীদৃশত্বং ? গয়ক্ষানো গৃহাভিবর্দ্ধকঃ । প্রতরগঃ প্রকর্ষণে যজ্ঞপারং প্রতি অস্মাংস্তারয়িতা । স্রবীরঃ শোভনাত্বংপ্রসাদলক্ষা বীরা অস্মৎপুত্রপোত্রা যন্ত তব স ত্বং স্রবীরঃ । অবীরহা যথোক্তানাং বীরাণামহস্তা পরিপালক ইত্যর্থঃ ॥

৮ । “অদিত্যাঃ সদোহস্তাদিত্যাঃ সদ আ সীদ ।”—কল্পঃ—“অথৈনামাসন্দীমগ্রেণাহবনীয়াং পর্যাহত্য দক্ষিণতো নিদধাতি তস্তাং কৃষ্ণাজিনমাস্তৃণাত্যদিত্যাঃ সদোহসীত্যদিত্যাঃ সদ আ সীদেতি কৃষ্ণাজিনে রাজানং” ইতি ॥

৯ । “বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসি শংযোর্দেবানাভ্ সখ্যাম্মা দেবানামপসঙ্খিৎসহীতি ।”—বোধায়নঃ—“অথৈনমুপতিষ্ঠতে বরুণোহসি ধৃতব্রতো বারুণমসীতি সমুচ্চিতা কৃষ্ণাজিনং তস্তান্তান্-স্তন্যায়ানান্য বিপ্রথ্য বংশে প্রগথ্যতি শংযোর্দেবানাভ্ সখ্যাদিত্যং পরাবাসন্দীপাদাবস্তুরেণ ব্রাহ্মণোহভিষিক্তি শূদ্রঃ প্রক্ষালয়তি মা দেবানামপসঙ্খিৎসহীতি” ইতি । আপস্তম্বোহত্র প্রথমমস্ত্রোত্তরার্দ্ধস্ত দ্বিতীয়তৃতীয়মস্ত্রয়োশ্চৈকতাং মন্ততে—“বরুণোহসি ধৃতব্রত ইতি রাজানমভিমন্তয়তে, বারুণমসীতি বাসসা পর্য্যায়নহতি” ইতি ।

হে সোম ত্বং বরুণপাশস্ত নিবারকোহসি । ধৃতং যজ্ঞরূপং ব্রতং যেন ত্বয়া স ত্বং ধৃতব্রতঃ । হে সোম ত্বমুপনক্তস্বরূপত্বাবরুণসম্বন্ধাসি । তথা সতি স্বদীয়াচ্ছংযোঃ সূখমিশ্রাবরুণাদিদেবানাং সখ্যায়মপসো মা ছিৎসহি । সকারান্তোহপঃশব্দঃ কস্মবাচী । অস্মাকং কস্মবিচ্ছেদো মা ভূমিত্যর্থঃ । যা তে ধামানীত্যাদয়ো মজ্জা ব্রাহ্মণোনোপেক্ষিতাঃ ॥

আতিথ্যেষ্টিমধ্যে বহুমহনপূর্ক্সমাহবনীয়ে মথিতায়া প্রক্ষেপং বিধত্তে—“ব্রহ্মবাদিনো বদস্ত্যগ্নিচ বা এতৌ সোমশ্চ কথা সোময়াহতিথ্যং ক্রিয়তে নাগ্নয় ইতি যদগ্নাবয়িং মথিতা প্রহরতি তেনৈবাগ্নয় আতিথ্যং ক্রিয়তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । অগ্নিচ সোমশ্চেত্যেভ্যাবুতাবপি যাগনির্কাহকৌ দেবৌ, তয়োঃ সাম্যে সতি কথমগ্নয় আতিথ্যং নেতি প্রশ্নঃ । অগ্নিঃ মথিত্বাহবনীয়ে প্রহরেত্তদিদমাহবনীয়াগ্নেরাতিথ্যং ॥ মথনস্ত কালং বিধত্তে—“অথো থবাহরয়িঃ সর্কো দেবতা ইতি যজ্বিরাসায়াগ্নিঃ মন্ততি হব্যায়ৈবাহসন্নায় সর্কো দেবতা জনয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ১) ইতি । অপি চৈতে ব্রহ্মবাদিনঃ কালবিবক্ষাবস্তত্ত্বপোদ্বাত-য়েন বহুঃ সর্কোদ্রকত্বমাহঃ । তচ্চ সর্কদেবতাস্বকত্বমেকদ্বিত্রিতানামুৎপত্তৌ বিস্পষ্টমাত্রাতং । যদাতিথ্যপূরোডাশং বেত্তামাস্ত তন্নিম্নকালেহগ্নিঃ মথীয়াত্তথা মথ্যমানাগ্নাবস্তত্ত্বতাঃ সর্কো অপি দেবতা আসন্নহবির্ভোক্তুংপাদিতা ভবন্তি তৎ স এব কাল ইত্যর্থঃ । মথনমন্ত্রাধ্বর্ষ্যবা অগ্নী যোমীয়পশু প্রত্যাবে সমাত্রাত্তে । হোত্রান্ত বহুচক্রাঙ্গ আতিথ্যেষ্টিসমীপ এবোদাহতাঃ ॥

১০ । “আপতয়ে যা গৃহামি পরিপতয়ে যা গৃহামি তনুপত্রে যা গৃহামি শাকরায় যা গৃহামি শন্নমোজিষ্ঠায় যা গৃহামি ।”—কল্পঃ—“অথৈতদ্ভ্রোবমাজ্যমাণ্য্য ক৩সং বা চমসং বা যাচতি তমস্তর্কোদি নিধায় তন্নিম্নেস্তানুপত্রে সমবত্ত বিগৃহাতি আপতয়ে যা গৃহামি পরিপতয়ে যা গৃহামি তনুপত্রে যা গৃহামি শাকরায় যা গৃহামি শন্নমোজিষ্ঠায় যা গৃহানীতি” ইতি ।

আপতিনিষাসরূপেণ বহির্গতঃ পুনরাভিমুখ্যেনাস্তঃ পততীত্যাপতিঃ প্রাণঃ । হে আজ্য
প্রাণার্থং তামসিন্ পাতে গৃহ্ণামি । পরিতো নানাবিষয়েষু পততীতি পরিপতির্ননঃ । তনুঃ
শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনুশ্চ জাঠরোহয়িঃ । শব্দশীলঃ শব্দঃ শক্তিমান্
পুরুষস্তত্ত্ব সধন্ধি শাকরং শক্তিস্বরূপং । শব্দঃ শক্তিমৎস্ব যদোজিষ্ঠং তস্মৈ । ওজো নামাষ্টমো
ধাতুস্তত্ত্ব সারমোজিষ্ঠং । তদবষ্টভেনৈব শক্তিরবতিষ্ঠতে । এতৈশ্বর্যৈস্তানুপত্রং গ্রাহং ॥

তনুপত্রং সংজ্ঞকজাঠরবহিবিসয়স্ত শপথকর্মণো হেতুভূতমাজ্যং তানুপত্রং তস্ত গ্রহণং
বিধাতুং প্রস্তোতি—“দেবাস্থরাঃ সংযতা আসন্তে দেবা মিথো বিপ্রিয়া আসন্তেহুত্মোহুত্মৈ
জ্যৈষ্ঠায়াতিষ্ঠমানাঃ পঞ্চধা ব্যক্রামন্নিক্সন্তুভিঃ সোমো রুদ্রৈরিন্নো মরুত্ভির্করণ আদিতৌ-
র্কৃৎস্পতির্বিষ্ণুর্দেবৈস্তেহমত্তস্তাস্ত্রৈভ্যো বা ইদং ভ্রাতৃব্যোভ্যোরধ্যামো যন্নিথো বিপ্রিয়াঃ স্মো যা
ম ইমাঃ প্রিয়াত্ত্বুভ্যস্তাঃ সমবধ্যামহৈ তাত্যঃ স নির্যচ্ছাত্তো নঃ প্রথমোহুত্মোহুত্মৈ ক্রহাদিতি
তস্মাৎ সতানুপত্রিণাং প্রথমো ক্রহতি স আর্হিমাচ্ছতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি ।
সংযতাঃ সংগ্রামং প্রাপ্তাঃ । মিথঃ পরস্পরং তে চ দেবাঃ সর্বেহপি স্বাতিরিক্তস্ত জ্যৈষ্ঠামনঙ্গী-
কুর্বাণাঃ পঞ্চব্যাহা অভবন্ । তেষু ব্যাহেষ্ণাদয়ঃ পঞ্চ দেবাঃ সেনাত্তো বস্বাদয়ঃ পঞ্চ গণাঃ ।
ততস্তে কক্ষিৎকালং পরস্পরবিরোধিনো ভূত্বা পশ্চাদেবং বিচারিতবন্তো যদি বয়মত্তোত্তবিরোধিন-
স্তদা বৈরিণামসুরাণামিদং জয়রূপং কার্যং বয়মেব সাধয়ামঃ । ততস্তদ্বিরোধপরিহারহেতুং শপথং
কর্তৃমস্মদীয়াঃ প্রিয়াঃ পুত্রভার্যাদিরূপা ইমান্তনুরেকত্র সংঘী কুর্ষ্ব ইতি বিচার্য সংঘীকৃত্য শপথ-
মেবং পরিভাবিতবন্তঃ । অস্মাকং মধ্যে যঃ প্রথমং ক্রহতি স তাত্যন্তনুভ্যো নির্গচ্ছেন্নির্দ্রষ্টৌ
তবদ্বিতি । যুস্মাদেবানামেবং বৃত্তং তস্মাদ্ভুত্ম্যায়ামপি শপথং কৃতবতাং মধ্যে যঃ প্রথমং
ক্রহতি স বিনাশং প্রাপ্নোতি । সমান একস্বিষয়ে তানুপত্রণঃ শপথবন্তঃ স তানুপত্রিণঃ ॥
ইদানীং বিধস্তে—“যতানুপত্র ৮ সমবজ্জতি ভ্রাতৃব্যভিতুত্যা ভবত্যাঙ্কনা পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো
ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি সমবজ্জতি সমুদ্রাবলানং কুর্য্যাৎ । স্বয়ং ভূতিমান্
ভবতি বৈরী তু পরাভবতি । ইয়মেব ভ্রাতৃব্যভিতুত্যাঃ ॥ অবদানসংখ্যাং বিধস্তে—“পঞ্চ কৃষোহব
জ্জতি পঞ্চধা হি তে তৎসমবাত্তস্তাথো পঞ্চাক্রিয়া পঙক্তিঃ পাঙক্তো যজ্ঞো যজ্ঞমেবাব ক্রহে”
(সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । তে দেবাস্তদানীং পঞ্চধা বিভক্তাঃ পশ্চাৎসমুদ্রৈকবৎ
প্রিয়তনুরবাত্তস্ত স্থাপিতবন্তঃ ॥

মন্ত্রান্ ব্যাচষ্টে—“আপতয়ে স্বা গৃহ্মামীত্যাহ প্রাণো বা আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতি পরিপতয়
ইত্যাহ মসো বৈ পরিপতির্নন এব প্রীণাতি তনুপত্র ইত্যাহ তনুভ্যো হি তে তাঃ সমবাত্তস্ত
শাকরায়ৈত্যাহ শক্টো হি তে তাঃ সমবাত্তস্ত শব্দমোজিষ্ঠায়ৈত্যাহোজিষ্ঠ ৮ হি তে তদাঙ্গমঃ
সমবাত্তস্ত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । তনুশাকরৌজিষ্ঠশক্টৈরেব বৃত্তান্তঃ সূচ্যতে ।
তে দেবাস্তদানীং স্বাস্থসম্বন্ধং পুত্রাদিতত্ত্বরূপমোজঃ সারং সমবাত্তস্ত ॥

১১। “অনাষ্টমস্তনাষ্ট্র্যং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেজ্জম্ ।”—কল্পঃ—“যাবস্ত
স্বাভিজন্ত এতৎ সমবয়শস্তি অনাষ্টমস্তনাষ্ট্র্যং দেবানামোজোহভিশস্তিপা অনভিশস্তেজ্জমিতি”
ইতি । হে তানুপত্রাহজ্য হমিতঃ পূর্বে কেনাপ্যতিরিক্তমসি । ইতঃ পরমপ্যতিরিক্তার্থ্যং
মোজঃ সারমসি । অভিশস্তেহিংসারূপাদটোত্তবিরোধাদস্মান্ পালয়সি । ত্বং পুনরাভিশস্তেহংবিষয়-

ভূতমসি ॥ মন্ত্রস্ত বথোক্তার্থঃ প্রসিদ্ধ ইত্যাহ—“অনাধ্বষ্টমন্তনাধ্বমিত্যাহানাদ্বষ্ট৷ হেতদনাধ্ব্যং দেবানামোক্ত ইত্যাহ দেবানা৷ হেতদোক্তোহভিশান্তিপা অনভিশন্তেতুমিত্যাহাভিশান্তিপা হেতদনভিশন্তেতুং” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ২) ইতি ॥

১২ । “অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্রুতামহু তপস্তপস্পতিশ্রুতামহু সত্যমূপ গেয৷ স্ববিতো মা ধাঃ ।”—কল্পঃ—“যজমানমতিবাচয়তি অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্রুতামহু তপস্তপস্পতিশ্রুতামহু সত্যমূপ গেয৷ স্ববিতো মা ধা ইতি” ইতি । দীক্ষণীয়েষ্ঠৌ যো দেবঃ স দীক্ষাপতিশ্রুতমেমাং দীক্ষামহুজানাতু । তপ উপসত্তব্রতৌ দেবো মদীয়ং তপোহহুজানাতু । অহং চাক্ষসা সত্যমূপ-গেযমার্জ্জবেন তান্নপত্রস্পর্শনরূপং শপথং প্রাপ্তোহস্মি । হে তান্নপত্র মাং স্ববিতো শোভনমার্গে যজ্ঞকশ্মণি স্থাপয় ॥ মন্ত্রস্ত স্পষ্টার্থতামাহ—“অহু মে দীক্ষাং দীক্ষাপতিশ্রুতামিত্যাহ যথায়জুরেবৈতং” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ২) ইতি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—

“অগ্নেঃ পঞ্চকনির্কীপো যা তে প্রাথংশবশনং ।

অতাসন্দ্যাং ক্ষিপেচ্চক্ষু হৃদি সোমং তু সাদয়েৎ ॥ ১ ॥

বরু তং মন্ত্রয়েদ্বাক বাসসা পরিগৃহতি ।

আপ তান্নপত্রমাজ্যং সমবততি পঞ্চতিঃ ॥ ২ ॥

অনা সর্ব স্ত্রিজস্ত তান্নপত্রং স্পৃশস্তি হি ।

অহু স্বামী স্পৃশেদেতদিতি সপ্তদশেরিতাঃ ॥ ৩ ॥” ইতি ॥

অথ মীমাংসা ।

সপ্তমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিস্তিতং—“বৈষ্ণবে ত্রিকপালে বৈষ্ণবানবকপালতঃ । ধর্ম্মাতি-দেশঃ শ্রান্নো বা বিজতেহত্রায়িহোত্রবৎ ॥ ঋত্বা বৈষ্ণবশকোহয়ং দেবতায়া বিধায়কঃ । ন গৌণবৃত্তিমাত্রিত্য ধর্ম্মানতিদিশত্যতঃ” ইতি ॥ আতিথ্যেষ্ঠৌ বৈষ্ণবো নবকপালো বিহিতঃ । তত্র ঋত্বা বৈষ্ণবশকো রাজহুয়গতে বৈষ্ণবে ত্রিকপালে প্রযুক্ত্যমানোহয়িহোত্রবন্নবকপাল-ধর্ম্মানতিদিশতীতি পূর্বে পক্ষঃ । বিষ্ণুর্দেবতাহন্তেতি বিগ্রহে সতি বিহিতস্তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবতামভিধত্তে ন তু ধর্ম্মান্ । তস্মান্নাতিদিশতি ।

চতুর্থাধ্যায়স্ত দ্বিতীয়পাদে চিস্তিতং—“যদাতিথ্যাবহিরেতদুপসংস্বতিদেশনম্ । সাধারণ্য-বিধির্কোহন্তদীয়তোপসংস্বতেঃ ॥ বর্হিঃশ্রুতৌকতান্নান্নাতিদেশস্ত লক্ষণা । আতিথ্যোপ-সত্ত্বিচ বহিরেতং প্রযুক্ত্যতে” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে ঋত্বতে—“যদাতিথ্যং বহিস্তদুপসদাং তদীয়-যোমীয়স্ত চ” ইতি । ক্রীতং সোমং শকটেহবস্থাপ্য প্রাচীনবংশং প্রত্যানীয়মানেনহিভিমুখে যামিষ্টিং নির্কপতি সেরমাতিথ্যা । তত উক্লং ত্রিষু দিনেষুহুগ্নীয়মানা উপসদঃ । ঔপবসথ্যে দিনেষুহুগ্নেয়োহগ্নীযোমীয়ঃ । তত্রাহতিথ্যেষ্ঠৌ বিহিতং যদহিস্তদযদি তত্বা ইষ্টৈরাচ্ছিতোপসংস্ব-বিধীয়েত তদানীয়াতিথ্যায়াং বিধানমনর্থকং শ্রাৎ । যদি চ তত্রোপযুক্তমিতরত্র বিধীয়েত বিনিযুক্তবিনিব্রোহরূপো বিরোধঃ শ্রাৎ । তস্মাদাতিথ্যাবহিষো যে ধর্ম্মা আশ্বাবান্নাদয়স্তে ধর্ম্মা উপসংস্বপসংস্বিতস্ত ইত্যতিদেশপরং বাক্যমিতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—বর্হিঃশকস্ত ধর্ম্মাতিদেশপরং

লক্ষণা প্রসজ্যেত । ঋত্যা তু বর্হিষ আতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়েষু একত্বং প্রতিভাতি । অতঃ সাধারণ্যমত্র বিধেয়ং । আতিথ্যার্থং যদ্বহ্নিকপাদীয়তে তন্ন কেবলমাতিথ্যার্থং কিং তুপসদর্থমগ্নী-ষোমীয়ার্থং চোপাদেয়মিতি বিধিবাক্যার্থঃ । তস্মাদাতিথ্যোপসদগ্নীষোমীয়াস্তয়োহপ্যন্ত বর্হিষঃ প্রয়োজকাঃ । এবং পরিশিসন্ধিস্পর্শাদিবিধীনাং সাধারণ্যং দ্রষ্টব্যং ॥

অথ ছন্দঃ ।

যা তে ধামানীতি ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতো মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে দ্বিতীয়প্রপাঠকে দশমোহমুদ্রাবাকঃ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

— * —

সমীপে আনীত অতিথিরূপ সোমের সংকারের নিমিত্ত দশম অমুদ্রাবাক্যে আতিথ্যোষ্ট্রের বিষয় কথিত হইতেছে । সোম জয় করা হইল, যাজ্ঞিক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং সোম যজ্ঞশালায় সংবাহিত হইল । এক্ষণে সেই সোম পরিশোধিত হইয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে । তাই এই মন্ত্রের অবতারণা । এই দশম অমুদ্রাবাক্যের মন্ত্র-সমূহে এক নবভাবের বিকাশ হইয়াছে ; মন্ত্রসমূহ যাজ্ঞিককে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতেছে ।

দশম অমুদ্রাবাক্যের বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্নরূপ বিনিয়োগে মন্ত্রের যেরূপ অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদ্রূপে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, নিম্নে যথাক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছি । এই অমুদ্রাবাক্যের কোন্ মন্ত্র কিরূপভাবে কোন্ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, বোধসৌকার্য্যার্থে ‘বিনিয়োগ-সংগ্রহ’ হইতে তদ্বিষয় প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছি ; যথা,—

‘অগ্নে’ প্রভৃতি প্রথম ছয়টি মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া, ‘যা তে ধামানি’ মন্ত্রে প্রাণঃশ-শালায় গমন করিতে হয় । তার পর ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে আসন্দীতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম বিদ্বৃত করিয়া, দ্বিতীয় ‘অদিত্যাঃ সদঃ’ প্রভৃতি মন্ত্রে তদ্রূপরি সোম স্থাপন করিতে হয় । অতঃপর ‘বরুণোহসি ধৃতব্রতঃ’ মন্ত্রে আসন্দীস্থিত সোমকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ‘বারুণ-মসি’ প্রভৃতি মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিবে । তদনন্তর তহনপ্তু নামক ঋত্নাধির উদ্দেশ্যে কাংস্ত বা চমস পাত্রে আজ্যহবিঃ স্থাপন করিয়া, ‘আপত্যে’ প্রভৃতি মন্ত্র পাঠে সেই আজ্যকে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে । ‘অনাদৃষ্টং’ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋত্বিক্গণ সেই তহনপ্তু অগ্নিকে স্পর্শ করিলে পরিশেষে ‘অহু মে দীক্ষাং’ প্রভৃতি মন্ত্রে যজ্ঞকামী সেই অগ্নি স্পর্শ করিবেন । বিনিয়োগ-সংগ্রহের মতে এই অমুদ্রাবাক্যে সাতেরটি মন্ত্র আছে । সেই সকল মন্ত্রের পূর্কোক্ত বিনিয়োগ-মতে ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন ।

কর অমুদ্রাবাক্যে প্রথম ছয়টি মন্ত্রের এক একটি উচ্চারণ করিয়া এক একটি পদবিক্ষেপের বিধি । এইরূপ পদবিক্ষেপ-ক্রমে সোম লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে হয় । মন্ত্যার্থের

প্রায়শ্চে ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—নবম অনুবাকে স-ঋতীক যজ্ঞমানের যজ্ঞশালা প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যজ্ঞশালা প্রবেশ পর্য্যন্ত মন্ত্র-সমূহ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দশম অনুবাকে আতিথ্যোষ্ঠিতে প্রযুক্তা হবিগ্রহণাদি-বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ কথিত হইতেছে। মন্ত্র-ছয়টা বিষ্ণুদেবতাস্বক ; মন্ত্রের সোধোধ্য—হবিঃ। ভাষ্যে অনুবাকের প্রথম ছয়টা মন্ত্রের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই,—

‘প্রকৃতিগত অগ্নিকে জুষ্ট প্রদান করি’—এই মন্ত্রের অতিদেশ-প্রাপ্তি ঘটিলে তত্রত্য দেবতা পদের পাঁচটা পর্য্যায় এই মন্ত্রকয়টীতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আর সেই ছয়টা মন্ত্রেরই লক্ষ্য—সাবিত্র জুষ্ট। মন্ত্রসমূহের দেবতা—একমাত্র বিষ্ণু। অগ্নাদি তাঁহার অনুচর। যিনি সর্বদা গমনশীল, তিনিই অতিথি। সেই অতিথির সংকাররূপ যে কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাই আতিথ্য। লৌকিক-ব্যবহারে প্রভুকে কোনও সামগ্রী প্রদান করা হইলে, প্রভুর অনুচরগণও সেই দত্ত উপঢৌকনে পরিতোষ লাভ করে। তদনুসারে এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবিঃ অগ্নির তুষ্ট-হেতুকৃত হওয়ায়, তাহাই অগ্নির আতিথ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।’ মন্ত্রার্থের অবতরণিকা এইরূপ। অতঃপর মন্ত্রের অর্থ এই,—‘হে হবিঃ! তুমি অতিথিরূপ অগ্নির সংকাররূপ হও। তাদৃশ তোমাকে বিষ্ণু নামধেয় সোমের উদ্দেশ্যে নির্ৰূপিত করি।’ এখানে সোমের প্রধানভূত যে সোম, সেই সোম ভিন্ন সোম-নামধেয় তাঁহার অল্প কোনও অনুচর লক্ষ্যভূত নহেন। তাঁহার অতিথি নামক এক অনুচর ; ধনসমৃদ্ধিদাতা অগ্নিনামক অল্প এক অনুচর ; সোমের পোষণকারী অল্প অনুচর—শ্বেন। ইহারা সকলেই সোম রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। এই জন্তই ‘শ্বেনায়’ ও ‘জা’ প্রভৃতি পদে সেই সোমরাজার শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্যমতে পূর্বোক্ত মন্ত্র-সমূহে সোম রাজার বিভিন্ন অনুচরের বা ভূত্যের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক তাহাদের অংশ-স্বরূপ হবিকে বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইতেছে। মন্ত্র-সমূহে অগ্নি, সোম, অতিথি, শ্বেন প্রভৃতি যে সকল পদ পরিদৃষ্ট হয়, ভাষ্য-মতে তাহারা সোমরাজার বিভিন্ন-নামধেয় ভূত্যকে বুঝাইতেছে। বিনিয়োগ অনুসারে, ভাষ্য-মতে উহারা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা ; উহারাও দেবপর্য্যায়-ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার অনুচরস্থানীয়, সেই সোম রাজা—বিষ্ণু। ভাষ্যে যে ‘বিষ্ণুশ্রাব্যভিধেয়ায় সোমায়’ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতদ্বিষয় উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তানুসারে, সাধারণভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকৰ্ম্মানুসারী অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে মন্ত্র-সমূহের সোধোধ্য—হৃদগত শুদ্ধসত্ত্ব। হবিঃ যেমন গো-হৃৎকের সার ; শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ হৃদয়ের, অন্তরের সার-সামগ্রী—ভক্তি-সুখ। হবিঃ আহুতি পাইলে জড় অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হয় ; অন্তরের জ্ঞানবহিঃও তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রদীপিত হইয়া থাকে, অথবা জ্ঞানগ্নি-পরিশোধিত শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। হবিঃ বা স্মৃতির আহুতির দ্বারা যেমন দেবতা পরিভূষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও সেইরূপ ভগবান ভক্ত-হৃদয়ে সমাকৃষ্ট হইয়ন। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নিৰ্ম্মলতা, সত্ত্বাবের উদ্ভাৱণ, ভক্তির সংমিশ্রণ প্রদান অবলম্বন। তাই দেবতাব্যমূলক মন্ত্র-সমূহে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই

সম্বোধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। পরমার্থ-জ্ঞানে হৃদয়ে নির্মলতা আসে,—শুদ্ধস্ব-ভাবের সমাবেশ হয়, হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যায়। তাই তাহাকে অগ্নির ‘আতিথ্য’ অর্থাৎ অগ্নির তুষ্টি-সম্পাদক বা প্রকাশক বলা হইয়াছে। শুদ্ধস্ব যেমন জ্ঞানায়ির অদীভূত ও আশ্রয়স্থানীয়, তেমনি তাহা আবার ‘সোম’ অর্থাৎ সংস্বরূপ ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ ও প্রকাশক। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। তিনি যেমন বিভূতি-সমূহকে ধারণ করেন, বিভূতি-সমূহ আবার তেমনি তাঁহাকে ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার ও আধেয় বাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভূতি তাঁহার অংশ। স্তব্ধতা ভগবদ্বিভূতি যে ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। জ্ঞানের অদীভূত, ভগবানের বিভূতিরূপ যে সদ্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন! ভক্ত তদ্বারাই তো তাঁহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! মন্ত্র কয়েকটিতে সাধক ভগবানকে আপনার হৃদয়ত ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

ষষ্ঠ মন্ত্রের অন্তর্গত ‘শ্রেনায়’ পদে আমরা ‘ক্ষিপ্ৰগামিনে’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভক্ত যদি ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল আকাজ্জ্বা জ্ঞাপন করেন, ভগবান কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন শ্রেনবৎ ক্ষিপ্ৰগতিতে ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—‘এমন যে ভক্তের ভগবান, তাঁহার চরণে শুদ্ধস্বমণ্ডিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।’ মন্ত্র-মধ্যে হৃদয়ের সদ্ভাবরাশি ‘অতিথেরাতিথ্যমসি’ রূপে উপমিত। আতিথ্য পদে অতিথির শ্রীণনসাধক স্রবাদি—পান্ড, অর্ঘ্য, ভোজ্যপেয়াদি ব্রূহাইয়া থাকে। অতিথি দেবতা। অতিথির পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধ সম্ভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধস্বকে সেই ‘আতিথ্য’ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের শ্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের সামগ্রীকে ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিফুট। জ্ঞানে পরমার্থরূপ পরমধন অধিগত হয়; জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইলে, তৎপ্রভাবে হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ তৎপ্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তাঁহাকে না চিনিলে, তাঁহাকে না জানিলে,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় কি? তাই মন্ত্রে জ্ঞান-লাভে হৃদয়ের পাপকলুষ বিদূরিত করিবা, ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞানে তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। *

* কৃষ্ণযজুর্বেদের এই ছয়টি মন্ত্রের কতকাংশ শুক্লযজুর্বেদে পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রসমূহের একটু রূপান্তরও দেখিতে পাই। শুক্লযজুর্বেদে, এই ছয়টি মন্ত্র পাচটি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মহীধরের ভাষ্যে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ পরিগ্রহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি; বথা,—

(১) হে হবিঃ! তুমি ‘অগ্নেত্তনূরসি’ অর্থাৎ অগ্নিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভৃত্য, তাহারই গায়ত্রীছন্দাধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তুষ্ণিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতুষ্টির জ্ঞান নির্বপিত করি। (২) হে হবিঃ! তুমি ‘সোমজ তনূরসি’ অর্থাৎ সোমসংজ্ঞক কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ত্রিংশছন্দাধিষ্ঠাতা। তাহার তুষ্ণি-

সপ্তম মন্ত্রের দুইটি অংশে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্নভাব তিরোহিত,—এখানে সর্ব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন; সকলেই নাম-রূপ হারাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ সেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক;—ঐকান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি সেই নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। তিনি যে ভক্তের ভগবান—তিনি যে ভক্তিভাৱে ভক্তের নিকট বাধা আছেন! হরিবিদ্যেবী হিরণ্যকশিপু, ভক্ত-সাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,—‘বল, তোর হরি কি এই স্তম্ভে আছেন?’ সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিভরে প্রহ্লাদ উত্তর দিল,—‘হঁা, নিশ্চয়ই আছেন।’ ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জ্ঞা—ভক্তের কথা রক্ষার নিমিত্ত—ভগবান্ সেই ক্ষটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন! জগৎ দেখিল,—মানুষ যে অবস্থায় যে ভাবে যে নামেই তাঁহাকে ভক্তিগদগদচিত্তে প্রাণ ভবিয়া ডাকে, ভক্তের ভগবান্, সেই ভাবেই আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এই সত্য-তত্ত্ব-প্রচারের জ্ঞাই, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অবতারণা;—মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইতেছে,—‘হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার শ্রায় বীৰ্য্যসম্পন্ন আর কে আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন। অজ্ঞান অকিঞ্চন আমরা

প্রদ বলিয়া তুমি তাহার তত্ত্ব হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা নির্ধারিত করি। (৩) হে হবিঃ! তুমি ‘অতিথ্যরাতিথ্যমসি’ অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজ্যের অমুচর জগতীছন্দোদিষ্ঠাতা। হে হবিঃ! তুমি অতিথিসংজ্ঞক সোমরাজ্যমুচরের আতিথ্য নামক সংস্কাররূপ হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা নির্ধারিত করি। (৪) সোমরাজ্যমুচর শ্বেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্বেনরূপ-ধারী গায়ত্র্যদিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে এবং বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা, হে হবিঃ! তোমাকে নির্ধারিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা রাজার ধন বহুরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়া যিনি রাজাকে প্রদান করেন, সোমরাজ্যের অগ্নিনামধেয় অপর সেই অমুচর অমুক্তছন্দোদিষ্ঠাতা। ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জ্ঞা তোমাকে নির্ধারিত করি। বিষ্ণুশকাভিধেয় সোম-রাজার হবির্দাতা তাঁহার অমুচর অগ্ন্যাদি দেবগণের এবং তাঁহাদিগের সন্ধি গায়ত্র্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ‘সোমজ্ঞাতিথ্যমসি’ স্থলে শুক্ল-যজুর্বেদে ‘সোমজ্ঞা তনুরসি’ এবং ‘অগ্নে-জ্ঞাতিথ্যমসি’ স্থলে ‘অগ্নেস্তনুরসি’ পরিদৃষ্ট হয়। তত্ত্বিগ্ন অজ্ঞাত মন্ত্র প্রায়ই অভিন্ন।

আমাদিগকে রূপা করিয়া আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান্ আমরা, কুলকিনারা কিছুই পাইতেছি না ; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমরা আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।’ দ্বিতীয় অংশে আমাদের মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত।

কি হুত্রে কি ভাবে আমরা পূর্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয় সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ঋষি গোতম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্গণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি সে সকল স্থান সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা ঋত্বিক্গণ তোমার যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরূপ? ‘গয়ক্ষানঃ’ অর্থাৎ গৃহাভিবদ্ধক, ‘প্রতরণঃ’ প্রকৃষ্টরূপে আপদ হইতে ত্রাণকর্তা অথবা যজ্ঞপারে নয়নকর্তা, ‘সুবীরঃ’ তোমার প্রসাদলব্ধ আমাদিগের বীরপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক।’

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ। সপ্তম মন্ত্রের অংশদ্বয় ভগবৎ-সম্বন্ধে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্তা, ভবাক্ষিপারে নয়নকর্তা—একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? ভগবদল্লক্সা ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথবা সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। ‘ধামানি’ পদের ভাষ্যকার ‘স্থানানি’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ; আমরা ঐ পদে তদতিরিক্ত ‘নামানি’ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। নিরুক্তে ‘নাম এবং ধাম’ একই পর্যায়াভুক্ত। ‘হবিষা’ পদে ‘সোমলতার রস’ অর্থ ভাষ্যে পরিগ্রহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক—দ্রব্য প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ হন? তাঁহার দেয়,—সেই অন্তরের সার-সামগ্রী ভক্তিসুধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ‘যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি’ মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—‘যে স্থানে যে নামেই আপনাকে ভক্তিসহকারে অর্চনা করে।’ এই ভাবে পরবর্তী অংশেও যে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মন্ত্যানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ‘অবীরহা’ পদ কিঞ্চিৎ সমস্তা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—‘বীরগাং পরিপালকঃ।’ বীর বাহারা, বাহাদের আয়োৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো নিজের শক্তির দ্বারাই ভগবানের রূপাত্মক হইবেন। তাঁহাদের উদ্ধারে ভগবানের গুণমাহাত্ম্য অধিক আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু বাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়—আপনার সামর্থ্যে বাহারা ভগবদল্লক্সা-লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তো তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হয়। এই ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া আমরা ‘অবীরহা’ পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আর এক অর্থ—‘অজ্ঞানা-কিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা’ অর্থ—অধ্যাহার করিয়াছি। মন্ত্রে ‘অবীরহণো’ পদ আছে। সেই পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন,—‘বীরগাং শিশুগাং হননমকুর্ষাণো।’ ‘বীর’ অর্থে-সেখানে

‘শিশু’ পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। শিশু—অজ্ঞান, সামর্থ্যহীন। বাহারা শিশুর জায় অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বা সামর্থ্যহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। এইরূপভাবে এবং অর্থে ‘অবীরহা’ পদে আমরা ‘অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ‘প্রতরণঃ’ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—‘প্রকর্ণেণ তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়-
তীতি প্রতরণঃ।’ ভগবান যে বিপত্ত্যকারকর্তা—মাহুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তিনি যজ্ঞপার-প্রাপণকর্তা। যজ্ঞ অর্থে কৰ্ম্ম বুঝায়। সংসার—কৰ্ম্মক্ষেত্র। কৰ্ম্ম ভিন্ন মাহুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই কৰ্ম্মের বা যজ্ঞের পারে পৌছা যায়। যতচিত্তায়া ভিন্ন সে নৈকস্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—‘হে ভগবন! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদের দ্বন্দ্বের অধিষ্ঠিত হউন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন।’

এই অনুবাকের অষ্টম মন্ত্র এবং অষ্টম অনুবাকের প্রথম মন্ত্রের প্রথমংশ অভিন্ন। অষ্টম অনুবাকের সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাদি পরিদৃষ্ট-হইবে। বাচল্যা-ভয়ে এস্থলে তাহার আর পুনরাবলোকন করিলাম না।

ভাষ্যমতে নবম মন্ত্র সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। এই মন্ত্রে বস্ত্রের দ্বারা সোমকে আচ্ছাদন করিতে হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—‘হে সোম! তুমি বরণপাশ-নিবারক হয়। যজ্ঞরূপ ব্রতকে যিনি ধারণ করেন, তিনিই ধৃতব্রত। হে সোম! উপসদস্বরূপ বলিয়া তুমি বরণ-সম্বন্ধি হও। সেইরূপ বলিয়া ত্বদীয় স্নখমিশ্রণহেতু বরণাদিদেবগণের সখ্যাবস্থায় যেন আমি ছিন্ন না করি। (সকারান্ত অপশব্দ কৰ্ম্মবাচী) অর্থাৎ আমাদের কৰ্ম্মবিচ্ছেদ যেন সংঘটিত না হয়।’ আমাদের মতে মন্ত্রটী শুদ্ধসম্বোধনে প্রযুক্ত। শুদ্ধসম্ব ভগবানের বরণ; শুদ্ধসম্ব ভগবানের প্রজ্ঞাপক, অপিচ শুদ্ধসম্বের উদয়েই সংকর্ণে প্রবৃত্তি জন্মে,—মন্ত্রের প্রথমংশে এই তত্ত্বই প্রকটিত। আমরা পূর্বাগেরই বলিয়া আসিতেছি এবং এই অনুবাকের মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমমই বলিয়াছি—‘সোম’ শব্দে অন্তরের সেই শুদ্ধসম্ব—ভক্তি-স্বধাকেই বুঝাইয়া থাকে। সম্ভাব ভিন্ন—ভক্তি ভিন্ন, সংকর্ণের প্রেরণা আসে কি? তাই শুদ্ধসম্বকে ‘ধৃতব্রতঃ’ বলা হইয়াছে; আর, শুদ্ধসম্ব প্রভৃতি ভগবদ্বিভূতি, ভগবানের স্নেহকরণার অনন্ত প্রশ্রবণ উত্তুল্য করিয়া দেয় বলিয়াই শুদ্ধসম্ব ‘বরণঃ।’ ভাষ্যকার ‘বরণোহসি’ মন্ত্রাংশে ‘বরণপাশস্ত নিবারকোহসি’ অর্থাৎ শুদ্ধসম্ব বরণের পাশ নিবারণ করেন,—এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী কণ্ডিকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার ‘বরণঃ’ পদে সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—রশ্মির দ্বারা জগৎ আবরণক। আবার অষ্টম কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘বরণস্ত স্তম্ভনং’ মন্ত্রের বরণ পদে বলীবর্দকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বরণ’ পদে বরণ-দেবতাকে বুঝাইয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী আর এক মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বরণ’ পদের ব্যাখ্যায় ‘অলরূপে আবরণকারী’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ, বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন প্রয়োজনে, ‘বরণ’ পদের অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এখানে এই মন্ত্রে আবার ‘বরণঃ’ পদে বরণের পাশ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বাহা হউক, আমরা এক হিসাবে এইরূপ অর্থে মোহাবরণ উন্মোচনের—

সংসার-বন্ধন-ছেদনের ভাব প্রাপ্ত হই। সত্বে অল্পপ্রাণিত হইয়া, সংকল্পের অহুষ্ঠানে সন্ম হইলে, সেই কন্সই কৰ্ম্মক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে ভগবানের প্রীতিসাধক অপিত শুদ্ধসত্ত্বেই যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ‘বারুণং’ পদে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত ‘শংযোঃ’ পদে শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের সহিত সন্মিলন সাধন করে, এই তত্ত্বই অবগত হই। সমধর্ম্মাবলম্বী সামগ্রীর পরস্পর সন্মিলন—বিধি-বিশ্রুত। সংস্করণ ভগবানের সহিত সত্বে-প্রভাবেই সন্মিলিত হইতে পারা যায়। সত্বেই তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করে; সত্বেই তাঁহাকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আছে। সমধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সম-অবস্থাপন্ন সামগ্রীর মিলনই মাধুর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে ‘শংযো’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ পদে আত্মায় আত্ম-সন্মিলনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকটিত দেখিতে পাই। যখনই বলা হইল,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সত্বে মিশ্রণকারী, তখনই সেই গুণে গুণাধিত হইবার উপদেশ এবং সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তত্বে ভাবাধিত এবং তদগুণে গুণাধিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইল বলিয়া মনে করি। গুণ দেখিয়া, রূপ দেখিয়া, ভাব দেখিয়া—সেই গুণে গুণাধিত, সেই রূপে রূপাধিত এবং সেই ভাবে ভাবাধিত হইতে পারিলে তো সেই গুণময় গুণাতীতের সহিত—সেই রূপময় অরূপের সহিত—সেই ভাবময় ভাবাতীতের সহিত সন্মিলন সংঘটিত হইবে! তাই ‘শংযোঃ’ পদের উপদেশ—‘শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সংযোগ-সাধন করে। সূতরাং, ভগবানের অনুগ্রহ লাভে, তাঁহার সহিত সন্মিলনের অভিলাষী হইলে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আহরণে যত্নবান হও!’ মন্ত্রের শেষাংশে কৰ্ম্মশক্তি এবং সত্বে বাহাতে অন্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে সকারান্ত ‘অপঃ’ শব্দ ‘কৰ্ম্মবাচী’। আমরা ভাষ্যকারের এই নির্দেশ অনুসারে ‘অপসঃ’ পদের ‘কৰ্ম্মসামর্থ্যং’ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ভাবে মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের সঙ্কল্প—আমরা যেন এমন ভাবে না চলি, আমরা যেন এমন কৰ্ম্ম না করি, যদ্বারা আমাদের কৰ্ম্মসামর্থ্য নষ্ট হয় এবং আমরা সংসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হই।

এক্ষণে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ—অনুবাকের এই শেষ তিনটি মন্ত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে দশম ও একাদশ মন্ত্র আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বাদশ মন্ত্রের প্রথমার্শ্বে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই; তবে শেষাংশে তন্নপ্ত আজ্য সম্বোধন ভাষ্য-পাঠে উপলব্ধি হয়। দশম মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সে উপাখ্যানটি এই,— দেবাত্মের সংগ্রাম-কালে দেবগণ আপনাপন প্রাধান্য-খাপনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হন। স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাঁহারা পাঁচটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। পরস্পর-বিরোধী সেই পাঁচটি দলের পাঁচটি ব্যূহ রচিত হয়। অগ্ন্যাগ্নি পঞ্চদেবতা সেনানী এবং বসুদেবগণ সৈন্ত-সামন্ত রূপে সেই পাঁচটি ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ কিছুকাল পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া অবস্থানান্তর তাঁহাদের মধ্যে বিবেকের উদয় হয়। তাঁহারা তখন বিচার করিয়া দেখেন, যদি তাঁহারা পরস্পর এইরূপভাবে আত্মকলহে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারা অক্ষরগণের জয়ের কারণ হইবেন। তখন পরস্পর বিরোধ পরিহারের জন্ত, তাঁহারা পুত্রভার্য্যাগ্নি সহ পরস্পর সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে,—আমাদের মধ্যে যিনিই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন,

তিনিই স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিনষ্ট হইবেন। মন্ত্রের অদীভূত এই উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া হ্রস্বকার বলিয়াছেন,—দেবগণের অনুসরণে মন্ত্রে মনুষ্যদিগের সেইরূপ শপথের বিষয় উপলব্ধি হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যে প্রথমে বিদ্রোহী হইবে, সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে,—ইহাই তাৎপর্য।

বাহা হউক, আমরা মন্ত্রের মধ্যে এরূপ কোনও উপাখ্যানের অবতারণা করিবার কোনও হেতু দেখি না। বাহা হউক, ভাষ্য-মতে তিনটি মন্ত্রের যে অর্থ নিম্ন হইয়াছে, নিম্নে যথাক্রমে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি; যথা,—

দশম মন্ত্র।—‘আপতিঃ’ পদে প্রাণকে বুঝায়। নিঃশ্বাস রূপে বহির্গত হয়, পরে আবার প্রাণস্বরূপে অন্তর অভিমুখে পতিত হয় বলিয়াই ‘আপতিঃ’ পদ প্রাণ-ত্যাগক! হে আজ্য। প্রাণের নিমিত্ত তোমাকে এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি। নানা বিষয়ে পতিত হয় বলিয়া ‘পরিপতিঃ’ শব্দে মনকে বুঝায়। তন্মু অর্থাৎ শরীরকে যে বিনষ্ট করে না, তাহাকেই তন্মুনপ্তা বলা যায়। সেইরূপ অর্থে তন্মুনপ্তা পদে জাঠরাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। শকনশীলকে শক্নন বলা যায়। শক্তিমান পুরুষের বাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্নর। শক্তিমন্ত পুরুষের বাহা ওজঃ বা সামর্থ্য, তাহাকেই ওজিষ্ঠ বলিতে পারি। ওজঃ অষ্টম ধাতু। তাহার সারভূত ‘ওজিষ্ঠঃ’ এই সকল মন্ত্রের দ্বারা তন্মুনপ্তা স্বীকৃত হয়।’

একাদশ মন্ত্র।—‘হে তন্মুনপ্তা আজ্য! তুমি ইতিপূর্বে সকলরই অতিরিক্ত ছিলে। ইতঃপরও অতিরিক্ত ও দেবগণের সারভূত হও। তুমি হিংসারূপ অত্যাচার বিরোধ সমূহ হইতে আমাদের পালন অর্থাৎ রক্ষা কর! অতএব তুমি পুনরায় অভিশস্তির অবিষয়ভূত হও।’

দ্বাদশ মন্ত্র।—দীক্ষাগ্নেষ্টির অধিপতি যে দেবতা, সেই দেবতা দীক্ষাপতি। দীক্ষাপতি আমার এই দীক্ষা জ্ঞাত হউন। তপ অর্থাৎ উপসদের অধিপতি দেবতা মদীয় তপ অবগত হউন। আমি অর্জবের দ্বারা তন্মুনপ্তা-স্পর্শনরূপ শপথ প্রাপ্ত হই। হে তন্মুনপ্তা! আমাকে শোভন-মার্গে—যজ্ঞকর্মে স্থাপন কর।’

মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধ সাধারণাচার্যের অভিমত ব্যক্ত হইল। গুরুবজুর্বেদে ভাষ্যকার মহীধর ও উবট প্রভৃতি মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা নিম্ন করিয়াছেন, বোধ-সৌকার্য্যার্থে এস্থলে তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত নিম্নে পরিব্যক্ত হইল; যথা,—তাঁহাদের মতে মন্ত্র-কয়টি বায়ুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিয়ুক্ত। দ্রোণ-ব্রতপ্রদানে, যে পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ঋক আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। তদনুসারে দশম মন্ত্রের অর্থ; যথা,—‘আপত্যে’ সত্যতগমনশীল বায়ুর উদ্দেশ্যে, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বায়ুর উদ্দেশ্যে? ‘পরিপত্যে’—সর্বত্রপতনশীল অর্থাৎ সর্বব্যাপী; ‘তনুতপ্তা’ যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তনুর বা আত্মার পৌত্রের উদ্দেশ্যে। ‘শাক্নরায়’—শক্নর শব্দে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্নর অর্থাৎ বায়ু। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; সুতরাং শাক্নর পদে বায়ুকে বুঝায়। ‘শাক্নরায়’ অর্থাৎ বায়ুর উদ্দেশ্যে। ‘শক্নন’ সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম করিতে সমর্থ এবং ‘ওজিষ্ঠায়’ তেজস্বী বায়ুর উদ্দেশ্যে। তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্রে যে অর্থান্তর প্রণয়িত হয়,

তাহা এই,—‘হে আজ্য ! তোমাকে ‘আপত্যে’ প্রাণদেবতার প্রীতির জন্ত গ্রহণ করিয়া এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি। সম্যকপ্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়া ‘আপতিঃ’ পদে প্রাণ বুঝায়। ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিন্তা করিয়া যিনি সর্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই ‘পরিপতিঃ’ অর্থাৎ মন ; তাঁহার তৃপ্তির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ‘তন্’ বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই ‘তন্মুণ্ডা’ বা ঋতরাশি। সেই ঋতরাশি-দেবতার প্রীতির জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ‘শক্তঃ’ পদে শক্তিমান্ পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্তর। মন্ত্রার্থ—শক্তিস্বরূপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান্ পুরুষে যাহা সার-স্বরূপ বিদ্যমান, তাহাই ওজঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,—যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মন্ত্রার্থ—ওজঃ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্ত, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, মন্ত্রার্থ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুসারী।

তাঁহাদের মতে, ‘তন্মুণ্ডে’ ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণযুগ হইয়া বেদিপ্রেসীতে আজ্যস্থালী স্থাপন-পূর্বক ঋত্বিক ও যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে একাদশ মন্ত্রের অর্থ হয়,—“হে—আজ্য ! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ ? ‘অনাধ্বং’ অর্থাৎ ইতিপূর্বে অস্ত্র কর্তৃক অতিরিক্ত, ‘অনাধ্ব্যং’ অর্থাৎ পরবর্তিকালেও তিরস্কাররহিত। ‘দেবানামোজঃ’ অর্থাৎ অগ্ন্যাদি দেবগণের সারভূত ; ‘অনভিশক্তি’ অর্থাৎ নিন্দারহিত ; ‘অভিশক্তিপা’ অর্থাৎ ঋত্বিকগণের পরস্পর-বিরোধে যে নিন্দা, তাহা হইতে রক্ষাকারী ; ‘অনভিশস্ত্যন্তঃ’ অর্থাৎ অনিন্দিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্তা।’ দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ,—‘যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব হে তনুতপ্ত ! আজ্য ! ঋত্বিক আমি ঋজুভাবে মানসকোটিল্য রহিত হইয়া সত্যস্বরূপ আজ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অপিত, হে আজ্য ! আমাকে শোভনমার্গে বা যজ্ঞকার্য্যে স্থাপন কর।’ ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রত্রয়ের যে ইংরাজী তন্ত্রাদি প্রচলিত আছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“For him who flies around and rushes onward I take thee, for Tanunapat, the mighty, the very strong, of all surpassing vigour.

“Strength of the Gods, inviolate inviolable still art thou, the strength that turns the curse away, uncursed and never to be cursed.

O Lord of Vows, let our vows be united. May Diksha's Lord allow my consecration, may holy Fervour's Lord approve my Fervour.”

“May I go straight to truth. Place me in comfort.”

এই তে গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদনুযায়ী অনুবাদকের অভিমত। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রত্রয়ে কি ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে

আমাদিগের মৰ্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি । বোধ-সৌকর্য্যার্থ আমরা দশম ও একাদশ মন্ত্রকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি । আমাদিগের মতে এই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধস্বের সঞ্চারে বিনিযুক্ত । মন্ত্রত্রয় আত্মোদ্বোধনমূলক ও প্রার্থনা-স্বাপক । এই মন্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই । আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে । কৰ্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রত্রয়ের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না । তবে তাহা হইতে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জন্মে । সে ভাব এই যে, আজ্য লইয়া যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিকে আহুতি দিতে হয় ; সেইরূপে সেই ভাবেই হৃদয়ের সন্তোষস্বাভিও ভগবানে অর্পণ করিতে হয় । ফলতঃ, পরমত্যাগশীল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণই জন্মগতনিরোধের একমাত্র উপায় ।

দশম মন্ত্রের অন্তর্গত ‘তন্নপ্তে’ পদের নানা অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই । প্রধানতঃ ঐ পদে বায়ুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । আবার ‘তন্ন শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তন্নপ্তা’ এই বাক্যে ‘তন্নপাতং’ পদে ‘জঠরাগ্নিকে’ লক্ষ্য করা হইয়া থাকে । কিন্তু আমাদিগের মনে হয়,—যিনি প্রাণবায়ু-রূপে জগতের সর্বত্র সর্বজীবে বিরাজমান, ‘তন্নপ্তে’ পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । তাহার নিকট কৰ্ম্ম নবকলেবর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তিনি ‘তন্নপাতং’ ! তন্+উন+প+অৎ—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে ‘তন্নপাতং’ পদ সিদ্ধ হয় । তাহারই চতুর্থীর একবচনে ‘তন্নপ্তে’ পদ পাওয়া যায় । অর্থ হয়—‘উন’ (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ), ‘তন্ন’ (দেহের) ‘প’ (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি ‘অৎ’ (ভক্ষণ) করেন, তাহাকেই ‘তন্নপাতং’ কহে । কৰ্ম্মকে বিশুদ্ধ ভাব দান করিয়া, তাহার স্থলভাব ক্লেদরাশি ভষ্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধস্বরূপী ভগবান ‘তন্নপাতং’ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । দেহের ‘পূর্ণতা’—কিনা ‘স্থলভাব’, তাহার ‘নাশ’—কিনা ‘তন্নপাতং’ । ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কৰ্ম্মের নাশ । ‘তন্নপ্তে’ পদে তাই আমরা ‘বিশুদ্ধদৃষ্টি-ভাবসংরক্ষকায়’ পক্ষান্তরে ‘জন্মকারণনিবারকায়’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি । এই অর্থেই ‘তন্নপ্তে’ পদের সার্থকতা,—এই অর্থেই বিশেষণ-পদগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয় । উবটের মন্তব্যে প্রকাশ,—‘তন্নপ্তেনাভ্যভিপ্রেতঃ’ । আত্মা শব্দে এখানে সেই পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । একমাত্র পরমাত্মাই—ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন ; একমাত্র তিনিই সন্তোষসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ-পদে স্থাপন করিয়া থাকেন ।

মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে না । ‘শাকরায়’ এবং ‘শকুন’ পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পায় যে,—ভগবান স্বয়ং যেমন সর্কশক্তি-আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তিসঞ্চারক । ঐ হই পদে প্রার্থনা-কারীর কৰ্ম্মশক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি । ভগবান—প্রাণ, মন, শক্তি ব্যাপিয়া অবস্থান করুন ; তাহার কার্য্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হউক, তাহাই আকাঙ্ক্ষা । ওপ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদুপে গুণাধিত ও তদ্বাবে ভাবাধিত

হইতে হইবে ; তাই নানা গুণ-বিশেষণের সমাবেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত দেখি। যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে ভাব ; যে গুণেই হউক, গুণাধিত হও। তাঁহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা ! মন্ত্রের ভাব এই যে,—‘আমাকে কর্মশক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর ; আমি তোমার ভাবে ভাবাধিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার কর্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আসুক ;—তাহাই আমার গতিমুক্তির হেতু হউক ; তাহাই আমার মোক্ষদায়ক হউক ।’

একাদশ মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রটীও আজ্যসম্বোধনমূলক এবং আজ্যদেবতাক। বোধসৌকর্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা এই মন্ত্রটীকে শুদ্ধস্বের সম্বোধনে বিনিয়ুক্ত বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াকাণ্ডমুসাবে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু পূর্বাপর আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তৎসামঞ্জস্য-রক্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথম (ক) অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—‘হে শুদ্ধস্ব ! তুমি প্রমাদ-পরিশূন্য হিংসারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্তৃক অনভিভূত ও সর্বাভীষ্টপূরক বা সর্বফল-প্রদ ; অতএব, আমায় কর্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিরিক্ত বা সূতসাধক হও ।’ শুদ্ধস্বের উদয়ে অস্তঃশরু কামক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন আর তাহাদের আক্রমণে কোনও অন্তর্ভাণেই ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে না ; তখন আর অজ্ঞানতাজনিত ভ্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্ম পণ্ড করে না। ফলে, সংপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত কর্মেই ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়ের শুদ্ধস্ব সর্বফলপ্রদ। সেইজন্তই শুদ্ধস্বরূপ ভগবানকে ঐক্য গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (খ) অংশের মর্ম এই যে,—‘তুমি দেবগণের শক্তিস্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকারী এবং অনিন্দনীয় পরমলোকে নয়নসমর্থ ।’ পাপ বখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর সদ্ভাবলাক পৌছিতে পারে না। তবে পাপী কি উদ্ধার-লাভ করে না ? করে—যদি কোনও প্রকারে ভগবানের অমুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অমুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় শুদ্ধস্বভাবে বিমণ্ডিত হয় ; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ভগবানকে পাইবার অধিকারী হয়। সত্তাব যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, তেমনি তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্তই শুদ্ধস্বকে পাপ-সংশ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। দেবগণ তখনই শক্তিশালী হন, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধস্বের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধস্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারক, আর এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধস্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসান্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। দ্বাদশ মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—‘এবমিধ যে আপনি, সেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর শোভনীয় মার্গে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নিম্নলিখিত সংপথে চলিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারি।’ মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে এবমিধ ভাব হওয়া যায়। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। ক্রিয়াকাণ্ডের অতীত এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মন্ত্রে প্রকটিত। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে, অগ্নিকে, ‘দীক্ষাপতিঃ’ ও ‘তপস্পতিঃ’ বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কৰ্ম্মমাত্রই ব্রতপর্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্রকারী মানসিক নিৰ্ম্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃপর্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কৰ্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে প্রায়শঃ ‘ব্রতপাঃ’ ‘ব্রতপতে’ প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোনটী সংকৰ্ম্ম কোনটী অসংকৰ্ম্ম—তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে। অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে, সংকৰ্ম্ম অসংকৰ্ম্ম নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কৰ্ম্মকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সংকৰ্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দক্ষীভূত হইয়া কৰ্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে বা অন্তরস্থিত জ্ঞানবহিকে ‘ব্রতপাঃ’ ‘দীক্ষাপতিঃ’ ‘তপস্পতিঃ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ জনের পূজা, শোচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টি শারীর তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অমৃতদেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই কয়টি বাচিক তপঃ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মোন, আয়ুনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টি মানসতপঃ। কোনও কোনও মতে আবার সাংখ্যিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হয়। যাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নাম সাংখ্যিক তপঃ। সংকার, মান ও পূজার্থ দম্পূৰ্ণক যাহা অমুক্তিত হয়, তাহার নাম রাজস; রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অমুক্তান করা হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। যন্নীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিতৃষ্ণিত-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর ছায় পাণাদি মলভার বিগলিত হয়; এই জন্ত ইহার নাম তপঃ। তত্ত্বমতে ‘দীক্ষা’ অর্থ—মন্ত্রের উপদেশ। “দীযতে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীযতে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষতি সা প্রোক্তা যুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।” ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদস্য-বিচারে আর কেহ সমর্থ নহে। সেই জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই কৰ্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ অধিগত হয়। জ্ঞানের প্রাধান্তের সঙ্গে সঙ্গে মনের প্রভাবও অল্প কার্য্যকরী নহে। জ্ঞান কৰ্ম্ম প্রভৃতি অপেক্ষা, কেহ কেহ আবার মনের প্রাধান্তই খ্যাপন করেন। ত্রিবিধ তপের কোনও তপই মন ভিন্ন সুসিদ্ধ হইবার নহে। মন যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, মন যদি হুর্নিবার হয়, কাহার সাধ্য তপশ্চারণ করে! শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুনের উক্তিতে সে তত্ত্ব পূর্ণ প্রকটিত। শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন,—“অসংশয়ং মহাবাহো মনো হুর্নিগ্রহং চলম্।” মনকে বশীভূত না করিতে পারিলে, কৰ্ম্মই বল, জ্ঞানই বল, আর ভক্তিই বল—কিছুই সম্ভবপর হয় না। আবার ইঞ্জিয়-সমূহের মধ্যে মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্বক্তিতেই তাহা বিস্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবান

বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ।” স্মৃতরাং মনই সকলের মূলীভূত । অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া তপশ্চারণে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা । মনকে ভগবানের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারিলেই—একাগ্রমনে তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেই—সকল চিন্তার অবসান হয় । চিন্তাময় চিৎস্বরূপের করুণায় সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে । মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১০ অনুবাক) ॥

— . —

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহনুবাকঃ ।)

(১) অশ্বশ্বশ্বস্তে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদ আ

আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা হুমিন্দ্রায় প্যায়স্বাপ্যায়য় সখীনসন্ধ্যা

মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সূত্যামশীয ।

(২) এম্ভা রায়ঃ প্রেষে ভগায়ত্নত্বাদিভ্যো

নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যা ।

(৩) অগ্নে ব্রতপতে ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি যা

মম তনুরেষা সা স্বয়ি যা তব তনুরিষ্য সা ময়ি

সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানি ।

(৪) যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ পাহি তস্মান্তে স্বাহা ।

(৫) যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্বর্ষিষ্ঠা

গহ্বরেষ্টোগ্রং বচো অপাবধীং ত্বেষং বচো অপাবধীং স্বাহা ॥ ১১ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ ।

(১) অগ্নে তুরিত্যগ্নে—অগ্নে তে দেব সোম এতি প্যায়তাম্ ।

ইন্দ্রায় একধনবিদ ইত্যেকধন—বিদে এতি তুভ্যম্ ইন্দ্রঃ প্যায়তাম্ ।

এতি স্বম্ ইন্দ্রায় প্যায়স্ব এতি প্যায়স্ব সখীন সত্য়া

মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম সত্যাম্ অশীষ ।

(২) এষ্টঃ রায়ঃ প্রেতি ইষে ভগায় ঋতম্ ঋতবাদিত্য

ইত্যতবাদি—ভ্যঃ নমঃ দিবে নমঃ পৃথিব্যে ।

(৩) অগ্নে ব্রতপত ইতি ব্রত—পতে স্বম্ ব্রতানাম্ ব্রতপতিরिति

ব্রত—পতিঃ অসি যা মম তনুঃ এষা সা স্বমি যা তব ।

তনুঃ। ইয়ম্। সা। ময়ি। সহ। নো। ব্রতপত ইতি

ব্রত—পতে। ব্রতিনোঃ। ব্রতানি।

(৪) যা। তে। অগ্নে। রুদ্রিয়া। তনুঃ। তয়া। নঃ।

পাহি। তস্তাঃ। তে। স্বাহা।

(৫) যা। তে। অগ্নে। অয়াশয়েত্যয়া—শয়া। রজাশয়েতি রজা—শয়া।

হরাশয়েতি হরা—শয়া। তনুঃ। বর্ষিষ্ঠা। গম্বরেষ্ঠেতি গম্বরে—স্থা। উগ্রম্।

বচঃ। অপেতি। অবধীম্। হেধম্। বচঃ। অপেতি। অবধীম্। স্বাহা ॥ ১১ ॥

* * *

মর্শানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) ‘দেব’ (হে ছোতমান, দৌণ্ডিনাদিশুগযুক্ত) ‘সোম’ (মম জন্মসহজাত অন্তনিহিত শুদ্ধস্ব!) ‘তে’ (তব) ‘অংস্তরংস্তঃ’ (সর্কোহপি অবয়বঃ, যদা—যদপি উৎকর্ষ-প্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্কোহপি ইত্যর্থঃ) ‘একধনবিদে’ (একং মুখ্যং পরম-ধনং তস্ত বেদিত্রে প্রজ্ঞাপয়িত্রে বা, যদা—মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ)। ‘ইন্দ্রায়’ (পরমৈশ্বর্যা-শালিনে ভগবতে) ‘আপ্যায়তাং’ (বর্দ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তাং ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং আয়োদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কলহচকশ্চ। ভগবৎপ্রীত্যে হৃদগতান্ সর্কান্ সন্তাবান নিয়োজয়্য সঙ্কলঃ অত্র বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হৃদি বর্তমানাঃ সর্কাঃ সন্তাবাঃ ভগবৎসম্নিকর্ষণে লভস্ত।

(খ) হে শুদ্ধস্বঃ! ‘তুভ্যং’ (তদগ্রহণায়, তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) ‘ইন্দ্রঃ’ (পরমৈশ্বর্যাশালী ভগবান্) ‘আপ্যায়তাং’ (অভিবৃদ্ধঃ ভবতু, যদা—ঐদভিবৃদ্ধয়ে উদ্বৃদ্ধঃ ভবতু); অপিচ, হে শুদ্ধস্ব! ‘ইমপি ‘ইন্দ্রায়’ (ইন্দ্রদেবপ্রীতিার্থং, যদা—ভগবতঃ গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) ‘আপ্যায়স্ব’ (অভিবৃদ্ধঃ ভব,—পবিত্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং আয়োদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবল্লাভায় চিত্তোৎকর্ষতাং প্রার্থয়তি।

(গ) হে ছোতমান্ দেব! ‘সধীন’ (সধিবৎপ্রীতিবিষয়ান্, তবপ্রীতিহেতুভূতান্, যদা—

তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি বাবৎ) ‘অস্মান্’ (সাধনসম্পন্নান্, যদ্বা—ভক্তিযুক্তান্ সাধকান্ ইতি ভাবঃ) ‘সত্বা’ (পরমধনদানেন) ‘মেধয়া’ (তদ্বারণশক্ত্যা চ) ‘অপায়য়’ (প্রবর্দ্ধয়) ।
প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় হৃদি ভগবৎপ্রতিষ্ঠার্থং চ ভগবন্তং অর্চয়তি । ভাবার্থঃ—হে ভগবন্ ! মাং মোক্ষাধিকারিণং যথাবিধি কুরু ।

(ঘ) হে ‘দেব সোম’ (হে জ্যোতমান শুদ্ধস্বরূপ ভগবন্ ! ‘তে’ (তব, তবসম্বন্ধিনং) ‘স্বস্তি’ (ক্ষেমং, মঙ্গলং) অস্মভাং অবিনাশং ভবতু ; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন ‘স্বত্যাং’ (কৰ্ম্মফলং—ভগবৎপ্রাপ্তিকণং ইতি ভাবঃ) ‘অশীয’ (প্রাপু যাং, যদ্বা—তব কার্যো বয়ং ব্যাপ্তাঃ ভবাম) । প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্ৰঃ । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ময়ি সদ্ভাবাঃ অবিচলিতাঃ তিষ্ঠন্ত । তেনাহং সতস্তাদারং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি ।

২। (ক) হে ভগবন্ ! ‘প্রবে’ (প্রেষ্যমাণায়, অভিলষিতরূপায় ইত্যর্থঃ) ভগায়’ (ঐশ্বর্যায়, পরমধনায় ইতি ভাবঃ) ‘রায়ঃ’ (ধনানি, সর্বকৰ্ম্মফলানি—শুদ্ধস্বরূপাণি ইতি ভাবঃ) ‘এষ্টা’ (সর্বতোভাবেন দত্তা—অস্মভ্যমিতি শেষঃ) । প্রার্থনা—ঐৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং অভিলষিতং মোক্ষধনং সন্তু ইতি ভাবঃ । ‘ঋতবাদিতাঃ’ (সংকৰ্ম্মসম্পন্নেভাঃ, যদ্বা—সংকৰ্ম্মকারিণাং অস্মাকং) ‘ঋতং’ (অবগৃহ্যাবিকলোপেতং, যদ্বা—কৰ্ম্মফলমিতি ভাবঃ) সম্পাদয় অথবা অস্তু ইতি শেষঃ । ভাবার্থঃ—ঐৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং সংকৰ্ম্ম সফলমণ্ডিতং ভবতু ।

(খ) ‘দিবৈ’ (দ্যুলোকাবিষ্টাত্রৈ দেবায়) ‘নমঃ’ (নমস্করোমি) ; ‘পৃথিব্যৈঃ’ (ভূলোকাবিষ্টাত্রৈ দেবায় ইত্যর্থঃ) ‘নমঃ’ (নমস্করোমি) ; তয়োঃসংগ্রহেণ অস্মাকং সিদ্ধিঃ ভবতু । অথবা ‘নমঃ’ (নমস্কাররূপং সংকৰ্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) ‘দিবৈ’ (দ্যুলোকং ব্যাপ্য) প্রকাশতু ইতি শেষঃ ; অপিচ ‘নমঃ’ (মম নমস্কাররূপং সংকৰ্ম্ম, মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ বা ইতি ভাবঃ) ‘পৃথিব্যা’ (ভূলোকং ব্যাপ্য প্রকাশতু ইতি ভাবঃ ।

৩। (ক) ‘ব্রতপতে’ (সংকৰ্ম্মপালক, যদ্বা—সংকৰ্ম্মকারিণাং প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) ‘অগ্নে’ (প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ !) ঐৎ ‘ব্রতানাং’ (সংকৰ্ম্মকারিণাং) ‘ব্রতপতিঃ’ (সংকৰ্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সংকৰ্ম্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি) ; অতঃ অহং ত্বাং শরণং গচ্ছামি । মাং সদ্ভাবাধিকারী কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ।

(খ) অতঃ হে দেব । ‘যা’ (কলুষকলঙ্কপরিহীনং) ‘মম তনুঃ’ (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) ‘সা এষা’ (সা খলু তনুঃ) ‘ঋয়ি’ (তব শরীরে) ভবতু—লীনং প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ ; অপিচ, ‘তব’ (সংকৰ্ম্মপালকস্ত তব ইত্যর্থঃ) ‘যা তনুঃ’ (যং পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) ‘সা ইয়ং’ (তং তব পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) ‘ময়ি’ (মহ্যং) ভবতু ইতি শেষঃ । ঋদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেৎ ইতি ভাবঃ । মন্ত্ৰাংশোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ । অত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে । প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! কলুষকলঙ্কপরি-
লিপ্তং পাপক্লিষ্টং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তব পুতং দেবদেহং স্থাপয় । মন্ত্ৰার্থস্ত—
পাপাৎ মাং ত্রাহি পরং চ মাং পবিত্রং সৰ্বসমবিতং কুরু । ত্বয়া সহ আত্মসম্মিলনেন অহং পরমাৎ
গতিং লভেম ইতি ভাবঃ ।

(গ) তথা সতি হে 'ব্রতপতে' (হে সংকৰ্শপালক প্রজ্ঞানাদার ভগবন্!) 'ব্রতিনোঃ' (সংকৰ্শণঃ অনুষ্ঠাতারঃ অশ্বাকং) 'ব্রতানি' (অনুষ্ঠেয়ানি সংকৰ্শাণি) 'নৌ সহ' (স্বয়া ময়া চ সহ ইত্যর্থঃ) 'অহু' (অহুমত্যাং, প্রবর্ততাং ইত্যর্থঃ) । যাদান্ ব্রতেষু মমাদয়ন্তাবান্ ভবাপি ভবতু ইতি ভাবঃ । মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলক ।

৪। 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'রুদ্রিয়া' (রুদ্রভাবসম্পন্নঃ—শক্রনাশকং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং পবিত্রকারকং ইতি ভাবঃ) 'তনুঃ' (শরীরং) অস্তি 'তয়া' (পবিত্রকারকেন শক্রনাশকেন তেন শরীরেন—প্রভাবেন চ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পাহি' (পালয়, পরিজায়স্ব) । 'তে' (তব) 'তন্তা' (সা শক্রনাশকং তনুঃ) 'স্বাহা' (স্নহতমন্ত্ৰঃ, স্বাহামন্ত্ৰেণ প্রার্থয়ামি ইতি ভাবঃ) । অয়ং ভাবঃ—ভবতাং প্রভাবেন অহং শক্রনাশসামর্থ্যং নিৰ্গলং সবভাবং চ লভেয়ং ইতি প্রার্থনা ।

৫। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্!) 'বর্ধিষ্ঠা' (উরুতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদা—ভক্তানাম-ভীষ্টবর্ধণলীলং ইতি ভাবঃ) 'গহবরেষ্ঠাঃ' (হৃদাং অতিনিগূঢ়দেশে স্থিতং) 'অয়াশয়া' (লৌহময়ং বজ্রবৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনুঃ' (শরীরং) অস্তি তমোরূপং তব তচ্ছরীরং, অপিচ 'রজাশয়া' (রজতময়ং, রজোভাবসম্বিতং ইতি ভাবঃ) তব তচ্ছরীরং, তথা 'হরাশয়া' (হিরণ্ময়ং, সবভাবসম্বিতং ইত্যর্থঃ) তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শক্রণাং অতিতীব্রবাক্যং, হিংসা প্রলোভনাদিনাং পাপসঙ্কলব্যঞ্জকং কৰ্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) অপিচ 'হেবং বচঃ' (তেষাং শক্রণাং পৌরুষ-ব্যঞ্জকং বাক্যং, যদা—কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অপাবধীং' (বিনাশয়তি) । 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্ৰেণ স্বাং পূজয়ামি ; স্নহতং হুসিদ্ধং অস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ) মন্ত্ৰোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ । সত্বরজতমস্ত্রিমূৰ্ত্তিভিঃ ভগবান্ সৰ্বান্ শক্রান্ নাশয়তি । অতঃ তৈঃ ত্রিভাবৈঃ স ভগবান্ অশ্বাকং সৰ্বশক্রান্ নিরাকৃত্য অশ্বাকং আরব্ধং কৰ্ম হুসিদ্ধং করোতু অপিচ অস্মান্ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু । (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অমুবাক) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে ছোতমান্ দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্ত আমার জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও হীনতেজস্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধন-প্রদায়ক পরমৈশ্বর্য-শালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত হউক । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক । ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত হৃদগত সন্তোষসমূহকে নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প মন্ত্রে বিদ্যমান । প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার হৃদয়ে বর্তমান সর্ববিধ সন্তোষসমূহ ভগবৎসমিকর্ষ প্রাপ্ত হউক অর্থাৎ আত্মোন্নতি হউক) ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমাকে গ্রহণ জন্ম (তোমার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে) পরমৈর্ঘ্যশালী ভগবান অভিবুদ্ধ হউন অথবা তোমাকে অভিবুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ হউন ! অপিচ, তুমিও ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত অথবা তাঁহার জন্ম অভিবুদ্ধ অথবা উৎকর্ষসম্পন্ন বা পবিত্রতা-প্রাপ্ত হও । (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক । এখানে ভগবানকে পাইবার জন্ম সাধক চিত্তের উৎকর্ষ প্রার্থনা করিতেছেন) ।

(গ) হে দ্যোতমান্ দেব ! সখিবৎ প্রীতির সামগ্রী অথবা তোমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিয়ুক্ত সাধকগণকে (অর্চনা-কারী আমাদিগকে) পরমধনদানে এবং আপনাকে হৃদয়ধারণযোগ্য শক্তির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করুন । (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক । এখানে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এবং মোক্ষলাভের জন্ম ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমাকে মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন) ।

(ঘ) হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্ ! তোমার সম্বন্ধি মঙ্গল আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক । তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন বিনাশ-রহিত হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ কর্মফল প্রাপ্ত হই ; অথবা তোমার কার্য (সৎকর্ম) সম্পাদনে ব্যাপ্ত থাকি । (মন্ত্রটি প্রার্থনা-মূলক । আমাতে সন্তাব ও শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করুক ; এবং তদ্বারা সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই) ।

২। (ক) হে ভগবন্ ! আমাদিগের অভিলষিত পরমৈর্ঘ্য (মোক্ষরূপ ঐর্ঘ্য) লাভের নিমিত্ত, আমাদিগের সকল কর্মফল (নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব-সন্তাবাদি) আপনাকে সর্বতোভাবে আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে ; প্রার্থনা—আপনার প্রসাদে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষধন অধিগত হউক ! সৎকর্মকারী আমাদিগকে কর্মফল অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করুন । (ভাবার্থ—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম ফল-মণ্ডিত এবং মোক্ষফল-সমন্বিত হউক) ।

(খ) দ্যুলোকাধিপাতী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি ; ভুলোকাধিপাতী দেবতাকে নমস্কার করিতেছি । তাহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক । অথবা আমার নমস্কাররূপ সৎকর্ম দ্যুলোকে ব্যাপিয়া

প্রকাশ পাউক ; এবং আমার নমস্কার রূপ সংকস্ম ভুলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক । (ভাবার্থ—আমার সংকস্ম সর্বলোকে ব্যাপ্ত হউক) ।

৩। (ক) সংকস্মপালক অথবা সংকস্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ ! আপনি সংকস্মকারীদিগের প্রতি শ্রীত্যাতি-শয়যুক্ত অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন । অতএব আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি । প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহ-পরায়ণ হইয়া আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন ।

(খ) অতএব হে দেব ! কলুষ-কলঙ্ক-পরিশ্রান আমার পাপপঙ্কিল যে দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্তমান হউক অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হউক (লীন হউক) ; এবং সংকস্মপালক আপনার যে পবিত্র পুণ্যময় শরীর আছে, আপনার সেই পবিত্র-কারক পুণ্যময় শরীর আমাতে বর্তমান হউক অর্থাৎ লীন হউক । (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক । এখানে প্রার্থনাকারী পর-মাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন । প্রার্থনার ভাব এই যে,—কলুষ-কলঙ্ক-পরিলিপ্ত পাপময় আমার এই ভৌতিক দেহ নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপুত দেবদেহ স্থাপন করুন । মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র সত্ত্বসমন্নিত করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্নিত এবং সদ্ভাবযুক্ত হই) ।

(গ) হে সংকস্মপালক প্রজ্ঞানাদার দেব ! (আপনার ও আমার শরীর এইরূপে বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সংকস্ম-সমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রীতি হউক ।

৪। প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্ ! রুদ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ শত্রুনাশক আপনার যে পবিত্রকারক প্রসিদ্ধ শরীর আছে, পবিত্রকারক শত্রুনাশক সেই শরীরের প্রভাবে আপনি আমাদিগেকে পরিত্রাণ করুন । স্বাহামন্ত্রের দ্বারা আপনার সেই শরীর প্রার্থনা করিতেছি । (ভাব এই যে,—আপনার অনুগ্রহে আমি যেন শত্রুনাশ-সামর্থ্য এবং নিশ্চল সত্ত্বভাব লাভ করি) ।

৫। প্রজ্ঞানময় হে ভগবন্ ! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্ট-বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, লৌহময় অথবা বজ্রবৎ

অতি-কঠোর অর্থাৎ তমোরূপ আপনার যে শরীর আছে, অপিচ রজতময় অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর আছে, এবং হিরণ্যময় অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্ন আপনার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই ত্রিবিধ ভাবময় আপনার সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুদিগের তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসা-প্রলোভনাদির পাপ-সঙ্কল্লব্যঞ্জক কৰ্ম্মকে সমূলে নাশ করে। অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়-অভিভবকারী শক্তিকে নাশ করে। অতএব স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে পূজা করি, আমার উদ্বোধন-যজ্ঞ স্নেহ অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং আত্মোদ্বোধক। সত্ত্বরজস্তমঃ—এই ত্রি-মূর্তিতে (বা ভাবে) ভগবান সকল শত্রুকে নাশ করেন। অতএব সেই ত্রি-মূর্তির বা ত্রিভাবের দ্বারা ভগবান আমাদের শত্রুকে নিরাকৃত করিয়া আমাদের আরও কৰ্ম্ম সুসিদ্ধ করুন এবং আমাদের ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউন। (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অনুবাক) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্যকৃতং) ।

দশমেহনুবাক আতিথ্যোষ্টিরুক্তা। তন্মধ্যে সোমঃ প্রাথংশে স্থাপিতঃ। তেন সোমেন করিয়মাণশ্চ যাগশ্চ বিয়্যকারিণোহসুরাঃ প্রথমং জেতব্যা ইতি তদ্বিজয়ার্থমুপসদ একাদশে বর্ণ্যন্তে। তত্রাহনৌ তাবদতিথেঃ সোমশ্চ বন্ধনোপদ্রবপরিহারেণাপ্যাপ্যায়নাত্মপচারঃ ক্রিয়তে।

১। অ৬শ্লোক৬শ্লোকে দেব সোমাহপ্যায়তামিত্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যামিত্রঃ প্যায়তামা ত্বমিত্রায় প্যায়স্বাহপ্যায়য় সখীনুংসহা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্ত্যামশীয়।”—বোধায়নঃ—
“অথ মদন্তীরূপস্পৃগোপোথায় বিপ্রশ্চ হিরণ্যমবধায় রাজানমাপ্যায়য়তি অ৬শ্লোক৬শ্লোকে দেব সোমাহপ্যায়তামিত্রায়ৈকধনবিদ আ তুভ্যামিত্রঃ প্যায়তামা ত্বমিত্রায় প্যায়স্বেতি যজমানমভি-
বাচয়তি আ প্যায়য় সখীনুংসহা মেধয়া স্বস্তি তে দেব সোম স্ত্যামশীয়েতি” ইতি। আপস্তম্বশ্চ
তু এক এব মন্ত্রঃ। মদন্তী(স্ত্য)স্তপ্তা আপঃ। অংশুঃ স্নোহবয়বঃ। হে সোম দেব তে
যোহংশুঃ শুযতি যশাংশুঃ ক্ষীয়েত স সর্কোহপাংশুর্কৃত্যং। কিমর্থং? ইন্দ্রার্থং। বীদৃশায়েজ্যায়? একং মুখ্যং শোভনং সোমরূপং ধনং বেত্তীত্যেকধনবিত্ত্যৈ। হে সোম তুভ্যং স্বদর্থমিত্র
আপ্যায়তাং ত্বাং পাতুমুংসহতাং। ত্বমপীন্দ্রার্থমাপ্যায়স্ব বর্দ্ধস্ব। সখীনুংসহা ধনলাভেন
মেধয়া প্রজ্ঞয়া চ বর্দ্ধস্ব। হে সোম দেব তে স্বস্তি শুভমস্ত। ত্বংপ্রসাদেনোহং স্ত্যামভিষবতজ্জমশীয়
প্রাপ্ণবানি। এতন্মন্ত্রং ব্যাখ্যাতুং প্রস্তৌতি—“স্বতং বৈ দেবা বজ্রং কৃতা গোমময়ন্নস্তিকমিষ খলু বা
অশ্বেতচ্চরন্তি যন্তানুনপত্রেণ প্রচরন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি। পুরা কদাচিৎ
স্বসামর্থ্যাদ্বজ্রীকৃতেন স্বতেন সোমশ্চ দেবৈস্তাড়িতত্বাৎ সোমো স্বতাদ্বিভেতি। ঋগ্বিজ্ঞশ্চ বেতাং

তান্নপ্ত্রৈণাহজ্ঞান প্রচরন্তীতি যদেতদন্ত সোমশাস্তিকং যথা ভবতি তথা চরন্তি । আহবনীয়-
দক্ষিণভাগে সোমন্ত স্থিতত্বাৎ । অতো ভীতঃ সোম আপ্যায়িতব্যঃ ॥ আপ্যায়নন্ত প্রসঙ্গ-
দর্শয়িত্বা তদ্ব্যং ব্যাচষ্টে—“অ৩৩৩৩৩৩ দেব সোমাহপ্যায়তামিত্যাহ যদেবাত্মাপুবাযতে
যদীয়তে তদেবাত্মেতেনাহপ্যায়ত্যা তুভ্যমিজ্জঃ প্যায়তামা যমিত্রায় প্যায়ন্তেত্যাহোভাববেজ্জং
চ সোমং চাহপ্যায়ত্যা প্যায়য় সবীন্সদজ্ঞা মেবয়েত্যাহিহিঞ্জো বা অন্ত স্থায়ন্তানেবাহপ্যায়য়তি
অন্তি তে দেব সোম স্তাতামশীয়েত্যাহাশিষমেবৈতামা শান্তে” (সং० কাণ্ড ৬ প্রঃ ২ অঃ ২)
ইতি । অন্ত সোমন্ত বদন্তমপুরায়তে শুশ্রুতি যচ্চ মীয়তে ॥

২ । “এষ্টা রায়ঃ প্রেবে ভগায়ন্তমৃতবাদিত্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ ।”—কল্পঃ—“ন
প্রস্তরায়াহশ্রাবয়তি ন বহিরমুপ্রহরতি তং দক্ষিণার্দ্ধে বেঠৈ নিধায় তস্মিন্দক্ষিণোত্তরেণ নিহ্নুবতে —
এষ্টা রায়ঃ প্রেবে ভগায়ন্তমৃতবাদিত্যো নমো দিবে নমঃ পৃথিব্যৈ ইতি” ইতি ।

আতিথ্যেষ্ঠী যঃ প্রস্তরো যচ্চ তত্রত্যং বহিঃস্থভয়মগ্নৌ ন প্রহরীয়ং কিং তু তং প্রস্তরং বেত্না
দক্ষিণার্দ্ধে নিধায় তস্মিন্ প্রস্তরে দক্ষিণপাণীমুত্তানান্ কৃত্বা সব্যারীচৈঃ কৃত্বা সর্কে নিহ্নুবমলাপসদৃশং
নমস্কারোপচারং কুৰ্য্যুঃ । মত্বার্থস্ত এষ্টশব্দ ইচ্ছাবস্তঃ ত্বাপৃথিব্যভিমানিং দেবমাচষ্টে । স হি
দয়ালুতয়া ভক্তেষু পুরুষেষিচ্ছাবান্ । হে তাদৃগ্দেব ত্বমৃতবাদিত্যো যজ্ঞবাদিত্যোহন্যভ্যমৃতং
যজ্ঞং প্রকৃষ্টং দেহীতাব্যাহারঃ । কিমর্থং ? রায়ো রায়ৈ ধনর্থং । ইষেহ্নমর্থং । ভগায়ৈ-
অর্থাদিষড়ুগার্থং । তে চ গুণা এবং অর্থান্তে—“ঐশ্বর্য্যন্ত সমগ্রন্ত ধর্ম্মন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞান-
বৈরাগ্যায়োঽশ্চ বয়ং ভগ ইতীরণা” ইতি ॥ বয়ং পুনর্য্যাদেবতায়ৈ ভূদেবতায়ৈ চ নমস্কর্ম্মঃ ॥
নায়মকাণ্ডে নমস্কারঃ কিং তু তন্ত নিমিত্তমন্তীত্যাহ—“প্র বা এতেহশ্বালোকাক্ষ্যবস্তে যে
সোমমাপ্যায়ন্ত্যন্তরিক্ষদেবত্যা হি সোম আপ্যায়িত এষ্টা রায়ঃ প্রেবে ভগায়ৈত্যাহ ত্বাবা-
পৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যশ্মিল্লোকৈ প্রতি তিষ্ঠন্তি” (সং० কাণ্ড ৬ প্রঃ ২ অঃ ২) ইতি ।
আপ্যায়িতন্ত সোমন্ত নাভিঘ্ণাত্যামাসন্দ্যাং পর্য্যবস্থিতত্বাদন্তরিক্ষদেবতাস্থং । তাদৃশন্ত
সোমন্তাহপ্যায়িতারোহপি তথাবিধা ইত্যশ্বালোকায় প্রচ্যুতা অতোহশ্মিল্লোকৈ প্রতিষ্ঠিত্যো
নমস্কারঃ ক্রিয়তে ॥

৩ । “অগ্নে ব্রতপতে স্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি বা মম তনুরেবা সা ত্বয়ি বা তব তনুরিযৎ
সা ময়ি সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানি ।”—কল্পঃ—“অথ যজ্ঞমানমবাস্তরদীক্ষামুপনয়তি অগ্নে
ব্রতপতে স্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি বা মম তনুরেবা সা ত্বয়ি বা তব তনুরিযং সা ময়ি সহ নৌ
ব্রতপতে ব্রতিনোব্রতানীতি” ইতি । অনেন মত্বেনাহবনীয়শ্রোপস্থানং । অত্রাবাস্তরদী-
ক্ষোপক্রমঃ । হেহ্নে ব্রতপতে স্বং ব্রতপতিরসি । নৈকন্ত ব্রতন্ত পতিঃ কিং তু সর্কেবামিতি
বিবক্ষ্যং ত্যোতয়িতুং ব্রতানিত্যুক্তং । ব্রতমাচরন্তী মদীয়া তনুশ্চয় মনসা সমর্পিতা । স্বদীয়া তু
ব্রতং পালয়ন্তী তনুশ্চয় মনসা স্থাপিতা । তথা সতি আবামুভাবপি ব্রতিনৌ সম্প্রত্যবহে ।
তয়োব্রতানি সহ প্রবর্তন্তাং ॥

৪ । “যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ পাহি তন্তান্তে স্বাহা ।”—কল্পঃ—“অধৈনং
সংশান্তি সন্তরাং মেখলাং সমাযজ্জ্বন্ত সন্তরাং মুষ্টী কুরুষ তপ্তব্রত এধি মদন্তীতিশ্রীর্জয়স্বোংপূর্ব্বং
ব্রতং স্বজ বা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুস্তয়া নঃ পাহি তন্তান্তে স্বাহেত্যোতেনবাতোহধিব্রতয়” ইতি ।

যা মেথলা পূৰ্বে মধ্যো সন্নদ্ধা সা সঙ্কচিততরা যথা ভবতি তথা নিয়ন্তব্যা । যে চ মুষ্টী কৃতে তে অপ্যতিসকোচেন দৃঢ়াকৰ্তব্যে । উৰুক্ষীরী ভবেহুফোদকী ভবেৎ । পূৰ্বেচমসমুংস্বেৎ । তত্র যা তে অগ্ন ইত্যগ্ন মন্ত্রঃ । অনেনৈব মন্ত্রেণাত উৰ্দ্ধং ব্রতং পিবেৎ । হেঃগ্নে যা তব তনুশ্চি ক্ৰদ্রিয়া ক্রুরা তস্মাহস্মান্ পালয় । অদীৰ্ঘায়াত্ততা শুদ্ধা ইদং হতনস্ত ।

অগ্নে ব্রতপত ইত্যন্ত মন্ত্রস্ত স্পষ্টার্থতামভিপ্রেত্যাভাস্তরদীক্ষারম্ভং বিধত্তে—“দেবাসুরাঃ সংযজ্ঞা আসন্তে দেবা বিভ্যতোহগ্নিঃ প্রাবিশস্তয়াদাহরগ্নিঃ সৰ্বা দেবতা ইতি তেহগ্নিমিব বরুথং কৃত্বাহসুরানভ্যতবদগ্নিমিব খলু বা এষ প্র বিশতি যোহবাস্তরদীক্ষামুপৈতি ত্রীত্বাভিভূতৌ ভবত্যগ্ননা পরাহস্ত ভ্রাতৃবো ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) । পরকায়প্রবেশহেতু-ত্বাদেযোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেন সংযমবিশেষেণ দেবা অগ্নিমগ্নিশরীরং প্রাবিশন্ । তপোরূপত্বেনামিসমানাহ-বাস্তরদীক্ষা ততস্তামুপেয়াং ॥ পূৰ্বোক্তাং দীক্ষামিদানীমুচ্যমানাবাস্তরদীক্ষাং চ প্রশংসতি—“আত্মানমেব দীক্ষয়া পাতি প্রজামবাস্তরদীক্ষয়া” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি ॥ অবাস্তরদীক্ষানিয়মাবিধত্তে—“সস্তরাং মেথলা ৬ সমাযচ্ছতে প্রজা হ্যাহুনোহস্তরতরা তপ্তব্রতো ভবতি মদন্তীতিক্ষ্মার্জ্জয়তে নিহগ্নিঃ শীতেন বায়তি সমিদ্ধৌ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । সৰ্বো জনঃ স্বাত্মানং ক্রেণশ্চিহ্নাপ্যপত্যামি সম্যক্পরিপালয়তি । অতঃ স্বত্বাদপি প্রজাহত্যস্তরা । মেথলায়াস্ত প্রজাহুনীযদ্বেনাস্তরতরত্বাৎ সংশ্লিষ্টতরং যথা ভবতি তথা সমাচ্ছাদয়েৎ । শীতেন ক্ষীরেণ শীতাভিরিড্ডিষ্ঠ্যগ্নিরির্ক্ষায়তি । তস্মাহুদরাগ্নিসমিদ্ধনায় পেয়ন্ত ক্ষীয়ন্ত মার্জ্জনহেতোরুদকস্ত চৌক্ষ্যং কর্তব্যং ॥ ব্রতমন্ত্রে রুদ্রিশাশকাভিপ্রায়মাহ—“যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনুরিত্যাহ স্বয়ৈবৈন-দেবতয়া ব্রতয়তি সযোনিত্বায় শাস্ত্যে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ২) ইতি । স্বোদরাগ্নের-পরং রূপং রুদ্রিয়া তনুস্তরা হৃদে তপ্তে সতি তস্মা দেবতয়া সইহ (স্বয়ৈ)ব হৃদং ব্রতয়তি ভুঙক্তে । তচ্চ ভোজনং সযোনিত্বায় যোনিত্বৈতনাগ্নিনা সাহিত্যায় । তচ্চ সাহিত্যমুগ্রত্যাগ্নে শাস্ত্যে ভবতি ।

৫ । “যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রাং বচো অপাববীং ত্বেষং বচো অপাববী ৬ বাহা ।”—কল্পঃ—“আজ্যস্থাল্যাঃ ক্রবেগোপহত্য প্রথমমুপসদং কুহোতি যা তে অগ্নেহয়াশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রাং বচো অপাববীং ত্বেষং বচো অপাববী ৬ স্বাহেতি” ইতি ।

অত্র যা তে অগ্নেহয়াশয়া রজাশয়া হরাশয়া তনুর্ধ্বিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠোত্রোত্যাদৃশ (শো) (মন্ত্র) আশ্নাতঃ । তস্মিন্নয়াশরাদিপদত্রয়েণ ত্রয়ো মন্ত্রা ভবন্তি । তেষু প্রথমমন্ত্রে তনুরিত্যাতিরুপজ্যতে । দ্বিতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইতি তনুরিতি চোত্তরমুপজ্যতে । তৃতীয়ে তু যা তে অগ্ন ইত্যগ্ন-মেবাহুপজ্যতে । তৈরৈতৈস্ত্রিভিঃস্ত্রিভিঃ দিনেবু ক্রমেণোপসদাখ্যা আহুতরো হোতব্যাঃ । অগ্নিস শেত ইত্যরাশয়া লোহিনির্ধিতা । তথা রজতে শেত ইতি রজাশয়া । হিরণ্যে শেত ইতি হরাশয়া । বর্ধিতা বৃদ্ধতমা । গহ্বরে স্পষ্টমশক্যে তপ্তে লোহে তপ্তরজতে তপ্তহিরণ্যে বা তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা । অন্নপানয়োরাশাতেন কুদিতোহহং পিপাসিতোহহমিত্যাক্তিরুগ্রং বচস্তদেতদৈহিকমাস্মিকং তু ত্বেষং দীপকং মনসঃ সন্তাপজনকং বচঃ । ভক্ত জনা ইথং বদন্তি অত্র গোবদ্যাপপাতকলক্ষণমেনঃ প্রাপ্তং বিদ্বাদ্ব্রাক্ষণবধাদিক্রুপা বীরহত্যা প্রাপ্তেতি । ইদং তু

পদব্যাখ্যানমন্ত্ৰত্র ব্রাহ্মণে স্পষ্টমাস্মাতং—“অশনয়্যাপিপাসে হ বা উগ্রং বচঃ । এনশচ বৈরহত্যং চ ত্বেয়ং বচঃ” ইতি । অত্রায়ং বাক্যার্থঃ—হেহগ্নে যা তবারাশয়া তনুস্তয়াহং বে অপি বচসী অপাবধীং নাশিতবানস্মি । এবমুত্তরয়োরাপি যোজ্যং । তস্মা অগ্নয় ইদং হতমন্ত্ৰ ॥ ত্রীনেতানুপসঙ্কোমাদ্বিধাতুং প্রাপ্তোতি—“তেষামসুহরাণাং তিস্রঃ পুর আসন্নয়শ্চব্যবমাহং রজতাহং হরিণী তা দেবা জেতুং নাশকুবন্তা উপসদৈবাজিগীষস্তস্মাদাহবর্ষচবং বেদ যশচ নোপসদা বৈ মহাপুং জয়ন্তীতি ত ইষু ৩ সমস্কুর্তাগ্নিমনীক ৬ সোম ৬ শল্যং বিষ্ণুং তেজসং তেহক্ৰবন্ ক ইমামসিদ্ধ্যতীতি রুদ্র ইত্যক্ৰবন্ রুদ্রো বৈ ক্রুরঃ সোহস্ত্যতীতি সোহস্ত্রবীরং বৃণা অহমেব পশুনাধিপতিরসানীতি তস্মাদ্রুদ্রঃ পশুনাধিপতিস্তা ৬ রুদ্রোহবাস্তজং স তিস্রঃ পুরো ভিষ্ভেভ্যো লোকেভ্যোহসুরান্ প্রাগুদত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ।

যে পূৰ্ব্বমগ্নিবা বকথেন পরাভূতা অসুরাস্তেষামসুহরাণাং পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যালোকেষু স্বরক্ষার্থং তিস্রঃ পুরো দুর্গরূপা আসন্ । তানু পৃথিবীবর্ত্তিনী লোহপ্রাকারবেষ্টিতা । অন্তরিক্ষবর্ত্তিনী রজত-প্রাকারবেষ্টিতা । দ্যালোকবর্ত্তিনী হিরণ্যপ্রাকারবেষ্টিতা । তাদৃশীঃ পুরো দেবা অগ্নিবা বকথেনাপি জেতুমশক্তা যুদ্ধং পরিত্যজ্যোপসদৈব জেতুমৈচ্ছন্ । দুর্গং পরিতোহবরুধ্য চিরং তৎসমীপেহবস্থায় তমুপবসত চিরকালাবস্থানে সতি দুর্গমধ্যেহন্নপানাদিক্ষাদস্তর্ভেদাদা জয়ো ভবতি । যস্মাদেবৈশ্চিরবাসো জয়োপায়তেন বিচারিতস্তস্মাল্লোকেহপ্যাহঃ । কে কিমাহঃ । যশচ ব্রাহ্মণাদির্কোদাধ্যয়নে বদবিচারং জানাতি যশচ শূদ্রাদিন্ জানাতি তে সর্বেহপি যুদ্ভেনা-জ্জয়ং মহাপুরমুপসদা জেতুং শক্যমিত্যাহঃ । ততো দেবাঃ কালবিলম্বো মা ভূদিতি বিচার্য যুদ্ধেনৈব জেতুমিষুং সংস্কৃতবন্তঃ । অগ্নিং সোমং বিষ্ণুং চ সমু্যেকবাণং কৃত্বা তেন জেতুমুদ্যাতাঃ । অনীকশকো বাণস্ত প্রথমভাগকাষ্টমাচষ্টে । শল্যশকো লোহং । তেজসশকস্তদগ্রং । তানিমাং দেবতাজয়সমষ্টিরূপামিষুং জীবালসহিতকুৎসাসুহরাণ্যতিনীং কো নাম মোক্ষ্যতীতি বিচার্য শক্ভো নিম্বগশচ রুদ্র ইতি নিশ্চিত্য তস্মৈ বরং দত্তবন্তঃ । স রুদ্রস্তামিষুং যুক্তা তয়া প্রাকারজয়ং বিভিষ্ঠ ত্রিভ্যো লোকেভ্যোহসুরান্নিসারয়ামাস ॥

বিধন্তে—“যদুপসদ উপসদন্তে ভ্রাতৃব্যপরাগুত্ভো” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । বৈরিদুর্গোপসদনকার্য্য কারিত্বাদেতা আহতয় উপসদ ইত্যাচ্যন্তে । তত্রাগ্নিঃ সোমো বিষ্ণুরিত্যেবং-রূপান্তিস্তো দেবতাস্তাসাং যাজ্ঞ্যপুরোহুবাক্যা হৌত্র এবাহন্নায়ন্তে । অয়াশয়াদিতমুখারী বহ্নি-শচতুর্থী দেবতা । তদীয়মন্ত্ৰ আশ্বর্ধ্যবত্বাদত্রৈবাহন্নাতঃ ॥ উপসদামাজ্যহবিষ্টেনোপাংগুযাজবৎ-প্রযাজ্যভাগাত্মাহতিপ্রসক্তৌ প্রতিষেধতি—“নাভ্যামাহতিং পুরস্তাঙ্কুহরাদ্যদ্যভ্যামাহতিং পুরস্তা-ঙ্কুহরাদন্তমুখং কুৰ্য্যাৎ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । অগ্নিমনীকমিতি বাণব্যাজে-নাগ্নেঃ প্রথমভাবিত্বলক্ষণং মুখত্বমুত্তং । তত্র প্রযাজ্যাদিহোমে বহুশ্শ্বং হীরেত ॥ আহত্যস্তসুহরাণাং সর্বেষাং নিষেধপ্রাপ্তৌ কাক্ষিদাহতিং বিধন্তে—“ক্রবেণাহবারমা ঘারয়তি যজ্ঞস্ত প্রজ্ঞাতৈত্যা” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । দর্শপূর্ণমাসাদিষজ্ঞানামাঘারো-পেতত্বাদুপসদামপি যজ্ঞত্বপ্রত্যভিজ্ঞানায় ক্রবঘারঃ ॥ তিস্র্যামুপসদাং হোমপ্রকারং বিধন্তে—“পরাত্তিক্রমা জুহোতু পরা চ ঐবেভ্যো লোকেভ্যো যজ্ঞমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রাগুদতে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । পরাভূ-পুনরাবৃতিরহিতো বেদ্যাহবনীয়য়োর্ধ্যমতিক্রম্য

দক্ষিণশ্রাং দিগ্ভাদমুখং স্থিত্য ক্রমেণাশ্রঃ সোমশ্র বিমোশ্র তিস্র আহতির্জুহুয়াং । তথা সতি বৈরিণোহপি পুনরাবুত্তিরহিতানেব কৃত্বা লোকত্রয়ান্নিঃসারয়তি ॥

চতুর্থাহতিপ্রকারং বিধত্তে—“পুনরত্যাক্রম্যোপসদং জুহোতি প্রথুৈভৈভ্যো লোকেভ্যো ভ্রাতৃব্যাজিত্বা ভ্রাতৃব্যলোকমভ্যারোহতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । দক্ষিণ-দেশোহন্তবশ্রাং দিশি সমাগত্যা চতুর্থীমুপসদং জুহুয়াং । তথা সতি বৈরিহানং পুরত্রয়মবি-
তিষ্ঠতি । অত্র সূত্রং—“ঐবাদষ্টৌ জুহ্বাং গৃহীতি চতুরূপভূতি যতবতীশদে জুহপভূতা-
বাদায় দক্ষিণা সন্ধুদতিক্রান্ত উপাংশু যাজবৎ প্রচরতার্দ্ধেন জৌহবশ্রাণি যজতি অর্দ্ধেন সোম-
মৌপভূতং জুহ্বামানীয় বিষ্ণুমিষ্টা প্রত্যাক্রম্য যা তে অগ্নেহয়াশ্রা তনুরিতি ক্রবেণোপসদং
জুহোতি” ইতি ॥ কাশ্বয়স্মৈ তদমুষ্ঠানং বিধত্তে—“দেবা বৈ যাঃ প্রাতরূপসদ উপাসীদম্লক-
স্তাভিরম্লরান্ প্রাগুদন্ত যাঃ সায়াং রাত্রিয়ে তাভির্ধ্যাংসায়ংপ্রাতরূপসদ উপসন্তুস্তেহোরাত্রাত্যামেষ
তদযজমানো ভ্রাতৃব্যান্ প্রগুদতে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । উপাসীদম্লহুষ্ঠিতবন্তঃ ।
প্রাতরমুষ্ঠিতাভিরহো বৈরিনিঃসারণং সায়ামমুষ্ঠিতাভিস্ত রাত্রোঃ ॥ কাশ্বয়স্মৈ যাজ্যচ্ছবাক্যো-
ক্ষ্যাত্যাসং বিধত্তে—“যাঃ প্রাতর্যাজ্যাঃ স্নাতাঃ সায়াং পুরোহুতাক্যাঃ কুর্ধ্যাদয়তায়ামতায়”
(সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । যাতয়ামত্বং গতরসত্বং তদর্জুনায় ব্যাত্যাসঃ ॥ দিনত্রয়ে
তদমুষ্ঠানং বিধত্তে—“তিস্র উপসদ উপৈতি ত্রয় ইমে লোকা ইমানেব লোকান্ প্রীগাতি”
(সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ॥ ত্রিষু দিনেবু কাশ্বয়স্মৈহুষ্ঠানং প্রশংসতি—“যট
সংপত্তস্তে যট্ৰ বা ঋতব ঋতুনেব প্রীগাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । প্রসঙ্গাদহীনে
দ্বিরাত্রাদবুপসদ্দিনসংখ্যাং বিধত্তে—“দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতি দ্বাদশ মাসাঃ সপ্তংসরঃ সপ্তং-
সরমেব প্রীগাতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । অহঃসজ্জেন নিপ্পাতঃ সোমবাগো-
হহীনঃ । সত্ৰমপ্যনেনোপলক্ষ্যতে । অহঃসমূহশ্চ সমানত্বাং ॥ দ্বাদশদিনেবু কাশ্বয়স্মৈহুষ্ঠানং
প্রশংসতি—“চতুর্কিংশতিঃ সংপত্তস্তে চতুর্কিংশতির্দ্ধমাসা অর্দ্ধমাসানেব প্রীগাতি” (সং.
কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি ॥ এতেষু পসদ্দিনেষবাস্তরদীক্ষাত্রতপানে স্তনসংখ্যাং বিধত্তে—
“আরাগ্রামবাস্তরদীক্ষামুপেয়াথঃ কাময়েতান্ময়ি লোকেহর্ধুং আদিত্যকমগ্রেহথ দ্বাবথ
ত্রীণথ চতুর এষা বা আরাগ্রাহবাস্তরদীক্ষাহ্মিন্নেবাতৈশ্চ লোকেহর্ধুং ভবতি” (সং. কা. ৬
প্র. ২ অ. ৩) ইতি । বলীবর্দ্ধপ্রতোদনং লোহমারং তদবল্লমগ্রং মুখং যজ্ঞাঃ সাংহরাগ্ৰা ।
অর্ধুং সমুদ্বিশীলং ফলং । সোমক্রয়দিনে সায়ামেকং স্তনং হুয়াং, অপরেহ্যঃ প্রাতর্দে-
স্তনো, সায়াং ত্রীন্ স্তনান্, পরেহ্যঃ প্রাতঃচতুরঃ ॥ যজ্ঞ পরলোকসমুদ্বিকামস্ততোক্তবৈপরীত্যং
বিধত্তে—“পরোবরীয়সৌমবাস্তরদীক্ষামুপেয়াথঃ কাময়েতান্ময়ি লোকেহর্ধুং আদিত্য
চতুরোহগ্রেহথ ত্রীণথ দ্বাবথৈকমেবা বৈ পরোবরীয়শবাস্তরদীক্ষাহ্মিন্নেবাতৈশ্চ লোকেহর্ধুং
ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৩) ইতি । পরঃশব্দেনাত্র শ্রেষ্ঠতাদৃশক্রমো বিবক্ষিতঃ ।
উপক্রমে বরীয়োহধিকং যজ্ঞাঃ সা পরোবরীয়সী । অয়ং পক্ষঃ সূত্র উপপত্তঃ—“যদহঃ সোমঃ
ক্রীগীয়স্তদহঃচতুরঃ সায়াং হুহ্যত্রীন্ প্রাতর্দে-
সায়মেকমুস্তমে” ইতি ॥ অশক্তস্ত ক্ষীরত্রতাদুর্দ্ধ-
মাহারমল্লমুজ্জানতি—“স্ববর্গং বা এতে লোকং যন্তি য উপসদ উপযন্তি তেবাং য উন্নয়তে
হীযত এব স নোদনেবীতি স্মিয়মিব” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । উপসদাং

স্বৰ্গপ্রাপ্তিহেতুস্বাত্তদৃষ্টায়িভিরবহিতৈর্ভবিতব্যং । তেষাং মধ্যে যঃ কোহপি হীনমনস্তো যথোক্ত-
ব্রতাদুর্দ্ধমোদনাদিকমন্তনং য়েং স স্বৰ্গাঙ্কীয়ত এব । তস্মাদশকোহপি শ্রদ্ধালুতয়া নোদনেষি ন
কিঞ্চিদপি ব্রতাদুর্দ্ধমন্তনে ঘামীতি যদি মন্তেত তেন স্থগ্নিমিব শোভনং বাক্যান্তরাত্মজ্ঞাতং
বন্তু স্নীতমিব কুৰ্য্যাতং । অশক্তিপরিহারমাত্রোপযুক্তং কিঞ্চিদেব স্বীকর্তব্যং । বাক্যান্তরং তু
কুস্মাণ্ডহোমপ্রকরণে সমান্নায়তে—“পয়ো ব্রাহ্মণস্ত ব্রতং যবাগু রাজস্বত্বাহমিহা বৈশ্বত্বাত্থো
সোমোহপধবর এতদ্ব্রতং ক্রয়াদবদি মন্তেতোপদস্তামীত্যোদনং ধানঃ সন্তু নৃ ধৃতমিত্যুব্রতয়ে-
দাত্বনোহনুপদাসায়” ইতি । উপদস্তামুপক্ষীণো তবামি ॥ অনুব্রতে কৃতেশি ফলভ্রংশো
নাস্তীতাস্মিন্নর্থো দৃষ্টান্তমাহ—“পো বৈ স্বার্থেতাং যতাং শ্রাতো হীরত উত স নিষ্টায় সহ বসতি”
(সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৪) ইতি । স্বার্থং যন্তি গচ্ছন্তীতি স্বার্থেতন্তেষাং স্বার্থেতাং । যতস্ত
ইতি যতন্তেষাং যতাং । মকরমাসে প্রয়াগস্নানং কেবাংচিৎ স্বার্থন্তং প্রাপ্তুং প্রবতমানানাং
স্বগ্রামান্নির্গত্য গচ্ছতাং মধ্যে যঃ কশ্চিচ্ছান্তো গন্তুমশক্তঃ সংক্রান্তিকালীমানাঙ্কীয়তে সোহপি নিষ্টায়
পয়বদ্যনির্গত্য তীর্থে গতা তৈস্তীর্থবাসিভিঃ সহাবশিষ্টং মাসং বসতি তদ্বয়মপ্যেকেনানুব্রতেনাশক্তিং
পরিহৃত্য শিষ্টং নিয়মমভুতিষ্ঠেৎ ॥ তমিমর্থঃ নিয়ময়তি—“তস্মাৎ সন্ধুদ্রয়ীন্নাপরমুন্নয়েত” (সং०
কা० ৬ প্র० ২ অ० ৪) ইতি ॥ সন্ধুদ্রয়েন ব্রবাং বিধত্তে—“দগ্নোন্নয়েতৈতত্বৈ পশুনাং রূপং
রূপেণৈব পশুনব রুদ্ধে” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৪) ইতি ॥ অথ সৌমিকীং বেদিং বিধাতুং
প্রোতোতি—“যজ্ঞে দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণু রূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশন্তং দেবা হস্তানুৎসং
রভ্যচ্ছন্তমিহ উপগুপ্যত্যক্রমৎ সোহব্রবীৎ কো বাহয়মুপগুপ্যত্যক্রমাদিত্যহং হর্গে হন্তেতাথ
কশ্চমিত্যহং দুর্গাদাহর্গেতি সোহব্রবীদুর্গে বৈ হস্তাহবোচথা বরাহোহয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং
গিরীণাং পরস্তাদ্বিতং বেত্তমস্মরাণাং বিভক্তিং তং জহি যদি হর্গে হস্তাহনীতি স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্বৃত্য
সপ্ত গিরিন্ ভিক্ষা তমহনৎসোহব্রবীদুর্গাদা আহর্ন্তাহবোচথা এতন্মা হরেতি তমেভ্যো যজ্ঞ এব
যজ্ঞমাহব্রতভিত্তং বেত্তমস্মরাণামবিন্দন্ত তদেকং বেঠে বেদিদ্বং” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৪)
ইতি । স্বৰ্গলোকে স্থিতো যজ্ঞপুরুষস্তিরোধানায় বিষ্ণুভূতা বৈষ্ণবং রূপং সম্পূর্ণং কৃত্বা দেবেভ্যঃ
পলায় পৃথিবীং প্রাবিশৎ । দেবাশ্চ পৃষ্ঠত এব সমাগত্য হস্তান্ প্রসার্য তং ধর্তৃমৈচ্ছন্ । অয়ং
যজ্ঞো যত্র যত্র পঙতি তত্র তত্রৈচ্ছন্তমতিক্রম্য পুরতো মার্গমবরুধ্যতিষ্ঠৎ । কোহস্বং মাসত্য-
ক্রমাদিতি যজ্ঞেনাহক্ষিপ্ত ইহঃ কেনাপ্যগম্যে হর্গে গতা বিরোধিনং তাড়য়িষ্যামীতি স্বমহিমানং
প্রতিজ্ঞে । অথৈবং মচ্ছন্তেঃ পরীক্ষকঃ কো নাম ত্বমসীতীশ্বেণাহক্ষিপ্তো যজ্ঞস্তাদৃশশ্চ দুর্গান্তং
বিরোধিনমাহরিস্তামীতি স্বশক্তিং প্রিজ্ঞো (জ্ঞে) । প্রতিজ্ঞায় স্বকীয়ং পূর্ববৃত্তান্তমিহ
পুরতঃ সর্ষমবোচৎ । পুরা কদাচিদস্মরপ্রাবল্যং দৃষ্টুং মদভূতদৌগাভ্যভিমানিনঃ সর্কেহপি
স্বৰ্গলোকবাসিনো মর্ত্যে নির্গত্য পৃথিবীং প্রাবিশন্ । তে চ কে, চতশ্রো দীক্ষান্তিপ্র উপসদ একা
স্তুতোভাষ্টদিবসসাধ্যানি কৰ্ম্মাণি । তত্র দীক্ষোপসদঃ সপ্ত পৃথিব্যাং গতা পিরয়োহভবন্ ।
স্তুত্যাভিমানী দেবো বামমোষো বামং কমনীয়ং সৌমিকবেদিগ্রহচমাদিরূপং দৈবং দিতং
মুক্ত্যাপহরতীতি বামমোষঃ । স চ মুষিতং তৎসর্ষমস্মরেভ্যো দক্ষা স্বষং বরাহো ভূষা সপ্তভ্যো
গিরিভ্যঃ পরস্তাদস্মরাণাং তদ্বিতং বিভক্তিং রক্ষতি । তচ্চ বিত্তং বেত্তং দেবৈঃ পুনর্লব্ধবাং । অতো
হে ইহঃ স্বং যদি হর্গে স্থিতং বিরোধিনং হস্তাহসি তর্হি তং বরাহং জহীতু্যক্তে ইহো দর্ভপুঞ্জেণৈব

গিরীন্ম তিষ্ঠা বরাহং তাড়িতবান্ । তত ইন্দ্রো যজ্ঞম্বাচ বিরোধিনমাহরিষ্ঠ্যামীতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎকর্তুং শক্লোষি চেদেনং বিরোধিনং বরাহমাহরেত্যাশ্তো যজ্ঞাভিমান্তেব তং বরাহাকারং বেদিগ্রহচমসাদিবিভোপেতং যজ্ঞমেভ্যো দেবেভ্য আহুত্য দদৌ । যস্মাদেবৈল'ক্ৰব্যমমুস্রাণাং তদ্বৈদিক্রপং বিত্তং দেবা অবিন্দস্তালভন্ত তস্মাদ্বিষ্ঠতে লভ্যত ইতি ব্যুৎপত্তা বেদেৰ্কেদিনাম সম্পন্নং । বক্ষ্যমাণমপেক্ষ্যারমেকঃ প্রকারঃ । তস্মাদেকং বেদিয়মিত্যুচ্যতে ॥ প্রকারান্তরেণাপি বেদিত্বং দর্শয়তি—“অমুস্রাণাং বা ইয়মগ্র আসীত্তাবদাসীনঃ পরাপত্তি তাবদেবানাং তে দেবা অক্রবৎত্বেব নোহস্তামপীতি কিয়দ্বো দান্তাম ইতি যাবদিয়ং সল্যাবুকী ত্রিঃ পরিক্রামতি তাবল্লো দত্তেতি স ইন্দ্রঃ সল্যাবুকী রূপং কৃত্বমাং ত্রিঃ সৰ্বতঃ পর্যক্রামতদিনামবিন্দন্ত যদিষামবিন্দন্ত তদ্বৈত্বে বেদিত্বং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । দার্শিকে বেদিব্রাহ্মণেঃ প্যেতদ্রূপাণ্যনং শ্রুতং । তত্র বসবত্বোতি মন্ত্ৰেণীবান্ প্রদেশঃ পরিগৃহীতস্তাবত্যেব বেদিঃ । অত্র তু কৃত্বমাহপি ভূমির্কেদিরिति বিশেষঃ ॥ কৃত্বমভূমের্কেদিহেপি যাগোপযুক্তদেশঃ পৃথক্করণীয় ইতি বিধন্তে—“সা বা ইয়ং সৰ্ব্বেব বেদিরিত্যি শক্ষ্যামীতি ত্বা অবমায় যজন্তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । ভূমিঃ সৰ্ব্বা যত্ৰপি বেদিরেক তথাহপি ন যত্র কাপি যষ্টব্যং কিং ত্বেতাবতি প্রদেশে সদোহবিদ্বানাদিকং নিষ্ঠাতুং শক্ষ্যামীতি নিশ্চিত্য তাবন্তং প্রদেশমবমায় পঠেৎ পরিমিত্য তস্মিন্ প্রদেশে যজেরন্ ॥ তত্র পদসংখ্যাং বিধন্তে—“ত্রিংশৎ পদানি পশ্চাত্তিরশ্চী ভবতি যটত্রিংশৎ প্রাচী চতুর্বিংশতিঃ পুরস্তাত্তিরশ্চী দশদশ সংপত্তন্তে দশাক্ষরা বিরাদন্নং বিরাদি'রাজৈবান্নাত্তমব রুদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । অত্রোক্তপদসংখ্যায়াং সৰ্ব্বতাং মেলিতায়াং নবসংখ্যাকানি দশকানি সম্পত্তন্তে । তদেবং বেদিপ্রদেশপ্রমাণং মধ্যম উপসদিনে প্রাচঃ-কালীনান্ন উপসদ উৰ্দ্ধং কর্তব্যং ।

তথা চ সূত্রং—“অস্তরা মধ্যমে প্রবর্দ্ধোপসদৌ বেদিং কুর্কন্তি প্রাথংশস্ত মধ্যমাল্লাশাটী-কাত্রীন্ প্রাচঃ প্রক্রমান্ প্রক্রম্য শব্দং নিহন্তি তস্মাৎ পঞ্চদশস্ত দক্ষিণত এবমুত্তরভন্তে শ্রোণী প্রথমনিহিতাচ্ছকোঃ যটত্রিংশতি পুরস্তাত্তাত্তাদশস্ত দক্ষিণত এবমুত্তরভন্তাবসৌ” ইতি । যথোক্তপরিমাণবতিপ্রদেশ উপরিতনমুক্তিকারা অপনয়নং বিধন্তে -“উৰ্দ্ধন্তি স্বদেবাত্মা অমেধ্যং তদপহন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । নিষ্ঠীবনাদিকৃতমণ্ডিতমুদ্বননেনাপৈতি ॥ তমেব বিধিমন্ত্ৰ প্রশংসতি—“উৰ্দ্ধন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি বর্হিঃ স্থগাতি তস্মাদোষধয়ঃ পুনরা ভবন্তি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । পূৰ্বং তস্মিন্ প্রদেশে সমুৎপন্নাত্ত্বণবিশেষ উদ্বননেন পরাত্ত্বা ভবন্তি তস্মাৎ কৃত্বমবেতাং বর্হিঃস্তরগাদোষধয়ঃ পুনরাগতা ভবন্তি ॥ তস্ত বর্হিঃ উপরি পুনরপ্যগ্নীষোমীত্বপূৰ্ব্বং বর্হিঃস্তরবেদিপ্রদেশে স্থগীয়াসিতি বিধন্তে—“উত্তরং বর্হিঃ উত্তরবর্হিঃ স্থগাতি প্রজা বৈ বর্হিঃজমান উত্তরবর্হিঃজমানসেবাজজমানাহন্তরং কৰোতি তস্মাদজজমানোহযজমানাহন্তরঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৪) ইতি । উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ যৎপূৰ্বং বিহিতং তিস্র উপসদ উপৈতি দ্বাদশাহীনে সোম উপৈতীতি তত্র বিপক্ষ-পক্ষয়োৰ্দ্ধাধাবাধাবমপত্তন্তি—“যবা অনীশানো ভারমাদত্তে বি বৈ স লিশতে বৃদ্ধাদশ সাহস্তোপসদৌ দ্বাদশাহীনস্ত যজন্ত সর্বাধ্যাক্ষান্থো সলোম ক্রিয়তে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । লোকে যত্নশক্তঃ কশ্চিৎপ্রোচঃ ভারং বোচুমানদীত তদা স বিলিশতে

বিশেষণান্নী ভবতি উখাতুমশক্তো ভূমৌ পতেৎ । তদ্বদ্রাপি যোজ্যতে । অহা সহ বর্ত্তত ইতি সাহ্ একাহো জ্যোতিষ্ঠোমঃ । অহঃসম্বসাধ্যোঃহীনো দ্বিরাত্রাদিঃ । তত্র যত্নস্ত সাহস্ত দ্বাদশ সূর্য্যাদি বাহবিকশ্চাহীনস্ত তিষ্রঃ স্যুস্তদা বিলোম বিপরীতং ক্রিয়তে । তথা সতি সাহস্ত বীৰ্য্যং হীয়তে । স্বপক্ষে তু নাস্তি তদ্বতঃ ॥ যচ্চাত্মপূৰ্ণং বিহিতমারাগ্রামবাস্তরদীক্ষা-মুপেষাদিতি তৎপ্রশংসতি—“বৎসশ্চৈকঃ স্তনো ভাগী হি সোহথৈকং স্তনং ব্রতমুপৈত্যথ দ্বাবথ ত্রীনথ চতুর এতদ্বৈ ক্ষুরবপি নাম ব্রতং যেন প্র জাতান্ ভ্রাতৃব্যাম্নদতে প্রতি জনিষ্যমাণানথো কনীয়সৈব ভূয় উপৈতি” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । বৎসস্ত ভাগো যঃ স্তনস্তশ্চিন্নপ্যন্নং পয়ো যজমানশ্চতুর্থৈ পৰ্য্যায়ৈ স্বী করোতি । ততোহস্ত চতুস্তননিয়ম সিধ্যতি । তদেতদেকস্তনাদিকং ব্রতং ক্ষুরপবীত্যাচ্যতে । পবিক্ষুদ্রং তেন তীক্ষ্ণমুপলক্ষ্যতে । ক্ষুরবৎপবিশ্চৈক্ষ্যং যজ্ঞাহরারাগ্রাব্রতস্ত তেন ব্রতেন পূৰ্ব্বমুৎপন্নায়ৈরিণো বিনাশয়তি জনিষ্যমাণাশ্চ প্রতিবদ্যতি । কিং চাত্যন্নেন কৰ্ম্মণা ভূয়ঃ ফলং প্রাপ্নোতি । যথোক্তেনাজেন বীজেন প্রোঢ়ং বৃক্ষং ফলং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ । যদগ্ন্যৎপূৰ্ণং বিহিতং পবোবরায়সীমবাস্তরদীক্ষা-মুপেষাদিতি তৎপ্রশংসতি—“চতুরোহগ্রে স্তনান্ ব্রতমুপৈত্যথ ত্রীনথ দ্বাবথৈকমেতদ্বৈ স্নজঘনং নাম ব্রতং তপস্তং স্নবর্গ্যমথো প্রৈব জায়তে প্রজয়া পত্ততিঃ” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । যথা রূপবত্যা যুবত্যা যোষিতো জঘনপ্রদেশঃ স্থলস্তস্তোপরি দেহমধ্যপ্রদেশঃ কৃশস্তদ্বদস্ত ব্রতস্তাভোগশ্চতুৰ্ঘন উপরিভাগ একস্তন ইতি স্নজঘনমিতি নাম । তপস্ত-মুক্তস্তোত্রমাহারক্ষয়াদ্রপসো যোগ্যং । অতএব স্বর্গসাধনং । কিং চ স্নজঘনদ্বাদেব প্রজাঃ পশুশ্চ প্রজনয়তি ॥ ত্রৈবর্গিকানাং মধ্যে ক্ষত্রিয়স্ত দ্রব্যং বিধত্তে—“যবাগু রাজহস্ত ব্রতং ক্রুরেব বৈ যবাগুঃ ক্রুর ইব রাজহো বজ্রস্ত রূপং সমৃদ্ধৌ” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । যবাথা ওদনবভৃপ্তিহেতুভাবাৎ ক্রুরত্বং । রাজহো দৃষ্টশিক্ষকত্বাৎ ক্রুরঃ । উভয়ং মিলিত্বা যবজ্রসদৃশং তচ্চানিষ্টনিবর্তকত্বেন সমৃদ্ধৌ ভবতি ॥ বিধত্তে—“আমিষ্কা বৈশ্বস্ত পাকযজ্ঞস্ত রূপং পুঠৌ” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । তপ্তে পয়সি দধিপ্রক্ষেপেণ ঘনীভূতো ভাগো-হসবামিষ্কা । পক্কেন পুরোডাশাদিনা কৃতো যজ্ঞঃ পাকযজ্ঞঃ । আমিষ্কায়াঃ পকপয়োনিপ্পন্নত্বাৎ-পাকযজ্ঞস্ত রূপমতঃ পুঠৌ ভবতি ॥ বিধত্তে—“পয়ো ব্রাহ্মণস্ত তেজো বৈ ব্রাহ্মণস্তেজঃ পয়স্তেজসৈব তেজঃ পয় আয়াক্তেহথো পয়সা বৈ গৰ্ভা বর্ধন্তে গৰ্ভ ইব খলু বা এষ যদীক্ষিতো বদস্ত পয়ো ব্রতং ভবত্যায্মানমেব তদ্বর্দ্ধয়তি” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । ব্রাহ্মণোহধ্যাপনাদিরূপেণ তেজসা যুক্তঃ । পয়সন্তেজোবৎস্বচ্ছরূপত্বাৎ স্বয়মেব তেজস্বী । পয়সি পীতে সতি স্বকীয়েন তেজসা সহ পয়োরূপং তেজ আয়্মনি ধৃতং ভবতি । কিং চ দীক্ষিতস্ত গৰ্ভরূপত্বাৎ পয়সা বর্দ্ধির্ভূজ্যতে ॥ মধ্যাহ্নমধ্যরাত্রয়োব্রতকালত্বং বিধাতুং প্রস্তোতি—“ত্রিবৃতো বৈ মথুরাসীদ্ধিব্রতা অমুরা একব্রতা দেবাঃ প্রাতর্মধ্যান্মিনে সায়াং ত্রয়ানোব্রতমাসীৎ পাকযজ্ঞস্ত রূপং পুঠৌ প্রাতশ্চ সায়াং চাতুরাণাং নিশ্চধ্যং ক্ষুরো রূপং ততস্তে পরাহন্তবদ্যন্মিনে মধ্যরাত্রৌ দেবানাং ততস্তেহন্তবৎস্ববর্গং শোকমায়ন্” (সং० কা० ৬ প্র० ২ অ० ৫) ইতি । অহনি ত্রিষু কালেষু ব্রতং ভোজনং কুৰ্ব্বতো মনোরেকশ্চিন্নেব কালে ব্রতং কুৰ্ব্বতাং দেবানাং চ মধ্যাহ্নকালে ব্রতমগ্নি । স চ কালঃ । ক্ষুধঃ স্বরূপঃ । তস্মিন্ ব্রত-

রহিতা অন্তরাঃ পরাত্নতাঃ । ব্রতযুক্তাস্তু মনুর্দেবাস্চ পৃষ্টিং স্বর্গং চ প্রাপ্তাঃ । ততো মধ্যাহ্নকালঃ
 প্রশস্তঃ ॥ বিধত্তে—“যদন্ত মধ্যাহ্নিনে মধ্যমাত্রে ব্রতং ভবতি মধ্যাতো বা অনেন ভুক্ততে মধ্যত
 এব তদুর্জং যন্তে ভ্রাতৃব্যতিক্রম্যে ভবত্যাশ্বনা পরাহন্ত ভ্রাতৃব্যো ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৪) ইতি । মুখমধ্যেহ্নন্ত ভোজনমুদরমধ্যেহ্নন্ত চ ধারণং যথা লোকে তথৈবাত্রাপি মধ্যাহ্নে
 মধ্যমাত্রে চ ব্রতং কর্তব্যং ॥ দীক্ষিতস্ত স্বনিবাসস্থানাং প্রবাসং নিষেধতি—“গর্ভো বা এষ
 যদীক্ষিতো যোনিদীক্ষিতবিমিতং যদীক্ষিতো দীক্ষিতবিমিতাং প্রবসেত্থা যোনের্গর্ভঃ স্বন্দতি
 তাদৃগেব তন্ন প্রবস্তব্যমাস্বনো গোপীথায়” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । দীক্ষিতো
 বিশেষণ মীয়তে প্রক্ষিপ্যতে যস্মিংশালাস্থানে তদীক্ষিতবিমিতং তস্ত যোনিরূপত্বাৎ । ততোহন্ত
 নির্গমনং গর্ভপ্রাবসমং । তত আশ্রয়ক্ষণার্থং ন নির্গন্তব্যং ॥ এতমেব নিষেধং প্রকারান্তরেণ
 প্রশংসতি—“এষ বৈ ব্যাস্ত্রঃ কুলগোপা যদগ্নিস্তস্মাদীক্ষিতঃ প্রবসেৎ স এনমীশ্বরোহনুথায় হস্তান’
 প্রবস্তব্যমাস্বনো গুপ্ত্য” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । এষ এবাহবনীয়োহগ্নিঃ প্রবসতো
 ব্যাস্ত্রবদ্ধিসংকো নিবসতঃ কুলরক্ষকঃ । তস্মাৎ সোহগ্নিঃ প্রবসন্তমেনমহু স্বয়মুথায় হস্তঃ সমর্থঃ ।
 “প্রবাসাভাবস্থায়নো রক্ষণায় ভবতি” আহবনীয়স্ত দক্ষিণদেশং শয়নার্থং বিধত্তে—“দক্ষিণতঃ শয়
 এতদৈ যজমানস্তাহযতনং স্ব এবাহযতনে শয়ে (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি ।

শেত ইত্যর্থঃ । শয়নস্তাহবনীয়াভিমুখ্যং বিধত্তে—“অগ্নিমত্যাভূতা শয়ে দেবতা এব
 যজ্ঞমত্যাভূতা শয়ে” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৫) ইতি । অথ কামানি দেবযজ্ঞানি
 বিধীয়ন্তে । তত্র পুরোহবিবাদয়ঃ সংজ্ঞাবিশেষা উক্ত্যাযোড়শ্চতিরাত্রাত্তরযজ্ঞাঃ । স্বর্গকামিনং
 প্রতি বিধত্তে—“পুরোহবিষি দেবযজনে যাজয়েত্থং কাময়েতোপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমেদতি
 স্বর্গং লোকং জয়েদতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । অনেন প্রকারেণ যং
 যজ্ঞানমুদ্বিশ্য কাময়েত তং পুরোহবিনামকে যাজয়েৎ । তস্ত লক্ষণমাহ—“এতদৈ পুরোহবি-
 দেবযজ্ঞং যন্ত হোতা প্রাতরহুবাকমহুত্রবন্নগ্নিমপ আদিত্যমভি বিপশতি” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । যন্ত দেবযজ্ঞস্ত হবির্দানমণ্ডপ আসীনঃ প্রোত্থো হোতা প্রাতরহু-
 বাকনামকং শব্দং পঠেৎ পুরোবর্গিনমাহবনীয়াগ্নিং ততঃ প্রাগর্গিনং নদীতড়াগাদিজলং ততোহপি
 প্রোদিশ্যস্তমাদিত্যং চাহভিমুখ্যেন যুগপৎপশ্যত্যেতাদৃগ্দেবযজ্ঞং পুরোহবিরিত্যুচ্যতে । কামিত-
 কলসিদ্ধিং দর্শয়তি—“উপৈনমুত্তরো যজ্ঞো নমত্যভি স্বর্গং লোকং জয়তি” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । অত্রবিধত্তে—“আপ্তে দেবযজনে যাজয়েত্ত্বাতৃব্যবস্তং” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি ॥

আপ্তনামকস্ত লক্ষণমাহ—“পশ্বাং বাহুধিম্পর্শয়েৎ কর্তং বা যাবন্নানসে যাতবৈ ন রথায়ৈতদ্বা
 আপ্তং দেবযজ্ঞং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রোতং রাজমার্গং প্রোতং গর্তং বা
 বিলোক্যাহবিকেন্য তৎসংস্পর্শো যথা ভবতি তথা দেবযজ্ঞং নিশ্চ্যাতব্যং । দেবযজ্ঞ-
 গর্তয়োর্মধ্যে শকটস্ত বা রথস্য বা যাতবৈ গন্তং যাবদন্তরং ন পর্যাপ্তং তাবদেবাস্তরং কর্তব্যং ।
 সোহয়মধিম্পর্শঃ । এতদেবাহপ্তনামকং । কামিতার্থসিদ্ধিং দর্শয়তি—“আপ্তোত্যেব ভ্রাতৃব্যং
 নৈনং ভ্রাতৃব্য আপ্তোতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । জয়তীত্যর্থঃ । বিধত্তে—
 “একোদ্বতে দেবযজনে যাজয়েৎ পণ্ডকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রশংসতি

“একোন্নতাধৈ দেবযজ্ঞনাদঙ্গিরসঃ পশুন্ স্বকৃত্ত” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 লক্ষণমাহ—“অস্তরা সদো হবির্দানে উন্নতং স্তাদেতন্না একোন্নতং দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬
 প্র. ২ অ. ৬) ইতি । প্রাচীনবংশাং পুরতঃ প্রত্যাঙ্গসন্নঃ সদঃ, উত্তরবেদেঃ পশ্চাৎপ্রত্যাঙ্গঃ
 হবির্দানঃ, তদ্যোঋধ্যয়ুন্নতং কুর্য্যাত্ । ফলমাহ—“পশুমানেষ ভবতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“ক্র্যন্নতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ স্তবর্গকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । প্রশংসতি—“ক্র্যন্নতাধৈ দেবযজ্ঞনাদঙ্গিরসঃ স্তবর্গং লোকমায়ন্” (সং. কা.
 ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । লক্ষণমাহ—“অস্তরাহবনীয়াং চ হবির্দানং চোন্নতং স্তাদস্তরা
 হবির্দানং চ সদশ্চাস্তরা সদশ্চ গার্হপত্যং চৈতদৈ ক্র্যন্নতং দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । উত্তরবেদিহবির্দানসদঃ প্রাচীনবংশানাং চতুর্থ্যমস্তরালপ্রদেশেষু ত্রিযুন্নতং
 কুর্য্যাত্ । ফলমাহ—“স্তবর্গমেব লোকমেতি” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—
 “প্রতিষ্ঠিতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ প্রতিষ্ঠাকামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । লক্ষণ-
 মাহ—“এতদৈ প্রতিষ্ঠিতং দেবযজ্ঞনং যৎ সর্ষতঃ সমং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 ফলমাহ—“প্রত্যেব তিষ্ঠতি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি ॥ অথ নামবিশেষমভ্যুক্ত্য ।
 লক্ষণপুরঃসরং বিধন্তে—“যত্রাষ্ট্রা তচ্ছা ওষধয়ো ব্যতিষক্তাঃ স্ত্যাত্তন্মাজয়েৎ পশুকামং” (সং. কা.
 ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । যবগোধুমপ্রিয়স্কুকোদ্রব্যাদিবীজানি পরস্পরবিলক্ষণানি যস্মিন্ প্রদেশে
 সহোৎপত্তস্তে তত্র পশুকামং যাজয়েৎ । প্রশংসতি—“এতদৈ পশুনাং রূপং রূপেণৈবায়ৈ
 পশুনব কৃদ্ধে” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । ফলমাহ—“পশুমানেষ ভবতি” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“নিষ্কৃতিগৃহীতে দেবযজ্ঞনে যাজয়েৎ কাময়েত
 নিষ্কৃতিয়াং যজ্ঞং গ্রাহয়েয়তি” (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । নিষ্কৃতিবর্জবিধাতী
 ব্রাহ্মসঃ । লক্ষণমাহ—“এতদৈ নিষ্কৃতিগৃহীতং দেবযজ্ঞনং যৎ সদৃষ্টৈ সত্য্য কৃদ্ধং” (সং.
 কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । নিম্নোন্নততরাহিত্যেন সদৃষ্টাঃ সত্য্য ভূমেঃ সধ্বন্ধি যদৃদ্ধং
 তৃণাদিশুষ্ণং স্থানং তন্নিষ্কৃতিগৃহীতং ॥ কামিতার্থসিদ্ধিমাহ—“নিষ্কৃতিৈবাস্ত্র যজ্ঞং গ্রাহয়েয়তি”
 (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । বিধন্তে—“ব্যাবৃত্তে দেবযজ্ঞনে যাজয়েদ্ব্যবৃত্তকামং
 যৎ পাত্রে বা তল্লৈ বা মীমাংসেরন্” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ॥ পাত্রোপ-
 লক্ষিতে সহপঙ্ক্তিভোজনে তল্লোপলক্ষিতে বিবাহে বা বন্ধুমিত্রাদয়ো যৎ পুরুষমুদ্दिष्ट মীমাংসেরন্
 সন্দিহীরন্ স পুরুষঃ সন্দেহ হেতোরপবাদাদেঃ পাপুনো ব্যাবৃত্তিং কাময়েত তং ব্যাবৃত্তে যাজয়েৎ ।
 ব্যাবৃত্তস্ত লক্ষণমাহ—“প্রাচীনমাহবনীয়াং প্রবণং স্ত্রাৎপ্রতীচীনং গার্হপত্যাদেতদৈ ব্যাবৃত্তং
 দেবযজ্ঞনং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । উভয়তঃ প্রবণং নিয়ং ॥ কলসিদ্ধিমাহ—
 “বি পাপুনা ভ্রাতৃযোগাহবর্ততে নৈনং পাত্রে ন তল্লৈ মীমাংসেত্বে” (সং. কা. ৬ প্র. ২
 অ. ৬) ইতি । পাপরূপেণ বৈরিণা ব্যাবর্ত্ততে বিযুক্ত্যতে ততো ন সন্দিহতে ॥ বিধন্তে—
 “কার্যো দেবযজ্ঞনেযাজয়েদুত্কামং” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি । কার্যো মুচ্ছিলা-
 দ্ভিত্তিরুন্নতীকরণীয়ে ॥ প্রশংসতি—“কার্যো বৈ পুরুষঃ” (সং. কা. ৬ প্র. ২ অ. ৬) ইতি ।
 উপনয়নাদিসংস্কারৈরুন্নতীকরণীয়াঃ পুরুষস্তত্তত্ত্বশ্রেণং যোগ্যাং ॥ কলসিদ্ধিং দর্শয়তি—“ভবত্যেব”
 (সং. কা. ৬ প্র. ১ অ. ৬) ইতি । ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্নোত্যেব । তদেতং সর্গং

যা তে অগ্নেহযাশয়া রজাশয়েতেনেনমস্ত্রেণ সাধ্যাযোঃ প্রাতঃকালীনসায়ংকালীনোপ-
সদোর্শ্বধ্যে কৰ্ত্তব্যং ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ ।

“অংগুরাপ্যায়য়েৎসোমমেষ্ঠা প্রস্তরনিহবঃ । অগ্নে পূর্বাগ্নিমামস্ত্য যা তে মার্জ্জয়তে তথা ॥ ১ ॥

ব্রতং চ তেন কুরুতে যা তে ক্র্যপসদামনী । আজ্যাহোমা অয়াশেতি রজেতি চ হরেতি চ ॥ ২ ॥

ত্রিবিধো মন্ত্ৰভেদঃ শ্রাব্যন্তাঃ সপ্তেহ ঈরিতাঃ ॥ ৩ ॥”

অথ মীমাংসা ।

পঞ্চমাধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—“আবৃত্তিরূপসংস্বেষা সজ্বশ্চৈকৈকগাংহ বা । ত্রিরধায়াং
পঠেতাদাবিব শ্রাৎ সমুদায়গা ॥ প্রথমা মধ্যমাহন্ত্যেতি প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে । একৈকস্তা
দ্বিরভ্যাসে ষট্‌সংখ্যাহপি প্রসিধ্যতি” ইতি ॥ অগ্নৌ শ্রয়তে—“ষড়ুপসদঃ” ইতি । তত্র
চোদকপ্রাপ্তানাং তিস্ণায়ুপসদাং পূর্ক্সজায়েনাংবৃত্তা ষট্‌সংখ্যা সম্পাদনীয়ী । যথা পূর্ক্সাধিকরণে
প্রযাজেষু সজ্বাবৃত্ত্যেকাদশসংখ্যা সম্পাদিতা তদনত্রাপি সাংবৃত্তিদিগুপলিতবৎ সমুদায়স্ত যুক্তা ।
যথা দণ্ডেন ভূপ্রদেশং সংমিমানঃ পুরুষ আমূল্যাং কুংসদণ্ডং পুনঃপুনঃ পাতয়তি, ন তু দণ্ডস্ত
প্রত্যবয়বং পৃথগাবৃত্তিং করোতি । যথা বা ত্রিবারং কদ্রাদায়াং জগতীত্যত্র কুংস এবাধ্যায়
আবর্ত্যতে ন ত্র্যধ্যায়ৈকদেশ একৈকোহনুবাকঃ পৃথগেব ত্রিঃ পঠ্যতে তথা তিস্ণায়ুপসদাং সমুদায়
আবর্তনীয় ইতি চেন্নৈবং । প্রাকৃতক্রমবাধপ্রসঙ্গাৎ । প্রকৃতৌ হি দীক্ষানস্তরভাবিনি দিনে
হোতব্য্য প্রথমোপসং । তত উরুদিনে দ্বিতীয়া । ততোহপ্যুর্দ্ধদিনে তৃতীয়া । তা এতাঃ
সকৃদনুষ্ঠায় পুনরুপরি তনদিনেষু দ্বিতীয়াস্তে চেৎ পুনরনুষ্ঠায়মানায়াঃ প্রথমায়াঃ প্রথমাভ্যমপৈতি
চতুর্থীভমায়তি । তস্মাৎ প্রাকৃতক্রমসিদ্ধয়ে প্রথমাং দ্বিরভ্যস্ত ততো দ্বিতীয়াং দ্বিরভ্যস্তেত্যেবং
স্বহানবুদ্ধ্যা তাসামাবৃত্তিঃ কার্য্যা । ন চাধ্যায়দৃষ্টান্তো যুক্তঃ । অনুবাকসমুদায়শ্চবাধ্যায়দ্ব্যন্ত-
স্তেব চাহবৃত্তিবিধানাৎ । ন ত্ৰিহ সমুদায়স্তোপসঙ্কম্ভি । তস্মাৎ প্রত্যেকমুপসদাবর্তনীয়ী ।
অনেন জায়েন দ্বাদশাহীনস্তেত্যত্রৈকৈকোপসদতুর্ক্সারমাবর্তনীয়ী ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়পাদে চিন্তিতং—“তিস্র এব হি সাহে স্যুরহীনে দ্বাদশেত্যদঃ ।
জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশত্মমথ বাহুর্গণে ভবেৎ ॥ অন্ত প্রকরণাদাত্তো নাহীনত্বং বিরুদ্ধতে ।
প্রকৃতিভ্যাম কেনাপি হীনোহতোহত্র বিকল্যতাং ॥ সাহ্যস্তিগ্নাহীনসংজ্ঞা ক্লৃষ্টেবাহুর্গণে
ভবেৎ । যষ্টীশ্রুত্যা দ্বাদশত্বং প্রক্ৰিয়াভেহপকৃষ্যতাং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে শ্রয়তে—
“তিস্র এব সাহুতোপসদো দ্বাদশাহীনস্ত” ইতি । একেনাহা নিষ্পাত্ত্বাৎ সাহো জ্যোতিষ্টোমঃ ।
দীক্ষাদিবসাদুর্দ্ধং সোমভিষবনিবসাৎ পূর্ক্সং কৰ্ত্তব্য হোমা উপসদঃ । তা সাং দ্বাদশত্বং প্রকরণ-
বলাজ্যোতিষ্টোমে নিবিশতে । অহীনশব্দস্ত তস্মিন্নবকল্যতে । জ্যোতিষ্টোমস্ত নিখলসোম-
যোগপ্রকৃতিয়েন সর্বেষামঙ্গানাং তত্রোপদেশে সতি তদুপদেশবিকলবিকৃতীনাং হীনত্বাভাবাৎ ।
অতো দ্বাদশত্বত্রিষ্মৌর্ষিকম ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—আবৃত্তঃ সোমযোগরূপো দ্বিরাত্রিরাত্রাদি-
বহুর্গণঃ । তস্মিন্নহীনশব্দে ক্লৃষ্টঃ । যৌগিকত্বে তু ন হীন ইতি বিগূহ সমাসে ক্লৃতে সত্যবজ্জাদি-

শব্দবদ্যাদ্যন্তঃ শ্রাং । মধ্যোদাত্তস্বায়তে । রুঢ়িশ্চ বিগ্রহনিরপেক্ষত্বাচ্ছীত্রবৃদ্ধিহেতুঃ ।
অতো জ্যোতিষ্টোমবাচিনঃ সাঙ্কশবাদভিন্নেয়মহীনসংজ্ঞা জ্যোতিষ্টোমাদ্ভিন্নমহর্গণমভিধত্তে । তস্মিন-
হর্গণে যতীশ্রুত্যা তত্বং দ্বাদশত্বং নিবেশ্যতে । তৎসিদ্ধয়ে প্রকরণাদিদমপনেনতব্যং ।

তৃতীয়াধ্যায়স্ত সপ্তমপাদে চিস্তিতং—“মুখ্যার্থা সৌমিকী বেদিকৃতভার্যার্থো মুখ্যাগা । চিকীর্ষি-
তত্বানুধ্যাত্ত বেত্বাং তৎকৃতিসম্ভবাং ॥ মুখ্যপৌঙ্কল্যহেতুত্বাত্তদঙ্গং চিকীর্ষিতং । মুখ্যবস্তেন তদেদি-
রঙ্গেন্দ্রপ্যপকারিণী” ইতি ॥ দার্শিকিং বেদিং মধ্যেহন্তর্ভাব্য প্রাচীনবংশো মণ্ডপোহবস্থিতঃ ।
ততঃ পূর্বস্তাং দিশি সদোহবির্জানাদীনাং পর্য্যাপ্তো ভূভাগবিশেষঃ । তৈঃ সদঃপ্রভৃতিভিঃ সহ
সৌমিকী বেদিরিত্যুচ্যতে । সেয়ং মুখ্যস্ত সোমযাগশ্চেবোপকারং করোতি, ন হুমুখ্যানামগ্নী-
ষোমীয়াত্মজানাং । কূতঃ । মুখ্যস্ত চিকীর্ষিতত্বাং । ন চান্নাত্তপি চিকীর্ষিতানীতি বাচ্যং ।
চিকীর্ষাশ্বরূপস্ত বেদেনৈবাবিহিতত্বাং । এবং শ্রয়তে—“ষট্‌ত্রিংশংপ্রক্রমা প্রাচী চতুর্বিংশ-
তিরগ্ৰেণ ত্রিংশজ্ঞঘনেনেতি শক্ষ্যামহে” ইতি । অস্ত্রায়মর্থঃ—শ্রয়মাগেনানেন দৈর্ঘ্যপ্রমাণেন
তির্য্যকপ্রমাণেন চ প্রমিতে ভূভাগে ফলহেতুং সোমযাগং কত্বং শক্ষ্যামহ ইতি নিশ্চিত্য
তত্ত্বং কুর্ধ্যাদিতি । সেয়ং চিকীর্ষা মুখ্যবিষয়া । ইতি শক্ষ্যামহ ইতি পরিমাণস্ত শক্ते-
শ্চোপন্যাসাং । অঙ্গানাং তু পশুনািমিষ্টীনাং চ সদোহবির্জানাদিমণ্ডপনিরপেক্ষাণাং যথোক্ত-
পরিমাণমন্তরণাপ্যমুষ্ঠাত্ত্বং শক্যত্বাং স উপহাসস্তত্র নিরর্থকঃ । সোমস্ত ষমুষ্ঠানং যথোক্ত-
বেত্বামেব সম্ভবতি ন ত্বত্ৰ । তস্মাং সা বেদিমুখ্যশ্চেবোপকরোতীতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—ইয়তি
শক্ষ্যামহ ইত্যত্র সান্নপ্রধানামুষ্ঠানে শক্তিকৃতা । তাদৃশশ্চেব ফলং প্রতি পুঙ্কলহেতুত্বাং ।
অতো মুখ্যাস্ত্রয়োশ্চিকীর্ষায়াস্তল্যত্বাৎবেদিকৃতভার্যার্থা । ন চাত্র বপনাদিসাম্যং শব্দনীরং । দৃষ্টো-
পযোগাত্তাবস্ত তত্রোক্তত্বাং । ইহ তু হবিরাসাদনাদিদ্‌ষ্ট উপযোগঃ । স চ মুখ্যাস্ত্রয়োঃ
সম ইত্যুভয়ার্থত্বং ।

যষ্ঠাধ্যায়স্তাষ্টমপাদে চিস্তিতং—“অস্ত্রাভাবেহস্ত্রভাবেহপি পর্যোভক্ষাদয়োহগ্রিমঃ । নিমিত্তে
সতানুষ্ঠানান্নিয়মাদৃষ্টতোহস্তিমঃ” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়তে—“পর্যো ব্রাহ্মণস্ত ব্রতং” ইতি ।
তদেতদসত্যস্তস্মিন্ভক্ষ্যে কর্তব্যং । কূতঃ । অস্ত্রাভাবস্ত নিমিত্তত্বাং । নিমিত্তে সতি নৈমিত্তিক-
স্ত্রাবস্তানুষ্ঠেয়ত্বাদিতি চেৎসেবং । ন হস্ত্রাভাবো নিমিত্তত্বেন শ্রুতঃ । তস্মাং সত্যাপ্যস্তস্মিন্ ভক্ষ্যে
নিয়মাদৃষ্টায় পয় এব ভক্ষয়েৎ । তত্রৈবাত্তচিস্তিতং—“অজীর্ণিসম্ভবে কার্য ব্রতং নো বাহগ্রিমো
বিধেঃ । রোগোৎপত্ত্যা প্রধানস্ত বিরোধায় পর্যোব্রতং” ইতি ॥ জ্যোতিষ্টোমে শ্রয়তে—“মধ্যান্নিনে
মধ্যান্নাত্রে ব্রতং ব্রতয়তি” ইতি । তত্র যস্তাজীর্ণিঃ সম্ভাবিতা তেনাপি বিহিতত্বাং পরো ব্রতয়িত-
ব্যমেবেতি চেৎসেবং । প্রধানামুষ্ঠানবিয়প্রসঙ্গাং । তস্মান্নত্বাবিধবেলায়াং পরো বর্জয়েৎ ॥
অত্র সর্কাপি যজুংষ্যেবেতি নাস্তি চ্ছন্দঃ ॥ (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১১ অনুবাক) ।

ইতি ত্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে

ক্লবধ্বজুর্বেদীয়তৈত্তিরিয়সংহিতাভাষ্যে প্রথমকাণ্ডে

ষিষ্ঠীয়প্রপাঠক একাদশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মন্ত্যার্থ-আলোচনা ।

দশম অম্ববাকে আতিথেয়-সম্পাদনের ক্রম-পদ্ধতি উল্লিখিত হইল । তাহাতে প্রাথংশশালায় সোম স্থাপিত হইয়াছে । সেই সোমের দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে, সেই যজ্ঞের বিঘ্নকারী অশ্বরগণকে প্রথমে বিতাড়িত করিতে হইবে । সেই অশ্বরগণকে বিজয়ের নিমিত্ত উপসদ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধেয় । একাদশ অম্ববাকে সেই উপসদ-যজ্ঞের বিষয় পরিবর্ণিত হইতেছে । উপসদেষ্টির প্রারম্ভেই অতিথি সোমের বন্ধনোপদ্রব-পরিহার-কল্পে আপ্যায়নাদি উপচার কর্তব্য ।

একাদশ কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের আলোচনায় প্রথমে আমরা ভাষ্যকারের মন্তব্য প্রদান করিতেছি । মন্ত্র-দুইটি সোম সম্বন্ধে প্রযুক্ত । ভাষ্যকারের মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—‘অংশু বলিতে স্বল্প অবয়ব বুঝায় । হে সোমদেব ! তোমার যে অংশু শুক হইতেছে এবং যে অংশু পরিক্ষীণ হইয়াছে, তোমার সেই সকল অংশু বা অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । কি জ্ঞ ? ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির জ্ঞ । কিরূপ ইন্দ্র ? মুখ্য বা শোভন সোমরূপ ধন যিনি অবগত আছেন অথবা বিজ্ঞাপিত করেন, সেইরূপ একধনবিৎ । হে সোম ! তোমার নিমিত্ত—তোমাকে পান করিবার নিমিত্ত—ইন্দ্র তোমাকে অভিবৃদ্ধ করেন । তুমিও ইন্দ্রের নিমিত্ত বার্কিত হও । সখিত্বত ঋত্বিকদিগকে ধনদানে এবং মেধার দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর । হে সোমদেব ! তোমার শুভ হউক । তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমাভিষব-ক্রিয়ার শেষ দিন প্রাপ্ত হই ।’

আতিথেয়টির প্রস্তর এবং বর্হি অগ্নিতে স্থাপন বিধি-বিরুদ্ধ ; কিন্তু সেই প্রস্তর বেদির দক্ষিণার্ধে স্থাপন করিয়া, তত্পরি দক্ষিণহস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়া এবং বামহস্ত নিম্নদিকে (উপুড় করিয়া) স্থাপনান্তর নমস্কার দ্বারা সোমের পরিচর্যা করিতে করিতে ঋত্বিকগণ দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন । তদনুসারে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—‘এষ্ট শব্দে ইচ্ছাবস্ত জ্ঞাপ্যুপস্থিতিভিমানী দেবতাকে বুঝায় । দয়ালু বলিয়া সেই দেবতা ভক্তের প্রতি অল্পগ্রহপরায়ণ । হে তাদৃশ দেবতা ! তুমি যজ্ঞবাদী আমাদিগকে অমৃতসদৃশ যজ্ঞ প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর । কি জ্ঞ ? ধনের নিমিত্ত । আর অগ্নের নিমিত্ত । এবং ‘ভগাবৎ’ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণের জ্ঞ ।’ ছালোক অভিমানী দেবতা নমস্কার প্রাপ্ত হউন ।’ *

* শুক্রযজুর্বেদে এই মন্ত্রদ্বয় পরিদৃষ্ট হয় । সেখানে ভাষ্যকার মহীধর যে অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা,—

‘হে সোমদেব ! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক । চিরাবস্থানহেতু সোমবল্লরীর যে যে অংশ শুক ও স্নান হইয়াছে, তদ্বৎ অংশ এই মন্ত্র-প্রভাবে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক । কিরূপ ইন্দ্রের জ্ঞ ? ‘একধনবিদে’—মুখ্য সোমরূপ ধন যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সোম-গ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত । অথবা সোম-কণ্ডন জ্ঞ জলকুণ্ড আনীত হইয়াছে, ঐতদ্বিষয় যিনি অবগত আছেন । সেই একধনবিৎ ইন্দ্রের জ্ঞ ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন ; এবং হে সোম ! তুমিও ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সর্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও । উভয়েরই অভিবৃদ্ধি হউক—এতদ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে । অপিচ, হে সোম ! সখিবৎ-

ভাষ্যানুসারে যে অর্থ প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য ঘটে নাই । তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার জন্ত, কোনও কোনও স্থলে সামান্য মতান্তরে ঘটিয়াছে । ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের মতে সে সোম—পার্শ্বিক সোমলতা নহে ; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর স্মৃতি করিয়াছে । বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে যেখানেই ‘সোম’ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, আমরা সেই ‘সোম’ শব্দে সর্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি ; আর, তাহাতে সর্বত্রই মন্ত্র-সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে । বেদমন্ত্র-সমূহ যে একই সুরে বাঁধা—একই লক্ষ্যে অমুপ্রাণিত, আমাদের অর্থে তাহা সর্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে ; পরন্তু কোনও স্থলেই সুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই । ‘সোম’ শব্দের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে ‘সোম’ বলিলেই—সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধস্ব—হৃদয়ের সেই

প্রীতিহেতুভূত এই ঋত্বিক আমাদেরকে মেধা দ্বারা প্রবর্তিত কর ; তোমার প্রসাদে আমি যেন সোমভিষব—ক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই ।

ঋত্বিকগণ প্রস্তর হইতে আপন আপন হস্ত উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধমুখ (চিৎ) করিয়া সোমের পরিচর্যা করিতে করিতে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবেন । তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—‘ধনসমূহ আমাদের অপেক্ষিত হইয়া আদিষ্ট হইয়াছে । হে সোম ! তোমার প্রসাদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই ; অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে । কি জন্ত ? প্রেম্যমাণ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা প্রকৃষ্টরূপ অম্লের জন্ত । অপিচ, ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্ত অবশ্যস্তাবিত-ফলোপেত কর্ম সম্পাদন কর । যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী । অথবা ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্ত অবশ্যস্তাবিতফলোপেত কর্ম সম্পাদন কর । যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী । অথবা ঋতবাদী আমাদের কর্মকল অধিগত হউক । ঋতাব্যবস্থিতমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন । তাঁহাদিগের অনুগ্রহে যজমানগণের বিপ্লব বিদূরিত হউক ।

মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“May every stalk of thine wax full and strengthen for Indra, Ekadhanbid, God Soma.

“May Indra grow in strength for thee : for Indra mayest thou grow strong.

“Increase us friends with strength and mental vigour. May all prosperity be thine, God Soma. May I attain the solemn Soma-pressing.

“May longed for wealth come forth for strength and fortune. Let there be truth for those whose speech is truthful,

“To Heaven and Earth be adoration offered.”

অন্যান্যভক্তি-রসামৃতকেই মনে পড়ে । এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণের আবশ্যক হয় না । এখানেও পূর্বাঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে, মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে । বোধসৌকর্য্যার্থ তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি । ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে ।

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয়—‘অংশুরংশু’ পদ । ‘অংশু’ পদ দুই বার ব্যবহৃত হইবার তাৎপর্য্য কি ? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দেশ করেন নাই ; তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—‘যোঃশুঃ শুভ্যতি যশ্চাংশুঃ ক্ষীয়তে স সর্কোহপ্যাংশুঃ ।’ অর্থাৎ যে অংশ শুকাইয়া যাইতেছে এবং যে অংশ পরিক্ষীণ হইতেছে, সেই সকল ‘অংশুঃ’ বা অংশ । মহীধর আবার অর্থ করিয়াছেন,—‘সর্কোহপ্যবয়বো ; চিরাবসানেন যঃ সোমাবয়বো যানশুদ্ধশ্চ তদুভয়ং ।’ আমরাও কতকটা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু ঐ দুই পদে একই সানগ্রীর দুই বিভিন্ন অবস্থা সূচিত হইয়াছে । শুদ্ধস্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জন্মসহজাত যে সদ্ভাবরাজি, তাহা উৎকর্ষ-ভাবে পরিপূর্ণ থাকে ; অর্থাৎ, মানুষ যখন অজ্ঞানতায় সনাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় না ; মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অঙ্কুরোদগম হয় না, মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতারূপ সেচনাভাবে শুষ্ক অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে । এই ভাব হইতে ‘অংশুরংশুঃ’ পদের অন্তর্গত দ্বিবিধ ‘অংশুঃ’ পদের অর্থ হইয়াছে,—‘যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজঃ তৎসর্কোহপি ।’ এখানে একটা ‘অংশুঃ’ পদ ব্যবহারে যেন তুষ্টি সাধিত হইল না ; মনে হইল,—যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না ; তাই এখানে সকল অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্ত ‘অংশু’ পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয় । আমার হৃদয়ে জন্মাবধি যে সদ্‌বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অন্তর্গত—তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্ ! তাহা পূর্ণশক্তি-সম্পন্ন হউক ; অপিচ তাহার কোনও অংশই যেন উৎকর্ষভাবে হীনবল না থাকে । ফলতঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক—এই ভাবই এখানে—এই মন্ত্রে ছোঁত হইতেছে ।

‘আ তুভ্যমিচ্ছঃ প্যায়তাং’—এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—‘ত্বদর্থমিচ্ছঃ আপ্যায়তাং’ স্বাং পাতুসুংসহতাং ।’ আমাদের অর্থ—‘ত্বদগ্রহণায় পরমৈখর্য্যশালিনঃ ভগবান্ উদ্বুদ্ধঃ বর্ত্ততাং ।’ ভাব এই যে,—তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্ত ভগবান্ উদ্বুদ্ধ হউন । হৃদয়ের সার-সামগ্রী শুদ্ধস্ব বা ভক্তিস্বরূপ গ্রহণের জন্ত ভগবান্ উদ্বুদ্ধ হন কখন ? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধস্ব বিশুদ্ধভাবে একৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে গুপ্ত হয় । তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন । মর্ম্মার্থ এই যে,—আমার হৃদয়ের ভক্তি অনন্তভাবে ভগবানে গুপ্ত হউক । দ্বিতীয় মন্ত্রের ‘রায়ঃ’ এবং ‘ভগায়ঃ’—একই ভাবভোক্তক । কিন্তু আমরা ‘ভগায়ঃ’ পদে ‘পরমধনায়ঃ’ এবং ‘রায়ঃ’ পদে ‘সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধস্বরূপাণীতি ভাবঃ’—এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি । তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—আমি আমার সকল কর্ম্মফল অর্থাৎ আমার জীবন-ব্যাপী সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সজ্ঞাত যে শুদ্ধস্ব—আমার হৃদয়ের সার সামগ্রী—আমি তোমার পায়ে উৎসর্গ করিতেছি । বিনিময়ে, হে ভগবন্ ! সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন সেই মোক্ষরূপ পরমফল

আমাকে প্রদান করুন ।’ মন্ত্রে আছে—‘সুতামশীয’ । ভাষ্যকারের অর্থ—“স্বৎপ্রসাদেনাহং সুতামভিষবতঃসুতামশীয প্রাপ্তবানি ।’ অথবা (মহীধরের মতে)—“তবপ্রসাদাহং সুত্যাং সোম-ভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয প্রাপ্নুয়াম ।” উহা হইতে আমরা যে ভাব অধ্যাহার করি, তাহা এই,—‘সৎকর্মের সুফল-রূপ যে ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ—যতদিন তাহা আমার অধিগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যেন নিরুদ্বেগে তোমার কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই ।’

মন্ত্র-দুইটাই উচ্চভাবজ্ঞাতক । বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্র-দুইটাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি । মন্ত্রদ্বয়ে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা পরিষ্কৃত হইয়াছে । প্রথম মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অন্তরের সদ্ভাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত, সদ্ভাবে ও ভগবানে অভিন্নতা-প্রতিপাদন এবং মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা ও ভগবৎসামীপ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে । দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্ত উদ্বোধনা বর্তমান রহিয়াছে । ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিলম্বিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের তাহাই প্রধান লক্ষ্য । সেই জন্তই সদ্ভাব—দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের ও জ্ঞানোন্মেষণের জন্ত তাঁহার প্রয়াস দেখিতে পাই ।

তৃতীয় মন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে । নিকাম কর্মের চরম পরিণতি এইখানেই বিকশিত দেখিতে পাই । ‘তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয় ; অর্থাৎ,—তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যায় ; আমার দীক্ষা, আমার তপঃ—সকলই যেন তোমাতে সমাপিত হয়,—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা । আত্মায় আত্ম-সম্মিলন—পরমাত্মায় আত্মলীন করার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি । তাঁহার স্মৃতি আমার স্মৃতি হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আত্মক ;—তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহা ভিন্ন নিকাম-কর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা । সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে ? একাদশ অনুবাকের এই তৃতীয় মন্ত্রটি নিকাম কর্মের এই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে,—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ ইতর-বিশেষ পরিদৃষ্ট হইবে না । তবে ভাব-পক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসম্ভাব পরিদৃষ্ট হয় । ভাষ্যে মন্ত্রে যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে প্রথমে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি । ভাষ্য-মতে এই মন্ত্রের দ্বারা আহবনীয় উপস্থাপন করিতে হয় । তদনুসারে ভাষ্যের অর্থ হয়,—‘এই মন্ত্রে অবাস্তুর দীক্ষার ক্রম পরিব্যক্ত । মন্ত্রের অর্থ,—হে ব্রতপতি অগ্নি ! তুমি ব্রতের অধিপতি হও । একই মাত্র ব্রতের অধিপতি তুমি নও ; পরমু অগ্নি বিশ্বের যাবতীর ব্রতের পালক । ‘ব্রতানাং’ পদে তাহাই বিবক্ষিত । ব্রতচরণকারী আমাদিগের তনু মানস-সকলে তোমাকে সমর্পণ করি ; আর ব্রতপালনকারী তোমার তনু মানস-সকলে আমাতে স্থাপন করিতেছি । তাহা হইলে আমরা উভয়েই সমভাবে ব্রতকারী হইব । অর্থাৎ তোমার ও আমার—উভয়ের সহযোগে ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে । ঔরু-যজুর্বেদ-সংহিতায়, মহীধরের ও উবটের ভাষ্যে, আরও একটু স্পষ্টভাবেই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে । মন্ত্রটির তাৎপর্য্য গ্রহণ-পক্ষে মহীধরের অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইল ; যথা,—‘হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি ! তুমি আমাদিগের বর্তমান ব্রতের

পালক হও। তথাবিধ ব্রত-পালক তোমার যে তনু বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক। আর আমার যে তনু বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেরূপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রত-পালক অগ্নি! অমুক্তিতব্য কৰ্ম্ম-সমূহ অগ্নির এবং যজ্ঞমানের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ ব্রত-সমূহে যেমন আমার আদর, তেমনি তোমারও আদর হউক।’ ভাষ্যের অনুবর্তী একটি ইংরাজী অনুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। নিম্নে সেই ইংরাজী অনুবাদটা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“O Agni! Guardian of the vow, O guardian of vow in thee.

“Whatever form there is of thine, may that same form be here on me; on thee be every form of mine.

ফলতঃ, ভাষ্যকারের মতে যজ্ঞমান এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নির শরীরের সহিত আপনার শরীর বিনিময় এবং আহবানীয় অগ্নিতে সমিধ অর্পণ করিতেছেন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘যা’ পদ বহুভাবে প্রত্যয়িত। ‘যা তনুঃ’ পদে ‘যাবতীয় আকৃতি’ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি—তাঁহার রূপ যেমন অনন্ত, তাঁহার আকৃতিও সেইরূপ অনন্ত অসীম। ‘যা তব তনুরিয়ং সা যয়ি’ মন্ত্রাংশের তাৎপর্য এই বলিয়া মনে হয়,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমার অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর ‘যো যম তনুরেযাং সা যয়ি’ অংশের ভাব এই যে,—আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই যে পরম সূখ—এখানে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মূল লক্ষ্যও—সেই আত্মায় আত্মসম্মিলন।

উপসংহারে অগ্নিকে ‘ব্রতপাঃ’ ‘ব্রতপতিঃ’ প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কৰ্ম্মমাত্রেই ব্রতপরিচালক। জ্ঞান—সে পঞ্চ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানায়িকে ‘ব্রতপা’ ও ব্রতপতিঃ প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করা হয়। স্বরূপ জ্ঞান না অগ্নিতে কোন্টী সংকৰ্ম্ম কোন্টী অসংকৰ্ম্ম—তাহা কিরূপে চিনিতে পারিবে? অনেক সময় আমরা যাহাকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তি-বিমিশ্র কলুষিত হইতে পারে। অগ্নি পরীক্ষার পরীক্ষিত না হইলে, সংকৰ্ম্ম অসংকৰ্ম্ম নির্বাচন কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে আমরা অনেক সময় অনেক কৰ্ম্মকে সংকৰ্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাহা সংকৰ্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানায়িই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ, আবর্জনা-রাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়, তিনিই পরীক্ষানলে দগ্ধীভূত করিয়া কৰ্ম্মের ওজ্জ্বল্য-সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই অগ্নিদেবকে—অন্তরহিত জ্ঞানবাহিকে ‘ব্রতপা’, ‘ব্রতপতিঃ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ মন্ত্রের সহিত তৃতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করি। পূর্ব মন্ত্রে আত্মায় আত্ম-

সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, এই মন্ত্রে সেই আত্মসম্মিলনের অন্তরায়মূলক শক্রনাশের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। অন্তঃশত্রুর বিনাশ ভিন্ন, হৃদয়ের নির্মলতা ভিন্ন, আত্মায় আত্মসম্মিলন সম্ভবপর হয় কি? মন্ত্রের তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—হে ভগবন্! আপনার তমোভাবের দ্বারা আমাদের অন্তঃশত্রু নাশ করুন। প্রথমে তমোভাবে শক্রনাশ করিয়া সঙ্কভাবে হৃদয়ে আবিভূত হউন। মন্ত্রের অন্তর্গত ‘রুদ্রিমা’ পদে সেই তমোভাবে শক্রনাশের বিষয় সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপভাবেই মন্ত্রার্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা হয়, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

এই অনুবাকের শেষ মন্ত্রের সহিত একটা উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,— দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হইলে, অশ্বরগণ তপস্তা আরম্ভ করে; ফলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের তিনটা পুর নির্মিত হয়—পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। তখন, সেই তিনটা পুর দক্ষ করিবার জন্ত, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। উপসদেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দক্ষ করেন, তখন তাঁহার ত্রিবিধ—লৌহময়, রজতময় ও হিরণ্ময়—দেহ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারম্ভে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তিতে স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ—সকলই দগ্ধীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিত করে, অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পনা করা যায়; রজতদগ্ধকালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দগ্ধ করে এবং স্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে অগ্নির হিরণ্ময় শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে ‘অয়াশয়া’, ‘রজাশয়া’ এবং ‘হরাশয়া’ পদে যথাক্রমে ‘লৌহময়ী’, ‘রজতময়ী’ এবং ‘হিরণ্ময়ী’ অর্থের পরিকল্পনা। যখন অশ্বরগণের পুরীত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে অশ্বরগণ ‘কাটকাট’ প্রভৃতিরূপ যে উগ্র ও স্বেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন তাহারা সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা হতোদম এবং নীরাক হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহা মন্ত্রের এইরূপ ভাব পরিস্ফুট। অগ্নি দেবগণের এই উপকার সাধন করেন বলিয়া দেবগণ ‘স্বাহা’ মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত ‘উগ্রং বচঃ’ এবং ‘স্বেষং বচঃ’ বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এই,—অশ্বরগণ কর্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ার ক্ষুৎপিপাসার কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের প্রতি অশ্বরগণ স্বেষপূর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই ‘উগ্রং বচঃ’; আর দেববীরগণের সস্তাপজনন জন্ত, ‘বীরগণকে হত্যা করিয়াছি’ প্রভৃতি রূপে যে বাক্য অশ্বরগণ কর্তৃক প্রয়ুক্ত হয়, তাহাই ‘স্বেষং বচঃ’—“অশনারাপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ বৈ বীরহত্যং চ স্বেষং বচঃ।”

এই ভাবে ভাস্কর মন্দের যে অর্থ নিকাশণা করিয়াছেন, ভাষ্ক-পাঠেই তাহা অবগত হইবেন। ভাস্ক সহজবোধ্য; বাহ্যভায়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিবর্ত হইল। ভাস্ক-সরণে মন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in iron, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in silver hath chased the awful word, the word of terror. Svaha.

“That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in gold around it, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !”

যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্দের সহিত কোনও উপাখ্যান বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটা সরল প্রার্থনা-মূলক এবং উচ্চ-ভাষ্যতাত্ত্বিক। মন্দের অন্তর্গত ‘অগ্নিশয়া’ ‘রজাশয়া’ ও ‘হরাশয়া’ পদত্রয়ে আমরা ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্ত্বরজস্তমো-রূপে ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,—আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রু বহুবিধ; নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়। বাহাদিগকে তমোভাবে সংহার করা সম্ভবপর, তাহারা সেই তমোভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়; আবার যাহাদের প্রতি সত্ত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাদের সংহার-সাধনে সেই শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা ঐ ত্রিবিধ ভাবকেই শত্রু-সংহারক-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছি। ভগবানের ‘অগ্নিশয়া’, ‘রজাশয়া’ ও ‘হরাশয়া’—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আমরা যথাক্রমে তাহার তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব ভাব উপলব্ধি করি।

‘উগ্রং বচঃ’ আর ‘দ্বৈষং বচঃ’ পদসমূহের ভাস্কর যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,—মাতৃষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদি দ্বারা অভিভূত হয়, কাম-ক্রোধাদি অসিদ্ধা যখন তাহার হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার যুগ্ম হইতে অন্ত্য অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থাকে। তখনই ‘মার্ মার্’ ‘কাট্ কাট্’ প্রভৃতি হিংসাক্রোধাদি-বিজৃম্বিত পৌকষবচন প্রযুক্ত হয়। এই ভাব হইতে যথাক্রমে ‘দ্বৈষং বচঃ’ অর্থ ‘কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিব্যবকারিণী শক্তিঃ’ এবং ‘উগ্রং বচঃ’ অর্থে ‘হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকানি কৰ্ম্মাণি’ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানে সংকল্পচিত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানাকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ অন্তঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্যক হয়। দোষশ্রোতেষু সাধকের প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—‘হে ভগবন!

আপনি সত্বরজন্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবিস্কৃত হইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শত্রুপক্ষে বিনাশ করুন; আমার সাধনা সিদ্ধ হউক ।’ আমাদের মনে হয়, এইরূপ ভাবই যজ্ঞ-সমূহের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে । (১অষ্টক—২প্রপাঠক—১১অমুবাক) ।

— . —
দ্বাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(প্রথমঃ অষ্টকঃ । দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ । দ্বাদশোহমুবাকঃ ।)

(১) বিভায়নী মেহসি তিস্তায়নী মেহস্তবতান্মা

নাথিতমবতান্মা ব্যথিতং ।

(২) বিদেরমিন্ভো নামাগ্নে অঙ্গিরো যোহস্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষা

নাম্নেহি যন্তেহনাপ্লুষ্ঠং নাম যজ্ঞিয়ং তেন স্বাহদধে ।

(৩) অগ্নে অঙ্গিরো যো দ্বিতীয়স্তাং তৃতীয়স্তাং পৃথিব্যামস্তায়ুষা

নাম্নেহি যন্তেহনাপ্লুষ্ঠং নাম যজ্ঞিয়ং তেন স্বাহদধে ।

(৪) সিং হীরসি মহিষীরসি ।

(৫) উরু প্রথমোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং ধ্রুবাসি

দেবেভ্যঃ শুক্লং দেবেভ্যঃ শুক্লং ।

(৬) ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বহুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ

পাতু প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু

বিশ্বকর্মা হ্রাহদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু ।

(৭) সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা সিংহীরসি সুপ্রজাবনিঃ স্বাহা

সিংহীঃ অসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিংহীরস্তাদিত্যবনিঃ স্বাহা

সিংহীরস্তা বহু দেবান্দেবযতে যজমানায় স্বাহা ।

(৮) ভূতেভ্যস্ত্বা । (৯) বিশ্বায়ুরসি পৃথিবীং দৃঢ়্হ ।

(১০) ধ্রুবক্ষিদস্তান্তুরিক্ষং দৃঢ়্হ । (১১) অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃঢ়্হ ॥

(১২) অগ্নেৰ্ভস্মাস্ত্রাগ্নেঃ পুরীষমসি ॥ ১২ ॥

* * *

অথ পদপাঠঃ ।

(১) বিভ্রায়নীতি বিভ্র—অয়নী । মে । অসি । তিত্রায়নীতি তিত্র—অয়নী ।

মে । অসি । অবতাৎ । মা । নাথিতম্ । অবতাৎ । মা । ব্যথিতম্ ।

(২) বিদেঃ । অগ্নিঃ । নভঃ । নাম । অগ্নে । অগ্নিরঃ । যঃ । অস্ত্রাম্ ।

পৃথিব্যাম্ । অসি । আয়ুধা । নাম্না । এতি । ইহি । যৎ । তে ।

অনাধ্বষ্টমিত্যনা—ধ্বষ্টম্ । নাম । যজ্জিয়ম্ । তেন । ত্বা । এতি । দধে ।

(৩) অগ্নে । অগ্নিরঃ । যঃ । দ্বিতীয়স্ত্রাম্ । তৃতীয়স্ত্রাম্ । পৃথিব্যাম্ । অসি ।

আয়ুধা । নাম্না । এতি । ইহি । যৎ । তে । অনাধ্বষ্টমিত্যনা—ধ্বষ্টম্ ।

নাম । যজ্জিয়ম্ । তেন । ত্বা । এতি । দধে ।

(৪) সিংহীঃ । অসি । মহিষীঃ । অসি ।

(৫) উরু । প্রথম । উরু । তে । যজ্ঞপতিরিতি যজ্ঞ—পতিঃ । প্রথতাম্ । জ্বাঃ ।

অসি । দেবেভ্যঃ । শুদ্ধম্ । দেবেভ্যঃ । শুদ্ধম্ ।

(৬) ইন্দ্রমোষ ইতীজ—মোষঃ । ত্বা । বসুভিরিতি বসু—ভিঃ । পুরস্তাৎ । পাতু ।

মনোজবা ইতি মনঃ—জবাঃ । ত্বা । পিতৃভিরিতি পিতৃ—ভিঃ । দক্ষিণতঃ ।

পাতু । প্রচেতা ইতি প্র—চেতাঃ । ত্বা । রুদ্রৈঃ । পশ্চাৎ । পাতু ।

বিধবধেতি বিধ—বধাঃ । ত্বা । আদিভ্যোঃ । উত্তরত ইত্যাৎ—তরতঃ । পাতু ।

(৭) সিংহীঃ । অসি । সপত্নসাহীতি সপত্ন—সাহী । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ॥

সুপ্রজাবনিরিতি সুপ্রজা—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ।

তায়ম্পোষবনিরিতি তায়ম্পোষ—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি ॥

আদিত্যবনিরিত্যাদিত্য—বনিঃ । স্বাহা । সিংহীঃ । অসি । এতি । বহ ॥

দেবান্ । দেবয়ত ইতি দেব—য়তে । যজমানায় । স্বাহা ।

(৮) ভূতেভ্যঃ । স্বা । (৯) বিশ্বায়ুরিতি বিশ্ব—আয়ুঃ । অসি । পৃথিবীং । দৃঢ়ং ॥

(১০) ঋক্কিদিতি ঋক—কিৎ । অসি । অন্তরিক্শম্ । দৃঢ়ং ॥

(১১) অচ্যুতকিদিত্যচ্যুত—কিৎ । অসি । দিবম্ । দৃঢ়ং ॥

(১২) অগ্নেঃ । ভস্ম । অসি । অগ্নেঃ । পুরীষম্ । অসি ॥ ১২ ॥

মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

১। (ক) হে শুক্লসত্ত্বাকীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি । স্বং 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'বিস্তারয়নী' (দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যথা—শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ মাং পরমধনং মোক্ষং চ দেহি ।

(খ) পুনঃ স্বং, হে শুক্লসত্ত্বাকীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি । 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'তিস্তারয়নী' (পাপতাপনাশিনী, যথা—পাপসত্ত্বানাম্ আভ্রমভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । অতঃ পাপাং মাং রক্ষ ।

(গ) অতঃ স্বং 'মা' (মাং) 'নাথিতং' (দারিদ্র্যদুঃখাং, যথা—পাপপ্রভাবাং) 'স্ববত্যাং' (রক্ষ, পাহি ইতি ভাবঃ) । অতঃ যেনাহং পাপেনানভিভূতঃ ত্বামিতি তৎ কুরু ।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিস্বরূপিণি দেবি! স্বং 'ব্যথিতং' (পাপভয়াং, প্রলোভনাদিজনিতাং পদশূলনাচ্চ, যদ্বা—পাপসম্মোহাৎ ইতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'অবতাং' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ) ।

অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ । প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে পাপসস্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং মাং পাপসম্বন্ধচ্যুতং কুরু মোক্ষস্ত পথি চ স্থাপয় ।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। স্বং 'নভো নামা' (তৎসজ্জঃ, হৃদযিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদরূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'বিদেঃ' (অনুজানাতু, গৃহ্নাতু ইত্যর্থঃ) ।

(খ) 'অঙ্গিরঃ' (সর্বস্বাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলজ্ঞানানামাধার-ভূত) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্যং) 'অস্তাং' (দৃশ্যমানায়াং, স্থূলসূক্ষ্ম-অিকায়াং, যদ্বা—সর্বেষাং আধারভূতাত্মাং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (পঞ্চভূতাত্মিকাত্মাং ভূম্যাং, ইহলোকে, যদ্বা—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'আয়ুশা নামা' (আয়ুঃ-নামা অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুশা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ ইতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ) ।

(গ) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনামৃষ্টং' (কেনাপ্য-হিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্বসাক্ষ্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমন্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নামা, তেন স্থানেন চ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ) । অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পমূলকঃ । জ্ঞান-ভক্ত্যোরভেদসম্বন্ধঃ । যত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি যত্র ভক্তিঃ তত্র জ্ঞানং বর্ততে । অতঃ জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবন্তং আহবয়ামি ।

৩। (ক) 'অঙ্গিরঃ' (সর্বস্বাধারভূত, সর্বব্যাপিন্ সর্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলপ্রজ্ঞা-নামাধার) 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপ হে ভগবন্!) 'যঃ' (যস্যং) 'দ্বিতীয়তাং পৃথিব্যাং' (অস্তরিক্স-লোকে ইতি যাবৎ) 'তৃতীয়তাং পৃথিব্যাং' (দ্ব্যলোকে ইত্যর্থঃ) বর্তসে, তস্মাৎ স্থানাৎ ইত্যর্থঃ স্বং 'আয়ুশা নামা' (আয়ুর্নামা অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুশা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (আগচ্ছ—মম হৃদি অধিষ্ঠিতঃ ইতি ভাবঃ) ।

(খ) হে প্রজ্ঞানময় ভগবন্! 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনামৃষ্টং' (কেনাপ্য-হিংসিতং, অনভিভূতং, যদ্বা—সর্বসাক্ষ্যপ্রদং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যাগযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানং অস্তি ইতি যাবৎ) 'তেন' (তেন নামা স্থানেন চ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (স্থাপয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ) ।

৪। হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্বশক্তেরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), অপিচ 'ঋং' 'মহিবী' (মহনীয়, শক্তিসম্পন্না, সর্বেষাং আধারভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি) । নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । অত্র সাধকঃ শক্তিশাভায়ে প্রার্থয়তি । ভক্তি হি সর্বশক্তেরাধারভূতা অশেষশক্তিসম্পন্না চ । অতঃ ভক্তিপ্রভাবেন পরমার্থলাভায় অত্র সঙ্কল্পঃ বর্ততে ।

৫। (ক) 'উরু' (হে বিশ্বব্যাপিন্ ভগবন্!) স্বং 'উরু' (বিশ্বীর্ণেন, অনন্তেন সর্বসমুদ্ভেদে

ইত্যর্থঃ) ‘প্রথস্ব’ (প্রসর, ব্যাপ্তি—অস্মান্ ইত্যর্থঃ); অপিচ, অং ‘তে’ (ভবৎসম্বন্ধিনঃ, ভবতাং শরণাপন্ন ইত্যর্থঃ) ‘যজ্ঞপতিঃ’ (সংকল্পসাধকং—মাং ইতি যাবৎ) ‘প্রথতাং’ (প্রতিষ্ঠাপয়তাং,—স্বাস্থ্যনি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। অত্র আত্মনি আত্ম-সম্মিলনায় আকাজ্জা বৰ্ত্ততে। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অং মাং স্বাস্থ্যনি প্রতিষ্ঠাপয়, অপিচ মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ।

(খ) হে মম চিত্তবৃত্তি! অং ‘ঔবা’ (স্থিরা, অবিচলিতা—একৈকশরণ্যা ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি—ভব ইতি তাৎপর্যঃ)। তথা সতি অং ‘দেবেভ্যঃ’ (সদ্যবসংরক্ষণায়) ‘গুদ্ধস্ব’ (গুদ্ধা, পাপকলুষপরিশুদ্ধা ইত্যর্থঃ ভব) অপিচ অং ‘দেবেভ্যঃ’ (দেবতাবান্—অনন্তং গুদ্ধস্বং লক্ষ্য ইতি ভাবঃ) ‘গুন্তস্ব’ (শোভিতা ভব ইতি ভাবঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ—সদ্যবলাভায় সংস্বরূপে ভগবতি আত্মানং বিনিবেশয় ইতি সঙ্কল্পঃ।

৬। (ক) হে মম হ্রস্বিহিত গুদ্ধস্ব! ‘ইন্দ্রঘোষঃ’ (ভগবতঃ মাতৈরিতি অভয়বাণী, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘বহুভিঃ’ (স্বকীয়্যভিঃ পরমধনযুক্তাভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘পূরস্তাং’ (পূৰ্ণস্তাং দিশি, পুরোভাগাং ইতি ভাবঃ) ‘পাতু’ (পালয়তু, রক্ষতু ইতি ভাবঃ)।

(খ) হে মম হ্রস্বিহিত গুদ্ধস্ব! ‘মনোজ্ঞবাঃ’ (মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকৃষ্টমননশীলঃ, হৃদি অধিষ্ঠিতঃ সন্—ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘পিতৃভিঃ’ (পিতৃগুণৈঃ, স্নেহকরুণামায়াভিঃ স্বকীয়্যভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘দক্ষিণতঃ’ (দক্ষিণস্তাং দিশি, দক্ষিণভাগাং ইতি যাবৎ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

(গ) হে মম হ্রস্বিহিতঃ গুদ্ধস্ব! ‘প্রচেতাঃ’ (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ, চৈতন্ত্বস্বরূপঃ চিন্ময়ঃ ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘রুদ্রৈঃ’ (শত্রুসংহারকৈঃ উগ্রৈঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবপন্নভিঃ স্বকীয়্যভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘পশ্চাৎ’ (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাৎ ভাগাং ইতি ভাবঃ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

(ঘ) হে মম হ্রস্বিহিত গুদ্ধস্ব! ‘বিশ্বকর্মা’ (নিখিলকর্ম্মকুশলঃ, নিখিলকর্ম্মাণাং আধার-ভূতঃ, সর্ব্বকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান ইতি ভাবঃ) ‘আদিত্যৈঃ’ (অজ্ঞানতানাসকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়্যভিঃ বিভূতিভিঃ ইতি ভাবঃ) ‘ত্বা’ (ত্বাং) ‘উত্তরতঃ’ (উত্তরস্তাং দিশি, বামভাগাং ইতি যাবৎ) ‘পাতু’ (রক্ষতু, পরিব্রাজতু ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—সর্বাভিঃ বিভূতিভিঃ পরিবৃত্তঃ সন ভগবান হৃদি অধিষ্ঠিতু কৃষ্ণ সর্বান্ন দিক্ষু মাং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু পরিব্রাজতু চ।

৭। (ক) হে গুদ্ধস্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! অং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী সর্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ ‘সপত্নসাহী’ (বহিরন্তঃশক্রণাং—রিপুরুপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাক্ষ অভিব্যক্তি ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অন্তঃ কর্ম্মশক্তিলভায় ত্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা; অসিদ্ধং ব্রহ্মতমস্ত্ব মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা ভগবৎপূজনসামর্থ্যং লভেমহি ইত্যব্যং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ ‘স্বপ্রজাবনিঃ’ (সত্ত্বাবানঃ সংজনয়িত্রী) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ সত্ত্বাবজননায় স্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্বোধয়ামি, আবাহয়ামি—হৃদি ধারয়ামি বা ইতি ভাবঃ; সূহৃতং সূসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। সঙ্কল্পমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বাবলাভায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ততে। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে দেবি! মাং সত্ত্বাবঃ পরমার্থক বিধেহি।

(গ) হে মম শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা) অপিচ ‘আদিত্যবনিঃ’ (প্রজ্ঞানময়ী বিবেক-রূপিণী ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ প্রজ্ঞানলাভায় স্বাং ‘স্বাহা’ (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, উদ্বোধয়ামি—হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইতি ভাবঃ; সূসিদ্ধমস্ত মম উদ্বোধনযজ্ঞঃ)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র প্রজ্ঞানলাভায় সাধকঃ ভগবদনুগ্রহং কাময়তে।

(ঘ) হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! স্বং ‘সিংহী’ (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্ন, সৰ্ব্বশক্তিশালিনী সৰ্ব্বশক্তেরাধারভূতা বা ইত্যর্থঃ) ‘অসি’ (ভবসি ইত্যর্থঃ); অতঃ স্বশক্ত্যা স্বং ‘দেবয়তে’ (দেবতাবানঃ প্রার্থনাপরায়ণে) ‘যজমানায়’ (যজমানস্ত মম উপকারার্থং—শরণাগতস্ত মম অভীষ্টপূরণায় ইতি ভাবঃ) ‘দেবান্’ (দেবতাবান্ - শুদ্ধস্বাস্থান্ ইতি যাবৎ) ‘আবহ’ (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয়—মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সত্ত্বাব-সঙ্কল্পায় সাধকস্ত সঙ্কল্পঃ সূচয়তি। প্রার্থনায়্যাঃ ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং সত্ত্বাবাধিকারী ভবেম তৎ বিধেহি।

(চ) হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ‘ভূতেভ্যঃ’ (ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদ্রূপকারায়, বিশ্বসেবায় ইতি ভাবঃ) ‘স্বা’ (স্বাং) ‘স্বাহা’ স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি, উদ্বোধয়ামি ইতি শেষঃ; সূহৃতং সূসিদ্ধং অস্ত মমামুষ্ঠানং)। অত্র লোকহিতার্থং সঙ্কল্পঃ বর্ততে। জগতাং উপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদগতঃ শুদ্ধস্বাবিমিশ্রং ভক্তিং নিয়োজয়ামি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ।

২। হে ভগবন্! স্বং ‘বিশ্বায়ুঃ’ (বিশ্বেষাং সর্বেষাং আয়ুঃস্বরূপঃ, জীবনং ইতি ভাবঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘পৃথিবীং’ (আধারক্ষেত্রং—মম সদবৃত্তিমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ী কুরু)। মন্ত্রোহয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ অবিচলিতেন মনসা সদবৃত্তিং সঙ্কল্প্যাম—ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অগ্নিন্ মন্ত্রে বর্ততে।

১০। হে মম হরিত্তিত শুদ্ধস্ব! স্বং ‘ঋবক্ষিৎ’ (সত্যে সংস্বরূপে বা বাসয়িত্তা, অথবা সত্যস্ত সংস্বরূপস্ত বা অধারভূতঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘অন্তরিক্ষং’ (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সংকল্পমূলং হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ীকুরু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্যার্থস্ত—হে দেব! মাং সংকল্পসাধনসামর্থ্যং বিধেহি।

১১। হে মম হরিত্তিত শুদ্ধস্ব! স্বং ‘অচ্যাতক্ষিৎ’ (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসয়িত্তা, অথবা পরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ) ‘অসি’ (ভবসি); অতঃ স্বং ‘দিবং’ (মম হৃদরূপং দেবস্থানং, পরমস্বধর্মমূলমিতি ভাবঃ) ‘দৃংহ’ (দৃঢ়ীকুরু)। শুদ্ধস্বঃ হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। তৎ হি

পরমস্বর্ধনিদানঃ । যেনাহং শুদ্ধস্বপ্রভাবেন পরমস্বর্ধনিদানং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, হে দেব !
তদ্বিধেহি—ইতোবং প্রার্থনা অত্র বর্ততে ।

১২। হে মম হ্রস্বিহিত শুদ্ধস্ব ! ত্বং ‘অগ্নেঃ’ (প্রজ্ঞানরূপস্ত ভগবতঃ, যদ্বা—
—আত্মদৃষ্টেঃ, জ্ঞানদৃষ্টেঃ বা ইত্যর্থঃ) ‘ভস্ম’ (ভাসকং, প্রকাশকং ইত্যর্থঃ) ‘অসি’
(ভবসি) ; তথা ত্বং ‘অগ্নেঃ’ (প্রজ্ঞানাদারস্ত ভগবতঃ, যদ্বা—আত্মদৃষ্টেঃ অন্তর্দৃষ্টেঃ বা)
‘পূরীষং’ (পূরকং, পূর্ণতাসাধকঃ) ‘অসি’ (ভবসি) । অতঃ মাং পূর্ণজ্ঞানং দেহি ইতি
প্রার্থনা । (১ অষ্টক—২ প্রপাঠক—১২ অনুবাক) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

১। (ক) হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আমাকে অনুগ্রহ
করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্য-দুঃখনাশিনী অথবা পরম-
ধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য-সমূহের আধার-স্বরূপা হও । (অতএব
আমাকে মোক্ষরূপ পরমধন প্রদান কর) ।

(খ) পুনশ্চ, হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি আমাকে
অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) পাপ-তাপ-নাশিনী
অথবা পাপ-সন্তপ্তদিগের আশ্রয়ভূতা হও । (অর্থাৎ আমাকে পাপ
হইতে রক্ষা বা পরিত্রাণ কর) ।

(গ) অতএব (হে ভক্তিরূপিণি দেবি !) তুমি আমাকে দারিদ্র্যদুঃখ
হইতে অর্থাৎ পাপ-প্রভাব হইতে আমাকে রক্ষা কর বা পরিত্রাণ কর ।
(অর্থাৎ পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর) ।

(ঘ) অপিচ, হে শুদ্ধস্বাস্থীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি ! আমাকে পাপ-
ভয় হইতে অথবা পাপ-প্রলোভনাদি-জনিত পদস্থলন হইতে অথবা পাপ-
সম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর ।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপসন্তাপ-
হারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি ! তুমি আমাকে পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যূত কর
এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর) ।

২। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি ! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ ত্বদধিষ্ঠিত অথবা
হৃদ্রূপ-নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবান তোমাকে অবগত হউন
অর্থাৎ গ্রহণ করুন ।

হ্যালোকস্বাক্ষাশবর্ষমেবমিষ গ্রন্থং ভিক্তি ভিন্নং কুরু । দিব্যন্ত দিবি ভবন্তোদন উদকস্ত সমৃদ্ধিং নোহস্রত্যং দেহি । ঈশানঃ সমর্থস্ত্বং দৃতিং বিসৃজ জলবিধায়কং দৃতিসমানং মেঘং বিসৃজ ॥

অথ বিধন্তে—“পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোষধীঃ প্রোত্ৰাণ্যাদিত্যং জুহোতি রুদ্রাদেব পশুনস্তর্জিতাযাথো ওষধীষেব পশুন্ প্রতি ঠাপয়তি” ইতি । আদিত্যগ্রহ ইতি যদেতে পশবো বৈ তস্ত পশুপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ । অগ্নিরতি যদেব রুদ্রো দেবস্ত্রাণ্যংক্রোধ্যপরিহার্য্যাদ্যা-বোষধীঃ প্রাক্ষিপ্য পশাদাদিত্যগ্রহং জুহোতি । তথা সতি রুদ্ররূপায়সকাশাদাদিত্যগ্রহরূপান্ পশুনস্তর্জিতানেব কৰোতি । কিং চোষধীষেবাহদিত্যগ্রহরূপান্ পশুন্ প্রতিষ্ঠিতান্ কৰোতি ॥

কল্পঃ—“কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পহ্নামিতি গ্রহং দ্ব্য” ইতি ।

পাঠান্ত—“কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পহ্নাং নাকস্ত পৃষ্ঠে অধি রোচনে দিবঃ । যেন হব্যং বহসি যাসি দূত ইতঃ প্রচেতা অমৃতঃ সনৌয়ান্” ইতি । যজ্ঞস্ত কবির্জ্ঞানয়মাদিত্যগ্রহো নাকস্ত পহ্নাং বিতনোতি স্বর্গস্ত মার্গং বিতনোতি বিস্তুতং কৰোতি । কুত্রেতি তদ্ব্যচ্যে—অধিরোচন অধিকোন ভাসমানেন দিবঃ পৃষ্ঠে হ্যালোকস্তোপরি । হেহং যেন পথা হব্যং বহসি দেবানাম্ দূতত্বভিত্তৌ নির্গত্য যেন পথা যাসি তাদৃশং পহ্নানং বিতনোতৌত পূর্জতঃস্বঃ । কীদৃশো দূতঃ, প্রকর্ষণে চেষতে কৰ্ম্মানুষ্ঠাতারং জানাতীতি প্রচেতাঃ । অমৃতোহমৃগ্নস্বর্গে সনৌয়ানতিশয়েন কলস্ত দাতা ॥

কল্পঃ—“যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্ন ইতি দর্ভানাহবনৌয়ে প্রোত” ইতি ।

পাঠান্ত—“যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সন্ত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বর্হিষি সূর্য্যো যাঃ । তান্তে গচ্ছন্তাহতিং যতস্ত দেবায়তে যজমানায় শর্শ্ব” ইতি । হেহং যেন দীপ্তয়াঃ সমিধঃ সম্যগপ্যমানা আশা যাঃ সন্তি তা এব বিশেষাকারেণোচ্যন্তে—পৃথিব্যাং ভুলোকে বর্হিষি যজ্ঞদেশে বা দীপ্তয়ঃ সন্তি সূর্য্যো চ গা দীপ্তয়ঃ সন্তি তে ওদীয়াস্বা দীপ্তয়ো যতস্তাহতীর্গচ্ছন্ত প্রাপ্নুবন্ত । দেবানাম্ ইচ্ছতীতি দেবায়ন্তেষ্টে দেবায়তে যজমানায় শর্শ্ব স্ত্বং প্রযচ্ছন্ত । আদিত্যগ্রহবিষয়ান্ত এতে মন্ত্রাঃ কদা চন স্তরীশীত্যমুবা কাদৃক্ং দ্রষ্টব্যঃ ॥

অথ কল্পে—“যুগং যজমান উপতিষ্ঠতে নমঃ স্বরুভ্যঃ” ইত্যুপক্রম্যন্তে পঠিতম্—“আশাসানঃ সূবীৰ্য্যমিতি চোপহ্বায়” ইতি ।

পাঠান্ত—“আশাসানঃ সূবীৰ্য্য ৬৭ রায়স্পোষ ৬৮ স্বশিরম্ । বৃহস্পতিনা রায় স্বগাকৃতো মহং যজমানায় তিষ্ঠ ।” ইতি । হে যুগং যজমানায় মহং রায়স্পোষমাশাসানতিষ্ঠ । কীদৃশং পোষং, সূবীৰ্য্যং শোভনেন ভোগসামর্থ্যেনোপেতং স্বশিরম্ শোভনৈরশ্বরূপেতম্ । কীদৃশো যুগঃ, বৃহস্পতিনা দেবেন রায়গুণৈকধননিমিত্তং স্বগাকৃতো যজমানস্ত স্বগতো যথা ভবতি তথা কৃতঃ । সৌহর্যং মন্ত্রঃ পশুপ্রকরণগতায় সমুদ্রং গচ্ছন্তামুবা কাদৃক্ং দ্রষ্টব্যঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ । সূর্য্যো তৃতীয়সবন আদিত্যগ্রহহস্তকঃ । উক্তিষ্টেদহমিত্যস্ত্রাং স্বাশ্বায়রভতে গ্রহম্ ॥ আ সমু চ্যাবধেদর্ভৈরুগ্নং বৃষ্টার্থিহোমকঃ । কবির্হিরেনপুং যান্তে বহৌ প্রোত্ৰতি দর্ভকান্ ॥ আশা যুপোপস্থিতিঃ স্ত্রাং সপ্ত মন্ত্রা ইহেহিহিতাঃ ।

ইতি শ্রীমৎসারণাচাৰ্য্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীকৃতৈস্তরীম-

সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে পঞ্চমোহমুবা কঃ ॥ ১ ॥

যষ্ঠঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । ষষ্ঠোঃ অনুবাকঃ ।)

সং ত্বা নহামি পথসা য়তেন সং ত্বা নহাম্যপ ওষধীভিঃ ।

সং ত্বা নহামি প্রজয়াহমমৃত সা দীক্ষিতা সনবো বাজমশ্বে ।

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ধন সীদতু । অথাহমমুকামিনী

যে লোকে বিশা ইহ । সুপ্রজসস্তা বয়ং সুপত্নারূপ

সোদম । অগ্রে সপত্নদন্তনমদকাসো অদাভ্যম । ইমং কি

স্মামি বরুণস্ত পাশম্ যমবদ্বীত সবিতা হুকেতঃ । ধাতুশ্চ

যোনৌ হুকৃতস্ত লোকে স্তোনং মে সহ পত্যা করোমি ।

প্রোজাদেহ্যতস্ত বামীরম্মগিস্তেহগ্রং নয়হুদিত্তিগ্নধ্যং দদতাম্

কুজ্রাবশ্যকীহসি যুবা নাম মা মা হিৎসীর্কহুভ্যো কুদ্রেভ্য

আদিত্যেভ্যো বিবেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পম্বেজনীর্গঙ্গামি যজ্ঞান

বঃ পম্বেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্ত তে বিশ্বাবতো বৃষ্টিয়াবতঃ

তবাগ্নে বামীরগ্নু সন্দশি বিশ্বা রেতাঽসি ধিযীয়াগন্দেবান্য়জ্ঞে

নি দেবীর্দেবেভ্যো যজ্ঞমশ্বিন্মশ্বিন্ৎস্বতি যজমান আশিষঃ

স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতানু । বাতস্ত

শত্মমিড ঈড়িতাঃ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

সমিতি । স্বা । নহামি । পয়সা । যুতেন । সমিতি । স্বা । নহামি । অপঃ ॥

ওষধীভিরিত্যেযধি—ভিঃ । সমিতি । স্বা । নহামি । প্রজয়েতি প্র—জয়া ॥

অহম্ । অস্ত । সা । দীক্ষিতা । সনবঃ । বাজম্ । অশ্নে ইতি । প্রেতি । এতু ॥

ব্রহ্মণঃ । পয়সী । বেদিস্তু । বধেম । সীদতু । অথ । অহম্ । অহুক্যামিনীতাহ—

কামিনী । যো । লোকে । বিষ্টে । ইহ । সুপ্রজস ইতি সু—প্রজসঃ ॥

আ । বয়ম্ । স্পদ্বীরিতি স্ব—পদ্বীঃ । উপেতি । সেদিম । অগ্নে । সপদ্বদন্তন—

মিতি সপদ্ব—দন্তনম্ । অদ্বাসঃ । অদ্বাত্যম্ । ইমম । বীতি । স্যামি ।

বরুণস্য । পানম্ । বম্ । অবগ্নীত । সবিভা । স্বকেত ইতি স্ব—কেতঃ ।

ধাতুঃ । চ । যোনৌ । স্বকৃততেতি স্ব—কৃতন্ত । লোকে । স্তোনম্ । মে ।

সহ । পত্যা । করোমি । প্রোত । ইহি । উদেহীত্যং—এহি । ঋতস্য । বামীঃ ।

অধ্বিতি । অগ্নিঃ । তে । অগ্নম্ । নয়তু । অধ্বিতিঃ । মধ্যম্ । দদতাম্ ।

কর্দ্রাবস্থষ্টেতি কর্দ্—অবস্থষ্টা । অসি । যুবা । নাম । মা । মা । হি—সীঃ ।

বহুভ্য ইতি বহু—ভ্যঃ । রুদ্রেভ্যঃ । আদিত্যেভ্যঃ । বিষ্ণেভ্যঃ । বঃ । দেবেভ্যঃ ।

পরেজনীরিতি পং—নেজনীঃ । গৃহ্যাম । যজাম । বঃ । পরেজনীরিতি পং—

নেজনীঃ । সাধয়ামি । বিশ্বস্য । তে । বিশ্বাবত ইতি বিশ্ব—বতঃ । যুধিষ্যাবত

ইতি যুধিষ—বতঃ । তব । অগ্নে । বামীঃ । অধ্বিতি । সন্—শীতি সং—দুশি ।

বিশ্বা । মেতা—সি । ধিবীর । অগ্নন্ । দেবান্ । যজঃ । নীতি । দেবীঃ ।

দেবেভ্যঃ । যজ্ঞম্ । অশিষন্ । অশ্বিন । স্বষতি । যজ্ঞমানে । অশিষ ইত্যঃ ।

—শিষঃ । স্বাহারূতা ইতি স্বাহা—রূতাঃ । সমুদ্রেষ্ঠা ইতি সমুদ্রে—স্থাঃ । পক্ষর্বন্ ।

এতি । তিষ্ঠত । অম্ । বাতস্য । পল্পন্ । ইডঃ । ঈড়িতাঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য্য-কৃতং) ।

আদিত্যগ্রহমহা যে তে পঞ্চম উদীরিতাঃ ॥ অথ যষ্ঠেহম্ববাক পত্নীবিষয়া মন্ত্রা উচ্যন্তে ।

কল্পঃ—“অত্র দর্শপূর্ণ্যাসবৎ পত্নী ৮ সন্নহতি সং তা নহ্যমীতি বিকারঃ” ইতি ॥

পাঠ্য—“সং তা নহ্যামি পয়সা যুতেন সং তা নহ্যাম্যপ ওষধীভিঃ । সং তা নহ্যামি প্রজয়াই-
হমন্ত সা দীক্ষিতা সনবো বাজমশ্বে” ইতি । হে পত্নি ত্বাং পয়সা যুতেন চ নিমিত্তকুতেন সন্নহ্যামি
তদ্ব্যভ্যাসিকার্থং সমাগোৎক্রেণ বধ্যামি । তথোষধীভিঃ সহিতা অপ উদ্ভিশ্চ তদ্ব্যভ্যাসিকার্থং ত্বাং
সন্নহ্যামি । প্রজয়া নিমিত্তকুতয়াহমধ্বর্ঘ্যুরত্মাঙ্গিন কক্ষণি ত্বাং সন্নহ্যামি । অশ্বে অশ্বান্
বাজমন্তঃ সনবঃ সনিতুং দাতুং সা পত্নী দীক্ষিতা ভবতু ॥

কল্পঃ—“প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নীতি প্রতিপ্রস্তাতা পত্নীমুদানয়তি” ইতি ।

পাঠ্য—“প্রৈতু ব্রহ্মণস্পত্নী বেদিং বর্ণেন সীদতু” ইতি । ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্ত যজ্ঞমানস্ত পত্নী
প্রৈতু পত্নীশালায়া নির্গত্য প্রকর্ষণে গচ্ছতু গতা প্রাপ্নোতু ॥

কল্পঃ—“অথাহমমুকামিনীতি পত্নী শালামুখীয়মুপোপবিষ্ঠা” ইতি ।

পাঠ্য—“অথাহমমুকামিনী শ্বে লোকে বিশা ইহ” ইতি । অথাহমিহ শ্বে লোকে স্থানে
বিশা উপাবশামি । কীদৃশী, অমুকামিনী যজ্ঞমানস্তাহমুকুলাং কাময়মানা ।

কল্পঃ—“সুপ্রজসস্তা বয়মিতি জপতি” ইতি ।

পাঠ্য—“সুপ্রজসস্তা বয়ঃ সুপত্নীরূপ সেদিম । অগ্নে সপত্নদন্তনমদকাসো অদাতাম্ ॥”
ইতি । তেহগ্নে সুপ্রজসঃ শোভনাপত্যাঃ সুপত্নীর্দীক্ষ্যন্ত্যো বয়মদকাসঃ কেনাপ্যতিরিক্ততাঃ
সত্যস্বামুপসেদিম তব সহীপ উপবিষ্টাঃ স্বঃ । কীদৃশং ত্বাং, সপত্নদন্তনং বৈরিনাশকম্ ।
অদাত্যং কেনাপ্যতিরিক্তার্থ্যম্ ।

কল্পঃ—“বিচচ্ ত ইমং বি শ্যামীতি পত্নী যোংক্রম্” ইতি ।

পাঠ্য—“ইমং বি শ্যামি বরুণস্ত পাশং যমবদ্রীত সবিতা স্নুকেতঃ । দাতৃশ্চ যোনৌ
স্নুকেতস্ত লোকে শ্তোনং মে সহ পত্যা করোমি” ইতি । স্নুকেতঃ শোভনজ্ঞানযুক্তঃ সবিতা
প্রেরকোহস্তর্ঘ্যামী যং যোংক্রমং বরুণস্ত পাশং পূর্বমবদ্রীত তমিমাং বিশ্যামি বিযুধ্যামি ।

ভতঃ স্কৃততন্ত্ৰ ফলভূত উত্তমে লোকে ধাতুশ পরমেশ্বরন্ত যোনৌ স্থানে পত্যা সহ মে স্তোনং
সুখং কৰোমি ॥

কল্পঃ—“প্রেছাদেহীতি নেষ্টা পত্নীমুদানয়তি” ইতি ।

পাঠান্ত—“প্রেছাদেহ্যতন্ত্ৰ বামীরগ্নিগ্নেহগ্রং নয়ত্তমিতিস্থাং দদতাং ৷ রুদ্রাবস্থ্যইসি যুবা
নাম মা মা হি৷সীঃ” ইতি । হে পত্নি প্রেছি শালামুখীয়স্থানিগ্নিত্য পন্নেন্নীরপ আনেতুং
প্রকর্ষণে গচ্ছোদেহি বিলম্ববক্ত্বোখায় গচ্ছ । ঋতন্ত্ৰ বামীরগ্নন্ত্ৰ প্রেক্ষকোহয়মগ্নিতে
গমনমভুমন্তমানোহগ্রং নয়ত্ পুরতঃ প্রেরয়ত্ । অদিতিভূমিশ্চ মধ্যং দদতাম্, উভয়োঃ
পার্শ্বয়োর্মধ্যেহবস্থিতং মার্গং প্রবক্ষত্ । ঋ চ রুদ্রাবস্থ্যইসি ক্রুরেণোপদ্রবকারিণা দেবেন
বিমুক্তাহসি । অতো যুবা নামাসি যুবতির্কা বাধকেভ্যঃ পৃথগ্ভূতা বাহসি । ইখমাকারয়ন্তং
মাং নেষ্টারং মা হিংসীর্গা বাধস্ব ॥

কল্পঃ—“পন্নেন্নীরগ্নিত্য প্রত্যঙ্ক্ৰিষ্টস্তী বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্য ইতি” ইতি ।

পাঠান্ত—“বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্যো বিখেভ্যো বো দেবেভ্যঃ পন্নেন্নীরগ্নীহ্মি যজ্ঞায় বঃ
পন্নেন্নীঃ” ইতি । ৭ আপো যো যুয়ান্ পন্নেন্নীরগ্নীহ্মি । কিমর্থং, বহ্বাদিদেবগ্নীতার্থম্ ।
কিক্ক, যজ্ঞার্থমপি পন্নেন্নীরকৌ গৃহ্মি ॥

“সাদয়ামি” কল্পঃ—“পত্নী পন্নেন্নীঃ সাদয়তি প্রত্যঙ্ক্ৰিষ্টস্তী বহুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিতোভ্য
ইতি” ইতি । অত্র সাদয়ামীতোভাবান্নাতো মন্ত্ৰঃ । তন্ত্ৰ চ শেষেহন বহুভ্য ইত্যাদিকং
গৃহ্মীতিপদব্যতিরিক্তং সর্কমসুযজ্য পূর্ববধ্যাখ্যেয়ম্ ।

কল্পঃ—“বিশ্বত তে বিশ্বাবত ইতি হিংকারমন্দ্রপাত্ৰা পত্নীং সংখ্যাপয়তি” ইতি । হিংকার-
মুচ্চাধীনস্ত্রমূলকাতা যথা পত্নীং পশুতি তথাহধ্বর্গ্যুরিমং মন্ত্ৰমুচ্চারয়ন্ প্রদর্শয়েদিতিার্থঃ ॥

পাঠান্ত—“বিশ্বত তে বিশ্বাবতো বৃক্ষিষ্যাবতন্ত্বাগ্নে বামীরনু সন্দৃশি বিখা রেতাংসি দিবীর”
ইতি । হেহগ্নে বিশ্বত তে সন্দৃশি বিখাত্ত্বকন্ত তব কটাকবীক্ণে সতি তথা বিশ্বমন্ত্ৰাত্ত্বীতি
বিশ্বাবান্ । বৃক্ষিষং বলমন্ত্ৰাত্ত্বীতি বৃক্ষিষাবান, তাদৃশন্ত তব বীক্ণে সতি বামীরননীশ্বত্যাঃ ঠানন্ত
প্রবর্তকোঃহং বিখা রেতাংসি বহুপুত্রকামগানি সর্কাণ্যপি বীধ্যাণি দিবীয়াহুক্রমেণ পত্ন্যাং
স্থাপয়েম ॥

কল্পঃ—“অগ্নেদেবানিতি চ পত্ন্যপ উপপ্রবর্তয়তি” ইতি ।

পাঠান্ত—“অগ্নেদেব ভজো নি দেবীর্দেবেভ্যো যজ্ঞমশিবরশ্মিনুংসুযতি যজমান আশিষঃ
স্বাহাকৃতাঃ সমুদ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বমা তিষ্ঠতাহু । বাতন্ত পশ্যমিড় ঈড়িতাঃ” ইতি । অয়ং যজ্ঞো
দেবানগন্ প্রাপ্নোৎ । দেবীর্ভোঁতমানো আপো দেবেভ্যোহয়দীয়ং যজ্ঞং নিতরামশিবশ্মিনুপষ্ট-
মুক্তবত্যাঃ । অশ্মিত্ত্বজ্ঞমানে সুযতি সোমোভিষবং কুরুতি স্বাহাকৃতাঃ স্বাহাকারেণ সম্পাদিতাঃ
সমুদ্রসমানে অর্গেহবাস্বিতা আশিষঃ ফলবিশেষা যে সম্প্রজ্ঞন্তে তে সর্গেহপায়ুক্ণেণ গন্ধর্ব্বং পত্ন্যা
য়ম গন্ধর্ব্ববং প্রিয়ং যজ্ঞমানমার্তিষ্ঠত প্রাপ্নুবন্ত । বাতন্ত যজ্ঞপ্রবর্তকন্ত বায়োঃ । “বাতাধ্বা
অধ্বর্গ্যুর্যজ্ঞঃ প্রযুক্তে” ইত্যত্রাহয়তম্ । তন্ত্ৰ বায়োঃ পশ্বনুপতনে প্রেরণে সতীড়ঃ ফলসাদন-
ভূতাঃ স্তোত্রবিশেষা ঈড়িতা স্বর্গগতিঃ প্রযুক্তাঃ । তস্মাত্তৎফলং সর্গং যজ্ঞমানে প্রাপ্নোত্বতি
তাৎপর্যার্থঃ । অত্র সং ভা নহানীত্যয়ং যোত্রবক্তব্যম্ভো দীক্ষাপ্রকরণ ইদ্রন্ত্ৰ যোনিয়দীতো

ভদ্রায়াহ্নাৎ পূৰ্ণং দ্রষ্টব্যঃ । তদ্বৈবাখাহং সূপ্রজস ইত্যেতো দ্রষ্টব্যো । ইমং বি দ্বানীতি
মন্ত্ৰোহব্ভাষ্যবাক্যে দেবীরাপো এব ইত্যেতন্মাৎ পূৰ্ণং দ্রষ্টব্যঃ । প্রেছ্যাদেহীতি মন্ত্ৰো হ্রদে
দেত্যব্ভবাক্যে দেবীরাপো অপাৎ নপাদিত্যেতন্মাৎ পূৰ্ণং দ্রষ্টব্যঃ । বহুভ্য ইতি গ্রহণসাদনমন্ত্ৰৌ
সমুদ্রস্ত বোহকিত্যা উন্নয় ইত্যেতন্মাদৃক্ পূৰ্ণং দ্রষ্টব্যো ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—সং দ্বা পত্ন্যাং যোক্তু বন্ধঃ প্রৈতু শালামুখে নয়েৎ । অথাহমুপ-
বিশ্রোষা সূপ্রজৈতি অপেনথ ॥ ইমং কালে যোংক্রমোকঃ প্রেহি পত্নীমুদানয়েৎ । বহু
পন্নেন্ননীঃ পত্নী পুহীষা তেন সাদয়েৎ ॥ বিশ্বস্ত পত্নীমুদাত্ৰা সংখ্যাপরতি সা ত্বগন্ । অপঃ
প্রবর্তয়সু রাবত্ৰ মন্ত্ৰা দশ স্মৃতাঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসারণ্যচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে ষষ্ঠোহমুবাচঃ ॥ ৬ ॥

• • •

সপ্তমঃ মন্ত্ৰঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । সপ্তমোহমুবাচঃ) ।

বট্টকারো বৈ গায়ত্রীয়ে শিরোহচ্ছিনত্ৰৈ রসঃ পরাহপতৎ স
পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোহভবত্স্থ খাদিরঃ স্রবো ভবতি
ছন্দসামেব রসেনাব দ্যতি সরসা অশ্বাহতয়ো ভবন্তি তৃতীয়-
শ্রামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরত্স্থ পৰ্ণমচ্ছিনত
তৎপর্ণোহভবত্সৎপর্ণস্থ পৰ্ণত্বং যস্য পৰ্ণময়ী জুহুঃ ভবতি
সৌম্যা অশ্বাহতয়ো ভবন্তি জুষন্তেহস্য দেবা আছতীর্দেবা
বৈ ব্রহ্মবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোৎ স্রজ্বা বৈ নাম যস্য পৰ্ণ-

ময়ী জুহুর্ভবতি ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি ব্রহ্ম বৈ পর্ণো

বিগ্নরুতোহম্নং বিগ্নরুতোহম্নো যস্য পর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথ্যু-

পভৃদ্ধৃদ্ধগৈবাম্মব রুন্ধেহথো ব্রহ্ম এব বিশৃধ্যতি রাষ্ট্রং বৈ

পর্ণো বিডম্নো যৎপর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বথ্যুপভৃদ্ধৃদ্ধমেব

বিশৃধ্যতি প্রজাপতির্বা অজুহোং সা যদ্রাহতিঃ প্রত্যতিষ্ঠন্তো

বিকঙ্কত উদতিষ্ঠন্ততঃ প্রজা অসৃজত যস্য বৈকঙ্কতী

ঋবা ভবতি প্রত্যোবাস্তাহতয়ন্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রৈব জায়ত এতৈ

ঋচাং রূপং যন্তৈবং রূপাঃ ঋচো ভবন্তি সর্বাণ্যেবৈনং

রূপাণি পশুনামুপ তিষ্ঠন্তে নাস্তাপরূপমাত্মজায়তে ॥ ৭ ॥

* . *

পদ পাঠঃ ।

যযট্কার ইতি যযট্—কারঃ । যৈ । গায়ত্রিযৈ । শিরঃ । অজিনং । তন্তৈ ।

রসঃ । পশ্নেতি অপতং । সঃ । পৃথিবীম্ । প্রেতি । অবিপং । সঃ । খদিরঃ ।

অভবৎ । যন্ত । খাদিরঃ । শ্রবঃ । ভবতি । ছন্দসাম্ । এব । রসেন । অবতি । জতি । সরসা

ইতি স—রসাঃ । অস্য । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । ভবন্তি । তৃণীয়স্যাম্ । ইতঃ । দিবি ।

সোমঃ । আসীৎ । তম্ । গায়ত্রী । এতি । অহরৎ । তন্ত । পৰ্ণম্ । অচ্ছিত্ত । তৎ ।

পৰ্ণঃ । অভবৎ । তৎ । পৰ্ণস্য । পৰ্ণত্বমিতি পৰ্ণ—ত্বম্ । যস্য । পৰ্ণময়ীতি

পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । সৌম্যাঃ । অস্য । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । ভবন্তি ।

জুষ্টে । অস্য । দেবাঃ । আহতীরিত্যা—হতীঃ । দেবাঃ । বৈ । ব্রহ্মন্ ।

অবদন্ত । তৎ । পৰ্ণঃ । উপেতি । অশৃণোৎ । অশ্রবা ইতি অ—শ্রবাঃ । বৈ ।

নাম । যন্ত । পৰ্ণময়ীতি পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । ন । পাপম্ । শ্লোকম্ ।

শৃণোতি । ব্রহ্ম । বৈ । পৰ্ণঃ । বিট্ । মরুতঃ । অগ্নম্ । বিট্ । মারুতঃ ।

অশ্বখঃ । যন্ত । পৰ্ণময়ীতি পৰ্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । আশ্বখী । উপত্নিত্যাপ—

ভূৎ । ব্রহ্মণা । এব । অগ্নম্ । অবতি । রুদ্ধে । অথো ইতি । ব্রহ্ম । এব ।

বিশি । অধীতি । উহতি । রাষ্ট্রন্ । বৈ । পৰ্ণঃ । বিট্ । অশ্বখঃ । যৎ ।

পূর্ণময়ীতি পূর্ণ—ময়ী । জুহুঃ । ভবতি । আশ্বখী । উপভূদিভূপ—ভূঃ ।

রাষ্ট্রম্ । এব । বিশি । অধীতি । উহতি । প্রজাপতিরতি প্রজা—পতিঃ । বৈঃ ।

অজুগোং । সা । যত্র । আহতিরিত্যা—হতিঃ । প্রত্যতিষ্ঠদিতি প্রতি—অতিষ্ঠং ।

ততঃ । বিকঙ্কত ইতি বি—কঙ্কতঃ । উদিতি । অতিষ্ঠং । ততঃ । প্রজা

ইতি প্র—জাঃ । অম্বজত । যস্য । বৈকঙ্কতী । জ্বা । ভবতি । প্রতীতি ।

এব । অস্যা । আহতয় ইত্যা—হতয়ঃ । তিষ্ঠন্তি । অথো ইতি । প্রেতি । এবা ।

জায়তে । এতং । বৈ । ক্ষ্যাম্ । রূপম্ । যস্য । এবচ্ কপা ইত্যেবং—রূপাঃ ।

ক্ষ্যঃ । ভবন্তি । সর্গাপি । এব । এনম্ । রূপাপি । পশুনাম্ । উপেতি ।

তিষ্ঠন্তে । ন । অস্যা । অপরূপমিত্যপ—রূপম্ । আয়ন্ । জায়তে ॥ ৭ ॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংগাচার্যাকৃতং) ।

ষষ্ঠোহম্বাকে সম্প্রোক্তা যোক্তৃ বক্রাদিমন্ত্রকাঃ । অথ সপ্তমেহম্বাকে দর্শপূর্ণমাসাভূতানানি
ক্ষ্যং বৃক্ষবিশেষা বিধীয়ন্তে ॥

তত্র ক্ষধবৃক্ষং বিধন্তে—“বষট্কারো বৈ গায়ত্রিযৈ শিরোহচ্ছিন্নভষ্টে রসঃ পরাহপতং ক্ষ
পৃথিবীং প্রাবিশৎ স খদিরোহভবত্তস্ত খাদিরঃ ক্ষবো ভবতি ছন্দসামেব রসেনাব ত্ততি সরসী
অস্তাহতয়ো ভবন্তি” ইতি । বষট্কারাতিমানী দেবঃ কেনাপি বিরোধেন গায়ত্রিয়াঃ শিরশ্চি-
চ্ছেদ, তদা তস্তা গায়ত্র্যাচ্ছিন্নপ্রদোজ্জলং ভূমৌ পতিত্বা খদিরো বৃক্ষোহভবৎ । অতঃ ক্ষবঃ

খাদিরঃ কৰ্তব্যঃ । তথা সতি শ্ৰবেণ যদ্বদবগতি তৎসৰ্বং ছন্দোৱসেনাবন্তঃ ভবতি । ততোহস্ত
যজ্ঞমানস্কাহুতয়ঃ সৱসা ভৱন্তি ॥

অথ জুহা বৃক্ষবিশেষং বিধত্তে—“তৃতীয়শ্রামিতো দিবি সোম আসীত্তং গায়ত্র্যাহরন্তস্ত
পৰ্ণমচ্ছিত্য তৎপৰ্ণোহিতবত্তং পৰ্ণস্ত পৰ্ণত্তং যস্ত পৰ্ণময়ী জুহুৰ্ভবতি সৌম্য। অস্ত্রাহততো ভবন্তি
জুষন্তেষ্ট্র দেবা আহতীঃ” ইতি । ইতো ভুলোকাদারভ্য গণ্যমানো যো দ্যালোকস্তৃতীয়ে
ভবতি তত্র সোমঃ পূৰ্ণমাসীৎ । তং চ গায়ত্রী সমাহরৎ । আহরৎপ্রকারঃ কদ্রশ্চেত্যনুবাকে
প্রপঞ্চিতঃ । তস্ত্রাহত্রিয়মাণস্ত্র সোমস্ত্রৈকং পৰ্ণং ভূমো পতিত্বা পলাশবৃক্ষাহভবৎ । পৰ্ণজত্বাত্তস্ত
বৃক্ষস্ত পৰ্ণনাম সম্পন্নম্ । তাদৃশেন পৰ্ণবৃক্ষেণ জুহুং নিষ্পাদয়েৎ । তথা সতি জুহা হুয়মানা
আহতয়ঃ সর্বাঃ সোমসম্বন্ধিত্বা ভবন্তি । দেবাশ্চ তা আহতীঃ প্রীতিপুংসরা দেবন্তে ॥

তং পৰ্বকৃষ্ণং প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“দেবা বৈ ব্রহ্মদ্রবদন্ত তংপৰ্ণ উপাশৃণোৎ স্রশ্রবা বৈ নাম যন্ত পৰ্ণময়ী জুহুৰ্ভগতি ন পাপ৬ শ্লোক৬ শৃণোতি” ইতি। যদা দেবা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে পরম্পরঃ সংবাদঃ রহসি কৃতবন্তস্তদানীং পৰ্বকৃষ্ণাভিমানী দেবন্তত্ত্বক্ষজ্ঞায়াম্মুপবিষ্টানাং দেবানাং বচনমশৃণোৎ। তস্মাৎ স্রশ্রবা ইতি তন্ত্ৰ নাম সম্পন্নম্। যস্মাদয়ঃ কৃষ্ণঃ স্রশ্রবাত্মাজ্জুহুস্তন্ত্রায়ত্বে সতি যজমানঃ শোভনঃ স্তুতিরূপমেব বাক্যং সৰ্বদা শৃণোতি নতু কদাচিদপি পাপং শ্লোকং নিন্দাচনং শৃণোতি ॥

অথ জুহ্বা: পৰ্ণময়ীভং দৃষ্টান্তার্থমহুবদনু পভৃতোহস্থথবৃক্ষং বিধত্তে—“ব্রহ্ম বৈ পৰ্ণো বিগ্নকতো-
 হন্নং বিগ্নাকতোহস্থথো যশ্চ পৰ্ণময়ী জুহ্বৰ্ভন্যতাস্থথুপভূদ্বক্ষণৈবান্নমব ক্షজ্জৈথো ব্রৈক্ষৈব
 বিশৃঙ্খ্যহতি” ইতি । দেবৈরুচ্যমানশ্চ ব্রহ্মণ: শ্রবণাৎ পৰ্ণবৃক্ষোহপি ব্রৈক্ষৈব বৈশৃঙ্খ্যাত্যভি-
 মানিভ্বেন মরুতাং সৃষ্টত্বান্নকতোহপি বিড়ূর্ণণা: । কৃষাদিপারৈকৈশ্চৈ: সম্পাদিতত্বাদন্নমপি
 মরুদ্রপম্ । “মরুতাং বা এতদোজো যদস্থথঃ” ইতি শ্রবণাদস্থথশ্চ মারুতত্বম্ । এবং স্থিতে
 সতি যো যজ্ঞমানো জুহ্ব: পৰ্ণময়ী: করোতি স এবোপভৃতমাশ্বথশ্চ বুধ্যাৎ । উভয়স্মিন কৃত্তে
 সতি জুহ্বরূপেণ ব্রহ্মণৈবাস্থথস্বামিনাং মরুতাং বিড়ূপান্নমবরুদ্বং ভবতি । কিঞ্চ, ব্রাহ্মণজাতি-
 মেব বৈশৃঙ্খ্যাতাবধিকভ্বেন স্থাপয়তি ॥

ভক্তভয়মপি প্রকারান্তরেণ প্রশংসতি—“রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডম্বখে যৎপৰ্মময়ী জুহুবতাস্থখু-
পভূদ্রাষ্ট্রমেব বিশ্বেদ্যুহতি” ইতি। পৰ্ণবৃক্ষসামিত্রাজ্ঞপতিনিবাসস্থানত্বাদ্রাষ্ট্রত্বং পৰ্ণরূপত্বম্।
মরুদেবতাধারাহম্বখখ বিড় পশুম্। অতঃ পূৰ্বোক্তরীত্য। জুহুপভূতোর্কৃন্দমনিশাদিতয়োঃ
সত্যোৰ্কৃন্দরূপং রাষ্ট্রমম্বখরূপায়াং বিশ্বেদ্যুহতেন স্থাপিতং ভবতি ॥

অথ ধ্রুবায়া বিকঙ্কতবৃক্ষঃ বিধত্তে—“প্রজাপতির্বা অকুহোং সা যত্রাহতিঃ প্রোত্যতিষ্ঠত্ততো বিকঙ্কত উদতিষ্ঠত্ততঃ প্রজা অম্ভজত যত্র বৈকঙ্কতৌ ধ্রুবা ভবতি প্রোত্যাশ্রায়াহতম্ভাস্তত্ত্ব্যথো ঐশ্রব জায়তে” ইতি । প্রজাপতিনা পূর্ব্বহতাংহতির্থং স্থিতা তস্মাদ্বেশাদিকঙ্কতবৃক্ষ উপপত্ত । তস্মাদ্বিকঙ্কতাশ্রমসাধনভূতাং প্রজা অম্ভজত । তস্মাদ্ধ্রুবাং বৈকঙ্কতৌ কুর্ধ্যাৎ । তথা সত্যস্ত যজমানহাংহতঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি । কিং চায়ং প্রজা উৎপাদয়তি ॥

অথুক্ষবিধিযুগসংহরতি—“এতদৈ স্ফাভ্ রূপং যশ্চৈবভ্ রূপাঃ স্ফটো ভবন্তি সৰ্বাণোবৈবভ্
 রূপাণি পশুনামুপ তিষ্ঠন্তে নাত্যাপরূপমাত্মজায়তে” ইতি ॥ খাদিরত্নং পূৰ্ণময়ীত্মাশ্চত্বং বৈকল্যত্বং

চেতি যদেতদেব ক্রমেণ স্রুচ্যং স্রব জুহুপভদ্রুবাণং মুখাং স্বরূপম্ । তথা সতি যন্ত যজমানস্ত
স্রব এবংরূপা ভবন্তি, এনং যজমানং গবাস্বাদিরূপাণি সর্বাণ্যপি প্রাপ্নুবন্তি । কিঞ্চাস্ত
যজমানস্তাহস্বন্ স্বোদরে কিঞ্চিদপ্যপত্যমপরূপং বিরুদ্ধস্বরূপোপেতং ন জায়তে, কিন্তু
সর্বমপ্যপতাং স্বস্বরূপমেব জায়তে ॥

ইতি ত্রীমংসায়ণাচার্য্যাবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রাণঠকে সপ্তমোহম্ববাকঃ ॥ ৭ ॥

* . *

অষ্টমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রাণঠকঃ । অষ্টমোহম্ববাকঃ ।)

উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং

গৃহ্মামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোহয়িজিহ্বেভ্যস্ত্বর্তায়ুভ্য

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠেভ্যো বরুণরাজভ্যো বাতাপিভ্যঃ পর্জন্মাত্তভ্যো

দিবে ত্বাহন্তরিক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বাহপেন্দ্র দ্বিমতো

মনোহপ জিজ্যাসতো জহপ যো নোহরাতীয়তি তং জহি

প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতে ত্বাহসতে ত্বাহদ্য-

স্বোষধীভ্যো বিণেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অকৃথিত্বা

অজায়ন্ত তস্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাবু জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

উপধামগৃহীত ইতুপধাম—গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপতয় ইতি প্রজা—পতয়ে । ত্বা ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । গৃহ্মামি । দক্ষায় । দক্ষবুধ ইতি দক্ষ—বুধে । রাতম্ ।

দেবেভ্যঃ । অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ । ত্বা । ঋতায়ুভ্য ইত্যায়ু—ভ্যঃ । ইন্দ্র-

জ্যেষ্ঠেভ্য ইতীন্দ্র—জ্যেষ্ঠেভ্যঃ । বরুণবাজ্রভ্য ইতি বরুণবাজ্র—ভ্যঃ । বাতাপিভ্য ইতি

বাতাপি—ভ্য । পর্জন্তাঋভ্য ইতি পর্জন্তাঋ—ভ্যঃ । দিবে । ত্বা । অন্তরিক্ষায় । ত্বা ।

পৃথিব্যে । ত্বা । অপেতি । ইন্দ্র । দ্বিষতঃ । মনঃ । অপেতি । জিহ্ব্যাসতঃ ।

জহি । অপেতি । যঃ । নঃ । অরাতীয়তি । তম্ । জহি । প্রাণায়ৈতি প্র—

অনায় । ত্বা । অপানায়ৈতাপ—অনায় । ত্বা । ব্যানায়ৈতি বি—অনায় । ত্বা ।

সতে । ত্বা । অসতে । ত্বা । অন্ত্য ইত্যং—ভ্যঃ । ত্বা । ওষধীভ্য ইত্যোষধি—ভ্যঃ ।

বিধেভ্যঃ । ঙা । ভূতেভ্যঃ । যতঃ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । অকুখিদ্ভাঃ অজায়ন্ত ।

তস্মৈ । ঙা । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যে । বিভূদাবু ইতি বিভূ—দাবু ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । জুহোমি : ৮ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সাংগাচার্য্য-কৃতং) ।

ইষ্টাঙ্গানাম্ অচাং বৃক্ষাঃ সপ্তমে সমুদীরিতাঃ । অথাষ্টমে দধিগ্রহমগ্রা উচ্যন্তে ।

কল্পঃ—“উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ঙা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামীতি দধি গৃহীত্বা” ইতি ।

পাঠান্ত্র—“উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ঙা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামি দক্ষায় দক্ষবৃধে রাতং দেবেভ্যোহগ্নিজিহ্বেভ্যস্তৃত্যয়ুত্বা ইন্দ্রজ্যোষ্ঠেভ্যো বরুণরাজ্যেভ্যো বাতাপিত্যঃ পর্জন্ত্যায়ানো দিবে ঙা হস্তরিক্ষায় ঙা পৃথিব্যে ঙা” ইতি । হে দধিগ্রহ, উপযামেন পার্শ্ববপাত্রেণ গৃহীতোহসি । জ্যোতিষ্মতে প্রজাপত্যে জ্যোতিষ্মন্তং ঙা গৃহ্মামি । দক্ষান্ কশ্মকুশলাবন্ধয়তীতি দক্ষবৃধ্ তস্মৈ দক্ষবৃধে দক্ষায় দক্ষনাম্নে রাতং পূর্বং প্রজাপতিনি দন্তম্ । কিঞ্চ, দেবেভ্যো রাতং দন্তম্ । কৌদৃশেভ্যোহগ্নিজিহ্বেভ্যঃ, অগ্নিরেব জিহ্বা যেষাং তেহগ্নিজিহ্বাঃ । ঋতং সত্যমাশ্রন ইচ্ছন্তীত্যায়বঃ । ইন্দ্রো জ্যোষ্ঠো যেভ্যস্ত ইন্দ্রজ্যোষ্ঠাঃ । বরুণো রাজা যেষাং তে বরুণরাজানঃ । বাতং বায়ুমাশ্রু বন্তীতি বাতাপিনো বাবুহারা ইত্যর্থঃ । পর্জন্ত্য এবাহা যেষাং তে পর্জন্ত্যায়ানো বৃষ্টাদিসহিষ্ণব ইত্যর্থঃ । ঐদৃশেভ্যো দেবেভ্যো রাতং ঙাং গৃহ্মামি । তথা দিবে দ্বালোকপ্রাপ্ত্যর্থং ঙাং গৃহ্মামি । এবমস্তরিক্ষায় ঙা পৃথিব্যে ত্বৈতুভয়ং যোজাম্ ।

কল্পঃ—“অপেক্ষ দ্বিষতো মন ইতি হরতি” ইতি ।

পাঠান্ত্র—“অপেক্ষ দ্বিষতো মনোহপ জিজ্যাসন্তে জহপ যো নোহরাতীয়তি তং জহি” ইতি । ত্রিবিধো হি শত্রুর্দ্বিষজিজ্যাসন্নরাতীয়ঃশেচতি । যজমানস্তা বিজ্ঞমানং দ্রব্যাদিকং যো বিনাশয়তি স দ্বিষন্নিত্যুচ্যতে যস্ত দ্রব্যমপহর্তুং শক্ভোহপান্ত্র বয়োহানিং মরণমেবেচ্ছতি স জিজ্যাসন্নিত্যুচ্যতে । রাতীর্দানমরাতিরদানং তদাশ্রন ইচ্ছতি দেয়ত্বেন প্রাপ্তং কিমপি ন দদাতীত্যর্থঃ । তাদৃশোহরাতীয়ন্নিত্যুচ্যতে হে ইন্দ্র ঙং দ্বিষতঃ শত্রোর্শনোহপজহি । তথা জিজ্যাসতঃ শত্রোর্শনোহপজহি । তথা যো নোহরাতীকমরাতিমিচ্ছতি তমপজহি ॥

কল্পঃ—“প্রাণায় ঙাহপানায় যেতি জুহোতি” ইতি ।

পাঠান্ত্র—“প্রাণায় ঙাহপানায় ঙা ব্যানায় ঙা সতে ঙাহসতে ঙাহদ্যাতৌবদীভ্যো বিধেভ্যো ভূতেভ্যো যতঃ প্রজা অকুখিদ্ভা অজায়ন্ত তস্মৈ ঙা প্রজাপত্যে বিভূদাবু জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষন্তং জুহোমি” ইতি ॥ হে দধিগ্রহ প্রাণায় প্রাণপ্রীত্য ত্বাং জুহোমি । এবমপানায়
 ত্ব্যেত্যাদিস্য যাজ্ঞাম্ । প্রাণ উৰ্দ্ধবৃত্তিঃ । অপানোহবাস্ত্বিত্তিঃ । ব্যানো মধ্যবৃত্তিঃ শাস্ত্রীয়মার্গব
 পুরুষঃ সংস্তুদ্বিপরীতোহসন্ । আপ ওষধয়শ্চ প্রসিদ্ধাঃ । ওষধীভা ইত্যাত্রানায়াতমপিষ্ঠী
 ত্ব্যেতিপদমহুষজ্জনীয়ম । বিধানি ভূতানি সৰ্পপ্রাণিনস্তেবাং সৰ্কেবাং প্রীত্য ত্বাং জুহোমি । কিঞ্চ,
 যতঃ প্রজাপতে: সকাশাং প্রজাঃ সৰ্বা অক্খিত্রাঃ খেদরহিতা উৎপন্না: স প্রজাপতির্কিভূতমৈশ্বৰ্য্যং
 নদাতীতি বিভূনাবা সৰ্ব প্রকাশকত্বেন জ্যোতিষন্তং ত্বাং জুহোমি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—উপয়া দধি গৃহ্নাত্যপেক্ষেতি হবতি গ্রহম্ । প্রাণায়ৈতি জুহো-
 ত্যোং ত্রয়ো মজ্জা ইহেরিতাঃ ॥ ১ ॥ এতে চ মজ্জা যম্নে পুংস্ব মর্ত্যমিত্যেতন্মানম্ভাদৃক্ষং
 দ্রষ্টব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যাবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
 সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকেষ্টমোহুবাংকঃ ॥ ৮ ॥

* * *

নবমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়: অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । নবমোহুবাংকঃ) ।

যাং বা অধ্বয্যুশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতন্তস্তা আ রুশ্চেত্যে
 প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্নীয়াং প্রজাপতিঃ সৰ্ব্বা দেবতা
 দেবতাভ্য এব নি হুবাতে জ্যেষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং
 যশ্শেষ গৃহতে জ্যেষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সৰ্ব্বাসাং বা এতদেবতানাং
 রূপং যদেষ গ্রহো যশ্শেষ গৃহতে সৰ্ব্বাণ্যোবৈনং রূপাণি
 পশুনামুপ তিষ্ঠন্ত উপযামগৃহীতঃ । অসি প্রজাপতয়ে ত্বা

জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মৎ গৃহ্নামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈনং

সমানানাং করোত্যগ্নির্জিহ্বেভ্যস্তৃত্যুভ্য ইত্যাহিতাবতীর্কৈ

দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সর্বাভ্যো গৃহ্নাত্যপেক্ষ বিষতো মন

ইত্যাহ ভ্রাতৃব্যাপনুভ্যো প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বেত্যাহ প্রাণানেষ

যজ্ঞমানে দধাতি তস্মৈ ত্বা প্রজাপত্যে বিহুদাবে জ্যোতিষ্মতে

জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমি ইত্যাহ প্রজাপতিঃ সর্বা দেবতাঃ

সর্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোত্যাজ্যগ্রহং গৃহ্নীয়াত্তেজস্কামস্ত

তেজো বা আজ্যং তেজস্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহ্নীয়াদ্ধুক্ষ-

বর্চসকামস্য ব্রহ্মবর্চসং বৈ সোমো ব্রহ্মবর্চস্যেব ভবতি

দধিগ্রহং গৃহ্নীয়াৎপশুকামশ্চোথৈ দধ্যর্কপশব উর্জ্জ্ববাস্মা

উর্জ্জ্বং পশুনব রুক্ষে ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-পাঠঃ ।

যাম্ । বৈ । অধ্বর্গাঃ । চ । যজমানঃ । চ । দেবতাম্ । অন্তরিত ইত্যন্তঃ—

ইতঃ । তস্মৈ । এতি । বুশ্যেতে ইতি । প্রাজাপত্যমিতি প্রাজা—পত্যম্ ।

ঋষিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ । সর্গাঃ ।

দেবতাঃ । দেবতাভ্যঃ । এব । নীতি । হুহ্বাতে ইতি । জোষ্ঠঃ । বৈ । এষঃ ।

গ্রহাণাম্ । যন্ত । এষঃ । গৃহতে । জৈষ্ঠ্যম্ । এব । গচ্ছতি । সর্গাসাম্ ।

বৈ । এতৎ । দেবতানাম্ । রূপম্ । যৎ । এষঃ । গ্রহঃ । যস্য । এষঃ ।

গৃহতে । সর্গানি । এব । এনম্ । রূপানি । পশূনাম্ । উপেতি । তিষ্ঠন্তে ।

উপযামগৃহীত ইতুপযাম—গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যয়ে । ঐ ।

জ্যোতিষ্মতে । জ্যোতিষ্মন্তম্ । গৃহামি । ইতি । আহ । জ্যোতিঃ । এব ।

এনম্ । সমানানাম্ । করোতি । অগ্নিজিহ্বেভ্য ইত্যগ্নি—জিহ্বেভ্যঃ । ঐ ।

অতাবুভ্য ইত্যতাবু—ভ্যঃ । ইতি । আহ । এতাবতীঃ । বৈ । দেবতাঃ । তাভ্যঃ ।

এব । এনম্ । সর্গাভ্যঃ । গৃহ্নাতি । অপেতি । ইন্দ্র । দ্বিষতঃ । মনঃ ।

ইতি । আহ । ভাতৃব্যাপমুস্ত্য ইতি ভাতৃব্য—অপমুস্ত্যে । প্রাণায়তি প্র—অনায় ।

হা । অপানায়তাপ—অনায় । হা । ইতি । আহ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ ।

এব । যজমানে । দধাতি । তথৈ । হা । প্রজাপত্য । ইতি প্রজা—পত্যৈ ।

বিভূদাব্ ইতি বিভূ—দাব্ । জ্যোতিয়তে । জ্যোতিয়ন্তম্ । জুহোমি ইতি ।

আহ । প্রজাপতিরিতি প্রজা—পতিঃ । সর্বাঃ । দেবতাঃ । সর্বাভ্যঃ । এব ।

এনম্ । দেবতাভ্যঃ । জুহোতি । আজাগ্রহমিত্যাজা—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । তেজ-

স্বামস্যেতি তেজঃ—কামস্য । তেজঃ । বৈ । আজ্যম্ । তেজস্বী । এব । ভবতি ।

সোমগ্রহমিতি সোম—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । ব্রহ্মবর্চসকামস্তেতি ব্রহ্মবর্চসকামস্য ।

ব্রহ্মবর্চসমিতি ব্রহ্ম—বর্চসম্ । বৈ । সোমঃ । ব্রহ্মবর্চসীতি ব্রহ্ম—বর্চসী । এব ।

ভবতি । দধিগ্রহমিতি দধি—গ্রহম্ । গৃহীয়াৎ । পশুকামস্যেতি পশু—কামস্য ।

উর্ক্ । বৈ । দধি । উর্ক্ । পশবঃ । উর্জা । এব । অশ্বৈ ।

উর্জম্ । পশূন্ । অবোতি । কৃদে ॥ ৯ ॥

যজ্ঞভাষ্যং (সারণীচাৰ্য্য-কৃতং) ।

দধিগ্রহস্ত যো মত্তা অষ্টমে তে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অথ নবমেহম্বাবাকে তে মত্তা ব্যাখ্যাতব্যঃ ।

তত্রাহনৌ দধিগ্রহং বিধত্তে—“যাং বা অধ্বৰ্য্যশ্চ যজ্ঞমানশ্চ দেবতামন্ত্ৰিতস্তত্তা আ বুচেত্যেভে প্রোজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ প্রোজাপতিঃ সৰ্ব্বা দেবতা দেবতাভ্য এব নি হবাত্তে” ইতি । সোমযোগে দেবতাবাহল্যাদধ্বৰ্য্যযজ্ঞমানৌ প্রমাদেন যত্তা দেবতায়্য অন্তরায়ং কুৰ্ব্বাত্তে তত্তা দেবতায়্য উভৌ বিচ্ছিন্নৌ ভবতস্তত্তা দেবতায়্য অপরাধিনাবিত্যর্থঃ । অতোহপরাধ-পরিহারায় প্রোজাপতিদেবতাকং দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ । প্রোজাপতিশ্চ অষ্টম্বাৎ সৰ্বদেবতারূপঃ । অতন্তুস্মৈ গ্রহং দত্তা সৰ্বদেবতাভ্যোহম্বাবাক্যবিত্যেবং নিহুবমপলাপং কুরুতঃ । তেনাপলাপেন দেবতা হেযং যুক্ততি ॥

অস্ত গ্রহস্ত সৰ্বগ্রহেভ্যঃ প্রোথমাং বিধত্তে—“জ্যোষ্ঠো বা এষ গ্রহাণাং যষ্টম্ব গৃহতে জ্যোষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি” ইতি । গ্রহাণাং মধ্যে জ্যোষ্ঠঃ প্রথমভাবী, তস্মাৎ প্রথমং গৃহীয়াদিত্যর্থঃ । যস্ত যজ্ঞমানশ্চৈষ গ্রহঃ প্রথমং গৃহতে স যজ্ঞমানৌ জ্যোষ্ঠ্যমেব গচ্ছতি সৰ্ব্বেষাং যজ্ঞমানানাং মধ্যে মুখ্যত্বং প্রাপ্নোত্যেব ॥

তস্ত গ্রহস্ত প্রোজাপতিদেবতাকত্বং প্রশংসতি—“সৰ্ব্বাসাং বা এতদেবতানাং ৬ রূপং যদেব গ্রহো যষ্টম্ব গৃহতে সৰ্ব্বাণোবৈন ৬ রূপাণি পশুনাপ তিষ্ঠন্তে” ইতি । এষ প্রোজাপতি-দেবতাকো গ্রহ ইতি যদেতৎসৰ্ব্বাসামেব দেবতানাং স্বরূপং, প্রোজাপতেঃ সৰ্বদেবতাকত্বাৎ । অতো যস্ত যজ্ঞমানশ্চৈষ গৃহত এনং যজ্ঞমানং পশুনাং সৰ্ব্বাণি রূপাণি গবাখাদীনী প্রাপ্নুবন্তি ॥

অত্র গ্রহমন্ত্ৰস্ত পূৰ্ব্ভাগে জ্যোতিৰ্কিংশেষণং প্রশংসতি—“উপযামগৃহীতোহসি প্রোজাপতয়ে ত্বা জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং গৃহ্মামীত্যাহ জ্যোতিরেবৈন ৬ সমানানাং কৰোতি” ইতি । এনং যজ্ঞমানং সমানাং মধ্যে জ্যোতিরেব তেজোযুক্তমেব কৰোতি ॥

উত্তরভাগে প্রোজাপত্যবয়বভূতানাং দেবতানাং প্রতিপাদকান্ত্ৰিগ্নিজ্বেভ্য ইত্যাদীনী নবসংখ্যাকানি চতুর্থান্তপদানি, তেষাং তাৎপর্য্যং সংগৃহ্য দৰ্শয়তি—অগ্নিজ্বেভ্যাক্ত্বাভ্যুভ্য ইত্যাহৈ-তাবতৌৰ্কে দেবতাস্তাভ্য এবৈনং সৰ্ব্বাভ্যো গৃহ্নাতি” ইতি ।

হরণমন্ত্ৰগতস্তাপজহীতেত্যস্ত তাৎপর্য্যং দৰ্শয়তি—“অপেক্ষ্য দ্বিষতো মন ইত্যাহ ত্রাতৃব্যাপন্নন্তো” ইতি ॥

হোমমন্ত্ৰপূৰ্ব্ভাগেপ্রাণাদিপদতাৎপর্য্যং দৰ্শয়তি—“প্রাণায় স্বাহপানায় স্বেত্যাহ প্রাণানেব যজ্ঞমানে দধাতি” ইতি ॥

প্রোজাপতিপদতাৎপর্য্যং দৰ্শয়তি—“তস্মৈ ত্বা প্রোজাপতয়ে বিভূদাবে জ্যোতিষ্মতে জ্যোতিষ্মন্তং জুহোমীত্যাহ প্রোজাপতিঃ সৰ্ব্বা দেবতাঃ সৰ্ব্বাভ্য এবৈনং দেবতাভ্যো জুহোতি” ইতি । এনং দধিগ্রহম্ ॥

অত্র কামান্ শুণবিশেষাঃস্মীদ্বিধত্তে—“আজ্যগ্রহং গৃহীয়াত্তেজস্কামস্ত তেজো বা আজ্যং তেজস্যেব ভবতি সোমগ্রহং গৃহীয়াৎসুৰ্ব্বকসকামস্ত ব্রহ্মবৰ্হসং বৈ সোমো ব্রহ্ম-বৰ্হশ্চৈব ভবতি দধিগ্রহং গৃহীয়াৎ পশুকামস্তোঽথৈ দধাকু পশব উৰ্জ্জ্বান্না উৰ্জ্জ্বং পশুনব রুকে ॥” ইতি ॥ স্পষ্টোহর্থঃ ॥

অত্র মীমাংসা ।

চতুর্থাধারস্ত চতুর্থপাদে চিত্তিতম্—নিত্যনৈমিত্তিকং বা নিত্যতৈব দধিগ্রহে ।
দেবাস্তরারামৈষ্ঠ্য্য্যচ্চ ত্রাদন্তোভররূপতা ॥ নিমিত্তব্রহ্মতিনোহত্র যদিষদ্যদ্যো নতি ।
অতোহস্ত ন নিমিত্তং কেবলা নিত্যতোচিতা ॥

জ্যোতিষ্টোমে শ্রুতং—“বাং বৈ কাঞ্চিদধ্বর্গ্যজমানশ্চ দেবতাস্তরিতস্তস্তা অ্যুশ্যেতে
যং প্রাজাপত্যং দধিগ্রহং গৃহ্নাতি শময়তেবৈনাম্” ইতি । সোহং দধিগ্রহো নিত্যো নৈমিত্তিক-
শ্চেত্যুভয়াত্মকঃ । কূতঃ । আকারধ্বসম্ভাব্যং । দেবতাস্তরায়ণে তদেবতাকোভমুপগতস্ত গ্রহেণ
সমাধানাভিধানাদস্তরায়ো নিমিত্তং গ্রহো নৈমিত্তিক ইতি প্রতিভাতি । তথা জ্যোষ্ঠ্যমাত্মম্—
“জ্যোষ্ঠ্যো বা এষ গ্রাহ্যাম্” ইতি । জ্যোষ্ঠ্যং নাম প্রশস্তং, তচ্চ নিত্যং সত্যুপপত্তং ।
নৈমিত্তিকস্ত পাক্ষিকত্বাদপ্রশস্তত্বম্ । তস্মাক্কেতুদ্বয়বলাদুভয়াত্মক ইতি চেদ্রৈবম্ । দেবতাস্ত-
রায়স্তানিমিত্তত্বাৎ । নিমিত্তং যদিষদ্য উপবধ্যত, সপ্তমা বা শ্রুতং, যজ্ঞকো বাহস্তরায়কত্রোর-
ধ্বর্গ্যজমানয়োঃ সামান্যিকরণেন প্রযুক্তোত । “যদি রথস্তরসামা সোমঃ ত্রাদৈজ্ঞবায়বগ্রান্
গৃহ্নীয়াস্তিহে জুহোতি যো বৈ সপ্তংসরমুখ্যমভূত্বাহিং চিহ্নতে” ইত্যাদিশু সম্প্রতিপন্ননিমিত্তে
তদর্শনাৎ । তস্মাৎ কেবলনিত্যত্বমেব দধিগ্রহস্তোচিতম্ । দেবতাকোভতৎসমাধানোপস্থাপণে
বিধেয়দধিগ্রহস্ততয়েত্ববাদঃ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়গাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীহ-
সংহিতাভাষ্যে তৃণীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে নবমোহনুবাকঃ ॥ ৯ ॥

• * •

দশমঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । দশমোহনুবাকঃ) ।

স্বৈ ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিধে দ্বিধ্যাদেতে ত্রির্ভবন্ত্যমাঃ । স্বাদেঃ

স্বাদীয়ঃ স্বাহুনা স্বজা সমত উ ষু মধু মধুনাহভি যোধি । উপযাম-

গৃহীতোহসি প্রজাপত্যে স্বা । জুষ্ঠং গৃহ্নাম্যে তে

যোনিঃ প্রজাপত্যে স্বা । প্রাণগ্রহান্গৃহ্নাত্যেতাংস্বা অস্তি



যাবদেতে গ্রাহাঃ স্তোমাশ্চন্দাংসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবাস্তি তৎ

অবরুদ্ধে জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামব্রহ্মস্মাতেষাং

সৰ্বা দিশোহভিজিতা অভুবন্যশ্রুতে গৃহস্তে জৈষ্ঠ্যমেব গচ্ছত্যভি

দিশো জয়তি পঞ্চ গৃহস্তে পঞ্চ দিশঃ সৰ্বাষেব দিগ্ধুবন্তি

নবনব গৃহস্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণামেব যজমানেষু দধতি

প্রায়ণীয়ে চোদয়নীয়ে চ গৃহস্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রাহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি

প্রাণৈরুত্তি দশমেহহন্ গৃহস্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রাহাঃ প্রাণেভ্যঃ

শলু বা এতৎ প্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে দশমেহহ-

দ্বামদেব্যং যোনেশ্চ্যবতে যদদশমেহহন্ গৃহস্তে প্রাণেভ্য এব

তৎ প্রজা ন যন্তি ॥ ১০ ॥

পদ-পাঠঃ ।

দে ইতি । ক্রতুম্ । অপীতি । বৃঞ্জন্তি । বিধে । দ্বিঃ । যৎ । এতে । ত্রিঃ ।

ভবন্তি । উমাঃ । স্বাদোঃ । স্বাদীযঃ । স্বাহুনা । স্বজ্জ । সমিতি । অতঃ ।

উ । স্থিতি । মধু । মধুনা । অতীতি । যোধি । উপযামগৃহীত ইত্যুপযাম—

গৃহীতঃ । অসি । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যে । স্বা । জুষ্টম্ । গৃহামি । এবঃ ।

তে । যোনিঃ । প্রজাপত্য ইতি প্রজা—পত্যে । স্বা । প্রাগগ্রহানিতি প্রাগ—

গ্রহান্ । গৃহাতি । এতাবৎ । বৈ । অস্তি । যাবৎ । এতে । গ্রহাঃ । তোমাঃ ।

ছন্দাংসি । পৃষ্ঠানি । দিশঃ । যাবৎ । এব । অস্তি । তৎ । অবৈতি । রুক্মে ।

জ্যোষ্ঠাঃ । বৈ । এতান্ । ব্রাহ্মণাঃ । পুরা । বিধাম্ । অক্ৰনু । তস্মাৎ ।

তেষাম্ । সর্কাঃ । দিশঃ । অভিজিতা ইত্যভি—জিতাঃ । অভুবন্ । যন্ত । এতে ।

গৃহস্তে । জ্যৈষ্ঠ্যম্ । এব । গচ্ছতি । অতীতি । দিশঃ । জয়তি । পঞ্চ ।

গৃহস্তে । পঞ্চ । দিশঃ । সর্কাস্থ । এব । দিহু । ঋত্বন্তি । নবনবেতি নব—নব । গৃহস্তে ।

নব । বৈ । পুরুষে । প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ । প্রাণানিতি প্র—অনান্ । এব ।

যজ্ঞমানেষু । দধতি । প্রায়ণীয় ইতি প্র—অয়নীয়ে । চ । উদয়নীয় ইত্যাং—

অয়নীয়ে । চ । গৃহস্তে । প্রাণা ইতি প্র—অনাঃ । বৈ । প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—

গ্রহাঃ । প্রাণৈরিতি প্র—অনৈঃ । এব । প্রযজীতি প্র—যজি । প্রাণৈরিতি

প্র—অনৈঃ । উদিতি । যজি । দশমে । অহন্ । গৃহস্তে । প্রাণা ইতি

প্র—অনাঃ । বৈ । প্রাণগ্রহা ইতি প্রাণ—গ্রহাঃ । প্রাণেভ্য ইতি প্র—অনেভ্যঃ ।

খলু । বৈ । এতৎ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । যজি । যৎ । বামদেব্যমিতি বাম—

দেব্যম্ । যোনেঃ । চ্যবতে । দশমে । অহন্ । বামদেব্যমিতি বাম—

দেব্যম্ । যোনেঃ । চ্যবতে । যৎ । দশমে । অহন্ । গৃহস্তে । প্রাণেভ্য

ইতি প্র—অনেভ্যঃ । এব । তৎ । প্রজা ইতি প্র—জাঃ । ন । যজি ॥ ১০ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (সায়ণাচার্য-কৃতং) ।

অনুবাকে তু নবমে দধিগ্রহবিধিঃ ক্রুতঃ । অথ দশমেহ্মবাকে গবাময়নেহতিগ্রাহাঃ
প্রাণগ্রহাশ্চোচ্যন্তে । কল্পঃ—“অতিগ্রাহায়তনে চত্বার্বতিগ্রাহপাত্রাণি প্রতিদিশং নিহিতানি
ভবন্তি মধ্যে পঞ্চমম্” ইত্যুপক্রম্য পঞ্চমপাত্রেহ তত্তম্যগ্নৈগ্রহণাদানে অভিধায়েনমুক্তং
“তানভস্মিন্পাত্রে আনীয় সর্কাসমধ্যম্ গৃহীতি য়ে ক্রতুমপি বৃজন্তি বিশ্ব ইতি” ইতি ॥

পাঠান্ত—“তে কৃতুমপি বৃজন্তি বিধে দ্বিধদেতে ত্রিভবন্ত্যুমাঃ । স্বাদোঃ স্বাদীঃ স্বাদানা স্বজা সমত উ যু মধু মধুনাহি যোদি । উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে তা জুষ্টং গৃহ্মাশ্ব্যে তে যোনিঃ প্রজাপত্যে তা” ইতি । হেহতিগ্রাহ্যে ত্বে ঋয়ি কৃতুমপি বৃজন্তি সৰ্বমপি কৃতুমুদ্বিজঃ সমাপয়ন্তি । গ্রহান্তরেভ্যোহস্ত কো বিশেষ ইতি, তদ্ব্যচ্যে—যদযাং কারণাদ্বিধিবারং ত্রিবারং বেত্যেবং পঞ্চম পাত্রেষু গৃহীতা এতে রসা বিধে সৰ্কেহপ্যুমা রক্ষকা ভবন্তি তস্মাৎ ঋয়ি কৃতোঃ সমাপনং যুক্তম্ । অতস্মমপি স্বাদোরপি রসাতিশয়েন স্বাদু যথা ভবতি তথা স্বাদুনা সংসৃজ সাহুত্বেন সংসর্গং কুরু । অত উ যু অতোহপি স্তুত্ব যথা ভবতি তথা মধু মধুনাহিযোদি মধুনা ভাগং মধুনা ভাগান্তরেণাভিযোদি । য এবং মধুরস উপযামেন পার্থিবপাত্রেণ গৃহীতোহসি প্রজাপত্যে জুষ্টং প্রিয়মিতরপাত্রেভ্য অনীত্যা ত্বং মধ্যমপাত্রে গৃহ্মামি । সোহয়ং গ্রহমন্তঃ । এষ খরপ্রদেশস্তে যোনিস্তব স্থানম্ । অতঃ প্রজাপত্যং ত্বামত্র সাদয়ামি । অনেন মন্ত্ৰেণ গবাময়নস্ত সৰ্বৎসর-সত্রস্তোপাস্ত্যোহি মহাব্রতাত্যোহতিগ্রাহ্যং গৃহ্মায়ান্ ॥

অথ চতুর্থকাণ্ডসমায়ান্তেরয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিশ্চৈব পৃষ্ঠিগ্রহবৎ সোমোন্মানরূপান্ গ্রহাধিবতে—“প্রাণগ্রহান্ গৃহ্মাত্যোতাবধা অস্তি যাবদেতে গ্রহাঃ স্তোমাশ্চন্দাৎসি পৃষ্ঠানি দিশো যাবদেবান্তি তদব রুদ্ধে” ইতি । যথা যৎপূর্ণয়ো গৃহ্মন্ত ইত্যত্র বায়ুরসি প্রাণো নামেত্যাদিভিশ্চৈব সোমোন্মানবিশেষাঃ এব গ্রহা ইত্যুক্তমেবমত্রা পায়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিঃ প্রাণমন্ত্ৰৈঃ সোমোন্মানবিশেষাঃ প্রাণগ্রহা ইত্যুক্ত্যে । তান্ গৃহ্মীয়াং সোমোন্মানং কুর্যাদিত্যর্থঃ । এতে গ্রহা ইতি যাবৎ । এতাবদেবাত্রাপেক্ষিতমন্তি । স্তোমাদ্বিযুৎপঞ্চদশাদয়ঃ । চন্দাংসি গায়ত্র্যা-দীনি । পৃষ্ঠানি মাধ্যন্দিনপবমানানন্তরভাবানি স্তোত্রাণি । দিশঃ প্রাচ্যাভাঃ, ইত্যেতাদৃশং যাবদেবাপেক্ষিতমন্তি তৎসৰ্বমেতৈগ্রহৈরবরুদ্ধে ॥

প্রকারান্তরেণ প্রাণগ্রহান্ প্রশংসতি—“জ্যেষ্ঠা বা এতান্ ব্রাহ্মণাঃ পুরা বিদামক্ৰন্ত-স্মান্তেবাৎ সৰ্বা দিশোহভিজিতা অভুবন্ যত্নেতে গৃহ্মন্তে জ্যেষ্ঠামেব গচ্ছ্যতি দিশো জয়তি” ইতি । যস্মাদেতান্ গ্রহান্ গৃহ্মন্তো ব্রাহ্মণা জ্যেষ্ঠা দিশাং জেতারশ্চাত্ত্বং-স্তস্মাত্ত্যেতে গৃহ্মন্তে স ইতরেভ্যো জ্যেষ্ঠ্যং প্রশস্ত্যমেব প্রাপ্নোতি নানাদিক্ৰবস্থিতাশ্চ পুরুষস্তস্ত ভবন্তি ॥

প্রাণগ্রহপর্যায়ণাং সংখ্যাং বিধত্তে—“পঞ্চ গৃহ্মন্তে পঞ্চ দিশঃ সৰ্বাস্থেব দিক্ষু যুস্তি” ইতি । অয়ং পুরো ভুব ইত্যাদিভিশ্চৈব প্রথমঃ পর্যায়ঃ । অয়ং দক্ষিণা বিশ্বকর্মেত্যাদিভির্দ্বিতীয়ঃ । অয়ং পশ্চাদ্বিষ্যাচা ইত্যাদিভিশ্চ তৃতীয়ঃ । ইদমুত্তরাং স্তবরিত্যাদিভিশ্চ চতুর্থঃ । ইয়মুপরি মতিরিত্যাদিভিঃ পঞ্চমঃ । প্রাচ্যাদয় উক্তান্তাঃ পঞ্চ দিশঃ । তাসু দিক্ষু সৰ্বাস্থেনে পঞ্চবিধগ্রহণেন সমৃদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি ॥

একেকান্মন পর্যায়ো সোমাংস্তসংখ্যাং বিধত্তে—“নবনব গৃহ্মন্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজ্ঞমানেষু বধতি” ইতি । শিরোবস্থিতেষু সপ্তম্ ছিদ্রেবধোবস্থিতয়োশ্চ ষ্ঠম্ ছিদ্রয়োঃ সঞ্চরন্তঃ প্রাণা নবসংখ্যাকাঃ । নবাংস্তগ্রহণেন তান্ যজ্ঞমানেষু স্থাপয়তি ।

অত্র গ্রহণস্ত কালং বিধত্তে—“প্রায়ণীয়ে চৈদয়নীয়ে চ গৃহ্মন্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেব প্রযন্তি প্রাণৈরুদন্তি” ইতি । সৰ্বৎসরসত্রস্ত প্রথমমহঃ প্রায়ণীয়ং চরমমহঃ চরয়নীয়ং

তয়োক্তয়োঃ গৃহীয়াৎ । তথা সতি তেবাং গ্রাহাণাং প্রাণরূপদ্বাং প্রাণৈরেব সংবৎসরমুক্ৰম্য
প্রাণৈরেব সমাপিতবন্তো ভবন্তি ॥

কালান্তরং বিধত্তে—“দশমেহন্ গৃহ্ষ্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণেভ্যঃ খলু বা
এতৎপ্রজা যন্তি যদ্বামদেব্যং যোনেশ্চাবতে দশমেহস্যামদেব্যং যোনেশ্চাবতে যদশমেহন্ গৃহ্ষ্তে
প্রাণেভ্য এব তৎ প্রজা ন যন্তি” ইতি । সংবৎসরমুক্ৰম্য দ্বাদশাহবিকৃতিত্বাতদীয়াস্ত্রাহাশ্চ
প্রযোক্তব্যানি । তেষু যদশমমহন্তস্মিন্ প্রাণগ্রহান্ গৃহীয়াৎ । বামদেব্যাত্ত সায়ঃ কয়া
নশ্চিত্র আ ভুবনিত্যেবা যোনিঃ । দশমেহনি তু তাং বোনিং পরিত্যজ্যাত্তাস্মৃচি
তৎসাম গীয়তে । তথা সতি বামদেব্যং স্বযোনেশ্চাবত ইতি যৎ, এতেনাপরাধেন প্রজাঃ
প্রাণেভ্যো যন্ত্যপগচ্ছন্তি । তত্র প্রাণগ্রাহাণাং প্রাণরূপদ্বাদশমেহনি তেবাং গ্রহণেন প্রজাঃ
প্রাণেভ্যো নাপগচ্ছন্তি ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“ত্বে গবাম্বয়নে পাত্রেহতিগ্রাহগ্রহণং ভবেৎ । অয়ং পুরো ভুবঃ
প্রাণগ্রাহাণাং পঞ্চ মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥ সোমাংশবো নব নব গ্রাহাঃ পর্যায়পঞ্চকে । কয়া নশ্চিত্র
এতত্তা যোনের্ভৃষ্টং তু সাম তৎ । অয়িং নর ইতি হত্ৰ গীয়তে দশমেহনি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিতৈ মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদে য তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠকে দশমোহ্লুবাচকঃ ॥ ১০ ॥

* * *

একাদশঃ মন্ত্রঃ ।

(তৃতীয়ঃ অষ্টকঃ । পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ । একাদশোহ্লুবাচকঃ ।)

প্র দেবং দেব্যা ধিরা ভরতা জাতবেদসম্ । হব্যো নো বক্ষদানুষক্ ॥

অয়ম্ যা প্র দেবযুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে ॥ রথো ন যোরভীষতো

স্থগীবাঞ্চেততি অনা । অয়মগ্নিরুষ্ণাত্যমৃতাদিব জন্মানঃ । সহসশ্চিৎ

সহীয়ান্দেবো জীবাতবে কৃতঃ ॥ ইড়য়াস্ত্রা পদে বয়ং নাভা

পৃথিব্যা অধি । জাতবেদো নি ধীমহ্মে হব্যায় বোত্বে ॥ অগ্নে

বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরুর্গাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ । কুলা-

য়িনং স্নতবন্তঃ সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু ॥ সীদ হোতাঃ

স্ব উ লোকে চিকিৎসান্ৎসাদয়া যজ্ঞঃ স্কৃতস্য যোনে । দেবাবী-

র্দেবান্ হবিষা যজাস্যগ্নে বৃহদযজমানে বয়ো ধাঃ ॥ নি হোতাঃ

হোতৃষদনে বিদানস্তুযো দীদিবাঃ অসদং স্তদক্ষঃ । অদক্কব্রত-

প্রমতির্বসিষ্ঠঃ সহস্রম্বরঃ শুচিজিহ্বা অগ্নিঃ ॥ ত্বং দূতত্বম্ উনঃ

পরম্পাস্ত্বং বস্য আ বুযভ প্রণেতা । অগ্নে তোকস্ত নন্তনে

তনু নামপ্রযুচ্ছন্দীত্ত্বোধি গোপাঃ ॥ অভি ত্বা দেব সবিতরী-

শানং বার্য্যাগাম্ ॥ সদাহবন্ ভাগমীমহে ॥ মহী ছোঃ পৃথিবী চ

ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্ । পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ স্বামিণে

পুষ্করাদধ্যাক্ষা নিরমস্থত । মুর্দ্ধে বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ তমু

ত্বা দধ্যঙ্ডাষঃ পুত্র ঈধে অথর্কবণঃ । ব্রত্ৰহণং পুরন্দরম্ ॥ তমু

ত্বা পাথ্যো বুযা সমীধে দম্ব্যহন্তমম্ । ধনঞ্জয়ং রণেরণে ॥

উত ব্রুবন্ত জন্তব উদগির্ব্রত্ৰাহজনি ধনঞ্জয়ো রণেরণে ॥

আ যৎ হস্তে ন খাদিনং শিশুং জাতং ন বিভ্রতি । বিশা-

মগ্নিৎ স্বধরম্ ॥ প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বস্তবিত্তমম্ ।

আ স্বে যোর্নো নি যীদতু ॥ আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং

শিশীতাতিথিম্ । স্তোন আ গৃহপতিম্ ॥ অগ্নিনাহগ্নিঃ সমিধ্যতে

কবির্গৃহপতিযুবা । হব্যবাত্ জুহোত্বা ॥ ত্বং হগ্নে অগ্নিনা বিপ্রো

বিপ্রেন সনুৎসতা । সখা সখ্যা সমিধ্যসে ॥ তং মর্জয়ন্ত

ক্ৰতুং পুরোযাবানমাজিষু । শ্বেষু ক্ষয়েষু বাজিনম্ ॥ যজ্ঞেন

যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ । তে হ নাকং

মহিমানঃ সচন্তে যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১১ ॥

পূর্ণর্ষয়োহগ্নিনা দেবেন যে দেবাঃ সূর্য্যঃ সং স্বা বষ্টিকারঃ স খদির

উপযামগৃহীতোহসি যাং বৈ ত্বে ক্রতুং প্র দেবমেকাদশ ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-পাঠঃ ।

প্রেতি । দেবম্ । দেব্যা । ধিরা । ভরত । জাতবেদসমিতি জাত—বেদসম্ ।

হব্যা । নঃ । বক্ষৎ । আয়ুষক্ । অয়ম্ । উ । স্তঃ । প্রেতি । দেবয়ুরিতি

দেব—য়ুঃ । হোতা । যজ্ঞায় । নীয়তে । রথঃ । ন । ঘোঃ । অভীবৃত

ইত্যভি—বৃতঃ । স্বণীবান্ । চেততি । অনা । অয়ম্ । অগ্নিঃ । উরুম্বতি ।

অমৃতাত্ । ইব । অশ্বনঃ । সহসঃ । চিং । সহীয়ান্ । দেবঃ । জীবাতবে ।

রুতঃ । ইড়ায়াঃ । ঝা । পদে । বয়ম্ । নাভা । পৃথ্বীয়াঃ । অধি । জাতবেদ

ইতি জাত-বেদঃ । নীতি । ধীমহি । অগ্নে । হব্যায় । বোঢবে । অগ্নেঃ ।

বিশ্বেভিঃ । স্বনীকেতি স্ব-অনৌক । দেবৈঃ । উর্গাবস্তমিত্যুর্গা-বস্তম্ । প্রথমঃ ।

সীদ । যোনিম্ । কুলায়িনম্ । দ্বতবস্তমিতি দ্বত-বস্তম্ । সবিব্রে । যজ্ঞম্ । নয়ঃ ।

যজ্ঞমানায় । সাধু । সীদ । হোতঃ । শ্বে । উ । লোকে । চিকিৎসান্ ।

সাদয় । যজ্ঞম্ । সুরুতশ্চেতি স্ব-রুতস্ত । যোনৌ । দেবাবীরিতি দেব-

অবীঃ । দেবান্ । হবিষা । যজ্ঞাসি । অগ্নে । বুহং । যজ্ঞমানে । বয়ঃ । ধাঃ ।

নীতি । হাতা । হোতৃষদন ইতি হোতৃ-সদনে । বিদানঃ । জ্বেষঃ । দীদিবান্ ।

অসদং । সুদক্ষ ইতি স্ব-দক্ষঃ । অদকব্রতপ্রমতিরিত্যদকব্রত-প্রমতিঃ । বসিষ্ঠঃ ।

সহস্রস্তর ইতি সহস্রং-স্তরঃ । গুচিজিহ্ব ইতি গুচি-জিহ্বঃ । অগ্নিঃ । ষ্ম । দূতঃ ।

ষ্ম । উ । নঃ । পরশ্পা ইতি পরঃ-পাঃ । ষ্ম । বস্তঃ । এতি । বুধত । প্রণেতেতি

প্র-নেতা । অগ্নে । তোকস্ত । নঃ । তনে । তনুনাং । অপ্রযুক্তমিত্যপ্র-

যুচ্ছন। দীপ্তং। বোধি। গোপা। ইতি গো—পাঃ। অভীতি। জা। দেব।

সবিতঃ। ঈশানম্। বাধ্যাণাম্। সঙ্গা। অবন। ভাগম্। উমহে। মহী।

জ্যৈঃ। পৃথিবী। চ। নঃ। ইমম্। যজ্ঞম্। মিমিক্তাম্। পিপ্তাম্। নঃ।

ভরীমভিরিতি ভরীম—ভিঃ। স্বাম্। অগ্নে। পুরুষাং। অধীতি। অথর্ক্য।

নিরিতি। অম্বত। সূক্তঃ। বিশ্বত। বাবতঃ। তম্। উ। জা। দধ্যত্।

ঋষিঃ। পুত্রঃ। ঈধে। অথর্কণঃ। বৃত্রহণমিতি বৃত্র—হনম্। পুরন্দরমিতি

পুরা—দরম্। তম্। উ। জা। পাথ্যঃ। বুধা। সমিতি। ঈধে। দস্যহস্ত-

মিতি দস্য—হস্তম্। ধনঞ্জয়মিতি ধনং—জয়ম্। রণেরণ ইতি রণে—রণে।

উত। ক্রবন্ত। জন্তবঃ। উদিতি। অগ্নিঃ। বৃত্রহেতি বৃত্র—হা। অজনি।

ধনঞ্জয় ইতি ধনং—জয়ঃ। রণেরণ ইতি রণে—রণে। এতি। যম্। হস্তে। ন।

খাদিনম্। শিশুম্। জাতম্। ন। বিদ্রতি। বিশাম। অগ্নিম্। স্বপ্নরমিতি

স্ব—অধ্বরম্ । প্রেতি । দেবম্ । দেববীতয় ইতি দেব—বীতয়ে । ভরত । বসু-

বিস্তমমিতি বসুবিং তমম্ । এতি । শ্বে । যোনো । নীতি । দীদতু । এতি ।

জাতম্ । জাতবেদসীতি জাত—বেদসি । প্রিয়ম্ । শিশীত । অতিথিম্ । শ্রোনে ।

এতি । গৃহপতিমিতি গৃহ—পতিম্ । অগ্নিনা । অগ্নিঃ । সমিতি । ইধ্যতে ।

কবিঃ । গৃহপতিরিত গৃহ—পতিঃ । যুবা । হব্যবাডিতি হব্য—বাট্ । জুহ্বাস্য

ইতি জুহ—আস্যঃ । ত্বম্ । হি । অগ্নে । অগ্নিনা । বিপ্রঃ । বিপ্রং । সন্ ।

সতা । সখা । সখ্যা । সমিধ্যাস ইতি সম—ইধ্যাসে তম্ । মৰ্জ্জয়ন্ত । সূক্রতু-

মিতি স্ব—ক্রতুম্ । পুরোযাবানমিতি পুরঃ—যাবানম্ । আজিষু । শ্বেষু । ক্ষয়েষু ।

বাজিনম্ । যজ্ঞেন । যজ্ঞম্ । অযজন্ত । দেবাঃ । তানি । ধর্ম্মাণি । প্রথমানি ।

আসন্ । তে । হ । নাকম্ । মহিমানঃ । সচন্তে । যত্র ।

পূর্বে । সাধ্যাঃ । সন্তি । দেবাঃ ॥ ১ ॥

মন্ত্রভাষ্যঃ (সায়ণাচার্য্য কৃতং) ।

অতিগ্রাহ্যপ্রাণনামগ্রহা দশম ঈত্ৰিতাঃ । অধিকারণে পাণ্ডকচৌত্রোপযোগিমজ্জা উচ্যতে ।
তত্র ত্রাঙ্গগ্ৰহণে তৃতীয়কাণ্ডে ষষ্ঠপ্রপাঠকেহঞ্জস্তি স্বামধ্বরে দেবরক্ত ইত্যত্র পাণ্ডকচৌত্রমজ্জাঃ
প্রায়োগোক্তাঃ । অবশিষ্টান্ত মজ্জা ইহাভিধীয়তে । তত্রাষ্ট্ৰিংশৈকন্তরবেদিং প্রত্যাখ্যৈ প্রণয়েৎ ॥

তেষু প্রথমমজ্জমাহ—“প্র দেবং দেব্যা বিয়া তরতা জাতবেদসম্ হব্যং নো বক্ষদামুযক্”
ইতি । হে ঋত্বিগ যজমানা জাতবেদসমুৎপন্নস্ত জগতো বেদিতারং দেবং দেব্যা প্রকাশরূপয়া
বিবেকযুক্তয়্য বিয়া প্রকর্ষণে ভরত পোষয়ত । সোহপি জাতবেদা আমুযগমুযক্ আদরযুক্তো
নোহস্মাকং হব্যং বক্ষক্ববীংষি বহতু ॥

অথ দ্বিতীয়মজ্জমাহ—“অয়ম্ য্য প্র দেবয়ুর্হোতা যজ্ঞায় নীয়তে । রথো ন যোরজীযতো
য়ুগীবাঞ্চেততি অ্যান” ইতি । অয়মেব শুঃ সোহগ্নির্য়জ্ঞার্থমুত্তরবেদিং প্রতি প্রকর্ষণে নীয়তে ।
কীদৃশোহগ্নিঃ, ধ্রুবানায়ন ইচ্ছতীতি দেবয়ুঃ । হোতা হোমস্ত নিষ্পাদকঃ । রথো ন যোঃ,
রথ ইব স্বয়িতা পৃথক্কর্তা, যথা রথঃ স্বশিরারূঢ়ে পুরুষঃ ভূমিষ্ঠেভ্যঃ পৃথক্কৃত্য গ্রামে নয়তি
তথাহয়মগ্নিঃ স্বশিন্ হতং হবিরিতরেভো হবির্ভ্যঃ পৃথক্কৃত্য দেবেষু নয়তি । অজীযতো
যজমানৈরাভিযুযোয় স্বীকৃতঃ । যুগীবানু শির্যুকঃ । তাদৃশোহগ্নিস্ত্রানা চেততি স্বয়মেব
যজমানভক্তিং জানাতি ॥

তৃতীয়মজ্জপাঠস্ত—“অয়মগ্নিরুগ্মত্যাযুতাদিবি জ্ঞানঃ । সহসশিৎ সহীয়ান্বেবো জীবাতবে
কৃতঃ” ইতি । অয়ং প্রাণীয়মণোহগ্নির্জ্ঞানো জন্মাত্রেণোকৃণ্ডতি প্রবুদ্ধো ভবিতুমিচ্ছতি ।
অমৃতাদিবি, যথা পীতেনামৃতেন মরণরহিতঃ প্রবর্ততে তদ্বৎ । কিঞ্চায়ং দেবো জীবাতবে
জীবনৌষধায় সহসশিৎ সহীয়ান্ কৃতো বলবতোহপ্যতিপ্রবলঃ কৃতঃ । যদাহয়মগ্নিঃ
প্রবলো ভবতি তদা স্বয়মপি বিনাশরহিতো জীবতি যজমানমপি যজ্ঞনিষ্পাদনেন
জীবরহীত্যর্থঃ ॥

চতুর্থমজ্জপাঠস্ত—“ইড়ায়াত্বা পদং বয়ং মাতা পৃথিবা অধি । জাতবেদো মি ধীমহগ্নে
হব্যায় বোঢ়বে” ইতি । হে জাতবেদোহগ্নে হব্যায় বোঢ়বে হবীংষি বোহুং স্বাং বয়ং
ধীমহি নিকরায় স্থাপয়ামঃ । কুত্রোতি তত্তচ্যতে—“পৃথিবা অধুপরি নাতা নাভিসদৃশ আহব-
নীয়ায়তনে । তজ্জাহরতনমিড়াপদসদৃশং যথা গোকপায়া ইড়ায়াঃ পদং স্তুতযুক্তং তথেষৎ
স্তুতাহতিযুক্তং, তাদৃশে স্থানে স্থাপয়ামঃ ॥

পঞ্চমমজ্জপাঠস্ত—“অগ্নে বিধেভিঃ স্বনীক দেবৈরুর্ণাবস্তং প্রথমঃ সীদ যোনিম্ কুলায়িনং
স্বতবস্ত” সবিদ্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু” ইতি । বিধেভির্দেবৈঃ স্বনীক সর্বেহপি দেবা
অস্ত সেনারূপান্তাদৃশ হেহয়ে প্রথমো দেবানাং মধ্যে মুখ্যত্বং যোনিং সীদ স্থানং প্রাপ্তুহি ।
কীদৃশং যোনিম্ ? উর্ণাবস্তং, যথা কঙ্কলাস্তরগোপেতো দেশো যুক্তস্তথাহয়ং সেব্যস্তাদৃশং,
কুলায়িনং যথা দক্ষিণাং নীড়ঃ সম্যক্ নির্মিত এবময়মপি তাদৃশং, স্বতবস্তং স্তুতাহত্যাধায়ভূতম্ ।
যদাহবনীয়াথ্যং কুলায়োপেতং স্তুতাহতিযুক্তং যজ্ঞং সবিদ্রেহমৃষ্ঠাত্রে যজমানায় সাধু নয় সম্যক্-
সমাশ্ৰিতং গময় ॥

ষষ্ঠমজ্জমাহ—“সীদ হোতঃ স্ব উ লোকে চিকিৎসানুসাদয়া যজ্ঞং হৃকৃতস্ত যোনৌ । দেবাবী-

‘দেবান্ হবিষা যজ্ঞান্ত্রে বৃহদ্বজ্ঞমানে বয়োঃ ধাঃ’ ইতি। হে হোতৃহোমনিষ্পাদক চিকিৎসান-
ভিজ্ঞস্বং স্বকীয়স্থান উত্তরবেদিকরূপে সীদোপবিশ যজ্ঞঃ চেমং সূকৃত্ত্বা যেনো পুণ্যকৰ্মণো
যোগ্যস্থানে সাদয় স্থাপয়। দেবাস্থেতি কাময়ত ইতি দেবাবীর্দেবপ্রিয়ং ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ব
দেবান্ কনিষা যজ্ঞাসি পুজয়সি। হেহং যজ্ঞমানে বৃহদ্বজ্ঞো ধা দীর্ঘমায়ুঃ স্থাপয় ॥

সপ্তমমন্ত্রমাহ—“নি হোতা হোতৃষদনে বিদানস্বেষো দীদিবা৷ অসদং সূদক্ষঃ। অদকৃত্ত-
প্রমতির্কনিষ্ঠঃ সহস্রস্তরঃ শুচিজিহ্বাঃ কথিঃ” ইতি। হোতৃষদনে হোমনিষ্পাদকস্ত যোগ্যস্থান
উত্তরবেদিকরূপেহরময়িতরামসদং সমাঙপাঠিবান্। কীদৃশোহধিঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতাঃ
ঐবদানঃ স্থানাভিজ্ঞঃ। ত্বেনো দীপ্তমান্। দীদিবান্দেবেভ্যো হবিষো দাতা। সূদক্কেহতা সূকৃশলঃ।
সদকৃত্তপ্রাতিরিহংসিতে কধ্বণি প্রকৃষ্টাঃ স্তিৰ্যন্ত স তথাবিধঃ। বসিষ্ঠোহতিশয়েন বাসয়িতা।
সহস্রসংখ্যাকানি চবীংষি ভরতি পোষয়তীতি সহস্রস্তরঃ। শুচিঃ শুদ্ধা হোমযোগ্যা জিহ্বা
জ্বালা যজ্ঞাসৌ শুচিজিহ্বাঃ ॥

অষ্টমমন্ত্রমাহ—“স্বং দূতস্বমু নঃ পরম্পাস্বং যন্ত আ বৃষত প্রণেজ। অগ্নে তৌকন্ত নন্তনে
তনুনাং প্রযুক্তদীক্ষাধো গোপাঃ” ইতি। হেহং স্বং দেবানাং দূতোহসি। অগ্নিদেবানাং
দূত আসীদিতি শ্রুতান্তরাৎ। স্বমু নঃ পরম্পাস্বঃমবাস্তাকমতিশয়েন পালকঃ। স্বং বন্তস্বমে-
বাস্মিন্ কধ্বণি নিবাসযোগ্যঃ। হে বৃষত দেবশ্রেষ্ঠ, আ প্রণেতা তমেবাহংসত্য বাগস্য প্রবর্তকঃ,
তো কস্তাসদপত্যস্ত তনুনাং তনে শরীরগাং বিস্তারয়েৎপ্রযচ্ছন্ প্রমাদমকুরুদীক্ষতমোনি-
বারণেন দীপয়ন্। অথবা দেবেভ্যো হবির্দানো গোপাঃ পালকঃ সম্বোধি বুধ্যতাপ্রমত্তো
স্তবেত্যর্থঃ। এতেহষ্টৌ মনো উত্তরবেদিং প্রত্যগ্নিপ্রণয়নকালে হোতা পঠনীয়্যঃ ॥

অথাগ্নিমন্ত্রে পঞ্চ মন্ত্রাঃ পঠনীয়্যঃ। তত্র প্রথমং মন্ত্রমাহ—“অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং
বার্ঘাণাম্। সন্যহবন্ ভাগমীমহে” ইতি। হে সবিতর্দেব প্রেরক পরমেশ্বর বার্ঘাণাং
নিবারণীগাণাং ষিষ্টানামীশানং বিনিবারণে সমর্থং স্বামতি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ। সন্যহবন্ সর্কদা
হে রক্ষক ভাগং ভজনীয়মগ্নিমীমহে ত্বংপ্রদাদাৎ প্রাপ্তুম্ ॥

অথ দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—“মহী ছোঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্তাম্। পিপৃতাং নো
ভরীমভিঃ” ইতি। মহতী ছোঃ পৃথিবী চেত্যেতে উতে নোহস্মদীয়মিমং যজ্ঞং মিমিক্তামাজ্য-
হোমাদিভির্দ্রবদ্রব্যৈঃ সেকুমিচ্ছাং কুরুতাম্। তরীমভিভরণেনোহস্মান্ পিপৃতাং পুরয়তাম্ ॥

অথ তৃতীয়ঃ—“স্বামগ্নে পুঙ্করপর্ধ্যধ্বা নিরমহুত। সূর্ধো বিশ্বস্ত বাঘতঃ” ইতি। হেহং-
হৃৎকর্ধ্যাধ্বাধিঃ পুঙ্করপর্ধ্যাধিঃ পদ্মপত্রস্তোপরি ত্বাং নিরমহুত নিঃশেষেণ যজ্ঞিতবান্। অত এব পঞ্চম-
কাণ্ডে ব্রাহ্মণমায়াতম্—“পুঙ্করপর্থে ছেনসুপশ্রিতমবিন্দৎ” ইতি। কীদৃশাং পুঙ্করাং। সূর্ধ-
উত্তমাস্তবং প্রশস্তাৎ। বিশ্বস্ত বাঘতঃ সর্কস্ত জগতো বাহকাৎ। ইদং হি পুঙ্করপর্ধ্যাধিমহন-
ষজ্ঞনিষ্পাদনাদিহারা সর্কং জগদ্বিকৃত্তি ॥

অথ চতুর্থঃ—“তমু ত্বা দধ্যাত্ত্বিঃ পুয় জৈধে অথর্কণঃ। বৃজহণং পুরন্দরম্” ইতি।
হেহংহৃৎকর্ধ্যঃ পুত্রো দধ্যাত্ত্বনামক ঋষিতমু ত্বেধে তমু ত্বাং প্রাণালিতবান্। কীদৃশং ত্বাং, বৃজহণং
বৈরিবিনাশনং পুরন্দরং কুদ্রুপেণাস্তরসৎকিনাং ত্রয়াণাং পুরাণাং বিদারয়িতারম্ ॥

অথ পঞ্চমঃ—“তমু ত্বা পাথ্যো বুধা সমীধে দধ্যাহস্তমম্। ধনজয়৷ য়ণেরণে” ইতি। হেহং

পাথানামকঃ কশ্চিদ্বিতমুতা সমীধে তমেব হোতঃ সম্যক্ প্রজলিতবান্ । কীদৃশঃ পাথ্যঃ ।

শ্রেষ্ঠঃ । কীদৃশঃ হোতঃ, দক্ষ্যহস্তমং তত্ত্বরাণামতিশয়েন হস্তারম্ । রণেরণে ধনঞ্জরং তেযুঃ তেযুঃ সংগ্রামেযু ধনস্ত জেতারম্ ॥

অথ বহৌ জাতঃ ঋগ্‌বয়ং হোতা পঠেৎ । তত্রেয়ং প্রথমা—“উত ক্রবন্তঃ জন্তব উদগিরী-
ত্রহাহজনি । ধনঞ্জরো রণেরণে” ইতি । উত জন্তবঃ সর্দর্হপি প্রাপিনঃ পরম্পরমেবং ক্রবন্তঃ ।
কিমিতি, অগ্নিরদজনীতি । কীদৃশোহগ্নিঃ । বৃত্রহা শক্রবাতী রণেরণে ধনঞ্জয়শ্চ ॥

অথ দ্বিতীয়া—“আ যং হস্তে ন খাদিন ৬ শিতং জাতং ন বিলতি । বিশামগ্নিঃ স্বধ্বরম্”
ইতি । খাদিনং হবিষাং ভক্ষকম্ । যমগ্নিঃ হস্তে ন পাণাবিব কস্মিন্শিৎ পাত্ৰ আবিলতি আ-
নিধানাদ্ভিজো ধারয়ন্তি । কমিব । জাতং শিতং ন সত্ত্বঃ সমুৎপন্নং শিতমিব । কীদৃশমগ্নিঃ
বিশাং স্বধ্বরং প্রজানং সমাগহিংসকম্ । তমগ্নিঃ পুরতঃ পশ্চাম ইতি শেষঃ ॥

অস্তায়ে পূর্বাগ্নিনা সহ মেলনে প্র দেবমিত্যাত্মাঃ বড়্‌চো হোতা পঠেৎ । তত্র প্রথমমাহ—
“প্র দেবং দেববীত্যে ভরতা বহুবিন্তমম্ । আ স্বে যোনৌ নি বীদতু” ইতি । দেববীত্যে
দেবানাং হবিঃস্বাদনায় দেবং দীপ্তিমন্তমগ্নিং ভরত হে ঋত্বিজঃ প্রকর্ষণে পোষয়ত । কীদৃশং
দেবং, বহুবিন্তমতিশয়েন হবির্লক্ষণনাভিজম্ । স চ দেব আগত্য স্বে যোনৌ পূর্বাগ্নিরূপে
স্বকোষে স্থানে নিবীদতু নিতরামুপ সমৌপে এবিষ্টৌ ভবতু ॥

দ্বিতীয়মাহ—“আ জাতং জাতবেদসি প্রিয় ৬ শিশীতাতিথিম্ । স্তোন আ গৃহপতিম্”
ইতি । হে ঋত্বিজ ইদানৌ জাতং প্রিয়মতিথিকপমেনমগ্নং পূর্বমেব স্থিতে জাতবেদসি শিশীত-
শয়ানং কুরুত । কীদৃশে জাতবেদসি । স্তোনে স্বরূপে । কাদৃশং জাতম্, আ গৃহপতিং সর্কতোঃ
গৃহস্ত পালকম্ ॥

তৃতীয়মাহ—“অগ্নিনাহগ্নিঃ সমিধাতে কবিগৃহপতিধ্বা । হব্যাবাজুহ্বাস্যঃ” ইতি ॥
পূর্বাগ্নিস্থেনাগ্নিনা সহোদানামানৌতোহাগ্নঃ সমিধাতে সম্যক্ প্রজাণ্যতে । কীদৃশোহগ্নিঃ, কবি-
র্গিবান্ । গৃহপতিগৃহস্ত পালয়িতা । যুবা নিত্যতরুণঃ । হব্যং বহতীতি হব্যবাত্ । জুহুয়ে-
বাহস্তং মুখ্যং যস্তাসৌ জুহ্বাস্তঃ ॥

চতুর্থীমাহ—“ত্ব ৬ হুয়ে অগ্নিনা বিপ্রো বিপ্রং সন্তংসতা । সখা সখ্যা সমিধাসে” ইতি ॥
হে নৃতনায়ে স্বং পূর্বেনাগ্নিনা সহ সম্যক্ প্রজালাসে । কীদৃশম্ । বিপ্রো ব্রাহ্মণজাত্যভি-
মানী সমিধাশরাহিত্যে সর্দর্হবস্থিতঃ সখা সাখবদিতরগ্নিরগ্নৌ প্রীতিযুক্তঃ । কীদৃশোনাগ্নিনা
বিপ্রং সতা সখ্যা চ ॥

পঞ্চমীমাহ—“ভং মর্জয়ন্ত স্ক্রজতুং পুরো যাবানমাজিষু । স্বেযু ক্লেষু বাজিনম্” ইতি ॥
হে ঋত্বিকস্তমিষং মতিমগ্নিং মর্জয়ন্ত শোধরত । কীদৃশং, স্ক্রজতুং স্ক্রজ ক্রতুনিপাতকম্ ।
আজিষু সংগ্রামেযু পুরো যাবানং পুরতো গন্তারম্ । স্বেযু ক্লেষু, বজ্রমনিমন্তকযু
স্বকৌয়গ্লেষু বাজিনময়সম্পাদকম্ ॥

ষষ্ঠীমাহ—“যজেন বজ্রমযজন্ত দেবাত্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমাত্তান্ । তেহ নাকং বহিমদনং
সচন্তে বজ্র পূর্বে সাধ্যাঃ সক্তি দেবাঃ” ইতি । দেবা দেবত্বং প্রাপ্যো যজমানা যজেন বজ্র-
স্বাধনেন নৃতনেনাগ্নিনা সহ বজ্রং বজ্রসাধনং পুরাতনমগ্নিমযজন্ত পুজিতবন্তঃ । তানি মিত্তানি

অগ্নিঘরসাধানি ধর্ম্মানি কর্ম্মানি মুকুতানি প্রথমাত্মাসমুখ্যাশ্রুতবন্ । তে হ মহিমানন্তে
খলু মহান্তো যজমানা নাকং সচন্তে স্বর্গং সমবয়ন্তি । যত্র স্বর্গে পূর্বে যজমানাঃ সাধ্যাঃ সাধ্য-
ফলোপেতা দেবাঃ সন্তি যে দেবা ভূত্বা বর্তন্তে, তং নাকং সেবন্ত ইতি পূর্ব্বজ্ঞানস্বরঃ ॥

অত্র বিনিয়োগসংগ্রহঃ—“অর্থ পাস্তকহোত্রস্ত শেষ ঔত্তরবেদিকে । অগ্নিপ্রণয়নে হুষ্ঠৌ
প্র দেবমিতি মন্ত্রকাঃ ॥ ১ ॥ অথাগ্নিহস্তুনে পঞ্চ জ্ঞাতে বহ্নাবুত দ্বয়ম্ । প্র দেহয়োর্ম্মেতনে
ষট্ স্যাম্রজ্ঞা অত্রৈকবিংশতিঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যবিরচিত্তে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়-
সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমপ্রপাঠক একাদশোহম্ববাকঃ ॥ ১১ ॥

• • •

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমোহর্দিং নিবায়য়ন্ ।

শুমর্থাসংচতুরো দেবাদিত্যতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

• • •

ইতি শ্রীমদ্বিত্যতীর্থমহেশ্বরপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবৃক্ষমহারাজ-
ত্নাহজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিত্তে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-
তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়কাণ্ডে পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ ॥ ৩ ॥

• • •

ইতি শ্রীমদ্বিত্যতীর্থমহেশ্বরপরাবতারস্ত শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরস্ত শ্রীবীরবৃক্ষমহারাজ-
ত্নাহজ্ঞাপরিপালকেন মাধবাচার্য্যেণ বিরচিত্তে বেদার্থপ্রকাশে কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-
তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যে তৃতীয়ঃ কাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

— • —

যজুর্বেদ-সংহিতা ।

—ঃ*ঃ—

ক্ৰমঃ-যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়া-সংহিতা ।

—ঃ*ঃ—

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

—*—

মন্ত্র-সূচী ।

অ ।

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
অৗ হোমুচে বিবেষ যন্মা বি ন ইন্দ্রেঽ	২২৪
অগ্নেন্বেবজ্ঞো নি দেবৌর্দেবেভো যজ্ঞমশিবন্ননুংসুযতি	৩১২
অগ্ন আ যাহি বীতয় ইত্যাহ তস্মাৎ	৬৮
অগাহনন্নীদিতা হ যদ্বজ্রয়ানগন্নগ্নিরত্যগ্নাবগ্নিং গময়েন্নিবজ্রমানৗ	১৮১
অগ্নিঃ প্রোভঃসবনে পাত্তান্নানিতি সৗ স্থিতে সবন আহতিং জুহোতি	৩১২
অগ্নিনাহ্নি সমিধ্যতে	৩৩৬
অগ্নিনা দেবেন পৃতনা অয়ামি গায়ত্রেণ ছন্দসা ত্রিবৃত্তা স্তোমেন রথন্তরেণ	৪২৫
অগ্নিনা রয়িমশ্ৰবৎ পোষমেব দিবোদেবে	৩২৮
অগ্নিমশ্ৰ আবহ সোমমাবহেত্যাহ দেবতা	৮৮
অগ্নিরমুগ্নিল্লোক আসীদানতোহস্মিত্তাবিমৌ	৭৬
অগ্নিরমুগ্নিল্লোক আসীত্তমোহস্মিতে দেবা অক্রবন্নেতেমৌ	১২০
অগ্নির্দেবতা গায়ত্রী ছন্দ উপাৗ শোঃ পাত্তমসি	২২৬
অগ্নির্দেবানাং দূত আসীচ্চশনা কাব্যোহস্মরাণাং	৭৭
অগ্নির্কীব বম ইয়ং যমৌ কুসীদং বা এতত্তমস্ত	৪৭০
অগ্নির্দৈর্দীক্ষিতস্ত দেবতা সোহস্মাদেতর্হি তির ইব বর্হি যাতি	২৬৪
অগ্নিভূতানামধিপতিঃ সা মাংবজ্রো জ্যেষ্ঠানাং বমঃ পৃথিব্যা বায়ুরন্তরিক্ষত স্বর্ঘ্যো	৪২২

মন্ত্র	পৃষ্ঠা
অগ্নির্হোতেত্যাহ্নির্কৈ দেবানাং হোতা চ এব	৮৯
অগ্নিষাক্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সপত সুপ্রণীতয়ঃ	১৫৩
অগ্নির্জ্বাণি ত্রিধাতুতা ক্ষেতি বিদধা কবিঃ	৪২৭
অগ্নিতোজ্রোচ্ছেষণমভ্যাভনক্তি যজ্ঞস্ত সন্ততৌ	২৬
অগ্নীধ আ দধাত্যগ্নিমুখানবর্জ্জন্ প্রীণাতি	২২০
অগ্নে তেজস্বিস্তেজস্বী ত্বং শেবেষু ভূয়াস্তেজস্বন্তঃ মাশাস্বন্তঃ	৪৩৩
অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী যথস্বা তিঅন্তে জিহ্বা ঋতজাত পূর্বাঃ	৪২৬
অগ্নে বিবেচিঃ স্বমীক দেবৈরুর্ণাবস্তঃ প্রথম সৌদ যোনিম্	৬৩৫
অগ্নে ভূরাণি তব জাতবেদো দেব স্বধাবোহমৃতস্ত ধাম	৪৪২
অগ্নে মহাং অসীত্যাহ মহান্ হেয	৮৭
অগ্নেন্নরো অ্যায়াং সো ভ্রাতর আসন্তে দেবেভ্যো হব্যং বহন্তঃ	১৮৯
অগ্নিরস ইমে সত্রমাসতে তে সুবর্ণং লোকং ন প্র জানন্তি তেভ্য ইদং	৩১৪
অগ্নিরসো নঃ পিতরো নবস্তা অথর্ক্যণো ভূগবঃ সোম্যাসঃ	২৫৫
অগ্নিরসো বা ইত উত্তমঃ সুবর্ণং লোকমায়স্তদ্বয়ো যজ্ঞবাক্ত্যাব্যাস্তেহপশ্চন্	১৬২
অগ্নিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েতির্ম বৈরুপৈরিচ মাদয়স্ব	২৫৫
অজাহসি রয়িষ্ঠা পৃথিব্যাং সৌদোজ্জাহন্তরিকমুপ তিষ্ঠক দিবি তে বৃহত্তাঃ	৫০৫
অজাহসি রয়িষ্ঠেত্যাঠৈষেবৈনাং লোকেষু প্রতিষ্ঠাপয়তি	৫১১
অথাহমরুক্ষামিনী স্বৈলোকে বিশা ইহ	৬১১
অথো থস্বাহর্বরগ্যোঃ সমারুচো নশ্রেত্জ্ঞত্যাগিঃ সৌদেং পুনরাধেয়ঃ শাদিত্তি	৫৫৮
অথো ভূতং চৈব ভবিষ্যচ্চাবরুক্ষেত্থো	১০৭
অথো স্যামধেনৌরেবাভ্যনক্তি	১০৭
অদিতিঃ পাশং প্র মুমোক্তে তং নমঃ পশুভ্যাঃ পশুপতয়ে করোমি	২৮৫
অধা যথা নঃ পিতরঃ পরাস প্রত্নাসো অগ্ন ঋতমাপ্তযাণাঃ	২৫৫
অধিদেবনে জুহোত্যাধিদেবন এবাস্মৈ সজাতানব রুক্ষে	৫৩৫
অধিপতিরসি প্রাণায় তা প্রাণম্ জিহ্বेत্যাহ প্রজাসেব	৫৮৯
অধ্বরবতীমবাহ ভ্রাতৃব্যমেবৈতয়া ধ্বরতি	৭৭
অধ্বর্গ্যুর্কী ঋদ্ধিজং প্রথমো যুজ্যতে তেন স্তোমো যোক্তব্য	৩ ৩
অনতিদৃশ্চ ভূগাতি প্রজয়েবৈনং পশুভিরনতিদৃশ্চ করোতি	১৭৯
অনক্তি হবিষ্তত্তমেবৈনং সুবর্ণং লোকং গময়তি	১৮০
অনজানুংসোমপাস্মন্তমানঃ । প্রাণস্ত বিদ্বানুংসময়ে ন কীক	৩৯৯
অন্তর্ধ্বাতি ব্যাবৃষ্টে	১৮০
অন্তমশ্চতিরা ইয়মগ্নে সিবক্ত হৃচ্চনা	২৪৫
অনাদৃত্য তচ্ছ তন্তেব পূর্কস্তাব তেদিত্রিয়মেবাসিন্	২৬

ময় ।

পৃষ্ঠা ।

অষ্টাচাষারি ৬ শতমহু ক্রয়াৎ পুশ্চকামস্তাষ্টাচাষারি ৬ শদক্ষরা	৯৯
অষ্টাশ্রুত্ৰিগণ্যং দক্ষিণাষ্টাপদী হেয়াহি আ নবমঃ পশোরাষ্টা	৪৯৯
অষ্টৌ বসবোহিষ্টাকরা গায়ত্র্যোক্তাদশ কদ্রা একাদশাকরা ত্রিষ্টুব্হাদশাহিত্যা দ্বাদশাকরা	৫৪৮
অদিতবর্ণা হরয় সুপর্ণা মিহো বসানা দিবয়ুৎপতন্তি	৩৩০
অশ্বাকজ কেবলঃ	৩ ৮
অশ্নে ইন্দ্রানুহম্পতী রয়িং ধত্ত ৬ শতগ্নিনম্ । অশ্বাবস্ত ৬ সহস্রিণম্	৪৮৬
অহং পরস্তাদহমবস্তাদহং জ্যোতিষা বি তমো কবার	৬০৬
অহে দৈধিষব্যোদত্তিষ্ঠাত্তস্ত সদনে	৩৬৪

আ ।

আকূত্য স্বা কামায় স্বা ঈতাত্ত বধাযজুরেবতৎ	৫১০
আকূত্য স্বা কামায় স্বা সমৃধে স্বা কিক্টিতা তে মনঃ প্রজাপত্যে স্বাহা	৫০৪
আগস্ত পিতরঃ পিতৃমানিতি দক্ষিণার্দ্ধং পরেক্ষতে	৩৬৫
আন্বাতৈবক্ষবমেকাদশকপালং পুরস্তান্নির্কপেৎ	৫৭৯
আবাহমা বাবহতি তির ইব বৈ সুবর্ণো লোকঃ	১০৯
আ চাগ্রে দেবায় চ সুবজা চ যজা জাতবেদ	৮৯
আ জাতং জাতবেদসি প্রিয়ং শিশীতাতিথিম্	৬৩৬
আজ্ঞাগ্রহঃ গরীয়াভেজ্জক্ষামস্ত তেজো বা আজ্যং তেজস্যোব	৬২৫
আ তে সুপর্ণা অমিনস্ত এবৈঃ	৩৩০
আত্মনে হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রং প্রজা রাষ্ট্রং পশবো	৫৩৫
আদিত্যাশ্চান্নিরসশ্চান্নীনান্নদধত তে দশপূর্বমাসো ঐপ্রপ্তস্তেবামন্ত্রিরসঃ	৫১৮
আ নঃ প্রাণ এতু পরাবত আহস্তরিকাদিবম্পরি	৪৪২
আপূর্ণ্যাঃ স্বাহমা পূরয়ত প্রজয়া চ ধনেন	৩৭২
আ প্যায়স্ব সং তে	৩২৮
আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্টিয়ম	৩৭২
আ প্রতিষ্ঠায়ৈ ধনতি যজমানমেব প্রতিষ্ঠাং গময়তি	১৭৩
আ বর্ধন বর্ধয় নি নিবর্ধন বর্ধয়েজ্ঞ নর্দবু । ভূম্যাশ্চতস্রঃ	৪৮২
আ বর্ধন বর্ধয়েতাহ ব্রহ্মণৈবৈনমা বর্ধয়তি	৪৯৮
আ বারো ভৃষ শুচিপা উপ	
নঃ সহস্রং তে নিযুতো বিশ্ববার । উপো তে অন্ধো মত্তময়ামি	৫০৪
আ বিশ্বদেব ৬ সংপতি ৬ সহস্রৈরজ্ঞা বৃণীমহে ।	৫৬৬
আ বৃশ্যতে বা এতজ্জম্যানোহগ্নিত্যাং বদেনয়োঃ শূর্তং কৃত্যথাযজ্ঞাবত্থমবৈত্যানুর্দা	৪৬৯

মন্ত্র-সূচী ।

৬১৯

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
আ ব৭ হন্তে ন খাদিন৭ শিশু জাতং ন বিন্দ্ৰাতি	৬১৬
আয়তনবতীৰ্খা অগ্রা আহিতরো হৃষন্তেহ্নায়তনা অগ্রা	
যা আধারবতীস্তা আয়তনবতীৰ্খা:	৩১৩
আয়ুরাশান্তে স্প্রজ্ঞাশ্মশ শান্ত ইত্যাহাহ্নিষমেবৈতামা শান্তে	২২৩
আয়ুর্দা অগ্নে হবিষো জুষণো যুতপ্রতীকো যুতযোনিরেষি	৪৬৯
আয়ুষ্ঠে আয়ুর্দা অগ্ন আ প্যায়স্ব সং তেহব তে হেড	২২
আগ্ন্য স্তুত্বাকনু ত নমোবাকমিত্যাহেদমরাংস্মেতি বাবৈতদাহ	২০২
আর্ষেয়ং বৃণীতে বন্ধোরব নৈত্যথো সন্তুঠৈ	৭৮
আশাদানঃ সূবীর্গা৭ রায়স্পোব৭ স্বধিয়ম্	৬০৭
আশাদিয়া দম্পতী বামমশু তামরিষ্ঠো রায়ঃ সচতা৭ সযোকসা	৪০০
আশীর্ষ্য উজ্জমুত স্প্রজ্ঞাশ্মমিষং দধাতু দ্রবিণ৭ সর্বর্চসা	৪০০
আশ্রাব্যাহ হ দেবান্ যজতি	২২১
আসব৭ সধিত্বং তগন্তেব ভুজি৭ ছবে	৩৬৩
আ সমুদাদাহন্তুরিকাং প্রজাপতিরুদধিং চ্যবরাতীজ্র:	৩০৬
আসিনো বজ্রত্যাগ্নিরেব লোকে প্রতি স্থিষ্ঠতি	১০৬
আম্পাত্রং জুহুর্দেবানামিত্যাহ জুহুহেয	৮৮
আহংগম্য মিত্রাবরুণা বরেণ্যা রাত্রীণাং ভাগো যুবরোগো অতি	৫৫৯
আহং পিতৃনৃস্ববিদ্রা৭ অবিংসি নপাতং চ বিক্রমণং	২২১
আহবনীয়াহ্না কমাদায় বেদিমুপোষতি যং কুদীদমপ্রতীত্তমিতি	৪৬৯
আহস্মিন্নুগ্রো অচ্যাবুর্দিত্যো ধারা অসশ্চত	৪৬১
আহস্মিন্নুগ্রো অচ্যাবুরিত্যাহ বথাবজ্রৈবৈতৎ	৪৬৭
আহিতরো বা এতজ্ঞাকৃণ্ডা যন্ত রাষ্ট্রং ন কলতে স্বরথশ্চ দক্ষিণম্	৫৬৬

ই ।

ইড়া দেবহৃদ্যুর্ষজ্ঞনীবুহস্পতিরুত্বাখাদানি	৪৬৮
ইড়ামুপহ্রয়তে পশবো বা ইড়া পশুনোবোপ হ্রয়তে চতুরূপ	২০১
ইদং তৃতীয়সপনং কবীনাযুতেন যে চমসমৈরয়ন্ত তে সৌধঘনাঃ স্রবরানশানাঃ	৩১৩
ইদং বামাত্রে হবিঃ প্রিয়মিত্রাবুহস্পতী উকথং মদশ্চ শত্রুতে	৪৮৬
ইদং পিতৃত্যো নমে অশ্বশ্চ যে পূর্বাসো য উপরাস	৫৪
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞশ্চ প্রিয়ং ধামাব	৬৮
ইদমসীদমসীত্যেব যজ্ঞশ্চ পিয়ং ধামোপহ্রয়তে	২০২
ইয়াবর্হি প্রোক্ষতি মেধামেবৈনং করোতি	১৭৯

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ইন্দ্র বৃএং অগ্নিবাৎ সং মৃধোহিতি প্রাবেপস্ব	২৫
ইন্দ্রস্ত বৃত্রং অগ্নুষ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যং পৃথিবীমমৃ	২৫
ইন্দ্রাবরুণা যুবমধ্বরায় নঃ বিশেষ জনায় মহি	১২৩
ইন্দ্রা বিষ্ণু দৃহিতা শধ্বরস্ত নবপুত্রো নবতিং চ শ্ৰুতিষ্ঠম্	৪০৭
ইন্দ্রেন দেবেন পুতনা অয়ামি ত্রৈলুভেন ছন্দসা পঞ্চদশেন	৫৯৫
ইন্দ্রেন সবুজো বয়ৎ সাসহ্যাম পৃতস্ততঃ	৫৯৬
ইন্দ্রো অশ্বিরোজযৌ ত্বং দেবেষু ভূয়া ওজস্বন্তং যমায়ুত্মন্তং বর্চস্বন্তং	৪৩৪
ইন্দ্রো বৃত্রৎ হত্বা দেবতাভিষেচিষ্যেণ চ বার্ক্যাত	২৫
ইন্দ্রো বৃত্রৎ হত্বা পরাং পরাবতনগচ্ছ দপারাদমিতি	২৬
ইমং পশুং পশুপতে তে অগ্ন বধামাগ্নে স্কৃতস্ত মধো	২৮১
ইমং রিষ্যামি বরুণস্য পাশম্ যমবদ্রীত-সবিতা স্ককেত	৬১১
ইমং যম প্রস্তরমা হি সৌদামিরোভিঃ পিতৃভিঃ সম্বিদানঃ	২৪৫
ইমে বৈ সহাহস্তাং তে রায়ুর্ক্যবান্তে গর্ভমদধাতাং তৎ সোমঃ প্রোজনয়দগ্নিরগ্রসত	৫০৮
ইয়ং বাব রথস্তরমসৌ বৃহদাভ্যামেবৈনমস্তরেত্যগ্ন বাব রথস্তরৎ	৩০১
ইয়ং বৈ হোতাঃ সাবধ্বর্য্যদ্যাদীনঃ শত্ সন্তাত্তা এব ততোতা	৪১১
ইয়ন্তং গুর্বাতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুধেন সংমিতম্	১৭৯
ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো এককর্ত্তস্তাত্ংপোহপ্সরসো মুদা	৫০০
ইষ্টর্গো বা অধুর্য়্যর্জমানস্তেষ্টর্গঃ খলু বৈ পূর্কোহষ্টুঃ ক্লীয়ত	১০০
ইহ গর্ভীর্কায়স্তেদং নমো দেবেভ্য ইত্যাহ বাটশ্চব	২২৪
ইহি ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহবয়ে	৩৮

— • —

ঈ ।

ঈড়ামহৈ দেবাৎ ঈড়েতাদ্রমত্ৰাম নমস্তাত্তজাম

৮৯

— • —

উ ।

উক্ধং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনৎ সবনং ত্রিষ্টুভৈব মাধ্যন্দিনে সবনে	৪০৫
উক্ধং বাচীত্যাহ মাধ্যন্দিনৎ সবনং প্রতীগীর্ধ্য চত্বার্যোতান্ত্রকরাণি	৪১০
উক্ধং বাচীত্যায়েত্যাহ তৃতীয়সবনং প্রতীগীর্ধ্য সপ্তৈতান্ত্রকরাণি	৪০৮
উক্ধশা ইত্যাহ প্রাতঃসবনং প্রতীগীর্ধ্য ত্রীণ্যোতান্ত্রকরাণি	৪১০
উত নো দেব দেবাৎ অচ্ছা বোচো বিচ্ছষ্টর	২৪৫
উত ক্রবন্ত জন্তব উদ্যির্কৃৎ হ্রাহজনি ধনজয়ঃ	৬৩০
উত মাভা মহিষমঘবেনন্নমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ	৪২১

মন্ত্ৰ

পৃষ্ঠা ।

উত্তরপরিগ্রাহং পরিগৃহ্যতোতাবতী বৈ পৃথিবী যাবতী	১৭৪
উত্তরং বর্হিষঃ প্রস্তর৬ সাদয়তি প্রজা বৈ বর্হিযজমানঃ প্রস্তরঃ	১৮০
উত্তরস্তাং দেবযজ্ঞায়ামুপহুতো ভূমাসি হবিষ্করণ	২০২
উত্তরেষহঃ স্বমুতোহর্কাক্ষো গৃহ্ষেহভিজিতোবেমাল্লোঁকান্ পুনরিমং	৪৫৯
উদপ্রতো ন বায়ো রক্ষমাণা বাবদতো অভ্রিয়শ্চৈব ঘোষাঃ	৫৬৬
উদপ্রতো মরুস্তা৬ ইয়ন্ত বৃষ্টিং বে বিধে মরুতো জুনস্তি	৩৩৩
উদীরতামবর উৎপরাস উন্নধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ	২৫৩
উহু ত্যাং চিত্রম্	৩৫৩
উক্কন্তি তস্মাদোষধয়ঃ পরা ভবন্তি	১৭৩
উক্কন্তি বদেবাস্তা অমেধ্যং তদপি হস্তি	১৭৩
উন্নভয় পৃথিবীং ভিক্রাবীং দিব্যং নভঃ । উদনো দিব্যস্ত নো ॥	৬০৬
উন্নিত উহুতশ্চ গোষং পাতং মা	৩৬৫
উপ বায়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে	১০৬
উপ মা ছাপা পৃথিবী হৈবৈ তামুপাহস্তাবঃ কলশঃ	৩৬৩
উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে তোতি জোণকলশমভি	৩৪৬
উপযামগৃহীতোহসি প্রজাপত্যে ত্বা জ্যোতিয়তে জ্যোতিয়ন্তঃ	৬২১
উপযামগৃহীতোহসি রাক্ষসদসি বাক্পাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্ত	৪১১
উপযামগৃহীতোহস্যতসদসি চক্ষুপাভ্যাং ত্বা ক্রতুপাভ্যামস্ত যজ্ঞস্ত	৪১১
উপশ্রিতো দিবঃ পৃথিব্যোরিত্যাহ ছাবাপৃথিব্যোর্হি যজ্ঞ উপশ্রিতঃ	২২২
উপহুতঃ বামদেব্য৬ সহাস্তরিক্ষেণেত্যাহ পশবো বৈ বামদেব্যঃ পশূনৈব	২০১
উপহুতা দেহঃ সহর্ষভেত্যাহ মিথুনমেবোপহ্রয়তে	২০১
উপহুতাঃ৩হো ইত্যাহানমেবোপহ্রয়তে	২০১
উপহুতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষেযু নিধিযু প্রিয়েযু	২৫৩
উপহুতে ছাবাপৃথিবী ইত্যাহ ছাবাপৃথিবী এবোপহ্রয়তে	২০২
উপহুতোহয়ং যজমান ইত্যাহ যজমানমেবোপহ্রয়তে	২০১
উপহুত৬ রথংতর৬ সহ পৃথিব্যোত্যাহেয়ং বৈ রথস্তরমিমাংসেব	২০১
উপহুতো ভক্ষঃ সখেত্যাহ সোমপীথমেবোপহ্রয়তে	২০১
উপাহুত্যা পঞ্চ জুহোতি পাণ্ড ক্র্যাঃ পশবঃ পশুনৈবাব কুকে	২৯২
উভা জিগ্যথুন পরা জয়েথে ন পরা জিগ্যে কতরশ্চনৈনো	৪২৭
উরুদ্রপো বিধরূপ ইন্দুরিত্যাহ প্রজা বৈ পশব ইন্দুঃ প্রজরৈবৈমং পুশুভিঃ সমর্দ্ধয়তি	৪৯৮
উরুদ্রপো বিধরূপ ইন্দুঃ পবমানো ধীর আনঞ্জ গর্ভম্	৪৮৩
উক্কান্তর্ধন ছোতারং বণাতেহরির্দৈবো ছোতা	১০৯
উক্কৈ সমিধাবা দধাতুপরিষ্ঠাদেব রক্ষা৬ স্থপহস্তি	১৯০

মন্ত্র ।

পৃষ্ঠা ।

উশন্তুত্বা ইবামহ উশন্তু সন্নিধৌমহি

১৫২

উশি ক্রুং দেব সোম গায়ত্রেণ ছন্দসাংগোঃ প্রিয়ং পাথো অপীহি

৪৪২

উশিগসি বহুভাষা বহুভিষেত্যাংষ্টো বসব একাদশ কজা

৫৮৮

— . —

ধা ।

৭ ক্‌সামাভ্যাং যজুষা সন্তরন্তু ইত্যাহক্‌সামাভ্যাং

২৬৫

৭ চা স্তোমভ্‌ সন্নিধৌ গায়ত্রেণ নথন্তরম্ বৃন্দগায়ত্রবর্তনি

৩১২

৭ ছন্দো পাতয়তাজুর্বি হি প্রাণঃ সন্ততনা

১০৯

৭ তমসি সত্যং নামেত্যাং ক্রতমেবান রুদ্ধে

৪৫১

পাতন্তু বিদম্ দিবনেবাভে জয়তাতন্তু ত্বা জ্যোতিষ ইত্যাহ

৪৫১

৭ তাবাত্‌ তধামাহুর্গন্ধর্বত্ত্বোবধয়োহপ্যবস উচ্চেঃ নাম স ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু

৫৯

প্যবতো বা ইন্দ্রং প্রতাক্‌ নাপশ্যন্তং বসিষ্ঠঃ

৫৮৭

ঋষিষ্টুত তিত্যাহর্যো হে তমস্পন

৮৮

ঋবেঋষের্বা এতা নির্মিতা যং সামিধেয়ন্তা

৬৮

— —

এ ।

একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী পঞ্চপদী ষট্‌পদী সপ্তপদী অষ্টপদী দ্বাবদাহ

৪৮৩

একবিভ্‌ ষতিময় ক্রয়াং প্রতিষ্ঠাকামসৈকবিভ্‌ ষঃ স্তোমানাং

১৮

এতং যুগ্মং পরি বো দদামি তেন ক্রৌড়তীশরতে প্রিয়েন

৪৭৮

এতত্ত তত যো চ কাময়েতত্তে পিতামহ প্রপিতামহ

৩৭১

এতচ্চৈব নামাঃস্বর আসীৎ স এতর্হি যজ্ঞস্যাহ শিষমবুজ্ঞ

২২২

এতদ্বা অপাং নামধেয়ং শুভ্রং যদাধাবা মান্দাসু তে শুক্র

৪৪৭

এতর্হৈব দেবানামাস্ত্রং যদর্শপূর্বনাসৌ ব

৫৭

এতর্হৈব দেবিকাঃ সর্গানি চ ছন্দাভ্‌ সি সর্গাশ্চ দেবতা

৫৪৮

এতর্হৈব সর্গমধবর্কপাকুর্ল্লদগাকৃত্য উপাকরোতি তে দেবাঃ

৪৩৮

এতর্হৈব ক্ষত্রাভ্‌ রূপং যষ্টৈবভ্‌ রূপা ত্রচো ভবন্তি

৬১৭

এতা এব নিঃ বপেদ্যং যজ্ঞো নোমনয়েচ্ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সি থলু বা এতম্

৫৪৭

এতা এব নির্কপেজ্জগাময়ানী ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সি থলু বা এতমন্তি

৫৪৩

এতা এব নির্কপেৎ পশুকামশ্ছন্দাভ্‌ সি বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সি ইব থলু বৈ পশব

৫৪৩

এতা এব নির্কপেৎ ঋকামশ্ছন্দাভ্‌ সি ।

বৈ দেবিকাশ্ছন্দাভ্‌ সীব থলু বৈ ঋকশ্ছন্দোভিরেবান্মিন

৫৪৮

মন্ত্র-সূচী ।

৬৫৩

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

এতা এব নির্বপেদীজানশ্চন্দাৗসি বৈ দেবিকা যাতয়ামানীব খলু বা এতস্ত ছন্দাৗসি	৫৪৭
এতা এব নির্বপেত্ব মেধা নোপানমেচ্ছন্দাৗসি বৈ দেবিকাশ্চন্দাৗসি খলু বা	৫৪৭
এতানি বা অজাবকৗষি সধৎসরস্ত যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৬
এতাবদৈ পুরুষঃ পরিতস্তদেবাবরুদ	৪৫৩
এতে নৈ সধৎসরস্ত চক্ষুযী যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭
এতেন হ অ বা ঋষয়ঃ পুরা বিজ্ঞানেন দীর্ঘসত্রাদিকং	৪৭০
এতৌ বৈ দেবনাৗহরি যদর্শ পূর্ণমাসৌ	৫৭
এদমগম্ম দেবযজ্ঞং পৃথিব্যা ইত্যাহ দেবযজ্ঞনৗহেয পৃথিব্যা	২৬১
এক্স সানসিৗরয়িম্ সন্নিধানৗ সদাসহম্ বর্ষষ্টমুতয়ে ভর	৫৬৭
এবৈনং পুরোহুবাক্যরা দত্তে প্রযচ্ছতি যাজ্ঞয়া প্রতি	১৪৮
এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় কৃতাদেব	২৭০
এষ তে রুদ্র ভাগো ষং নিরবাচ্যাস্তং জুবস্ব বিদেগৌপত্যৗ য়ায়ম্পোষৗ	৩১৪
এষ বৈ হবির্দানী যো দর্শপূর্ণমাসবাজৌ	৫৭
এষ বৈ দেবযানঃ পছা যদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭
এষ বৈ দেবরথো যদর্শপূর্ণমাসৌ যো দর্শপূর্ণমাসাবিষ্টৌ	৫৬
এষা নৈ দেবানাং বিক্রান্তির্গদর্শপূর্ণমাসৌ	৫৭

— • —

ও ।

ওজোহসি পিতৃভ্যাহ পিতৃভিষেত্যাহ দেবামেব পিতৃনমু সং তনোতি	১৮৮
ওমহতী তেহসিন্ যজ্ঞে যজ্ঞমান ত্বাপৃথিবী স্তামিত্যাচাহশিষ্যমেবৈতামা	২২২
ওষধয়ো বৈ সোমস্ত বিণো বিশঃ খলু বৈ রাজঃ প্রদাতোরীশ্ববা	৩০৭

— • —

ও ।

ওঋভৃগুপঙ্কুচিমপবানবদা ভবৈ	৩৪৩
---------------------------	-----

— • —

ক ।

ককুহ... কপং ব্রবভস্য ঝোচতে বৃহৎ সোমঃ সোমস্ত পুরোগাঃ	৪৪১
কবিশ্চ নো গবিষ্টয়েহগ্নে সংবেষিষো রয়িম্	২৪৫
কবির্যজ্ঞস্ত বি তনোতি পছাং নাকস্ত পৃষ্ঠে	৬০৬
কমু ষদস্ত সেনয়াহগ্নের পাক চক্ষুসঃ	২৪১
কিক্টিটাকরং জুহোতি কিক্টিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো বমন্তে গ্রাহরগাঃ	৫০

যজু	পৃষ্ঠা ।
কিতবাসো যদিরিপূর্ন দীবি যধা যা সত্যমুত বদ্র বিদ্র	৫৬৮
কুহুমতঃ সূভগাং বিদ্রনাপসমস্মিন যজ্ঞে সূহবাং জোহবীমি । সা নো দদাতু শ্রবণং ॥	৫৬৮
কুহুর্দেবানামমৃতস্ত পত্নী হব্যা নো অস্ত হবিষশ্চিকৈতু । সং দাশুযে কিমতু তুরি ॥	৫৬৯
কেশিনঃ দার্ভ্যং কেশী সাত্যকামিরুবাচ সপ্তপদাং	১৪৭
ক্রুরমিব বা এতং কৰোতি যৎখনত্যপো নিনয়তি শাষ্ট্র্য	১৭৯
ক্রুরমিব বা এতং কৰোতি যবেদিং কৰোতি ধা অসি স্বধা	১৭৯
ক্ষীরে ভবতি রুচমেবাস্বিন্দধাতি	৫৩৮
গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপত্য ইত্যাহাইশিয়মেবৈতানি শান্তে	২৩৭
গাত্রাণাং তে গাত্রভাজো ভূয়ান্মেতাহা পিয়মেবৈতানি শান্তে	৫১১
গ্রামকামায় হোতব্য রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রং সজ্ঞাতা রাষ্ট্রেনৈবাস্মৈ	৫১৫
গায়ত্রী পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রিষ্টুগ্ বাজ্যা ব্রহ্মনৈব	১৪৮
গায়ত্রী পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রিষ্টুগ্ যাজ্যৈষা	১৪৯
গায়ত্রী বা অমুমতিস্ত্রিষ্টুগ্রাকা জগতী সিনীবাণ্যমুষ্টপ্ কুহুর্দাতা	৫৪৮
গায়ত্র্যেব তেন গর্ভং ধন্তে সা প্রজাং পশূন্	১৩৪
গায়ত্রো বা অগ্নির্গায়ত্রছন্দাতং ছন্দসা ছন্দসা ব্যর্হয়তি	৬০০
গোমাঃ এসো অমুর প্রজাবান্দৌর্যো রয়িঃ	৩২৮

— • —

ঘ ।

ঘুতেন জ্বাপৃথিবী মধুনা সমুক্ষত পয়স্বতী কৃণুতাহপ ওষধী	৩৪৩
বোরা পষায়া নামা অশ্বেভ্যঃ চক্ষুষ এবাং মনশ্চ সন্ধৌ	৩৯৮

— • —

চ ।

চক্ষুসি শ্রোতং নামেতাহাহয়ুরেবাব কন্ধে রূপমসি বর্ণো নামে	৪৫২
চক্ষুযী বা এতে যজ্ঞস্ত যদাজ্যভাগৌ	১৪৬
চতুঃশরাযো ভবতি দিক্ষেব প্রতি তিষ্ঠতি	৫১৮
চতুঃ সংপত্ততে চতুষ্পারঃ পশবঃ পশূনেবাব কন্ধে	২১১
চতুরবন্তং ভবতি হবির্কৈ চতুরবন্তং পশবশ্চতুরবন্তম্	২১০
চতুর্বিংশতিমহুক্রয়াদ্রু স্রবর্জসকামস্ত চতুর্বিংশত্যাকরা	৯৮
চত্বর আর্ষেয়াঃ প্রান্নস্তি দিশামেব জ্যোতিষি জুহোতি	৫৩৮
চাক রূপণকাশী কামো গন্ধর্কস্তত্ৰাহং যোহপ্সরসঃ	৫৩০
চিত্রং চ চিত্তিশ্চাহকুং চাহকুতিশ্চ বিজ্ঞাতং চ বিজ্ঞানং চ মনশ্চ শকরীশ্চ	৫৭

— • —

মস্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ছ ।

ছন্দাং সি দেবেভ্যোহি পাক্রামন্নবোহভাগানি হব্য বক্ষ্যাম ইতি তেভ্য

১৬২

— ০ —

জ ।

জগত্যা পারি দধ্যাজ্জাগতা বৈ পশবঃ পশুকামঃ

৯৮

জয়তি নশ সং পতন্তে দশাঙ্করা বিরাদন্নং বিরাদ বিরাভ্যোবাগ্নাত্তে

৪৫৩

জাতবেদো বপয়া গচ্ছ দেবায় ৮ হি হোতা প্রথমো বভূধ

৮৫

জামি বা এতদ্বজ্রস্ত্র ক্রিয়তে বদন্থৌ পুরোডাশাবু পা ৮ শুযাজমন্তরা

১৯০

জামি বা এতদ্বজ্রস্ত্র ক্রিয়তে বদাভ্যোন প্রযাজা ইজ্যস্ত

২৩৭

জুষ্ঠো বাচো ভূয়াসং জুষ্ঠো বাচম্পতরে দেবি বাক

৩২২

জ্যোষ্ঠো বা এষ গ্রহণাং যন্ত্রেষ গৃহতে জ্যোষ্ঠমেবগচ্ছতি

৬ ৪

— ০ —

ত ।

তং বা সমিস্তিরঙ্গির

৭৬

তং নেমিস্তভবো যথাহনমম্বসহুতিভিঃ

২৪৪

তং পশুভিশ্চরন্তং বজ্রবাতৌ রুদ্র আহগচ্ছৎ সোহিব্রবীন্ম বা ঈমে পশব

৩১৪

তং মর্জয়ন্ত স্রুজতু পুরোবাবানমাজিস্থ

৬৩১

তত্ স্প্রতীক ৮ স্রুদশ ৮ স্বধমবিদ্যা ৮ সৌ বিহুষ্টির ৮

১২৪

তচ্ছং যোরা বুগীমহ ইত্যাহ বজ্রমেব তৎস্বগা করোতি

২৩৭

তৎপক্ষে পর্যাহরন্তংপুরা প্রাশ্র দতোহিরুণতম্মাং পুষা প্রাপিষ্টভাগোহদন্তকো

২১১

তৎশংযোরাবুগীমহ ইত্যাহ শংযুমেব বার্ষ্পত্যং ভাগধেয়েন

২৩৭

তৎ স৮ স্থাপ্য বাত্র স্র ৮ হবিক্রজনাদায়

১৪

ততোহধি হি কামং বজ্রেত

৩৭

তদধির্দেবো দেবেভ্যো বনতে বয়মধ্বর্ষাহুয়া ইত্যাহাধির্দেবেভ্যো

২২৩

তন্নস্তরীপমধ পোষয়িষু দেব

৩২৮

তন্তং তঘন্ রজসো ভাহুমধিহি জ্যোতিয়তঃ পথো রক্ষ ধিমা ক্তত্তনু

৫০৫

তন্তং তঘন্ রজসো ভাহুমধিহীত্যাহেমানেনাবাঈ লোকাজ্যোতিয়তঃ

৫১১

তন্তরসি প্রোভ্যাবা প্রোজা জিহ ইত্যাহ পিতৃনেব প্রোজা

৫৮৮

তমব্রবন্ কথাহহাহা ইত্যাহ পাকোহভুবমিত্য ব্রবীদ যথাহকোহহ পাত্তুঃ

১৬৩

তমমেরা যুবন্তয়ো যুবানং মর্ষুজ্যমানাঃ পরিবন্ত্যাপঃ

১২৩

তসু তা দধ্যাঙ্ডুধিঃ পুত্র ঈধে অধর্ষণঃ

৬৩৬

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
তন্ম ত্বা পাথ্যো বুধা সমীধে দম্বাহস্তমম্	৬৩৬
তয়োরাবিভাগ্নি৮৬ হবিরজুষতেত্যাং য়া অযান্মা দেবতান্তা	২২৩
তন্মাদপ্যত্বদেববত্যা৮৬ মালভমান আয়েয়মষ্টাকপালং পুরস্তান্নিক্ষিপেদ গ্নেয়েবৈনামধি	৫০৯
তন্মাদাহর্য্যশ্চৈবং বেদ যশ্চ ন কথা পুত্রস্ত কেবলং কথা	১৩৪
তন্মাত্ত্ব দশোষিত্বা প্রযাতি তত্ত্বজ্ঞবাস্ববাস্বেব তত্ত্বভতোহর্কীচীনম্	৫৫৭
তন্মাদান্নিসিষ্ঠো ব্রহ্মা কার্গ্যঃ	৫৮৭
তন্মৈ ত্বা প্রজাপতয়ে বিভূদাব্বে জ্যোতিয়তে জ্যোতিয়ন্ত জুহোমি	৬১৫
তন্মৈ নুনমভিভবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া	২৪৫
তন্ত্রাজলিনা ব্রহ্মহত্যামুপাগৃহ্নাত্তা৮৬ সঞ্চৎসরমবি ভন্তং	২
তন্ত্রতদব্রতং নানুতং বদেন মা ৮ স্নমশীয়ায়	৪৬
তন্ত্র বা এতস্তা একমেবাদেবমজনং যদা৮৬ লক্সায়ামদ্রঃ ভবতি	৫১২
তাবরুতামগ্নাষোমৌ না প্র হারাবমন্তঃ	১৩
তারুতামগ্নি সন্দষ্টৌ বৈ স্বো ন শকু৮৬	১৪
তা যং সহ সর্বা নিক্ষিপেদাশ্বরা এনং প্রদহৌ বে প্রথমে নিকপ্য	৫০৮
তাসাং ত্রীণি চ শতানি যষ্টিশ্চাক্ষরাণি	৭৬
তিগ্যঞ্চমাষারয়ত্যছষট্কারম্	১০৮
তিষ্ঠন্নগ্নাহ্ তিষ্ঠন্ হ্যাক্ষততবং বদতি	১০৬
তিষ্ঠন্নগ্নাহ্ সূবর্ণস্ত লোকস্তাভিজিহ্নেত্য	১০৬
তৃতীয়স্তামিতো দিবি সোম আসান্তং গায়ত্র্যাংহরন্তস্ত পর্ণমচ্ছিত	৬১৬
তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিগ্না এবং বেদ	১০৭
তৃপ্তস্তা৮৬ হোত্রা মধ্যো৮৬ ত্ত্ব যজপতিমৃষয় এনমা	৩৯৮
তেজো মা যা হাসী৮৬ হং তেজো হাসিযং মা মাং তেজো হাসীদিক্রোজশ্বিরোজশ্বী	৪৩৪
তে দেবা বুত্র৮৬ হত্বাহগ্নাষোমাংক্রবন্ হব্যং নো	১৫
তেষাং মৈত্রাবরুণী বশাহমাবান্তা৮৬ য়ামনুবক্ষ্য	৪৫
ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে	৫৬৫
ত্বং তুরীয়া বশিনৌ বশাহসি সক্রত্বা মনসাগর্ভ আহশয়ং	৫০৫
ত্বং ত্যা চিদচ্যুতামে পশন ৮ যবসে	৩৪২
ত্বং দূতস্বম্ উ নঃ পরম্পা৮৬ বস্ত অ বুযভ	৬৩৫
ত্বং নো অগ্নে বরুণস্ত বিদ্বান্দেবস্ত হেড়োংব	১০৩
ত্ব৮৬ স্ততস্ত পীতয়ে সতো বুদ্ধো অজারথাঃ	৫৬৭
ত্বং সোম পিতৃভিঃ সংবিদানোহনুত্বাপা৮৬ পৃথিবী	২৫২
ত্ব৮৬ সোম প্রচিকিতো মনীষা ত্ব৮৬ যজিষ্ঠমহু	২৫২
ত্ব৮৬ হ যথবিষ্ঠ্য মহসঃ স্ননবাহত	২৪৪

মন্ত্র-সূচী ।

৬৫৭

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

ত্বং হুগ্নে অগ্নিনা বিপ্রা বিপ্রেশ সন্সতা	৬১৬
ত্বমগ্ন দৈড়িতো জাতবেদোহব্যবাত্যুবানি সুরভীণি কুত্বা	৫৪
ত্বমগ্নে বৃহদগ্নে দবাসি দেব দাশুযে কবিগৃহপরিগৃহবা	৫৬৫
ত্বয়া হি নঃ পিতরঃ সোম পূর্বে কশ্মাপি চক্লুঃ	২৭২
ত্বষ্টা হতপুত্রো বীজ্রত্ সোমমাহরতশ্মিন্দ্র উপহবমৈচ্ছত	১৩
ত্বাং গাবোহবুগত রাজ্যায় ত্বাৎ হবন্ত নরতঃ স্বর্কাঃ	৪৭৯
ত্বামগ্নে মাহুযীরীড়তে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিহ্নত্ রত্নখাতমম্ ।	
গুহাসন্তত্ স্তভগং বিশ্বদর্শতং	৪৮৭
ত্বামু তে দধিরে হব্যবাহত্ শ্রুতকর্তারমুত বজ্রিয়ং চ	২৮৫
ত্বৈ ক্রতুমপি বজ্রস্তি বিশ্বৈ দিধ্যাদেতে ত্রিভবদুমা	৬৯
ত্রয়ো বা অগ্নয়ো হব্যবাহনো দেবানং কব্যবাহনঃ	৭৮
ত্রিভ্ শতমমুক্রয়াদয় কামস্ত ত্রিভ্ শদক্ষবা দিরাডয়ঃ	৯৯
ত্রিঃ প্রথমামম্বাহ ত্রিকৃতমাং যজ্ঞসৈব	৬৭
ত্রিপদা পুরোহুবাক্য ভবতি ত্রয় ইমে লোকা ত্রিষেব	১৪৯
ত্রিবৃদসি প্রবৃনসীত্যাহ মিথুনস্বয়ং	৫৮৯
ত্রিরব জিহ্নেং প্রজাপতো ত্বা মনসি জুহোমীত্যেবা	২৭১
ত্রিরূপ বাজয়তি ত্রয়ো বৈ দেবলোকা	১০৮
ত্রির্কি গৃহ্নাতি ত্রয় ইমে লোকা	৬৭
ত্রির্শ্রধ্যমং ত্রয়ো বৈ প্রাণাং প্রাণানোবাতি জয়তি	১০৮
ত্রির্হরতি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যা	১৭৩
ত্রিষ্টুভা পরি দধ্যাদিজিহ্নং বৈ ত্রিষ্টুগিন্দ্রিকামঃ খলু	৯৮
ত্রীভ্ স্তৃচানমু ক্রয়াদাজন্ত ত্রয়ো বা অতো	৯৮
ত্রীণি বার সবনাশ্রুত তৃতীয় সবনমব লুম্পস্ত্যত্ কুর্কস্তু	৩৫০
ত্রীণ্যমুৎ ষি তব জাতবেদস্তিপ্র আজানৌরুযসন্তে অগ্নে	৪২৭
ত্রৈধাননক্তি ত্রয় ইমে লোকা এভ্য এবৈনং লোকেভ্যোহনক্তি	১৮০

— ০ —

দ ।

দক্ষক্রতুভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং মে বর্কোদৌ বর্কসে পাবথাৎ	৩৫৭
দক্ষিণতো বরীয়সীং করোতি দেবযজ্ঞনৈশ্চব রূপমকঃ	১৭৩
দধম্বে বা যদীমমু বোচন্তু ক্কাণি বেকু তৎ । পরি বিশ্বানি কাব্য	৪৪৩
দশমেহন্ গৃহস্তে প্রাণাঃ বৈ প্রাণপ্রহাঃ	৬৩০
দশ সমানত্র জুহোতি দশাক্ষরা বিরাদুদ্রাজমেবাহন্তে ঠকাং কুষোপ	৫৫৬

দশ সম্পত্তয়ে দশাক্ষরা বিরাদয়ং	১৩২
দর্শপূর্ণমাসৌ পূর্ন আহলভন্ত দর্শপূর্ণমাসাবালভমান	৫৭৮
দাক্ষায়ণযজ্ঞেন স্তবর্গকামো যজ্ঞে ৩ পূর্ণমাসে	৪৫
দাক্ষপাত্রেণ জুহোতি ন হ মন্যমাহুতিমানশ	৩৬
দিবং বৈ যজ্ঞস্ত বৃদ্ধং গচ্ছতি পৃথিবীমতিরিতং তত্তম শময়েদাতিমার্ছেদযজ্ঞমানো	৪৯৮
দিব তে বৃহত্তা হত্যাং স্তবর্গ এবান্নৈ লোকে জ্যোতির্দধাতি	৫১১
দিবে ত্বাহস্তরিকায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বোতি বহিরাসাত্ত	১৭৯
দিবো নো বৃষ্টিং মরুতো ররীধ্বং প্র পিষত	৩৪২
দিব্য ৬ স্তবর্গং বায়সং বৃহত্তমগাং	৩২৯
দূরেহেতিরমৃড়য়ঃ মৃত্যুর্গন্ধর্বন্তস্ত প্রজা অপ্সরসো ভীরবঃ	৩৫০
দৃঢ়ে স্থঃ শিথিরে সমীচৌ মাহ ৬ সম্পাতং	৩৬৪
দেবকৃতস্তৈনসোহবযজ্ঞনমসি মনুষ্যকৃতস্তৈনসোহযজ্ঞনমসি	৩৭৩
দেবতাসু বা এতে প্রাণাপানয়োঃ ব্যাঘচ্ছন্তে	৩০০
দেবলোকং বা অগ্নিনা যজ্ঞমানোহনু পশুতি	১৫৬
দেব সবিতরেতন্তে প্রাহহ তং প্র চ স্তব প্র চ যজ বৃহস্পতির্কু ক্রাহ্যুসত্য	৩৯২
দেব সবিতরেতন্তে প্রাহহেতাহ প্রাহুতৌ বৃহস্পতি ব্রহ্মেতাহ	২২১
দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রেসব ইতি স্যামানন্তে প্রাহুত্যা অশ্বিনো	১৭২
দেবানাং বা অনিষ্টা দেবতা আসন্নথাসুরা	১৩৩
দেবানাং বা ইষ্টা দেবতা আসন্নথায়িনে দিজলন্ত দেবা	২২২
দেবানামেষ উপনাহ আসীদপাং গর্ত ওষধীষু তুষ্টি	৪৭৮
দেবা বা অহঃ যজ্ঞয়ং নাবিন্দন্তে দর্শপূর্ণমাসাবপু	৫৮
দেবা বৈ নার্কি ন যজুশ্রয়ন্ত তে সামনৈবাপ্রয়ন্ত	৬৭
দেবা বৈ পুরা রক্ষোভ্য ইতি স্বাহাকারেণ প্রযাজেষু	১৩৩
দেবা বৈ ব্রহ্মগ্নবদন্ত তৎপর্ণ উপাশৃণোং স্তব্রা	৬১৬
দেবা বৈ যজ্ঞস্ত স্বগাকর্তারং নাবিন্দন্তে সং যুং বার্ষ্পত্যমব্রবন্নিমং	২৩৬
দেবা বৈ যজ্ঞাক্রমস্তরায়ন্ত স যজ্ঞমবিধ্যন্ত দেবা অতি সমগচ্ছন্ত	২১১
দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ষত তদসুরা অকুর্ষত তে দেবা	৩৫
দেবা বৈ যদযজ্ঞেহকুর্ষত তদসুরা অকুর্ষত তে দেবা এতানভ্যাতানানপশুন্তানত্যাতযত	৫২৫
দেবা বৈ সামিধেনৌরুচ্য যজ্ঞ নাশপশুন্ত স	১০৭
দেবাসুবমিত্যাহ দেবান্ হেযাহবতি বিশ্ববারামিত্যাহ	৮৯
দেবাসুরা এষু লোকেষ্পদন্ত তে দেবাঃ প্রযাজৈরেত্তেক্যা	১৩২
দেবাসুরাঃ সংযজ্ঞা আসন্ত স ইজ্রঃ প্রজাপতিমুপাধবন্তয়া এতাজ্ঞান্	৫২০
দেবিকা নির্কপেং প্রজাকামশ্চন্দাংসি বৈ দেবিক্যশ্চন্দাংসৌব খলু	৫৪৫

মন্ত্ৰ-সূচী ।

৬৫৯

মন্ত্ৰ

পৃষ্ঠা ।

দেবেক ইত্যাহ দেবা

৮৭

দেবেভ্যাহা বিশ্বদেবেভ্যাহা বিশ্বভ্যাহা দেবেভ্যো

৪২১

দৈবা বৈ য যদ্বজ্জেন নাবাক্কত তৎ পঠৈরবাক্কত তৎপরাণাং পরত্বং

৪৫৯

দৈব্যা অধ্বৰ্য্যব উপহৃত্তা উপহৃত্তা মনুজা ইত্যাহ দেবমনুজানোবোপহ্বয়তে

২০২

জাবাপৃথিবীভ্যাং হা পরিগৃহ্মহি

৪০০

জাবাপৃথিব্যামা লভেত কৃষমাণঃ প্রতিষ্ঠাকামো দিব এবান্নৈ পৰ্জ্জত্বো বৰ্ষতি

৫০৯

দেবশচন্দ্রন পৃথিবীমনু জামিৎ চ যোনিমনু যশচ পূৰ্ণঃ তৃতীয়ং যোনিমনু সঞ্চরন্তং

৩০৮

দ্বাত্রিংশতমনুক্রয়াৎ প্রতিষ্ঠাকামস্ত দ্বাত্রিংশদক্ষরাহ্নুপছন্দসাং

৯৯

দ্বাদশকপালোহ্মাবাত্তা বৈ সরস্বতী পূর্ণমাসঃ সরস্বাস্তাবেব

৫৭৯

দ্বাদশ সম্পত্তস্তে দ্বাদশমাসাঃ সত্বৎসরঃ

১০৮

দ্বিরভি দ্বারয়তি চতুরবস্ততাং ঐশ্য

১৯১

দ্বৌ সমুদ্রৌবিততাংবর্ষণে পর্য্যাবর্ত্তেতে জঠরেব পাদাঃ

৩৫০

— . —

ধ ।

ধাতা দদাতু দাণ্ডে বহুনি প্রজাকামায় মীড়ু বৈ হুরোণে ।

তস্মৈ দেবা অমৃত্যঃ সং বায়স্তাং ॥

৪৮৭

ধাতা দদাতু নো রয়িং প্রোচীং জীবাভুমক্ষিতাম্ । বয়ং দেবস্ত ধীমহি ॥

৪৮৭

ধাতা দদাতু নো রয়িমীশানো অগতস্পতিঃ । স নঃ পূর্ণেন বাবনৎ ॥

৪৮৭

ধাতা প্রজায় উত রায় ঈশে ধাতেনং বিশ্বং ভুবনং অজান

৪৮৭

ধুরসি শ্রেষ্ঠা রশ্মীনামপানপা অপানং মে পাহি

৪২২]

ঐবং ঐবেণ হবিষাহব সোমং নয়ামসি

৪০০

— . —

ন ।

ন বৈ যজ্ঞেত যৎ পূৰ্ণয়া দ্যপতি যজ্ঞেতোত্তরয়া

৪৪

ন পূরস্তাৎ পরি দধাত্যাদিত্যো হেবোত্তন পূরস্তাদ্রক্ষাংস্তপহন্তি

১৯০

ন পূরস্তাৎ প্রত্যস্তেতৎ পূরস্তাৎ প্রত্যস্তেৎ স্ববর্গান্নোকাদ্বজমানং প্রতিমুদেৎ

১৮০

ন প্রতি শৃণাতি যৎ প্রতিশৃণীদানুর্ধ্বং ভাবকং যজমানস্ত

৮০

নব নব গৃহস্তে নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ প্রাণানেব যজমানেষু

৬৩০

ন বিশ্বকঃ বি যযান্ যদ্বিশ্বকঃ বিযুযাং জ্যস্ত জায়েৎ

১৮০

নম ইন্দ্রায় মথন ইন্দ্রিয়ং মে বীৰ্য্যং নিরুধীরিতি

৩৬৩

নমস্তে অগ্নি ওজসে গৃণন্তি দেব কঠয়ঃ

২৪৫

নমঃ পিতৃভ্যো অতি যে নো অধ্যাত্তজ্জকতো যজ্ঞকামাঃ সূদেবা অকামা

৩৯৯

নমঃ সদসে নমঃ সদস্পত্যে নমঃ সখীনঃ

৩৬৪

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শুভায় নমো	৩৭৩
নমো মহিন উত চক্ষুষে তে মরুতাং পিতৃদহং	৪৭৮
নমো বজ্রায় মথস্রে নমস্কৃত্য মা পাহীত্যাগ্নৌধং তস্মা এব নমস্কৃত্য	৩৬৩
নাগতশ্রীর্ষ্যহেভ্রং যজ্ঞেত ত্রয়ো বৈ গতশ্রিয়ঃ	৩৭
নাতাগ্রং গ্রহরেদ্যদতাগ্রং গ্রহরেদত্যা সারিণ্যধ্বর্যোনাঈশ্বকা শ্রাং	১৮০
নানি প্রাণো যজমানস্ত পশুনা যজ্ঞো দেবেভিঃ সহ দেবধানঃ	২৮৪
নামাবান্তায়াং চ পৌর্ণমাস্তাং চ স্নিয়মুপেয়াদযহুপেয়ান্নিরিঞ্জিয়	৫৮
নাসোমযাজী সং নয়েদনাগতং বা এতস্ত পয়ঃ	৪৩
নিগ্রাভ্যাঃ স্থ দেবশ্রুত আয়ুর্ষ্মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়তাপানং	৩০৭
নি বীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপ	১০৬
নিবেশনী সঙ্গমনী বহুনাং বিশ্বাকপাণি বহুত্বাবেশয়স্বী	৫৭৮
নিবচ্ছতি বৃষ্টিমেবাস্মৈ নি যচ্ছতি	১০০
নি ছোতা হোতৃষদনে বিদানস্বেষো দীদিবাং অসত্ত	৬৩৫
নৃমদশচ পকাচ্চপশচ ব্রহ্মবাত্তমবদে তামস্মিন্দারাবাদ্রে হৃগ্নিং	৭৭
নৈয়গোধো ঐহুধ্বর আশ্বখঃ শ্লাক ইতীয়ো ভবতোতে বৈ গন্ধর্বাঙ্গরবাং গৃহাঃ	৫৩৬

— ০ —

প ।

পঙক্তিপ্রাণো বৈ যজ্ঞঃ পঙক্ত্যুদয়নঃ পঞ্চ প্রযাজা ইত্যন্তে	২৩৭
পঙক্ত্যো যা জ্যাম্বাক্যো ভবতঃ পাঙক্ত্যো যজ্ঞন্তেনৈব	৬০০
পঞ্চ গৃহতে পঞ্চ দিশঃ সর্কাস্থেব দিক্ষু দিক্ষুধুবন্তি	৬৩০
পঞ্চদশ সমিধেনীরহাং পঞ্চদশ বা অর্দ্ধমাসস্য	৭৬
পঞ্চদশানু ক্রয়াদ্রাজাস্য পঞ্চদশো বৈ রাজত্বঃ	৯৮
পরেজনীঃ সাদয়ামি বিশ্বস্য তে বিশ্বাবতো	৬১২
পবক্বে হি যন্তি পরাচীভিঃ স্তবতে ঐশ্ব্যার্চা পুনঃরতোপ তিষ্ঠতে যজ্ঞো	৩২৩
পর্কতশ্চিচ্চাহি বৃক্কো বিভায় দিবশ্চৈ মাণু রেজত স্বনৈবঃ	৩৩১
পরমেষ্টাদিপতির্ষু ত্যর্গন্ধর্বস্যা বিশ্বমঙ্গরমো ভূবঃ	৫৩০
পর্যগ্নো ক্রয়মাণে জুহোতি জীবন্তায়মৈবৈনাঽ স্তবর্গং লোকং গময়তি অং তুরীয়া বশিনী	৫১০
পরস্যা অধি সম্বোতোহরবাঽ অত্যা তব	২৪৫
পরস্তাদর্কাচো বৃষীতে তস্মাং	৭৮
পরা বা এতস্যাহয়ং প্রাণ এতি যোহয়শু গৃহ্নাত্যা	৪৪৭
পরিধনংসং মাষ্টি পুনাত্যে বিমান্	২২০
পরিভূরগ্নিঃপরিভূরিত্রং পরিভূর্কিঞ্চাদেবান পরিভূর্অর্ষা	৩৫৬
পশবো বা ইড়া স্বয়মা দন্তে কামমেবাহয়ানা পশূনামা	২১০

মঙ্গ	পৃষ্ঠা ।
পশবো বা এতে যদাদিত্য এষ রুদ্রো যদগ্নিরোধী:	৬০৬
পশবো বৈ আহুতয় এষো রুদ্রো যদগ্নি নং পূর্বা	১৯১
পারধীন পরি দধাতি রক্ষসামপহতৌ	১৮৯
পিশস্ত্যাপো মরুতঃ সূদানবঃ পরো যুতবদ্বিধথেবাভুবঃ	৩৪২
পিতা বৎসানাং প তিরগ্নিমানামথো পিতা মহতাং	৪৭৯
পিতা বৈ প্রযাজাঃ প্রজাহুযাজা যৎ প্রযাজানিষ্ট	১৩৪
পিতৃশ্বেবভ্যাহতীং খমতি প্রজাপতিনা যজ্ঞমুথেন	১৭৩
পিশঙ্গরূপ স্তভরো বয়োধাঃ অষ্টী বীরো জায়তে দেবকামং	৩৯২
পুনরগ্নিশ্চক্ষুরদাং পুনরিত্রো বৃহস্পতিঃ	৩৭২
পুরস্তাং প্রস্তরং গৃহ্নাতি মুখ্যমেবৈনং কয়োতি	১৭৯
পুরস্তাং সোমস্য ক্রয়াদেবমতি মজ্জয়েত	২৭১
পুরস্তান্নম্না পুরোহুবা ক্যা ভবতি জাতানৈব	৪০৯
পুরীষবতীং কয়োতি প্রজা বৈ পশবঃ পুরীষং প্রজয়েবৈনং পশুভিঃ	১৭৩
পূর্ণমাসে বৈ দেবানাং স্ত তস্তেবামেতমর্দ্ধমাসং	৪৫
পূর্ণা পশ্চাত্ত পূর্ণা পুরস্তাহ্নমধ্যাতঃ পৌর্ণমাসী জিগায়	৫৭৭
পূর্ক্বে ঋতাবরী ইত্যাহ পূর্ক্বে হেহো ঋতাবরী দেবপুত্রে	২০২
পূর্কপক্ষোরা কাপরপক্ষঃ কুহরমাবাস্যা সিনীবাণী পৌর্ণমাস্যমুযতিশ্চক্রমা	৪৪৮
পূর্কর্কে কুহোতি তন্মাং পূর্কর্কে চক্ষুধী	১৪৬
পুতনাষাডনি পশুভাষা পশুজীবোতাহ প্রজা এব	৫৮৮
পৌর্ণমাসীমেব যজোত ত্রাতৃব্যাবান্নাব্যাস্যায় হত্বা	৩৬
প্রচ্যুতং বা এতদম্মল্লোকাদাগতং দেবলোকং যচ্ছত্	১৬৩
প্রজানন্তঃ প্রতি গৃহ্নাতি পূর্বাঃ প্রাণমস্বেভ্যঃ পর্যাচরন্তম্	২৮৩
প্রজাপতিরকাময়ত প্রজাঃ সৃজয়েতি স তপোহতপ্যত স সর্পানসৃজত	২৯৩
প্রজাপতির্দেবানুমানসৃজত তদনুষজোহসৃজ্যত যজ্ঞং ছন্দাংসি	১৬৪
প্রজাপতির্দেবেভ্যো যজ্ঞান্ ব্যাদিশং স আত্মানাজ্যমধত	১৬২
প্রজাপতির্কা অজুহোংসায়ত্রাহতিঃ প্রত্যতিষ্ঠততো	৬১৭
প্রজাপতির্কিরাজমপশ্রুত্বা ভূতং চ ভব্য চাসৃজত তামৃষিভ্যস্তি	৪৫২
প্রজাপতির্কিঞ্চকর্মা মনঃ গন্ধর্ব্বস্তশ্রুর্কসামাত্মঙ্গরসো বহুয়ঃ	৫৩০
প্রজাপতে ন স্তদেতাগ্ৰো বিখা জীতানি পরি তা বভূব	৩৭৩
প্রজাপতে স বেদ সোমাপুষণেমৌ দেবৌ	২৪৬
প্রজাপতেজ্জায়মানাঃ প্রজা জাতাশ্চ বা ইমাঃ	১৮৩
প্রণীযাজানামিত্যাহ প্রণীহেঁষ যজ্ঞানাং	৮৮
প্রণো দেব্যা নো দিবঃ	৩২৯

যজু	পৃষ্ঠা ।
প্রথমং ধাতারং করোতি মিথুনী এব তেন কারোত্যাবেবান্মা অমুমতির্ষত্ততে রাতে রাক্ষ	৫৪৫
প্র দেবং দেববীতয়ে ভরতা বম্ববিস্তমম্	৬৩৬
প্র দেবং দেব্যা ধিমা ভরতা আতবেদসম্	৬৩৪
প্রপ্রায়মগ্নির্ভরতস্ত শৃথে বি ষৎ সূর্যো	১২৩
প্র বঃ বাজা ইতানিরুক্তাং প্রাজাপত্যামবাহ	৬৭
প্রব হস্তমুবাহসীতাহ মিথুনম্বায়	৫৮৮
প্রবাহগ্ জুহোতি তস্মাৎ প্রবাহক্ চক্ষুবী	১৪৬
প্রবাহথা ঋত্বিজামুদগথা উদগীথ এবোদগাতৃণাম্ ঋচঃ প্রণব	৪১১
প্র বো বাজা ইত্যবাহ তস্মাৎ প্রাচীন৬	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যবাহ মাসা বৈ বাজা	৬৮
প্র বো বাজা ইত্যবাহানং বৈ বাজোহন্নমেবাব	৬৮
প্রমুঞ্চমানা ভুবনস্ত রেতো গাতুং ধন্ত যজমানায় দেবা	২৮৪
প্র স মিত্র ঋতৌ অস্ত প্রয়স্বান্তস্ত আদিত্য শিক্তি ব্রতেন	৫৬৭
প্র সমাহিষে পুরুহুত শক্রঃ প্রোষ্ঠন্তে শুয় ইহ রাতিরস্ত	৫৬৭
প্র সো অগ্নে তবোতিভিঃ সূবীরভিস্তরতি বাজকর্ষাভিঃ	৪২৬
প্র হোত্রে পূর্বাং বচোহগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ বিপাং জ্যোতী৬ বি বিজ্রতে ন বেধসে	৪২৬
প্রাজাপত্যা বৈ পশবন্তেষা৬ ৰুদ্রোহিধিপতির্ঘনৈতামুপাকরোতি	২৯২
প্রাজাপত্যামা লভেত যঃ কাময়েতানভিজিতমভিজয়েয়ামিতি	৫১০
প্রাঞ্চং প্র হরতি যজমানমেব সূবর্গং লোকং গময়তি	১৮০
প্রাঞ্চমগ্নিঃ প্র চরন্ত্যংপত্নীমা নমন্ত্যবনা৬ সি প্র বর্তয়ন্ত্যম	২৭৯
প্রাণাপানৌ বা এনং তদজ্জহিতাং প্রানো বৈ দক্ষোহপানঃ	১৪
প্রাণায় ত্বাহপানায় ত্বা ব্যানায় ত্বা সতো ত্বাহসতে	৬২১
প্রাণায় মে বর্চোদা বর্চসে পরস্বাপানায়	৩৫৬
প্রাণো বৈ পষদাজ্যং প্রাণো বা এতস্ত স্বন্দতি যস্ত পৃষদাজ্য৬	৩৮৭
প্রায়ণীয়ে চোদনীয়ে চ গৃহস্তে প্রাণা বৈ প্রাণগ্রহাঃ প্রাণৈরেবঃ	৬৩০
প্রাশস্তি তীর্থ এব প্রাশস্তি দক্ষিণাং দদাতি তীর্থঃ এব দক্ষিণাং	২ ১
প্রৈতরসি ধর্মায় ত্বা ধর্মং জিষেত্যাক মহুয়া বৈ ধর্মো মহুযোভ্যাঃ	৫৮৮
প্রোতংস্ত্যাঞ্চার্ন ভরন্ত্যভিজিত্যৈ মরুত্বভীঃ প্রতিপদো বিজিত্যা	৩০১
প্রোত্বেদেহ্যতস্ত বামীরশ্বগ্নিস্তেহগ্রং নয়ত্বদিতির্ষধ্যং দদতাং	৫১১
প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতী বেদিং বর্গেন সৌদতু	৬১১
প্রৈবৈনং পুরোহুবাক্যাহ প্রণয়তি যাজ্ঞয়া গময়তি বষট্কারেণ	১৪৮
প্রোক্ষনীরা সাদয়ত্যাণো বৈ রক্ষোয়ী রক্ষসামপহতৈ	১৭৪

মন্ত-সূচী ।

৬৬৩

মন্ত

পৃষ্ঠা ।

ব ।

বজ্র আজ্যং বজ্র আজ্যভাবৌ বজ্রো বযট্কারস্তিবৃতমেব	১৪৮
বট্টকারো বৈ গায়ত্রীয়ে শিরোহচ্ছিনন্তুৈ রসঃ পরাং পন্তং	৬১৬
বপায়াং বা আহ্নিরমাংগাচমর্যেধোহপক্রামতি ত্রামু তে	
বর্হিঃ স্তৃণাতি প্রজা বৈ বর্হিঃ পৃথিবী বেদিঃ	১৭৯
বর্হিষদঃ পিতর উত্কার্কাগিমা বো হব্যা চক্ৰমা জুবধম্	২৫৩
বসবস্তা প্র বৃহন্ত গায়ত্রেণ ছন্দসাহচঃ প্রিয়ং পাথ উপেহি	৫৪৭
বস্কোহসি বেষপ্ররসি বস্তষ্টিরসীতাহ প্রতিষ্ঠিত্যে	৫৮৯
বস্তুভ্যো রুদ্রেভ্য আদিত্যেভ্যো বিধেভো	৬১১
বহিস্তে অস্ত বালিতি	৪৮৩
বাক চ মনশ্চাহধর্জীয়েতামহং দেবেভ্যো	১০৮
বাচস্পত্যয়ে ত্রা হতং প্রাশ্রমীতাহ বাচমেব ভাগধেয়েন প্রীণাতি	২১০
বায়ব্যাগ্নোপাকরোতি বায়োরৈবৈনামবরুধ্যাহলভত আকুত্যা ত্রা কাম্য	৫১০
বায়বামা লভেত ভূতিকামো বায়ুর্কৈ	
ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব যেন ভাগধেয়েনোপ ধাবতি	৫০৯
বায়ুর্যোবাত্ত্রাণ্যব্যা বহ্মিমে গর্ভমদধাতাং তস্মাদ্ জাব্যাপৃথিব্যা যৎ সোমঃ	৫০৯
বায়ুরস্তরিক্কাং অগ্নিঃ পৃথিব্যা সমঃ পিতৃভ্যঃ	৩৬৪
বায়ুরসি প্রাণঃ নামেত্যাহ প্রাণাপানাবেবাব রুদ্ধে চক্ষুরসি শ্রোত্রঃ	৪১২
বায়ুরসি প্রাণো নাম সবিতুরাধিপতোহপানং মে দাশচক্ষুরসি	৪৫২
বায়ুর্হিংকর্তাহগ্নি প্রস্তোতা প্রজাপতিঃ সাম বৃহস্পতিরূপগাতা বিধে দেবা	৪৩৭
বার্হতীমুত্তমামম্বাহ বার্হতো বা অসৌ	৬৭
বাপ্রেব বিদ্বান্মিমাতি বৎসং ন মাতা	৩৩১
বাস্ত বা এতত্তজ্ঞস্ত ক্রিয়তে যদ্গ্রহান্ গ্রহীত্বা বহিস্পবমানত্ সর্পস্তি	৩২৩
বাস্তোপ্পতে প্রতি জানহস্মান্ংস্বাবেশো অনমীবো ভবা নঃ	৫৫৬
বাস্তোপ্পতে শগ্নয়া সত্ সূদা তে সাক্ষীমহি রথয়া গাতুমত্যা	৫৫৬
বি তে বিদ্বথাত্তজুতাসো অগ্নে ভামাসঃ শুচে শুচয়শ্চরন্তি	৪৮৬
বি তে ভিনদ্বি ভকরীং বি যোনিং বি গবীচ্ছৌ । বি মাতরং চ পুত্রং ॥	৪৮৩
বি তে ভিনদ্বি ভকরীমিত্যাহ যথাবজুরৈবেতং	৯৮৪
বিদ্বাৎসো বৈ পুরা হোতাসোহভুবস্ত্রাধিধ্বতা	১০৭
বিদ্যা হি তে পুরা বয়মগ্নে পিতুর্গুণাহবসঃ	২৪৫
বি পাজসা বি জ্যোতিষা	১২৪
বি বা এতং প্রজয়া পশুভিরর্জয়তি	৪৩
বি বা এতদ্বজ্রং ছিনদ্বস্তি যন্ন্যাতঃ প্রাশ্রস্তান্তির্দ্বির্দ্বির্দ্বস্ত	২১৭

মন্ত্র

পৃষ্ঠা।

বি বা এতত্ত্ব যজ্ঞ ঋধ্যতে যশ্চ

হবিরতিবিচ্যতে সৃগ্যো দেবো দিবিসম্বা ইত্যাহ বৃহস্পতিনা

৪৯৭

বি বা এতত্ত্ব যজ্ঞশ্চিহ্নতে যস্য পৃষদাভ্য স্বন্দতি

৩৮৮

বিশ্বমত্ত প্রিয়মুপহৃতমিত্যাছাছটকারমেবোপ হবয়তে

২০২

বিশ্বকপো বৈ আধ্বঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ

১

বিশ্বলোপ বিশ্বদাবস্য অহিসঞ জুহোম্যাকাদোকোহহতাদেকঃ

৪৬৯

বিশ্বামিত্রজমদগ্নী বসিষ্ঠেনাস্পর্ধ্বৈতাৎ স এতজ্জমদগ্নির্বিহব্যমশ্রুস্তেন

৩০২

বিশ্বে আ দেবা বৈশ্বানরাঃ প্র চাবয়ন্ত দিবি দেবান্দৃৎ হান্তরিক্ষে

৪০০

বিশ্বে দেবা মরুত ইন্দ্রো অশ্বানশ্বিন্দিতীয়ে সবনে ন উভ্যঃ

৩১৩

বিশ্বে দেবা যদজুষন্ত পূর্ন ইত্যাহ বিশ্বে হোতদেবা জ্যোষন্তে

২৬৫

বিষ্টম্ভোহসি বৃষ্ট্যৈ আবৃষ্ট্যৈ জিনেত্যাহ বৃষ্টিমৈবাব রুদ্ধে

৫৫৮

বিব্রবুরুক্রমৈষ তে সোমত্ত্ব বক্ষস্ব ত তে হৃশ্চক্ষা মাহব

৪১১

নিমগ্নে শিপিবিষ্টায় জুহোতি যদৈ যজ্ঞত্ৰাতিরচ্যতে যঃ পশোভূমা যা পুষ্টিস্তদ্বিকুঃ

৪৯৯

বিমো অ নো অস্তমঃ শর্ম্ম যচ্ছ সহস্তু প্র তে ধারা মধুশ্চুত উৎসং

৩২৩

বুভুন্ন বেফেতৈষ বৈ পাক্রিয়ঃ প্রজাপতির্গজঃ

৩৫৭

বৃহস্পতিনঃ পরিপাতু পশ্চাদুতোত্তরশ্রাদধরাদধারোঃ । ইন্দ্রঃ পুরস্তাহুতমধ্যতো ॥

৪৮৬

বেদিং প্রোক্ষত্বাক্ষা বা এষাহলোমকাহদেব্যা

১৭৯

বুদ্ধেন বা এষ পশুনা যজ্ঞতে যস্যৈতানি ন ত্রিয়ন্ত এষ হ দৈব সমৃদ্ধেন

৪৭৯

ব্রহ্ম দেবকৃতমপহৃতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবোপহবয়তে দৈব্য

২০১

ব্রহ্মন্ প্র স্তাত্বাম ইত্যাহাত্র বা এতর্হি যজ্ঞঃ শ্রিতো যত্র ব্রহ্মা

২২১

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদম্ব্য ওষধয়ঃ সং ভবন্ত্যোষধয়োহন্নমিতি

৪৫৯

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাৎ সত্যাদৃষাতবামাশ্রয়ানি হবিৎ সত্যাতবামমাভ্যামিতি

১৬২

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মৈ কনধর্যুরা শ্রাবয়তীতি ছন্দসাং বীৰ্য্যায়ৈতি

৪৬৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং তদ্যজ্ঞে যজমানঃ

১৪৭

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যাং পৌর্ণমাসমিতি

: ৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং দেবত্যাং সায়ায়ামিতি

২৭

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কিং যজ্ঞশ্র যজমান ইতি প্রস্তর ইতি তত্ত্ব

১৮১

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি দগ্ন পূর্নস্তাবদেয়ম্

২৬

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স আ অধর্যুরাঃ শ্রাদো যথা সবনং প্রতিগবে ছন্দাৎ সি

৪০৯

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স তৈ দর্শপূর্ণমাসাব লভেত

৫৭৮

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স তৈ দর্শপূর্ণমাসৌ

৩৫

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি স তৈ যজ্ঞেত যো যজ্ঞশ্রাহর্ত্যা বনীয়াততশ্রাদিতি

১৯০

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীষ্টা দেবতা অথ কতম এতে দেবা

২২১

মন্ত্র	পৃষ্ঠা ।
মা নঃ সমস্ত দূচ্যঃ পরিবেষসো অ৭ হতিঃ	২৪৫
মানবীত্যাহ মম্বহোতামগ্রে পশুদ্ব্যতপদীত্যাহ যদেবাস্তৈ পাষাদ্তমপীডাত	২০১
মা নস্তোকৈ তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো	৫৬৬
মা নো অগ্নিগ্নহাধনে পরা বগ্ভারভূদ্বথা	২৪৫
মা নো দেবানাং বিশঃ প্রব্রাতীরিবোশ্রাঃ	২৪৫
মান্দান্ন তে শুক্র শুক্রমা ধুনোমি ভন্দনান্ন কেতনান্ন রেশীষু	৪৪১
মিত্রস্ত চৰ্ষণীধ্বতঃ শ্রবো দেবস্ত সানসিম্	৫৬৭
মান্বুক ইধ্বঃ ভবত্যঙ্গারা এব প্রতিবেষ্টমানা অমিত্রাণামস্ত সেনাম্	৫৬৬
মিত্রো জনাত্মাতয়তি প্রজামন্নিত্রো দাধার পৃথিবীমুত তাম্	৫৬৭
মিথুনো গাবো দক্ষিণা সমৃদ্ধ্যে	৫৮১
মৃদ্ধ্বতী পুরোম্বাক্যা ভবতি মৃদ্ধানমেবৈন৭ সমানানাং	১৪৭
মূলং ছিনতি ভ্রাতৃব্যস্তৈব মূলং ছিনতি	১৭৩
মৃত্যবে বা এব নীয়তে যৎ পশুস্তং যদম্বারভেত	২২২

— * —

য ।

যং কাময়েত সৰ্গমায়ুরিষাদিতি প্র বো	৬৮
যং দ্বিষ্যন্তং ধ্যায়েচ্ছূচৈবৈনমর্পয়তি	১৭৪
যং প্রথমং গৃহ্নাতীমমেব তেন লোকমভি জয়তি যং দ্বিতীয়মস্তাবক্ষং	৪৫২
য আরণ্য্যঃ পশবো বিশ্বরূপাঃ বিরূপাঃ সন্তো বহধৈকরূপাঃ	২৮৪
য ইমং যজ্ঞমবাস্তো যজ্ঞপতিং বর্দ্ধানিত্যাহ যজ্ঞায় চৈব যজ্ঞমানায়	২০২
য উগ্র ইব শর্যহা তিগ্নশৃঙ্গো ন ব৭ সগঃ	২৪৬
য উন্মাত্তেস্তৈ হোতব্য গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসো বা এতমুন্মাদয়ন্তি য উন্মাত্ততোতে	৫৩৬
য এবং ছন্দসাং বীৰ্য্যং বেদাহ শ্রাবয়ন্ত শ্রৌষড্যজ্জ যে যজ্ঞামহে	৪৬৫
য এবং বিদ্বান্ প্রতিগৃণাত্যাদ এব ভবত্যাহস্ত প্রজায়া বাজী জায়তে	৪১১
য এবং বিদ্বান্ সোমেন যজ্ঞতে ভবত্যাম্বনা পরাহস্ত ভ্রাতৃব্যো	৩৫২
য এবং বেদ সবীৰ্য্যৈরেব ছন্দোভিররুচি যং কিং চার্কতি বদিত্রো ব্রত্মহন্নমেধ্যং	৪৬৫
য এবং বেদোপৈনং যজ্ঞো নমতি	৪৬৫
যক্ক পিপ্রয়চ্চ নো বিপ্রো দূতঃ পরিক্কতঃ	৪২৭
যক্ষা হি দেবহুতমা৭ অশ্বা৭ অগ্নে রথীরিব	২৪৪
যজ্ঞমানদেবত্যা বৈ জুহুর্ভ্রাতৃব্য দেবতোপভূত্বদে ইন	৮৯
যজ্ঞমানো বা আহবনীরো যজ্ঞমানং বা এতদ্বি কৰ্ষন্তে যদাহবনীয়াং	২৭৯
যজ্ঞং বা এতৎ সং ভরন্তি যং সোমক্ৰয়ণ্যে পদ যজ্ঞমুখ৭ হবির্দানে	২৭৯

মন্তব্য-সূচী ।

৬৬৭

মন্তব্য	পৃষ্ঠা ।
যজ্ঞপতিমুখ্য এনসাহং প্রজা নির্ভুতা অমৃতপ্যমানা	৩৯৮
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবান্তানি ধর্ম্মাণি	৬৩৭
যজ্ঞ্যারোহিবন্তেদ্রোপয়েন্তদ্ যজ্ঞস্ত	২১১
যৎ কিং চেদং বরণং দৈবো জনেহন্তিদ্রোহং মনুষ্যশ্চরামসি	৫৬৮
যৎ কুসীদম অপ্রতীত্তং ময়ি যেন যমস্ত বলিনা চরামি	৪৬৯
যৎ কুসীদমপ্রতীত্তং মরীত্যাণৌষতীহৈব সত্তমং কুসীদং	৪৭০
যৎ কৃষ্ণশকুনঃ পৃথদাজ্যমবযৃশোচ্ছ্রাদ্ভা অস্ত প্রমায়ুকঃ স্তাংপশবো	৩৮৭
যৎ ক্রৌঞ্চমবাহাহিস্রং তত্তমস্রং মানুষ্যং	১০৭
যৎ চিকি তে বিশো যথা প্র দেব বরণ ব্রতম্	৫৬৮
যৎ পশুশ্রীষ্মকৃতোতি জুহোতি শাস্ত্যোঃ	২৯২
যৎ পশুশ্রীষ্মকৃতোরো বা পস্তিরাহতে অগ্নিশ্রী	২৮৪
যৎ পূতীকৈর্কা পর্ণবকৈর্কাহিতক্যাং সোম্যং তত্ত্বং	২৬
যৎ পূর্ষেধহঃ স্মিতং পরাকো গৃহস্তে তস্মাদিতঃ পরাক ইমে লোকা	৪৫৯
যৎ পুশ্রয়ো গৃহস্তে পুশ্রীনেব তৈঃ কামাত্তজ মানোহব রুদ্ধে	৪৫২
যৎ প্রাঙাসীনঃ শত্ৰুসতি প্রত্যঙতিষ্ঠন্	৪১২
যৎ সাক্ষ্যপ্রতিরগ্নিতোত্রং জুহোত্যাহতীষ্টকা এব তা উপ ধন্তে	৫৫৬
যৎ স্কেন্যন বোপবেষণ বা যোযুপ্যেত স্তুতি রেবাস্ত সা হন্তেন	১৮১
যন্তপত্তপ্তা দৌকিতবাদং বদতি প্রজা এব তত্ত্বজমানঃ	১৬৪
যত্তিরস্টানমতিহরেনদন্তিবিদ্ধং যজ্ঞস্তান্তি বিধেদগ্রেণ পরি হরতীতি	২১১
যন্তে সোমাদাত্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহোশিত্বঃ	৪৪১
যন্তে সোমাদাত্যং নাম জাগৃবীত্যাহৈব বৈ হবিষা হবির্ঘজতি	৪৪৭
যত্র নির্দিশেৎ প্রতি যজ্ঞস্তাহনীর্গচ্ছেনা শাস্তেহয় যজমানোহসাবিত্যাহ	২২৩
যজ্ঞোতমেবং বিদ্বান্মহিনঃ সত্ৰং প্রাবং জুহোতি ন তত্র রুদ্ধঃ পশুনতি মত্ততে	৩১৫
যথা নো অদিতিঃ করং পশ্বে নৃত্যো যথা গবে	৫৬৬
যথা বা আরতাং প্রতীকৃত এবমধ্বর্গুঃ প্রতিগরং প্রতীয়তে	৪১১
যদগৃহ্নাতি প্রজাত্যস্বা প্রজাপতয়ে গৃহ্নামীতি তস্মাৎ প্রজাপতিং প্রজা অমু প্রজায়ন্তে	৪৬০
যদ্ যজ্ঞাতোষধীভ্যস্বা প্রজাত্যো গৃহ্নামীতি তস্মাদোষধয়ো মনুষ্যাণামঙ্গং	৪৬০
যদ্রজ্যং স্থপাবসানা চ স্বধববসানা চেতি প্রমায়ুকো যজমান	২২২
যদ্রজ্যাতোহগ্নিঃ হোতারমবুধা ইত্যগ্নিনোভয়তো	৮৯
যদগ্নে কব্যাবাহন পিতৃভুক্ত্যতাবধঃ প্র চ হব্যানি বৃক্যসি	২৫৪
যদগ্নেয়ো ভবত্যগ্নির্দৈ যজ্ঞমুখং যজ্ঞমুখমেবদ্ধি পুরস্তাদ্বতে	৫৭৯
যদভিক্রম্য জুহ্বাৎ প্রতিষ্ঠায়া ইমান্তস্মাৎ সমানত্র তিষ্ঠতা	২৭২
যদভি প্রতি গৃহ্নীয়াস্তথা সমৃচ্ছতে তাদৃগেব তত্ত্বদর্জ্জান্ প্যোত	৪১১

মন্ত্র ।	পৃষ্ঠা ।
যদঙ্গু প্রবেশয়েত্তত্তবেশসং কুর্ঘ্যাং সর্কামেব	৫১২
যদবজ্জদতি তজ্জেচয়েত্তমাবজ্জৎ পশোয়ালকন্ত নাব তেৎ ।	৪৯৮
পুৱন্তান্নাত্যা অত্তদবজ্জহুপরিষ্টাদত্তৎ ।	১৫
যদায়েয়োহষ্টাকপালোহমাভায়াং তবতৌশ্রং দধি	৫১২
যদাশিকায়ামভঃ শ্রাদঙ্গু বা প্রবেশয়েৎ সর্কাম বা প্রান্নীয়ৎ	৪১২
যদাসীনঃ শত্ৰু সতিঃ তস্মাদিতঃ প্রদানং দেবা উপ কীবতি	৪১২
যদি কাময়েত ব্রহ্মবর্জসমস্থিতি গায়ত্রীয়া পিৱি	৯৮
যদি নশ্চোদাশ্বিনং দ্বিকপালং নির্কপেদ্যাবা পৃথিব্যমেককর্ণলিমিষিনো	১৬৪
যদ্বিজ্ঞো বৃত্রমহন্নমেধ্যং তত্তদতীনপাবপদমেধ্যং	৪৬৫
যদি মিশ্রমিব চরেদঞ্জলিনা সজৃন্ প্রদাব্যো জুহুদেঘ	৪৭১
যত্রপ চ স্তুগীয়াদতি চ যারয়েত্ভয়তঃ সত্ৰাযি কুর্ঘ্যাদবদীয়তি	১১১
যদৃগৃহ্নাত্যাত্তোষধীভ্যো গৃহ্নামীতি তস্মাদভ্য ওষধয়ঃ	৪৬০
যদেকয়াহ যারয়েদেকাং শ্রীণীয়াত্ভদ্রাভ্যাং	১০৭
যদেকয়া জুহুদ্যদর্কিহোমং কুর্ঘ্যাং পুরোহুশীকামিন্য	৫৫৭
যদন্তেন প্রসীবেদেপনঃ শ্রাদযচ্ছীক শিধিক্তিমানং শ্রাদযত স্বীয়াসী গাসংপ্রতৌ	২১১
যদুত শ্রাদধ্যাদ্ কদ্রং গৃহানযারোহয়েত্তদবর্কণাচ্চসম্প্রকপ্য প্রযাবাচুধা	৫৫৭
যজ্ঞোতা প্রান্নীয়োক্তোতাংষ্টমাচ্ছৈদবদর্কী জুহুদ্যদ্রদার পশুমপি	২১০
যদ্বিধে দেবাঃ সমভরন্তশ্রাদভ্যাতানা বৈধদেবা যৎ প্রজাপতিজ্জঘানু প্রযচ্ছতশ্রাজ্জয়াঃ	৫২৫
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়ত আবামশিন্দধাতি তত্তন্ন অপহনীতি	৪১১
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়তে বজ্রমেনমতি প্রা বর্তয়তি	৪০৯
যদৈ হোতাংধবু্যমভ্যাহবয়তে বজ্রমেনমতি প্রা বর্তয়তি	৪০৯
যঃ পরাভা বর্ততে বজ্রমেব ভগ্নি কয়োতি	৪১২
যত্তববিধ্যতি পাপীয়ান্ ভবতি যদি নাবিবিধ্যতি	৪৫
যদ্ব্যক্তে জুহুদ্যত্থা প্রগাতে বাস্তাবাহতিং জুহোতি তাদৃগেব তত্তদযুক্ত	৫৫৭
যজ্ঞেকং কবালং নশ্চোদেকোমাসঃ সযৎসন্নতানিবেতঃ	১৬৪
যদৈষ দীক্ষিতমভিধাতি দ্বিধ্যা আপোহশাস্তী ওজো বলং	২৬৪
যদৈষ দীক্ষিতোহমেধ্যং পশুতাপশাদীক্ষা ক্রীমতি নীলমশ্র	২৬৪
যদৈষ যুধঃ পূর্ণমাসেহহুনির্কাপ্যো ভবতি যুধ	২৫
যযুাক্ষণশ্চত্রাক্ষণশ্চ প্রশ্নমেয়াতাং ব্রাক্ষণায়াধি	১০৯
যযঃ আয়ামো মিন্দাহভুদয়িত্য পুনরাহহাজ্জাতিবদা	৩৭২
যযন্তে দ্রপঃ স্বন্দতি যন্তে অত্ৰ সর্কাহচ্যাত্তো বিধগয়োঃপদহং	৩২২
যযন্ত কাময়েতান্নাত্ম আ দদীয়েতি তত্ত সত্ৰায়ামুত্তানৌ নিপজ ভূবনশ্র পত ইতি	৫৩৭
যযন্ত ব্রতং পশবো যন্তি সর্কৈ যন্ত ব্রতমুপতিষ্ঠত আপঃ	৩২৯

মন্ত্র

পৃষ্ঠা।

যজ্ঞ তুর্য্যসো যজ্ঞকৃতব ইত্যাহঃ স দেবতা যুগ্মে ইতি যজ্ঞযিষ্টোমঃ	৩০২
যজ্ঞাভ্যুদয়মগ্নিনঃ শমীনহর্ষধ্বজ বা এতং বেদগ্নির্ধ্বজ ইতি	৩০৩
যজ্ঞানিধং প্রদিশি যদ্বিরোচতে হুমমতিং	৩০৪
প্রতি ভূযন্ত্যায়বঃ। যজ্ঞা উপস্থ উরুস্তরিক্সা নো ॥	৩০৫
যজ্ঞান্তে হরিতো গর্ভেইথো যোনিহিরণ্যায়ী অশ্বাভূতা যন্তে তাং দেবৈঃ সমজাগমম	৩০৬
যন্তেযা যন্তে প্রায়শ্চিত্তিঃ ক্রিয়ত ইষ্টা বসীদ্যান্ ভবতি	৩০৭
যাং বা অধ্বর্য্যশ্চ যজমানশ্চ দেবতামন্তরিতত্তত্তা আ বুশ্যেত	৩০৮
যাং মলবধাসসসন্তবন্তি যন্ততে জায়তে	৩০৯
যাবতী ছাব্যাপুথিবী মহিষা যাবচ্চ সপ্ত দিক্ৰবো বিতস্থঃ	৩১০
যাবন্তো বৈ সদন্তান্তে সর্কে দক্ষিণান্তেভ্যো যো দক্ষিণাং ন নয়েদেভ্যো বুশ্যেত	৩১১
যা বৈ দেবতা সদন্তান্তিন্যাপয়ন্তি যন্তা বিধান্ প্রসপতি	৩১২
যা সুপানিঃ স্বগুণরিঃ স্বর্ঘমা বহুহবরী	৩১৩
যান্তে বিধাঃ সমিধঃ সত্যগ্নে যাঃ পৃথিব্যাং বহিবি	৩১৪
যান্তে স্নাকো হুমতয়ঃ সুপেশনো যান্তির্দ্বিদ্বাসি দাভিষে বহ্নিঃ। তান্তিনৌ অত্ন হুমর্ন ॥	৩১৫
যুনজি তিস্রো বিপ্চঃ সূর্য্যস্য তে	৩১৬
যুনজি তে পৃথিবীং জ্যোতিষা সহ যুনজি বায়ুমন্তরিক্ষেণ	৩১৭
যে তে সরস্ব উর্ধ্বয়ো মধুমন্সে যজ্ঞশ্চ তে	৩১৮
যে দেবা যজ্ঞহনঃ পৃথিব্যা মধুমন্সে তে অস্তরিক্ষে	৩১৯
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুঘঃ পৃথিব্যামধ্যাসতে। অগ্নির্মীতেজো সক্ষাকু ॥	৩২০
যে দেবা যজ্ঞহনো যজ্ঞমুঘোহস্তরিক্ষে ত্যাসতে	৩২১
যেন্দর্শণেন্দেস্তত্র হোতব্যা ঋগ্নোতোব তেন্দর্শণ্য	৩২২
যেনেক্রায় সমন্তরঃ পরাভ্যন্তমেন হবিষা জাতবেদঃ	৩২৩
যে ভক্ষয়ন্তো ন বহুগান্হ। যানয়ন্তোহযতপ্যন্ত দিষ্ণিমা ॥	৩২৪
যে রধ্যমানমহু বধ্যমানা অভ্যেক্তস্ত মনসা চক্ষুসা	৩২৫
যেহ্মমীশে পশুপতি পশুনাং চতুষ্পদমুক্তা চ দ্বিপদা	৩২৬
যো জ্যেষ্ঠবজ্রুরপভূতঃ স্যাত্ত্ব	৩২৭
যো স্থলেখবসায়াত্রক্ষোদবঃ চতুঃশরাবঃ পক্তা তস্মৈ ছোত্রিয়া ॥	৩২৮
যেদ্রপ্পো অত্ন পতিতঃ পৃথিব্যাং পরিবাপাং পুরোজ্ঞা	৩২৯
যো বা ইন্দ্র বায়ু মিত্রাবরুণাবশ্বিনাকভিদাসন্তি	৩৩০
যো বা অধ্বর্য্যোঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি যতো মতোতানভিক্ষা	৩
যো বা অধ্বর্য্যোঃ স্বং বেদ স্ববানেব ভবতি ক্রথা	৪
যো বা অযথা দেবতঃ যজ্ঞমুপচরত্যা দেবতাভ্যো বুশ্যেত	৫
যো বা অরন্তিঃ সামিধেনীনাং য এবং	৬

মন্ত্র

পৃষ্ঠা ।

যো বা উপজষ্ঠারম্পশ্রোতার মমুখ্যাতারং বিদান্‌যজাত	৪১৭
যো বিদধ্বঃ স নৈঋতৌ যোহশ্বতঃ স রৌদ্রা যঃ শ্বতঃ	১৬৩
যো বৈ তানুনপ্‌ত্রস্য প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রত্যেব তিষ্ঠতি	২৭১
যো বৈ দেবান্দবশসেনাপর্যতি মমুখ্যামমুখ্যশসেন দেবশশস্তেব দেবেষু ভবতি	৩১২
যো বৈ পবমানস্য সন্ততিং বেদ সৰ্বমায়ুরেতি ন পুরাহ যুষঃ প্র মীয়তে পশুমান্	৩৪৩
যো বৈ পবমানামদ্বারোহাবিধাত্ত জতেহম্ পবমানানা রোহতি	৩৪৫
যো বৈ প্রযাজ্ঞানাং মিথুনং তদিড়ো বহ্নীরিব	১৩৩
যো বৈ প্রযাজ্ঞানাং মিথুনং বেদ প্র প্রজয়া	১৩৩
যো বৈ সোম৮ রাজান৮ সাম্রাজ্যং লোকং গময়িত্বা	২৭১
যো বৈ সোমম প্রতিষ্ঠাপ্য স্তোত্রমুপাকরোত্য প্রতিষ্ঠিতঃ	২৭২
যো বৈ সোমস্যাবিষ্মরমাণস্য প্রথমোহ৮শ্বঃ স্বন্দতি স ঈশ্বর ইন্দ্ৰিয়ং বীৰ্য্যং প্রজাং	৩০৮
যো ভ্রাতৃব্যবান্‌স্যাং স এতাজ্জুহ্বানভ্যাভ্যাতনৈরেব ভ্রাতৃব্যানভ্যাভ্যাতনুতে জয়ৈর্জয়তি	৫ ৬
যো ভ্রাতৃব্যবান্‌ স্যাং স পৌৰ্ণমাস৮ স৮ স্থাপিত্যামিষ্টিমমু	৩৬
যো রাষ্ট্রাদপশ্বতঃ সাতনৈ হোতব্যা যাবস্তোহস্য রথাঃ স্যাতান্‌ ক্রয়াহ্যঙ্কুমিতি	৫৩৫

র ।

রক্ষা৮সি বা এতং পশু৮ সচস্তে যদেকদেবতা আলকো ভূয়ান্‌ ভবতি	৪২১
রথমুখ ওজস্বামস্য হোতব্যা ওজো বৈ রাষ্ট্রভূত ওজো রথ ওজসৈবান্মা	৫৩৫
রশ্মিরসি ক্ষয়ান্‌ ত্বা ক্ষয়ং জিঘেতি আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো	৫৮৮
রাকামহ৮ সুহবা৮ সুহৃতী হবৈ শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু অনা	৪৮৭
রাজানৌ বা এতৌ দেবতানাং যদগ্নীষোমাবস্তরা দেবতা	১৪৭
রাধংতরী প্রথমামদ্বাহ রাধংতরো বা অয়ং	৬৭
রাপমসি বর্ণো নামেত্যাহ ক্ষত্রমেবাব রুক্মে	৪৫২
রায়স্পোষেণ সমিধা মদেমেত্যাহাঃ শিষমেবৈতামা	২৬৫
রাষ্ট্রং বৈ পর্ণো বিডম্বথো যংপর্ণময়ী জুহুর্ভবত্যাশ্বখ্যাপভূদ্রাষ্টেমৈব	৬১৭
রাষ্ট্রিকামায় হোতব্যা রাষ্ট্রং বৈ বাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রৈণৈবান্মৈ রাষ্ট্রমব	৫৩৫
রুদ্রবদগণস্য সোম দেব তে মতিবিনো মাধ্যন্দিনস্য	৩৭১
রেবদস্যোধীভ্যস্তোধীর্জিঘেত্যাহোষধীষেব	৫৮৮

শ ।

শভভূষ্টিরসি বানস্পত্যো দ্বিযতো বধ ইত্যাহ বজ্রমেব	১৭৩
শামিতার উপতেন যজ্ঞং দেবেভিরিধিতম্	২৮৪

মস্ত-সূচী ।

৬৭১

মস্ত	পৃষ্ঠা ।
শমিতার উপেনেনতাহ যথায়জুরেবৈতৎ	২২২
শিবস্বষ্টরিহাহগহি বিভূঃ পোষ উত	৩২৯
শিরো বা এতত্তত্তস্ত যদাঘার আত্মা ধ্রুবাঃধারমাধাধ্য	১০৯
শুভ্রং তে শুক্রেণ গৃহ্মামীত্যাহৈতরা অহো রূপং যদ্রাতিঃ সূর্য্যস্ত	৪৪৭
শুক্ৰাস্ত তে শুক্ৰ শুক্ৰমা ধুনোমি শুক্ৰং তে শুক্রেণ গৃহ্মাম্যাহো	৪৪১
শোচিকেশস্তমীমহ ইত্যাহ পবিত্র মেবৈতদ্যজমানমেবৈতয়া	৭৮
শেনায় সতনে স্বাহা বটংস্বয়মভিগূর্তায় নমো	৩৯৮

— • —

য ।

যট্ৰি৩শতমস্ত ক্রয়াং পশুকামস্ত যট্ৰি৩শদক্ষরা বৃহতী	৯৯
যড়্ভিহরতি যড়্ভাঃ শুভবঃ প্রজাপতিনৈবাত্তান্নাত্তান্নাদায়ত্ববোহস্তা অম্ন প্র যচ্ছতি	৫৩৭

— • —

স ।

সং ত্বা নহাসি পয়সা যুতেন সং ত্বা নহাম্যপ ওষধীভিঃ	৬১১
সং বাং কশ্মণা সমিধা হিনোমী বিষ্ণু অপসম্পারে অস্ত	৪২৬
স৩রোহোহসি নীরোহোহসীত্যাহ প্রজাঠৈ বসুকোহসি	৫৮৯
স৩স্মিত্যবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বা৩র্থ্য আ	২৪৬
স৩হিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বস্তস্ত মরীচয়োহপ্পরস আয়ুবঃ	৫১৯
স এতং মস্ত্রমপশ্রং সূর্য্যস্ত ত্বা চক্ষুশা প্রতি পশ্যামীত্যব্রবীন্ন হি সূর্য্যস্ত চক্ষুঃ	২১২
সকুং সকুং সংমাটি' পরাণ্ডিব হেতর্হি যজ্ঞঃ	২২০
সকুংসকুদেব জতি সন্ধুদ্বিব হি কদ্র উত্তরাজ্জাদেবজ্ঞেতোষা বৈ রুদ্রস্ত	১৯২
সথায়ঃ সং বঃ সম্যাক্ষমিষ৩স্তোমং চায়য়ে	২৪৬
সঙ্গ্রামে সংযন্তে হোতব্য্য রাষ্ট্রং বৈ রাষ্ট্রভূতো রাষ্ট্রে খলু বা এতে ব্যাবচ্ছন্তে	৫৩৬
সজ্জাতবনস্তায়া শান্ত ইত্যাহ প্রাণা বৈ সজ্জাতাঃ প্রাণানৈব	২২৩
সত্যাঃ সন্ত যজমানস্ত কামা ইত্যাহৈষ বৈ কামঃ যজমানস্ত	৫১১
স ত্বং নঃ নন্তসম্পত উর্জ্জং নো ধেহি ভদ্রয়া । পুনর্নো নষ্টমা	৪৭০
স ত্বং নো অগ্নেহবমো ভবোতী নেমিষ্ঠো অস্তা	১২৩
স ত্বমগ্নে প্রতীকেন প্রত্যোষ ব্যাকুশাতঃ	১২৪
স দেবতা ব্রত্মিহর্'র বাত্র'৩হবিঃ পূর্ণমাসে	১৪
স দেব বৈ এসপস্তুম্ পিতরোহম্ন প্র সপস্তু তং এনমীশ্বর	৩৬৪
স নঃ পৃথু প্রবাস্যম্ অচ্ছা দেব	৭৬

যজ্ঞ

পৃষ্ঠা ।

স নো ভুবনস্ত পতে যন্ত ত উপরি গৃহা ইহ চ । উরু ব্রহ্মণেহৈয় ॥	১৭৩
সন্ততমহাহ প্রাণানামস্নাত্ত সন্তত্যা অথো বক্ষসামপহত্যে	১৭৪
স পৃথিবীমুপাসী ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	১৭৫
সপ্তদশানুক্ৰম্যৈশ্বর্যস্ত সপ্তদশো বৈ বৈশ্বঃ	১৭৬
স প্রজাপতিমুপাধাবচ্ছক্ৰেহজনীতিঃ ক্রটয়ঃ কজ্ঞঃ সিক্ৰে ৷	১৭৭
মুপ্রিওঁবী পীবর্যস্ত জায় পীবানঃ পুত্রা অক্লণ্যমোক্ষন্ত ৷	১৭৮
স বনস্পতীমুপাসীদদন্তৈ ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	১৭৯
সম্ অত্রা যন্তাপ যন্তথাঃ সমানমূৰ্ধং নত্বঃ — — —	১৮০
সমন্তৈষুঃ প্রত্যধুক্ষতমক্রম তু মা যিনোতীত্যব্রবীদেতদনৈ	১৮১
সমনৈষুঃ প্রত্যধুক্ষম তু ময়ি শ্রয়ত ইত্যব্রবীদেতদনৈ	১৮২
সমানয়ত উপভূতস্তেজো বা আজ্যং	১৮৩
সমিচ্ছা অগ্ন আহন্তেজোহাপস্মিধির্মেতৎ ৷	১৮৪
সমিধমা দধাত্যন্তরা সামাহতীনাং প্রতিষ্ঠিত্য অধো সন্নিধতোব	১৮৫
সমিধো যজতি বসন্তমেবতৃ নামব রুদ্ধে তন্নপাতং	১৮৬
সমিধো যজতাস্মিন্বেব লোকে প্রতি তিষ্ঠতি	১৮৭
সমিধো যজত্বাষস এব দেবতানামব রুদ্ধে	১৮৮
সম্বৎসরমিচ্ছং যজ্ঞেত সম্বৎসর ৭ হি ব্রতং নান্তি ৷	১৮৯
সম্বৎসরমেবৈবং ব্রতং জাগ্রিবৎ সময়িকু উপতি	১৯০
সম্বেশায় হোপবেশায় ত্বা গায়ত্রিগ্নাস্তিষ্টতো জগত্যা	১৯১
সর্পিষান্ ভবতি মেধ্যস্বায়	১৯২
সর্কানি কপালান্তি প্রধরতি স্তিকতঃ পুন্ড্রোডাশানুয়িন্নৌকেহতি	১৯৩
সর্কানি ছন্দা ৭ ত্বমু ক্রয়াবহুযাজিনঃ সর্কানি বা এতস্ত	১৯৪
সর্কবাং বা এতদেবতানাং রূপং যৎস্বৈব গ্রাহে যৎস্বৈব	১৯৫
স স্ত্রীষ ৭ সাদমুপা সীদদন্তৈ ব্রহ্ম হত্যায়ৈ তৃতীয়ং প্রতি	১৯৬
সাক্ষপ্রস্থারীয়েন যজ্ঞেত পশুকাশো যনৈ বা অন্নোহিহরশ্চি	১৯৭
সাক্ষপরা এষ দেবানভ্যারোহতি য এষাং	১৯৮
সাদু তে যজমান দেবতেত্যাহাশিষমেবৈতানি	১৯৯
সা কা এষা ক্রয়াণামেবাকদ্ধা সম্বৎসরদঃ সহস্রবর্জিনো	২০০
সারস্বতীমা লভেত যঃ দৈবরো বাচো বদিতোঃ সম্বাচং ন বদেবীতৈ	২০১
সারস্বত্যা হোমো পুরতাজ্জুহ্বাদামাবান্তা বৈ সরস্বত্যনুলোমমেবনাবা	২০২
সিনীবালি পৃথুষ্টকে যা দেবানামসি	২০৩
সিনীবালি বা স্পশাদিঃ	২০৪
সীদহোতঃ স্বউলোক চিকিৎসানুং	২০৫

মস্ত	পৃষ্ঠা ।
সুক্ষিতিঃ স্তূতির্ভদ্রকৃতঃ স্তবকান্ পৰ্জ্যন্তো গন্ধর্বন্ততঃ	৫০০
সুপ্রজ্ঞা বয়ং সুপত্নীৰূপং দোদন	৬১১
সুমুঃ সূর্য্যরশ্মিচক্রেমা গন্ধর্বন্ততঃ নক্ষত্রাণ্যঙ্গরসো বেকুরমো	৫২৯
সূর্য্য ভ্রাজস্বিন্ ভ্রাজস্বী ঞ্ দেবেষু ত্বয়া ভ্রাজস্বতঃ	৪৩৪
সূর্য্যো দেবো দিবিসভ্যো ধাতা ক্রতায় বায়ুঃ প্রজাত্যঃ	৪৮২
সূর্য্যো মা দেবো দেবেভ্যঃ পাতু বায়ুরন্তরিকাভজমানোহির্ষী	৬০৫
সোহবিত্তেং প্রতি গৃহস্বং মা হি ৮ সিদ্ধতীতি দেবস্ত যা সবিতুঃ	২১২
সোহবিত্তেং প্রান্স্তং মা হি ৮ সিদ্ধতীত্যগেদ্বাহন্তেন প্রান্সানীত্যত্রবীর	২১২
সোমস্ত বৈ রাজোহর্কমাস্ত বাজয়ঃ	৫৮
সোহমাবাস্তাং প্রত্যাংগচ্ছন্তং দেবা অভি সমগচ্ছন্তামা	২৭
সোমো দেবতা ত্রিষ্টপ্ছন্দোহুর্ধ্যামস্ত পাত্রমসীজো দেবতা জগতী	২৯৬
তদ্ব্যজুর্হরতোত্যাবতী বৈ পৃথিবী ধাবতী বেদিস্ততা এতাবত	১৭৩
স্ততস্ত স্ততমস্যর্জ্জং মচ্ছ ৮ স্ততং হুহামা মা স্ততস্ত স্ততং	৩৯২
স্ত্রিয়ন্তেন যদৃচঃ স্ত্রিয়ন্তেন বক্ষায়ত্রিরঃ	৭৭
স্পর্দমানেনৈত হোতব্যা জয়তোব তাং পৃতনাম্	৫২০
স্যঃ স্ত্রির্কিঞ্চনঃ স্ত্রিঃ পশুর্কৈদিঃ পরশুনঃ স্ত্রিঃ	৩৬৩
স্বকৃত ইরিণে জুহোতি প্রদরে বৈতবা অস্তে নিঋ তিগৃহীতং নিঋ তিগৃহীত এবৈনম্	৫৩৭
স্বাহাকারং যজতি বাচমেবাবরুদ্ধে	১৩২
স্বাহা দেবেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা	২৮৫

— . —

হ ।

হ ৮ সৈরিব সখিভির্কাবদন্তিরশ্ময়ানি নহবা ব্যাসান্	৫৬৬
হব্যবাডগ্নিরজরঃ পিতা নো বিভূর্কিতাবা স্তদুগীকো অশ্বৈ	৫৬৫
হিঙ্গ মে গাত্রা হরিষো গণাশ্চে মা বি তীত্বয়ঃ	৩৭২
হিরণ্যকেশো রজসো বিসারোহির্দুর্নির্কাত ইব প্রজাণাম্	৩১০
হিরণ্যমবধায় গৃহ্নাত্যমৃতং বৈ হিরণ্যং প্রাণঃ পৃথদাজ্যমভূত দেবাস্য	৩৯১
ছনে বাত অনং ভোগমিব কবিং পর্জ্জন্তক্রন্দ্য ৮ সহঃ	৩৪৩

মস্ত-সূচী সমাপ্ত ।

— . —

କୌଳୀଘ୍ରଭୂଷଣୋପେତ ଉପାଧି-ଲାହିଡ଼ି-ସୁତଃ ।
 ଶାନ୍ତିଲ୍ୟବଂଶମନ୍ତ୍ରୋତୋ ରାମମୋହନଞ୍ଜୋ ଦ୍ଵିଜଃ ॥
 ବର୍ଜ୍ଜମାନାଧ୍ୟ-ଞ୍ଜେଲାୟାଂ ଶ୍ରୀମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରେ ।
 ଆନୀଂ ଅଧୀଃ ଅଧାରାମଃ ମର୍କ୍ଷେଷାଂ ଶ୍ରୀତିମାଧକଃ ॥
 ଦୁର୍ଗାଦାସଃ ସୁତସ୍ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟଗତଜୀବନଃ ।
 ବସତି ଅଗଣେଃ ମହ ହାଓଡ଼ା-ମହରେହଧୁନା ॥
 ‘ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ’ ଇତି ଧ୍ୟାତୋ ଶ୍ରୀହସ୍ତନ୍ତ୍ର ।
 ଅଧୀନାଂ ତୃପ୍ତିମାଧକଃ ମତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵପ୍ରକାଶକଃ ॥
 ବ୍ୟାଧ୍ୟାୟାଂ ଚତୁର୍ବେଦନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସ ରତୋ ଡବେଂ ।
 କୃପୟା ଜ୍ଞାନଦେବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିର୍ଭବତୁ ଶାନ୍ତ୍ରୀ ॥
 ମର୍ମ୍ୟାନୁସାରିଣୀ-ବ୍ୟାଧ୍ୟା ଦୃଢ଼ା ଅଜ୍ଞାନନାଶିନୀ ।
 ଜ୍ଞାନାଲୋକପ୍ରଦା ଦୃଢ଼ାଂ ମର୍କ୍ଷେଷାମନ୍ତରେ ମଦା ॥



যজুর্বেদ-সংহিতা ।

— ॐ —

কুমার-যজুর্বেদ-তৈত্তিরীয়-সংহিতা ।

— ॐ ॐ ॐ —

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।)

— . —

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্মণা

সম্পাদিতা ।

— . —

Printed and Published by
DHIRENDRANATH LAHIRI,
at the
'Prithibir Bikasha' Printing Works,
65, Kallprosad Banerji's Lane, Khirretala,
HOWRAH (Calcutta).



